

সংস্ক

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

(তৃতীয় ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ-

কর্তৃক

অনুলিপি ও সম্পাদিত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীক্ষিরোদচন্দ্র মজুমদার ।

১২/১ বামণকুল লেন, কলিকাতা ।

সন ১৩৫০ সাল ।

সর্ববিশেষণোৎপাদকার্থ সর্ব গ্রহণ ২ সাক্ষ্যং ব্যবহৃতং, অপৌক্ষ্যং
অগৌণং, এক বহুতমম জ্ঞান্য সর্বত্র সমস্তাভ্যন্তরঃ, তদন্তর্ভূতৈঃ সূক্ষ্মৈককং এষ ৷
কোহর্সে তবান্না ৭ ৭ বহুৎ কার্য্যাবগমসজ্জাতন্তন, স যেনোজ্জনা আন্ববান, স
এষ তবান্না—তব কার্য্যকরণসজ্জাতন্তেতার্থঃ ৷ তত্র পিণ্ডং, তস্মাত্তন্তবে লিঙ্গান্না
করণসজ্জাত, তৃতীয়ে যশ্চ সন্নিভমান, তেষু কতম মমান্না সন্নাভবন্ত্বণা বিস-
ক্ষিত—ইত্যাঙ্ক ইতব আত—য প্রাণেন মুখনাসিবাসঞ্চনিণা প্রাণিতি প্রাণচেষ্ঠা
৮ ৮ ৮, যেন প্রাণঃ প্রণীতইতার্থঃ, স তে তব কার্য্যকরণস বহুতন্ত আন্বা
বিস্তানময় সমানমন্ত ২ ২: অপানেন অপানীতি, ব্যানেন ব্যানীতি চান্দস্য
দৈঘ্যম ৷ সন্না কার্য্যকরণসজ্জাতগতাঃ প্রাণনাদিচেষ্ঠা দাক্ষয়ন্তেব যেন ক্রিয়ন্তে
—ন চি চেতনাবদনিষ্ঠতন্ত দাক্ষয়ন্তেব প্রাণনাদিচেষ্ঠা বিত্তন্তে, তস্মাদ্বিজ্ঞান-
ময়েন আধষ্ঠিত বিলক্ষণেন দাক্ষয়ন্তেব প্রাণনাদিচেষ্ঠা প্রতিপত্ততে, তস্মাদ্ভি-
সৌহৃতি কার্য্যকরণসজ্জাতবিলক্ষণঃ, যশ্চেষ্টনতি ৥ ১৬৮ ৥ ১ ৭

টীকা। ভূজ্যগ্রহণনিগদ্যমর্থার্থ ১ নবোধনমভিগুণকরণার্থ ২ বহুব্যবহিতমিত্ত্বক্ক
যটাদিবদব বধান গৌণমিতি শব্দে, তন্নবাকর্জমবোধাদিত্ত্বাওন ৩ মুখমেব বহুরব্যবহিতং
স্বরূপ এক ৪ তথা চ বহুবানসিদ্ধহাভাবাৎ যতোহপবেদ্যমিতি ৫ শোত্রং এক মনো
বন্ধেতাং তথা গৌণং, ন তথা গৌণং বহুব্যবহিতং একাদ্বিতীয়হাদিত্ত্বাওন ৬ শোত্রোক্ত ৮
উক্তমব বধানমাক্ষাধাবানন্তবাকোন সাধনাত—বিং তদিত্যাদিনা ৯ তন্ত পবিত্ত্বক্ক
শব্দা এবমিতি—সবন্তেতি ১০ সন্নাভবন্তাঃ প্রত্যগ্ভব বিশেষ্যঃ সমর্প্যতে, ইতদৈত্ত্ব শব্দে-
কিণেবপানীতি বিভাগমভিপ্রোক্তাহ—বদয়ঃশব্দাভ্যামিতি ১১ তাতকচাত ইতানেন সংবধ্যতে ১২
তাৎপর্য্যকো দ্বিঃ য গ্রন্থসমাপ্তার্থ ১ তমেব গ্রন্থং বিবরণাতি—বিস্পষ্টমিতি ১৩

ইমর্থ বাক্যার্থবিশেষ্যোগে, পৃষ্ঠে তৎপ্রদর্শনার্থ প্রত্নাভিমবতাব্যতি—এবমুক্ত ইতি ১
সর্বাস্তব ইতি বিশেষ্যোক্ত্য প্রত্যস্ত বিশেষ্যান্তরাগমনাত্ত্বাভ্যাহ—সর্ববিশেষ্যেতি ২ এষ
সকাত্তর ইতিভাগস্তার্থ বিবরণোক্ত—যৎ সাক্ষ্যাদিতি ৩ এষ-শব্দার্থঃ প্রথমপূর্বকমাহ—কো-
সাবিহিত ৪ আত্মশব্দার্থঃ বিবরণোক্ত—গোহর্মিতি ৫ যেনোত্র সগকো বহুতঃ ৬ বহুতঃ
ল্লিষ্টমিতি—তবোক্ত ৭ প্রত্নাভবনুখাপ্য প্রতিবন্ধি—তদ্রোক্তাদিনা ৮ সর্বাস্তবস্তবান্তেতন্তে
সত্যতি যাবৎ ৯ ত্ত যো মাতৃ-সাক্ষী প্রণীয়েত প্রাণনবিশিষ্টঃ ক্রিয়ত ইতি যাবৎ ১০ কথমেতাবতা
সন্ধোচ্চাপকৃত ইত্যশব্দ্য বিবন্ধিতমমুমান বক্তু ব্যাপ্তিমাহ—সর্বা ইতি ১১ যাপ্বচেতন-
প্রবৃত্তিঃ না চেতনাবিষ্ঠানপূর্নিকা, যথা বধাদিপ্রবৃত্তিরিতার্থঃ ১২ যেন ক্রিয়ন্তে সৌহৃদীতি সংবন্ধঃ ১৩
বৃষ্টান্তস্ত সাধাবৈকল্যঃ চেতনাবিষ্ঠান পরিহণতি—ন ইতি ১৪ সপ্রত্যমুমানমারম্যতি—
তস্মাদিতি ১৫ বিমতা চেষ্ঠা চেতনাবিষ্ঠানপূর্নিকাহচেতনপ্রবৃত্তিভ্যাহাদিচেষ্ঠাবৃদ্ধিতার্থঃ ১৬ প্রতি-
পত্ততে প্রাণাদীতি শেষঃ ১৭ অনুমানকলমাহ—তস্মাৎ সৌহৃদীতি ১৮ চেষ্টমতি কার্য্যকরণসজ্জাত-
মিতি শেষঃ ৥ ১৬৮ ৥ ১ ১

তাম্রাশ্রয়াদি—অতঃপর, সেই স্তম্ভের উপর—উৎকর্ষের প্রকৃষ্ট যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ জন : তে একই সম্বন্ধ—কোন দ্বারা ব্যবহৃত নয়, এমন অপরিপাক অর্থাৎ দর্শার মুখ্য প্রত্যক্ষায়ক, কিন্তু প্রোক্ত ব্রহ্ম, মনেই ব্রহ্ম ইত্যাদি স্থানীয় বস্তু হইয়াছে। তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নহে, তাল, তাহা কি? না, তাহা আত্মা। আত্মা—স্বদেশ ও ‘ন’ প্রত্যক্ষ-আত্মা বুঝাই-হইছে; কারণ, আত্মা-শব্দটী ঐরূপ অর্থেই প্রসিদ্ধ; সর্কাস্তর অর্থ—সকলের অভ্যন্তরস্থ; [ক্লীবলিঙ্গ] ‘যং’ ও [পুংলিঙ্গ] ‘যঃ’ শব্দ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, প্রসিদ্ধ আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু, (কিন্তু কেহ কাহারো অতিবিক্ত নহে); সেই সর্কাস্তরের আত্মার স্বরূপ আমাকে ব্যাখ্যা করিয়া বলুন—বিশেষ স্পষ্ট করিয়া—শুদ্ধে ধরিয়া যেমন গরু দেখায়, তেমনি ‘ইহাই সেই আত্মা’ এইরূপ করিয়া আমার নিকট বলুন। ১

এই কথার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত সর্কাস্তর—সকলের অভ্যন্তরস্থ আত্মা; যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে—ইন্দ্রিয়াদিক্রান্ত ব্যবধান রহিতভাবে মুখ্য ব্রহ্ম—সর্কাস্ত্রপেক্ষা বৃহৎ ও সর্কাস্তর—সকলের অভ্যন্তরস্থ অর্থাৎ উক্ত সমস্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট আত্মা। এখানে ‘সর্কাস্তর’ বিশেষণটি অপরাপর আত্মগুণেরও সম্বন্ধজ্ঞাপক। তুমি যে আত্মার নির্দেশ করিয়াছ, সেই আত্মাটি কে? তোমার এই যে দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টি, ইহা যে আত্মা দ্বারা আত্মবান্ (চেতনায়মান হইতেছে), তাহাই তোমার অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির সর্কাস্তর আত্মা। প্রথমে স্থূল দেহপিণ্ড, তাহার অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিভূত লিঙ্গাত্মা (সূক্ষ্ম দেহ), এবং যে আত্মার সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে, তাহা হইতেছে তৃতীয়; এই তিনটির মধ্যে কোনটিকে তুমি আমার সর্কাস্তর আত্মা বলিয়া বুঝাইতে ইচ্ছা করিতেছ? উত্তর এই কথা বলিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যে আত্মা মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি স্থানে সঞ্চরণশীল প্রাণের দ্বারা প্রাণন করিতেছে—প্রাণ-চেষ্টা করিতেছে, অর্থাৎ এই প্রাণ যাহার দ্বারা স্বকারণ্যে প্রেরিত হইতেছে, তাহাই হইতেছে—দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতময় তোমার বিজ্ঞানময় (জীবরূপী) আত্মা; পরবর্তী অজ্ঞাত অংশের অর্থও এতদনুরূপ। যিনি অপানবায়ু দ্বারা অপানব্যাপার করিয়া থাকেন, এবং যিনি ব্যান বায়ু দ্বারা ব্যানচেষ্টা করিয়া থাকেন, (তাহাই তোমার অভিমত সর্কাস্তর আত্মা); ‘অপানীতি’ ও ‘ব্যানীতি’ পদ দুইটির হ্রস্ব ইকার বৈদিক নিয়মাবলীসারে দীর্ঘ হইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, দাক্ষম্য বুদ্ধির জ্ঞান দেহেন্দ্রিয়াদিতে প্রাণনাদি (বাস প্রবাসাদি) সমস্ত চেষ্টা যাহার সাহায্যে নিপন্ন

ইয়া থাকে,—দাক্ষিণ্য যেমন কোনও চেন্তনকর্তৃক অধিষ্ঠিত বা পরিচালিত না
ইয়া কোন প্রকার চেষ্টা করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি প্রাণাদি করণবর্গও
অপর কোনও চেন্তনে: আশ্রয় বাতিরেকে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি নিজ নিজ ক্রিয়া
সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবে যে, অচেতন-বিলক্ষণ (চেন্তন)
বিজ্ঞানময় জীবাত্মার কক অধিষ্ঠিত হইয়াই প্রাণাদি-করণবর্গ কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্রের
প্রায় নিজ নিজ প্রাণনাদি ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। অতএব
[স্বীকার করিতে হইবে যে,] দেহেন্দ্রিয়াদি-বিলক্ষণ এমন একটি পদার্থ (চেন্তন
আত্মা) নিশ্চয়ই আছে, বাহ্য অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণনাদি কার্য্য নির্বাহ
করিতেছে ॥ ১৬৮ ॥ ১ ॥

স হোবাচোমস্তচাক্রায়ণো যথা বিক্রয়াদসৌ গৌরবাদশ্চ
ইত্যেবমেবৈতদ্ব্যপদিষ্টং ভবতি যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্যক্ল, —য
আত্মা সর্বান্তরন্তঃ মে ব্যাচক্ষেতি, এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ,
কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরঃ ।

ন দৃষ্টেদ্রক্ষ্যং পশ্যেদ্রূপং শ্রোতোরংশুগুণাঃ ন
মতেন্মন্তরং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ । এষ
ত আত্মা সর্বান্তরোহতোহন্যদার্তম্, ততো হোমস্তচাক্রায়ণ
উপররাম ॥ ১৬৯ ॥ ২ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩৮ ॥

সরলার্থঃ ।—[ইতোহপি বিস্পষ্টতয়া আত্মস্বরূপপ্রদর্শনায় যাজ্ঞবল্ক্যঃ নিযো-
জয়িতুম্ উবন্তঃ প্রকৃতমতে “স হোবাচ” ইত্যাদি] । সঃ (উবন্তঃ) চাক্রায়ণঃ উবাচ
হ—যথা [কশিচৎ]—‘অসৌ গোঃ, অসৌ অশ্বঃ’ ইতি বিক্রয়ঃ (‘অসৌ’-পদেন
পরোক্ষতয়া নির্দেশেৎ), এবমেব (যথোক্তগবাস্বনির্দেশবৎ এব) এতৎ (ব্রহ্ম)
ব্যপদিষ্টং (ত্বয়া উপদিষ্টং) ভবতি, [অপরোক্ষতয়া ব্রহ্ম প্রতিপাদয়িতুং প্রবৃত্তেন
ত্বয়া যৎ প্রাণনাদি-চেষ্টাদ্বারা পরোক্ষতয়া প্রতিপাদিতং, নৈতৎ ত্বাযামল্লীকৃতমিতি
ভাবঃ] ; [অতঃ] যৎ এব (নিশ্চয়ে সাক্ষ্যং অপরোক্ষ্যং (অপরোক্ষং) ব্রহ্ম,
যঃ আত্মা সর্বান্তরঃ, তৎ (আত্মানং) মে (মহৎ) ব্যাচক্ষ (স্পষ্টং কথয়), [যদি
শক্লোষি ইতি ভাবঃ] । [এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) তে
(তব) দেহেন্দ্রিয়-সমুদায়াক্রম্য সর্বান্তরঃ আত্মা । [উবন্তঃ তদ্বিশেষ-জিজ্ঞা-

সম্মত—। এই যাজ্ঞবল্ক্য, কতমঃ সর্বাস্তরঃ (১) তুল্য-স্বপ্নাদিহ বিজ্ঞাত্ব দীপ্য
কঃ তস্যঃ সর্বাস্তরঃ বিজ্ঞাত্ব ?) [অবিশেষক আশ্রমঃ দ্বাদশবিধঃ হৃদয়স্য নির্দেশঃ
ঈশমশ্যাতর্য পরোক্ষতয়েব তং বিজ্ঞাপয়িত্বান যাজ্ঞবল্ক্য আহ—হে উষস্ত, দৃষ্টেঃ
(বুদ্ধিরূপে) জ্ঞেয়ঃ (স্ব-প্রকাশেন প্রকাশয়ন্তঃ) ন যুগ্মেঃ (দৃষ্টিবিষয়ঃ ক
কুখ্যাঃ, “যেনেদং জানতে সর্বং, তং কেনাত্তেন জানতাম্” ইত্যাশ্রয়ঃ) ; তথা
জ্ঞতেঃ (শ্রবণজ্ঞানজ্ঞানস্ত) শ্রোতারং ন শৃণুয়াঃ ; মতেঃ (মনোরূপে) মন্তারং
(প্রকাশকঃ) ন মমীথাঃ ; তথা, বিজ্ঞাতেঃ (বুদ্ধিরূপে) বিজ্ঞাতারং (অমু-
ভবিতারং) ন বিজানীয়াঃ (ন প্রকাশয়েঃ, প্রকাশকাস্তরাতাবাদিতার্থঃ) । এবং
(যথোক্তঃ) সর্বাস্তরঃ, তে (তব) আত্মা, (যঃ তয়া পৃষ্ঠে) ; অতঃ (যথোক্তাদ
আত্মনঃ) অন্তঃ (ভিন্নং দেহাদি) আর্ন্তঃ (বিনাশশীলমিত্যর্থঃ) । ততঃ (তস্মা-
দাত্মনঃ) প্রস্রাথনির্ণয়ঃ উষস্তঃ চাক্রায়ণঃ উপরাম (বিবতো বভূব
ইত্যর্থঃ) ॥ ১৬৯ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ :—আত্মার স্বরূপটি আরও বিশেষভাবে প্রকাশ
করিবার জন্য উষস্ত পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন । উষস্ত-
নামক চাক্রায়ণ বলিলেন—যেমন কোন লোক [দূরবর্তী গো অথ প্রভৃতির
পরিচয় দিবার সময়] বলিয়া থাকে যে, এই রকম প্রাণীর নাম গো, আর
এইরকম প্রাণীর নাম অশ্ব ; তোমার প্রদত্ত আত্মতত্ত্বোপদেশও ঠিক তদ্রূপই
হইয়াছে ; অর্থাৎ প্রত্যক্ষবৎ নির্দেশ করিতে যাইয়া অবশেষে এইরূপ
কতকগুলি কার্য দ্বারা তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ; ইহা তোমার
পক্ষে গ্রাহ্য কার্য হয় নাই ; [অতএব] যাহা ঠিক সাক্ষাৎ অপরোক্ষ
(প্রত্যক্ষ) ব্রহ্ম, যাহা সর্ববাস্তুর আত্মা, তাহাই আমাকে বিশেষ করিয়া বল ।
[তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] ইহাই—আমি যাহার কথা বলিয়াছি,
ঠিক তাহাই তোমার অভিপ্রেত সর্ববাস্তুর আত্মা ; কিন্তু তাহার সম্বন্ধে
ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারা যায় না ; অতএব দৃষ্টির অর্থাৎ
চক্ষুরিন্দ্রিয়জ জ্ঞানের যিনি দ্রষ্টা—প্রকাশক, তাহাকে দেখিবে না অর্থাৎ
তাহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রয়াস পাইবে না ; শ্রবণেন্দ্রিয়জ জ্ঞানের
প্রকাশকে শ্রবণ করিবে না ; মতির—মনোরূপ্তি সংশয়াদির প্রকাশকে
মনের দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে না, এবং বিজ্ঞাতির—

কর্তব্যাকর্তব্য-মিচ্ছারকং বুদ্ধিবৃত্তির বোদ্ধাকে বুদ্ধি দ্বারা জানিবে না।
[যাহা বলিলাম,] ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত সূর্যাস্তর আত্মা ;
তন্ত্ৰিণ আর যাক্ষিণ, সমস্তই আৰ্ত্ত—ধ্বংসশীল। ইহার পর উৎস
চাক্রায়ণ প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১৬৯ ॥ ২ ॥ *

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।—স হোবাচ উদন্তচাক্রায়ণঃ—যথু কশিচদন্তথা
প্রতিজ্ঞায় পূৰ্ব্বম্, পুনৰ্বিপ্রতিপন্নো ক্রয়াদন্তথা—অসৌ গোঃ, অসাবধঃ, বশচলতি
ধাবতীতি বা ; পূৰ্ব্বং প্রত্যক্ষঃ দর্শনামীতি প্রতিজ্ঞায়, পশ্চাৎ চলনাদিলিঙ্গৈঃ ব্যাপ-
দিশতি—এবমেব এতদ্ ব্রহ্ম প্রাণনাদিলিঙ্গৈর্ব্যপদিষ্টঃ ভবতি ইয়া ; কিং বহুনা,
তাক্সা গো-তৃণানিমিত্তং ব্যাজন্ম, যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সূর্যাস্তরঃ,
তং মে ব্যাচক্ষেতি । ইতর আহ—যথা ময়া প্রথমং প্রতিজ্ঞাতং—তব আত্মা
এবংলক্ষণ ইতি, তাং প্রতিজ্ঞামনুবর্ত্ত এব—তং তথৈব, যথোক্তং ময়া । ১

টীকা । প্রশ্নপ্রতিবচনযোরননুরূপহমাশঙ্কতে—স হোবাচেতি । দৃষ্টান্তমেব স্পষ্টয়তি—
অসাবিত্যাদিনা । প্রত্যক্ষঃ বা দর্শনামীতি পূৰ্ব্বং প্রতিজ্ঞায় পশ্চাৎ—বশচলত্যসৌ গোঃ, যো ব-
ধাবতি সোহধঃ, ইতি চলনাদিলিঙ্গৈর্ব্যপাদি ব্যপদিশতি, এবমেব ব্রহ্ম প্রত্যক্ষঃ দর্শনামীতি
মৎপ্রস্তুতস্বারেণ প্রতিজ্ঞায় প্রাণনাদিলিঙ্গৈস্তদ্ব্যপদিশতশ্চে প্রতিজ্ঞাহানিরনবধেয়বচনতা চ স্তাদি-
ত্যর্থঃ । প্রতিজ্ঞাপ্রস্তুতস্বারবো বুদ্ধিপূৰ্ব্বকারিণেতি ফলিতমাহ—কিং বহুনেতি । অতীত-
তৎপরিমাণ—যথেনিতি । প্রতিজ্ঞানুবর্ত্তনমেবাভিনয়ন্তি—তত্ত্বয়তি । ১

যং পুনরুক্তম্—তথাত্মানং ঘটাদিবদ্বিধয়ীকুরু ইতি, তদশক্যত্বাৎ ন ক্রিয়তে ।
কস্মাৎ পুনস্তদশক্যমিত্যাহ—বস্তু-স্বাভাব্যাৎ । কিং পুনস্তবস্তুস্বাভাব্যম্ ? দৃষ্টাদি-
দ্রষ্টৃভ্যম্ ; দৃষ্টেদ্রষ্টা হাত্মা । দৃষ্টিরিতি দ্বিবিধা ভবতি—লৌকিকী পারমাথিকী
চেতি । তত্র লৌকিকী চক্ষুঃসংস্পৃক্তাস্তঃকরণবৃত্তিঃ, সা ক্রিয়ত ইতি জায়তে বিন-
শ্ৰুতি চ ; যা তু আত্মনো দৃষ্টিরগ্ন্যাকপ্রকাশাদিবৎ, সা চ দ্রষ্টুঃ স্বরূপত্বাৎ ন জায়তে
ন বিনশ্ৰুতি চ । সা ক্রিয়মাণরোপাধিভূতরা সংস্পৃষ্টেব ইতি ব্যপদিশ্রুতে—
দ্রষ্টেতি ; ভেদবচ্চ—দ্রষ্টা দৃষ্টিরিতি চ । যাসৌ লৌকিকী দৃষ্টিচক্ষুরা
রূপোপরক্তা জায়মানৈব নিত্যরা আত্মদৃষ্টা সংস্পৃষ্টেব তৎপ্রতিচ্ছায়া, তরা
ব্যাপ্তেব জায়তে, তথা বিনশ্ৰুতি চ ; তেনোপচর্য্যতে দ্রষ্টা সদা পশুন্নপি—পশুতি,
ন পশুতি চেতি ; ন তু পুনঃ দ্রষ্টৃদ্রষ্টেঃ কদাচিদপাত্তথাত্মম্ । তথা চ
বক্ষ্যতি ষষ্ঠে—“ধ্যায়তীব লেলায়তীব”, “ন হি দ্রষ্টৃদ্রষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্বতে”
ইতি চ । ২

ক'থো ন জববে তাদিত্যস্তাৎ পদ্যমাকং—যং পূর্নানুভূতি ন দৃষ্টেতি তাদিবাশ্চ
 বাৎসর্যং বদন্তু তদেয়াহ—তৎপুণ্যক'তাদিতি । আত্মনো বস্তুভাবং তাদিবাশ্চ কথং নাশকামিতি
 পূর্ণা—কস্মাদিতি । বস্তুভাবমপ্যুপাধা পাবিত্যত—আত্মনো বস্তুভাবমপি ন দৃষ্টবস্তুরভাবান্না
 তদিত্যদিত্যমিতি মদ্যনো বস্তুভাবং—কিঞ্চিদনির্ভুক্তং দৃষ্টানুভূতিং বস্তুভাবং, ততশ্চা-
 বিবর্তনং, ততঃ বস্তুভাবাবং ঘটাদেব তু ভুতমাহ—দৃষ্টাদীতি । দৃষ্টাৎ—সাক্ষিকোহপি দৃষ্টি-
 বিষয়ঃ কিং ন স্মাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃষ্টেতি । যথা প্রদীপো লৌকিকজ্ঞানেন প্রকাশ্যো ন
 স্বয়ং প্রকাশকং জ্ঞানং প্রকাশয়তি, তথা দৃষ্টিসাক্ষী দৃষ্টা ন প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ । দৃষ্টেদ্রষ্টেব নাস্তীতি
 সৌগতঃ; তন্ প্রত্যা—দৃষ্টিরিতি । লৌকিকীং ব্যাচষ্টে—তত্রৈতি । পারমার্থিকীং দৃষ্টিং
 ব্যাকরোতি—যা ইতি । নহান্না নিত্যদৃষ্টিবস্তাবশেণ কথং দ্রষ্টেতি তাদিবাশ্চ দেশঃ সিধ্যতি,
 তত্রাহ—সা ক্রিয়মাণ্যেতি । সাক্ষ্যবুদ্ধি-তদবুত্তিগতং কর্তৃত্বং ক্রিয়াং চাধ্যাত্মিকং নিত্যদৃষ্টরূপে
 বাবহুয়ত ইত্যর্থঃ । আত্মনো নিত্যদৃষ্টিবস্তাবশে কথং পশ্যতি ন পশ্যতি চেতি কাদাচিত্যেকো
 বাৎসর্য ইত্যশঙ্ক্যাহ—যাহসাবিতি । যা বহবিশেষণা লৌকিকী দৃষ্টিঃ, অসৌ তৎপ্রতিচ্ছায়েতি
 সংবন্ধঃ । তথা চ যা তৎপ্রতিচ্ছায়া, তয়া ব্যাপ্তেবেতি যাবৎ । কিমিত্যোপচারিকো ব্যাপদেশঃ,
 মুখ্যস্ত কিং ন স্মাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । দৃষ্টেবস্তুতো ন বিক্রিয়াবস্তুমিত্যত্র ব্যাক্যশেষমমু-
 কুলয়তি—তথা চেতি । ২

তমিমমর্থমাহ—লৌকিকী দৃষ্টিঃ কর্তৃত্বভায়াঃ, দ্রষ্টারং—স্বকীয়য়া নিত্যয়া
 দৃষ্টা ব্যাপ্তারং ন পশ্বে । যাসৌ লৌকিকী দৃষ্টিঃ কর্তৃত্বভা, সা রূপোপরক্তা
 রূপাভিব্যঞ্জিকা ন আত্মানং—আত্মনো ব্যাপ্তারং প্রত্যক্ষং ব্যাপ্নোতি ; তন্মাত
 তৎ প্রত্যগাত্মানং দৃষ্টেদ্রষ্টারং ন পশ্বে । তথা ক্রতেঃ শ্রোতারং ন শৃণ্বাঃ ;
 তথা মতেষ্মনোরুদ্ধেঃ কেবলায়া ব্যাপ্তারং ন মবীপাঃ ; তথা বিজ্ঞাতেঃ কেবলায়া
 বুদ্ধিবন্তেব্যাপ্তারং ন বিজ্ঞানীরাঃ ; এব বস্তুনঃ স্বভাবঃ ; অতো নৈব দর্শয়িতুঃ
 শক্যতে গবাদিবৎ । ৩

উক্তেহর্থে ন দৃষ্টেতি তাদিষ্টতিমবত্যাং ব্যাচষ্টে—তমিমমিত্যাদিনা । উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—
 যাহসাবিতি । ন দৃষ্টেতি তাদিবাশ্চার্থঃ নিগময়তি—তস্মাদিতি । উক্তস্যায়মুত্তরবাকোষতি-
 দিশতি—তথ্যেতি । উক্তং বস্তুভাববাস্তবমস্মদা ফলিতমাহ—এব ইতি । ৩

“ন দৃষ্টেদ্রষ্টারম্” ইত্যত্র অক্ষরাণি অত্রথা ব্যাচক্ষতে কেচিং,—ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং
 দৃষ্টিঃ কর্তারং দৃষ্টিভেদমকুত্যা দৃষ্টিমাত্রশ্চ কর্তারং ন পশ্বেয়িতি । দৃষ্টেতি
 কর্তৃণি ষষ্ঠী । সা দৃষ্টিঃ ক্রিয়মাণা ঘটবৎ কর্তৃ ভবতি । দ্রষ্টারমিতি তত্ত্বস্তেন
 দ্রষ্টেদ্রষ্টিকর্তৃত্বম্ভাচষ্টে ; তেনাসৌ দৃষ্টেদ্রষ্টা দৃষ্টিঃ কর্তেতি ব্যাখ্যাতৃণামভিপ্রায়ঃ ।
 তত্র দৃষ্টেতি ষষ্ঠ্যস্তেন দৃষ্টিগ্রহণং নিরর্থকমিতি দোষং ন পশ্যন্তি, পশ্যতাং বা
 পুনরুক্তমস্মদুঃ প্রমাদপাঠ ইতি বানাদয়ঃ । কথং পুনরাধিক্যম্ ? তত্ত্বস্তেনৈব
 দৃষ্টিকর্তৃত্বস্ত সিন্ধুবাৎ দৃষ্টেতি নিরর্থকম্ ; তদা ‘দ্রষ্টারং ন পশ্বে’ ইত্যেতাবদেব

वृत्तव्यम् । यथा धातोः परः टृच् श्रयते, तत्कार्थक्यं त्रिच श्रयते, 'गन्तारं भेत्तारं वा नरति' इत्येतावानेव हि शब्दः प्रयुज्यते ; न तु 'गते-गन्तारं, भिदेर्भेत्तारम्' इति अप्रतिपक्षेण प्रयोज्यः । न चार्थवादश्चैन-
 तावत्—सत्यां प्रतीतिः ; न च प्रमादपार्थः, सर्वेषामभिधानां ; तन्मात्राया-
 तृणामेव बुद्धिदोषलाम्, नाधोक्तप्रमादः । ४

न दृष्टेरित्यत्र अपक्षमुक्तं । तर्ह्यप्रपञ्चकमाह—न दृष्टेरिति । कथमन्तराणामन्तराणां वाप्येता-
 शब्दा तद्विपर्ययार्थमात्रं—दृष्टेरिति । इति शब्दो वाचक इत्यनेन संबन्धे । एवं
 वाक्यार्थमात्रप्रामाण्यं—दृष्टेरिति । कथं यद्येवमस्ति—सा दृष्टेरिति । यद्य-
 वाप्यत्र द्वितीयं वाच्ये—दृष्टारमिति । पदार्थमुक्त्वा वाक्यार्थमाह—तेनैति ।

उक्तां परकीयवाप्यां दृश्यति—तत्रेति । दृष्टिकर्तृविवक्षायां तद्वद्वेत्तेनैव तद्वद्वेत्तेनैव,
 यद्यपि निरर्थक्ये तार्थः । कथं पुनर्यागात्तत्रो योज्यं दोषः न पञ्चति, तत्राह—पञ्चतां
 वेति । यद्येवमर्थकां प्राप्यमात्राद्वारा समर्थयते—कथमिति । किञ्चित् हिार्थ-
 वदित्याह—तदेति । तत्र हेतुमाह—यन्मादिति । क्रिया धातुः । कर्त्ता प्रतीतिः ।
 तथा चैकेनैव पदेनोभयलाभाय पृथक्क्रियाग्रहणमर्थकमिति तार्थः । दृष्टेरित्याप्तार्थक्यं
 दृष्टान्तेन साधयति—गन्तारमिति । अर्थवादश्चैन तद्विपर्ययार्थमाह—न चेति ।
 विविधेष्वेतावदात्मनोक्तप्रमादार्थः । अथ परपक्षे निरर्थक्यमेवेदं—पदं
 प्रमादं पठितमिति चेत्, नेत्याह—न चेति । सर्वेषां प्राप्यमात्रादिनामिति यावत् । कथं
 तद्विपर्ययं पदमर्थकमिति परेषां प्रतीतिस्तत्राह—तन्मादिति । ४

यथा तु अत्राभिधायित्वम्—लौकिकदृष्टिर्विचि- नित्यदृष्टिर्विचि- आद्या ।
 प्रदर्शयितव्यः, तथा कर्त्तृत्वविशेषणश्चैन दृष्टिर्दृष्टेः द्विःप्रयोग उपपद्यते, आद्या-
 स्वरूपनिर्दिष्टाणाम् ; “न हि द्रष्टुर्दृष्टेः” इति च प्रदेशान्तरवाक्येन एकवाक्यतोप-
 पन्ना भवति ; तथाच ‘चक्षुर्वि पञ्चति, श्रोत्रमिदं श्रुतम्’ इति श्रुत्यान्तरैर्नैक-
 वाक्यतोपपन्ना । आद्याह—एवमेव हि आद्येनो नित्यमप्युपपद्यते विक्रिया-
 भावे ; विक्रियावच्च नित्यमिति च विप्रतिषेधः । “ध्यायतीव लेलायतीव,”
 “न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते” “एव नित्यो महिमा ब्राह्मणश्च” इति च
 श्रुत्यान्तराण्युक्त्या न गच्छति । ५

कथं पुनर्भवतामपि दृष्टेरित्यत्राद्वयानुपपद्यते, तत्राह—यथा इति । प्रदर्शयितव्याप्यार्थ-
 परिष्ठादिति शब्दो द्रष्टव्यः । कर्त्तृत्वविशेषणश्चैन साक्षि-साक्ष्यात्मनो नैव यावत् । तद्वद्वेत्तेनैव
 मिति कुत्राप्युक्तं, तत्राह—आद्याह । दृष्ट्यादिनाकाद्या न तद्विषय इति तद्वद्वेत्तेनैव
 साक्ष्यादिसमर्पणमिति तार्थः । आद्या नित्यदृष्टिर्भावा न दृष्ट्या दृष्टेर्विषय इत्येव चेन्न दृष्टेरित्यादि-
 वाक्यार्थः, तत्राह—न हि । तद्विपर्ययार्थमाह—सिद्धिः, तन्माद्वेत्तेनैव न दृष्टेरित्यादि-
 वाक्यार्थे—न हीति । आद्या कृतदृष्टेरित्यात्र तल्लकारश्रुतिः संबन्धयति—तथा चेति ।

তত্ত্ব কৃৎস্নদৃষ্টে হেতুস্তমসমাহ—স্মার্যাক্ষেতি । তমেব স্মার্যং বিশদয়তি—এবমেবোতি । বিপক্ষে
দোষমাহ—বিক্রিয়াবৃদ্ধিতি । ইত্যন্যন্যনো নাস্তি বিক্রিয়াবহুমিত্যোক্ত—স্মার্যত্বেতি । অন্তর্গা
বিক্রিয়াবস্তে সত্যিতি যাবৎ । ৫

ননু দ্রষ্টা শ্রোতা, মন্তা বিজ্ঞাতেত্যেবমাদীতক্ষরণ্যাঙ্কনোহবিক্রয়স্তে ন গচ্ছ-
তীতি; ন; যথাপ্রাপ্তলৌকিকবাক্যানুবাদিত্বাত্তেবাম্; নাম্মতত্ত্বনির্দ্ধারণার্থানি
তানি; “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারম্” ইত্যেবমাদীনাম্ অত্যাধীক্যসম্ভবাং যথোক্তার্থপরত্বমব-
গম্যতে; তস্মাদনববোধাদেব হি বিশেষণং পরিত্যক্তং দৃষ্টেরিতি । এব তে তব
আত্মা সর্বৈকরূপে বিশেষণৈর্কিংশিষ্টে; অতঃ এতস্মাদাত্মন অত্মদার্থং—কার্য্যং বা
শরীরং, করণাঙ্কং বা লিঙ্গম্; এতদেবৈকমনাক্তমবিনাশি কৃৎস্নম্ । ততো
হোমস্তচ্ছাক্রারণ উপররাম ॥১৬৯॥২॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াদ্যায়ে চতুর্থমুপস্তাস্করণভাষ্যম্ ॥৩৮॥

অবিক্রিয়হেতুপি ঐতান্ধরণ্যরূপপন্নানীতি শব্দতে—নস্বিতি । ন তেষাং বিরোধঃ, ‘দৃষ্টং
দৃষ্টাদিকর্ভূতমমুস্ত্য প্রবৃত্তে লৌকিকে বাক্যে তদর্থমুবাদিত্বাহুত্বেঐতান্ধরণ্যং স্বার্থে
প্রামাণ্যভাবাদিতি পরিহরতি—নেতাদিনা । ন দৃষ্টেরিত্যাদীক্যপি তর্হি ঐতান্ধরণ্যি ন স্বার্থে
প্রমাণানীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন দৃষ্টেরিতি । অস্মোহর্থো দৃষ্টাদিকর্তা । যথোক্তোহর্থো দৃষ্টাদিসাকী ।
দ্রষ্টৃপদস্ত সাক্ষিবিষয়স্তে সিদ্ধে দৃষ্টেরিতি সাধাসমর্থপাং, তদর্থবহোপপত্তিরিত্যুপসংহরতি—
তস্মাদিতি । পক্ষান্তরং নিরাকৃত্য স্বপক্ষমুপপাদ্যানস্তরং বাক্যং বিভজ্যতে—এব ইতি ।
অত্মদার্থমিতি বিশেষণসামর্থ্যসিদ্ধমর্থমাহ—এতদেবেতি ॥ ১৬৯ ॥ ২ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাচ্যটীকায় তৃতীয়াদ্যায়ে চতুর্থমুপস্তাস্করণম্ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—“স হোবাচ উবস্তচ্ছাক্রারণঃ” ইত্যাদি । যেমন কোন
লোক প্রথমে অন্তরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, শেষে কার্য্যকালে সুযোগ না দেখিয়া
অন্তপ্রকার উপদেশ দিয়া থাকে, অর্থাৎ যেমন গো ও অশ্বকে প্রত্যক্ষ প্রদর্শন
করাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞার পর, উপদেশকালে গমনাদি কার্য্য দ্বারা বুঝাইয়া থাকে—
যাহা চলিয়া বেড়ায়, তাহা গো, আর যাহা দৌড়িয়া যায়, তাহা অশ্ব; তুমিও
যে, গোনাড়ি কার্য্য দ্বারা আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের উপদেশ দিতেছ, তাহাও ঠিক
তদ্রূপই হইয়াছে । অধিক কথার প্রয়োজন নাই, তুমি গো-গ্রহণের লোভে যে,
ছলবা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর, এবং যাহা কেবল
সাক্ষ্য প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা সর্বাস্তর আত্মা, তাহাই আমার নিকট ব্যাখ্যা
কর । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমি প্রথমে তোমার নিকট যেরূপ লক্ষণা-
বিত্ত আত্মার স্বরূপ বুঝাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এখনও আমি সেই
প্রতিজ্ঞারই অনুবৃত্তি বা অনুসরণ করিতেছি; আমি আত্মার স্বরূপ যেরূপ

বলিয়াছি, তাহা ঠিক সেইরূপই বটে ; (তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করি নাই) ১ ।

তাহার পর, সেই আত্মাকে যে, ঘুটাদি বাহ্য পদার্থের ভ্রায় প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করিয়া দিতে বলিয়াছি, অসম্ভব বলিয়াই তাহা করা হইতেছে না । যদি বল, অসম্ভব কেন ? [আমি বলি,] বস্তু-স্বভাবই তাহার কারণ । ভাল, সেই বস্তুস্বভাবটি কিরূপ ? [সেই স্বভাব হইতেছে—] দৃষ্টিপ্রভৃতির দৃষ্টত্ব ; কারণ, আত্মা হইতেছে—দৃষ্টির দ্রষ্টা—প্রকাশক । দৃষ্টি ছই রকম আছে—এক লৌকিক দৃষ্টি, অপর পারমার্থিক দৃষ্টি ; তন্মধ্যে লৌকিক দৃষ্টি হইতেছে—চক্ষুর সহিত সম্বন্ধ-প্রাপ্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি বা পরিণামবিশেষ ; তাহা উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয় বলিয়াই বিনষ্টও হয় ; কিন্তু অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশাদির ভ্রায় যাহা আত্মার স্বরূপভূত দৃষ্টি (পারমার্থিক দৃষ্টি), তাহা দ্রষ্টারই—অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রকাশক আত্মারই স্বরূপ বা স্বাভাবিক ধর্ম ; সূতরাং তাহা জন্মেও না, মরেও না (নিত্য) । সেই নিত্য দৃষ্টিই উৎপত্তিশীল বুদ্ধি ও তদ্বিত্তিরূপ উপাধির সহিত সম্মিলিতের ভ্রায় হইয়া—‘দ্রষ্টা’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং ‘দ্রষ্টা’ ও ‘দৃষ্টি’—এইরূপ ভেদব্যবহারও লাভ করিয়া থাকে ; আর চক্ষুরিক্রিয় দ্বারা দৃশ্য-বিষয়াকারে আকারিত যে লৌকিক দৃষ্টি—জন্ম সময়েই এই নিত্য আত্মদৃষ্টির সহিত যেন সংশ্লিষ্টই হয় অর্থাৎ বাস্তবিক সম্বন্ধ না থাকিলেও যেন সংবদ্ধ বলিয়াই প্রতীত হয়, তাহা সেই নিত্য আত্মদৃষ্টিরই প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র ; তাহা সেই আত্মচ্ছায়াসহকারেই জন্ম লাভ করিয়া থাকে, এবং সময়ে আবার বিনষ্টও হইয়া যায় । এইরূপ বৃত্তিগত জন্ম-মরণসংস্পর্শ বশতই, নিত্য-প্রকাশ দ্রষ্টা (আত্মা) সর্বদা দর্শনশীল হইয়াও, সময়ে দর্শন করে ও দর্শন করে না ;—এইরূপ ঔপচারিক (যাহা সত্য নহে—আরোপিত, সেইরূপ) ব্যবহারের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে ; বাস্তবিক পক্ষে দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না, বা হইতে পারে না । ষষ্ঠ অধ্যায়েও এই কথাই বলিবেন—‘আত্মা যেন ধ্যানই করিতেছে, যেন ক্রিয়াই করিতেছে’, এবং ‘দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না’ ইতি । ২

এখন এই বিষয়টিই পরিষ্কৃত করিয়া বলিতেছেন—কর্মভূত (দৃশ্য) লৌকিক দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা, অর্থাৎ যিনি স্বীয় নিত্যদৃষ্টি বা প্রকাশ দ্বারা ঐ লৌকিক দৃষ্টিকে প্রকাশিত করেন, তাহাকে (দৃষ্টির দ্রষ্টাকে) দর্শন করিবে না ; অভিপ্রায় এই যে, এই দর্শনের কর্মস্বরূপ যে লৌকিক দৃষ্টি (বুদ্ধিবৃত্তি), তাহা কোনও রূপ-

বিশেষ দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া (তাহা দ্বারা আঁকারিত হইয়া) সেই সেই বিষয়কে প্রকাশিত করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আত্মাকে অর্থাৎ নিজেরই দ্রষ্টা বা প্রকাশক প্রত্যক-আত্মাকে ব্যাপিতে পারে না (প্রকাশ করিতে পারে না); অতএব দৃষ্টির দ্রষ্টা সেই প্রত্যক-আত্মাকে দর্শন করিবে না। এইরূপ, যিনি শ্রুতির শ্রোতা—শ্রবণেন্দ্রিয়জ জ্ঞানের প্রকাশক, তাহাকে শ্রবণ করিবে না; এইরূপ মন্ত্রের—চিৎপ্রতিভাসহিত মনোবৃত্তির প্রকাশককে মনন করিবে না, অর্থাৎ শুদ্ধ মনোবৃত্তির দ্বারা প্রকাশ করিবে না; এইরূপ, বিজ্ঞাতের—কেবলই নিশ্চরায়িকা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশককে জানিবে না; কারণ, এইরূপই বস্তুস্বভাব; [স্বভাবের বিরুদ্ধে কখনই কার্য্য হইতে পারে না।] সুতরাং বিজ্ঞানস্বভাব আত্মাকে গুণাদি পশুর দ্বারা প্রত্যক্ষতঃ প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। ৩

‘কেহ কেহ “ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারম্” এই বাক্যের অর্থপ্রকার শব্দার্থ কল্পনা করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন—‘দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না’ অর্থ—দৃষ্টির কোন প্রকার প্রভেদ না করিয়া—শুধু দৃষ্টির কর্তাকে দর্শন করিবে না। তাহাদের অভিপ্রায় এই যে, ‘দৃষ্টেঃ’ পদে যে যজ্ঞী, তাহা কর্ম্মবিহিত; সুতরাং ঘটাদি পদার্থের দ্বারা ঐ দৃষ্টিও যখন ক্রিয়মাণ হয়, তখনই কর্ম্মস্বরূপ হয়। আর ‘দ্রষ্টারম্’ এই তুচ্ছপ্রত্যয়ান্ত পদে দ্রষ্টার দৃষ্টিকর্ত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে; সুতরাং এই দ্রষ্টা অর্থ—দৃষ্টির কর্ত্তা (যাহা কর্ত্ত্বক ঐ দৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন হয়)। তাহাদের এ ব্যাখ্যা ‘দৃষ্টেঃ’ এই যজ্ঞীবিভক্ত্যন্ত পদদ্বারা দৃষ্টির নির্দেশ করা যে, অনর্থক হইয়া পড়ে, এ দোষ তাহারা দেখিতে পান না; অথবা দেখিতে পাইলেও, ইহা পুনরুক্ত বা অসার প্রামাদিক পাঠ মনে করিয়া তদ্বিষয়ে আদর করা আবশ্যক মনে করেন না। ভাল, এখানে আধিক্য দোষ হয় কি প্রকারে? হাঁ, যে হেতু তুচ্ছপ্রত্যয়ান্ত ‘দ্রষ্টারম্’ পদেই যখন দৃষ্টিকর্ত্ত্ব পাওয়া গিয়াছে, তখন আবার যজ্ঞান্ত ‘দৃষ্টেঃ’ পদে পৃথক কর্ম্ম নির্দেশ করা নিশ্চরই নিরর্থক হইতেছে; এ পক্ষে কেবল ‘দ্রষ্টারম্’ মাত্র বলাই উচিত। শব্দের ব্যবহারপ্রণালী হইতেছে এই যে, যে ধাতুর পর তুচ্ছপ্রত্যয় হয়, সেই ধাতুর যাহা প্রকৃত অর্থ, তুচ্ছপ্রত্যয়ে সেই অর্থেরই কর্ত্তাকে বুঝায় (১); এই জ্ঞাত ‘গন্তারং ভেত্তারং বা নয়তি’ (গমন কর্ত্তাকে বা ভেদ-

(১) তাৎপৰ্য্য—‘গম্’ ধাতুর উত্তর তুচ্ছপ্রত্যয় করিলে প্রয়োগ হয়—গন্তা। গম্ ধাতুর অর্থ—গমন; সুতরাং এই তুচ্ছপ্রত্যয়ে গমনের কর্ত্তাকেই বুঝাইয়া থাকে। তুচ্ছপ্রত্যয়ে গমন-কর্ত্তাকে বুঝাইয়া দেয় বলিয়াই আর পৃথকভাবে গমনরূপ কর্ম্মের নির্দেশ করা আবশ্যক হয় না; আবশ্যক হয় না বলিয়াই কেহই ‘গমনস্ত গন্তা’ বলে না। আলোচ্যস্থলেও

কর্তাকে লইয়া যাইতেছে), এইরূপই প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু অর্থান্তরের সম্ভাবনা না থাকিলে, ‘অর্থঃ গন্তারম্, ভিদেঃ ভেত্তারম্’ এইরূপ প্রয়োগ কখনই করা হয় না। তাহার পর, সার্থকত্ব রক্ষার উপায় বিद्यমান থাকিতে ‘অর্থবাদ’ বলিয়া উপেক্ষা করাও কখনই উচিত হয় না; এবং প্রামাণ্যিক পাঠ পরিকল্পনা করাও সম্ভব হয় না; কারণ, এ বিষয়ে কাহারো মিন্দাবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব বলিতে হইবে যে, ইহা কেবল ব্যাখ্যাভূগণেরই বুদ্ধি-দোষবল্লভ পরিচায়ক, কিন্তু অধ্যাত্মবর্ণের প্রমাদের ফল নহে। ৪.

• পক্ষান্তরে, আমরা ব্যাখ্যান্থলে যেরূপ অর্থ বলিয়াছি—লৌকিক দৃষ্টি হইতে পৃথক্ করিয়া নিত্য প্রকাশস্বভাব আত্মার স্বরূপ প্রকাশনের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছি, সেইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলেই কর্তৃবিশেষণরূপে ও কর্মবিশেষণরূপে দৃষ্টি শব্দের দুইবার প্রয়োগ উপপন্ন হইতে পারে; কারণ, ঐরূপ প্রয়োগে আত্মস্বরূপ নিরূপণ সহজ হইতে পারে। বিশেষতঃ অন্তপ্রকরণে পঠিত “নহি দৃষ্টে দৃষ্টে” ইত্যাদি বাক্যের সহিত এই প্রতিবাক্যের অনারাসেই একবাক্যতাও করা যাইতে পারে। তাহা যদি হয়, তবে ‘চক্ষুঃসমূহ দর্শন করিতেছে’, ‘এই শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণ করিতেছে’ ইত্যাদি স্থানান্তরীয় শ্রুতির সহিতও ইহার একবাক্যতা (সমানার্থকতা) উপপন্ন হয়। বিশেষতঃ এতদমূলক বৃত্তিও আছে—যথোক্ত ব্যাখ্যানুসারে আত্মার অবিক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইলেই তাহার নিত্যত্বও উপপন্ন হইতে পারে। একই পদার্থের যে, বিক্রিয়াবস্ত্র ও নিত্যত্ব, ইহা বিরুদ্ধ কথা। অধিকন্তু পরপক্ষীয় ব্যাখ্যানুসারে—‘যেন ধ্যানই করেন, যেন স্পন্দনই করেন’, ‘দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না’, ‘ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মনিষ্ঠের) ইহা নিত্য মহিমা (বিভূতি)’ ইত্যাদি শ্রুতিগুলির যথাক্রম অর্থও সম্ভব হয় না। ৫

ভাল কথা, আত্মা যদি বিকারবিহীন—অবিক্রিয়ই হয়, তাহা হইলে ত ‘দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা’ ইত্যাদি কথাগুলির অর্থ-সঙ্গতি হয় না; না, সে কথা বলা যায় না; কারণ, উক্ত বাক্যাগুলি কেবল লোক-প্রসিদ্ধ বা ব্যবহারিক বাক্যের অনুবাদ মাত্র; কিন্তু পরমার্থ তত্ত্বনির্ধারণক নহে। ‘ন দৃষ্টে দ্রষ্টারম্’ ইত্যাদি বাক্যের অন্তপ্রকার অর্থ হইতে পারে না বলিয়াই, বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যেরূপ অর্থ নির্দেশ করিয়াছি, তাহাই ঐ সকল বাক্যের যথার্থ অর্থ।

তুচ্ছপ্রত্যয়েই যখন দৃষ্টিকর্তাকে বুঝায়, তখন আর ‘দৃষ্টে দ্রষ্টারম্’ বলিবার আবশ্যক হয় না, তাহাতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে।

অতএব অজ্ঞান বশতই পরপক্ষ 'দৃষ্টেঃ' বিশেষণটি পরিত্যাগ করিয়াছেন । উক্ত-
প্রকার সর্ববিধ বিশ্লেষণবিশিষ্ট দৃষ্টাই তোমার আত্মা; 'মথোক্ত বিশেষণসম্পন্ন'
এই আত্মার অতিরিক্ত বাহ্য কিছু—কার্য্যাত্মক স্থূল শরীর বা করণসমষ্টিকপ
লিঙ্গশরীর, তৎসংস্কৃতই স্মার্ত্ত—ধ্বংসশীল, একমাত্র এই আত্মাই কেবল অনার্ত্ত—
অবিনাশী—কূটস্থ (১) । ইহঁদের পর উষন্ত চাক্রায়ণ বিরত হইলেন ॥ ২৬৯ ॥ ২ ॥

• ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ •

(১) তাৎপৰ্য্য—কূটস্থ অর্থ—বাহ্য কখনও কোনরূপে বিকৃত হয় না, সর্বদা একরূপে
বিদ্যমান থাকে । “কূটবৎ নির্বিকারেণ হিতঃ কূটস্থ উচ্যতে,” (পঞ্চদশী) । কূট অর্থ—
পুণ্ড্রভৃঙ্গ অথবা কর্ণকারণ বাহার উপর লোহা পিটিয়া জিনিষ প্রস্তুত করে, তাহা ।

পঞ্চমঃ ব্রাহ্মণম্ :

আভাসভাষ্যম্ ।—বন্ধনং সপ্রযোজকমুক্তম্ ; যশ্চ বন্ধঃ, তন্মুপি অস্তিত্বমধিগতম্, বাতিরিক্তত্বং চ । তত্ত্বদানীং বন্ধ-মোক্ষসাধনং সমান্যাসমাত্ম-জ্ঞানং বক্তব্যমিতি কহোলপ্রশ্ন আরভ্যতে ।

• টীকা । ব্রাহ্মণত্রয়ার্থং সংগতিং বক্তুমনুবদতি—বন্ধনমিতি । চতুর্থব্রাহ্মণার্থং সংক্ষিপতি—যশ্চেতি । উত্তরব্রাহ্মণত্যাংপর্যায়মাহ—তত্ত্বতি । উষ্মন্তপ্রধানমর্থ্যমর্থস্বার্থঃ । * পূর্ববিদিতভি-মুখীকরণার্থং সংবোধিতবানিতার্থঃ । বন্ধধ্বংসিজ্ঞানপ্রাপ্তো নাত্ৰ প্রতিভাতি, কিংবদন্ত্যাদমাত্ৰ মিত্যাশঙ্ক্যাহ—যং বিদিত্বৈতি । তং ব্যাচক্ষেতি পূর্বেণ সংবন্ধঃ ।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ ।—ইতঃপূর্বে জীবের বন্ধন ও বন্ধনের চেতুভূত কৰ্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে, এবং সংসারে যিনি বন্ধ হন, তাহার অস্তিত্ব এবং দেহাতিরিক্তত্বও নিদ্ধারিত হইয়াছে ; এখন সেই বন্ধ আত্মার বন্ধনবিমুক্তির উপায়ভূত সন্ন্যাস ও আত্মজ্ঞানের কথা বলিবাব জগৎ এই কহোল-প্রশ্নাত্মক কহোলব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে—

অথ হৈনং কহোলং কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ—যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ৰূক্ষং য আত্মা সর্ববাস্তুরন্তং মে ব্যাচক্ষেত্যেয ত আত্মা সর্ববাস্তুরঃ ।

কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ববাস্তুরো যোহশনায়া-পিপাসে শোকঃ মোহঃ জরাঃ মৃত্যুমত্যেতি ।

এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রেঽশ্বিনায়াশ্চ বিত্রেঽশ্বিনায়াশ্চ লোকৈশ্বিনায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষার্চর্য্যং চরন্তি ; যা হেব পুত্রেঽশ্বিনা সা বিত্রেঽশ্বিনা যা বিত্রেঽশ্বিনা সা লোকৈশ্বিনোভৈ । ছেতে এষণে এব ভবতঃ । তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্নং বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ । বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিঘ্নাথ মুনির-মোনং চ মোনং চ নির্বিঘ্নাথ ব্রাহ্মণঃ ; স ব্রাহ্মণঃ কেন স্মাদ্ যেন

শ্রাৎ তেনেদুশ এবাতোহম্বদাৰ্ত্তং, ততো হ কহোলঃ কৌষীতকেয়
উপররাম ॥ ১৮০ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়শ্চ পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩৫ ॥

সরলার্থঃ—অথ (উৎসবিরামানন্তরম্) কহোলঃ (তন্নামকঃ) কৌষীত-
কেয়ঃ (কৌষীতকশ্রাপত্যং পুমান্) এনং (যাজ্ঞবল্ক্যং) পপ্রচ্ছ হ । [সঃ] উবাচ
হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যৎ এব সাক্ষ্যং (অব্যবধানেন) অপরোক্ষ্যং (অপরোক্ষং—
প্রত্যক্ষচৈতন্যং) ব্রহ্ম, যঃ আত্মা, তং সৰ্বাস্তরং (আত্মানং) মে (মহ্যং) ব্যাচক্ষ
(বিশদীকৃত্য ক্রহি) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) সৰ্বাস্তরঃ
তে (তব) [অভিমতঃ] আত্মা । [কহোল আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, [তদুক্তঃ]
সৰ্বাস্তরঃ (আত্মা) কতমঃ (দেহেন্দ্রিয়াদিষু মধ্যে কঃ সঃ ?) । [যাজ্ঞবল্ক্য
আহ—] যঃ অশানায়্যপিপাসে (অশিতুমিচ্ছা অশনায়্য, পাতুমিচ্ছা পিপাসা—
ক্ষুধাভৃঞ্জে ইত্যর্থঃ), শোকং, মোহং, জরাং, মৃত্যুং অতোত্তি (অতিক্রামতি, যঃ
পিপাসাদিভিঃ ন সম্বধ্যতে, স ইত্যর্থঃ) ইতি ।

ব্রাহ্মণাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ) এতং (যথোক্তং) তং (প্রসিদ্ধং) আত্মানং
বিদিত্বা (শাস্ত্রাচার্য্যাত্ম্যম্ অধিগম্য) পুত্রৈষণায়াঃ (পুত্রকামনায়াঃ) চ, বিতৈ-
ষণায়াঃ (গো-হিরণ্যাদিধনাশায়াঃ) চ, লোকৈষণায়াঃ (স্বর্গাদিলোক-লাভেচ্ছায়াঃ)
চ ব্যুৎপায় (বিশেষণে বিরজ্য, তাঃ ত, ক্রা) অথ (অনন্তরং) ভিক্ষার্চ্যং (ভিক্ষায়াঃ
চর্যং চরণং যত্র, তং ভিক্ষার্চ্যং সন্ন্যাসং) চরন্তি (সন্ন্যাসমবলম্বন্তে ইত্যর্থঃ) ।
যা হি পুত্রৈষণা (পুত্রকামনা), সা এব বিতৈষণা, যা [চ] বিতৈষণা, সা [এব]
লোকৈষণা,—এতে (যথোক্ত-সাধ্য-সাধনভূতে) উভে এব এষণে ভবতঃ, [তত্র
পুত্র-বিস্তয়োঃ সাধনত্বম্, লোকশ্চ চ সাধ্যত্বমিত্যাশয়ঃ] ; তন্মাং (এষণানাং
সাধ্য-সাধনাত্মকত্বাৎ, ততএব চ ক্ষয়িত্বাৎ হেতোঃ, ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং (আত্ম-
বিজ্ঞানম্, নির্বিশ্রুত (নিঃশেষেণ বিদিত্বা—আত্মবিজ্ঞানং সমাপ্য) বালোন (বাল-
ভাবেন—নিরতিমানার্জ্জবান্দিবভাবেন, জ্ঞান-বলাবলম্বনেন বা) তিষ্ঠাসেং (স্থাতু-
মিচ্ছেৎ—এষণাত্রয়পরিত্যাগেন আত্মবিজ্ঞানমেব সমাপ্রয়েদিত্যর্থঃ)) । বাল্যং চ
পাণ্ডিত্যং চ নির্বিশ্রুত (নিঃশেষেণ বিদিত্বা) অথ [অনন্তরং] মুনিঃ (মননশীলঃ
—অনাত্মপ্রত্যয়-পরিহারেণ আত্মপ্রত্যয়তৎপরঃ (ভবেৎ) ; অথ অমোনং চ
মোনং চ নির্বিশ্রুত ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ) শ্রাৎ । সঃ ব্রাহ্মণঃ কেন (কীদৃশেনাচারেণ
উপলক্ষিতঃ) শ্রাৎ ? যেন (যেন কেনাপি আচারেণ উপলক্ষিতঃ) শ্রাৎ,

• তেন ঈদৃশঃ (যথোক্তপ্রকারঃ) এব [শ্রীং, যেন কেনাপি আচারেণ বস্ত্র-
মানস্তাপি তস্ত ব্রাহ্মণস্য ন হীয়তে, ইত্যাদিঃ, নত্যাচারে অগ্ন্যদরো দর্শিতঃ] ।
অতঃ (অস্মাৎ ব্রাহ্মণ্যাবস্থানাৎ) অগ্ন্যং (অবিজ্ঞাবিষয়ঃ বস্ত্র) আর্জ্যং
(বিনাশি) । ততঃ কংহরলঃ কৌষীতকেরঃ উপরাম (প্রশ্নাৎ বিরতো-
বভূব) হ ॥ ১৭০ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ—অতঃপর কুষীতকপুত্র কহোল ঋষি যাজ্ঞ-
বল্ক্যকে সম্বোধনপূর্ববক জিজ্ঞাসা করিলেন । কহোল বলিলেন—হে
• যাজ্ঞবল্ক্য, যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, এবং যাহা দেহাদি অপেক্ষাও
আভাস্তরীণ আত্মা, তাহার স্বরূপ আমার নিকট বর্ণনা কর । [যাজ্ঞবল্ক্য
বলিলেন—] দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিভিমানী তোমার ইহাই সর্ববাস্তুর আত্মা ।
[কহোল বলিলেন—] যাজ্ঞবল্ক্য, সেই সর্ববাস্তুর আত্মা কোনটি ?
[যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] যাহা ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও
মৃত্যু অতিক্রম করে, অর্থাৎ যাহা ক্ষুধা পিপাসাদি রহিত, [তাহাই
সর্ববাস্তুর আত্মা] ।

ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকেই অবগত হইয়া পুত্রৈষণা, বিবৈধেষণা ও
লৌকৈষণা হইতে বঞ্চিত হইয়া অর্থাৎ পুত্র ও বিভাদি বিষয়ে কামনা
পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচার্য্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়া থাকেন । প্রকৃত
পক্ষে কিন্তু যাহা পুত্রৈষণা, তাহাই বিবৈধেষণা এবং যাহা বিবৈধেষণা, তাহাই
লৌকৈষণা,—একটি সাধন, অপরটি ফল, এই সাধ্যসাধনভাব ভেদে
এষণা কেবল দুইটিমাত্রই—অতিরিক্ত নহে ।

সেই হেতু এখনও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য (আত্মতত্ত্ব) সম্যকরূপে
অবগত হইয়া বাল্যে বালকের গায় নিরভিমান সরলতাди স্বভাব অথবা
জ্ঞান-বল অবলম্বনে অবস্থান করিবেন ; তাহার পর, বাল্য ও পাণ্ডিত্য
সমাপ্ত করিয়া মুনি—মননশীল হইবেন ; শেষে অমৌন ও মৌন উভয়ই
পরিসমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মোক্তে তন্ময় হইবেন । সেই ব্রাহ্মণ কিরূপ
আচার অবলম্বন করিবেন ? যেক্রপ আচারই অবলম্বন করুন,
তিনি ঐরূপই থাকেন, অর্থাৎ এষণাবিনিমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপেই প্রতি-
ষ্ঠিত থাকেন । [যেক্রপ আত্মতত্ত্বের কথা বলা হইল,] এতদতিরিক্ত

সমস্তই আৰ্ত্ত—বিনাশশীল ; তাহার পর কুষীজকের পুত্র কহোল নিবৃত্ত
হইলেন ॥ ১৭ ॥ ১ ॥

তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

শাক্ষর-ভাস্করম্ ।—অথ হ এনং ফহোলো নামতঃ কুবীতকশ্রাপত্য-
কৌশীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ ; যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচেতি পূর্ববৎ । যদেব শাক্ষাদ-
পরোক্ষাদ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্কাস্তরং, তৎ মে ব্যাচক্ষেতি, যৎ বিদিত্বা বন্ধনাৎ
প্রমুচ্যতে । * যাজ্ঞবল্ক্য আহ—এষঃ তে তবাস্মা । ১

টীকা । ব্রাহ্মণত্রয়ার্থঃ সঙ্গতিঃ বক্তৃমুখবদতি—বন্ধনমিতি । চতুর্থব্রাহ্মণার্থং সংক্ষিপতি—
মশেতি । উত্তরব্রাহ্মণতাৎপর্যমাহ—তস্মেতি । উষন্তপ্রশ্নানন্তর্যামথশব্দার্থঃ । পূর্ববিদিতাভি-
মুখীকরণার্থং সোধোষিতবানিত্যর্থঃ । বন্ধনংসিদ্ধানপ্রশ্নো নাত্র প্রতিভাতি, কিন্তুনুবাদমাত্রমিত্যা-
শঙ্কাহ—যং বিদিত্বেতি । তৎ ব্যাচক্ষেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । ১

কিমুশস্ত-কহোলাভ্যাং এক আত্মা পৃষ্ঠঃ ? কিং বা ভিন্নাআত্মানৌ তুল্যা-
লক্ষণাবিতি ? ভিন্নাবিতি যুক্তম্, প্রশ্নয়োঃপুনরুক্তত্বোপপত্তেঃ । যদি হেতু আত্মা
উষন্ত-কহোল-প্রশ্নয়োঃকির্বক্ষিতঃ, তত্রৈকেনৈব প্রশ্নেনাধিগতত্বাৎ তদ্বিবয়ো দ্বিতীয়ঃ
প্রশ্নোহনর্থকঃ শ্রাৎ ; নচার্থবাদরূপত্বং বাক্যশ্চ ; তস্মাদ্ভিন্নাবেতাবাআত্মানৌ ক্ষেত্রজ-
পরমাআত্মাখ্যাবিতি কেচির্ব্যাচক্ষেতে । ২

প্রশ্নয়োঃবাস্তববিশেষপ্রদর্শনার্থং পরামৃশতি—কিমুশেষেতি । তত্র পূর্বপক্ষং গৃহীতি—
ভিন্নাবিতীতি । উক্তমর্থঃ ব্যতিরেকদ্বারা বিবৃণোতি—যদি ইত্যাদিনা । অগৈকং বাক্যং
বক্তব্যং, তস্তার্থবাদো দ্বিতীয়ং বাক্যং ? নেতাহ—ন চেতি । দ্বয়োঃবাক্যয়োস্তুল্যলক্ষণত্বে
ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । তদ্রাঢ়্যং বাক্যং ক্ষেত্রজমধিকরোতি, দ্বিতীয়ং পরমাআত্মানমিতাভি-
প্রত্যাহ—ক্ষেত্রজেনিতি । ২

তন্ন, ত ইতি প্রতিজ্ঞানাং ; ‘এষ ত আত্মা’ ইতি হি প্রতিবচনে প্রতিজ্ঞাতম্ ।
ন চৈকশ্চ কার্যাকরণসম্বাস্তস্ত দ্বাবাআত্মানাবুপপত্তেতে ; একো হি কার্যাকরণ-
সম্বাস্ত একেনাআত্মনা আত্মবান্ ; ন চোষন্তশ্রাভ্যঃ কহোলশ্রাত্তো জাতিতো ভিন্ন
আত্মা ভবতি ; দ্বয়োঃগৌণত্বাৎসর্কাস্তরত্বাভূপপত্তেঃ । যথেকমগৌণং ব্রহ্ম
দ্বয়োঃ, ইতরেণ অবশ্যং গৌণেন ভবিতব্যম্ ; তথা আত্মত্বং সর্কাস্তরত্বং চ,
বিরুদ্ধত্বাৎ পদার্থানাম্ । যথেকং সর্কাস্তরং ব্রহ্ম আত্মা মুখ্যঃ, ইতরেণা-
সর্কাস্তরেণানাত্মনা অমুখ্যেনাবশ্যং ভবিতব্যম্ ; তস্মাদেদেকত্বৈব দ্বিঃপ্রবণং
বিশেষবিবক্ষয়া । ৩

ব্রাহ্মণকীর্তনার্থদ্বয়ং বিবক্ষিতমিতি শুভ্ৰপ্রপঞ্চপ্রশ্নানং প্রত্যাহ—তস্মেতি । প্রশ্নপ্রতি-
বচনয়োঃকল্পপদার্থভেদোৎপত্তীভূতমুপপাদয়তি—এষ ত ইতি । তদাহপ্যর্থভেদে কাহমুপ-

গন্তিস্তত্রাহ—ন চেতি । তদেবোপপাদয়তি—একো ইতি । কার্যকরণসংঘাতভেদাদাঙ্ক-
ভেদমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । তাত্ত্বিকঃ ভাবতোহহমহমিত্যেকাকারমুদ্রাদিত্যর্থঃ । ইতচ্চ
ন তত্ত্বভেদ ইত্যাহ—যয়োরিতি । তদেব ক্ষুদ্রয়তি—যদীতি । যয়োঃপার্থে যন্তেকং ব্রহ্মাগোং,
তদেতরেণ গোণেনাবশ্যং ভবিতবাং, তথা আত্মবাদি যন্তেকস্তেষ্টিং, তদেতরত্পনাত্মবাদীতি
কুতঃ স্তাদিতি চেৎ, তত্রাহ—বিকল্পবাদিতি । উক্তোপপাদনপূর্বকং যিঃপ্রবণস্তাভিপ্রায়মাহ—
যদীত্যাদিনা ।^১ অনেকমুখ্যতাসংভাবান্ততঃ পরিচ্ছিন্নস্ত যটবিদব্রহ্মবাদনাত্ত্বাত্মৈকমেব মূখ্যং
প্রত্যগ্ভূতং ব্রহ্মৈত্যর্থঃ । যদি জীবব্রহ্মভেদাতাবাং প্রায়োনান্যভেদস্তর্হি পুনরুক্তিরনর্থিকং তদ-
শঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি । ৩

• যত্ন পূর্বোক্তেন সমানং দ্বিতীয়ে প্রশান্তরে উক্তম্, তাবন্মাত্রং পূর্বোক্তে-
বানুবাদঃ,—তত্ত্বোবানুকৃতঃ কশ্চিদ্বিশেষে বক্তব্য ইতি । কঃ পুনরসৌ
বিশেষঃ—ইতি ? উচ্যতে—পূর্বস্মিন্ প্রশ্নে—অস্তি ব্যতিরিক্ত আত্মা, যন্তায়ং
সংপ্রযোজ্যকো বন্ধ উক্ত ইতি, দ্বিতীয়ে তু তত্ত্বোবানুনোহশনায়াদিসং-
সারধর্ম্মাভীতত্বং বিশেষ উচ্যতে, যদ্বিশেষপরিকল্পনাং সন্ন্যাসসহিতাং
পূর্বোক্তবন্ধনাদ্বিমুচ্যতে । তস্মাৎ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োঃ “এষ ত আত্মা” ইত্যৌ-
মন্তসৌস্তল্যার্থত্বৈব । ৪

তর্হি স এব বিশেষো দর্শয়িতব্যো যেন পুনরুক্তিরর্থবতীত্যশঙ্ক্যাহ—বস্বিতি । অমুক্তবিশেষ-
কথনার্থমুক্তপরিমাণং নির্ণেতুমুক্তানুবাদশ্চেদমুক্তো বিশেষস্তর্হি প্রদর্শয়ামিতি পৃচ্ছন্তি—কঃ
পুনরিতি । বৃহৎসি তং বিশেষং দর্শয়তি—উচ্যত ইতি । ইতি-শব্দঃ ক্রিয়াপদেন সংবধ্যতে ।
কিমিত্যেব বিশেষো নির্দিষ্টতে, তত্রাহ—প্রদিশেষেতি । অর্থভেদাসংভবে কলিতমাহ—তস্মা
দিতি । যোহশনায়েত্যাদিনা তু বিবক্ষিতবিশেষোক্তিরিতি শেষঃ । ৪

নমু কথমেকতত্ত্বোবানুনোহশনায়াত্ত্বীতত্বং তদ্বস্বজ্ঞেতি বিরুদ্ধধর্ম্মসমবায়িত্ব-
মিতি ? ন, পরিকৃতত্বাৎ ; নামরূপবিকার-কার্যকরণলক্ষণসম্ভবাতোপাধিভেদ-
সম্পর্ক-জনিতভ্রান্তিমাত্রং হি সংসারিত্বমিত্যসকুদবোচ্যাম, বিরুদ্ধপ্রতিব্যাপ্ত্যানপ্রস-
ঙ্গেন চ ; যথা রজ্জু-শুক্তিকাগগনাদয়ঃ সর্প-রজত-মলিনা ভবন্তি পরাধ্যারোপিত-
ধর্ম্মবিশিষ্টাঃ, স্বতঃ কেবলা এব রজ্জুশুক্তিকাগগনাদয়ঃ ; ন চৈবং বিরুদ্ধধর্ম্মসম-
বায়িত্বে পদার্থানাং কশ্চন বিরোধঃ । ৫

একমেবাত্তত্ত্বমধিকৃত্য প্রশ্নাবিত্যত্র চোদয়তি—নস্বিতি । বিরুদ্ধধর্ম্মবস্বাস্মিথো ভিন্নৌ
প্রার্থাবিত্যেতদ্বদয়তি—নেতি । পরিকৃতত্বমেব প্রকৃতয়তি—নামরূপেতি । তন্নোর্বিকারঃ
কার্যকরণলক্ষণঃ সংঘাতঃ, স এবোপাধিভেদস্তেন সংপর্কত্বম্নিহমমাধ্যাসন্তেন জনিতা ভ্রান্তিরহং
কর্তৃত্বাত্মা, তাবন্মাত্রং সংসারিত্বমিত্যেকশো ব্যুৎপাদিতং, তস্মান্নাভি বস্তুতো বিরুদ্ধধর্ম্মব-
স্বিত্যর্থঃ । কিংচ সবিশেষত্বনির্বিষেবত্বপ্রত্যেকস্ববিবিত্যোক্তিশ্রুতেন সংসারিত্ব-
মধুরাক্ষাত্ত্ববোচ্যমেতাহ—বিরুদ্ধেতি । কথং তর্হি বিরুদ্ধধর্ম্মবস্বপ্রতীতিরিত্যশঙ্ক্যাহ—

যথেন্দি । পরেণ পুরুষোক্তানেন বাহ্যাবোপিতঃ সৰ্পদ্বাদিভিঃ সৈবিশিষ্টা ইতি বাবৎ । স্বতচ্চাখ্যারোপেণ বিনেত্যর্থঃ । প্রতিভাসতো বিকল্পধৰ্মবত্ত্বেনপি ক্ষেত্রজৈষবযোভিন্নদ্বাদিন্দিগ্ধার্থ-
বেব প্রস্ফাতি চৈবৈতাহ—ন চৈবমিহ । নিরূপাধিকরণেণ সংসারিত্বং সোপাধিকরণেণ
সংসারিত্বমিতি বিরোধ উক্তঃ । ৫

নামকপোপাধ্যান্তিঙ্গে “একমেবাদ্বিতীয়ম্”, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইতি
শ্রুতয়ো বিকল্পোরন্থিতি চেৎ, ন, সলিলফেনদৃষ্টান্তেন পবিত্রত্বাৎ, মৃদাদিদৃষ্টা-
ন্তেষ্ট । যদ্বা তু পরমার্থদৃষ্ট্যা পবমান্নত্বাৎ শ্রুত্যানুসারিভবন্তেন নিরূপ্যমাণে
নাম-রূপে মৃদাদিবিচারবৎ বস্তুস্তরে তদ্বতো ন স্তঃ—সলিলফেনঘটাদিবিচারব-
দেব, তদা তদপেক্ষয়া “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইত্যাদিপরমার্থ-
দর্শনগোচরত্বং প্রতিপত্ততে । যদা তু স্বাভাবিক্যাবিভ্রয়া ব্রহ্মস্বরূপং রজ্জুশক্তিকা-
গগনস্বরূপবদেব স্তেন রূপেণ বর্তমানং কেনচিদস্পৃষ্টস্বভাবমপি সৎ নামরূপকৃত-
কার্যকরণোপাধিভ্যো বিবেকেন আবধার্যতে, নামকপোপাধিদৃষ্টীবৈ চ ভবতি
স্বাভাবিকী, তদা সর্বোহয়ং বস্তুস্তরান্ধিত্বব্যবহারঃ । ৬

ইদানীমুপাধ্যাত্মপগমে স্বয়ং সতশ্চৈব যটাদেকপাধিষদৃষ্টেবিত শঙ্কতে—নামেতি ।
সলিলাতিরেকেণ ন স্তি স্তেনাদয়ো বিকারাঃ, নাপি মৃদান্তত্বেকেণ তদ্বিকাৰাঃ শবাবাদয়ঃ
সন্ত্যক্তি দৃষ্টান্তাৎ-মুক্তিবলাদাবিভ্র-নামরূপরচিতকাঃ, করণসংঘাতাবিভ্রানামাত্রাৎ, তস্তাশ্চ
বিভ্রয়া নিরাসান্নৈবমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা । কাষ্যস্বয়ংভূপগম্যোক্তমিদানীং তদপি
নিরূপ্যমাণে নাস্তীত্যাৎ—যদা ইতি । নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিশ্রুত্যানুসারিভবন্তদৃষ্ট্যা
দ্বিকপামাণে নামরূপে পরমাত্মত্বাদন্তেনানন্তত্বেন বা নিরূপ্যমাণে তত্ত্বো বস্তুস্তবে যদা তু ন
স্ত ইতি সংকঃ । মৃদাদিবিচারবদিত্যুক্তং প্রকটয়তি—সলিলেতি । তদা তৎপবমান্নত্ব-
মপেক্ষেতি যোজনীয়ম্ । কদা তর্হি লৌকিকে ব্যবহারন্তত্ৰাহ—যদা ইতি । ৬

অস্তি চায়ং ভেদকৃতো মিথ্যাব্যবহারঃ, যেযাং ব্রহ্মত্বাদন্তত্বেন বস্তু বিভ্রতে,
যেযাং চ নাস্তি । পরমার্থবাদিভিস্ত শ্রুত্যানুসাৰেণ নিরূপ্যমাণে বস্তুনি—কিং তত্ত্ব-
তোহস্তি বস্তু, কিং বা নাস্তীতি, ঐক্কেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্বসংব্যবহারশূন্যমিতি
নির্ধারণ্যতে, তেন ন কচ্চিদিবোধঃ । ন হি পরমার্থাবধাবণনিষ্ঠান্নাং বস্তুস্তরান্ধিত্বং
প্রতিপত্ত্যাহে, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “অনন্তরমবাহম্” ইতি শ্রুতেঃ । ন চ নামকপ-
ক্কাবহারকালে তু অবিবেকিনাং ক্রিয়াকারকফলাদিসংব্যবহারো নাস্তীতি প্র-
তি-
বিধ্যতে ; তদ্বাদ্ জ্ঞানাজ্ঞানে অপেক্ষ্য সর্বঃ সংব্যবহারঃ শাস্ত্রীয়ো লৌকিকশ্চ ;
অতো ন কাচন বিরোধাশঙ্কা । সর্ববাদিনামপ্যপরিহার্যঃ পরমার্থসংব্যবহার-
কৃতো ব্যবহারঃ । ৭

• অবিভ্রয়া স্বাভাবিক্য ব্রহ্ম যদোপাধিভ্যো বিবেকেন আবধার্যতে, তদা লৌকিকে ব্যব-

হার্ষেণ, তর্হি বিবেকিনাং নাম্নো জ্ঞাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্তি চেতি । ভেদভানপ্রযুক্তো ব্যবহারো
বিবেকিনামবিবেকিনাং চ তুলা এবায়ং, বস্তুস্তবাস্তিত্বাভিনিবেশন্তু বিবেকিনাং শাস্তীতি
বিশেষঃ ।

নমু যথাপ্রতিভাসং বস্তুস্তবঃ পাবমার্থিকমেব কিং ন স্তাত্ত্বাহ—পবমার্গেতি । কিং
ঐতীয়ং বস্তু তত্ত্বতোহস্তি কিং বা নাস্তীতি ঐত্ত্বনি নিকপামাণে সতি ঐতাত্মসারেণ তত্ত্বদর্শিত্ব-
বেকমেবাধিতীক্ষ্ণং ব্রহ্মাব্যবহার্যামিতি নির্দ্ধার্যতে, তেন ব্যবহারকৃষ্টাশ্রয়ণেন ভেদকৃতো স্থিতি-
ব্যবহারকৃষ্টাশ্রয়ণেন চ তদভাববিষয়ঃ শাস্ত্রীয়ো ব্যবহার ইত্যুভয়বিধব্যবহারসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ।
তত্র শাস্ত্রীয়ব্যবহারোপপত্তিং প্রপঞ্চয়তি—ন হীতি । তথা চ বিজ্ঞাবস্থায়াং শাস্ত্রীয়োহভেদ-
ব্যবহারঃ, তদিতরব্যবহারশাস্ত্রাভিমতি শেষঃ । অবিজ্ঞাবস্থায়াং লৌকিকব্যবহারোপপত্তিং
বিরূপোতি—ন চ নামেতি । উভয়বিধব্যবহারোপপত্তিমুপসংহরতি—তস্মাদিহ । উক্তবীত্যা
ব্যবহারব্যবোপপত্তৌ কলিতমাহ—অত ইতি । প্রত্যক্ষাদিহ বেদান্তেষু চেতি শেষঃ । জ্ঞানাজ্ঞানে
পুঙ্খত্যা ব্যবহারঃ শাস্ত্রীযো লৌকিকচেতি নাম্নাভিরেবোচ্যতে, কিংতু সর্বেষামপি পরীক্ষকার্ণী-
মেতৎ সংমতং, সংসারদণ্ডায়াং ক্রিয়াকাব্যবব্যবস্ত মোক্ষাবস্থায়াং চ তদভাবস্তেষ্টবাদিত্যাহ—
সর্ববাদিনামিতি । ৭

তত্র পরমার্থাত্মস্বকপমপেক্ষ্য প্রশ্নঃ পুনঃ—কতমো যাভবক্য সর্বাস্তব ইতি ।
প্রত্যাহ ইতরঃ—যঃ অশনায়া-পিপাসে, অশিতুমিচ্ছা অশনায়া, পাতুমিচ্ছা পিপাসা,
তে অশনায়াপিপাসে যোহত্যেতীতি বক্ষ্যমাণেন সম্বন্ধঃ । অব্যবহিকভিত্তিমল্ল-
দিব গগনং গম্যমানমেব তল-মলে অত্যেতি, পবমার্থতস্তাত্ম্যামসংসৃষ্টস্বভাবত্বাৎ,
তথা মূঢ়ৈবশনায়া-পিপাসাদিমদ্ ব্রহ্ম গম্যমানমপি—জুধিতোহহং পিপাসিতোহহ-
মিতি, তে অত্যেত্যেব, পবমার্থতস্তাত্ম্যামসংসৃষ্টস্বভাবত্বাৎ, “ন লিপাতে লোক-
হঃখেন বাহুঃ” ইতি শ্রুতেঃ, অব্যবহিকাকাধ্যারোপিতত্বঃখেনেত্যর্থঃ । প্রাণৈক-
ধর্মত্বাৎ সমাসকরণং অশনায়াপিপাসয়োঃ । ৮

নিকপাধিকে পরস্মিন্নাস্ত্বনি চৈকাত্যবনাত্ত্ববিজ্ঞাকল্পিতোপাধিকৃতমশনায়াদিমন্তঃ, বস্তুত-
তদ্রাহিত্যমিত্যুপপাদানন্তরপ্রশ্নমুখ্যায় প্রতিবক্তি—তত্রৈতাদিনা । কল্পিতাকল্পিতয়োরাশ্ব-
রূপয়োনির্ধারণার্থী সমুদয়ী । যোহত্যেতি স সর্বান্তরত্বাদিবিষয়বস্তুবাস্ত্বেনি শেষঃ । নমু পবো
নাশনায়াদিমান্ অপ্রসিদ্ধে, নাপি জীবন্তথা, তস্ত পরস্মাদব্যতিরেকাদত আহ—অব্যবহিকভি-
বিত্তি । পরমার্থত ইত্যুভয়তঃ সংবধ্যতে । ব্রহ্মৈবাখণ্ডঃ সচ্চিদানন্দমনাত্ত্ববিজ্ঞাত্বংকার্যবুদ্ধাদি-
সংবন্ধমাত্মাসম্বার স্বানুভবাদ্ অশনায়াদিমদপম্যতে তত্ত্বম্, বস্তুতোহবিজ্ঞাত্ত্বসংবন্ধাদশনারাত্ত্বতীতঃ
নিত্যমুক্তং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । অশনায়াপিপাসাদিমদ্ ব্রহ্ম গম্যমানমিতি বদন্তাচাযো নানাজীববাদস্তী-
নিষ্টত্বং সূচয়তি । পরমার্থতো ব্রহ্মণশনারাত্ত্বসংবন্ধে মানমাহ—ন লিপাত ইতি । বাহুস্ব-
সম্বন্ধম্ । লোকহঃখেনেত্যুক্তং, লোকস্তানাস্ত্বনো হঃখঃসংবন্ধানভ্যুপগমাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—
অব্যবহিকভিত্তি । অশনায়াপিপাসয়োঃ সমস্তোপাদানে হেতুমাহ—প্রাণেতি । ৮

শোকম্, মোহম্—শোক ইতি কাষঃ ; ইষ্টং বস্তু উক্টিস্ত চিস্তয়তো বদরমণম্,

তৎ তৃষ্ণাভিতৃপ্ত কামবীজম্ ; তেন হি কামো দীপ্যতে । মোহন্ত বিপরীত-
প্রত্যয়-প্রভবোহু বিবেকো ভ্রমঃ, স চাবিত্তা সৰ্বজ্ঞানার্থস্ত প্রসববীজম্ ; ভিন্নকার্য-
ভাং তয়োঃ শৌক-মোহরোরসমাসকরণম্ ; তৌ মনোহৃদিকরণে, তথা শরীরাদি-
ফরণে জরাং মৃত্যুং চাত্যেতি । জরেতি কার্যকারণসম্বাত-বিপরিণামো বলি-
পলিতাদিলিঙ্গঃ । মৃত্যুরিতি তদ্বিচ্ছেদঃ বিপরিণামাবসানঃ, তৌ জরামৃত্যু
শরীরাদিকরণাব্যেতি । ৯

অরতিবাণী শোকশব্দো ন কামবিষয় ইত্যাহ—ইষ্টমিতি । কামবীজম্বরতেরমু-
ক্তবেনাভিব্যক্তি—তেন ইতি । কামস্ত শোকো বীজমিতি স কামতয়া ব্যাখ্যাতঃ, অনিত্যা-
শুচিহ্মখানাক্ষম্ নিত্যশুচিহ্মাশ্রয়্যাতিঃ বিপরীতপ্রত্যয়ঃ, তন্মায়নসি প্রভবতি কর্তব্যাকর্তব্য-
বিবেকঃ, স লৌকিকঃ সমাগজ্ঞানবিরোধাদ্রমোহবিচ্ছেদভূত্যাতে । তন্তাঃ সৰ্বানর্থোৎপত্তৌ
নিমিত্তকং মূলবিচ্ছারাস্তৃপাদানং, তদেতদাহ—মোহম্বিতি । কামস্ত শৌকঃ, মোহো হৃৎশস্ত
হেতুরিতি ভিন্নকার্যভঃ, তদ্বিচ্ছেদ ইত্যত্র কার্যকরণসংঘাতস্তচ্ছল্লার্থঃ । ৯

এতে অশনাদয়ঃ প্রাণ-মনঃ-শরীরাদিকরণাঃ প্রাণিষু অনবরতং বর্তমানাঃ
অহোরাত্রাদিবং সমুদ্রোদ্বিবচ্চ প্রাণিষু, সংসার ইত্যাচ্যতে । মোহসৌ দৃষ্টে-
দ্রষ্টেত্যাদিলিঙ্গঃ সাক্ষাদ্ অব্যবহিতঃ, অপরোক্ষাৎ অগোগঃ সৰ্বাস্তর আত্মা
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যস্তানাং ভূতানাম্, অশনাদ্যপিপাসাদিভিঃ সংসারধর্মৈঃ সধা
ন স্পৃশতে—আকাশ ইব ঘনাদিমলৈঃ ; তন্ম এতং বৈ আত্মানং স্বং তত্ত্বং বিদিত্বা
জ্ঞাত্বা—অয়মহমস্মি পরং ব্রহ্ম সধা সর্বসংসারবিনিমুক্তং নিত্যতৃপ্তমিতি, ব্রাহ্মণাঃ
—ব্রাহ্মণানামেবাধিকারো ব্যুৎপাদ্যে, অতো ব্রাহ্মণগ্রহণম্ ; ব্যুৎপাদ্য বৈপরীত্যে-
নোপানং কৃত্বা ; কৃত ইত্যাহ—পুত্রৈষণায়াঃ—পুত্রার্থা এষণা পুত্রৈষণা—পুত্রৈণ
ইমং লোকং জয়েমিতি লোকজয়সাধনং পুত্রং প্রতীচ্ছা এষণা—দায়সংগ্রহঃ, দায়-
সংগ্রহমকুতোত্যাঃ । বিত্তৈষণায়াশ্চ—কর্মসাধনস্ত গবাদেকপাদানম্—অনেন কর্ম
কৃত্বা পিতৃলোকং জেয়ামিতি, বিত্তাংযুক্তেন বা দেবলোকম্, কেবলয়া বা হিরণ্য-
গর্ভবিত্তয়া দৈবেন বিত্তেন দেবলোকম্ । ১০

সংসারবিরক্তস্ত পারিত্রাজ্যং বক্তৃমুত্তরং বাক্যমিত্যভিপ্রোক্তা সংক্ষেপতঃ সংসারবন্ধপমাহ—
যে ত ইত্যাদিনা । তেবাশ্রয়ধর্মকং ব্যাবর্তয়িতুং বিশিনষ্টি—প্রাণেতি । তেবাং পরমতো
বিচ্ছেদশক্তিঃ বারয়তি—প্রাণিষিতি । এবাহরণপেণ নৈরন্তর্য্যে দৃষ্টান্তমাহ—অহোরাত্রাদিব-
মিতি । তেবাশ্রয়চিগলয়ে দৃষ্টান্তঃ—সমুদ্রোদ্বিবমিতি । তেবাং হেয়ং ভোক্তরতি—প্রাণিষিতি ।
যে ব্রহ্মোক্তাঃ প্রাণিষশনারাবরক্তে তেবু সংসার ইত্যাচ্যত ইতি যোজন্য । এতং বৈ তন্মিত্যত্র
তচ্ছল্লার্থমুৎপত্ত্যব্রাহ্মণঃ ঋণল্লার্থং কথয়তি—বোহমাবিতি । এতচ্ছল্লার্থং কহোনপ্রমোক্তং
ভগবদ্বার্থং দর্শয়তি—অশনারেতি । তন্নোদৈক্যং সামান্যাদিকরণেন হুচিতিমিত্যাহ—ভমেত-

মিতি । জ্ঞানমেব বিশদয়তি—অসমিত্যাদিনা । জ্ঞানো ব্রাহ্মণা ব্যাখ্যায় ভিক্ষাচর্য্য চরন্তীতি
সংবন্ধঃ । সংস্থানবিধায়কে বাক্যে ক্রিয়িত্যধিকারিণি ব্রাহ্মণপদং, তত্রাহ—ব্রাহ্মণামিতি ।
পুত্রার্থামেষণামেব বিবৃণোতি—পুত্রেণেতি । ততো স্থাখানং সংগৃহীতি—দারসংগ্রহমিতি ।
বিত্তৈষণায়াং ব্যাখ্যানং কর্তব্যমিত্যাহ—বিত্তেতি । বিত্তং দ্বিবিধং মাতৃং দৈবং চ । মাতৃং
গীবাদি, তন্ত কন্মসাধনশ্চোপাদানমুপার্জনং, তেন কর্ম কৃদ্বা কেবলেন কর্মণা পিতৃলোকং
জেয়ামি । নৈবং বিত্তং বিত্তা, তৎসংযুক্তেন কর্মণা দেবলোকং, কেবলম্ চ বিত্তম্ তন্মৈব
শ্রেয়াসীতীহী বিত্তৈষণা, ততশ্চ ব্যাখ্যানং কর্তব্যমিতি ব্যাচষ্টে—কর্মসাধনশ্চেতি । এতেন
লৌকিকেষণায়াং ব্যাখ্যানমুক্তং বেদিতবাম্ । ১০

দৈবাবিত্তাদ্ ব্যাখ্যানমেব নাস্তীতি কেচিং ; যস্মাৎ তদ্বলেন হি কিল ব্যাখ্যান-
মিতি । তদসং, “এতাবান্ বৈ কামঃ” ইতি পৃষ্ঠিতত্বাদ্ এষণামধ্যে দৈবন্ত বিত্তন্ত ।
হিরণ্যগর্ভাদিদেবতাবিষয়েব বিত্তা বিত্তমিত্যুচ্যতে, দেবলোকহেতুত্বাৎ । ন হি
নিরুপাধিকপ্রজ্ঞানঘনবিষয়া ব্রহ্মবিত্তা দেবলোকপ্রাপ্তিহেতুঃ, “তস্মাস্তং সর্বমভবৎ”
“আত্মা হেবাং স ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ ; তদ্বলেন হি ব্যাখ্যানম্, “এতং বৈ তমা-
অনং বিদিত্বা” ইতি বিশেষবচনাৎ । তস্মাৎ ত্রিভ্যোহপ্যোতেভ্যঃ অনাত্মলৌকি-
প্রাপ্তিসাধনেভ্য এষণাবিষয়েভ্যো ব্যাখ্য—এষণা ক্ত্বামঃ “এতাবান্ বৈ কামঃ”
ইতি শ্রুতেঃ, এতস্মিস্তিবিধে অনাত্মলোকপ্রাপ্তিসাধনে ত্ত্বামক্কেত্বার্থঃ । ১১

দৈবাবিত্তাদ্ ব্যাখ্যানমাক্রিপতি—দৈবাদিতি । তস্তাপি কামত্বাত্তো ব্যাখ্যাত্যমিতি পরি-
হরতি—তদসমিতি । তর্হি ব্রহ্মবিত্তায়াঃ সকাশাদপি ব্যাখ্যানান্তনুশ্লক্ষণং তথ্যাত্তো ভাদিত্যা-
শক্যাহ—হিবর্ণ্যগর্ভাদীতি । দেবতোপাসনায়া বিত্তশক্তিবিত্তায়ে হেতুমাহ—দেবলোকেতি ।
তৎপ্রাপ্তিহেতুত্বং ব্রহ্মবিত্তায়ামপি ভূলামিতি চেয়েত্যাহ—ন ইতি । তত্র ফলান্তরপ্রবণং জ্ঞে-
করোতি—তস্মাদিতি । ইতশ্চ ব্রহ্মবিত্তা দৈবাবিত্তায়াহিরেবেত্যাহ—তদ্বলেনেতি । প্রাগেব
বেদনং শিচ্ছং চেৎ, কিং পুনর্ব্যাখ্যানেনেত্যাশক্য প্রযোজকজ্ঞানং তৎপ্রযোজকম্, উদ্দেশ্যং তু তদ্ব-
সাক্ষাৎকরণমিতি বিবক্ষিত্বাহ—তস্মাদিতি । প্রযোজকজ্ঞানং পক্ষমর্থঃ । ব্যাখ্যায় ভিক্ষাচর্য্য
চরন্তীতি সংবন্ধঃ । ব্যাখ্যানম্বরূপপ্রদর্শনার্থমেষণাম্বরূপমাহ—এষণেতি । কিমেতাবতেত্যাশক্য
ব্যাখ্যানম্বরূপমাহ—এতস্মিতি । সংবন্ধস্ত পূর্ববৎ । ১১

সর্ক্বা হি সাধনেচ্ছা ফলেচ্ছিব ; অতো ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ একৈব এষণেতি ।
কথম্ ? যা হেব পুঞ্জৈষণা, সা বিত্তৈষণা, দৃষ্টফলসাধনতুল্যাত্মাৎ ; যা বিত্তৈষণা
সা লৌকৈষণা ; ফলার্থেব সা ; সর্ক্বঃ ফলার্থপ্রযুক্ত এব হি সর্ক্বং সাধনমুপাধতে ;
অত একৈবৈষণা । যা লৌকৈষণা, সা সাধনমন্তরেণ সম্পাদয়িত্বং ন শক্যতে—
ইতি সাধ্য-সাধনভেদেদ উক্ত হি যস্মাদেতে এষণে এব ভবন্তঃ ; তস্মাদ্ ব্রহ্মবিদো
নাস্তি কর্ম কর্মসাধনং বা—অতো যেহতিক্রান্তাঃ ব্রাহ্মণাঃ, সর্ক্বং কর্ম কর্মসাধনঞ্চ
সর্ক্বং দেবপিতৃমাতৃনিমিত্তং যজ্ঞোপবীতাদি—তেস হি দৈবং পিতৃয়ং মাতৃয়ঞ্চ কর্ম

ক্রিয়তে, “নিবীতং মমুষ্ণাগাম্” ইত্যাদিশ্রুতে: । তস্মাৎ পূৰ্বে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিদঃ
বুখ্যায়—কৰ্মভাঃ, কৰ্মসাধনেভ্যশ্চ যজ্ঞোপবীতাদিভাঃ, পরমহংসপারিব্রাজ্যং
প্রতিপত্ত্ব, ভিক্ষার্চ্যাং চরন্তি—ভিক্ষাং চরণং, ভিক্ষার্চ্যান্ চরন্তি—তাক্মা স্মার্তং
লিঙ্গং কেবলাশ্রমমাত্রশরণানাং জীবনসাধনং পাবিব্রাজ্যাব্যঞ্জকম্ ; “বিদ্বান্ লিঙ্গ-
বজ্জিতঃ” “তস্মাদলিঙ্গো ধৰ্ম্মজ্ঞোহব্যক্তলিঙ্গোহব্যক্তাচারঃ” ইত্যাদিস্মৃতিভাঃ,
“অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোহপরিগ্রহঃ” ইত্যাদিশ্রুতে: , “সশিখান্ কেশান্
নিকৃত্য বিমৃজ্য যজ্ঞোপবীতম্” ইতি চ । ১২

যা হেবেতাদিশ্রুতেস্তাং পধ্যমাহ—সৰ্বা ইতি । ফলং নেচ্ছতি সাধনং চ চিকীৰ্ষতীতি
ব্যাঘাতাৎ কলেচ্ছান্তর্ভূতৈব সাধনেচ্ছা, তদ্বৃক্তমেবণৈকামিত্যর্থঃ । শ্রুতেস্তদৈকব্যাংপাদকং
প্রম্পর্ককং ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা । কলৈষণান্তর্ভাবঃ সাধনৈবণায়াঃ সমর্থয়তে—সর্ব
ইতি । উভে হীত্যাশ্রিতমবতাধ্য বাচষ্টে—যা লোকৈষণতি ।

প্রযোজকজ্ঞানবতঃ স্মাধ্যসাধনরূপাং সংসারাদ্বিবক্তন্ত কৰ্মতৎসাধনয়োঃ সমস্তবে সাক্ষাৎ-
কারমদ্বিত্ব ফলিতং সংস্থাসং দর্শয়তি—অত ইতি । অতিক্রান্তা ব্রাহ্মণাঃ কিং প্রজয়েতাদি-
প্রকাশিতাঃ, তেষাং কস্য কৰ্মসাধনং চ যজ্ঞোপবীতাদি নাস্তীতি পুঙ্খেন সম্বন্ধঃ । দেবপিতৃমামুষ-
নিমিত্তমিতি বিশেষণং বিশদয়তি—তেন ইতি । প্রাচীনাবীতং পিতৃণাম্ উপবীতং দেবানা-
মিত্যাশিষ্যার্থঃ । যস্মাৎ পূৰ্বে বিচারপ্রযোজকজ্ঞানবন্তো ব্রাহ্মণা বিরক্তাঃ সংসৃত্ত তৎপ্রযুক্তং
ধৰ্ম্মমবতিষ্ঠন, তস্মাদধুনাতনোহপি প্রযোজকজ্ঞানী বিরক্তো ব্রাহ্মণস্তথা কুধ্যাদিত্যাহ—তস্মা-
দিতি । ‘ত্রিভূতেন যতিশ্চৈব’ ইত্যাদিস্মৃতেৰ্ন পরমহংসপারিব্রাজ্যমত্র বিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
তাস্কেনুতি । তস্ত দুষ্টার্থবান্ মুমুকুভিস্ত্যাজ্যঃ হুচয়তি—কেবলমিতি । অমুণ্ডাচ্চ তস্ত
ত্যাগ্যতেত্যাহ—পারিব্রাজ্যেতি । তথাপি ভৃদিষ্টঃ সংস্থাসো ন স্মৃতিকারৈর্নিবন্ধ ইতি
চেদ্রেত্যাহ—বিধানিতি । প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধাক্ত স্মার্তসংস্থাসো মুখ্যো ন ভবতীত্যাহ—
অথেনিতি । ১২

নম্ন ‘বুখ্যায় ভিক্ষার্চ্যাং চরন্তি’ ইতি বর্তমানাপদেশাদ্ অর্থবাদোহয়ম্ ; ন
বিধায়কঃ প্রত্যয়ঃ কশিৎ ক্রয়তে—লিঙলোট্‌তব্যানামন্তমোহপি ; তস্মাদর্থ-
বাদমাত্রেন শ্রুতিস্মৃতিবিহিতানাং যজ্ঞোপবীতাদীনাম্ সাধনানাং ন শক্যতে পশ্নি-
ত্যাগঃ কারয়িতুম্ ; “যজ্ঞোবীত্যেবাবীকীত যাজয়েদ্ যজ্ঞেত বা ।” পারিব্রাজ্যে
তাবদধ্যয়নং বিহিতম্ ;

“বেদসম্প্রদায়ানাং শূদ্রস্তস্মাদ্বেদং ন সংশ্যসেৎ” ইতি ;

“স্বাধ্যায় এবোৎসৃজ্যমানো বাচম্” ইতি চ আপস্তম্বঃ ;

“ব্রহ্মোজ্ঞঃ বেদনিলা চ কোটসাক্ষ্যং সূক্তধ্বং ।

গর্হিতান্নান্তয়োজ্জগ্নিঃ সূত্রাপানসমানি যচ্ ॥”

ইতি বেদপরিভ্যাগে দোষপ্রবণাৎ । “উপাসনে গুরুণাং বৃদ্ধানামভিধীনাং, হোমে

“জপ্যকৰ্ম্মণি ভোজনে আচমনেন স্বাধ্যায়ে চ যজ্ঞোপবীতী শ্রাৎ” ইতি পরিব্রাজক-
ধৰ্ম্মেষু চ গুরুপাসনাস্বাধ্যায়ভোজনাচমনাদীনাম্ কৰ্ম্মণাং শ্রুতিবৃত্তিষু কর্তব্যতয়া
চোদিতত্বাৎ গুরুদ্বাপাসনাদ্বেন যজ্ঞোপবীতস্ত বিহিতত্বাৎ তৎপরিভ্যাগো নৈবা
বগন্তুং শক্যতে । ১৩ .

এতং বৈ তমিত্যাদিবাক্যস্ত বিধায়কত্বমুপেত্য সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-তৎসাধনপরিভ্যাগপরত্বমুক্তমাকি-
পত্তি—নন্বিত্তি । ইতচ্চ যজ্ঞোপবীতমপরিভ্যাজামিত্যাহ—যজ্ঞোপবীত্যেবেতি । যাজ্ঞানদি-
সমভিব্যাহারাদসংজ্ঞাসিবিষয়মেতদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পারিব্রাজ্যে তাবদিত্তি । বেদভ্যাগে দোষ-
শ্রুতেত্তদভ্যাগেহপি কথং পারিব্রাজ্যে যজ্ঞোপবীতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপাসন ইতি । ইত্যনেন
বাক্যেন গুরুদ্বাপাসনাদ্বেন যজ্ঞোপবীতস্ত বিহিতত্বাৎ পরিব্রাজকধৰ্ম্মেষু গুরুপাসনাদীনাম্
কর্তব্যতয়া শ্রুতিবৃত্তিষু চোদিতত্বাদ্ যজ্ঞোপবীতপরিভ্যাগোবগন্তুং নৈব শক্যত ইত্যর্থঃ । ১৩

যত্নপোষণাভ্যো ব্যুত্থানং বিধীয়ত এব, তথাপি পুত্রাণ্ডেবণাভ্যন্তিস্থভ্য
এব ব্যুত্থানম্, ন তু সৰ্ব্বস্বাৎ কৰ্ম্মণঃ কৰ্ম্মসাধনাচ্চ ব্যুত্থানম্; সৰ্ব্বপরিভ্যাগে
চাশ্রুতং কৃতং শ্রাৎ, শ্রুতঞ্চ যজ্ঞোপবীতাদি হাপিতং শ্রাৎ; তথাচ মহানপরীধঃ
বিহিতাকরণ-প্রতিষিদ্ধাচরণনিমিত্তঃ কৃতঃ শ্রাৎ; তস্মাদ্ যজ্ঞোপবীতাদি-লিঙ্গ-
পরিভ্যাগোহুৎপন্নপৰম্পরৈব । ন, ‘যজ্ঞোপবীতং বেদাংচ সৰ্ব্বং তদ্বর্জয়েদ্ যতিঃ’
ইতি শ্রুতেঃ । ১৪

সম্প্রতি প্রৌঢ়িমাৰুঢ়ো ব্যুত্থানে বিধিমঙ্গীকৃত্যপি দৃষয়তি—যজ্ঞপীত্যাগিনা । এষণাভ্যো
ব্যুত্থানে সত্যেবণাত্বাবিশেষাৎ কৰ্ম্মণস্তৎসাধনাচ্চ ব্যুত্থানং সেতুশ্রুতীত্যাশঙ্ক্য যজ্ঞোপবীতা-
দেবেষণাত্মসিদ্ধিমিত্যাশয়েনাহ—সৰ্ব্বৈতি । অশ্রুতকরণে শ্রুতভ্যাগে চ ‘অকুৰ্ব্বন্ বিহিতং কৰ্ম্ম’
ইত্যাদিশ্রুতিমাত্রিত্য দৃষণমাহ—তথা চেতি । নমু দৃশুতে যজ্ঞোপবীতাদিলিঙ্গভ্যাগঃ, স
কস্মাৎপ্রিক্রিয়তে, তত্রাহ—তস্মাদিত্তি । নেয়মকপৰম্পরেতি পরিহরতি—নেত্যাগিনা । ১৪

অপিচ, আত্মজ্ঞানপরত্বাৎ সৰ্ব্বশ্রা উপনিষদঃ—আত্মা দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
মন্তব্য ইতি হি প্রস্তুতম্; স চাত্মৈব সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সৰ্বাস্তরঃ অশনারাদি-
সংসারধৰ্ম্মবর্জিতঃ—ইতোবৎ বিজ্ঞেয় ইতি তাবৎ প্রসিদ্ধম্ । সৰ্বা হীয়মুপনিষদ্
এবংপরেতি বিদ্যাস্তরশেষত্বং তাবদাস্তি, অতো নার্থবাদঃ, আত্মজ্ঞানস্ত কর্তব্যত্বাৎ ।
আত্মা চ অশনারাদিধৰ্ম্মবান্ ন ভবতীতি সাধন-ফলবিলক্ষণো জ্ঞাতব্যঃ; অতো
ব্যতিরেকেণ আত্মনো জ্ঞানম্ অবিজ্ঞা—“অন্তোহসাবন্তোহহমস্মীতি, ন স বেদ”
“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্রোতি, ষ ইহ নানৈব পশ্নতি” “একধৈবাহুদ্বৈত্বামেকমেবাধিতীয়ম
“তত্ত্বমসি” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ । ক্রিয়াকলাং সাধনঞ্চ অশনারাদিসংসারধৰ্ম্মাভীতা-
দাত্মনঃ অন্তদবিজ্ঞানবিষয়ম্—“যত্র হি বৈতমিহ ভবতি” “অন্তোহসাবন্তোহহমস্মি,
ন স বেদ” “অপ. যেহন্তুখাদো বিদুঃ” ইত্যাদিরাক্যশ্রুতেভ্যঃ । ১৫

ব্রহ্মচর্যাং দেবঃ প্রব্রজেদিত্যাদিবিধিপালন্তেপি শ্রৌতবাদেনাঙ্গজ্ঞানবিধিবলাদেব সংজ্ঞাসং
নাধিরিত্ত্বান্নজ্ঞানপশুত্বং তাৎপৰ্য্যপনিস্থদামুপপত্তন্ততি—অপি চেতি । ইতচ্চাস্তি সংজ্ঞাসে বিধিরিতি
“যাবৎ । তদ্বিধিবলাদেব সংজ্ঞাসসিদ্ধিরিতি শেষঃ । কথং সৰ্ব্বোপনিষদাঙ্গজ্ঞানপরেত্ততে,
কৰ্ত্ত্বন্ততিস্বারা কৰ্ম্মবিধিশেষে নার্যবাদবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মত্যাগাদিনা । অস্ত যথোক্তং বস্ত
বিজ্ঞেয়ং, তথাপি প্রস্তুতে কিং জাতং ? তদাহ—সৰ্ব্বা হীতি । নহু, তন্ত কৰ্ত্তব্যাত্বেহপি কথং
কৰ্ম্ম তৎসাধনত্যাগসিদ্ধিরিত আহ—আত্মা চেতি । বিপক্ষে দোষমাহ—অত হীতি । সাধন-
ফলান্তৰ্ভূতত্বেনাঙ্গজ্ঞান জ্ঞানমবিজ্ঞেতাত্ম প্রমাণমাহ—অজ্ঞোহসাবিত্যাগাদিনা । ক্রিয়াকাবকফল-
বিলক্ষণস্তান্মজ্ঞান জ্ঞানং কৰ্ত্তব্যং তৎসামৰ্থ্যাৎ সাধ্যসাধনত্যাগঃ, সিদ্ধাতীতাক্ষং ; সস্ত্রযবিজ্ঞা-
বিষয়ত্বাচ্চ সাধ্যসাধনমোক্ষিণ্ডাবত্যা জ্যাত্যেতাহ—ক্রিয়েতি । তন্তাবিজ্ঞাবিষয়ত্বে শ্রুতীকদা-
হরতি—যত্রোতি । ১৫

ন ১৫ বিজ্ঞাবিজ্ঞে একস্ত পুরুষস্ত সহ ভবতঃ, বিরোধাৎ—তমঃপ্রকাশাবিব ।
তন্মাদান্নবিদঃ অবিজ্ঞাবিষয়োহধিকারো ন দ্রষ্টব্যঃ ক্রিয়া-কারক-ফলভেদকপঃ,
“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি” ইত্যাদিনিব্ধিতত্বাৎ । সৰ্ব্বক্রিয়াসাধনফলানাঞ্চ অবিজ্ঞা-
বিষয়াণাং তদ্বিপৰীতান্নবিজ্ঞয়া হাতব্যত্বেনেষ্টত্বাৎ, যজ্ঞোপবীতাদিসাধনানাঞ্চ তদ্বি-
ষয়ত্বাৎ ; তন্মাদসাধনফলত্বত্বাবাদান্ননঃ অস্ত্রবিষয়া বিলক্ষণা এষণা । উভে হেতে
সাধন-ফলে এষণে এব ভবতঃ, যজ্ঞোপবীতাদেস্বত্বসাধ্যকৰ্ম্মণাঞ্চ সাধনত্বাৎ, “উভে
হেতে এষণে এব” ইতি হেতুবচনেনাবধারণাৎ । যজ্ঞোপবীতাদিসাধনাৎ,
তৎসাধ্যোভ্যশ্চ কৰ্ম্মভ্যঃ অবিজ্ঞাবিষয়ত্বাৎ এষণারূপত্বাচ্চ জিহাসিতব্যকপত্বাচ্চ
কুপ্পানং বিধিস্তিতমেব । ১৬

অবিজ্ঞাবিষয়ত্বেহপি সাধনাদি বিজ্ঞাবত এব ভবিত্যতি, বিজ্ঞাবিজ্ঞোরন্যদাদিহু সাহিত্যোপ-
লভাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । বিজ্ঞাবিজ্ঞয়োঃ সাহিত্যাসম্ভবে কলিতমাহ—তন্মাদিতি ।
ইতচ্চ প্রযোজকজ্ঞানবত্যা সাধ্যসাধনভেদো ন দ্রষ্টব্যো বিবক্ষিত-তত্ত্বসাক্ষাৎকারবিরোধিত্বাদি-
ত্বাহ—সৰ্ব্বোতি । ভবত্ববিজ্ঞাবিষয়াণাং বিজ্ঞাবতন্ত্যাগঃ, তথাপি কুতো যজ্ঞোপবীতাদীনঃ
ত্যাগস্তদ্বাহ—যজ্ঞোপবীতাদীতি । তদ্বিষয়ত্বাদিত্যত্র তচ্ছব্দোহবিজ্ঞাবিষয়ঃ । এষণাত্বাচ্চ
যজ্ঞোপবীতাদীনঃ ত্যাজ্যেতত্বাহ—তন্মাদিতি । জ্ঞেয়ত্বেন প্রস্তুতাদিতি যাবৎ । সাধ্যসাধন-
বিষয়া তদাক্ষিক্যেণ ত্যাজ্যেতত্বাহ হেতুমাহ—বিলক্ষণেতি । পুরুষার্থরূপাধিপৰীতা সা
হেয়েত্যর্থঃ । সাধ্যসাধনমোরেষণাৎ সাধরতি—উভে হীতি । তথাপি যজ্ঞোপবীতাদীনঃ
কৰ্ম্মণাং চ কথমেষণাৎসিদ্ধিত্যাশঙ্ক্য সাধনান্তর্ভাবাদিত্যাহ—যজ্ঞোপবীতাদিরিতি । তন্মোরেষণাৎ
কথং প্রতিজ্ঞানারোহ সৎসত্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—উভে হীতি । তন্মোরেষণাৎ সিদ্ধে কলিতমাহ—
যজ্ঞোপবীতাদীতি । ১৬

নহু উপনিষদ আঙ্গজ্ঞানপরেত্বাৎ কুপ্পানপ্রতিঃ তৎস্বত্বার্থা, ন বিধিঃ ; ন ;
বিধিস্তিতবিজ্ঞানমোর লক্ষ্যনকৰ্ম্মজ্ঞাবণাৎ । নহি অকৰ্ত্তব্যেন কৰ্ত্তব্যস্ত লক্ষ্যনকৰ্ম্মক-

যেন বেদে কদাদিচাপ শ্রবণং সম্ভবতি ; কৰ্ত্তব্যানামেব ই অভিষব-হোম-ভক্ষ্যাণাং
যথা শ্রবণম্—অভিযুত্যাং হোম ভক্ষয়ন্তীতি, তদ্বদ, আত্মজ্ঞানৈক্যা-বুথান-ভিক্ষা-
চর্যাণাং কৰ্ত্তব্যানামেব সমানকৰ্ত্তকত্বশ্রবণং ভবেৎ । ১৭

• আত্মজ্ঞানবিধিরেব সংস্থাসিদ্ধিরিত্যুক্তম্ বুথায়ৈতাস্ত নাস্তি বিধিস্মিতি শব্দে—
নস্মিতি । বুথায় বিদিত্বৈতি পাঠক্রমমতিক্রমা ব্যাখ্যানে ভবত্যেবাং বিবিদিষোক্ষিধিরিতি
পরিহরতি—ন বিদিস্মিতি । পাঠক্রমেহপি প্রযোজকজ্ঞানবতো বিরক্তস্ত ভবত্যেবাং বিধি-
রিত্যুপপ্রেত্যা—ন ইতি । উক্তমেবায়মুপেনোদাহরণদ্বারা বিরূপোতি—কৰ্ত্তব্যানামিতি ।
অভিযুত্যা সোমস্ত কণ্ডং কৃৎস্না রসমাদারেত্যর্থঃ । ১৭

অবিদ্যাবিসয়ত্বাদেষণাত্মাচ্চ অর্থপ্রাপ্ত আত্মজ্ঞানবিধিরেব যজ্ঞোপবীতাদি-
পরিত্যাগঃ, ন তু বিধাতব্য ইতি চেৎ ; ন ; হুতরামাত্মজ্ঞানবিধিনেব বিহিতস্ত
সমানকৰ্ত্তকত্বশ্রবণেন দার্ঢ্যোপপত্তিঃ, তথা ভিক্ষাচর্যাং চ । যৎ পুনরুক্তম্—বৰ্ত্ত-
মানাপদদেশাদর্থবাদমাত্রমিতি ; ন ; ঔদ্বয়-যুপাদিবিধিসমানত্বাদেবোৎসাহঃ । ১৮

পাঠক্রমেবাপ্রতি শব্দে—অবিলম্বতি । প্রযোজকজ্ঞানবতো বিরক্তস্ত আত্মজ্ঞানবিধিসামর্থ্য-
লক্ষণ যজ্ঞোপবীতাদিত্যাগস্ত কৰ্ত্তব্যাত্মজ্ঞানেন সমানকৰ্ত্তকত্বশ্রবণাদতিশয়েনাবশ্যকত্বসিদ্ধিরিত্যু-
ক্তমাহ—ন হুতরামিতি । বুথানে দর্শিতং ত্রায়ং ভিক্ষাচর্যোহপ্যতিদিশতি—তথ্যেতি । ভিক্ষা-
চর্যাং চাত্মজ্ঞানবিধিনৈকবাক্যস্ত তথৈব দার্ঢ্যোপপত্তিরিতি সম্বন্ধঃ । বুথানাদিবাক্যার্থবাদক-
মুক্তমন্দ্ৰ দুষ্যতি—যৎ পুনরিত্যাদিনা । ঔদ্বয়-যুপো ভবতীত্যাদৌ লোটপরিগ্রহেণ বিধি-
স্বীকারবদত্রাপি পঞ্চমলকারেণ বিধিসিদ্ধেনার্থবাদত্বশব্দেত্যর্থঃ । ১৮

‘বুথায় ভিক্ষাচর্যাং চরন্তি’ ইত্যনেন পারিব্রাজ্যং বিধীয়তে ; পারিব্রাজ্যা-
শ্রমে চ যজ্ঞোপবীতাদিসাধনানি বিহিতানি লিঙ্গাশ্রুতিভিঃ স্মৃতিভিঃ ; অতন্ত-
দ্বর্জয়িত্বা অত্মাদ্ বুথানম্ এষণাভ্যেহপীতি চেৎ ; ন, বিজ্ঞানসমানকৰ্ত্তক্যাং
পারিব্রাজ্যাদেষণাবুথানলক্ষণাং পারিব্রাজ্যাস্তরোপপত্তেঃ । বন্ধি তদ্ এষণাভ্যো
বুথানলক্ষণং পারিব্রাজ্যম্, তদ্ আত্মজ্ঞানাম্, আত্মজ্ঞানবিরোধেষণাপরিত্যাগ-
রূপত্বাৎ, অবিদ্যাবিসয়ত্বাচ্চ এষণায়াঃ ; তদব্যতিরেকেণ চ অস্তি আশ্রমরূপং
পারিব্রাজ্যং ব্রহ্মলোকাদি-ফলপ্রাপ্তিসাধনম্, যদ্বিসয়ং যজ্ঞোপবীতাদিসাধনবিধানং
লিঙ্গবিধানঞ্চ । ন চ এষণারূপসাধনোপাদানস্ত আশ্রমধর্ম্মমাত্রাণে পারিব্রাজ্যাস্তর-
বিষয়ে সম্ভবতি সতি, সর্বোপনিষদ্বিহিতস্তাত্মজ্ঞানস্ত বাধনং যুক্তম্ ; যজ্ঞোপ-
বীতাত্তবিদ্যাবিবৈষণ্যরূপ-সাধনোপাদিৎসয়াং চ অবশ্যম্ অসাধন-ফলরূপস্ত
অশনাদিসংসারধর্ম্মবর্জিতস্ত ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ইতি বিজ্ঞানং বাধ্যতে । ন চ
তদ্বাধনং যুক্তম্, সর্বোপনিষদাং তদর্থপরত্বাৎ । ১৯

সম্প্রতি প্রকৃতে বাক্যে পারিব্রাজ্যবিধিমঙ্গীকৃত্য স্বযথাঃ শব্দে—বুথায়ৈতি । কা তর্হি

বিপ্রতিপত্তিস্তত্রাহ—পারিত্রাজ্যোতি । লিঙ্গং ত্রিদণ্ডাদি । “পুরাণে যজ্ঞোপবীতে বিবৃজ্য নবমুপাদায়াশ্রমং প্রিশিংশেং ত্রিদণ্ডী কমণ্ডলুমান্” ইত্যাদ্যঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়ঃ । এষণাদ্য যজ্ঞোপবীতাদীনামপি ত্যাজ্যবস্তুমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিস্মৃতিবশাদ্ বুৎস্থানে সঙ্কোচমভিপ্রেত্যাহ—অত ইতি । উদাহৃতশ্রুতিস্মৃতীনাং বিষয়ান্তরং দর্শয়ন্তুঃপ্রমাণ—নেত্যাদিনা । তদেব বিবৃণোতি—যজ্ঞীত্যাদিনা । তস্মাৎজ্ঞানাস্তে হেতুমাং—আজ্ঞাজ্ঞানেতি । এষণাস্তস্মিন্নিহোপিধ-মেব-কৃতং সিদ্ধং, তত্রাহ—অবিদ্বোতি । তর্হি যথোক্তানাং শ্রুতিস্মৃতীনাং কিমালম্বনং, তদাহ—তদ্ব্যতিরেকেনেতি । আশ্রমত্বেন রূপাতে, বস্তুতত্ত্ব নাশ্রমশ্রুতদাতাস ইতি যাবৎ । তস্মাৎজ্ঞানাস্তদ্বং বারয়তি—ব্রহ্মেতি ।

অথ বুৎস্থানবাক্যোক্ত-মুখ্যপারিত্রাজ্যবিষয়ত্বমেব লিঙ্গাদিবিধানশ্চ কিং ন স্তাৎ, তত্রাহ—ন চেতি । এষণারূপানি সাধনানি যজ্ঞোপবীতাদীনি, তেবামুপাদানমমুষ্ঠানং, তস্মাৎশ্রমধর্ম্মমাত্র-ণৌক্তান্ত্র্যধোক্তে সংস্থাসাভাসে বিষয়ে সতি প্রধানবাধেন মুখ্যপারিত্রাজ্যবিষয়ত্বমযুক্তমিত্যর্থঃ । কথং পুনর্মুখ্যপারিত্রাজ্যবিষয়ত্বং যজ্ঞোপবীতাদিরিষ্টে প্রধানবাধনং, তদাহ—যজ্ঞোপবীতাদীতি । সাধ্যসাধনয়োরাঙ্গসঙ্গে তদ্বিলক্ষণস্বাস্থ্যনো জ্ঞানং বাধ্যতে চেৎ, কা নো হানিরিত্যাশঙ্কাহ—ন চেতি । ১৯

‘ভিক্ষার্চ্যং চরন্তি’ ইত্যেষণাং গ্রাহয়ন্তী শ্রুতিঃ স্বয়মেব বাধ্যত ইতি চেৎ ; অথাপি আদেষণান্তো বুৎস্থানং বিধায় পুনরেষণৈকদেশং ভিক্ষার্চ্যং গ্রাহয়ন্তী তৎ-সম্বন্ধমন্ত্যদপি গ্রাহয়ন্তীতি চেৎ ; ন, ভিক্ষার্চ্যাস্থাপ্রয়োজকত্বাৎ—হৃত্বোত্তরকাল-ভক্ষণবৎ ; শেষপ্রতিপত্তিকর্ম্মত্বাদ্ অপ্রয়োজকং হি তৎ ; অসংস্কারকত্বাচ্—ভক্ষণং পুরুষসংস্কারকমপি স্তাৎ, নতু ভিক্ষার্চ্যম্ ; নিয়মাদৃষ্টত্বাপি ব্রহ্মবিদোহনিষ্টত্বাৎ । ‘নিয়মাদৃষ্টত্বানিষ্টত্বে কিং ভিক্ষার্চ্যেণেতি চেৎ ; ন, অত্য়সাধনাদবুৎস্থানশ্চ বিহিত-ত্বাৎ । তথাপি কিং তেনেতি চেৎ ; যদি স্তাৎ, বাচ্যম্, অভ্যাপগম্যতে হি তৎ । ২০

ভিক্ষার্চ্যং তাবদ্বিহিতং, বিহিতামুষ্ঠানং চ যজ্ঞোপবীতাদি বিনা ন সম্ভবতীতি শ্রুত্যা-বাস্তবজ্ঞানং যজ্ঞোপবীতাদিবিরোধি বাধিতমিতি শঙ্কতে—ভিক্ষার্চ্যমিতি । শঙ্কামেব বিশদয়তি—অথাপীত্যাদিবা । যথা হতশেষশ্চ ভক্ষণং বিহিতমপি ন দ্রব্যাক্ষেপকং পরিশিষ্ট-দ্রব্যোপাদানেন প্রবৃত্তেঃ, তথা সর্ব্বস্বত্যাগে বিহিতে পরিশিষ্টভিক্ষোপাদানেন বিহিতমপি ভিক্ষা-চরণমুপবীতাদিন্যাক্ষেপকমিত্যুত্তরমাং—নেত্যাদিনা । দৃষ্টান্তেষু স্পষ্টয়তি—শেষেতি । তত্ত্বক্ষণ-মিতি সম্বন্ধঃ । অপ্রয়োজকং দ্রব্যবিশেষস্তানাক্ষেপকমিতি যাবৎ । যথা দাষ্টান্তিকমেব স্মৃটয়তি—শেষেতি । সর্ব্বস্বত্যাগে বিহিতে শেষশ্চ কালশ্চ শরীরপাতাস্তস্ত শ্রুতিপত্তিকর্ম্মমাত্রং ভিক্ষার্চ্যম্, অতো ন তদুপবীতাদিপ্রাপকমিত্যর্থঃ । কিং ভিক্ষার্চ্যশ্চ শরীরস্থিতোব্যাক্ষিপ্তদ্বার-তত্রাপি বিধিঃ, দূরে তদুপবীতাদিসিদ্ধিরিত্যাহ—অসংস্কারত্বাচ্চেতি । তদেব স্মৃট্যতে—ভক্ষণমিতি । ‘এককালং চরৈত্তেকম্’ ইত্যাদিনিয়মবশাদদৃষ্টং সিধ্যদুপবীতাদিকমপ্যাক্ষিপতীতি চেত্রেত্যাহ—নিয়মেতি । বিবিদিষোক্তমিষ্টমপি নোপবীতাদ্যাক্ষেপকং জ্ঞানোপাদকজবশাদ্ভ্যাপ-যোগ্যমেহিহিত্যর্থত্বেনৈব চরিতার্থত্বাদিতি ভাবঃ ।

तर्हि यथाकथञ्चिदुपनतेनानेन शरीरवृत्तिसम्प्रदायिर्वाच्यं चरन्तीति वाक्यं वार्षमिति शब्दे—निरमादृष्टेति । भिक्षाचर्यामुवादेन अतिग्रहादिनिवृत्तार्थवाक्यान् श्रान्त्यर्थकमित्याह—नास्तेति । निवृत्त्युपदेशेन वाक्यार्थवत्त्वेऽपि तदुपदेशो नार्थवत्त्वं, कुटुम्ब-ज्ज्ञानेनैव सर्वनिवृत्तेः सिद्ध्यति शब्देति—तथापीति । यदि निष्क्रियज्ञानादप्येवमिति श्रुतिः, तर्हि तदग्राहिरुपि श्रुतिरित्येव सत्यामितीति—यदीति । यदि तु क्षुधादिदोष-आबल्यादग्राह्यं निष्क्रियमपि विवृता आर्चनादिपरो ज्ञेयः, तदा निवृत्त्युपदेशोऽपि उचितार्थवानिति भावः । २०

यानि पारिव्राज्याद्विहितानि वचनानि—“यज्जोषवीत्येवादीनीति” इत्यादीनि, तानि अविद्युपारिव्राज्यामात्रविषयाणीति परिहृतानि, इतरथा आश्रयज्ञानादपि श्रुतिरिति ह्युक्तम् ।

“निराश्रयमनारम्भं निरन्तरमस्तुतिम् ।

अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ।”

इति सर्वकर्माभावं दर्शयति श्रुतिर्विदुः ; “विद्वान्निगदिविज्जितः” “तस्मादलिङ्गो धर्मजः” इति च । तस्मात् परमहंसपारिव्राज्यामेव बुद्धानलक्षणं प्रतिपद्यते आश्रयिणं सर्वकर्मासाधनपरित्यागरूपमिति । २१

प्राप्तञ्चवाक्यविरोधान्निवृत्त्युपदेशोऽप्युक्त इति चेत्, तत्राह—यानीति । मुखपरिव्राड्विषय-दोषं श्रययति—इतरथेति । निवृत्त्युपदेशोऽप्युक्त इत्येव श्रुतिरुदाहरति—निराश्रयमित्यादिना । अमुषांशुसिद्धिर्विषयसम्भवान् मुखपरिव्राड्विषयं बुद्धानवाक्यामिदं पश्यति—तस्मादिति । इति—शब्दो बुद्धानवाक्याधानसमाप्त्यर्थः । २२

यस्मात् पूर्वं ब्राह्मणं एतमाश्रयान् असाधन-फलसम्भाव्यं विदित्वा सर्वथा साधन-स्वरूपपादेषणालक्षणाद् बुद्धान् भिक्षाचर्यां चरन्ति स्म—दृष्टादृष्टार्थं कर्म तत्साधनं च हिंसा, तस्मात् अत्राप्येवमपि ब्राह्मणः ब्रह्मविद् पाण्डित्यं पण्डितत्वावयम्—एतदाश्रय-विज्ञानं पाण्डित्यम्, तत् निर्विद्य निःशेषं विदित्वा—आश्रयविज्ञानं निरवशेषं कृतेत्यर्थः—आचार्यात् आगमतश्च, एषणाद्यो बुद्धान्—एषणा-बुद्धानावसानमेव हि तत् पाण्डित्यम्, एषणा-तिरस्कारोऽस्तवत्वात् एषणाविरुद्धत्वात् ; एषणाम् अतिरुक्त्य न हि आश्रयविषयं पाण्डित्यस्रोतव्यः—इत्याश्रयज्ञानेनैव विहितमेषणाबुद्धानम्, आश्रयज्ञानसमानकर्तृक-कृत्याप्रत्यारोपानलिङ्गश्रुत्या दृष्टीकृतम् । २३

तस्मादित्यादि वाक्यस्यार्था वाच्ये—तस्मादित्यादिना । उक्तमेव बुद्धानां श्रुतिरिति—दृष्टेति । विवेकवैराग्याभ्यामेवणाद्यो बुद्धान् श्रुत्याचार्याभ्यां कर्तव्यं ज्ञानं निःशेषं कृत्वा बालान् विद्वानेति वाच्येति सत्यं । पाण्डित्यं निर्विद्येत्यनेनैव बुद्धान् विहित-मित्याह—एषेति । तस्मात् पाण्डित्यमेवणाद्यो बुद्धानावसाने सत्यं, तस्मात् बुद्धानविवि-दित्यर्थः । तदेव श्रुतिरिति—एषेतित्यादि । तस्मात् तिरस्कारेण पाण्डित्यमुक्तं तद्वैराग्याभ्यां

বিরুদ্ধত্বাৎ, তথা চ পাণ্ডিত্যং নির্বিচ্ছিন্নত্বাৎ তাত্ত্বো। বুখানবিধানমুচিতমিত্যর্থঃ। বিনাপি বুখানং পাণ্ডিত্যমুক্তবিশ্বতীতি চৈত্রেত্যাহ—ন হীতি। পাণ্ডিত্যং নির্বিচ্ছিন্নত্বাৎ বুখানবিশিষ্টমুপসংহরতি—ইত্যাক্ষজ্ঞানেনেতি। অহি কিমিতি বিদিত্বা বুখায়েত্যাৎ বুখানে বিধিব-
ভূপগতঃ, তত্রাহ—আত্মজ্ঞানেতি। তেন বুখানস্ত সমানকর্তৃকত্বে জ্ঞাপ্রত্যয়স্তোপাদানমেব লিঙ্গভূতা ঐতিহ্যদ্বারা দৃঢ়ীকৃতং নিয়মেন প্রাপিতং বুখানমিত্যর্থঃ। ২২

তস্মাদেবণ্যুভ্যো বুখায় জ্ঞানবলভাবেন বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ স্বাত্মমিচ্ছেৎ। সাধনফলশ্রয়ং হি বলম্ ইতরেষাম্ অনাত্মবিদাম্, তদ্বলং হিত্বা বিদ্বান্ অসাধন-
ফলস্বরূপার্থবিজ্ঞানমেব বলং—তদ্ভাবমেব কেবলমাত্রশ্রয়ঃ; তদাশ্রয়েণ হি করণানি এষণাবিশয়ে এনং কৃত্বা ন স্থাপয়িতুমুৎসহস্তে; জ্ঞান-বলহীনং হি মুঢ়ং দৃষ্টাদৃষ্ট-
বিষয়ান্নামেবণ্যামেব এনং করণানি নিবোজয়ন্তি। বলং নাম আত্মবিজ্ঞান অশেষ-
বিষয়দৃষ্টিতিরস্বরূপম্; অতন্তদ্ভাবেন বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ; তথা “আত্মনা বিন্দতে বীৰ্য্যম্” ইতি ঐতিহ্যদ্বারা “নাগ্নমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” ইতি চ। ২৩

বাল্যেনেতাদি বাক্যমুখ্যায় ব্যাকরোতি—তস্মাদিতি। বিবেকাদিবশাদেবণ্যুভ্যো বুখায় পাণ্ডিত্যং সম্পাদ্য তস্মাৎ পাণ্ডিত্যজ্ঞানবলভাবেন স্বাত্মমিচ্ছেদিতি যোজন।। কেবং জ্ঞান-
বলভাবেন স্থিতিরিত্যাশঙ্ক্য তৎ বুৎপাদয়তি—সাধনেত্যাदिনা। বিদ্বানিতি বিবেকিহেতুঃ। যথোক্তবলভাবাবষ্টেৎকরণানাং বিষয়পাববশ্তনিবৃত্ত্যা পুৰুষস্তাপি তৎপারবশ্তনিবৃত্তিঃ ফলতী-
ত্যাহ—তদাশ্রয়েণ হীতি। উক্তমেবার্থং ব্যতিরেকমুখেণ বিশদয়তি—জ্ঞানবলোতি। নবদ্ব্যপি জ্ঞানস্ত বলং কীদৃগিতি ন জাযতে, তত্রাহ—বলং নামেতি। বাল্যবাক্যার্থমুপসংহরতি—অত ইতি। যথা জ্ঞানবলেন বিষয়ভিমুখী দৃষ্টিস্তিরস্ক্রিয়তে, তথেনি যাবৎ। আত্মনা তদ্বিজ্ঞানাত-
শ্রয়মুপেত্যর্থঃ। বীৰ্য্যং বিষয়দৃষ্টিতিরস্বরূপসামর্থ্যমিত্যেতৎ। বলহীনেন বিষয়দৃষ্টিতিরস্বরূপসামর্থ্য-
রহিতে নায়মাত্মা ন লভ্যো ন শক্যঃ সাক্ষাৎকর্তৃমিত্যর্থঃ। ২৩

বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিচ্ছিন্ন নিঃশেষং কৃত্বা, অথ মননাত্ মুনিযোগী ভবতি। এতাবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণেন কর্তব্যম্, যদ্বত সর্বানাত্মপ্রত্যয়তিরস্বরূপঃ; এতৎ কৃত্বা কৃত-
কৃত্যো যোগী ভবতি। অমোনঞ্চ আত্মজ্ঞানানাত্মপ্রত্যয়তিরস্বরূপম্ পাণ্ডিত্য-
বাল্যসংস্কটকৌ নিঃশেষং কৃত্বা—মোনং নাম অনাত্মপ্রত্যয়তিরস্বরূপম্ পর্যাবসানং ফলম্, তচ্ছ নির্বিচ্ছিন্ন, অথ ব্রাহ্মণঃ কৃতকৃত্যো ভবতি—ব্রহ্মৈব সৰ্বমিতি প্রত্যয় উপজায়তে। স ব্রাহ্মণঃ কৃতকৃত্যঃ, অতো ব্রাহ্মণঃ; নিরূপচরিতং হি তদা তস্মৈ ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তম্; অত ইত্যাহ—স ব্রাহ্মণঃ কেন শ্রুতং—কেন চরণেন ভবেৎ? যেন শ্রুতং—যেন চরণেন ভবেৎ, তেন ঐদৃশ এবায়ম্—যেন কেনচিৎ চরণেন শ্রুতং, তেন ঐদৃশ এব উক্তলক্ষণ এব ব্রাহ্মণো ভবতি। যেন কেনচিচ্চরণেনেতি স্বত্বার্থম্—যেয়ং ব্রাহ্মণ্যাবস্থা, সেয়ং জ্ঞায়তে, ন তু চরণেনাদিত্যঃ। ২৪

বাল্যং চেত্যাদি বাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—বাল্যঃ চেতি। পূৰ্ব্বোক্তয়োক্তরূপে হেতুযুক্তোত-

নার্থোহর্থশব্দঃ । তদেবোপপাদয়তি—এতাবদ্বীতি । বাক্যাস্তরমুখ্যং ব্যাকরোতি—অমোনং
এতাদিনা । মৌনামৌনয়োব্রাহ্মণং প্রতি সামগ্রীভূতাকোহর্থশব্দঃ । ব্রাহ্মণমুপাদয়তি—
ব্রহ্মৈবেতি । আচার্য্যপরিচর্য্যাপূর্ব্বকং বেদান্তানাম্—তাৎপর্য্যাবধারণং পাণ্ডিত্যম্ । যুক্তিতেহ-
নাস্তদৃষ্টিতিরস্বারো বাল্যম্ । ‘অহমাত্মা পরং ব্রহ্ম ন মন্তোহস্তদন্তি কিঞ্চন’ ইতি মনসৈবানু-
সন্ধানং মৌনম্ । মহাত্ম্যাকার্য্যাবগতিব্রাহ্মণামিতি বিভাগঃ ।

প্রাগপি প্রসিদ্ধং ব্রাহ্মণ্যমিতি চেৎ, তত্রাহ—নিরূপচরিতমিতি । ব্রহ্মবিদঃ সমাচারং
পৃচ্ছতি—স ইতি । অনিয়তং তস্ত চরণমিত্যন্তরমাহ—যেনেতি । উক্তলক্ষণং কৃতকৃত্যভ্ধম্ ।
অবাবস্থিতং চরণমিচ্ছতো ব্রহ্মবিদে যথেষ্টেচেষ্টাহতীষ্টা শ্রাৎ, তথা চ ‘যদ্বদচারতি শ্রেষ্ঠঃ’ ইতি
স্মৃতেরিতরেষামপ্যাচারেহনাদরঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যেন কেনচিদিতি । বিহিতমাচরতো নিষিদ্ধং
চ তাক্ততঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ শ্রুতাহ্ব্যাকাং সমাগধীকৃত্যপত্ততে, তস্ত চ বাসনাবশাদ্ ‘বাবস্থিতৈব চেষ্টা
নাবাবস্থিতেতি ন যথেষ্টোচরণপ্রযুক্তো দোষ ইত্যর্থঃ । ২৪

অতঃ এতস্মাৎ ব্রাহ্মণ্যাবস্থানাদ্ অশনায়াতৃতীতায়স্বরূপাৎ নিত্যতৃপ্তাদ্
অতৃপ্তবিজ্ঞাবিষয়মেষণালক্ষণং বস্তুস্তরম্ আর্জং বিনাশি—আর্জিপরিশ্রীতং স্বপ্ন-
মায়ামরীচ্যদকসমম্ অসারম্, আত্মৈবৈকঃ কেবলো নিত্যমুক্ত ইতি । ততৌ‘হ
কহোলঃ কোবীতকেয় উপররাম ॥ ১৭০ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্ত পঞ্চমং কহোলব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৩৭৫ ॥

অতোহস্তদিতাদি ব্যাকরোতি—অত ইতি । স্বপ্নেত্যাদি বহুদৃষ্টান্তোপাদানং দাষ্টান্তিকস্ত
বহুরূপভূতাত্ত্বার্থম্ । অতোহস্তদিতি কুতো বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মৈবেতি ॥ ১৭০ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদাষ্টটীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্ত পঞ্চমং কহোলব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—অনন্তর কহোলনামক কুবীতকের পুত্র—কোবীতকের
তঁাহাকে (যাজ্ঞবল্ক্যকে) জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি পূর্ব্বের ণায় যাজ্ঞবল্ক্যকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন—যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অন্তর-
তম আত্মা, এবং যাহাকে অবগত হইয়া জীব বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে,
তাহার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে বলুন । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—‘ইহাই
তোমার অভিমত আত্মা’ । ১

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, উবস্ত ও কহোল কি একই আত্মার সম্বন্ধে প্রশ্ন
করিয়াছেন ? অথবা উভয়ে এক-লক্ষণায়িত বিভিন্ন আত্মার কথা জিজ্ঞাসা
করিয়াছেন ? কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, উভয়ের জিজ্ঞাসিত আত্মা
বিভিন্ন হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ ; নচেৎ প্রশ্নদ্বয়ে পুনরুক্তি দোষ ঘটে । কহোল ও
উবস্তের প্রশ্নে যদি একই আত্মা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে প্রথম প্রশ্নদ্বারাই
তাহা সিদ্ধ হওয়ার তদ্বিষয়ে আবাম দ্বিতীয় প্রশ্নের অবতারণা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক

হইয়া পড়ে ; অথচ ইহার কোনটিই ‘অর্থবাদ’ বাক্য নহে, [যে, ‘নিরর্থক হইলেও দোষাবহ হইবে না’] ; অতএব, উভয় প্রশ্নের বিষয়ীভূত আত্মা নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন—একটি ক্ষেত্রজ (জীব), অপরটি পরমাত্মা । [এতদ্ব্যতীত—] ২

না—তাহাদের সৈ ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ হয় না ; কারণ ‘তে’ কথাটি থাকায় এখানে পূর্বোক্ত আত্মারই প্রতিজ্ঞা বা প্রতীতি রহিয়াছে ; অর্থাৎ প্রতিবচন প্রদান কালে ‘এস তে আত্মা’ বলিয়া প্রথমোক্ত আত্মার নির্দেশই বক্তব্যরূপে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে । ‘অথচ একই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিতে কখনই দুইটি আত্মা থাকিতে পারে না, কেন না, একটি দেহ একটি আত্মা দ্বারাই ‘আত্মবান্’ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ উষন্তের আত্মা ও কহোলের আত্মা কখনই ভিন্নজাতীয় হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে, উভয়েব জিজ্ঞাসিত আত্মার অগোণত্ব (মুখ্যত্ব), আত্মত্ব ও সর্কাস্তবত্ত্ব কখনই উপপন্ন হইতে পারে না । উভয় প্রশ্নের মধ্যে যদি একটি মুখ্য ব্রহ্ম হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অপরটিকে গোণ বা ‘অমুখ্য ব্রহ্ম’ বলিতেই হইবে, এবং আত্মত্ব ও সর্কাস্তবত্ত্বের অবস্থাও তদনুকূপই হইবে ; কারণ, গোণ ও মুখ্য স্বদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, একটি যদি সর্কাস্তর ব্রহ্ম ও মুখ্য আত্মা হব, তাহা হইলে, অবশ্যই অপরটিকে অমুখ্য—অসর্কাস্তর অনাত্মা হইতেই হইবে । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশেষভাবে জানিবান অভিপ্রায়ে একই আত্মার সম্বন্ধে দুইবার দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছে, (স্বতন্ত্র আত্মার সম্বন্ধে নহে) । ৩

আর দ্বিতীয় প্রশ্নেও, যে অংশটুকু প্রথমোক্ত প্রশ্নার্থের সম্মান হইয়াছে, সেই অংশটুকু প্রথম প্রশ্নেরই অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ মাত্র । উদ্দেশ্য—পূর্বে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষ কথা বলা হয় নাই, এখানে সে সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া বলা ; [ইহাই পুনরুল্লেখের প্রয়োজন] । সেই বিশেষই যে কি, তাহা এখন কথিত হইতেছে—প্রথম প্রশ্নে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, দেহাদির অতিরিক্ত একটি আত্মা আছে, এবং তাহার সম্বন্ধেই সংসারবন্ধন ও তৎপ্রয়োজক কর্মের কথা উক্ত হইয়াছে ; দ্বিতীয় প্রশ্নে সেই আত্মাই যে, অশনারাদি সংসারধর্ম্মাতীত—নিত্যশুদ্ধ, এই অমুক্ত বিশেষাংশ বর্ণিত হইতেছে ; যে বিশেষ অংশটি অবগত হইলে পর, জীব সন্ন্যাস-সহকৃত বিবেক-বিজ্ঞানবলে পূর্বোক্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে । অতএব বলিতে হইবে যে, “এস তে আত্মা” পর্য্যন্ত প্রশ্ন ও প্রতি-
বর্তনে একই বিষয় অবলম্বিত হইয়াছে, পৃথক্ বিষয় নহে । ৪

ভাল কথা। একই আত্মা অশনারাদি-ধর্ম্মরহিতও বটে, আবার তৎসহিতও

ঘটে, এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সম্বন্ধ হয় কিরূপে ? না,—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, পূর্বেই ইহার পরিহার করা হইয়াছে ;—জীবের সংসারিত্ব (অশ-
নারাদি ধর্মসম্বন্ধ) যে, নামরূপাত্মক বিকারময় দেহেন্দ্রিয়াদি-উপাধিসম্বন্ধ-
জনিত ভ্রান্তি মাত্র, একথা আমরা আত্মবিষয়ক বিরুদ্ধার্থক শ্রুতির ব্যাখ্যাস্থলে
অনেকবার বলিয়াছি । রজ্জু, শুক্ল ও আকাশ প্রভৃতি পদার্থসমূহ যেমন পুর-
কীর্ণ অধ্যারোপজ ধর্মের সহিত সম্বন্ধ হইয়া যথাক্রমে সপ, রজত ও মলিন বলিল
প্রতিভাত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহারা রজ্জু, শুক্ল ও গর্গনাদিরূপেই
থাকে, কিছুমাত্র পার্থক্য লাভ করে না, [ইহাও তদ্রূপ] ; এবং বিধ ভাবে বিরুদ্ধ
ধর্মের সম্বন্ধ হইলেও পদার্থসম্বন্ধে কিছুমাত্র বিরোধ বা অসামঞ্জস্য ঘটিতে
পারে না । ৫

যদি বল, ব্রহ্মাতিরিক্ত নাম-রূপাত্মক উপাধির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, ‘ব্রহ্ম
নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়’, ‘জগতে বা ব্রহ্মে কিছুমাত্র নানা বা বিভেদ নাই’ ইত্যাদি
শ্রুতিসমূহ ত বিরুদ্ধ হয় ? না, তাহাও হয় না ; কারণ, জলের ফেনা ও মৃত্তিকার
ঘট প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বেই সে দোষের সমাধান করা হইয়াছে (১) । আর
যে অবস্থায় শ্রুতিপথানুগামী সুধীগণ পারমার্থিক তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত
নাম ও রূপকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করেন, সেই অবস্থায়ই জলের
ফেনা ও মৃত্তিকাবিকার ঘটপটাদির জ্ঞান উক্ত নাম ও রূপ অসত্য বলিয়া পরি-
গণিত হয় এবং তখনই তাদৃশ নাম রূপ লক্ষ্য করিয়া “একম্ এব অদ্বিতীয়ম্”
“নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ পারমার্থিক বস্তুতত্ত্ব প্রদর্শনে
সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে । আর চিরকালই স্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্ম অপর
বস্তুর কোন ধর্ম দ্বারা সংস্পৃষ্ট না হইয়াও, যখন নাম-রূপজনিত দেহেন্দ্রিয় উপাধি
হইতে পৃথক্কৃত না হন, পরন্তু নাম-রূপাত্মক উপাধির উপরেই লোকের
স্বাভাবিক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তখনই এই সমস্ত জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব-ব্যবহার
হইয়া থাকে । ৬

যাহাদের নিকট পরমার্থসত্য ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীত হয়, আর
যাহাদের নিকট প্রতীত হয় না, তাহাদের সকলের নিকটই এই ভেদ-সাপেক্ষ

(১) তাৎপর্য—পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জলের ফেনা যেমন জল হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে,
এবং মৃত্তিকানিশ্চিত ঘট ও শরা প্রভৃতি যেমন মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত দ্বিতীয় পদার্থ নহে ;
সুতরাং সে সমূহের দ্বারা জল ও মৃত্তিকার ভেদ সিদ্ধ হয় না, তেমন ব্রহ্ম হইতে প্রাকৃত
নাম ও রূপ দ্বারাও পরম কারণ ব্রহ্মের অধৈতন্য-হানি হয় না ইত্যাদি ।

ব্যবহার বর্তমান থাকে ; তবে বিশেষ এই যে, যাহারা পরমার্থতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহারা শ্রুতি অনুসারে তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া—জগতে সত্য বস্তু কিছু আছে কি না, এই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া সর্বপ্রকার সংসারধর্ম-বর্জিত এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; তাহাদের সে অবস্থায় আমরা কখনই অপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা সত্যতা স্বীকার করি না ; কারণ, সর্বনিষেধক ‘একম্ এব অদ্বিতীয়ম্’ ‘অনন্তরম্ অবাহম্’ ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ । পক্ষান্তরে, নাম-রূপ-ব্যবহার কালে অবিবেকিদিগের যে, ক্রিয়া, কারক ও কামাদি ব্যবহার বিद्यমান দেখা যায়, তাহারও অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছি না । অতএব বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রীয় বা লৌকিক যত প্রকার ব্যবহার আছে, তৎসমস্তই জ্ঞান ও অজ্ঞান-সাপেক্ষ, অর্থাৎ জ্ঞানীর পক্ষে ব্যবহার অসত্য, আর অজ্ঞের পক্ষে ব্যবহার সত্য, এই মাত্র উভয়ের মধ্যে প্রভেদ । ৭

এখন আত্মার পরমার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে পুনরায় প্রশ্ন হইতেছে—হে যাজ্ঞবল্ক্য, সর্বান্তর আত্মা কোনটি ? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যাহা অশনায়্যা ও পিপাসা অতিক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ যাহা অশনের (ভোজনের) ইচ্ছা—অশনায়্যা, এবং পানের ইচ্ছা—পিপাসা, এতদুভয়ের অতীত । অবিবেকী লোকেরা আকাশে তল ও মলিনতা দি ধর্ম আরোপ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বভাব স্বচ্ছ আকাশ প্রকৃতপক্ষে সেই তল ও মলিনতা দিগুণে সংস্পৃষ্ট না হইয়াও যেমন সময়ে তাহা অতিক্রম করিয়া তেমনি অজ্ঞ জনেরা—আমি ক্ষুধার্ত, আমি পিপাসার্ত, এইরূপ প্রতীতি অনুসারে এককে ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিগুণ বলিয়া মনে করে, সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক তাহার অতীতই বটে ; কারণ, কন্মিন্ কালেও ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এককে স্পর্শ করিতে পারে না । শ্রুতি বলিতেছেন—‘এক লোক-প্রসিদ্ধ দুঃখে স্পৃষ্ট হন না ; কারণ, তিনি উহার অতীত,’ এখানে ‘লোক-দুঃখ’ কথার অর্থ—অজ্ঞজন কর্তৃক আরোপিত দুঃখ । অশনায়্যা ও পিপাসা উভয়ই প্রাণের ধর্ম ; এই জন্ত এই দুই শব্দের সমাস (অশনায়্যা-পিপাসে) করা হইয়াছে । ৮

এইরূপ শোক ও মোহ [অতিক্রম করেন] ; শোক অর্থ কাম (বাসনা), অর্থাৎ অতীষ্ট বস্তু পাইবার জন্ত চিন্তাবশতঃ যে অপ্রীতিভাব, তাহাই তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কামোত্তরের মূল কারণ ; কেন না ঐ অপ্রীতির দরুণই লোকের কাম-বৃত্তি (শোক) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । মোহ অর্থ—বিপর্যয়-বুদ্ধিপ্রসূত অবিবেক ভ্রম স্বভাব ; এই মোহই সমস্ত অনর্থসৃষ্টির মূলকারণ—অবিভাস্বরূপ । শোক ও মোহ বিভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন হয় ; এই জন্ত উভয় পদের সমাস করা হয়

‘নাই। শোক ও মোহ উভয়ই মনের ধর্ম। মনে অবস্থিত শোক ও মোহ এবং শরীরগত জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন।’ জরা অর্থ—দেহেজিয়সমষ্টির ক্ষয়োন্মুখ পরিণাম; শরীরগত বন্দি (বন্ধ-ভঙ্গ) ও কেশপকতা প্রভৃতি দ্বারা ভাহার সূচনা হয়। মৃত্যু অর্থ—দেহের ক্ষয়োন্মুখ পরিণামের পরিসমাপ্তি; শরীরগত সেই জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করেন। ৯

দিন-রাত্রির ত্রায় এবং সামুদ্রিক তরঙ্গ মালার ত্রায় প্রাণিমণ্ডলে নিরন্তর আবর্তমান এবং প্রাণ, মন ও শরীরে অবস্থিত সেই যে, অশনাদি ধর্ম, তাহাই প্রাণিগণের সংসারনামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই যে আত্মা ‘দৃষ্টির দ্রষ্টা’ ইত্যাদি রূপে লক্ষিত হইল, এবং যাহা সাক্ষাৎ অর্থাৎ অপর বস্তুকৃত ব্যবধান-রহিত, অপরোক্ষাৎ গোপসম্বন্ধরহিত (প্রত্যক্ষাত্মক) সর্বাস্তর, ব্রহ্মাদি ঐশ্বর্য (তৃণ) পর্য্যন্ত ভূতের আত্মা, এবং আকাশ যেমন মেঘাদি দ্বারা কলুষিত হয় না, তেমনি অশনাদি-পিপাসাদিরূপ সাংসারিক ধর্মে নিত্য অসংস্পৃষ্ট, সেই এই আত্মাকে—আপনারই প্রকৃত স্বরূপকে অবগত হইয়া—‘আমি হইতেছি সর্বসংসারধর্ম-বর্জিত নিত্যতৃপ্ত পরব্রহ্মস্বরূপ’ এইরূপে অনুভব করিয়া, ব্রাহ্মণ—সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণেরই ব্যুত্থানে অধিকার; এই জন্ত এখানে ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই ব্রাহ্মণগণ ব্যুত্থান করিয়া সংসারের বিপরীতভাবে উত্থান করিয়া—। কোথা হইতে [উত্থান করিয়া] ? এই আকাজ্ঞায় বলিতেছেন—পুত্রৈষণা হইতে; পুত্র লাভের জন্ত যে এষণা—কামনা, তাহা পুত্রৈষণা—পুত্রলাভ করিয়া আমি ইহলোক জয় করিব (প্রতিষ্ঠিত হইব), এইরূপে যে, লোকজয়ের উপায়ভূত পুত্রের জন্ত ইচ্ছা অর্থাৎ দার-পরিগ্রহ করা, তাহা না করিয়া। বিতৈষণা হইতে—বিতৈষণা অর্থ—কর্মসম্পাদনের উপায়ভূত গবাদি বিত্ত সংগ্রহ করা; এই বিত্ত দ্বারা কর্ম করিয়া পিতৃলোক জয় করিব, অথবা বিজ্ঞাসংযুক্ত কর্মদ্বারা দেবলোক লাভ করিব, কিংবা কর্ম-বিরহিত কেবল হিরণ্যগর্ভ-বিজ্ঞারূপ দৈব বিত্ত দ্বারা দেবলোক জয় করিব, [এইরূপ ইচ্ছা হইতেও ব্যুত্থান করিয়া]—। ১০ ।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, দৈব বিত্ত হইতে ব্যুত্থানই হইতে পারে না; কেন না, দৈব বিত্তের প্রভাবেই ব্যুত্থান হইয়া থাকে; [স্মৃত্যং তাহ্ম হইতে ব্যুত্থান করা একেবারেই অসম্ভব]। তাহাদের সে কথা সঙ্গত হয় না; কারণ, ‘এতাবান্ বৈ কামঃ’ কথায় দৈব-বিত্তকেও এষণামধ্যে ধরা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভাদি-দেবতাবিষয়ক বিজ্ঞা বা উপাসনা দ্বারা দেবলোক লাভ হয়; এইজন্ত হিরণ্যগর্ভাদি-বিষয়ক বিজ্ঞাই ‘দৈব বিত্ত’ নামে কথিত হয়; কিন্তু সর্কোপাধিরহিত প্রজ্ঞান-

যন ব্রহ্ম-বিষয়ক বিজ্ঞা কখনই দেবলোক-প্রাপ্তির উপায় নহে । ‘সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে সর্বাশ্বকু হইয়াছিলেম’, ‘তিনি এ সকলের আত্মা হন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সর্বাশ্বতাবই তাহার ফল ; অতএব ব্রহ্মবিজ্ঞাকে কখনই দৈব বিত্তমধ্যে গ্রহণ করা বাইতে পারে না । ‘সেই এই আত্মাকে অবগত হইয়া’ এই শ্রুতিতে বিশেষোক্তি থাকায় বুঝা যায় যে, দৈব ক্রান্তির বলেই কুত্থানকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । অতএব অনাশ্বলোকের প্রাপ্তিসাধন এই ত্রিবিধ এষণার—কামনার সমস্ত বিষয় হইতেই ব্যাখান করিয়া—উক্ত ত্রিবিধ অনাশ্ব-লোক-প্রাপ্তির সাধন বিষয়ে তৃষ্ণা না করিয়া—। ১১ ।

ফলসিদ্ধিই সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য ; অতএব যতপ্রকার সাধনেচ্ছা আছে, তৎসমস্তই ফলেচ্ছা হইতে অনতিরিক্ত ; এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিতেছেন—‘এষণা একই’ (অতিরিক্ত নহে) । কি প্রকারে ? যেহেতু যাহা পুত্রৈবণা, ফলতঃ তাহাই বিত্তৈষণা ; কারণ, উভয়ই লোকপ্রসিদ্ধ বা ঐহিক ফল-সিদ্ধির তুল্য উপায় । তাহার পর, যাহা বিত্তৈষণা, তাহাই লৌকৈষণা ; কেন না, ফলসাধনই বিত্তৈষণার মুখ্য উদ্দেশ্য—জগতে যে কোন লোক যে কোন প্রকার সাধন বা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, ফললাভই সে সমস্ত উপায়-প্রবৃত্তির মূল । অতএব জগতে এষণা একই বটে । যাহা লৌকৈষণা, উপযুক্ত সাধন ব্যতিরেকে কখনই তাহা সম্পাদন করিতে পারা যায় না ; অতএব সাধ্য ও সাধনভেদে এষণা দুইপ্রকার—ফলৈষণা ও সাধনৈষণা ; সুতরাং যাহারা ব্রহ্মবিদ, তাহাদের পক্ষে কৰ্ম্ম বা কৰ্ম্মসাধনের সম্ভাবনাই হয় না ; অতএব এখানে ‘ব্রাহ্মণ’ পদে অতীত অর্থাৎ পূর্বাশ্রমের ব্রাহ্মণগণ বুঝিতে হইবে । ‘মনুষ্যগণের (পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কৰ্ম্ম করিবার সময়) নিবীতী হইবে’ (১) ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতিই দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক লাভের উপায়ভূত কৰ্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত বা সহায় ; সুতরাং ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে কোন প্রকার কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মসাধন গ্রহণ করা সম্ভবপর হইতে পারে না । অতএব [এইরূপই অর্থ করিতে হইবে যে,] পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ—ব্রহ্মবিদগণ সমস্ত কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মসাধন যজ্ঞোপবীত-

(১) তাৎপৰ্য্য—‘উপবীতঃ বজ্রপুত্রঃ প্রোঙ্কৃতঃ দক্ষিণে করে । প্রাচীনাবীতমস্তৎ শ্রাৎ নিবীতঃ কঠং লবিতম্ ।’ (অমরকোষ) অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত বধন বাম হৃদয়ে স্থাপিত হয়, তখন উহার নাম ‘উপবীত’, বধন দক্ষিণ হৃদয়ে স্থাপিত হয়, তখন উহার নাম ‘প্রাচীনাবীত’ বধন স্নানার সময় কঠে লবিত হয়, তখন উহার নাম ‘নিবীত’ ইত্যাদি ।

ধারণাদি হইতে 'ব্যাখ্যান' করিয়া—পরমহংসপরিব্রাজকভাব অবলম্বন করিয়া, ভিক্ষার্চ্যা আচরণ করেন । ভিক্ষার জন্ত যে, চরণ—বিচরণ, তাহা ভিক্ষার্চ্যা । শ্রুতির 'চরন্তি' কথা হইতে এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে যে, যাহারা কেবলই গৃহস্থাদি আশ্রমধর্ম্মে নিষ্ঠান্বিত, তাহাদের জীবনরক্ষার জন্ত স্থতিশাস্ত্রোক্ত, যে সমস্ত ব্যঙ্গক, বা চিত্রক যজ্ঞোপবীতাদি) ছিল, সে সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিচরণ করেন । 'সেই হেতু ব্রহ্মবিদ পুরুষ বাহ্যচিত্র সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া গূঢ়চিত্র ও গূঢ়াচার হইবেন' ইত্যাদি স্থতিশাস্ত্র হইতে, 'পরিব্রাজক বিবর্ণবাসা (ঐগরিক বস্ত্র পরিহিত), যুগ্মতমুদ্রা, এবং সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহবর্জিত হইবেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে এবং 'সশিখ কেশ পরিত্যাগ করিয়া ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদ পুরুষ আশ্রমোচিত সর্ব্ববিধ চিত্ররহিত হইয়া থাকেন । ১২

ভাল কথা, "ব্যাখ্যান অথ ভিক্ষার্চ্যাং চরন্তি" বাক্যে বিধিবোধক লিঙ লোট 'বা' তব্যপ্রভৃতি কোন প্রকার বিধি-প্রত্যয় না থাকায়, পক্ষান্তরে সাধারণ ভাবে বর্ত্তমানা বিভক্তি লোট প্রত্যয়মাত্র থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত বাক্যটি নিশ্চয়ই ভিক্ষাচরণের বিধায়ক নহে, কেবল 'অর্থবাদ' মাত্র ; অতএব অর্থবাদ বাক্যের অনুবলে শ্রুতিস্থতিবিহিত কর্ম্মসাধন যজ্ঞোপবীতাদি চিত্রগুলি কখনই পরিত্যাগ করান যাইতে পারে না । শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—'যজ্ঞোপবীতধারী হইয়াই অধ্যয়ন করিবে, যজ্ঞ করিবে ও করাইবে' ইতি । তাহার পর, সন্ন্যাসাবস্থায়ও বেদাধ্যয়নের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়—'বেদ পরিত্যাগ করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব বেদ পরিত্যাগ করিবে না', আপস্তম্ব বলিয়াছেন—'বেদাধ্যয়ন কালে বাক্‌সংযম করিবে' । তাহার পর, বেদ-পরিত্যাগে দোষশ্রুতিও রহিয়াছে ; যথা—'বেদ-ত্যাগ, বেদনিন্দা, কূটসাক্ষা, স্তন্যদ্বন্দ্ব, নিন্দিত্যয় ও উচ্ছিষ্টান্ন-ভোজন, —এ সমস্ত স্তুরাপানের তুল্য' । বিশেষতঃ 'গুরু, বৃদ্ধ ও অতিথির উপাসনায়, হোমে, জপকার্য্যে, ভোজনে, আচমনে, এবং বেদাধ্যয়নে যজ্ঞোপবীতধারী হইবে' । সন্ন্যাস-ধর্ম্মবিষয়ক উক্ত শ্রুতি ও স্থতি শাস্ত্রে গুরুসেবা, বেদাধ্যয়ন, ভোজন ও আচমনাদি কর্ম্মসমূহ কর্তব্যরূপে বিহিত হওয়ায় এবং গুরুপাশিনাদি কার্য্যের অঙ্গরূপে যজ্ঞোপবীতধারণ বিহিত থাকায় কিছুতেই তাহার পরিত্যাগ পাওয়া যাইতেছে না । ১৩

আর যদি যথোক্ত এষণা হইতে ব্যাখ্যানের বিধি স্বীকার করিতেই হয়, তাহা হইলেও, কেবল পুত্রাদি-বিষয়ক ত্রিবিধ এষণা হইতেই ব্যাখ্যান স্বীকার করিতে

হইবে ; কিন্তু সমস্ত কৰ্ম ও কৰ্মসাধন হইতে রাখান স্বীকার করিতে পারা যায় না ; কারণ, সমস্ত কৰ্ম ও তৎসাধনের পরিত্যাগ করিলে, অশ্রুতের কল্পনা ও শ্রুতহানি অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞোপবীতাদি সাধনের পরিত্যাগ করিতে হয় । পক্ষান্তরে, ঐরূপ কল্পনা করিলে, বিহিত কৰ্মের অনুষ্ঠান না করায় এবং নিষিদ্ধ কৰ্মের অনুষ্ঠান করায় মহা অপরাধও হইতে পারে ; অতএব যথোক্ত রীতিতে বোঝে, যজ্ঞোপবীতপ্রভৃতি কৰ্মসাধনের পরিত্যাগ, তাহা কেবল ‘অন্ধপরম্পরা’ ভিন্ন আর কিছুই নহে (১) । না—কৰ্ম ও তৎসাধন পরিত্যাগেও ‘মহা অপরাধ বা ‘অন্ধ-পরম্পরা’ জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘যজ্ঞি (সন্ন্যাসী) যজ্ঞোপবীত ও বেদাধ্যয়নাদি সমস্ত বর্জন করিবেন’ ইতি । ১৪

অপিচ, আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদনেই সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য—এখানেও আত্মবিষয়ক দর্শন, ঐশ্বর্য ও মননের আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে । সেই আত্মাকেই যো, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষাত্মক সর্বাস্তর ও অশনান্নাদি-ধর্মবিবর্জিত ভাবে জানিতে হইবে, ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধ কথা ; আর ঐরূপ অর্থ প্রতিপাদনেই যখন সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য, তখন এই বাক্যটিকে অত্রকোনও বিধিবাক্যের অঙ্গ বা অধীনও বলা হইতে পারে না ; পক্ষান্তরে আত্মজ্ঞানের কর্তব্যতা বিষয়ে স্পষ্ট বিধি থাকায় ‘অর্থবাদ’ বলিয়াও সেই বাক্যের অগ্রামাণ্য বলিতে পারা যায় না । আত্মা যখন অশনান্নাদিধর্মবৃত্ত নয়, তখন তাহাকে ক্রিয়া, সাধন ও ক্রিয়াকল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়াই জানিতে হইবে ; আর অশনান্নাদি ধর্ম সহকারে যে, আত্মাকে জানা, তাহাই অবিজ্ঞা ; শ্রুতি বলিতেছেন—‘যে ইলাক আপনাকে ও উপাস্ত আত্মাকে পৃথক বলিয়া মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সে আত্মাকে জানে না,’ ‘যে ব্যক্তি আত্মাকে ভিন্নবৎ দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়’, ‘আত্মাকে একরূপেই দর্শন করিতে হইবে’, ‘ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক অধিতীয়’, ‘তুমি তৎস্বরূপই বটে’ ইত্যাদি । আর জিদাকল ও ক্রিয়াসাধন যে, অশনান্নাদি-সংসারধর্মবিবর্জিত আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—অবিজ্ঞার বিষয় (অজ্ঞানাধিকারভুক্ত), তাহাও, ‘যে অবস্থার

* (১) তাৎপর্য—‘অন্ধপরম্পরা’ জ্ঞান এই প্রকার—পিতৃপিতামহাদি পুরুষ-পরম্পরাক্রমে বাহ্যার অন্ধ, তাহাদের যেমন যেতপীতাদি রূপ ও আকৃতি বিষয়ে সাধারণতঃ ভ্রান্তধারণা থাকে ; এবং সেই ভ্রান্তধারণার বশে বর্ণ ও আকৃতি বিষয়ে অসত্যজ্ঞান পোষণ করিয়া থাকে, তেমনি যে কোনও বিচার্য্য বিষয়ে যদি শ্রুতি ও মুক্তিবিবৃদ্ধ লোকপ্রসিদ্ধ ভ্রান্তধারণার পোষণ কর্তৃ হয়, তাহাকে ‘অন্ধপরম্পরা’ জ্ঞান বলা হয় ।

‘বৈতের গ্রায় হয়,’ ‘পক্ষান্তরে যাহারা’ আত্মাকে ইহার অন্তরূপ বলিয়া জানে’ ইত্যাদি শত শত শ্রুতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হইতেছে । ৬

বিশেষতঃ আলোক ও অন্ধকারের গ্রায় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা একই সময়ে একই পুরুষের থাক্কা সম্ভবপর হইতে পারে না ; অতএব ক্রিয়া-কারক ও ফলভেদাঙ্ক অবিজ্ঞাধিকারও আত্মবিদের সম্বন্ধে কল্পনা করা যাইতে পারে না ; ‘সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি বাক্যেও আত্মবিদের ক্রিয়াদি-সম্বন্ধ নিন্দিত হইয়াছে । তাহার পর, অবিজ্ঞাধিকারভুক্ত সৰ্ব্বপ্রকার ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন ও তৎফলসমূহ তদ্বিপরীত আত্মবিজ্ঞার সাহায্যে পরিত্যাগ করানই শ্রুতির অভিপ্রেত । কথিত যজ্ঞোপবীতাদি সাধনসমূহ অবিজ্ঞাধিকারেই বিহিত ; [স্মতরাং আত্মবিদের পক্ষে অবিজ্ঞাধিকার কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে না] । অতএব, বলিতে হইবে যে, স্বভাবতই যাহা সাধন বা ফলাঙ্ক নহে, সেই আত্মা কখনই যথোক্ত ‘এষণা’র বিষয় নহে । এষণার বিষয় হইতেছে— তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র বস্তু । যজ্ঞোপবীতাদি চিহ্ন ও তদধীন কৰ্ম্ম, সমস্তই সাধনাত্মক ; সাধনাত্মক বলিয়াই সাধন ও ফলভেদে এষণা দুইপ্রকার মাত্র দাঁড়াইতেছে ; ‘এই দুইটিমাত্র এষণা’ এই শ্রুতিবাক্যেও এষণার দ্বিত্বই অবধারিত হইয়াছে । অতএব যজ্ঞোপবীতাদি সাধন ও তৎসাধ্য সমস্ত কৰ্ম্ম হইতে ব্যুৎপানের ‘বিধান করাই উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যাইতেছে । ১৬

পুনঃ প্রশ্ন হইতেছে যে, আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদনেই যখন সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য, তখন ব্যুৎপানবোধক বাক্যকে আত্মজ্ঞানেরই প্রশংসামাত্র বলিতে হইবে ; উহা কখনই বিধায়ক হইতে পারে না ; না, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, একই ব্যক্তিকে বিধিৎসিত (যাহার বিধান করা অভিপ্রেত, সেই) আত্মজ্ঞান ও ব্যুৎপান, উভয়েরই কর্তৃরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভের অভিলাষী, সেই ব্যক্তিই ব্যুৎপান করিবে ; স্মতরাং ব্যুৎপানবিধিকে ‘অর্থবাদ’ বলিতে পার না ; কেন না, যাহা অকর্তব্য—বিহিত নয়, তাহার সহিত কখনও অবশ্যকর্তব্য বিষয়ের এককর্তৃত্ব নির্দেশ করা বেদের কুত্ৰাপি দেখিতে পাওয়া যায় না ; পক্ষান্তরে অবশ্যকর্তব্য যজ্ঞান্ জান, হোম ও ভক্ষণ সম্বন্ধে যেমন একই ব্যক্তির কর্তৃত্ববোধক শ্রুতি রহিয়াছে—‘সোম কর্ত্তন করিয়া, হোম করিয়া ভক্ষণ করিবে’ ইত্যাদি, এখানেও তেমনি আত্মজ্ঞান, এষণা-ত্যাগ ও তিষ্কাচর্য্যা—এ সমস্ত কার্য্য অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত বলিয়াই এ সম্বন্ধে একই ব্যক্তির কর্তৃত্ব হওয়া সম্ভব হয় । ১৭

যদি বল, যজ্ঞোপবীতাদি চিহ্নগুলি যখন অবিদ্যাধিকারভুক্ত এবং এষণারও (কামনারও) বিষয়ীভূত, তখন আত্মজ্ঞানের বিধান হইতেই তৎসমস্তেরও পরি-
 ত্যাগ পাওয়া যাইতেছে ; উহার অজ্ঞ আর পৃথুক ভাবে বিধান করিবার আবশ্যক
 হয় নাই । না, একথাও হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলেও, আত্মজ্ঞানের
 বিধি দ্বারাই সর্বত্যাগও বিহিত হওয়ায়, এবং তাহার সঙ্গে আর একই ব্যক্তির
 কর্তৃত্ব-শ্রুতি থাকায়, বুথান ও ভিক্ষাচর্যাবিধানের বরণ দৃঢ়তাই স্থাপিত হইয়াছে ।
 আর যে, ['চরন্তি' ক্রিয়ায়] বর্তমানকালীন বিভক্তির প্রয়োগ থাকায় ইহাকে
 শুধু 'অর্থবাদ' মাত্র বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই ; কেন না, ঔজ্জ্বর,
 (ঔজ্জ্বরকাস্তি, নিশ্চিত) যুপাদি বিষয়ক বিধির সহিত সাম্য থাকায় এখানেও
 বর্তমানা বিভক্তি নির্দেশ দোষাবহ হয় নাই, অর্থাৎ বর্তমানা বিভক্তি নির্দেশ
 সম্বন্ধে যেমন ঔজ্জ্বর যুপ-বিধায়ক বাক্যকে অর্থবাদ বলিয়া উপেক্ষা করা হয় না,
 তেমনি আলোচ্য স্থলেও কেবল বর্তমানা বিভক্তির (লটু-বিভক্তির) প্রয়োগ
 পার্শ্বাতেই অর্থবাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারা যায় না । ১৮

যদি বল, 'বুথানের পুর ভিক্ষাচর্যা করিবে, এই বাক্যে কেবল পারিত্রাজ্য
 বা সন্ন্যাসাশ্রমই বিহিত হইয়াছে, এবং শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে সন্ন্যাসাশ্রমেও
 আশ্রম-চিহ্ন যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের বিধান রহিয়াছে ; অতএব 'এষণার' বিষয়
 হইলেও, শাস্ত্রবিহিতের পরিত্যাগ করা যখন অসঙ্গত, তখন তত্ত্বের বিষয় হইতেই
 বুথান বুঝিতে হইবে । না, এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, উক্ত বিধি
 দ্বারা যদি শ্রুতিবিহিত আশ্রমচিহ্ন যজ্ঞোপবীতাদি ভিন্ন অপর সাধনের পরিত্যাগই
 কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, আত্মজ্ঞের জ্ঞানরূপে
 বিহিত এষণা-পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস হইতে স্বতন্ত্র যে, আর একপ্রকার সন্ন্যাসের
 বিধান আছে, তাহাতেই ঐ সমস্ত চিহ্ন ধারণ করা আবশ্যক হয় । কারণ,
 এষণাত্তর হইতে বুথানাত্মক যে পারিত্রাজ্য, তাহা আত্মজ্ঞানের অঙ্গ ; কেন না,
 এষণামাত্রই অবিদ্যার বিষয়, আর এই বুথান হইতেছে তদ্বিরোধী 'এষণা'-পরি-
 ত্যাগস্বরূপ । এতদতিরিক্ত যে, আর একপ্রকার 'পারিত্রাজ্য' আশ্রম আছে,
 তাঁহা দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ হয় এবং সেই আশ্রমাত্মক পারিত্রাজ্য সম্বন্ধেই কৰ্ম-
 সাধন ও আশ্রমচিহ্ন যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের বিধান । শুধু আশ্রমধর্মরূপে
 বিহিত এষণাত্মক সাধনসংস্করণের ব্যবস্থা যখন দ্বিতীয় পারিত্রাজ্যশ্রমেই সার্থক
 হইতে পারে, তখন তাহা দ্বারা সর্বোপনিষদবিহিত আত্মজ্ঞানের বাধাপ্রদান করা
 যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না । অবিদ্যার বিষয়ীভূত যজ্ঞোপবীতাদিরূপ সাধনসমূহ

গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, সাধন ও ফলবিলক্ষণ এবং অশনানাদি-সংসার ধর্ম-বর্জিত ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ (অ’মি ব্রহ্ম) এইরূপ বিজ্ঞান (বিদ্যাম্ভব) নিশ্চয়ই বাধিত হয় । এইরূপ তত্ত্ব-নিরূপণেই যখন সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য, তখন তাহাতে বাধা দেওয়া কখনই সমীচীন হয় না । ১৯

যদি বল, ‘ভিক্ষার্চ্যাং চরন্তি’ শ্রুতিটি এষণায়ক ভিক্ষানুষ্ঠানের বিধান করিয়া নিজেই নিজের বাধা ঘটাইতেছে । অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি প্রথমতঃ এষণা-পরিত্যাগের বিধান করিয়া, পুনরায় এষণারই একাংশ, ভিক্ষার্চ্যাগ্রহণের অনুমতি দিয়া, বুঝা যাইতেছে যে, তৎসম্পর্কিত অল্প কার্যের অনুষ্ঠানেও শ্রুতির অনুমতি আছে । না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, হোমের পরকালীন হুতশেষ ভক্ষণের জন্য ভিক্ষার্চ্য ও উহার প্রয়োজক নহে ; অর্থাৎ যেমন হোমের পর হুতশেষ যদি থাকে, তবেই তাহা ভক্ষণ করিতে হয়, কিন্তু, না থাকিলে, হুতশেষ ভক্ষণের অনুরোধে আর পুনর্বার হোম করিতে হয় না ; তেমনি ব্যাখ্যানের পর জীবিকার জন্ত যদি কিছু কার্য করা আবশ্যক হয়, তবে ভিক্ষাই করিবে ; কিন্তু ভিক্ষার জন্ত কখনই ব্যাখ্যান করিবে না । অসংস্কারকত্ব ও ভিক্ষার্চ্যার অপর কারণ,—হুতশেষ ভক্ষণ করা হোমকর্ত্তা যজমানের সংস্কারক বা শুদ্ধিকারকও হইয়া থাকে, কিন্তু ভিক্ষানুষ্ঠান কখনও সম্মাসীর সংস্কারক হয় না বা হইতে পারে না ; কারণ, কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা যে, অদৃষ্ট (পুণ্য) লাভ করা, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির তাহাও অভিলষিত নহে । * যদি বল, কোনরূপ নিয়ম প্রতিপালন করায়, যে পুণ্য হয়, তাহা যদি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিতান্তই অভিলষণীয় না হয়, তাহা হইলে তাহার ভিক্ষার্চ্যারই বা প্রয়োজন কি ? না, এ আপত্তিও করিতে পার না ; কারণ, অপরাপর কাম্যফলের জন্ত যে সমস্ত সাধন বিহিত, কেবল সে সমুদয় হইতেই ব্যাখ্যান বা নিবৃত্তি এখানে বিহিত হইয়াছে, কিন্তু ভিক্ষার্চ্যার নিবারণিত হয় নাই । ভাল, এখানে সাধনান্তর হইতে ব্যাখ্যান বিহিত হইয়া থাকে, থাকুক, তথাপি ভিক্ষায় প্রয়োজন কি ? হাঁ, এ কথা সত্যই বটে ; যতি প্রয়োজন থাকে, তবেই উহার আবশ্যকতা স্বীকার করা হয়, (নচেৎ নহে) । ২০

তাহার পর, ‘যজ্ঞোপবীতবৃদ্ধ হইয়াই অধ্যয়ন করিবে’ ইত্যাদি যে সমস্ত বচন পারিব্রাজ্য সঙ্ঘন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত বচন অবিষং-পারিব্রাজ্য সঙ্ঘন্ধেই উক্ত হইয়াছে—বলিয়া পূর্বেই সে আপত্তির পরিহার করা হইয়াছে, এবং তাহা না হইলে যে, আত্মজ্ঞানেরই বাধা উপস্থিত হয়, একথাও আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । তাহার পর, ‘বিদ্বান্ (আত্মজ্ঞ সর্ববিধ চিত্ত রহিত হইবেন,’

‘আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কোনপ্রকার আশ্রমচিহ্নে চিহ্নিত থাকেন না’ এবং ‘যে ব্যক্তি প্রিয়প্রাপ্তির আশা রাখে না, প্রিয়-সাধন কর্ষ করে না, মমস্কার ও স্তুতিবর্জিত হয়, এবং ক্ষীণকর্ষ ও স্বয়ং অক্ষীণস্বভাব, দেবগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া জানেন’ ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র আত্মজ্ঞের পক্ষে সর্ববিধ কর্ষ-সম্বন্ধ পরিত্যাগ প্রদর্শন করিতেছে। অতএব আত্মবিদ পুরুষ ‘যে, ব্যুত্থান অবলম্বন করিবেন, তাহা নিশ্চয়ই সমস্ত কর্ষ ও কর্ষসাধন পরিত্যাগরূপ পরমহংসপারি-ব্রাহ্মরূপ সন্ন্যাস, কিন্তু তাহা অবিদ্বৎসন্ন্যাস নহে। ২১।

[অতঃপর শ্রুতির শব্দার্থ বিবৃত হইতেছে—] যেহেতু পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে পাইবার জন্ত সাধন ও ফলস্বাক্ষর সমস্ত এষণা হইতে (কাম্য বিষয় হইতে) ব্যুত্থান করিয়া—ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ষ ও কর্ষসাধন পরিহার করিয়া ভিক্ষা-চর্যা অবলম্বন করিয়াছেন ; সেইহেতু এখনও ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি, পাণ্ডিত্য—পণ্ডিততাব—এই আত্মজ্ঞান নিঃশেষরূপে অবগত হইয়া অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া, পরে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ এষণা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া,—যেহেতু এষণাক্ষয়েই যথোক্ত পাণ্ডিত্যের উৎপত্তি, এবং এষণা মাত্রই উহার বিরোধী ; সেই হেতু তৎসঙ্গে আত্মবিষয়ক জ্ঞান কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না ; অতএব যদিও আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের বিধানই তৎপ্রতিপক্ষ এষণা-পরিত্যাগও বিহিতই হইয়াছে—বুঝিতে পারা যায় ; স্মৃতরাং তাহার জন্ত আর পৃথক বিধির আবশ্যক হয় না সত্য ; [তথাপি] শ্রুতির ‘ব্যুত্থান’ পদে ‘ক্কা’ প্রত্যয় দ্বারা আত্মবিজ্ঞানের কর্ত্তাকেই ব্যুত্থানের কর্ত্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া তাৎপর্য্য-স্বাক্ষর ব্যুত্থান-এষণা-বিরুদ্ধতা সম্পাদন করিয়াছেন ; [স্মৃতরাং ইহা স্বতন্ত্র ‘অপূর্ব বিধি’ নহে]। ২২

অতএব জ্ঞানী পুরুষ সর্ববিধ বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক ‘বালো’ জ্ঞান-বল অবলম্বনে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন। যাহারা আত্মজ্ঞানরহিত, উপেক্ষিত সাধন ও তৎফল আশ্রয় করাই তাহাদের বল ; কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষ অজ্ঞ-জনাশ্রয়ীণী-তাদৃশ বল পরিত্যাগ করিয়া, যাহা সাধন ও ফলস্বরূপ নয়, এবং বিধি আত্মজ্ঞানরূপ বলেরই কেবল আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ; ঐরূপ জ্ঞান-বল আশ্রয় করিলে, বিষয়লোগুণ-ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আর এষণার বিষয়ে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না ; কেন না, যে ব্যক্তি জ্ঞান-বলবিহীন মূঢ়, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকেই ঐহিক ও পারলৌকিক কাৰ্য্য বিষয়ে নিবোজিত করিয়া থাকে। এখানে বল অর্থ—আত্মজ্ঞান-প্রভাবে সমস্ত বিষয়াসক্তিকে অভিজুত করা। অতএব সেই জ্ঞান-বলরূপ বাগ্জ্ঞাবে থাকিতে ইচ্ছা করিবে (বদ্ধ করিবে)।

‘আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তিৰে বীৰ্য্য লাভ করে’, এবং ‘বীৰ্য্যহীন পুরুষ এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না’ ইত্যাদি শ্রুতিও এতদনুরূপ অর্থই প্রকাশ করিতেছে । ২৩

উক্ত বাল্য ও পাণ্ডিত্য নিঃশেষ করিয়া—সম্পূর্ণরূপে অধিগত হইয়া, অনন্তর মনন করিয়া মুনি—যোগী হইবেন । (১) । ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ইহাই একমাত্র কৰ্ত্তব্য যে, সূক্ষ্মপ্রকার অনাত্মবিষয়ক চিন্তা বিদূরিত করা ; তিনি এই কার্য্য করিয়াই কৃতকৃত্য—যোগী হন । তাহার পর, অমৌন—আত্মজ্ঞান ও অনাত্মচিন্তা-বর্জনরূপ পাণ্ডিত্য ও বাল্য নিঃশেষ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কৃতকৃত্য হন—তখন তাঁহার সর্বত্র ব্রহ্ম-বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয় । এখানে মৌন অর্থ—অনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তির পর্য্যবসান—শেষফল । সেই ব্রাহ্মণ তখন কৃতকৃত্য হন । তখন তাঁহার ঋণার্থ ব্রাহ্মণ্য লব্ধ হয় বলিয়া তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হন ; এইজন্য বলিতেছেন যে, সেই ব্রাহ্মণ কিরূপ আচার-সম্পন্ন হইবেন ? [উত্তর—] যে রূপ হন, অর্থাৎ ‘যে রূপ আচার-সম্পন্ন হইউন, তিনি যথোক্ত প্রকারই হন ; তিনি যে-কোন প্রকার আচরণ করিতে পারেন, তাহাতেও তিনি উক্ত প্রকার ব্রাহ্মণই থাকেন, অর্থাৎ কিছুতেই তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠার ব্যাঘাত হয় না । ‘যে কোন প্রকার আচারযুক্ত হন’ কথাটি আত্মবিদ্ ব্যক্তির স্তুতিসূচকমাত্র ; ইহা দ্বারা উক্ত ব্রাহ্মণ্যাবস্থার প্রশংসা করা হইতেছে মাত্র, কিন্তু সদাচারে অনাদর প্রদর্শন করা হইতেছে না । ২৪

ইহার অতিরিক্ত—অশনাদিবিবিশ্নুক্ত নিত্যতৃপ্ত আত্মস্বরূপ যথোক্ত ব্রাহ্মণ্যাবস্থায় অবস্থিতির অতিরিক্ত—অবিচার, বিষয়ীভূত এষণাত্মক যে কোন বস্তু, [তৎসমস্তই] আর্ন্ত—পীড়াগ্রস্ত অর্থাৎ বিনাশশীল ; স্তুতরাং স্বপ্ন ও মরীচিকা-তুল্য—মায়াময় মিথ্যা অসার ; কেবল আত্মাই একমাত্র নিত্যমুক্ত ও অবিনশ্বর । একবার পর কুবীতকপুল কহোল প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১৭০ ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়োধ্যায়ঃ পঞ্চমঃ কহোলব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

(১) তাৎপর্য্য—মনন অর্থ যুক্তির সাহায্যে শ্রুতার্থের সত্যতা সংস্থাপন । “যুক্ত্য সজাবিত্ত্বাহুসন্ধানঃ মননং ভবেৎ ।” (পঞ্চদশী) । শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট, যে তত্ত্ব জানা যায়, সাধারণতঃ তদ্বিষয়ে শ্রোতার দুইপ্রকার ভাব উপস্থিত হইতে পারে—(১) জ্ঞানভাবনা, (২) বিপরীত ভাবনা ; উক্ত দ্বিবিধ ভাবনাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ; সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানার্থ শ্রোতা অমুকুল যুক্তির সাহায্যে ঐক্য বিবয়ের বিরুদ্ধে উপস্থিত প্রতিকূল চিন্তা নিবৃত্তি করিয়া—অসম্ভাবনাবুদ্ধি দূর করিয়া ক্রমে বিপরীত ভাবনারও নিরাস করিবেন । এই উক্তবিধ বিরুদ্ধ ভাবনা নিরূপিত করাই মননের প্রধান কার্য্য ।

ସଞ୍ଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣମ୍ ।

অথ হৈনং গার্গী বাচরুবী পপ্রচ্ছ ; যাঙবল্লেখ্যতি হোবাচ—
 যদিৎ সর্বমপ্শ্বোত্শ্চ প্রোতং চ, কস্মিন্ নু খল্বাপি ওতাশ্চ
 প্রোতাশ্চেতি, বায়ৌ গার্গীতি, কস্মিন্ নু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোত
 শ্চেত্যন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্মু খল্বন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ
 প্রোতাশ্চেতি, গন্ধর্বলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্মু খলু গন্ধর্বলোকা
 ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্মু খল্বাদি-
 ত্যলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্মু
 খলু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি,
 কস্মিন্ নু খলু নক্ষত্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, দেবলোকেষু
 গার্গীতি, কস্মিন্মু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতীন্দ্র-
 লোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্মু খল্বিন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি,
 প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্ নু খলু প্রজাপতিলোকা
 ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্মু খলু
 ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, স হোবাচ গার্গি, মাতি-
 প্রাক্ষীর্মা তে যুর্দ্ধা ব্যপগুদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি,
 গার্গি মাতি প্রাক্ষীরিতি, ততো হ গার্গী বাচরুব্যপররাম ॥১৭॥১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়শ্চ

ସର୍ଗଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ॥ ୩ ॥ ୬ ॥

সম্বলার্থঃ ।—ই অতঃ পরং যথোক্তস্ত সর্বাস্তবস্তান্বনঃ স্বরূপসমধিগমায়
গার্গী-প্রঃ আরভ্যতে—“অথ হৈনম্” ইত্যাদিঃ ।] অথ (কহোনবিরামানস্তবম্)
বাচক্বী (বচক্বোঃ কত্বা) গার্গী এনং (বাক্যবাক্য) পপ্রচ্ছ, হ (ঐতিহ্যে) ।
হে বাক্যবাক্য-ইতি [সম্বোধনস্তী সা] উবাচ হ—যং ইদং (দৃশ্যমানং) সর্বং
(পার্থিবং বস্তু) অঙ্গ (অঙ্গে) ওতং চ প্রোতং চ (আত্মানবিত্তান-বিকল্প-

পটতদ্বৎ সৰ্বতঃ অনুসৃতম্) [অস্তি] ; আপঃ (তানি জলানি) খলু (নিশ্চয়ে)
কস্মিন্ (কিল্লমকে বস্তুনি) ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ [সস্তি] হু (প্রশ্নে) ?
ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে গার্গি, বায়ৌ (স্বকারণীভূত-বায়ুমণ্ডলে)
[বৰ্ত্তন্তে] ইতি । [গার্গী পুনঃ প্রশ্নচ্ছ—] হু (ভোঃ) বায়ুঃ কস্মিন্ (কুত্র
বস্তুনি) ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি ; [উত্তরম্—] হে গার্গি, অন্তরিক্ষলোকেষু
(আকাশমণ্ডলে) [ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ অস্তি] ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ—] অন্তরিক্ষ-
লোকাঃ খলু কস্মিন্ হু (প্রশ্নে) ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি, [উত্তরম্—] হে
গার্গি, গন্ধৰ্বলোকেষু [ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ] ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ—] গন্ধৰ্ব-
লোকাঃ খলু কস্মিন্ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি । [উত্তরম্—] হে গার্গি,
আদিত্যালোকেষু (সূর্য্যমণ্ডলে) ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ] আদিত্যালোকাঃ খলু
কস্মিন্ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি ; [উত্তরম্] হে গার্গি, চন্দ্রলোকেষু (চন্দ্রমণ্ডলে)
ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ] চন্দ্রলোকাঃ খলু কস্মিন্ হু ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি ।
[উত্তরম্] হে গার্গি, নক্ষত্রলোকেষু ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ] নক্ষত্রলোকাঃ
খলু কস্মিন্ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি ; [উত্তরম্] হে গার্গি, দেবলোকেষু
ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ] দেবলোকাঃ খলু কস্মিন্ হু ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি ;
[উত্তরম্—] হে গার্গি, ইন্দ্রলোকেষু ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ] ইন্দ্রলোকাঃ খলু
কস্মিন্ হু ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি ; [উত্তরম্—] হে গার্গি, প্রজাপতি-
লোকেষু ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ] প্রজাপতিলোকাঃ খলু কস্মিন্ হু ওতাঃ চ প্রোতাঃ
চ ? ইতি ; [উত্তরম্—] ব্রহ্মলোকেষু ইতি । ব্রহ্মলোকাঃ খলু কস্মিন্ হু
ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি । সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—হে গার্গি, মা অতি-
প্রাকীঃ (প্রশ্নানহবিষয়ে প্রশ্নং মা কার্বীঃ) ; তে (তব) মুখা (মন্তকং) মা
ব্যাপস্তং (যদি ত্বম্ অপ্রষ্টব্যমপি ভূয়ঃ পৃচ্ছসি, তর্হি ধ্রুবং তব মন্তকং পতিশ্চতি,
তং মা পতেৎ ইত্যশয়ঃ) । [ঋষিঃ স্বয়মেব ইয়মর্থং ব্যাকূৰ্দ্ধন আহ—] হে
গার্গি, অনতিপ্রশ্নাং (প্রশ্নানহীন্ অপি) দেবতাং অতিপৃচ্ছসি, [তৎ] মা অতি-
প্রাকীঃ (তদ্বিষয়ে প্রশ্নং মা কার্বীঃ) । ততঃ (যাজ্ঞবল্ক্য-বচনপ্রবণাৎ পরম্)
বাচকবী গার্গী উপরাম (প্রশ্নাৎ বিরতা বভূব) হ ॥ ১৭৯ ॥ ১ ॥

অন্যানুবাদ :—অতঃপর বচনুতনয়া গার্গী উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য,
এই যে, সম্পূর্ণ পৃথিবীমণ্ডল জলরাশিতে ওত-প্রোত রহিয়াছে ; [বল

দেখি,] এই জলরাশি আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—কয়মণ্ডলো; ভাল, বায়ুমণ্ডল আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে? [উত্তর হইল,] হে গার্গি, অন্তরিক্ষলোকে (আকাশমণ্ডলে); [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] অন্তরিক্ষলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? [উত্তর হইল,] হে গার্গি, গন্ধর্ব্বলোকে। আচ্ছা, গন্ধর্ব্বলোক আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে? [উত্তর—] হে গার্গি, আদিত্যালোকে; আদিত্যালোক আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে? হে গার্গি, চন্দ্রলোকে; [পুনঃ প্রশ্ন হইল,] সেই চন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? [উত্তর—] হে গার্গি, নক্ষত্রলোকে; সেই নক্ষত্রলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? [উত্তর—] হে গার্গি, তাহা আছে দেবলোকে; আচ্ছা, সেই দেবলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? হে গার্গি, তাহা আছে ইন্দ্রলোকে; সেই ইন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? হে গার্গি, তাহা আছে প্রজাপতিলোকে; সেই প্রজাপতিলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? হে গার্গি, তাহা আছে ব্রহ্মলোকে; সেই ব্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, তুমি আর অধিক জিজ্ঞাসা করিও না; তোমার শিরঃপাত না হউক, অর্থাৎ বাহ্য প্রশ্নের ঐশ্বর্য্য নয়, উত্তরের অতীত, তুমি তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছ; একরূপ প্রশ্ন করিলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে; অতএব তুমি একরূপ অযোগ্য প্রশ্ন হইতে বিরত হও; তোমার মস্তক-পাত না হউক। এ কথার পর বচরুর কথা গার্গী প্রশ্ন হইতে বিরত হইলেন ॥ ১৭১ ॥ ১ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে তৃতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

শাক্কর-ভাষ্যম্।—যৎ শাকাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম সর্বাস্তর আত্মতুল্যম্, তত্ত সর্বাস্তরস্ত স্বরূপাধিগমায় আ শাকল্যব্রাহ্মণাদ্ গ্রহ্য আরভ্যতে। পৃথিব্যা-দীনি হ্যাকাশান্তানি ভূতানি অন্তর্কর্ষিত্বেন ব্যবহৃতানি; তেষাং যৎ বাহ্যং বাহ্যং, অধিগম্যাধিগম্যা নিরাকুর্কন্ দ্রষ্টুঃ শাক্কং সর্বাস্তরোহগৌণ আত্মা সৰ্ব-সংসারধর্ম্মবিনিশ্চৈকৈ দর্শয়িতব্য ইত্যারম্ভঃ—অথ হ এনং গার্গী নামতঃ, বাচরুবা বচরুহি হিতা পপ্রচ্ছ; যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ; যদিহ সর্বং পার্থিবং ধাতুজাতম্ অল্প উদকে ওতং চ প্রোতং চ—ওতম্ দীর্ঘপটতদ্বৎ, প্রোতং তির্ঘ্যকৃতদ্বৎ,

বিপরীতং বা ; অন্তিঃ সৰ্ব্বতঃ অন্তর্কর্ষিভূতাভিব্যাপ্তমিত্যর্থঃ ; অত্থা সত্ত্বমুষ্টি-
বৎ বিশীৰ্য্যেত । ইদং তাক্সমানমুপগন্তম্—যৎ কাৰ্য্যং পৰিচ্ছিন্নং স্থলং, কার-
ণেনাপরিচ্ছিন্নেন সংশ্লিষ্টং ব্যাপ্তমিতি দৃষ্টম্—যথা পৃথিবী অন্তিঃ ; তথা পূৰ্ণং
পূৰ্ব্বমুত্তরোত্তরং ব্যাপ্তিনি উবিতকম্—ইত্যেব আ সৰ্ব্বাস্তরাদান্বনং প্রসার্য্যঃ ।
তত্র ভূতানিশ্পষ্টং সংহতাশ্চেবোত্তরম্ উত্তরং সংশ্লিষ্টাকেন ব্যাপকেন কারণরূপেণ চ
বাবতিষ্ঠন্তে । নচ পরমাশ্বনোহর্ষাক্ তদ্যতিরেকেণ বস্তুস্তরমস্তু, “সত্যস্ত সত্যম্”
ইতি ঋতেঃ ; সত্যঞ্চ ভূতপ্রাণকম্, সত্যস্ত সত্যং চ পরমাশ্বা । ১

১ কস্মিন্মুখাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি—তাসামপি কাৰ্য্যত্বাৎ স্থলত্বাৎ পরি-
চ্ছিন্নত্বাচ্ কচিচ্চি ওতপ্রোতভাবেন ভবিতর্যম্ ; ক তাসামোতপ্রোতভাবঃ ?
ইতি । এবমুত্তরোত্তরং প্রশ্নপ্রসঙ্গো যোজয়িতব্যঃ । বার্যো গার্গীতি । নহু অশ্ল-
বিতি বক্তব্যম্ ; নৈব দোষঃ ; অগ্নেঃ পার্থিবং বা আপ্যং বা ধাতুমনাশ্রিত্য ইতর-
ভূতবৎ স্বাতন্ত্র্যেণাশ্রয়লাভো নাস্তীতি তস্মিন্ ওতপ্রোতভাবো নোপদিশ্যতে । ২

কস্মিন্ হু খলু বায়ুরোতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ; অন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি ।
তাশ্চেব ভূতানি সংহতানি অন্তরিক্ষলোকাঃ ; তাশ্চীপি গন্ধর্ব্বলোকেষু গন্ধর্ব্ব-
লোকাঃ, আদিত্যালোকেষু আদিত্যালোকাঃ, চন্দ্রলোকেষু চন্দ্রলোকাঃ, নক্ষত্র-
লোকেষু নক্ষত্রলোকাঃ, দেবলোকেষু দেবলোকাঃ, ইন্দ্রলোকেষু ইন্দ্রলোকাঃ,
বিরাটশ্রীরারম্ভকেষু ভূতেষু প্রজাপতিলোকেষু প্রজাপতিলোকাঃ, ব্রহ্মলোকেষু
ব্রহ্মলোকা নাম—অগ্নিরম্ভকাণি ভূতানি ; সৰ্ব্বত্র হি সংশ্লিষ্টারতম্যক্রমেণ প্রাণ্য-
ভোগাশ্রয়াকারপরিণতানি ভূতানি সংহতানি তাশ্চেব পঞ্চৈতি বহুবচনভাষ্মি । ৩

কস্মিন্ হু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি । স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—
হে গার্গি, মাতিপ্রাক্ষীঃ স্বপ্রশ্নাত্ম্যপ্রকারমতীত্য আগমেন প্রষ্টব্যং দেবতাম্
অমুমানেন মা প্রাক্ষীরিত্যর্থঃ । পৃচ্ছন্ত্যাশ্চ মা তে তব মুর্ধা শিরঃ ব্যাপস্তং বিম্পষ্টং
পতেং ; দেবতায়াঃ স্বপ্রশ্ন আগমবিষয়ঃ, তৎ প্রশ্নবিষয়মতিক্রান্তো গার্গ্যঃ প্রশ্নঃ,
আমুমানিকত্বাৎ । স যন্তা দেবতায়াঃ প্রশ্নঃ, সা অতিপ্রশ্ন্যা, ন অতিপ্রশ্ন্যা অনতি-
প্রশ্ন্যা—স্বপ্রশ্নবিষয়েব, কেবলাগমগমোত্যর্থঃ । তাম্ অনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতাম্
অতিপৃচ্ছসি ; অতো গার্গি, মাতিপ্রাক্ষীঃ, মর্জুং চেৎ নৈচ্ছসি । তত্তে হ গার্গী
বাচক্রব্যুপসরাম ॥ ১৭১ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্ত ষষ্ঠং গার্গীব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

টীকা । পূর্বব্রাহ্মণমোরান্বনঃ সৰ্ব্বাস্তরমুত্তরং, তন্নির্গম্যর্থমুত্তরং ব্রাহ্মণত্রয়মিতি সীদ্ধতিমাহ—
যৎ সাক্ষ্যমিতি । উক্তমেব সাক্ষ্যং বিবৃণোতি—পৃথিব্যাদীনীতি । অন্তর্কর্ষিত্বাৎ—সংশ্লিষ্ট-

তারতম্যক্রমেণৈতৰ্থঃ । বাহুং বাহুমিতি বীণোপরিষ্টোক্তচ্ছন্দো । দৃষ্টব্যঃ, বস্ত্রদোৰ্ণিতাসম্বন্ধাৎ, নিবাকুৰ্দ্ধনং যথা মুমুকুঃ সৰ্বাস্তরমাস্ত্রানং প্রতিপত্ততে, তথা স যথোক্তবিশেষণে দশয়িতব্য ইত্যন্তরগ্রহাৰম্ভ ইতি যোজনঃ । কহোলঋগ্নিৰ্ণয়ানন্তর্যামর্থশকার্থঃ । যৎ পার্ধিবঃ ধাতুজাতঃ তদিদং সৰ্বমপুৰিত্যাदि যোজনীয়ম্ । পদার্থমুক্তা বাক্যার্থমাহ—অস্তিরিতি । পার্ধিবস্ত ধাতুজাতস্তাতিব্যাপ্ত্যভাবে দোষমাহ—অন্ত্যথেতি । কিমত্র গার্গ্যা 'নিবাকিতমিতি, তদাহ—ইদং তাবমিতি । তদেব দর্শয়িতুং ব্যাপ্তিমাহ—যৎ কাৰ্য্যমিতি । 'কারণেন' ব্যাপকেনেতি শেষঃ । 'যৎ কাৰ্য্যং, তৎ কারণেন ব্যাপ্তং, যৎ পরিচ্ছিন্নং, তদ্যাপকেন ব্যাপ্তং, বচঃ স্থলং, তৎ সূক্ষ্মং ব্যাপ্তমিতি ত্রিপ্রকারা ব্যাপ্তিঃ । ইতিশব্দন্তৎসমাপ্ত্যর্থঃ । ব্যাপ্তিভূমিমাহ—সন্ত্যেতি । সম্প্রত্যাহমানমাহ—তথেতি । পূৰ্বং পূৰ্বমিত্যাবদেৰ্দ্ধিগ্ধে নিৰ্দেশঃ । উত্তরেণোত্তরং বাবাদিকারণ্যোপরিচ্ছিন্নেন সূক্ষ্মং ব্যাপ্তমিতি শেষঃ । বিমতঃ কারণেন ব্যাপকেন সূক্ষ্মং ব্যাপ্তং কাৰ্য্যভাৎ পরিচ্ছিন্নভাৎ স্থলভাচ্চ পৃথিবীমিত্যর্থঃ । সৰ্বাস্তরাদাস্ত্রানোহংকাণ্ডস্তস্য' সৰ্বত্র স্ফারয়তি—ইতোষ ইতি । ১

নমু তথাপি ভূতপক্ষকব্যতিবিলানাং গন্ধৰ্বলোকাদীনামপ্যাস্তরহেনোপদেশাৎ কথং ভূত-পক্ষকব্যাদাসেন সৰ্বাস্তরপ্রতিপত্তিৰ্ণিবাকিতেতি, তত্রাহ—তত্রোতি । উক্তনীত্যা প্রসার্যে স্থিতে সত্যীতি যাবৎ । ভূতাস্ত্রস্থিতি-নির্ধারণে বা সপ্তমী । অথ পরমাস্ত্রানং ভূতানি চ হিমা পৃথগেব গন্ধৰ্বলোকাদীনি বস্তুস্তবাণি ভবিস্ত্যস্তি, নেত্যাহ—ন চেতি । গন্ধৰ্বলোকাদীন্যপি ভূতানামে-বাহুবাশিশেষান্ততঃ সত্যং ভূতপক্ষকং, তস্ত সত্যং পরং ব্রহ্ম, নাস্তদন্তরালে প্রতিপত্তবমিত্যন্ত প্রতিষেধার্থে চ লক্ষ্যে । ২

তাৎপৰ্য্যমুক্ত্যুঃ প্রমুখাপ্য তদক্ষরাণি ব্যাকরোতি—কস্মিন্নিত্যাদিনা । কস্মিন্ খলু বায়ু-রিত্যানাবুজস্তায়মতিদিশতি—এবমিতি । বায়বিত্যুক্তো প্রত্যস্তিরপামগ্নিকায্যাদিবি-বজ্রাদিগিতি শব্দতে—নম্বিতি । অগ্নেরুদকব্যাপকত্বেহপি কাঠবিদ্রাদাদিপারতন্ত্র্যাৎ স্বতন্ত্রেণ কেনচিদপাং ব্যাপ্তিৰ্জ্ঞত্বা, ইত্যগ্নিঃ হিমা তৎকারণে বায়বিত্যুক্তং, বায়োশ্চ স্বকারণতন্ত্রেহপি নোদক-তন্ত্রতেতি তদ্যাপকত্বসিদ্ধিরিত্যন্তরমাহ—নৈব দোষ ইত্যাদিনা । ৩

অন্তরিক্লোকশকার্থমাহ—তান্ত্যেতি । প্রজাপতিলোকশকার্থং কথয়তি—বিরাদিতি । অন্তরিক্লোকাদীনং প্রত্যেকমেকত্বাৎ কুতো বহুবচনমিত্যাস্ত্রমাহ—সৰ্বত্র ইতি । পূৰ্ববদমু-দানেন সূত্রং পূছন্তীঃ গার্গ্যঃ প্রতিবেদতি—স হোবাচেত্যাদিনা । উক্তমেব স্পষ্টয়ন্ বাক্যার্থ-মাহ—আগম্মেনেতি । প্রতিবেদ্যতিক্রমে দোষমাহ—পূছন্ত্যাস্ত্যেতি । মুৰ্দ্ধপাতপ্রসঙ্গং একটয়ন প্রতিবেদনসংসংহতি—দেবতাস্মা ইত্যাদিনা । ১৭১ । ১ ।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদাষ্টটিকাস্তা তৃতীয়াধ্যায়স্ত বচঃ পার্গীত্রাক্ষণম্ । ৩ । ৬ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—ইতঃপূৰ্বে বাহাকে শাক্যং অপরোক সৰ্বাস্তর আত্মা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । সেই সৰ্বাস্তর আত্মার বস্তুার্থ স্বরূপ নিরূপণেব অন্ত পরবর্তী শাক্য ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত (নবম ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত) প্রতীত্যাক্য আরম্ভ হই-ভেছে । পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশপর্য্যন্ত ভূতবর্গ সৰ্বত্র বাহ্যাত্তর-

ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে ; তন্মধ্যে যে যে ভূত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ (বাহিরে অবস্থিত), সে সমস্তের স্বরূপ প্রদর্শন এবং আন্তর্য্য প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক দ্রষ্টার সাক্ষাৎ সর্কাস্তরত্ব ও সর্কবিধ সংসারধর্ম্মবিবর্জিত মুখ্য আত্মত্ব প্রদর্শনার্থ এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ হইতেছে—

অতঃপর বচন—হুহিতা গার্গী উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—এই যে, পাণ্ডিথ বস্ত্রসমূহ, স্তম্ভসমূহ জলের মধ্যে ওত-প্রোতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে সর্কতোভাবে জলরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ; তাহা না হইলে শত্রু মুষ্টির ত্রায় (মুষ্টিবদ্ধ ছাতুর মত) বিশীর্ণ হইয়া অর্থাৎ পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িত, মিলিত থাকিত না । ওত অর্থ—বস্ত্রে দীর্ঘভাবে প্রসারিত সূত্র, প্রোত অর্থ—বক্রভাবে বিস্তারিত সূত্র ; অথবা ইহার বিপরীতভাবেও ‘ওত ও প্রোত’ শব্দের অর্থ ধরা যাইতে পারে । এখানে এ কথায় এইরূপ একটি অনুমানের নিয়ম দেখান হইল যে, যে যে বস্ত্র পরিমিত ও স্থূল, তাহা তদপেক্ষা বৃহৎ ও হৃদয় কারণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে ; যেমন পৃথিবী জলের দ্বারা ব্যাপ্ত । এই প্রকার [আরও যে সমস্ত ভূত বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যেও] পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতগুলি পরবর্ত্তী ব্যাপক ভূত সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত বা কবলিত বৃত্তিতে হইবে । সর্কাস্তর আত্মা পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিবে ; ইহাই উক্ত প্রশ্নের মর্ম্ম । ক্ষিত্যাদি পাঁচটি পদার্থের নাম—ভূত ; সেই পাঁচটি ভূতের মধ্যে পরবর্ত্তী ভূতটি পূর্ব্ববর্ত্তী ভূত অপেক্ষা হৃদয়, ব্যাপ্ত ও কারণাত্মক । পরমাঙ্গার নিয়ন্তরে পঞ্চভূতাতিরিক্ত আর কোনও বস্ত্র নাই ; [সূত্রবাং গন্ধর্ব্বলোক প্রভৃতি বস্ত্রও পঞ্চভূতেরই অন্তর্গত—অবস্থাবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে] ; কারণ, “সত্যন্ত সত্যম্” শ্রুতি বলিতেছেন যে, ভূতসমূহ ‘সত্য’-পদবাচ্য ; পরমাঙ্গা আবার সেই সত্যেরও সত্য স্বরূপ ॥ ১

[পৃথিবী যেমন জলে আছে, তেমনি] জল আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে ?—অভিপ্রায় এই যে, জলও যখন স্থূল ও পরিমিত একটি ভূত পদার্থ, তখন তাহারও কোনস্থানে ওতপ্রোতভাবে থাকা উচিত ; [অতএব জিজ্ঞাসা করি—] সেই জলসমূহ ওতপ্রোতভাবে কোথায় আছে ? • পরবর্ত্তী অন্ত্যাত্ম ভূত-সম্বন্ধেও এই জাতীয় প্রশ্নের সংযোজনা করিতে হইবে । [উক্ত প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে গার্গী, বায়ুতে, অর্থাৎ জলরাশি বায়ুহওলে [ওতপ্রোতভাবে আছে] । ভূত, এখানে ও অগ্নিতেই জলের ওতপ্রোতভাবে থাকা উচিত ছিল ? [কারণ, অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি ; সূত্রবাং তাহাতেই জলের

ওতপ্রোতভাবে থাকা যুক্তিসিদ্ধ; অতএব বায়ুতে তাহার 'ওত-প্রোতভাবে হইতে পারে কিরূপে?'] না—ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, অপরাপর ভূতের স্থায় অগ্নি কখনই পার্থিব কিংবা জলীয় কোন বস্তু অবলম্বন না করিয়া স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে না; এই জন্ত তাহাতে আর পৃথকভাবে ওতপ্রোত ভাবের কথা বলা হইল না ॥ ২

• [গার্গী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই বায়ু আবার কোথায় ওত-প্রোতভাবে আছে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে গার্গি, অন্তরিকলোকে; উক্ত পৃথিব্যাदि ভূতসমূহই সংহত বা সম্মিলিতাবস্থায় অন্তরিকলোকে পরিণত হয়; তাহারাই আবার গন্ধৰ্বলোকে গন্ধৰ্বলোক রূপে, আদিত্যলোকে আদিত্য লোক-রূপে, চন্দ্রলোকে চন্দ্রলোকরূপে, নক্ষত্রলোকে নক্ষত্রলোকরূপে, দেবলোকে দেব-লোকরূপে, ইন্দ্রলোকে ইন্দ্রলোকরূপে, প্রজাপতিলোকে প্রজাপতিলোকরূপে পরিণত হয়; প্রজাপতিলোক অর্থ—বিরাটশরীরের উৎপাদক ভূতসমূহ; উহারাই আবার ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মলোক রূপে প্রকটিত হয়। ব্রহ্মলোক অর্থ—ব্রহ্মাণ্ডজনক ভূতসমূহ। সৰ্ব্বত্র সেই পঞ্চভূতই সংহত বা সম্মিলিত হইয়া প্রাণিগণের উৎকল্লোভোগ্য বিশেষ বিশেষ স্থান বা লোকরূপে পরিণত হইয়া থাকে; এইজন্তই লোক-শব্দগুলির উত্তর বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৩

সেই ব্রহ্মলোক আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে? [তদন্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি, তুমি এরূপ অসুচিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না; অর্থাৎ উক্ত প্রশ্নালী পরিত্যাগ কর; যে দেবতার তত্ত্ব কেবল আগাম্যমুসারে জানিতে হইবে, অনুমানের সাহায্যে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিও না। সেরূপ প্রশ্ন করিলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক পতিত হইবে। পরদেবতাবিষয়ক উক্ত প্রশ্নটি হইতেছে কেবল আগমগম্য; গার্গীর প্রশ্ন সেই প্রশ্নপ্রণালী অতিক্রম করিয়াছে; কারণ, গার্গীর প্রস্তব্য বিষয় হইতেছে—আনুমানিক অর্থাৎ অনুমানানুযায়ী, (শাস্ত্রানুযায়ী নহে)। এখানে যে দেবতার (ব্রহ্মের) সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে, সেই দেবতাটি হইতেছে অনতিপ্রশ্ন্য অর্থাৎ আনুমানিক প্রশ্নের অবিষয়—কেবলই আগমগম্য; তুমি সেই অনতিপ্রশ্ন্য দেবতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছ; অতএব হে গার্গি, যদি মরিতে ইচ্ছা না কর, তবে এ বিষয়ে আর প্রশ্ন করিও না। তাহার পর বাচকবী গার্গী বিরতা হইলেন ॥ ১৭১ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে তৃতীয়খণ্ডের ষষ্ঠ গার্গী-

ব্রাহ্মণের আনুমান্যবাদ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

সংগ্ৰহঃ ব্রাহ্মণঃ ।

অথ হৈনমুদ্রালকং* আক্ৰণিঃ পপ্রচ্ছ ; যাজ্ঞবল্ক্যেতি
 হোবাচ—মদ্রেদ্ববসাম পতঞ্চলশ্চ (ক) কাপ্যশ্চ গৃহেষু যজ্ঞমধী-
 যানাঃ, তস্তাসীদ্যার্য। গন্ধর্ব্বগৃহীতা, তমপ্চ্ছাম—কোহসীতি,
 সোহব্রবীৎ—কবন্ধ আংথর্ব্বণ ইতি, সোহব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং
 যাজ্ঞিকাত্শ্চ বেথ নু ত্বং কাপ্য তৎ সূত্রং, যেনায়শ্চ লোকঃ
 পরশ্চ লোকঃ সৰ্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃকানি ভবন্তীতি, সোহ-
 ব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যো নাহং তদ্ ভগবন্ বেদেতি, সোহব্রবীৎ
 পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাত্শ্চ বেথ নু ত্বং কাপ্য তমন্তর্য্যামিণং,
 য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সৰ্ব্বাণি চ ভূতানি যোহন্তরো
 যময়তীতি, সোহব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যো নাহং তং ভগবন্
 বেদেতি, সোহব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাত্শ্চ যো বৈ
 তৎ কাপ্য সূত্রং বিদ্যাং তঞ্চাস্তর্য্যামিণমিতি, স ব্রহ্মবিৎ স
 লোকবিৎ স দেববিৎ স বেদবিৎ স ভূতবিৎ স আশ্ববিৎ স
 সৰ্ব্ববিদীতি তেভ্যোহব্রবীৎ ; তদহং বেদ, তচ্চেৎ ত্বং যাজ্ঞবল্ক্য
 সূত্রমবিদ্বাত্শ্চ তঞ্চাস্তর্য্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে মূৰ্দ্ধ। তে বিপতিয়-
 তীতি । বেদ বা অহং গোতম তৎ সূত্রং তঞ্চাস্তর্য্যামিণমিতি,
 যো বা ইদং কশ্চিদ ক্রয়ান্নেদ বেদেতি, যথা বেথ, তথা
 ক্রহীতি ॥ ১৭২ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।—অথ (গার্গীবিরামানন্তরম্) আক্ৰণিঃ (অক্ৰণতাপত্য-
 পূমান্) উদ্রালকঃ (তন্মামক ঋষিঃ) পপ্রচ্ছ ; যাজ্ঞবল্ক্যেতি* [সম্বোধনম্] উবাচ
 হ—মদ্রেবু (মদ্রেদেশেষু) কাপ্যশ্চ (কপিবংশীরজ) পতঞ্চলশ্চ গৃহেষু (ভবনে)
 যজ্ঞং (যজ্ঞবিদ্যাং) অবীয়ানাঃ (পঠন্তঃ সন্তঃ) অবসাম (তচ্ছিধ্যাক্ষপেণ উষিত-

বস্তঃ) [বয়ম্] । তত্ত্ব (পতঞ্চলম্) ভাৰ্যা (পত্নী) গন্ধৰ্বগৃহীতা (গন্ধৰ্বেণ
অমাত্যবসন্তেন অবিষ্টা) আসীৎ । [বয়ম্] তং (গন্ধৰ্বম্) অপৃচ্ছাম (পৃষ্টবস্তঃ)
—কঃ (কিমামকঃ কিংস্বরূপঞ্চ ভূম্) অসিঃ? ইতি । সঃ (গন্ধৰ্বঃ) অত্রবীৎ—
‘আথৰ্কণঃ (অথৰ্কণঃ অপত্যঃ) কবন্ধঃ (কবন্ধনামকঃ) [অগ্নি] ইতি । সঃ
(গন্ধৰ্বঃ) কাপ্যাং পতঞ্চলং যাজ্ঞিকান্ (যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যায়িনঃ তচ্ছিব্যান্) চ অত্রবীৎ
(পশ্চচ্ছ)—হে কাপা, ত্বং তং (প্রসিদ্ধং) সূত্রং (সূত্রাভ্যনিম্), বেথ
(জানাসি) হু ? যেন (সূত্রেণ) অয়ং চ লোকঃ (বৰ্হমানং জন্ম), পরঃ চ লোকঃ
(ভবিষ্যৎ জন্ম চ), সৰ্বাণি ভূতানি (ব্রহ্মাদিস্তত্বপর্যন্তানি) চ সংদৃক্ণানি (গ্রহি-
তানি, সূত্রেণ মালামিব সম্যক্ সংবদ্বানি) ভবন্তি, ইতি । সঃ (এবং পৃষ্টঃ)
পতঞ্চলঃ অত্রবীৎ—হে ভগবন্, অহং তং ন বেদ্বি (জানামি) ইতি । সঃ
(গন্ধৰ্বঃ) কাপ্যাং পতঞ্চলং যাজ্ঞিকান্ চ [পুনঃ] অত্রবীৎ—হে কাপা, ত্বং
তং অন্তৰ্যামিণং বেথ হু (জানাসি কিম্)? যঃ (অন্তৰ্যামী) যঃ অন্তরঃ
(অভ্যন্তরস্থঃ সন্) ইমং চ লোকং পরং চ লোকম্, সৰ্বাণি চ ভূতানি [পূৰ্ব-
বৎ] যময়তি (নিয়ময়তি—যথাধিকারং প্রেরয়তি) ইতি । সঃ (এবমুক্তঃ)
পতঞ্চলঃ কাপ্যাং অত্রবীৎ—হে ভগবন্, অহং তং অন্তৰ্যামিণং ন বেদ (ন
জানামি) ইতি ।

[পুনরপি] সঃ (গন্ধৰ্বঃ) পতঞ্চলং কাপ্যাং যাজ্ঞিকান্ চ অত্রবীৎ—হে কাপা,
যঃ (জনঃ) তং (মৎপৃষ্টং) সূত্রং, তং অন্তৰ্যামিণং চ ইতি (ইথং) বিভাৎ
(জানীয়াৎ), সঃ (বেত্তা) ব্রহ্মবিৎ, সঃ লোকবিৎ, সঃ দেববিৎ, সঃ বেদবিৎ, সঃ
ভূতবিৎ, সঃ আত্মবিৎ, সঃ সৰ্ববিৎ—ইতি তেভ্যঃ (কাপ্যাदिভ্যঃ) অত্রবীৎ ।
অহং তং (গন্ধৰ্বকৌন্তং সৰ্বং) বেদ (জানামি) । হে যাজ্ঞবল্ক্য, চেৎ (যদি) ত্বং তং
(গন্ধৰ্বকৌন্তং) সূত্রং, তং (গন্ধৰ্বকৌন্তং) অন্তৰ্যামিণং চ অবিদ্বান্ (অজানন্
সন্) ব্রহ্মগবীঃ (ব্রহ্মবিদাং স্বভূতাঃ স্বভবতীঃ গাঃ) উদজসে (গৃহং নরসি),
তদা [তে (তব) মুখা (মস্তকং) বিপতিব্যতি (বিস্পষ্টং পতিব্যতি) ইতি ।
এবং পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে গৌতম (গৌতমবংশীয় উদালক), অহং বৈ
(অবধারণে) তং সূত্রং, তং অন্তৰ্যামিণং চ বেদ ইতি । [উদালকঃ পুনরাহ—]
যঃ কচিৎ বৈ (যঃ কোহপি) ইদং জ্ঞয়াৎ (বজ্রুং শক্রুয়াৎ—) [অহং] বেদ,
বেদ ইতি, [পরমার্থতত্ত্ব ন বেদ্বি, তথা ত্বমপি ব্রবীষি ইত্যশয়ঃ] । হে যাজ্ঞবল্ক্য,
যথা বেথ (জানাসি ত্বং), তথা ব্রহ্ম (কথয়েত্যর্থঃ) ॥ ১৭২ ॥ ১ ॥

মুক্তান্তবাদঃ—অতঃপর অরুণনন্দন উদালক যাজ্ঞবল্ক্যকে

জিজ্ঞাসা করিলেন— তিনি যাজ্ঞক্যকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—
আমরা যজ্ঞবিদ্যা অধ্যয়ন করিবার সময় কপিগোত্রীয় পতঞ্চলের গৃহে বাস
করিয়াছিলাম । পতঞ্চলের পত্নী গন্ধর্বান্বিতা ছিলেন ; আমরা সেই
গন্ধর্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তুমি কে ? তদুত্তরে সে বলিয়াছিল
—আমি অথর্ববর্ণের পুত্র, আমার নাম কবন্ধ । সেই গন্ধর্ব কপিগোত্রীয়
পতঞ্চলকে এবং যাজ্ঞক্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—
হে কাপ্য, তুমি কি সেই সূত্রে (সূত্রাত্মকে) জান ? যাহা দ্বারা
ইহলোক (বর্তমান জন্ম), পরলোক (পর জন্ম), এবং ব্রহ্মাদি তৃণলতা-
পশুসমস্ত ভূত গ্রথিত বা সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ? তদুত্তরে
কপিগোত্রীয় পতঞ্চল বলিয়াছিলেন—ভগবন্, আমি তাহা জানি না ।
সেই গন্ধর্ব পুনশ্চ পতঞ্চল ও যাজ্ঞক্যগণকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন—হে কাপ্য, তুমি সেই অন্তর্যামীকে জান কি ?—যিনি
সকলের অভ্যন্তরে থাকিয়া এইলোক, পরলোক এবং সমস্ত ভূতকে
নিয়মিত করিয়া রাখিতেছেন ; পতঞ্চল বলিলেন—ভগবন্, আমি তাহাকে
(অন্তর্যামীকে) জানি না ।

সেই গন্ধর্ব কাপ্য ও যাজ্ঞক্যগণকে বলিয়াছিলেন—হে কাপ্য, যে
ব্যক্তি উক্ত সূত্র ও অন্তর্যামীকে জানেন, তিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি
লোকবিৎ, তিনি দেববিৎ, তিনি বেদবিৎ, তিনি ভূতবিৎ, তিনি আত্মবিৎ
এবং তিনিই সর্বতত্ত্বজ্ঞ ; একথা তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ;
আমি তাহা জানি । হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যদি সেই সূত্র ও অন্তর্যামীকে
না জানিয়া ব্রহ্মবিদের প্রাপ্য গোসমূহ গ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে
তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে । [তদুত্তরে যাজ্ঞক্য বলিলেন—]
হে গোতম (উদালক), আমি উক্ত সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীকে জানি ।
[এ কথার পর উদালক বলিলেন—] যেমন সাধারণ লোকে বলিয়া
থাকে যে, আমি জানি—আমি জানি ; [তোমার কথাও তদনুরূপ] ;
তুমি যেরূপ জান, তাহা প্রকাশ করিয়া বল ॥ ১৭২ ॥ ১ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ।—ইদানীং ব্রহ্মলোকানামন্তরতমং স্বৰ্গং বক্তব্যমিতি
তদর্থ আরম্ভঃ ; তচ্চাগমেনৈব প্রকট্যমিতি ইতিহাসেনাগমোপস্থানঃ ক্রিয়তে—

অথ হৈনন্ উদালকো নামতঃ অরুণশ্রাপত্যথারুণিঃ প্ৰাচ্ছ ; যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ ।
মদ্রেয়ু দেশেষু অবসাম উবিতবন্তঃ ; পতঞ্চলস্ত—পতঞ্চলো নামতঃ—তশ্চৈব কপি-
গোত্রস্ত কাপ্যস্ত গৃহেষু যজ্ঞমহীমানা যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যয়নং কুর্বাণাঃ । তত্ৰাসীদ্যার্য্য
গন্ধৰ্গগৃহীতা ; তন্ অপুচ্ছাম—কোহসীতি । সোহব্রবীৎ কবক্কো নামতঃ,
অথৰ্কণোহপত্যম্ অথৰ্কণ ইতি । ১

সোহব্রবীদু গন্ধৰ্কঃ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ তচ্ছিব্যান্—বেথু হু ত্বং হে
কাপ্য, জানীষে তং সূত্রম্ । কিং তং ? যেন সূত্রেণ অয়ং চ লোকঃ ইদং চ জন্ম,
পরশ্চ লোকঃ পরং চ প্রতাপস্তব্যং জন্ম, সৰ্বাণি চ ভূতানি ব্রহ্মাদিস্তত্বপর্য্যস্তানি
সন্দর্শানি সংগ্রথিতানি—স্রগিব সূত্রেণ বিষ্টকানি ভবন্তি যেন, তং কিং সূত্রং
বেথ । সোহব্রবীৎ এবং পৃষ্টঃ কাপ্যঃ—নাহং তং ভগবন্ বেদেতি—তং সূত্রং
নাহং জানে, হে ভগবন্নতি সংপূজয়ন্নাহ । সোহব্রবীৎ পুনর্গন্ধৰ্ক উপাধ্যায়মস্মাংশ্চ
—বেথু হু ত্বং কাপ্য, তমন্তর্য্যামিণম্—অন্তর্য্যামীতি বিশেষ্যতে—য ইমঞ্চ লোকং
পৃষ্ট, চ লোকং সৰ্বাণি চ ভূতানি বোহস্তরঃ অভ্যস্তরঃ সন্ যময়তি নিয়ময়তি—
দাক্ষবত্ৰমিব ত্রায়য়তি—স্বং স্বমুচিতব্যাপারং কারয়তীতি । সোহব্রবীদেবমুক্তঃ
পতঞ্চলঃ কাপ্যঃ—নাহং তং জানে ভগবন্নতি সংপূজয়ন্নাহ । ২

সোহব্রবীৎ পুনর্গন্ধৰ্কঃ ; সূত্র-তদন্তর্গতান্তর্য্যামিণোবিজ্ঞানং সূত্রেতে—যঃ কশ্চিৎ
বৈ তং সূত্রং হে কাপ্য, বিজ্ঞাৎ বিজানীয়াৎ, তঞ্চান্তর্য্যামিণং সূত্রান্তর্গতং—তশ্চৈব
সূত্রস্ত নিয়ন্তারং বিজ্ঞাৎ যঃ, ইত্যেবম্ উক্তেন প্রকারেণ, স হি ব্রহ্মবিৎ পরমাত্ম-
বিৎ, স লোকাংশ্চ ভূবাদীন্ অন্তর্য্যামিণা নিয়ম্যমানান্ লোকান্ বেত্তি ; স
দেবাংশ্চ অগ্নাদীন্ লোকিনো জানাতি, বেদাংশ্চ সৰ্বপ্রমাণভূতান্ বেত্তি, ভূতানি
চ ব্রহ্মাদীনি সূত্রেণ ত্রিরমাণানি তদন্তর্গতেনীন্তর্য্যামিণা নিয়ম্যমানানি বেত্তি ; স
আত্মানং চ কর্তৃত্বভোক্তৃত্ববিশিষ্টং তেনৈবান্তর্য্যামিণা নিয়ম্যমানং বেত্তি ; সৰ্বঞ্চ
জগৎ তথাভূতং বেষ্টীতি । এবং স্ততে সূত্রান্তর্য্যামিণবিজ্ঞানে প্রদূরঃ কাপ্যোহ-
ভিমুখীভূতঃ বয়ঞ্চ ; তেভ্যশ্চাত্মাত্ম্যম্ অভিমুখীভূতেভ্যোহব্রবীদু গন্ধৰ্কঃ সূত্রমন্ত-
র্য্যামিণং চ । তদহং সূত্রান্তর্য্যামিণবিজ্ঞানং বেদ, গন্ধৰ্কীল্লাকাগমঃ সন্ ; তচ্চেদ
যাজ্ঞবল্ক্য, সূত্রং তঞ্চান্তর্য্যামিণম্ অবিদ্বান্ চেৎ—অব্রহ্মবিৎ সন্ যদি ব্রহ্মগবীকদ-
জ্জলে—ব্রহ্মবিদাং স্বভূজ গা উদজসে উন্নয়সি ত্মত্ৰায়েন, মচ্ছাপদ্ব্যস্ত মূর্খা শিরঃ
তে তব বিস্পষ্টং পতিষ্যতি । ৩

এবমুক্তো যাজ্ঞবল্ক্য আহ—বেদ জানাম্যহম্, হে গোতমেতি গোত্রতঃ, তং সূত্রং
—সন্ গন্ধৰ্কঃ ভূতানুভবান্, যঞ্চ অন্তর্য্যামিণং গন্ধৰ্কীল্লাদিতবস্তো যুয়ম্, তঞ্চান্ত-

ক্ষামিণং বেদ অহম্—ইতি এবমুক্তে প্রত্যাহ গৌতমঃ—বঃ কশ্চিৎ প্রাকৃত ইদং—বঃ ত্রয়োক্তং ত্রয়াং ; কপম্ ? বেদ বেদইতি জ্ঞানানং শ্রাবয়ন্ ; কিং তেন গর্জিতেন ; কার্ষেণ দর্শনং ? যথা বেথ, তথা ত্রুহীতি ॥ ১৭২ ॥ ১ ॥

টীকা । পূর্বমিহ ব্রাহ্মণে হৃতাদর্শিত্যং ব্যাপকমুক্তম্, ইহানীং হৃতং তদন্তর্গতমন্তর্ধামিণং চ শির্ষজ-মুত্তরব্রাহ্মণমিতি সঙ্গতিমাহ—ইদানীমিতি । ব্রাহ্মণতৎপর্ধ্যামুক্ত্যধারিকাতাৎপর্ধ্যমাহ—তচ্চাগমে নৈবেদ্যিতি । অগ্নিচর্যোপদেশোহত্রাগমশব্দার্থঃ । গার্হ্য্য মূর্ধপাতভ্রাঙ্গপরেতরনুত্তর-মিত্যশ-শব্দার্থঃ । ১

সোমব্রবীদিতি প্রতীকোপাদানং তস্ত তাৎপর্ধ্যমাহ—হৃত্যেতি । ২

ইতি-শব্দার্থমাহ—এবমিতি । যেনায় চেতাদিরক্তঃ প্রকারঃ, স সর্বলোকান্তং বেত্তীতি সম্বন্ধঃ । বিশেষণোক্তিপূর্বকং তানেব লোকানুব্রবতি—ভূরাদীনীতি । স ব্রহ্মবিদিতাদি-নোক্তং সজ্জিপতি—সর্বং চেতি । তথাভূতং হৃত্রৈং বিধৃতমন্তর্ধামিণা চ নিয়ম্যমানমিতি যাবৎ । প্রস্তুতস্তুতিপ্রয়োজনমাহ—ইত্যেবমিতি । ভবত্বেবং তব হৃতাদিজ্ঞানং, মম কিমায়াত-মিত্যাশঙ্ক্যাহ—তচ্চেদিতি । কিং তেনেত্যত্র তন্তেত্যধাহারঃ । কার্ষেণ দর্শয়েতুক্তং বিনুগোতি—যথেষতি ॥ ১৭২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এখন ব্রহ্মলোকের আভ্যন্তরীণ হৃদয় হৃত্রাঙ্গার স্বরূপ প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে ; তাহার জন্ত এই প্রকরণের অবতারণা করা হইতেছে । শাস্ত্রোপদেশানুসারেই তাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয় ; এই জন্ত গল্প-চ্ছলে সে কথার উল্লেখ করা হইতেছে—অতঃপর উদালকনামক আকণি—অকর্ণের পুত্র প্রণ করিয়াছিলেন । তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সোধোন করিয়া বলিলেন—আমরা মদ্রদেশে যজ্ঞশাস্ত্র (যজ্ঞবিদ্যা) অধ্যয়ন করত কপিবংশীয় পতঞ্চলের গৃহে বাস করিয়াছিলাম । তাহার পত্নী গন্ধর্ব্বকর্তৃক আবিষ্টা ছিল ; আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তুমি কে ? সে বলিল—আমি অগর্হণ—অগর্হণের পুত্র, আমার নাম কবন্ধ ॥ ১

সেই গন্ধর্ব্ব কপিবংশীয় পতঞ্চলকে এবং যাজ্ঞিকগণকে অর্থাৎ পতঞ্চলের শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে কাপ্য, তুমি কি সেই ‘হৃত্র’কে জান ? কোন হৃত্রকে ? যে ‘হৃত্র’ দ্বারা এই লোক অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্ম ও পরলোক—ভবিষ্যৎ জন্ম এবং ব্রহ্মাদি স্থাবরপর্য্যন্ত সমস্ত ভূতবর্গ সংদৃক্ত অর্থাৎ হৃত্রদ্বারা গ্রথিত মাল্যের স্তায় সম্যক্রূপে গ্রথিত রহিয়াছে—তুমি কি সেই হৃত্রাঙ্গাকে জান ? এইরূপ জিজ্ঞাসার পর কাপ্য সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক উত্তর করিলেন, হে ভগবন্ (পূজনীয়), না—আমি আপনার জিজ্ঞাসিত হৃত্রতত্ত্ব জানি না ॥ ২

সেই গন্ধর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত হৃত্র ও তদন্তঃপাতী অন্তর্ধামিবিষয়ক বিজ্ঞানের প্রশংসা-

পূৰ্বক পুনৰ্কার বলিলেন—হে কাপ্য, যে কোন লোক 'বর্গো'রূপে প্রকারে উক্ত সূত্রকে জানেন, এবং সূত্রান্তর্গত অগচ উক্ত সূত্রেরই নিরামক অন্তর্ধামীকে অবগত হন, সেই লোকই যথার্থ ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ পরমাত্মাকে জানেন ; সেই ব্যক্তিই লোকবিৎ, অর্থাৎ উক্ত অন্তর্ধামিকর্তৃক নিয়মিত পৃথিবাদি লোকসমূহ অবগত হন ; সেই ব্যক্তিই পৃথিব্যাদিলোকের অধিপতি অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাকে জানেন ; সর্ববিষয়ে প্রমাণস্বরূপ বেদসমূহও জানেন ; সূত্রাত্মা বাহাদের ধারণ করিয়া আছে, এবং অন্তর্ধামী বাহাদিগকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করিতেছেন, সেই ব্রহ্মাদি তৃণপর্যন্ত ভূতবর্গকেও জানেন ; এবং সেই অন্তর্ধামিকর্তৃক পরিচালিত ও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ববিধিষ্ট আত্মাকেও অবগত হন ; অধিক কি, সমস্ত জগতের যথার্থ স্বরূপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন । উক্ত গন্ধর্ব সূত্রাত্মা ও অন্তর্ধামি-বিষয়ক বিজ্ঞানের এইরূপে প্রশংসা করিলে পর, কাপ্য পতঞ্চল এবং আমরা প্রলুব্ধ হইয়া শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছিলাম । আমরা শ্রবণের জন্ত অতিমুখীভূত হইলে পর, সেই গন্ধর্ব আমাদের সূত্রাত্মা ও অন্তর্ধামি-বিষয়ক বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন । অতএব আমি গন্ধর্বের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া সূত্র ও অন্তর্ধামী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছি ; [তোমার কিন্তু সে বিজ্ঞান নাই ;] অতএব তে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যদি সেই সূত্রাত্মা ও অন্তর্ধামীকে না জানিয়া—যদি ব্রহ্মজ্ঞ না হইয়া এই সমস্ত ব্রহ্মগবী—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের স্বভূত (সম্পত্তি স্বরূপ) এই সমস্ত গো অত্মারপূর্বক লইয়া যাও, তাহা হইলে তুমি আত্মার শাপে দগ্ধ হইবে, এবং তোমার মস্তক সম্পূর্ণরূপে খসিয়া পড়িবে । ৩

এই কথার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গৌতমবংশজ উদালক, গন্ধর্ব তোমাকে যে সূত্রাত্মা ও অন্তর্ধামীর তত্ত্ব বলিয়াছিলেন, আমি সেই সূত্রাত্মা ও অন্তর্ধামীর তত্ত্ব জানি । যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিলে পর, উদালক বলিলেন—তুমি বাহা বলিলে, ইহা যে-কোন লোক অর্থাৎ অতিসাধারণ লোকেও বলিতে পারে । কি প্রকার ? নিজের প্রশংসা বা উৎকর্ষধ্যানের জন্ত [না জানিয়াও] 'আমি জানি, আমি জানি' [বলিতে পারে] ; কিন্তু সেরূপ আসার বাক্যব্যায়ে ফল কি ? কার্যতঃ তাহা দেখাও ; যে রকম জান, তাহা প্রকাশ করিয়া বল ॥ ১৭২ ॥ ১

স হোবাচ বায়ুর্বে গৌতম তৎ সূত্রম্, বায়ুনা বৈ গৌতম
সূত্রেশায়ক লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সন্দৃদ্ধানি

ভবন্তি, তস্মাদ্ভৈ গোতম পুরুষং প্রেতমাহুব্যাসং সিম্বতাস্মান্না-
নীতি, বায়ুনা হি গোতম সূত্রেণ সংদৃকানি ভবন্তীত্যেবমেবেতদ্
বাজ্রবক্ষ্যাস্তর্ঘ্যামিণং ক্রহীতি ॥ ১৭৩ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ (এবমুক্তঃ বাজ্রবক্ষ্যঃ) উবাচ হ—হে গোতম, বায়ুঃ
নৈ (প্রসিদ্ধা) তং (পূর্বোক্তং) সূত্রম্ । হে গোতম, বায়ুনা সূত্রেণ (সূত্র-
রূপেণ বায়ুনা) অরং (বর্তমানঃ) চ লোকঃ, পরঃ চ লোকঃ, সর্বাণি চ ভূতানি
(ব্রহ্মাদিস্তম্পপর্ধ্যস্তানি) সংদৃকানি (গ্রথিতানি) ভবন্তি । হে গোতম, তস্মাৎ
বৈ (এব হেতোঃ) প্রেতং (মৃতং) পুরুষম্ আহঃ (কথ্যম্) [ক্ষুনাঃ]—অস্ত
(মৃতস্ত) অঙ্গানি (অবয়বঃ) বাসংসিষত (বিশ্রুতানি, সূত্রনাশে মণয় ইব
বিপর্যস্তানীত্যর্থঃ) ইতি ; হি (যস্মাৎ) হে গোতম, বায়ুনা সূত্রেণ সংদৃকানি
(অঙ্গানি) ইতি । [উদালক আহ—] হে বাজ্রবক্ষ্য, এবমেব (ত্বয়া সূত্রং যথা
বর্ণিতং, তং তথৈবেত্যর্থঃ) ; [অতঃপরং] অন্তর্ঘ্যামিণং ক্রহি (কথ্যম্)
ইতি ॥ ১৭৩ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদঃ ।—[উদালকের কথা শুনিয়া] বাজ্রবক্ষ্য বলি-
লেন—হে গোতম, সূক্ষ্ম বায়ু হইতেছে তোমার জিজ্ঞাসিত সেই সূত্র ।
হে গোতম, বায়ুরূপ সূত্রদ্বারা এই লোক, পরলোক এবং ব্রহ্মাদি তৃণপর্ধ্যন্ত
সমস্ত ভূত গ্রথিত রহিয়াছে । হে গোতম, এইজন্যই মৃত ব্যক্তিরূপ
লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, ইহার হস্তপদাদি অঙ্গসমূহ
বিশ্রুত (শিথিলীভূত) হইয়াছে ; কেন না, বায়ুরূপ সূত্র দ্বারা
অঙ্গসমূহ বিধৃত হইয়া থাকে । [উদালক বলিলেন—] ঠিক এইরূপই,
অর্থাৎ তুমি যে প্রকার সূত্রের স্বরূপ নির্দেশ করিলে, তাহা ঠিক
সেইরূপই বটে ; এখন অন্তর্ঘ্যামীর স্বরূপ বর্ণনা কর ॥ ১৭৩ ॥ ২ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ।—স হোবাচ বাজ্রবক্ষ্যঃ । ব্রহ্মলোকা যস্মিন্ ওতাশ
প্রোতাশ বর্তমানে কালে, যথা পৃথিব্যাপ্পু ; তং সূত্রমাণমগম্যং বক্তব্যমিতি—
তদর্থং প্রশ্নান্তরমুখাপিতম্ ; অতন্তন্নির্ণয়ান্নাহ—বায়ুর্ভৈ গোতম, তং সূত্রম্, নান্তৎ ।
বায়ুরিতি সূক্ষ্মাকাশবৎ বিষ্টম্ভকং পৃথিব্যাদীনাম্, যদাঙ্গকং সপ্তদশবিধং লিঙ্গং
কর্ষবাসনাসমবায়ি প্রাণিনাম্, যং তং সমষ্টিবস্তুস্বাকম্, যন্ত বাহ্য ভেদাঃ সপ্ত
সপ্ত ব্রহ্মলগ্নাঃ—সমুদ্রভৌমোর্ধ্বাঃ, তদেতদ্ বায়ব্যং তৎ সূত্রমিত্যভিধীয়তে ।

বায়ুনা বৈ গোতম, সূত্রেণাষক্ লোকঃ পবন লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সন্-
 কানি ভবন্তি সংগ্রহিতানি ভবন্তীতি প্রসিদ্ধমেতৎ । অস্তি চ লোকে প্রসিদ্ধিঃ ;
 কথং ? বস্মায়ায়ুঃ সূত্রম্, বায়ুনা বিধৃতং সর্ষম্, তস্মান্নৈ গোতম, পুরুষঃ প্রেতমাহঃ
 কণবন্তি—ব্যস্তং সিবত বিস্রস্তানি অস্ত পুরুষশ্চানীতি । সূত্রাপগমে হি মণ্যাदीনাং
 প্রোতানাং বসন্তঃ সনৎ দৃষ্টম্, এবং বায়ুঃ সূত্রম্ : তস্মিন্ মণিবৎ প্রোতানি যদি
 অস্তীহানি সূত্র্যঃ, ততো যুক্তমেতৎ বায়ুপগমে অবশ্য সনমঙ্গানাম্, অতো বায়ুনা হি
 গোতম, সূত্রেণ সন্ কানি ভবন্তীতি নিগময়তি । এবম্বেবেতন্ যাগ্ৰবক্ষ্য, সম্যক্
 উক্তং সূত্রম্ ; তদন্তর্গতং তু ইদানীং তস্মৈব সূত্রশ্চ নিবস্তাবমন্তর্গ্যামিণ ক্রতীত্যুক্তং
 আহ—॥ ১৭৪ ॥ ২ ॥

লৌকিক। যাজ্ঞবল্ক্যে ভক্তস্তাপবানাহ—ব্রহ্মলোকা ইতি । ইত্যভীষ্টমাগমবিদাম্ ইত্যধা-
 ঙ্গতা আভ্যন্তেতি শব্দস্ত যোজন। প্রহৃতবৎ সূত্রবিষয়ং গোতমবাক্যম্ । বৈশদ্যার্থমাহ—
 নাস্তদ্বিতি । সূত্রেহে দৃষ্টান্তমাহ—আকাশবদ্বিতি । বায়ুমেব বিশিনতি—যদাস্তকমিতি । পুণ্য
 ভূতানি, দশ ব্রাহ্মানীন্দ্রিয়াণি, পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণঃ, চতুর্বিধমন্তঃ করণমিতি সপ্তদশবিধম্ । কর্ণাণাং
 বাসনানাং চোত্তরহৃষ্টিহেতুনাং প্রাণিভিবর্জিতানাং ত্রয়ত্বাদপেক্ষিতমেব লিঙ্গমিত্যাহ—
 কর্মেতি । তস্মৈব সামান্ত্যবিশেষায়না বহুকপত্বমাহ—বস্তদ্বিতি । তস্মৈব লোকপরীক্ষক-
 প্রসিদ্ধমাহ—বস্তেতি ।

তস্ত সূত্রম্ সাধয়তি—বাবুনেতি । প্রসিদ্ধমেতৎ সূত্রবিদামিতি শেষঃ । লৌকিক-
 প্রসিদ্ধিকেব প্রপূর্বকমনস্তবশতঃ বহুস্তেন স্পষ্টমিতি—কথমিত্যাদিনা । উক্তমেব দৃষ্টান্তেন
 বানাহ—সূত্রেত্যাদিনা । বাবোঃ সূত্রেহে সিদ্ধে ফলিতমাহ—অত ইতি ॥ ১৭৪ ॥ ২ ॥

‘ভাষ্যানুবাদ’ :—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, পৃথিবী যেরূপ জলেতে ওতপ্রোত-
 ভাবে আছে, তেমনি বর্তমান সময়ে সমস্ত ব্রহ্মলোক যাহাব মধ্যে ওতপ্রোত
 রহিয়াছে, আগমানুসাবে সেই ‘সূত্রেব’ প্রকৃত স্বরূপটি নিকপণ করিতে হইবে ;
 তদ্বিকপণার্থ ই এই নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে । অতএব তাহার (সূত্রেব)
 স্বরূপ নিকপণার্থ যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—হে গোতম, বায়ুই তোমার অভিপ্রেত
 সূত্র ; অন্ত কিছু নহে । এখানে বায়ু-শব্দে পৃথিব্যাদির বিধারক ও আকাশেব
 জ্ঞান সূক্ষ্ম বায়ু বুদ্ধিতে হইবে । প্রাণিগণের কর্ণ-বাসনা-সমবায়ী (কর্ণসংস্কার-
 বৃত্ত) সপ্তদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গশরীর যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, (১) যাহা সমষ্টি ও

(১) তাৎপৰ্য্য—“পঞ্চপ্রাণ-মনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমবিতম্ । শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্ম-
 তল্লিঙ্গমুচ্যতে ।” অর্থাৎ প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়,
 এই সপ্তদশ শব্দার্থের সমবায়ে রচিত শরীরের নাম—‘সূক্ষ্মশরীর’ ; ‘লিঙ্গশরীর’ ইহার নামান্তর ।
 এই লিঙ্গশরীর আবার সমষ্টি ও ব্যক্তিগত ; সমষ্টি লিঙ্গশরীর হিরণ্যগর্ভের আর ব্যক্তি লিঙ্গশরীর

ব্যক্তিরূপ, এবং সমুদ্রস্থিত তরঙ্গসংঘের জায় উনপঞ্চাশ বায়ু বাহার বাহু ভেদ; সেই বায়ুতরঙ্গই 'স্বত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

হে গৌতম, বায়ুরূপ স্বত্র দ্বারা যে, এই শলোক, পর লোক এবং সমস্ত ভূত সন্দুকে হইয়া—সম্যক্ গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা প্রসিদ্ধ কথা; জগতেও ইহা প্রসিদ্ধ; কিরূপে? যেহেতু বায়ুই স্বত্র এবং বায়ু দ্বারাই সমস্ত জগৎ বিশেষভাবে ধৃত । হে গৌতম, সেই হেতুই মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে— এই ব্যক্তির অঙ্গসমূহ বিশস্ত (শিথিলীভূত) হইয়াছে; স্বত্রের অভাবে, তৎসম্বন্ধ মণিপ্রভৃতির বিশংসন বা শিথিলীভাব দেখিতে পাওয়া যায়; বায়ুও ঠিক সেইরূপ স্বত্র । জীবের অঙ্গসমূহও যদি ঠিক মণিরই মত তাহাতে ওত-প্রোত (গ্রথিত) থাকে বলিয়াই শরীর হইতে বায়ু বহির্গত হইলে অঙ্গসমূহের বিশংসন বা অবসাদ হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয়; এই জন্যই, 'হে গৌতম, বায়ুরূপ স্বত্র দ্বারা সম্যক্ গ্রথিত হইয়া থাকে' বলিয়া পূর্বকথারই সমর্থন করিতেছেন । [গৌতম বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে; তুমি ঠিক উত্তর বলিয়াছ । এখন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী সেই স্বত্রেরই নিয়ামক অন্তর্ধামীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বল । এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন—॥১৭৩৯২॥

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদী
যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তোয ত আত্মান্তর্ধা-
ম্যমৃতঃ ॥ ১৭৪ ॥ ৩ ॥

সন্নলার্থঃ ।—[এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যাঃ
অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ), যং পৃথিবী ন বেদী (জানাতি), পৃথিবী যস্য শরীরং (শরীর-
স্থানীয়ং), যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরস্থঃ সন্) পৃথিবীং যময়তি (নিয়মেন পরিচাল-
য়তি), এবঃ (যথোক্তগুণসম্পন্নঃ) তে (তব) [অভিমতঃ] অমৃতঃ (অবিনাশী)
অন্তর্ধামী (অন্তঃস্থিহা সংযমনকারী) অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৭৪ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ ।—যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত ও পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ
এবং পৃথিবী যাহাকে জানে না; পৃথিবী যাহার শরীর, এবং যিনি
অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করিতেছেন; তিনিই তোমার
জিজ্ঞাসিত অবিনাশী অন্তর্ধামী আত্মা ॥ ১৭৪ ॥ ৩ ॥

অন্তান্ত জীবের, কিন্তু এখানে টীকাকার পক্ষভূত, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও অহংকরণ, এইরূপ
সত্ত্বেরই অংগরূপ ধরিয়াছেন ।

শাকরভাষ্যম্—যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ভবতি, সৌহৃদ্যামী । 'সর্কঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠতীতি সর্কত্র প্রসঙ্গো মাভূদिति বিশিনষ্টি—পৃথিব্যা অন্তরো-
হত্যন্তরঃ । 'জ্যেতং ত্বাং, পৃথিবী দেবতৈব অন্তর্ধ্যামীতি ; অত আহ—যমন্ত-
ধ্যামিণং পৃথিবী-দেবতাপি ন বেদ—মব্যাক্তঃ কন্দিষত ইতি । যন্ত পৃথিবী
শরীরম্—যন্ত চ পৃথিব্যেব শরীরম্, নাহুৎ, 'পৃথিবীদেবতাক্তং যৎ শরীরম্, তদেব
শরীরং যন্ত । 'শরীরগ্রহণং চোপলক্ষণার্থম্, করণঞ্চ পৃথিব্যাস্তত্ত্ব ; স্বকর্মপ্রবৃত্তং
'হি কার্যং করণঞ্চ পৃথিবীদেবতায়াঃ, তদন্ত স্বকর্মভাবাদন্তর্ধ্যামিণো নিতামুক্ত-
ত্বাৎ 'পরার্থকর্তব্যতাস্তাক্ষাৎ পরন্ত যৎ কার্যং করণঞ্চ, তদেবান্ত, ন স্বতঃ,
'তদাহ—যন্ত পৃথিবী শরীরমিতি । দেবতাকার্য্য-করণন্ত ঈশ্বরসাক্ষিমাত্রসান্নিধ্যেন
হি নিয়মেন প্রবৃদ্ধি-নিবৃত্তী স্তাতাম্, য ঈদৃগীশ্ববো নাংবাগপাথাঃ পৃথিবীং পৃথিবী
'দেবতাং যময়তি নিয়ময়তি স্বব্যাপাবে অন্তবঃ অভ্যন্তবতিষ্ঠন্, এষ তে আত্মা—
তে ভব, যম চ, সর্কভূতানাং চেতুপলক্ষণার্থমেতং, 'অন্তর্ধ্যামী, যন্তুবা পৃষ্ঠঃ, অম্নতঃ
সূর্যম্ সারথর্ব্ববজ্জিত ইত্যেতং ॥১৭৪॥৩।

টীকা । নিরন্তরীশ্বরন্ত লৌকিকনিয়ন্তৃৎ কাধ্যকরণবস্তুমাণত্বাহ—যন্ত চেতি । পৃথিব্যাঃ
শরীরবস্তুমেব, ন তু শরীরবস্তুমিতি আশঙ্ক্যাহ—পৃথিবীতি । পৃথিব্যা যৎ করণ, তদেব তন্ত করণং
চেতি যোজন্য । কথং পৃথিব্যাঃ শরীরেন্দ্রিয়বস্তুং, তদাহ—স্বকর্মেতি । অন্তর্ধ্যামিণোহপি
তথা কিং ন ত্বাং, তদাহ—তদন্তেতি । অন্তর্ধ্যামিণন্তদেব কাধ্যং করণং চ নান্তদিত্যত্র
হেতুমাহ—স্বকর্মেতি । তদেব হেতুগুরেণ ক্ষোরয়তি—পবার্ণেতি । যঃ পৃথিবীমিত্যাদি বাক্যন্ত
তাৎপর্য্যমাহ—দেবতেতি । তত্র বাক্যমবত্যাং ব্যাচষ্টে—য ঈদৃগিতি । নিরন্তাপৃথিবীদেবতা-
কার্য্যকরণাত্ম্যমেব কাধ্যকরণবস্তুমীদৃশম্ ॥ ১৭৪ ॥ ৩ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত আছেন, তিনিই অন্তর্ধ্যামী ।
ভাল, সকল লোকই পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছে ; সুতরাং সকলেই অন্তর্ধ্যামী
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তন্নিবৃত্তার্থ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—পৃথি-
বীর অন্তর অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ । তথাপি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অন্তর্ধ্যামী
হইতে পারে ; এইজন্য বলিতেছেন—পৃথিবীদেবতাও বাহাকে—যে অন্তর্ধ্যামীকে
জ্ঞানে না, 'অর্থাৎ আত্মার অভ্যন্তরে যে, ঐরূপ অন্ত কেহ রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে
পারে না । পৃথিবী বাহ্যর শরীর—পৃথিবীই বাহ্যর শরীর, বাহ্যর তদতিরিক্ত
শরীর নাই, অর্থাৎ পৃথিবী দেবতার বাহ্য শরীর, তাহাই বাহ্যর শরীর । শরীর
শব্দটি এখানে অস্ত্রান্ত করণবর্গের ও উপলক্ষণার্থ প্রযুক্ত হইরাছে ; বুঝিতে হইবে
যে, পৃথিবীর ইন্দ্রিয়াদি করণসমূহই তাহার করণ ; বিশেষ এই যে, পৃথিবী
দেবতার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই তাহার প্রাক্তন কর্মফলে লব্ধ, কিন্তু নিত্যমুক্ত

অন্তর্ধামী পুরুষের প্রাক্তন কর্ম না থাকায় এবং পরার্থপরতাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া, পরের বাহ্য দেহ ও ইন্দ্রিয়, তাহারই তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়, কিন্তু নিজস্ব কিছুই নাই ; 'এই' অতিপ্রায়ই 'পৃথিবী বাহার শরীর' কথার ব্যক্ত করা হইয়াছে । দেবতার যে, শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গ, সাক্ষিস্বরূপ ঈশ্বর-সামিথ্যই সে সমুদায়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ঘটাইয়া থাকে ; ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন, নারায়ণনামক যে ঈশ্বর পৃথিবীকে—পৃথিবীর দেবতাকে অন্তরে থাকিয়া যথানিয়মে কর্তব্যবিষয়ে নিয়মিত বা পরিচালিত করিতেছেন ; 'তিনি তোমার আত্মা', এই কথাটা উপলক্ষ্য মাত্র—বুঝিতে হইবে, তিনি তোমার, আমার এবং সর্বভূতের আত্মা । তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অন্তর্ধামী অমৃত অর্থাৎ জরামরণাদি সর্বপ্রকার সংসারধর্ম-বর্জিত ॥১৭৪॥৩॥

যোহপ্সু তিষ্ঠন্নন্ত্যোহন্তরো যমাপো ন বিতুর্বৃশ্চাপঃ শরীরং
যোহপোহন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মাস্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥ ১৭৫ ॥ ৪ ॥ ১

সরলার্থঃ :—[যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরাহ—] যঃ অপ্সু (জলেষু) তিষ্ঠন্, অন্ত্যঃ অন্তরঃ ; আপঃ (অবদেবতাঃ) যং ন বিতুঃ ; আপঃ যন্ত শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরস্থঃ সন্) অপঃ (জলানি) যময়তি (স্বকার্যে পরিচালয়তি), এবং তে (তব, সর্বেষাং চ) অন্তর্ধামী অমৃতঃ আত্মা, [ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] ॥১৭৫॥৪॥

মূলানুবাদঃ :—যিনি জলে আছেন, জল হইতে পৃথক্ ; জল-দেবতা বাহাকে জানে না ; জল বাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিজ কর্তব্যবিষয়ে পরিচালিত করেন, তিনি জোন্মর এবং সকলের অন্তর্ধামী অমৃত আত্মা ॥ ১৭৫ ॥ ৪ ॥

যোহর্মো তিষ্ঠন্নম্নেরন্তরো যময়িন্ বেদ যশ্চাশ্বিঃ শরীরং
যোহয়িনন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মাস্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥ ১৭৬ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ :—যঃ অর্মো তিষ্ঠন্, অগ্নেঃ অন্তরঃ অগ্নিঃ (অগ্নিদেবতা) যং ন বেদ, অগ্নিঃ যন্ত শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ অগ্নিঃ যময়তি, এতুঃ তে [অন্তেষাং চ] অন্তর্ধামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৭৬॥৫॥

মূলানুবাদঃ :—যিনি অগ্নিতে আছেন ; অগ্নির অভ্যন্তরস্থ ; অগ্নিদেবতা বাহাকে জানে না ; যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া অগ্নিকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্ধামী অমৃত আত্মা ॥ ১৭৬ ॥ ৫ ॥

যোহন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্ অস্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ
যশ্চাস্তরিক্ষুঃশরীরং যোহন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত-
আত্মাস্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭৭ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ ।—যঃ অস্তরিক্ষে তিষ্ঠন্, অস্তরিক্ষাৎ (অক্ষিণাৎ) অন্তবঃ (অভ্য-
ন্তরঃ) ; অস্তরিক্ষং (অস্তরিক্ষদেবতা) যং ন বেদ ; অস্তরিক্ষং যশ্চ শরীরম্ ; যঃ অন্তবঃ
(অভ্যন্তরবহঃ সন্) অস্তরিক্ষং যময়তি ; এষ তে অন্তর্ধামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৭৭ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদঃ ।—যিনি অস্তরিক্ষে আছেন, অস্তরিক্ষের অভ্যন্ত-
রস্থ ; অস্তরিক্ষ-দেবতা যাহাকে জানে না ; অস্তরিক্ষই যাহার শরীর,
এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া অস্তরিক্ষকে নিয়মিত করেন, তিনিই
তোমার অন্তর্ধামী অমৃত আত্মা ॥ ১৭৭ ॥ ৬ ॥

যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুন্ বেদ, যশ্চ বায়ুঃ
শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাস্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭৮ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ ।—যঃ বায়ৌ তিষ্ঠন্, বায়োঃ অন্তবঃ, বায়ুঃ (বায়ুদেবতা) যং
ন বেদ ; বায়ুঃ যশ্চ শরীরম্, যঃ অন্তবঃ সন্ বায়ুং যময়তি ; এষ তে (তব) অন্ত-
র্ধামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৭৮ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদঃ ।—যিনি বায়ুতে আছেন, বায়ুব অভ্যন্তর, বায়ু
যাহাকে জানে না ; বায়ু যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া
বায়ুকে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্ধামী অমৃত
আত্মা ॥ ১৭৮ ॥ ৭ ॥

যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোহন্তরো যং দ্বৌন বেদ, যশ্চ দ্বৌঃ
শরীরং, যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাস্তর্য্যাম্য-
মৃতঃ ॥ ১৭৯ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ ।—যঃ দিবি (দ্ব্যলোকে) তিষ্ঠন্, দিবঃ অন্তরঃ, দ্বৌঃ (দ্ব্যলোক-
দেবতা) যং ন বেদ ; দ্বৌঃ যশ্চ শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ দিবং যময়তি, এষ তে
(তব) অন্তর্ধামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৭৯ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদঃ ।—যিনি দ্ব্যলোকে অবস্থিত, এবং দ্ব্যলোকের
मध्ये বর্তমান, দ্ব্যলোক যাহাকে জানে না, দ্ব্যলোক যাহার শরীর এবং

যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া দ্যুলোককে স্বকার্যে নিয়োজিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্ধামী অমৃত আত্মা ॥ ১৭৯ ॥ ৮ ॥

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ, যশ্চাদিত্যঃ শরীরং, যঃ আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ তং আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥ ১৮০ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ—যঃ আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাং অন্তরঃ, আদিত্যঃ যঃ (অন্তর্ধ্যামিণং) ন বেদ, আদিত্যঃ যশ্চ শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ আদিত্যাং যময়তি, এষ তে (তব) অন্তর্ধ্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৮০ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদঃ—যিনি আদিত্যমণ্ডলে আছেন, আদিত্যমণ্ডল হইতেও অভ্যন্তর, আদিত্য যাহাকে জানে না, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্ধামী অমৃত আত্মা ॥ ১৮০ ॥ ৯ ॥

যো দিক্ষু তিষ্ঠন্ দিগ্ভ্যোহন্তরো যং দিশো ন বিদুর্হস্ত দিশঃ শরীরং যো দিশোহন্তরো যময়ত্যেষ তং আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥ ১৮১ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ—যঃ দিক্ষু (পূর্বাদিদিগ্ধমণ্ডলে) তিষ্ঠন্, দিগ্ভ্যঃ অন্তরঃ, দিশঃ যং ন বিদুঃ, দিশঃ যশ্চ শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ দিশঃ যময়তি, এষ তে (তব) অন্তর্ধ্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৮১ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদঃ—যিনি দিক্‌সমূহে অবস্থিত এবং দিক্‌সমূহ হইতে অভ্যন্তর, দিক্‌সমূহ যাহাকে জানে না, দিক্‌সমূহই বাহার শরীর যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া দিক্‌সমূহকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্ধামী অমৃত আত্মা ॥ ১৮১ ॥ ১০ ॥

যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন্ চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ, যশ্চ চন্দ্রতারকং শরীরং, যশ্চ চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ তং আত্মান্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥ ১৮২ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ—যঃ চন্দ্র-তারকে (চন্দ্রে তারকামণ্ডলে চ) তিষ্ঠন্, চন্দ্র-তারকাং অন্তরঃ, চন্দ্র-তারকং যং ন বেদ, চন্দ্র-তারকং যশ্চ শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ চন্দ্রতারকং যময়তি, এষ তে (তব) অন্তর্ধ্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৮২ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ১—যিনি চন্দ্রে ও তারকামণ্ডলে অবস্থিত এবং চন্দ্র ও তারকামণ্ডল হইতে অন্তর; চন্দ্র ও তারকামণ্ডল যাহাকে জানে না, অথচ চন্দ্র ও তারকামণ্ডলই বাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া চন্দ্র ও তারকামণ্ডলকে যথামিয়মে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী মরণরহিত আত্মা ॥ ১৮২ ॥ ১১ ॥

যং আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশান্তরো যমাকাশো ন বেদ, যস্মাকাশঃ শরীরং, য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮৩ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ—যঃ আকাশে তিষ্ঠন্, আকাশঃ অন্তরঃ, আকাশঃ (আকাশ-দেবতা) যং ন বেদ ; আকাশঃ যস্ত শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ আকাশং যময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৮৩ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ ১—যিনি আকাশে অবস্থিত, আকাশ হইতে অন্তর, আকাশ যাহাকে জানে না, অথচ আকাশই বাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আকাশকে নিয়মিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ॥ ১৮৩ ॥ ১২ ॥

যন্তমসি তিষ্ঠন্তুমসোহন্তরো যং তমো ন বেদ, যস্ত তমঃ শরীরং, যস্তমোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮৪ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ—যঃ তমসি (অন্ধকারে) তিষ্ঠন্, তমসঃ অন্তরঃ, তমঃ যং ন বেদ, তমঃ যস্ত শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ তমঃ নিয়ময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৮৪ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ ১—যিনি অন্ধকারে অবস্থিত, অন্ধকার হইতে অন্তর, অন্ধকার বাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্ধকারকে স্বকার্যে নিয়োজিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী মরণরহিত আত্মা ॥ ১৮৪ ॥ ১৩ ॥

যন্তেজসি তিষ্ঠন্তেজসোহন্তরো যং তেজো ন বেদ, যস্ত তেজঃ শরীরং যন্তেজোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ইত্যধিদৈবতম্, অথাধিভূতম্ ॥ ১৮৫ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ ।—যঃ তেজসি (প্রকাশে) তিষ্ঠন্, তেজসঃ অন্তরঃ, তেজঃ যৎ ন
ষেদ, তেজঃ যন্ত শরীরঃ, যঃ অন্তরঃ সন্ তেজঃ যময়তি এবং তৈ (তুং) অন্তর্যামী
অমৃতঃ আত্মা ; ইতি (ঐতৎপর্য্যন্তম্) অধিদৈবতং (দেবতামধিকৃত্য প্রবৃত্তম্) ।
অথ (অনন্তরং) অধিভূতং (ভূতানি অধিকৃত্য) [উচ্যতে] ৷ ১৮৫ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদঃ ।—যিনি তেজেতে আছেন, তেজঃ হইতে অন্তরঃ,
তেজঃ যাঁহাকে জানে না, তেজঃ যাহার শরীর, যিনি তেজের মধ্যে থাকিয়া
তেজকে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ;
এই পর্য্যন্ত দেবতাদিকারের কথা ; অতঃপর ভূত সম্বন্ধে কথা বলা
হইতেছে ॥ ১৮৫ ॥ ১৪ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।—সমানমতং । যঃ অপুতিষ্ঠন্, অগ্নাবন্তরিকে বায়ৌ
দিবি আদিত্যে দিক্ চন্দ্রতারকে আকাশে, বস্তুমসি আবরণাক্ষকে বাহ্যে তমসি,
তেজসি তদ্বিপরীতে প্রকাশসামান্যে, ইত্যেবমধিদৈবতম্ অন্তর্যামিবিষয়ং দর্শনং
দেবতাস্থ । অথাধিভূতং—ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্য্যন্তেষু অন্তর্যামিদর্শনমধিভূতম্ ॥
১৭১—১৮৫ ॥ ৪—১৪ ॥

টিকা । পৃথিবীপর্য্যয়ে দর্শিতঃ জায়ঃ পর্য্যায়ান্তরেষুতিদিশতি—সমানমতি । ১৭৫—
১৮৫ ॥ ৪—১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ ।—[চতুর্থ হইতে চতুর্দশ শ্রুতির অন্তান্ত্র অংশের ব্যাখ্যা]
তৎপূর্ব পূর্ব শ্রুতির ব্যাখ্যার অনুরূপ । যিনি জলে, অগ্নিতে, অন্তরিক্ষে, বায়ুতে,
হ্যালোকে, আদিত্যে, চতুর্দিকে, চন্দ্র ও তারকামণ্ডলে এবং আকাশে [অব-
স্থিত—ইত্যাদি] । যিনি তমে—আবরণস্বভাব বাহ্য অঙ্ককারে, তেজে অর্থাৎ
সমস্ত প্রকাশময় বস্তুতে (সাধারণতঃ বিজ্ঞান), এবংবিধ অন্তর্যামিবিষয়ে
অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক বিজ্ঞান কথিত হইল ; অতঃপর
অধিভূত অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত্র ভূতবিষয়ে অন্তর্যামি-বিজ্ঞান [অভিহিত
হইতেছে—] ১৭৫—১৮৫ ॥ ৪—১৪ ॥

যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোহন্তরো যৎ
সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্নশ্চ সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি
ভূতান্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্তর্যাম্যন্ত ইত্যধিভূতম্ ;
অথাধ্যাত্মম্ ॥ ১৮৬ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ ।—যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্, সর্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ অন্তরঃ, সর্বাণি

ভূতানি যং ন বিদুঃ, সৰ্ব্বাণি ভূতানি যন্ত শরীরম্, যঃ স্তম্ভরঃ সন্ সৰ্ব্বাণি ভূতানি
যময়তি ; এষঃ তে (তব) অন্তর্গামী অমৃতঃ আত্মা, ইতি (এতৎপর্যাস্তং) অধি-
ভূতম্ ; অথ (অতঃপরম্) অধ্যাত্মম্ (উচ্যতে) ॥১৮৬॥১৫॥

মূলানুবাদ ১—যিনি সমস্ত ভূতে আছেন, সমস্ত ভূতের
অভ্যন্তর, সমস্ত ভূত যাহাকে জানে না ; সমস্ত ভূত যাহার শরীর, এবং
যিনি সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত ভূতকে পরিচালিত করেন,
তিনি তোমার অন্তর্গামী অবিনাশী আত্মা ; এই পর্যাস্ত অধিভূত
অর্থাৎ ভূতাদিকারের কথা ; অতঃপর আত্মাদিকারের কথা বলা
হইতেছে ॥ ১৮৬ ॥ ১৫ ॥

যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ, যন্ত
প্রাণঃ শরীরং, যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেয ত আত্মান্তর্গাম্য-
মৃতঃ ॥ ১৮৭ ॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ প্রাণে (পঞ্চবৃত্তিয়ায়কে) তিষ্ঠন্ প্রাণাৎ অন্তরঃ, প্রাণঃ
যং ন বেদ ; প্রাণঃ যন্ত শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ সন্ প্রাণং যমতি, এষঃ তে অন্তর্গামী
অমৃতঃ আত্মা । [ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] ॥১৮৭॥১৬॥

মূলানুবাদ ১—যিনি প্রাণে আছেন, প্রাণের অভ্যন্তর, প্রাণ
যাহাকে জানে না, প্রাণই যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া
প্রাণকে স্বকার্যে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্গামী অবিনাশী
আত্মা ॥ ১৮৭ ॥ ১৬ ॥

যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোহন্তরো যং বাঙ্ন বেদ, যন্ত বাক্ শরীরং
যো বাচমন্তরো যময়ত্যেয ত আত্মান্তর্গাম্যমৃতঃ ॥ ১৮৮ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ বাচি তিষ্ঠন্ বাচঃ অন্তরঃ, বাক্ যং ন বেদ, বাক্ যন্ত
শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ বাচং যময়তি ; এষঃ তে (তব) অন্তর্গামী অমৃতঃ
আত্মা ॥১৮৮॥১৭॥

মূলানুবাদ ১—যিনি বাগিদ্রিয়ে আছেন, অথচ বাকের অন্তর ;
বাক্ যাহাকে জানে না ; বাক্ই যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে
থাকিয়া বাকের সংযমন করিয়া থাকেন ; তিনিই তোমার অন্তর্গামী
অমৃত আত্মা ॥ ১৮৮ ॥ ১৭ ॥

যশ্চক্ষুশি তিষ্ঠৎশ্চক্ষুষোহন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যশ্চ চক্ষুঃ
শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্ধাম্যমৃতঃ ॥ ১৮৯ ॥ ১৮ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ চক্ষুশি তিষ্ঠৎ, চক্ষুযঃ অন্তরঃ, চক্ষুঃ যং ন বেদ ; চক্ষুঃ
যশ্চ শরীরম্, যঃ অন্তরঃ (সন্) চক্ষুঃ যময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্ধামী অমৃতঃ
আত্মা ॥ ১৮৯ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ ১—যিনি চক্ষুতে আছেন, চক্ষু হইতেও অভ্যন্তর ;
চক্ষু যাহাকে জানে না, চক্ষু যাহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া চক্ষুকে
নিয়মিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্ধামী অবিনাশী আত্মা ॥ ১৭৯ ॥ ১৮ ॥

যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাদন্তরো যৎ শ্রোত্রং ন বেদ,
যশ্চ শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্ধাম্য-
মৃতঃ ॥ ১৯০ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রং অন্তরঃ, শ্রোত্রং (কৰ্ণ) যং ন
বেদ, শ্রোত্রং যশ্চ শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ (সন্) শ্রোত্রং যময়তি, এষঃ তে অন্তর্ধামী
অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৯০ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ ১—যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে আছেন, অথচ শ্রবণেন্দ্রিয়ের
অন্তর, শ্রবণেন্দ্রিয় যাহাকে জানে না, শ্রবণেন্দ্রিয় যাহার শরীর, এবং
যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার
অন্তর্ধামী অবিনাশী আত্মা ॥ ১৯০ ॥ ১৯ ॥

যো মনসি তিষ্ঠন্মনসোহন্তরো যং মনো ন বেদ যশ্চ
মনঃ শরীরং যো মনোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মাস্তর্ধাম্য-
মৃতঃ ॥ ১৯১ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ মনসি তিষ্ঠন্, মনসঃ অন্তরঃ, মনঃ যং ন বেদ, মনঃ
যশ্চ শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ (সন্) মনঃ যময়তি, এষঃ তে অন্তর্ধামী অমৃতঃ
আত্মা ॥ ১৯১ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ ১—যিনি মনে আছেন, অথচ মনের অন্তর, মন
যাহাকে জানে না, মন যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া মনকে
নিয়মিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্ধামী অবিনাশী আত্মা ॥ ১৯১ ॥ ২০ ॥

যন্তুচি তিষ্ঠন্তুচোহন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যন্তু ত্বক্ শরীরং
যন্তুচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৯২ ॥ ২১ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ ত্ৰিচি (ত্রিগিন্দিয়) তিষ্ঠন্ ত্ৰচঃ অন্তরঃ, ত্বক্ যং ন বেদ,
ত্বক্ যন্তু শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ সন্ ত্বচং যময়তি, এষঃ তে অন্তর্ধ্যামী অমৃতঃ
আত্মা ॥ ১৯২ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ ১—যিনি ত্রিগিন্দিয় আছেন, অথচ ত্রিগিন্দিয়ের
অভ্যন্তরস্থ, ত্রিগিন্দিয় যাহাকে জানে না, ত্রিগিন্দিয় যাহার শরীর, এবং যিনি
অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্রিগিন্দিয়কে যথানিয়মে প্রেরণ করেন, তিনি তোমার
অন্তর্ধ্যামী অবিনাশী আত্মা ॥ ১৯২ ॥ ২১ ॥

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ
যন্তু বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত-
আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৯৩ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ বিজ্ঞানে (বুদ্ধৌ) তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাং (বুদ্ধেঃ) অন্তরঃ,
বিজ্ঞানং যং ন বেদ, বিজ্ঞানং যন্তু শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ (সন্) বিজ্ঞানং যময়তি,
এষঃ তে অন্তর্ধ্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৯৩ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ ১—যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়া বুদ্ধি হইতে
পৃথক্, বুদ্ধি যাহাকে জানে না, বুদ্ধি যাহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে
থাকিয়া বুদ্ধির প্রেরণা করেন, তিনি তোমার অন্তর্ধ্যামী অমৃত
আত্মা ॥ ১৯৩ ॥ ২২ ॥

যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোহন্তরো যন্তু রেতো ন বেদ যন্তু
রেতঃ শরীরং যো রেতোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতোহ-
দৃষ্টো দ্রষ্টোহশ্রুতঃ শ্রোতাহমতো মন্তাহবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা,
নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টা নান্যোহতোহস্তি শ্রোতা নান্যোহতোহস্তি
মন্তা নান্যোহতোহস্তি বিজ্ঞাতা, এষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতোহ-
তদার্তম্ ; ততো হোদালক আরুণিরুপররাম ॥ ১৯৪ ॥ ২৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ে সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩।৭ ॥

সরলার্থঃ—যঃ রেতসি (প্রজননশক্তৌ) তিষ্ঠন্ রেতসঃ অন্তরঃ, রেতঃ যৎ ন বেদ, রেতঃ যন্ত শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ (সন্) রেতঃ বসয়তি, এষঃ তে অন্তর্ধামী অমৃতঃ আত্মা—অদৃষ্টঃ (দর্শনাগোচরঃ সন্) দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়া-গ্রাহ্যঃ সন্) শ্রোতা (শব্দানুভবসমর্থঃ), অমৃতঃ (মননাবিবয়ঃ সন্) মন্তা (মনো-বৃত্তিপ্রকাশকঃ), অবিজাতঃ (বুদ্ধেরগম্যঃ সন্) বিজ্ঞাতা (বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রকাশকঃ) অতঃ (অস্মাৎ অন্তর্ধামিণঃ) অতঃ দ্রষ্টা (চক্ষুরিन्द्रিয়দ্বারকজ্ঞানকর্তা) ন অস্তি ; এবং অতঃ অতঃ শ্রোতা ন অস্তি ; অতঃ অতঃ মন্তা (মননকর্তা) ন অস্তি ; অতঃ অতঃ বিজ্ঞাতা (বুদ্ধেঃ প্রকাশকঃ ন অস্তি । [হে উদ্যালক] এষঃ (দ্রষ্টৃত্বা-লক্ষণঃ) তে (তব—মম অত্রেবাং চ) অন্তর্ধামী অমৃতঃ (অবিনাশী) আত্মা ; অতঃ (অস্মাৎ অন্তর্ধামিণঃ) অতঃ (সর্বং বস্তু) আর্তঃ (বিনাশী) । ততঃ (যাঙ্কবক্ষ্যাত্তরশ্রবণানন্তরং) আকুণিঃ উদ্যালকঃ উপরামঃ ॥১৯৪॥২৩॥

মূলানুবাদঃ—যিনি রেতে (শুক্রে) অর্থাৎ উৎপাদনশক্তিতে আছেন, অথচ রেতের অন্তর, রেতঃ যাহাকে জানে না, রেত যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতের সংযমন করিয়া থাকেন ; তিনি তোমার অন্তর্ধামী অবিনাশী আত্মা । যিনি নিজে দর্শনগোচর হন না, অথচ সকলের দ্রষ্টা, নিজে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অথচ সকলের শ্রোতা ; নিজে মননের (মনোবৃত্তির) অবিষয়, অথচ মননকর্তা ; এবং বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য, অথচ বিজ্ঞাতা ; ইহার অতিরিক্ত মন্তা নাই, এবং ইহার অতিরিক্ত বিজ্ঞাতা নাই, ইনিই তোমার—কেবল তোমার নহে, সকলেরই অন্তর্ধামী অবিনাশী আত্মা ; এতদতিরিক্ত যাহা কিছু, সমস্তই আর্ত—বিনাশশীল । ইহার পর অকুণনন্দন উদ্যালক প্রশ্ন হইতে বিরত হইলেন ॥ ১৯৪ ॥ ২৩ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্—অথাধ্যাত্মম্—যঃ প্রাণে প্রাণবায়ুসহিতে ভ্রাণে, যো বাচি, চক্ষুষি, শ্রোত্রে, মনসি, ত্ৰিচি, বিজ্ঞানে বুদ্ধৌ, রেতসি প্রজননে । কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ পৃথিব্যাদিদেবতা মহাতাগাঃ সত্যঃ মহুঘাদিবৎ আত্মনি তিষ্ঠন্ত-মাশ্বনো নিয়ন্তারমন্তর্ধামিণং ন বিদুঃ ? ইত্যত আহ—১

অদৃষ্টঃ—ন দৃষ্টঃ ন বিষয়ীভূতশ্চক্ষুর্দর্শনশ্চ কণ্ঠচিৎ, স্বয়ন্ত চক্ষুষি সন্নিহিতত্বাৎ দৃশিস্বরূপঃ—ইতি দ্রষ্টা । তথা অশ্রুতঃ শ্রোত্রগোচরত্বমনাপন্নঃ কণ্ঠচিৎ, স্বয়ন্ত অলুপ্তশ্রবণশক্তিঃ, সর্বশ্রোত্রেষু সন্নিহিতত্বাৎ শ্রোতা ; তথা অমৃতঃ মনঃসকল-বিষয়তামনাপন্নঃ ; দৃষ্ট-শ্রুতে এষ হি সর্বঃ সকলয়তি ; অদৃষ্টত্বাদশ্রুতত্বাদেব

অমতঃ ; অলুপ্তমননশক্তিত্বাৎ সর্বমনঃসু সন্নিহিতত্বাচ্চ মন্তা ; তথা অবিজ্ঞাতঃ নিশ্চয়গোচরতামনাপন্নঃ রূপাদিবৎ স্খাদিবৎ, স্বয়ন্ত অলুপ্তবিজ্ঞানশক্তিত্বাৎ সান্নিধ্যাচ্চ বিজ্ঞাতা । তত্র যৎ পৃথিবী ন বেদ, যৎ সৰ্বং পি তুতানি ন বিদুরিতি চ—অন্তো নিরন্তব্যো বিজ্ঞাতারঃ, অন্তো নিরন্তা অন্তর্যামীতি প্রাপ্তম্ ; তদন্তাশঙ্ক্য-নিরন্তার্থমুচ্যতে—নাত্তোহতঃ—ন অতঃ, অতঃ অস্মাদন্তর্যামিণঃ, নাত্তোহস্তি দ্রষ্টা ; তথা নাত্তোহতোহস্তি শ্রোতা ; নাত্তোহতোহস্তি মন্তা ; নাত্তোহতোহস্তি বিজ্ঞাতা । যস্মাৎ পরো নাস্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা, যঃ অদৃষ্টঃ দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতঃ মন্তা, অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতা, অমতঃ সর্বসংসারধর্মবর্জিতঃ সর্ব-সংসারিণাং কর্মফলবিভাগকর্তা, এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যনুতঃ ; অস্মাদীশ্বরাদান্ননঃ অন্তঃ আর্ভম্ । ততো হ উদ্যালক আকর্ণিকপরাশাম ॥১৮৬—১৯৪ ॥১৫—২৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ে সপ্তমমন্তর্যামি-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥৩৭॥

টীকা । সর্বত্র প্রাণাদৌ তিষ্ঠন্তর্যামী তবাস্মৈতি সম্বন্ধঃ । বাক্যান্তর্য প্রথমপূর্বকরূপাণাং বাচ্যে—কস্মাদিত্যাধিনা । যথঃ মনসি, তথা বুদ্ধাবপি সন্নিধানাৎ জ্ঞাতৃত্বৈতি যাবৎ । তত্রৈতি পূর্বসম্বোধিতঃ । অধ্যয়মূলকক্মিতুমতো নাশ্চ ইত্যুক্তম্ । পদার্থান্ ব্যাকরোতি—অত ইতি । অস্তে দ্রষ্টা নাস্তীতি সম্বন্ধঃ । এষ ত ইত্যাদি বাক্যান্তার্থমাহ—যস্মাদিত্যা-ধিনা ॥ ১৮৬—১৯৪ ॥ ১৫—২৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাদ্যষ্টটীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্ত সপ্তমমন্তর্যামি-ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অতঃপর অধ্যাত্ম (দেহ-সম্বন্ধী) অন্তর্যামীর কথা বলা হইতেছে । যিনি প্রাণে অর্থাৎ প্রাণসংযুক্ত ব্রাণেন্দ্রিয়, যিনি বাগিন্দ্রিয়, চক্ষুতে, শ্রবণেন্দ্রিয়, মনে, স্বকে, বিজ্ঞানে—বুদ্ধিতে, রেতে অর্থাৎ প্রজ্ঞানে—উৎপাদনশক্তিতে [বর্তমান] । ভাল কথা, পৃথিবীপ্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ মহাভাগ্যবতী অর্থাৎ অলৌকিক মহিমাম্বিত হইয়াও কি কারণে সাধারণ মনুষ্যাদির গায় নিজের অভ্যন্তরে স্থিত নিজেরই পরিচালক অন্তর্যামীকে জানিতে পারে না ? এইজন্ত বলিতেছেন—১

[তিনি] অদৃষ্ট—দৃষ্ট নহে অর্থাৎ কাহারই চাক্ষুষ দর্শনের বিষয়ীভূত হন না, কিন্তু নিজে স্বপ্রকাশস্বরূপে সর্বদা চক্ষুতে বিদ্যমান থাকেন বলিয়া দ্রষ্টা ; সেইরূপ, অশ্রুত অর্থাৎ কাহারই শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে, অথচ তাঁহার নিজের শ্রবণশক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না ; সকল শ্রবণেন্দ্রিয় তাহার সন্নিধান আছে বলিয়া তিনি শ্রোতা । এইরূপ তিনি মানসিক সংকল্প ও বিকল্পের বিষয়ীভূত নহে ; কারণ, বাহ্য চক্ষুঃ দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রবণ দ্বারা শ্রুত হয়, মনঃ

তদ্বিষয়েই সংকল্প করিতে, পারে, কিন্তু অন্তর্যামী যখন অদৃষ্ট এবং অশ্রুত, তখন তদ্বিষয়ে মনের সংকল্প করিবার ক্ষমতা নাই ; কাজেই তিনি অমত ; তাঁহার মনন-শক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না, এবং নিখিল মনেতেই তাঁহার নিত্য সন্নিধান রহিয়াছে ; এই কারণে তিনি মন্তা (মননকর্তা) ; সেইরূপ তিনি অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ বাহ্য রূপরসাদির জ্ঞায় এবং আস্তর সুখ-দুঃখাদির জ্ঞায় নিশ্চরাত্মক জ্ঞানের বিপরীত হন না, অথচ তাঁহার জ্ঞানশক্তি কখনও বিলুপ্ত না হওয়ায় এবং নিরন্তর বিজ্ঞানক্ষেত্র বুদ্ধিতে সন্নিহিত থাকায় তিনি নিজে বিজ্ঞাতা । এখানে ‘পৃথিবী’ যাহাকে জানে না, এবং সমস্ত ভূত যাহাকে জানে না বলায় শঙ্কা হইতে পারে যে, পৃথিবী-দেবতা-প্রভৃতি যাহারা বিজ্ঞাতার নিয়ন্তব্য—সংযমনের বোগ্য, তাহারা অজ্ঞ, আর যিনি সে সমুদয়ের নিয়মনকারী অন্তর্যামী, তিনি অজ্ঞ ; এইরূপ ভেদাশঙ্কা নিবারণের জন্ত বলা হইতেছে যে, ‘নাহোহতোহস্তি’ ইতি । ২

উক্ত অন্তর্যামীর অতিরিক্ত অজ্ঞ কোন দ্রষ্টা নাই, এবং ইহার অতিরিক্ত অপর শ্রোতাও নাই ; ইহার অতিরিক্ত অপর কেহ মন্তা—মননকর্তা নাই, এবং ঐতু-দতিরিক্ত আর বিজ্ঞাতাও নাই । যাহার অতিরিক্ত দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই, যিনি স্বয়ং অপরের অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা ; অপরের অশ্রুত, অথচ শ্রোতা ; অপরের অমত, অথচ মন্তা, এবং অজ্ঞের অবিজ্ঞাত হইয়াও স্বয়ং বিজ্ঞাতা অর্থাৎ সাংসারিক সর্বধর্মবিবর্জিত—সাংসারিগণের কর্মফল বিভাগ করিয়া দিতেছেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা । এই অন্তর্যামিসংজ্ঞক আত্ম-স্বরূপ ঈশ্বরের অতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই আর্জ (বিনাশশীল) একথার পর অরূপ-নন্দন—আরুণি উদালক বিরত হইলেন ॥১৮৬—১২৪॥১৫—২৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তম অন্তর্যামী-

ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৩৭॥

অষ্টমঃ ব্রাহ্মণম্ ।

আভাসভাষ্যম্ ।—অতঃ পরম্ ‘অশনায়াদিবিনির্গন্তং নিরূপাধিকং
সাক্ষাদপরোক্ষাং সর্বাস্তরং ব্রহ্ম বক্তব্যমিত্যত আরম্ভঃ—

আভাস ভাষ্যের অনুবাদ ।—অতঃপর অশনায়াদি সংসারবর্ধ-
বর্জিত নিরূপাধিক সাক্ষাৎ অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ চৈতন্যাত্মক) ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ
করিতে হইবে ; এইজন্ত পরবর্তী প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে—

অথ ই বাচরব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হস্তাহমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ
‘প্রক্ষ্যামি, তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি, ন বৈ জাতু যুগ্মাকমিমং কশ্চিদ্
ব্রহ্মোত্তং জেতেতি, পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১৯৫ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীং সর্বোপাধিবর্জিতং সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপং
নিরূপয়িতুং প্রকরণমারভ্যতে—‘অথ হ’ ইত্যাদি ।]

অথ (অনস্তরম্) [পূর্বং যাজ্ঞবল্ক্যেন বলাম্বিবারিতা বাচরবী গার্গী পুনরপি
যাজ্ঞবল্ক্যং প্রষ্টুং ব্রাহ্মণানুজ্ঞাং প্রার্থয়মানা] উবাচ—ভোঃ ভগবন্তঃ (পূজনীয়াঃ)
ব্রাহ্মণাঃ, হস্ত (অনুকম্পারাম্) অহং ইমং যাজ্ঞবল্ক্যং (দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি ;
[সঃ] তৌ (প্রশ্নৌ) চেং (বন্ধি) বক্ষ্যতি (প্রশ্নোত্তরং কথয়িষ্যতি), [তর্হি]
যুগ্মাকং মধ্যে কশ্চিং (কশ্চিদপি) জাতু (কদাচিদপি), ব্রহ্মোত্তং (ব্রহ্মবাদিনং)
ইমং (যাজ্ঞবল্ক্যং) ন বৈ (নৈব) জেতা (জেয়তি) ইতি । [এবমুক্তা ব্রাহ্মণা
উচুঃ] হে গার্গি, পৃচ্ছ (প্রশ্নং কুরু) ইতি ॥ ১৯৫ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ ।—এখন সর্বোপাধিরহিত অপরোক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ
নিরূপণার্থ এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । ইতঃপূর্ববৎ যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে
মন্তক-পতনের ভয় প্রদর্শন করিয়া প্রশ্ন হইতে বিরত করিয়াছিলেন ;
[সেই কারণে গার্গী এখন প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্নের
অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন ।—]

অতঃপর বাচরবী (গার্গী) বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ,
[আপনারা অনুমতি করুন,] আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিব । যাজ্ঞবল্ক্য যদি আমার সেই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিতে পারেন, তাহা

হইলে আপনাদের মধ্যে কেহ কখনও এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করিতে পারিবেন না । [এই কথার পর ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—] হে গার্গি, তুমি প্রশ্ন কর ॥ ১৯৫ ॥ ১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—অথ হ বাচকব্যুবাচ । পূৰ্ব্বং যাজ্ঞবল্ক্যেন নিষিদ্ধা মূৰ্দ্ধপাতভয়ানুপরতা সতী পুনঃ প্রষ্টুং ব্রাহ্মণানুজ্ঞাং প্রার্থয়তে—হে ব্রাহ্মণাঃ ভগবন্তঃ পূজ্যবন্তঃ, শৃণুত মম বচঃ ; হন্ত অহমিমাং যাজ্ঞবল্ক্যং পুনৰ্হো প্রশ্নো প্রক্যামি, যত্ত্বমুত্তরিভবতামস্তি ; তৌ প্রশ্নো চেদ্ যদি বক্ষ্যতি কথয়িষ্যতি মে, কথঞ্চিৎ ন বৈ জাতু কদাচিৎ যুস্মাকং মধ্যে ইমাং যাজ্ঞবল্ক্যং কশিচ্ ব্রহ্মোক্তং ব্রহ্মবদনং প্রতি, জেতা—ন বৈ কশিৎ ভবেৎ—ইতি । এবমুক্তা ব্রাহ্মণা অনুজ্ঞাং প্রদত্তাঃ—পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১৯৫ ॥ ১ ॥

টীকা । পূৰ্ব্বস্মিন্ ব্রাহ্মণে হুতান্তর্ধ্যামিণৌ প্রশ্নপ্রত্যুক্তিভ্যাং নির্দ্ধারিতৌ, সম্ভূতান্তরব্রাহ্মণ-তাৎপর্যমাহ—অতঃ পরমিতি । সাপাখিকবস্তুনির্দ্ধারণানন্তর্য্যামর্থশকার্থঃ । নমু যস্মাদ্ ভয়ানুগাৰ্গী পূৰ্ব্বমুপরতা, তস্ত তদবস্থ্যং কথং পুনঃ সা প্রষ্টুং প্রবর্ততে ? তত্রাহ—পূৰ্ব্বমিতি । হন্তে-তান্ত্যর্থমাহ—যদীতি । ন বৈ জাহ্বিতি প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—কদাচিদিত্যাদিনা । অযয়ঃ দর্শয়িতুং কশিচ্চিৎ পুনরুক্তিঃ ॥ ১৯৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—অতঃপর বাচকব্যু গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি পূৰ্বে যাজ্ঞবল্ক্যের নিষেধের পর, মস্তক পড়িবার ভয়ে প্রশ্ন হইতে বিরতা হইয়া ছিলেন । সেই জন্ত এখন পুনর্বার প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে ব্রাহ্মণগণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আপনারা জ্ঞানার কথা শ্রবণ করুন । যদি আপনাদের অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি এই যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব ; যাজ্ঞবল্ক্য যদি আমার সেই দুইটী প্রশ্নের উত্তর বলিতে পারেন, তাহা হইলে [বুঝিবেন যে,] আপনাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি কখনও কোন প্রকারেও এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে জয় করিতে পারেন । গার্গী এই কথা বলিলে পর, ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা-প্রদানপূর্বক বলিলেন—হে গার্গি, তুমি প্রশ্ন কর ॥ ১৯৫ ॥ ১ ॥

সা হোবাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাস্থ্যো বা বৈদেহো বোত্রপুল উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃহা হো বাণবন্তো মপত্ন্যতি-ব্যধিনো হস্তে কৃত্বোপোত্তিষ্ঠেদেবমেবাহং ত্বা দ্বাত্যাং প্রশ্নাত্যা-মুপোদস্থাং, তৌ মে ক্রহীতি, পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১৯৬ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ—সা (ব্রাহ্মণেভ্য এবং লঙ্কামুমতিঃ গার্গী) উবাচ হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, কাশ্যঃ (কাশিপ্রদেশীয়ঃ) বা, বৈদেহঃ (বিদেহজঃ) বা উগ্রপুত্রঃ (বীরঃ) যথা উজ্জ্যং (জ্যামুক্তং) ধনুঃ অধিজ্যং (সজ্যং) কৃত্বা সপত্ন্যতিব্যাধিনৌ (শত্রুঘাতিনৌ) দ্বৌ বাণবন্তৌ (ফলকসংযুক্তৌ শরৌ) হস্তে কৃত্বা উপোত্তিষ্ঠেৎ (শত্রুং প্রতি গচ্ছেৎ), এবম্ এব (তদ্বদেব) অহং দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যাং ত্বা (ত্বাং) উপোদস্থ্যং (উপস্থিতঃ ভবামি) । মে (মম) তৌ (প্রশ্নৌ) ক্রহি (কথয়) । [এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে গার্গি, [ত্বং] পৃচ্ছ (প্রশ্নং কুরু) ইতি ॥১৯৬াং॥

মূলানুবাদ :—[ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিয়া] গার্গী বলিতে লাগিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কাশীপ্রদেশীয় কিংবা বিদেহদেশীয় উগ্রপুত্র অর্থাৎ বীরসন্তান যেমন গুণমুক্ত ধনুকে গুণযুক্ত করিয়া শত্রুসংহারী ফলকায়ুক্ত দুইটী বাণ হস্তে করিয়া [বিপক্ষের অভিমুখে] উপস্থিত হয়, তদ্রূপ আমিও দুইটী প্রশ্ন লইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি; তুমি আমার সেই প্রশ্ন দুইটির উত্তর বল । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে গার্গি, তুমি প্রশ্ন কর ॥ ১৯৬ ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—লঙ্কামুজ্জা যাজ্ঞবল্ক্যম্ সা হ উবাচ—অহং বৈ ত্বা ত্বাং বৌ প্রশ্নৌ—প্রক্ষ্যামীত্যনুষঙ্গ্যাতে । কো তাবিতি জিজ্ঞাসায়াং তরোহৃক্কন্তরহৃৎ দ্বোতরিত্বং দৃষ্টান্তপূর্ব্বকং তাবাহ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যথা লোকে কাশ্যঃ—কাশিযু ভবঃ কাশ্যঃ; প্রসিদ্ধং শৌর্য্যং কাশ্যে; বৈদেহো বা বিদেহানাং বা রাজা, উগ্রপুত্রঃ শূরায়ঃ ইত্যর্থঃ । উজ্জ্যং অবতারিতজ্যাকং ধনুঃ পুনরধিজ্যম্ আরোপিতজ্যাকং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ—বাণশব্দেন শরাগ্রে যো বংশথণ্ডঃ সন্ধীয়তে, তেন বিনাপি শরো ভবতীত্যতো বিশিনষ্টি—বাণবস্তাবিতি । তৌ দ্বৌ বাণবন্তৌ শরৌ—তয়োরেব বিশেষণম্—সপত্ন্যতিব্যাধিনৌ শত্রোঃ পীড়াকরাবতিশয়েন, হস্তে কৃত্বা উপোত্তিষ্ঠেৎ—সমীপত আত্মানং দর্শয়েৎ, এবমেব অহং ত্বা ত্বাং শরহানীরাভ্যাং প্রশ্নাভ্যাং দ্বাভ্যাম্ উপোদস্থ্যং উখিতবত্যস্মি ত্বৎসমীপে; তৌ মে ক্রহীতি—ব্রহ্মবিৎ চেৎ । আহেতরঃ—পৃচ্ছ গার্গীতি ॥১৯৬াং॥

টীকাঃ সন্ধীয়তে, স উচ্যত ইতি শেবঃ । প্রথমোরবস্তপ্রত্যন্তরগীয়ত্বে ত্রিকিষ্টত্বাঙ্গীকারো হেতুরিত্যাহ—~~ক্রহ~~বিচ্ছেদিতি ॥ ১৯৬ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—গার্গী ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লাভ করিয়া সঙ্ঘোদনপূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন; হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমি তোমাকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব ।

সেই প্রশ্ন দুইটা কি কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় তাহা নির্দেশ করিতেছেন এবং সেই প্রশ্ন দুইটা যে, দ্রুতর (উহার উত্তর দেওয়া যে, কঠিন), তাহা বুঝাইবার জন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক সেই প্রশ্ন দুইটা বলিতেছেন—‘হে যাজ্ঞবল্ক্য, জগতে কাশ—কাশিপ্রদেশজাত—কাশিপ্রদেশীয় লোকের বীরত্ব জগদ্বিখ্যাত ; সেই কাশ কিংবা বৈদেহ—বিদেহাধিপতি’ উগ্রপুত্র—বীরসন্তান যেমন উজ্জ্য—যাহা হইতে গুণ খোলা হইয়াছে, এমন ধনুকে পুনর্বীর অধিজ্য করিয়া অর্থাৎ তাহাতে পুনরায় গুণ যোজনা করিয়া, বাণযুক্ত—শরের অগ্রভাগে যে, এক খণ্ড বংশফলক সংযোজিত করা থাকে, এখানে ‘বাণ’ শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে’; কারণ, ঐরূপ বংশখণ্ড ছাড়াও শর প্রস্তুত হইতে পারে ; এই জন্ত এখানে বিশেষ করিয়া ‘বাণবন্তো’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে । বাণবন্ত ও সপত্ন্যতিব্যাদী অর্থাৎ শত্রুর অতিশয় পীড়াদায়ক দুইটা শর হস্তে করিয়া [বিপক্ষের] সমীপে আত্ম-প্রকাশ করে অর্থাৎ উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ শরস্থানীয় দুইটা প্রশ্ন লইয়া আমিও তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি । যদি ব্রহ্মবিৎ হও, তবে আমার সেই প্রশ্ন দুইটার উত্তর বল । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, তুমি জিজ্ঞাসা কর ॥১১৬॥২॥

সাহোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা,
দ্যাবাপৃথিবী ইমে, যদভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে,
কস্মিন্ প্রস্তুদোতঞ্চ প্রোতক্ষেতি ॥ ১১৭ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ১—সাহ (গার্গী) উবাচ হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যৎ (সূত্রং) দিবঃ (দ্যালোকাৎ—উর্দ্ধাণ্ডকপালাৎ) উর্দ্ধম্, যৎ পৃথিব্যাঃ (অধোহণ্ডকপালাৎ) অবাক্ (অধঃ), যৎ ইমে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরা (অনয়োঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ মধ্যো), যৎ ভূতং (অতীতং) চ, ভবৎ (বর্তমানং) চ, ভবিষ্যৎ (পরভাবি) চ—ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [শাস্ত্রবিদঃ], তৎ (সূত্রং) কস্মিন্ (বস্তুনি) ওতং চ প্রোতং চ ? ইতি ॥১১৭॥৩॥

মূলানুবাদ ১—গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, পণ্ডিতগণ পূর্বকথিত যে সূত্রে দ্যালোকের—ব্রহ্মাণ্ডাবরণ উর্দ্ধকপালের উপরে, যে সূত্রে পৃথিবীর—অধঃকপালের অবাক্* অর্থাৎ নিম্নবর্তী, যাহাকে এই দ্যালোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী এবং যাহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ; জিজ্ঞাসা করি, সেই সূত্র আবার কোথায় ওত*প্রোত রহিয়াছে ? ॥ ১১৭ ॥ ৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—সাহোবাচ—যদুর্দ্ধম্ উপবি দিবোহণ্ডকপালাং, যচ্চ
অবাক্ অধঃ পৃথিব্যাঃ অধোহণ্ডকপালাং, যচ্চ অন্তরা মধ্যে দ্বাবাপৃথিবী দ্বারা-
পৃথিব্যোবণ্ডকপালয়োঃ, ইমে চ দ্বাবাপৃথিবী, যদুভূতং, যচ্চাতীতং, ভবচ্চ বর্তমানং
স্ব্যাপাবহুং, ভবিষ্যচ্চ বর্তমানাদুর্দ্ধকালভাবি লিঙ্গগম্য—যৎ সৰ্বমেতদাচক্ষতে
কথয়ন্তি আগমতঃ, তৎ সৰ্বং দ্বৈতজাতং যন্মিন্নেকৌভবতীত্যর্থঃ । তৎ সূত্রসংজ্ঞা
স্বর্কেণ কল্পিন্ ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ—পৃথিবীধাতুবিনাপ্সু ॥১৯৭॥৩॥

টীকা । সূত্রস্তাধাঃ প্রথমো ক্রমিতি সৰ্বং জগদনন্ততে । তত্রাচ—তৎ সঙ্গীমিতি ।
পুৰ্ব্বোক্তং সৰ্বজগদাক্রমিতি শাবৎ ॥ ১৯৭ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহা দ্যলোকেব—বন্ধা-
ণ্ডাবরণ উর্দ্ধকপালের বা উর্দ্ধ খণ্ডেব উপরে, পৃথিবীর—অর্থাৎ নিম্নবর্তী অণ্ডকপা-
লের অবাক্—অধঃ, যাহাকে এই পৃথিবী ও দ্যলোকেব মধ্যবর্তী, এবং যাহাকে
ভূত—অতীত, ভবং—বর্তমানকালীন—যাহা নিজ নিজ ব্যাপাবক্ষম অবস্থায়
বর্তমান ও যাহা ভবিষ্যৎ অর্থাৎ বর্তমান কালের পবতানী—শুধু অনুমানগম্য—
যাহাকে এই সর্বময় বলিয়া শাস্ত্রেব সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ
উল্লিখিত সমস্ত দ্বৈত জগৎ যাহাতে যাউবা একীভূত হইয়া থাকে, পুৰ্ব্বোক্ত
সেই সূত্র কোণাথ ওত-প্রোতভাবে—পৃথিবী যেমন জলের মধ্যে আছে, তেমনি
সন্নিবিষ্ট বহিবাছে ? ॥ ১৯৭ ॥ ৩ ॥

সাহোবাচ যদুর্দ্ধম্ গার্গী দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা
দ্বাবাপৃথিবী ইমে, যদ্ ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে, আকাশে
তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চতি ॥ ১৯৮ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ ১—[এবং পৃষ্ঠঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ গার্গীমাহ—] হে গার্গী, যৎ (তদুক্ত
সূত্রং) দিবঃ উর্দ্ধম্, যৎ পৃথিব্যাঃ অবাক্ (অধঃ), যৎ ইমে দ্বাবাপৃথিবী অন্তরা,
যৎ ভূতং চ, ভবং চ, ভবিষ্যৎ চ—ইতি আচক্ষতে, তৎ সূত্রং (বায়ুরূপং) আকাশে
ওতং চ প্রোতং চ [কৃতব্যাক্থ্যানমেতৎ সৰ্বম্] ইতি ॥১৯৮॥৪॥

মূলানুবাদ ১—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গী, তোমার,
জিজ্ঞাসিত যে সূত্রে পণ্ডিতগণ দ্যলোকের উপরে, পৃথিবীর নীচে,
দ্যলোক ও পৃথিবীর মধ্যে এবং ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সর্ব বস্তুময়
বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই সূত্র—বায়ুরূপী সূত্র আকাশে ওতপ্রোতভাবে
রহিয়াছে ॥ ১৯৮ ॥ ৪ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ।—স হোবাচৈতরঃ—হে গার্গি, যৎ স্বয়াক্রমুর্জং দিব-
ইত্যাদি, তৎ সর্বাং—যৎ স্বত্রমাচক্ষতে—তৎ স্বত্রম্, আকাশে তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ,
যদেতদ ব্যাকৃতং স্বত্রায়কং জগদব্যাকৃতাকাশে অস্মু ইব পৃথিবীষাতুঃ, ত্রিষপি
কালেষু বর্ততে—উৎপত্তৌ স্থিতৌ লয়ে চ ॥১৯৮॥৪॥

টীকা। যথাশ্রমমন্ডু, প্রতীক্ষিতাদিতে—স হোবাচৈতি । তাং ব্যাচষ্টে—যদেতদিতি ।
যজ্ঞগম্যাকৃতং স্বত্রায়কমেতদব্যাকৃতাকাশে বর্তত ইতি সম্বন্ধঃ । ত্রিষপি কালেষু বর্তন্তঃ,
তদানন্তি—উৎপত্তাবিতি ॥ ১৯৮ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, তুমি যে, বলিয়াছ,
“উর্জং দিবঃ” (দ্র্যলোকের উপরে) ইত্যাদি, তাহা সেই স্বত্র,—যাহাকে
সর্বাশ্রক স্বত্র বলিয়া নির্দেশ করা হয়, সেই স্বত্র আকাশে ওতপ্রোত আছে—
স্বল্প পৃথিবী বেরূপ জলের মধ্যে আছে, তদ্রূপ ব্যাকৃত বা অভিব্যক্তাবস্থাপন্ন এই
জগৎ-রূপ স্বত্রও অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত বা অপঙ্কীকৃত স্বল্প) আকাশে—উৎপত্তি,
স্থিতি ও প্রলয়, এই অবস্থাত্রেয়েই বর্তমান রহিয়াছে ॥১৯৮॥৪॥

স। হোবাচ নমস্তেহস্ত যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যাবোচোহপরস্মৈ
ধারয়স্বেতি, পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১৯৯ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ ।—[যাজ্ঞবল্ক্যো নমস্কৃত্য] সা (গার্গী) উবাচ হ—হে যাজ্ঞ-
বল্ক্য, তে (তুভ্যং) নমঃ (নমস্কারঃ) অস্ত্ব (অহং ত্বাং প্রণমামি ইত্যর্থঃ), যঃ
(ত্বং) মে (মম) এতং (উক্তং প্রশ্নং) ব্যাবোচঃ (বিশেষণেণ উক্তবান্ অসি);
[অতঃপরং] অপরস্মৈ (দ্বিতীয়স্মৈ) প্রশ্নায় ধারয়স্ব (মৎপ্রষ্টব্য-দ্বিতীয়প্রশ্নার্থ-
ধারণার্থম্ আশ্বানং দৃঢ়ীকুরু) ইতি । ৫ এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—[হে গার্গি,
পৃচ্ছ (প্রশ্নং প্রকাশয়েতর্থঃ) ইতি ॥১৯৯॥৫॥

মূলানুবাদ ।—[যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নের উত্তর দিলে পর, গার্গী
বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার করি,—যে তুমি
আমার এই প্রশ্নের উত্তর উত্তর দিয়াছ; এখন অপর প্রশ্নের জন্য
আপনাকে দৃঢ় কর । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন] হে গার্গি, তুমি জিজ্ঞাসা
কর ॥ ১৯৯ ॥ ৫ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ।—পুনঃ সা হোবাচ—নমস্তেহস্তিত্যাদিপ্রশ্নস্ত হর্ষচঙ্-
প্রদর্শনার্থম্ । যো মে মম এতং প্রশ্নং ব্যাবোচঃ বিশেষণোক্তবানসি । এতচ্চ
হর্ষচঙ্কে কারণম্—স্বত্রমেব তাবদগম্যমিতরৈর্হর্ষচাচ্যম্, কিন্তু তৎ বস্তুমোতঞ্চ

প্রোতক্ষেতি ; অতো নমোহস্ত তে তুভ্যাম্ । অথরশ্মৈ দ্বিতীয়ায় প্রণায় ধারয়স্ব
দৃঢ়ীকৃত্ব আত্মানমিত্যর্থঃ । পৃচ্ছ গার্গীতি ইতর আহ, ॥১৯৯॥৫॥

টীকা । ১৯৯ ৫ ৥

ভাষ্যানুবাদ ১—গার্গী পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন । নিজের প্রশ্নের দুর্লভত্ব
অর্থাৎ আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, ইহা বুঝাইবার জন্ত বলিলেন—তুমি
যখন আমার এই প্রথম প্রশ্ন বলিয়াছ—বিশেষভাবে উহার উত্তর দিয়াছ, তখন
তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার । এই প্রশ্নটির দুর্লভত্বের (কঠিনত্বের) কারণ এই
যে, সাধারণতঃ অপর লোকের পক্ষে সূত্র-তত্ত্বই দুর্লভজ্ঞেয় ও দুর্নিরূপণীয়, তাহাও
আবার যাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহার ত কথাই নাই ; [তুমি তাহা বলিতে
পারিয়াছ] ; অতএব তোমাকে নমস্কার । এখন অপর দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্ত আপ-
নাকে দৃঢ় কর, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে মনোবোগী হও । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গী,
তুমি জিজ্ঞাসা কর ॥১৯৯॥৫॥

• সা হোবাচ যদুন্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা
দ্বাপাপৃথিবী ইমে, যদভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেত্যাচক্ষতে,
কস্মিন্মুস্তদোতঞ্চ প্রোতক্ষেতি ॥ ২০০ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ ১—যাজ্ঞবল্ক্যেন সূত্রম্ যদ আকাশ-প্রতিষ্ঠিতমুন্ধম্, তদেব
দৃঢ়ীকরয়িতুং গার্গী উক্তার্থমেব প্রশ্নং পুনঃ প্রাহ—নতু কঞ্চিদমুক্তাংশম্ । অতীত-
তৃতীয়শ্রুতিবৎ অস্তাঃ শ্রুতৈর্কস্ম্যখ্যা বিজ্ঞেয়া ॥২০০॥৬॥

মূলানুবাদ ১—যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বে যে সূত্রে আকাশে ওত-
প্রোত বলিয়াছেন, সেই কথারই দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্ত গার্গী পুনশ্চ
প্রথম প্রশ্নেরই পুনরুল্লেখ করিতেছেন মাত্র ; কিন্তু এখানে কোনও
নূতন কথা বলিতেছেন না । তৃতীয় শ্রুতিতেই ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা
প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ২০০ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ১—ব্যাখ্যাতমন্তঃ । সা হোবাচ যদুন্ধং যাজ্ঞবল্ক্যেত্যাदि-
প্রশ্নঃ, প্রতিবচনং চোক্তশ্চৈবার্থস্তাবধারণার্থং পুনরুচ্যতে, ন কিঞ্চিদপূর্বমর্থাস্তর-
মুচ্যতে ॥২০০॥৬॥

টীকা । বাক্যমাণং বাক্যমন্তদিত্যুচ্যতে । তদেব প্রশ্নপ্রতিবচনরূপমমুদ্ববর্তি—সা হেতি ।
পুনরুক্তেরকিঞ্চিকরকং ব্যাবর্তয়তি—উক্তশ্চৈবেতি ॥ ২০০ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—এই শ্রুতির অন্তান্ত অংশ পূর্বেই (পূর্ব তৃতীয় শ্রুতি-

তেই) ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ইতঃপূর্বে যাজ্ঞবল্ক্য যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহারই দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত—“স হ উবাচ—যদুর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য” ইত্যাদি প্রশ্ন ও তাহার প্রত্যুত্তরের এখানে পুনরুন্মেষ করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এখানে কোনও নূতন বিষয় বলা হয় নাই ॥২০০॥৬॥

স হোবাচ—যদুর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা
দ্বাপৃথিবী ইমে, যদ্বৃত্তঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেত্যাচক্ষতে, আকাশ-
এব, তদোতঞ্চ প্রোতশ্চেতি । কস্মিন্ নু খল্বাকাশে ওতশ্চ
প্রোতশ্চেতি ॥ ২০১ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ :—[‘স হ উবাচ—’ ইত্যাদি—‘ভবিষ্যচ্ছেত্যাচক্ষতে’ ইত্যন্ত
সন্দর্ভে ব্যাখ্যা প্রাগেব চতুর্থশ্লোকে প্রদর্শিতা ; অতঃ পরিশিষ্টে ব্যাখ্যা নিরূ-
প্যতে—] তৎ (সূত্রং) আকাশে এব (নতু অন্তঃ) । [অত্র ‘এব’-শব্দে
সূত্রস্ত আকাশাদন্তঃ স্থিতি-সম্বন্ধে নিবাহ্যতে] । [গার্গী পুনরাহ,] হু (ভোঃ),
আকাশঃ (সূত্রার্থঃ) খলু (নিশ্চয়ে) কস্মিন্ ওতঃ চ প্রোতঃ চ ? ইতি ॥২০১॥৭॥

মূলানুবাদ :—‘স হোবাচ’ হইতে ‘ইত্যাচক্ষতে’ পর্য্যন্ত বাক্যের
ব্যাখ্যা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । এখানে বিশেষ এই যে, যাজ্ঞবল্ক্য
অবধারণ করিয়া বলিলেন—আকাশেই উহা ওত-প্রোত রহিয়াছে,
(অন্তঃ নহে) । [গার্গী পুনশ্চ প্রশ্ন, করিলেন,] মহাশয়, সেই
আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোত আছে ? ॥ ২০১ ॥ ৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ :—সর্বং যথোক্তং গার্গ্য প্রত্যুচ্চার্য তমেব পূর্বোক্ত-
মর্থমবধারিতবান্ আকাশ এবৈতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ । গার্গী আহ—কস্মিন্ নু খলু
আকাশে ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি । আকাশমেব তাবৎ কালত্রয়াতীতত্বাৎ দূর্ভাচ্যম্,
ততোহপি কষ্টতরমক্ষরম্,—যস্মিন্ আকাশমোতঞ্চ প্রোতঞ্চ ; অতোহবাচ্যম্—
ইতি কৃৎস্না ন প্রতিপত্তে, সা অপ্রতিপত্তির্নাম নিগ্রহস্থানং তাক্ষিকসময়ে ।
অথ অবাচ্যমপি বদতি, তথাপি বিপ্রতিপত্তির্নাম নিগ্রহস্থানম্, বিরুদ্ধা প্রতি-
পত্তির্হি সা, যদবাচ্যস্ত বদনম্ ; অতো দূর্ভচনং প্রশ্নং মত্ততে গার্গী ॥২০১॥৭॥

টীকা । অতিবচনানুবাদতাপ্যমাহ—গার্গেতি । প্রমত্তপ্রায়ঃ প্রকটয়তি—আকাশ-
মেবেতি ॥ ২০১ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—যাজ্ঞবল্ক্য গার্গ্যর পূর্বোক্ত সমস্ত কথার পুনরুচ্চারণ-
পূর্বক ‘আকাশ এব’ (আকাশই) ইত্যাদি বলিয়া আপনার পূর্বোক্ত উত্তর

বাক্যেরই দৃঢ়তা স্থাপন করিলেন । গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাল, আকাশই বা কোথায় ওত-প্রোত রহিয়াছে ? [এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে,] প্রথমতঃ কালত্রয়ের অস্তিত্ব—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালের অতীত বলিয়া আকাশের তত্ত্ব নিরূপণ করাই কঠিন ; সেই আকাশ আবার যাহাতে ওত-প্রোত রহিয়াছে, সেই অক্ষর ব্রহ্ম ত তদপেক্ষাও দুর্দ্বাচ্য ; সুতরাং ইহা উত্তরের যোগ্যই হইতে পারে না । চর্কশাস্ত্রে ইহাকে ‘অপ্রতিপত্তি’ নামক ‘নিগ্রহস্থান’ বলা হইয়া থাকে (১) ; আর যাহা অবাচ্য—বচনযোগ্য নয়, সে কথাও যদি বলা হয়, তাহা হইলেও ‘বিপ্রতিপত্তি’ নামক ‘নিগ্রহস্থান’ হইয়া পড়ে ; কেননা, উহা হয় বিরুদ্ধ প্রতিপত্তি (বিপ্রতিপত্তি) বা বিরুদ্ধ জ্ঞান ; অর্থাৎ যাহা বলিতে নাই, তাহাই বলা হয় ; এই কারণে গার্গী মনে করিলেন যে, আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হইবে না ॥২০১॥৭॥

স হোবাচৈতদৈ তদক্ষরং গার্গী ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্য-
স্থূলমনগৃহস্থমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোহবায়ুনাকাশমসঙ্গম-
রসমগন্ধমচক্ষুক্ষমশ্রোত্রমবাগমনোহতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তর-
মধ্যাহ্নম্, ন তদগ্ন্যাতি কিঞ্চন ন তদগ্ন্যাতি কশ্চন ॥ ২০২ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—হে গার্গী, ব্রাহ্মণাঃ (ব্রহ্মবাদিনঃ) এতৎ (বক্ষ্যমাণবিশেষণং) অক্ষরং (ন ক্ষরতি স্বভাবাৎ ন প্রচ্যবতে ইতি অক্ষরং অবিকারি) বৈ (এব) তৎ (যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্) অভিবদন্তি (কথয়ন্তি) । [‘ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি’ ইতানেন আত্মনঃ অবাচ্য-বচনাৎ যৎ অপ্রতিপত্তি-বিপ্রতিপত্তিরূপ-দোষদ্বয়মাশঙ্কিতং, তৎ পরিহৃতমিতি ভাবঃ] । [কিংলক্ষণং তদক্ষরম্ ? ইত্যাহ—] অস্থূলং, অনগু (অণুভিন্নং), অহ্রস্বং, অদীর্ঘং, অলোহিতং (লোহিতাহীনং), অস্নেহং (জলীয়স্নেহগুণরহিতং), অচ্ছায়ং (ভূমিগুণ-মালিগ্রাহিতং), অতমঃ (অন্ধকারশূন্যং), অবায়ু, অনাকাশং, অসঙ্গং, অরসং,

(১) তাৎপৰ্য্য—জ্ঞায়দর্শনে ছল, জাতি, অপ্রতিপত্তিপ্রভৃতি কতকগুলি তর্কালক্ষে ‘নিগ্রহস্থান’ বলা হইয়াছে । যে কথার প্রকৃত উত্তর নাই, অথবা সহজবুদ্ধির অগম্য, অর্থাৎ বিপক্ষগণ যে কথার উত্তর দিতে সহজেই কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, সেরূপ কথাকে ‘নিগ্রহস্থান’ বলা হয় । এখানেও, আকাশ যে, কি পদার্থ, প্রথমতঃ তাহা বলাই কঠিন, তাহার উপর আবার সেই আকাশের আশ্রয় নিরূপণ করাও আরও কঠিন ; এইজন্য অতিশয় দুঃস্বপ্নতা নিবন্ধন ইহাকেও ‘অপ্রতিপত্তি’ নামক ‘নিগ্রহস্থান’ বলা হইল ।

অগন্ধং, অচক্ষুঃ, অশ্রোত্রং, অবাক্, অমনঃ, অতেজঃ (অগ্ন্যাদি-তেজঃসম্বন্ধ-
দ্রহিতম্), অপ্রাণং (আধাত্মিকবায়ুশৃংগ), অমুখং, অমাত্রং (মীয়েতে পরিমিতং
ক্রিয়তে অনেন ইতি মাত্রং পরিমাপকং, তন্ত্রিণং), অনন্তরং (অচ্ছিন্নং—
নিরবকাশম্), অবাহং (অস্ত্র বহিন্ কিস্কিদন্তীত্যাঃ); তৎ (অক্ষরং) কিস্কম
(কিস্কিদপি বস্তু) ন অশ্রাতি (ন ভুঙ্কতে), কশ্চন (কশ্চিদপি জনঃ) । তৎ
(অক্ষরং) ন অশ্রাতি (ন ভুঙ্কতে, ভোক্তৃতোগ্যতাবিহীনং তদিত্যাঃ) ॥২০২॥৮॥

মূলানুবাদঃ :—[যাহাতে পূর্বোক্ত দুকান দোষ সম্ভাবিত না
হয়, যাজ্ঞবল্ক্য ঠিক সেইরূপে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—] যাজ্ঞবল্ক্য
বলিলেন—হে গার্গি, [তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ,] ব্রাহ্মণগণ
(ব্রহ্মবিদগণ) তাহাকে এই অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।
এই ‘অক্ষর’ বস্তুটি স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয়, হ্রস্ব নয়, দীর্ঘ নয়, রক্তবর্ণ নয়,
স্নেহ বা আর্দ্রতায়ুক্ত নয়, ছায়াযুক্ত নয়, তমোযুক্ত নয়, বায়ু নয়, আকাশ
নয়, আসক্ত নয়, এবং রস, গন্ধ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাক্, মনঃ, তেজঃ, প্রাণ নয়,
এবং মুখযুক্ত নয়, যাহা দ্বারা কোন বস্তু পরিমিত করা যায়, সেই পরিমাণ
গুণযুক্তও নয়, এবং তাহার অন্তর বা বাহির নাই, তাহা কাহাকেও ভক্ষণ
করে না, এবং তাহাকেও কেহ ভক্ষণ করে না ॥ ২০২ ॥ ৮ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—তদোবদ্যমপি পরিজিহীর্ষমাংস—স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,
এতদে তৎ, যৎ পৃষ্টবত্যসি—কশ্চিৎ খব্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি । কিং তৎ ?
অক্ষরং—যন্ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতীতি ন। অক্ষরং । তদক্ষরম্—হে গার্গি, ব্রাহ্মণা
ব্রহ্মবিদঃ অভিবদন্তি ; ব্রাহ্মণাভিবদনকথনেন—নাহমবাচ্যং বক্ষ্যামি, ন চ ন
প্রতিপত্ত্বয়মিত্যেবং দোষদ্বয়ং পরিহরতি । ১

এবমপাকৃতে প্রশ্নে পুনর্গার্গ্যাঃ প্রতিবচনং দ্রষ্টবাম্—ব্রূহি কিং তদক্ষরম্,
যদ্ ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—ইত্যুক্ত আহ—অস্থূলং—তৎ স্থূলাদন্ত্যং ; এবং তর্হি
অণু, অনণু ; অস্ত তর্হি হ্রস্বম্, অহ্রস্বম্, এবং তর্হি দীর্ঘম্, নাপি দীর্ঘম্ ; এবমেতৈ-
শ্চতুর্ভিঃ পরিমাণপ্রতিবেদৈর্দ্রব্যধর্মঃ প্রতিবিদ্ধঃ—ন দ্রব্যং তদক্ষরমিত্যাঃ । অস্ত
তর্হি লোহিতো গুণঃ ; ততোহপ্যন্ত্য—অলোহিতম্, আয়েয়ো গুণো লোহিতঃ ।
ভবতু তর্হি অপাং স্নেহনম্ ?—অস্নেহম্ ; অস্ত তর্হি ছায়া ? সর্বথাপানির্দেশ-
ত্যাং ছায়ায়া অপ্যন্ত্য—অচ্ছায়ম্ ; অস্ত তর্হি তমঃ ? অতমঃ ; ভবতু বায়ুতর্হি,
অবায়ু ; অস্ত তর্হাকাশম্, অনাকাশম্ ; ভবতু তর্হি সঙ্গাত্মকং জতুবৎ, অসঙ্গম্ ;

রসোহস্থ তর্হি, অতঙ্গম্ ; তথা অগন্ধম্ ; অস্থ তর্হি চক্ষুঃ, অচক্ষুঃ ; ন হি চক্ষুরস্থ
করণং বিদ্যতে, অতোহচক্ষুঃ, “পশ্যত্যচক্ষুঃ” ইতি মন্তবর্ণাৎ ; তথা অশ্রোত্রম্ “স
শৃণোত্যকর্ণঃ” ইতি ; ভবতু তর্হি বাক্—অবাক্ ; তথা অমনঃ ; তথা অতেজস্কম্,
অবিদ্যমানং ভেজোহস্থ, তদতেজস্কম্ ; ন হি তেজোহুগ্নাদি-প্রকাশবদস্থ বিদ্যতে ;
অপ্রাণম্ ; আধ্যাত্মিকো বায়ুঃ প্রতিবিধ্যতে অপ্রাণমিতি ; যথং তর্হি দ্বারম্,
তদমুখম্ ; অমীত্রং—মীরতে যেন, তন্মাত্রম্, অমাত্রং—মাত্রারূপং তন্মতবতি, ন
তেন কিক্ষিমীরতে ; অস্থ তর্হি ছিদ্রবৎ—অনন্তরং নাত্মান্তরমস্তি ; সম্ভবেত্তর্হি
বৃহিস্তম্—অবাহং, অস্থ তর্হি ভক্ষয়িতু তং, ন তদম্মাতি কিক্ষন ; ভবেত্তর্হি ভক্ষাৎ
কস্তাচিং, ন তদম্মাতি কশ্চন ; সর্ববিশেষণরহিতমিত্যর্থঃ । একমেবাদ্বিতীয়ং হি
তৎ কেন কিং বিশিষ্যতে ॥২০২॥৮॥

টীকা । অপ্রতিপত্তিক্ৰিপ্রতিপত্তিচ্চেতি দোষদ্বয়ং সামান্যেনোক্তং বিশেষতো জ্ঞাতুং
পুচ্ছতি—কিং তদिति । অস্থলাদিবাক্যমবতারাং বাকরোতি—এবমিত্যাদিনা । ‘যদগ্রে রোহিতং
ক্রপম্’ ইত্যাদিশ্রুতিমাত্রিতাহ—আগ্নেয় ইতি । অবায়ুবিশেষণেনাপ্রাণবিশেষণস্ত পুনরুক্তি-
মালঙ্ঘ্যাহ—আধ্যাত্মিক ইতি । অমাত্রমিতি মানমেয়াবরণো নিরাক্রিয়তে । তন্ত্বেতাচ্ছোভিতঃ ।
সংপিণ্ডিতমর্থমাহ—সংস্পর্শতি । তদুপপাদয়তি—একমিতি ॥ ২০২ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—[যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর আশঙ্কিত দুইটা দোষেরই পরিহার-
পূর্বক বলিতেছেন—হে গার্গি,] ইহাই তাহা, যাহার কথা তুমি ‘কস্মিন্ হু খলু
আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ’ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছ । ‘তাহা’ কি ? না, তাহা
‘অক্ষর’, যাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না বা স্বভাবচ্যুত হয় না, তাহা অক্ষর ; হে গার্গি,
ব্রাহ্মণগণ—ব্রহ্মবিদগণ তাহাকে ‘অক্ষর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন ।’ এখানে
‘ব্রাহ্মণগণ অভিহিত করিয়া থাকেন’ বলার বুঝা গেল যে, ‘আমি অবচনীয় কথা
বলিব, কিংবা আমি বৃষ্টিতেই পারিব না’ এইরূপ যে, দুইটা দোষ আশঙ্কিত
হইয়াছিল, সেই দুইটা দোষই খণ্ডিত হইল । ১

যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে গার্গীর প্রশ্নোত্তর প্রদান করিলে পর, গার্গী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা
করিলেন—বল ত, ব্রাহ্মণগণ যাহার স্বরূপ বলিয়া থাকেন, সেই অক্ষরটি
কিরূপ ? এই কথার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অস্থল—তাহা স্থল হইতে ভিন্ন ;
ভাল, একরূপ যদি হয়, তবে তিনি অণু হইতে পারেন ? না—তিনি অনণু অর্থাৎ
পরম সূক্ষ্ম হইতেও ভিন্ন ; তবে হ্রস্ব হউক ? না—অহ্রস্ব ; তবে দীর্ঘ হউক ?
না—দীর্ঘও নয়—অদীর্ঘ । এখানে দ্রব্য-ধর্ম চারিপ্রকার পরিমাণেরই নিষেধ
করায়, তাহার দ্রব্যস্বত্ত্ব প্রতিবিদ্ধ হইল অর্থাৎ সেই অক্ষর কোনও দ্রব্য পদার্থ

নহে । তবে লৌহিত্য গুণযুক্ত হউক ? না, তাহা হইতেও পৃথক্,—অবোহিত, লৌহিত্য গুণটি অগ্নির ধর্ম্ম ; [সূত্রায়ং অক্ষরে তাহা থাকিতে পারে না] ; তাহা হইলেও জলের স্নেহগুণ থাকিতে পারে ? না—স্নেহ অর্থাৎ স্নেহগুণও তাহাতে নাই (১) ; তবে ছায়া হউক ? না—কোন রূপেই যখন তাহার স্বরূপ নির্দেশ করা সম্ভবপর হয় না, তখন উহা ছায়া হইতেও ভিন্ন—অচ্ছায় ; তাহা হইলে অন্ধকার হউক ? না—অতমঃ (অন্ধকারও নয়) ; তবে বায়ুরূপ হউক ? না—অবায়ু (বায়ু নয়) ; তবে আকাশ হইতে পারে ? না—তিনি অনাকাশ ; তাহা হইলে লক্ষ্মা (গালা) যেমন সন্ধ্যাক্সক অর্থাৎ অগ্নি বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে, সেরূপ হউক ? না—উহা অসঙ্গ ; তবে রস হউক ? না অরস ; তবে পঙ্ক হউক ? না—অগন্ধ ; তাহা হইলে চক্ষুঃ হউক ? না—চক্ষুও নহে ; কারণ, মন্নে আছে ‘তিনি চক্ষুরহিত অথচ দর্শন করেন, ; সেইরূপ অশ্রোত্র ; কারণ, মন্নে আছে ‘তিনি কর্ণহীন, তবু শ্রবণ করেন’ ; তবে বাগিন্দ্রিয় হউক, না, অবাক্ ; সেইরূপ তিনি অমনঃ (মনরহিত), এবং অতেজস্ক, তেজঃ বাহাতে বিद्यমান নাই, তাহা অতেজস্ক ; অগ্নি প্রভৃতির যেমন প্রকাশ আছে, ইহার তেজস্ক কোনও তেজঃপ্রকাশ নাই ; তিনি অপ্রাণ, এখানে ‘অপ্রাণ’ শব্দে আধ্যাত্মিক বায়ুর (প্রাণবায়ুর) প্রতিবেদ করা হইতেছে ; তাহা হইলে, মুখদ্বার হউক, না, অমুখ ; অমাত্র—বাহা দ্বারা অপর বস্তু পরিমিত করা যায়, তাহা ‘মাত্র’ ; উক্ত অক্ষর মাত্রস্বরূপও নহে ; কারণ, তাহাদ্বারা কোন বস্তু পরিমিত হয় না । তাহা হইলে ছিদ্রযুক্ত (রন্ধ্রযুক্ত) হউক ; না,—অনন্তর অর্থাৎ তাহার ছিদ্র নাই ; তবে তাহার বাহির (বহির্ভার) থাকা সম্ভব ? না, তিনি অবাহ অর্থাৎ তাহার বাহ্যভ্যন্তরভাব নাই । তবে তাহা ভক্ষক হইতে পারে ? না—তিনি কিছু ভক্ষণ করেন না ; তাহা হইলেও অপরের ভক্ষ্য হইতে পারে ? না, কেহ তাহাকে ভক্ষণও করে না ; অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রকার বিশেষণ বা বিশেষ-ধর্ম্মরহিত ; কারণ, তিনি হইতেছেন এক অদ্বিতীয় ; সূত্রায়ং তাহাকে কোন গুণ দ্বারা বিশেষিত করিতে পারা যায় না ॥ ২০২ ॥ ৮ ॥

এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধ্বতো
তিষ্ঠতঃ, এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি দ্বাবাপৃথিব্যৌ বিধ্বতে

(১) তাৎপর্য্য—যে গুণের সাহায্যে ছাত্ত্বে প্রভৃতি গুণ দ্রব্য জল বা স্থতাদি জংঘোনে পিত্তাকার ধারণ করে, তাহাকে বলে ‘স্নেহ’ ; এই স্নেহ গুণটি জলের বাহ্যবিক ধর্ম্ম ।

তিষ্ঠতঃ । এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা
 অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধ্বতাস্তিষ্ঠন্ত্যে-
 তশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহন্যা নন্যঃ শ্রন্দন্তে
 শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্য প্রতীচ্যোহন্যা যাং যাক্ দিশমন্বে-
 ডশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুম্যাঃ প্রশংসন্তি,
 যজমানং দেবাঃ, দক্ষাঃ পিতরোহন্যায়ন্তাঃ ॥ ২০৩ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ ।—[ইদানীং কার্য্যপ্রদর্শনেन অক্ষরশ্চাস্তিত্বমূপপাদয়তি “এতশ্চ
 বা অক্ষরশ্চ” ইত্যাদিনা ।] হে গার্গি, এতশ্চ সর্ববিশেষণবিহীনতয়া প্রাণ্ডুক্তশ্চ)
 অক্ষরশ্চ প্রশাসনে (শাসনে) সূর্য্যচন্দ্রমসৌ (সূর্য্যঃ চন্দ্রশ্চ) বিধ্বতো (বিশেষণ
 রক্ষিতৌ সন্তৌ) তিষ্ঠতঃ (বর্ত্তেতে) ; তথা, হে গার্গি, দ্বাবাপৃথিব্যৌ (দ্বৌঃ চ
 পৃথিবী চ), এতশ্চ অক্ষরশ্চ প্রশাসনে বিধ্বতে (সত্যৌ) তিষ্ঠতঃ ; হে গার্গি,
 তথা নিমেষাঃ (অণীয়াংসঃ কালাবয়বাঃ), মুহূর্ত্তাঃ (দণ্ডয়াত্মকাঃ কালাবয়বাঃ,
 অহোরাত্রাণি (অহানি চ ত্রায়ঃ চ), অর্দ্ধমাসাঃ, মাসাঃ, ঋতবঃ, সংবৎসরাঃ
 ঐ দ্বাদশমাসাত্মকাঃ, কদাচিৎ ত্রয়োদশমাসাত্মকাঃ চ) ইতি (এতে কালাবয়বাঃ)
 এতশ্চ অক্ষরশ্চ প্রশাসনে বিধ্বতাঃ বৈ তিষ্ঠন্তি ; তথা হে গার্গি, প্রাচ্যঃ (পূর্বদিগ্-
 গামিষ্ঠ্যঃ) অন্যাঃ (দিগন্তরগামিষ্ঠ্যঃ) চ নন্যঃ (গন্তাণ্যঃ) এতশ্চ অক্ষরশ্চ প্রশা-
 সনে [বিধ্বতাঃ] বৈ শ্বেতেভ্যঃ গিরিভাঃ (হিমালয়াদি-পর্বতেভ্যঃ) শ্রন্দন্তে
 (অবন্তি) ; তথা প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমদিগ্-প্রবাহিষ্ঠ্যঃ সিদ্ধপ্ৰভৃতয়ঃ), অন্যাঃ [অপি
 নন্যঃ] যাং যাক্ দিশম্ অন্তঃ (অন্তঃগতাঃ), [তা অপি তাং তাং দিশং ন পরি-
 ত্যজন্তি ইতি শেষঃ] ; হে গার্গি, মনুম্যাঃ এতশ্চ অক্ষরশ্চ প্রশাসনে [স্থিতাঃ
 সন্তঃ] দদতঃ (ধনাদিদাতৃন্) প্রশংসন্তি ; দেবাঃ (যজ্ঞভাগিনঃ) যজমানঃ
 (যজ্ঞকর্ত্তারং প্রশংসন্তি ইত্যর্থঃ), পিতরঃ (অগ্নিষাত্তাদয়ঃ) দক্ষাঃ (দক্ষী
 হোমঃ) অন্যায়ন্তাঃ ॥ ২০৩ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদঃ ।—[এখন কার্য্যদ্বারা অক্ষর পুরুষের অস্তিত্বপ্রতি-
 পাদন করিতেছেন] । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র
 উক্ত অক্ষর ত্রয়ের প্রদীপ্ত শাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে ; হে গার্গি,
 ছালোক ও পৃথিবী এই অক্ষর ত্রয়ের শাসনেই স্থির রহিয়াছে ; হে গার্গি,
 নিমেষ (ক্ষুদ্রতম কালাংশ), মুহূর্ত্ত, দিবারাত্র, অর্দ্ধমাস (এক পক্ষ)

মাস, ঋতু ও সংবৎসরসমূহ এই অক্ষরের শাসনেই নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে । হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই পূর্বদিক্‌প্ৰবাহিণী এবং অগ্ন্যাগ্ন নদীসমূহও খেতপর্বত—হিমালয়প্রভৃতি হইতে যথানিয়মে ক্ষুদ্রিত হইতেছে ; সেইরূপ পশ্চিমেদিক্‌প্ৰবাহিণী এবং অগ্ন্যাগ্ন নদী সকলও যে যে দিকে যাইয়া থাকে, তাহারা তাহার ব্যতিক্রম করিতেছে না । হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনে আছে বলিয়াই মনুষ্যগণ দীনশীল লোকদিগকে, এবং দেবভাগণ যজ্ঞমানকে (যজ্ঞকর্তাকে) প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং পিতৃগণ দবর্ষীহোমের অনুগত রহিয়াছেন ॥ ২০৩ ॥ ৯ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—অনেকবিশেষণপ্রতিষেধ-প্রশাসাৎ অস্তিত্বং তাবদ-ক্ষবস্তোপগমিতং ক্রত্যা ; তথাপি লোকবুদ্ধিমপেক্ষাশক্যতে যতঃ, অতোংস্তি-ত্বাৎ । অনুমানং প্রমাণমুপগচ্ছতি—এতস্ত বা অক্ষবস্ত । বদেতদধিগতমক্ষ-সকাস্তব, সাক্ষাদপরোক্ষাদ ব্রহ্ম, য আত্মা অশনায়াদিধন্বাতীতঃ, এতস্ত বৈ অক্ষবস্ত প্রশাসনে—যথা রাজ্ঞঃ প্রশাসনে রাজ্যমক্ষুটিতং নিয়তং বর্ত্ততে, এব-মেতশ্চাক্ষরস্ত প্রশাসনে—হে গার্গি, সূর্য্যচন্দ্রমসৌ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ সূর্য্যচন্দ্রমসৌ, অহোবাত্রবোলোকপ্রদীপৌ,—তাদর্থ্যেন প্রশাসিত্রা তাত্ধ্যাৎ নির্কর্ত্ত্যমান-লোক-প্রয়োজনবিজ্ঞানবতা নিশ্চিতৌ বিদ্বতো চ স্তাত্ম—সাধাবণসৰ্পপ্রাণিপ্রকাশোপ-কারকত্বাৎ লৌকিকপ্রদীপবৎ । তস্মাদস্তু তৎ, যেন বিদ্বতো ঈশ্ববৌ স্বতন্ত্রৌ সন্তৌ নিশ্চিতৌ তিষ্ঠতঃ—নিয়তদেশ-কাল-নিমিত্তোদয়াস্তময়-বুদ্ধিক্ষমাত্য্যৎ—শ-চ বর্ত্ততে ; তদস্তু এবমেতয়োঃ প্রশাসিত্ব অক্ষরং প্রদীপকর্ত্ত-বিধায়িত্ববৎ । ১

টীকা । অথ যথোক্তবা নীত্যা ঐতৈবাক্ষবাস্তিত্বে জ্ঞাপিতে বক্তব্যাতাবাৎ কিমুক্তরেণ গ্রহেভ্যেতি, তত্রাহ—অনেকেতি । বদন্তি তৎ সবিশেষণমেবেতি লৌকিকী বুদ্ধিঃ । আশক্যতে নাস্ত্যক্ষরং নিরীকেষণমিতি শেষঃ । অন্ত্য্যামিণি জগৎকারণে পবনিস্তমুমানসিদ্ধে বিবক্ষিতং নিকপাধ্যক্ষরং সংস্কৃতি, জগৎকারণস্থাপলক্ষণতয়া জন্মাদিসহজে, স্থিতত্বাৎপলক্ষণদ্বারা ব্রহ্মণি স্বকপলক্ষণপ্রবৃত্তেরত্ত্ব্যামিণ্যুমা প্রকৃতোপযুক্তেতি ভাবঃ । অনুমানশ্রত্যাক্ষবাণি ব্যাকীরোতি—যদেতদ্বিতি । প্রশাসনে সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিদ্বতো স্তাত্মিতি সধকঃ । উক্তমর্থঃ দৃষ্টান্তেন স্খোবধতি—যথেনিতি । অত্রাপি পূর্ববদধরঃ । জগৎব্যবহা প্রশাসিতুপূর্ব্বিকা ব্যবহায্যুহাজ্য-ব্যবহাবদিত্যর্থঃ । সূর্য্যচন্দ্রমসাবিত্যাদৌ বিবক্ষিতমমুমানমাহ—সূর্য্যশ্চৈত্যাদিনা । তাদর্থ্যেন লোকপ্রকাশার্থেভ্যেন । প্রশাসিত্রা নিশ্চিতাবিতি সধকঃ । নিশ্চাতুর্বিধিষ্টজ্ঞানবৎসমাচষ্টে—তাত্ধ্যাৎ নির্কর্ত্ত্যমানেনিতি । সূর্য্যচন্দ্রমসৌ তচ্ছব্বাত্যৌ । বিমতো বিশিষ্টবিজ্ঞানবতা নিশ্চিতৌ প্রকাশত্বাৎ প্রদীপবদিত্যর্থঃ । বিমতো নিয়ন্তৃপূর্ব্বকৌ বিশিষ্টচেষ্টাবদ্বাদ্ভূত্যাদিবদিত্যক্তি-

প্রত্যাহ—বিধৃতাবিতি । প্রকাশোপকারকত্বং তজ্জনকত্বং নিখ্যাতুর্কিশিষ্টবিজ্ঞানসম্ভাবনার্থং সাধাশ্রয়ণেতি বিশেষণং, সাধারণঃ সর্বেষাং প্রাণিণাং যঃ প্রকাশঃ, তস্ত জনকত্বাদিতি বাবৎ । দৃষ্টান্তে লৌকিকবিশেষণং প্রাসাদাদিবিশিষ্টদেশনিবৃদ্ধিসিদ্ধার্থম্ ।

অনুমানফলমুপসংহরতি—তন্মাদিতি । বিনিষ্টচেষ্টাবত্যাগাদিত্যুপদিষ্টং হেতুং পট্টমতি—নিয়তেতি । নিয়তো দেশকালো নিয়তং চ নিমিত্তং প্রাণ্যদৃষ্টং, তদ্ব্যক্তৌ হৃদ্যাচক্ষুসসাবুজন্তাবন্তঃ যন্তৌ চ যেন বিধৃতাবুদয়ান্তময়াভ্যাং চ বর্তেতে, উদয়শ্চান্তময়শ্চোদয়ান্তময়ঃ, বৃদ্ধিশ্চ ক্ষয়শ্চ, বৃদ্ধিক্ষয়মিতি বস্তুং গৃহীত্বা দ্বিভবনম্ । এবং কর্তৃত্বেন চেত্যর্থঃ । ১

এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি ছাবাপৃথিব্যা—ত্বোচ্চ পৃথিবী চ সাবয়বত্বাৎ স্মৃটনস্বভাবে অপি সত্যো, গুরুত্বাৎ পতনস্বভাবে, সংযুক্তত্বাৎ বিরোগস্বভাবে, চেতনাবদভিমানি-দেবতাধিষ্ঠিতত্বাৎ স্বতন্ত্রে অপি এতস্তাক্ষরস্ত প্রশাসনে বর্তেতে বিধূতে তিষ্ঠতঃ । এতচ্চি অক্ষরং সর্বব্যবস্থাসেতুঃ সর্বমর্থাদাবিধরণম্ ; অতো নাস্ত্যাক্ষরস্ত প্রশাসনং ছাবাপৃথিব্যৌ অতিক্রামতঃ ; তন্মাৎ সিদ্ধমস্তান্তিভ্রমক্ষরস্ত ; অব্যভিচারি হি তল্লিঙ্গং, যৎ ছাবাপৃথিব্যৌ নিয়তে বর্তেতে ; চেতনাবস্তুং প্রশাসিতারমসংসারিণমন্তরেণ নৈতদ্ যুক্তম্ ; “যেন ত্বোরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া” ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ । ২

১ বিমতে প্রযত্নশতবিধূতে সাবয়বত্বংপ্যস্মৃতিত্বাদ্ গুরুত্বংপাপতিত্বাৎ সংযুক্তত্বংপ্য-বিযুক্তত্বাচ্চেতনাবত্বংপ্যাস্তত্ত্বাচ্চ হস্তশস্ত্রপাষণাদিবিদিতি । দ্বিতীয়পর্ধ্যায়স্ত তাৎপৰ্য্যমাহ—সাবয়বত্বাদিত্যাদিনা । কিমিত্যেতস্ত প্রশাসনে ছাবাপৃথিব্যৌ বর্তেতে, তত্রাহ—এতচ্চীতি । পৃথিব্যাদিব্যবস্থা নিয়ত্বাৎ বিনাহমুপপন্ন তৎকল্পিকৈত্যর্থঃ । তথাপি কিমিত্যেতেন বিধূতে ~~দৃঢ়ত্বাৎ~~ পৃথিব্যাবিতি, তত্রাহ—সর্বমর্থাদেতি । “এষ সেতুর্কিধরণঃ” ইতি শ্রুতান্তরমাত্রিতা কলিভ্যাহ—অতো নাশ্তেতি । দ্বিতীয়পর্ধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—তন্মাদিতি । তচ্ছবোপান্তমর্থং ক্ষোরয়তি—অব্যভিচারীতি । অব্যভিচারিৎ প্রকটয়তি—চেতনাবস্তুমিতি । পৃথিব্যােনিয়তত্ব-মেতচ্ছবোর্থঃ । নিয়ত্বত্বসিদ্ধাবপি কথমীশ্বরসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যেনেতি । উগ্রত্বং পৃথিব্যা-দেশেচেতনাবদভিমানিদেবতাবস্তুেন স্বাতন্ত্র্যম্ । “যেন স্বতন্ত্রিতং যেন নাকো যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম” ইত্যত্র হিরণ্যগর্ভাধিষ্ঠাতেশ্বরঃ পৃথিব্যােননিয়-স্তোচ্যতে । ন হি হিরণ্যগর্ভমাত্রস্তান্মিন্ প্রকরণে পূর্বোপব্রহ্ময়োরুচ্যমানং নিরন্তরং সর্বনিয়ন্তৃত্বং সম্ভবতীতি ভাবঃ । ২

এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা ইত্যেতে কালাবয়বঃ সর্বশ্রুতীতানাগতবর্ত্তমানস্ত জনিমতঃ কলয়িতারঃ,—যথা লোকে প্রভুগা নিয়তো গণকঃ সর্বমায়ং ব্যয়ঞ্চাপ্রমত্তৌ গণয়তি, তথা প্রভুস্থানীয় এযাং কালাবয়বানাং নিয়ন্তা । তথা প্রাচ্যঃ প্রাগণকনাঃ পূর্বাদিগংগমনা নন্তঃ শূন্যস্তে অবন্তি, স্বেতেভ্যাঃ হিমবদাদিত্যঃ পর্কতেভ্যো গিরিভ্যো গঙ্গাত্মা নন্তঃ, তাস্চ যথাপ্রবর্ত্তিতা এব

নিয়তাঃ প্রধর্ত্তন্তে, অথথাপি প্রবর্ত্তিতুমুৎসহন্তাঃ ; তদেতত্ত্বিঞ্চং প্রণাস্তঃ ।
প্রতীচ্যোহত্যাঃ প্রতীচীং দিশমঞ্চন্তি সিদ্ধান্তা নত্বাঃ অত্যাশ্চ যাং যাং দিশমনু-
প্রবৃত্তান্তাং তাং ন ব্যভিচরন্তি ; তচ্চ লিপ্যম্ ১৩

এতে কালাবয়বা বিধৃতান্তিষ্ঠন্তীতি সন্ধকঃ । তত্রানুমানঃ বক্তুং হেতুমাং—সৰ্ব্বশ্চেতি ।
যঃ কলয়িতা স নিয়ন্তৃপূৰ্ব্বক ইতি ব্যাপ্তিভূমিমাং—যথেনিতি । দাষ্টান্তিকং দশরসনুমানমাং—
তথেনিতি । নিমেষাদয়ো নিয়ন্তৃপূৰ্ব্বকাঃ কলয়িতৃহাং সম্প্রতিপন্নবদিতার্থঃ । কান্তা নত্ব
ইত্যপেক্ষারীমাং—গন্ধাভা ইতি । অথথা প্রবর্ত্তিতুমুৎসহমানত্বং তত্তদেবতানাং চৈতন্যেন
পাতন্যম্ । বিমতা নিয়ন্তৃপূৰ্ব্বকা নিয়তপ্রবৃত্তিহাং ভূতাদিপ্রবৃত্তিবদিত চতুর্থপক্ষীয়ার্থঃ ।
নিয়তপ্রবৃত্তিমত্বং তদেতদিভূতাতো । তচ্চেতাব্যভিচারিতোক্তিঃ । ৩

কিঞ্চ, দদতঃ হিরণ্যাদীন্ প্রবচ্ছতঃ আয়ুপীড়াং কুরুতোহগ্নি প্রমাণজ্ঞা-
অপি মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি ; তত্র যচ্চ দীয়তে, যে চ দদতি, যে চ প্রতিগৃহ্ণন্তি,
তেবামিহৈব সমাগমো বিলয়শ্চ অবক্ষো দৃশ্যতে, অদৃষ্টস্ত পরঃ সমাগমঃ । তথাপি
মনুষ্যা দদতাং দানফলেন সংযোগং পশ্যন্তঃ প্রমাণজ্ঞতয়া প্রশংসন্তি ; তচ্চ, কন্ম-
ফলেন সংযোজয়িতরি কর্ত্তুঃ কন্মফলবিভাগজ্ঞে প্রশান্তরি অসতি ন জ্ঞাৎ, দানী-
ক্রিয়ায়াঃ প্রত্যক্ষবিনাশিত্বাৎ ; তন্মাদন্তি দানকর্ত্তৃণাং ফলেন সংযোজয়িতা । ৪

বিমতাং বিশিষ্টজ্ঞানবদাতৃকং কন্মফলহাং সেবাকলবদিত্যভিপ্রেতা পঞ্চমং পর্যায়মুৎস-
রতি—কিঞ্চেতি । দাতা প্রতিগ্রহীতা দানং দেয়ং বা ফলং দান্ততি কিমিধরণেত্যাশঙ্ক্যাহ—
তথেনিতি । দাতাদীনামিহৈব প্রত্যক্ষো নাশো দৃশ্যতে, তেন তৎপ্রযুক্তো দৃষ্টঃ পুঙ্খবার্থো ন
কালদন্তীত্যাৰ্থঃ । অদৃষ্টঃ পুঙ্খবার্থঃ প্রতাহ—অদৃষ্টস্তিতি । সমাগমঃ ফলপ্রতিলাভঃ, স
খলৈহিকো ন ভবতি কিন্তু পারলৌকিকঃ, তথা চ নাসাবিহৈব নষ্ট-দাতাদিপ্রযুক্তঃ সম্ভবতীত্যাৰ্থঃ ।
তহি ফলদাতুরভাবাৎ স্বার্থজ্ঞেশো হি মূৰ্খতেতি জ্ঞানদাতৃপ্রশংসৈব মা ভূদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথাহ-
পীতি । ফলসংযোগদৃষ্টো হেতুমাং—প্রমাণজ্ঞতয়েতি । ‘হিরণ্যাদি অমৃতত্বং ভজন্তে’ ইত্যাদি
প্রমাণম্ । তথাপি কথমীধরসিদ্ধিস্তত্রাহ—কর্ত্তুরিতি । তচ্চি দাতৃপ্রশংসনং বিশিষ্টে নিয়ন্তৃণা-
সতানুপপন্নং তৎকল্লকমিত্যাৰ্থঃ । দানক্রিয়াবশাদেব তৎফলসিদ্ধৌ কৃতং নিয়ন্তেতি চেত্তেত্যাং—
দানেতি । কর্ণগঃ ক্ষণিকহাং ফলন্ত চ কালান্তরভাবিহান সাধনতোপপত্তিরিত্যাৰ্থঃ । অনু-
মানার্থপত্তিত্যাং সিদ্ধমর্থমুপদংহরতি—তন্মাদিতি । ৪

অপূৰ্ণমিতি চেৎ ; ন, তৎসত্ত্বাবে প্রমাণানুপপত্তেঃ । প্রশান্তুরপীতি চেৎ ;
ন আগমতাপর্য্যন্ত সিদ্ধত্বাৎ ; অবোচাম হাগমন্ত বস্তুরপত্তম্ । কিঞ্চাত্ত্বং, অপূৰ্ণ-
কল্লনান্নার্থার্থপত্তেঃ ক্ষরঃ, অত্থথৈবোপপত্তেঃ ; সেবাকলন্ত সেব্যাং প্রাপ্তির্দর্শনাৎ ।
সেবায়শ্চ ক্রিয়াত্বাৎ তৎসামান্যত্বাচ্চ, যাগদানহোমাদীনাং সেবাদীশ্বরাদেঃ কল-
প্রাপ্তিরূপপত্ততে । দৃষ্টক্রিয়াধর্মসামর্থ্যমপরিত্যজ্যেব ফলপ্রাপ্তিকল্পনোপপত্তৌ
দৃষ্টক্রিয়াধর্মসামর্থ্যপরিত্যাগো ন জ্ঞায্যঃ । ৫

অপূৰ্ণশ্চৈব ফলদাতৃহাং কৃতমীষরোগতি—অপূৰ্ণমিতি চেদিতি । স্বয়মচেতনং চেতনং
নধিত্তং চাপূৰ্ণং ফলদাতৃ ন কল্যামপ্রাণিকহাদিতি পরিহরতি—নেতি । ঈশ্বরদেবী শক্যতে—
প্রশান্তিরতি । সন্ধ্যাবে প্রাণাশ্মূর্ণপত্তিরিতি শেষঃ । পরিহরতি—নাগমেতি । কথং কাযা-
পরস্তাগমস্ত বস্তপরহমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অবোচামেতি । কর্মবিধির্হি ফলদাতৃতিরেকেণ নোপ-
পদ্যতে, ন চ কর্মান্ততরবিনাশি কালান্তরভাবিফলাশ্মুকলং, তদর্থাপত্তিসিদ্ধেঃপূৰ্ণে কথং
মানাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং চেতি । ন কেবলং সন্ধ্যাবে প্রাণাসম্বমেবাপূৰ্ণে হুংগং, কিন্তুশুচ
কিঞ্চিদদ্বীতি যাবৎ । তদেব প্রকটয়তি—অপূৰ্ণেতি । অপূৰ্ণস্ত কল্লনায়াং যার্থাপত্তিঃ শক্যতে,
তস্তাঃ ক্লিতবপূৰ্ণমস্তুরোণাপপত্তেঃ কয়ঃ স্তাদিতি যোজন্য । অশ্রুতাপূপপত্তিঃ বিরূপোত—
সেনেতি । বাগাদিফলমপীশ্বরাং সম্ভবতীতি শেষঃ । কথমীশ্বরাধীনং বাগাদিফলপ্রাপ্তিস্তত্রাহ—
সেবায়ান্তেতি । আদিপদেনেন্সাদিদেবতা গৃহ্যন্তে । বিমতা বিশিষ্টজ্ঞানবতা দীৰ্ঘমানফলবতী
বিশিষ্টক্রিয়ায়াং সম্প্রতিপন্নবদিতি ভাবঃ । ইতশ্চাপূৰ্ণকল্লনাং ন যুক্তেত্যাহ—দৃষ্টং
‘সেবায়্য ধর্ম্মভেদে সামর্থ্যং সেব্যং ফলপ্রাপকং, তদমুহতাং বাগাদৌ ফলপ্রাপ্তিসম্ভবে তন্নিরা-
সেনাপূৰ্ণাং তৎকল্লনা স্তায়্যা, দৃষ্টামুসারিণ্যাং কল্লনায়াং ত্বিরোধিকল্লনাযোগাদিত্যর্থঃ । ৫

কল্লনাধিকাক্ষ, ঈশ্বরঃ কল্যাঃ অপূৰ্ণঃ বা ? তত্র ক্রিয়াশ্চ স্বভাবঃ সেব্যং
‘ফলপ্রাপ্তিঃ দৃষ্টা, ন অপূৰ্ণাং । নচাপূৰ্ণং দৃষ্টম্ ; তত্রাপূৰ্ণমদৃষ্টং কল্লয়িতব্যম্ ;
তস্ত চ ফলদাতৃহে সামর্থ্যম্ ; সামর্থ্যে চ সতি দানঞ্চাভ্যধিকমিতি ; ইহ তু
ঈশ্বরস্ত সেব্যস্ত সন্ধ্যাবমাত্রং কল্যাং, ন তু ফলদানসামর্থ্যং দাতৃত্বঞ্চ, সেব্যং
ফলপ্রাপ্তিদর্শনাং । অনুমানঞ্চ দর্শিতম্—‘আবাপ্তিব্যো বিদ্বতে তিষ্ঠতঃ’
ইত্যাদি । ৬

অপূৰ্ণস্ত ফলহেতুহে দোষান্তরমাহ—কল্লনেতি । তদাধিকাং বজ্জং পরামৃশতি—ঈশ্বর
ইতি । নাপূৰ্ণং কল্যাং, ব্জ্জ্বান্তর কল্লনাধিক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রোতি । ব্যবহারভূমিঃ
সপ্তম্যর্থঃ । ভূমিকাং কৃৎ কল্লনাধিক্যং স্মৃটয়তি—তত্রোতাদিনা । অপূৰ্ণস্তাদৃষ্টেহে সতীতি
যাবৎ । ইতি কল্লনাধিক্যমিতি শেষঃ । ভূমতেহপি তুল্যা কল্লনেত্যাশঙ্ক্যাহ—ইহ ইতি ।
স্বপক্ষে ধর্ম্মিমাং কল্যাং, পরপক্ষে ধর্ম্মী ধর্ম্মশ্চেত্যাধিক্যং, তস্যাং ফলমত উপপত্তেরিতি ভ্রায়েন
পরশ্চৈব ফলদাতৃত্বেতি ভাবঃ । ধর্ম্মিণোহপি প্রামাণিকত্বং ন কল্যাধর্ম্মিত্যভিপ্রেত্যাহ—
অনুমানং চেতি । ৬

তথা চ যজমানং দেবা ঈশ্বরাঃ সন্তো জীবনার্থেহনুগতাঃ চরুপুরোড়াশাছ্যপ-
জীবনপ্রয়োজনে, অশ্রুপাণি জীবিতুংসহস্তঃ কৃপণাং হীনাং বৃত্তিমাপ্রিত্য স্থিতাঃ,
তেষু প্রশস্তঃ প্রশাসনাং স্তাং । তথা পিতরোহপি তদর্থং দর্কীং দর্কীহোম
অঘায়ন্তা অনুগতা ইত্যর্থঃ । সমানং সর্কমন্ত্যং ॥২০৩॥১১

ঈশ্বরাস্তিহে হেতুস্তরমাহ—তথা চেতি । দেবা যজমানমঘায়ন্তা ইতি সৎকঃ । জীবনার্থে
জীবনং নিমিত্তীকৃত্যেতি যাবৎ । দেবানামীশ্বরাণামপি হব্যার্থিভেদে মনুষ্যানামীশ্বরাণাং-হীন-

বৃত্তিভাষ্কঃ নিয়ন্তৃকল্পকমিত্যর্থঃ । 'যো ন কন্তুচিং প্রকৃতিয়েন বিকৃতিয়েন বা বহুভে, স দর্শাহোমঃ ॥ ২০৩ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্বে ঋতিবাক্যে একের 'স্বস্বর্গাদি' বই বিশেষণের, প্রত্যাক্ষান করাতেই তাদৃশ নির্দেশেব অক্ষর ব্রহ্মের অস্তিত্ব একপ্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে ; তাহাপি, তদ্বিষয়ে সাধারণ লোকের আশঙ্কা বা সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত অক্ষরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্ত 'কার্যালিজক অনুমান প্রদর্শন করা হইতেছে—'এতশ্র বা' অক্ষরশ্র' ইত্যাদি (১) ।

এই যে সাক্ষ্য প্রত্যক্ষরূপী সর্বাস্তর অক্ষর ব্রহ্ম নিরূপিত হইল, এবং বাহা ক্ষুধাপিপাসাদি সংসার-ধর্মবর্জিত আত্মা, সেই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে—রাজার শাসনে যেমন রাজা অক্ষত ও নিয়মবর্তী হইয়া থাকে, হে গার্গি, তেমনি এই অক্ষরের শাসনে সূর্য ও চন্দ্রকে অর্থাৎ দিন ও রাত্রির প্রদীপস্বরূপ সূর্য ও চন্দ্রকে—তাহাদের দ্বারা লোকের যেরূপ প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে, তাহা সাধন করিবার জন্তই অভিজ্ঞ শাসনকর্ত্তাই তাহাদের নির্মাণ করিয়াছেন ; কারণ, প্রদীপের জ্বালা উহারাও সমভাবে সর্বপ্রাণীর সর্বপ্রকার উপকার সাধন করিয়া থাকে, অতএব নিশ্চয়ই তিনি আছেন, বাহা দ্বারা নির্মিত সূর্য ও চন্দ্র এত ঐশ্বর্যসম্পন্ন এবং নানাবিষয়ে স্বাধীন হইয়াও বিশেষভাবে ধৃত হইয়া রহিয়াছেন—নির্দিষ্ট দেশ, কাল ও প্রয়োজনানুসারে উদয় ও অস্ত দ্বারা হ্লাস বৃদ্ধি ভোগ করিতেছেন । অতএব প্রদীপের যেমন একজন স্রষ্টা ও ধারণকর্ত্তা থাকে, তেমনি এই উভয়েরও (সূর্য ও চন্দ্রেরও) স্রষ্টা ও শাসনকর্ত্তা, অক্ষর ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন । ১

হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনে থাকায় জ্বালা-পৃথিবী—ছালোক ও পৃথিবী সাবয়বদ্বিনিবন্ধন স্বভাবভঙ্গুর হইয়াও, গুরুত্ব থাকায় পতনশীল হইয়াও, পরম্পরের সহিত সংযুক্ত থাকায় বিধ্বংসশীল হইয়াও, এবং তদভিমানী চेतন দেবতাকর্ত্তক অধিষ্ঠিত থাকায় স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইয়াও এই অক্ষরের শাসনাধীন

(১) তাৎপৰ্য্য—যেখানে কারণের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল তাহার কার্যটি মাত্র প্রত্যক্ষ হয় ; প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত সেই কার্য দ্বারা যে, অপ্রত্যক্ষ তৎকারণের অস্তিত্বানুমান, তাহাই 'কার্যালিজক অনুমান' । এই সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি বস্তুনিচয়, রাজশাসনাধীন প্রজামণ্ডলীর জ্ঞান যখন নিরমিত ভাবে নিজ নিজ কর্তব্যসাধন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই উহাদেরও শাসনকর্ত্তা একজন আছে, বাহা শাসন লক্ষ্যন করা উহাদের সাধ্যাতীত বৃত্তিতে হইবে, যিনি উহাদের সেই শাসনকর্ত্তা, তিনিই অক্ষর ব্রহ্ম ।

হইয়া বিধৃত রহিয়াছে । এই অক্ষরই হইতেছে সৰ্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার অর্থাৎ পার্থক্য-রক্ষার সেতুস্বরূপ এবং সমস্ত মর্যাদার (নিয়মের) রক্ষাকর্তা ; এই জগৎই দ্ব্যলোক ও পৃথিবী এই অক্ষরের শাসন অমাত্য করিতে সমর্থ হয় না । ইহা হইতেই উক্ত অক্ষরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল ; কেন না, দ্ব্যলোক ও পৃথিবী যে, নিয়মিত ভাবে বর্তমান রহিয়াছে, ইহাই তাহার অস্তিত্ব-সাধনের অব্যভিচারী (নির্দোষ) হেতু বা প্রমাণ ; কারণ, চৈতন্যসম্পন্ন অসংসারী একজন শাসনকর্তা না থাকিলে যথোক্ত নিয়ম রক্ষা করা কখনই সম্ভবপর হইত না । যে হেতু 'যাহা দ্বারা দ্ব্যলোক উগ্র ও শুষ্ক এবং পৃথিবী দৃঢ়তাপন্ন হইয়াছে' এই মন্ত্বেও ঐ কথারই সমর্থন রহিয়াছে । ২

হে গাগি, নিমেষ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কালাবয়ব সমূহ—যাহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালীন জন্মশীল সমস্ত বস্তুর কলগিতা (বুদ্ধিহাসাদিজনক), [তাহারা] এই অক্ষরেরই শাসনে [বিধৃত রহিয়াছে] ; জগতে প্রভুকর্তৃক নিয়োজিত গণক (হিসাব-রক্ষক) যেমন সাবধান হইয়া প্রভুর আর-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করে, তেমনি প্রভুস্থানীয় অক্ষর এক্ষণে এই সমস্ত কালাবয়বের নিরামক অর্থাৎ নিয়মিতভাবে পরিচালক । এইরূপ, প্রাচী অর্থাৎ পূর্বদিগভিমুখে গমনশীল যে সমস্ত নদী ক্ষরিত—নিরত প্রবাহিত হইতেছে, এবং ষ্বেতগিরি হিমালয় প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত নদী বাহির হইয়াছে, সে সমস্ত নদী অত্র পথে চলিতে সমর্থ হইয়াও যে, নিয়মিতভাবে একই পথে চলিতেছে, ইহাও সেই শাসনকর্তার অস্তিত্বানুমাণক ; আর যে সমস্ত নদী পশ্চিমদিক্‌গামিনী—যেমন সিন্ধু প্রভৃতি, এবং আরও যে সমস্ত নদী যে যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে ; তাহারা যে, কখনও সেই সেই নির্দিষ্ট দিক্‌ পরিতাগ করিতেছে না, তাহাও তাহাদের একজন শাসনকর্তার অস্তিত্বসাধক । ৩

অপিচ, যাহারা দান করে—সুবর্ণাদি বস্তু প্রদান করে, তাহারা ঐরূপ দ্রব্বর কর্ম করিলেও, বিজ্ঞ মনুষ্যাগণ তাহাদের প্রশংসাই করিয়া থাকেন । এখানে বুঝিতে হইবে যে, যাহা দান করা হয়, এবং যাহারা দান করে ও যাহারা তাহা গ্রহণ করে, ইহলোকেই তাহাদের পরস্পর সংযোগ-ধ্বংস প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় । তাহাদের যে, পুনর্বার ঐরূপ সংযোগ হইবে, ইহা প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ অগোচর ; তথাপি অভিজ্ঞ মনুষ্যাগণ যে প্রমাণবলে দানফলের সহিত দাতৃগণের ভবিষ্যৎ সংযোগ দর্শন করিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহাও—কর্তার বিভিন্নপ্রকার কর্মফলাভিজ্ঞ একজন শাসনকর্তার—দানাদি ক্রিয়া

তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেলেও, যিনি ধর্ম্মফলের সহিত কর্ত্তার সংযোগ ঘটাইয়া দিতে পারেন, এরূপ একজন শক্তিমান চेतনের অনুমাপক ; অতএব, বাহার্য্য দান করে, কর্ম্মফলের সহিত তাহাদের সংযোজক এরূপজন নিশ্চয়ই আছিল (১) । ৪

যদি বল, অপূর্ব্বই (অদৃষ্টই) কর্ত্তার ফলসংযোগ ঘটাইয়া থাকে; না,— তাহাও বলিতে পার না; [এরূপ শাসনকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে,] অপূর্ব্বের (অদৃষ্টের) অস্তিত্বে কোন প্রমাণই উপপন্ন হয় না। যদি বল, প্রশাসিতার সদ্ভাবও সেই কথা বলা যাইতে পারে; না, তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহার অস্তিত্ব-সাধনেই যে, প্রতির তাৎপর্য্য, তাহা পূর্ব্বেরই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই যে, প্রতির তাৎপর্য্য, [কেবলই কর্ম্মপ্রতিপাদনে নহে], এ কথা আমরা পূর্ব্বেরই বলিয়াছি। আরও এক কথা, উপাসক যখন উপাস্ত ব্রহ্ম হইতেই আরাধনার (উপাসনার) ফললাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন মধ্যবর্ত্তী একটা অপূর্ব্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? বরং ‘অপূর্ব্বের’ সদ্ভাব-সাধক ‘অর্থাপত্তি’ প্রমাণই দুর্ব্বল বা অকৃতকার্য্য হইতে পারে (২) । বিশেষতঃ সেবা (উপাসনা) যখন ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তজ্জাতীয় বাগ, দান ও হোমাদি ক্রিয়ার ফলও সেবনীয় ঈশ্বর হইতে লাভ

(১) তাৎপর্য্য—দানই হউক, আর গ্রহণই হউক, কিম্বা অন্য যে কোনপ্রকার কার্য্যই হউক, ক্রিয়ামাত্রই বিনাশীল, এবং দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই বিনাশীল; অথচ যে ব্যক্তি আজ কিছু দান করিল, সে ত সঙ্গে সঙ্গে তাহাব ফল পাইল না, এবং তাহার অনুষ্ঠিত কণ্ঠেব প্রমাণস্বরূপ দত্ত বস্ত্র ও গ্রহীতা—উভয়েই কালকমে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; অথচ দাতা পাবলৌকিক অপ্রত্যক্ষ ফলের প্রত্যাশা বসিয়া বহিয়াছে। এখন বিবেচনা করিবা দেখিলে মনে হয়—যে কাজের ফল হাতে হাতে হয় না, এবং বাহার সাক্ষী প্রমাণও কিছু থাকে না, সেই বকম কাযোতে লোকে যে ব্লেণ্ডার্জিত ধন তাগ কবে, লোকের তাহাকে নিন্দা করাই উচিত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, ইহার কারণ কি? অপক্ষপাত সর্ব্বদর্শী একজন শাসনকর্ত্তার অস্তিত্বই ইহাব কারণ; এমনই একজন হৃদয়দর্শী শাসনকর্ত্তা আছেন, যিনি প্রত্যেকের বিভিন্নপ্রকার কর্ম্ম ও তাহার ফল পরিমণ্ডিত করিয়া বখাব্যভাবে কর্ম্মকর্ত্তাকে প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি আছেন বলিয়াই লোকে পারলৌকিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবং ভগ্নর লোকেও তাহার প্রশংসা করে।

(২) তাৎপর্য্য—অদৃষ্টবাদীরা বলিয়া থাকেন—ক্রিয়ামাত্রই ধ্বংসশীল; হৃতরাং অনুষ্ঠের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্মও ধ্বংসশীল; অতএব হৃদুর ভবিষ্যতে তাহার ফল কোথা হইতে আসিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাহার প্রত্যেক কর্ম্মেরই একটা ‘অপূর্ব্ব’ স্বীকার করিয়া থাকেন; অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি বখানির্দিষ্ট ফলপ্রদানে লক্ষ্য এমন একটা কিছু রাখিয়া নষ্ট হইয়া যায়, বাহা

করাই সুসঙ্গত হয় ; এবং লোকপ্রসিদ্ধ ত্রিয়ার স্বভাবসিদ্ধ সামর্থ্য উপেক্ষা না করিয়াই যদি শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ক্রিয়ারও ফলপ্রাপ্তি উপপাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ‘লৌকিক’ ক্রিয়ামুখ্যায়ী সামর্থ্য পূরিত্যাগ করাও ত্রায়সঙ্গত হয় না । ৫

এ পক্ষে কল্পনার আধিক্যও অপর দোষ ;—ফললাভের কারণ কল্পনা করিতে হইলে, ঈশ্বরের সদ্ভাব কল্পনা করিতে হইবে ? কিম্বা অপূর্ণের সদ্ভাব কল্পনা করিতে হইবে ? তন্মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, সেবনীয় বা উপাশ্রু হইতে ক্রিয়া-ফল প্রাপ্তিই ক্রিয়ার স্বাভাবিক ধর্ম, কিন্তু ‘অপূর্ণ’ হইতে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা কোথাও প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় না ; আর ‘অপূর্ণ’ পদার্থটি দৃষ্টও নয় (চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভূতও নয়) । এ পক্ষে প্রথমতঃ অদৃষ্টের ‘অপূর্ণের’ অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইবে, তাহার পর, সেই অপূর্ণেরই আবার ফলপ্রদান-সামর্থ্য কল্পনা করিতে হইবে ; এবং সামর্থ্য সিদ্ধ হইলে পর, দানেরও আবার সমাধিক উৎকর্ষ কল্পনা করিতে হইবে ; আমার কিন্তু সেবনীয় ঈশ্বরের সদ্ভাব-মাত্র কল্পনা করিলেই হয় ; কিন্তু তাঁহার ফলদানসামর্থ্য কিম্বা দানকর্তৃত্ব কিছুই কল্পনা করিতে হইবে না ; কেন না, সেবনীয় হইতে যে, ফললাভ হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় ; তাহার উপর আবার এ বিষয়ে “ত্বাপূর্ণিব্যো বিস্রত তিষ্ঠতঃ” ইত্যাদি বলবৎ প্রমাণও রহিয়াছে ; সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণে সিদ্ধ বলিয়া আমার পক্ষেই নূতন করিয়া কল্পনার বিষয় অতি অল্প] । ৬

দেবতাগণ এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও যে, জীবনাধারক চক্র ও পুরোডাশ প্রভৃতির জন্ত যজ্ঞমানের অনুগত থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা অজ্ঞ প্রকারে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াও যে, দয়াদীন দীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাও শাসনকর্তার তীত্র শাসনেই হইতে পারে । সেইরূপ, পিতৃগণ জীবিকার জন্ত দক্ষিণোহোমের অনুগত হইয়া আছেন ॥ ২০৩ ॥ ৯ ॥

কর্মকর্তাকে নির্দিষ্ট ফল প্রদান না করা পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না, কর্মফল উৎপন্ন হইবামাত্র ‘অপূর্ণ’ আপনিত নষ্ট হইয়া যায় । ‘অপূর্ণের’ অপর নাম ‘অদৃষ্ট’—পাপ ও পুণ্য । উন্নয়নাচার্য্য বলিয়াছেন ‘কিরধন্তং ফলায়াল’ ন কর্ম্মতিশয়ং বিনা ।’ অর্থাৎ বহুকাল পূর্বে যে কর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, যথাবর্তী অতিরিক্ত আর একটা কিছু না থাকিলে তাহা কখনই ফলপ্রদানে সমর্থ হইতে পারে না ; অতএব কর্ম্মের অতিরিক্ত একটা ‘অপূর্ণ পদার্থ’ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এই ‘অপূর্ণ’ অনুসারেই ঈশ্বর জীবের কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন ।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মি'ল্লোকে জুহোতি যজতে
তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্ত তৎফলং যো বা
এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মি'ল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণোহর্থঃ এত-
দক্ষরং গার্গি বিদিত্বাহস্মি'ল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ২০৪ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ :—হে গার্গি, অগ্নি লোকে (জগতি) যঃ (সাধকঃ বৈ এতৎ
বথোক্তং) অক্ষরং অবিদিত্বা (অবিজ্ঞায়) জুহোতি (যথাবিধি দেবানুদ্दिष्ट
অগ্নৌ হবিঃ প্রক্ষিপতি), যজতে (দেবানুদ্दिष्ट দ্রব্যং দদাতি), বহুনি বর্ষসহস্রাণি
[ব্যাপ্য] তপঃ তপ্যতে, অথ (হোমাদিকর্ত্বঃ) তৎ (হোমাদিকং—তৎফল-
মিত্যর্থঃ) অন্তবৎ (বিনাশশীলং) এব ভবতি । হে গার্গি, যঃ বৈ এতৎ অক্ষরং
অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি (প্রয়াতি—ম্রিয়তে), সঃ (পরেতঃ) কৃপণঃ
(দীনঃ, দুঃখভাগিরাৎ) ; অথ (পক্ষান্তরে) হে গার্গি, যঃ এতৎ অক্ষরং বিদিত্বা
অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি, সঃ (বিদ্বান্) ব্রাহ্মণঃ (একনিষ্ঠ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০৪ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ :—হে গার্গি, যে লোক এই অক্ষর ব্রাহ্মকে না
জানিয়া হোম করে, যজ্ঞ করে, অথবা বল সহস্র বর্ষব্যাপী তপস্ব্য
করে, তাহার সে সমস্ত কর্মের ফল নিশ্চয়ই অন্তবান্ অর্থাৎ পরিমিত
ও ধ্বংসশীল হইয়া থাকে ; এবং হে গার্গি, যে লোক এই অক্ষরকে
না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে অর্থাৎ মরে, সে লোক কৃপণ
অর্থাৎ দুঃখভাগী অতি দীন ; পক্ষান্তরে হে গার্গি, যে লোক এই
অক্ষর ব্রাহ্মকে জানিয়া এই জগৎ হইতে প্রয়াণ করে, সে লোক ব্রাহ্মণ
বা একনিষ্ঠ ॥ ২০৪ ॥ ১০ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—ইত্যাশ্চি তদক্ষরং, যস্মাৎ তদজ্ঞানে নিরতা সংসা-
রোপপত্তিঃ ; ভবিতব্যং তু তেন, যদ্বিজ্ঞানং তদ্বিচ্ছেদঃ, ত্রায়োপপত্তেঃ । নহু
ক্রিয়াত এব তদ্বিচ্ছিন্তিঃ শ্রাদ্ধিতি চেৎ, ন, যো বা এতদক্ষরং হে গার্গি, অবিদিত্বা
অবিজ্ঞায় অগ্নি লোকে, জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে—যত্বেপি বহুনি বর্ষসহস্রাণি,
অন্তবদেবাস্ত তৎফলং ভবতি, তৎফলোপভোগান্তে ক্ষীরন্ত এবাস্ত কর্ম্মাণি ।

অপি চ, যদ্বিজ্ঞানং কার্পণ্যাতয়ঃ সংসারবিচ্ছেদঃ, যদ্বিজ্ঞানাত্যাবাচ্য কর্ম্মকৃতং
কৃপণঃ কৃতফলস্ত্রয়োপভোক্তা জননমরণ-প্রবন্ধাক্রমঃ সংস্রতি,—কৃতফলক্ষরং
প্রশাসিত্ব । তদেতদ্ব্যচ্যতে—যো বা এতদক্ষরং গার্গি, অবিদিত্বা অস্মি'ল্লোকাৎ

প্রৈতি, স কৃপণঃ পণক্ৰীত ইব দাসাদিঃ । অথ য এতদক্ষরং গাগি, বিদিত্বা
অমালোক্যং প্রৈতি, স ব্রাহ্মণঃ ॥ ২০৪ ॥ ১০ ॥

টীকা । ‘ইহবাস্তিহে হেহন্তবমাহ’—ইত্যশেতি । মোক্ষহেতুজ্ঞানবিষয়তেনাপি তদন্তীত্যাহ—
ভবিতবামিতি । ‘যদজ্ঞানং প্রবৃত্তির্থা এদজ্ঞানং না নিবর্ততে’ ইতি শ্রুতঃ । কক্ষবশাদেব
মোক্ষসিদ্ধেস্তত্ত্বজ্ঞানবিষয়তেনাক্ষবং নাহ্যপেয়মিতি শব্দে—নমিতি । উত্তরবাক্যে—
নৌ(ণো)ত্তবমাহ—নেতাদিনা । যন্তাজ্ঞানাদসকৃদনুষ্ঠিতানি বিশিষ্টকলাস্তপি সর্বাণি কক্ষাণি
ংসারমেব ফলবন্তি, তদজ্ঞাতমক্ষবং নাস্তীত্যুক্তং, সৎসারাভাবপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ।
অক্ষবাস্তিহে হেহন্তবমাহ—অপি চেতি । পূর্ববাক্যে জীবদবৃহৎপুঙ্খাবয়বমিদং তু পবলোক-
বিষয়মিতি বিশেষং মত্বোত্তববাক্যমবত্যা ব্যাচষ্টে—তদেতদিত্যাদিনা ॥ ২০৪ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এই কাবণেও সেই অক্ষবেব অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য্য ।
সেহেতু তাহাকে না জানিলে জীবের সংসারপ্রাপ্তি—জন্ম-মরণপ্রবাহভোগে ধ্রুব বা
স্থিরীভূত, সেইহেতু নিশ্চয়ই এমন একটি কিছু থাকে আবশ্যক হয়, যাহাকে ভাল
করিয়া জানিলে, সেই সংসারের উচ্ছেদ হইতে পারে, আব একথা যুক্তিবিবদ্ধও
হয় না । যদি বল, শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া চাইতেই যখন সংসারের উচ্ছেদ (মুক্তি) হইতে
পারে, [তখন আব অক্ষর-বিজ্ঞানেব] প্রয়োজন কি ? না—একথাও বলিতে
পার না, কাবণ শ্রুতি বলিতেছেন—‘হে গাগি, যে ব্যক্তি এই জগতে এই
অক্ষর এককে না জানিয়া—অনুভব-গোচর না করিয়া হোম কবে, যজ্ঞ কবে
ও তপস্যা কবে—যদি সহস্র বৎসরও কবে, তাহাব ফল নিশ্চয়ই অন্তবান্ হইবা
থাকে, অর্থাৎ সেই ফলের ভোগ শেষ হইলেই তাহাব অন্তর্গত সমস্ত কর্ম
ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে’ ইত্যাদি ।

আবও এক কথা, যাহাকে জানিলে ক’পণ্যেব অবসান হয়, অর্থাৎ দুঃখময়
সংসারের উচ্ছেদ বা নিরুত্তি হয়; পক্ষান্তরে যাহাকে না জানার ফলে কর্ম্মী
পুরুষ কৃপণ-পদবাচ্য হয়—কেবল স্বরূত কর্ম্মফলমাত্রেব ভোক্তা ও জন্ম-মরণ-
প্রবাহে পতিত হইয়া সংসারী হয়, নিশ্চয়ই সর্কশাসনকর্ত্তা সেই অক্ষর এক
আছেন । এখন তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে,—‘হে গাগি, যে
ব্যক্তি এই অক্ষরকে না জানিয়া এই জগৎ হইতে প্রস্থান করে (মবে), সে
‘ব্যক্তি কৃপণ—যেন মূল্যক্ৰীত দাস—অর্থাৎ ক্রীতদাসেব মত; আব ‘হে গাগি,
যে ব্যক্তি এই অক্ষরকে জানিয়া এই জগৎ হইতে প্রস্থান করেন, তিনিই
ব্রাহ্মণ (একনিষ্ঠ)’ ইত্যাদি ॥ ২০৪ ॥ ১০ ॥

অভাসভাষ্যম্ ।—অয়ের্দহন-প্রকাশকত্বং স্বাভাবিকমন্ত প্রশান্ত্বম্
অচেতনভেবেত্যত আহ—

আভাস-ভাষ্যানুবাদ ।—অগ্নির যেমন দাহ ও প্রকাশ, কার্য্য
ক্ষতাবসিদ্ধি, তেমনি এই প্রশাসনকর্ত্ত্বও অক্ষর-শব্দবাচ্য-অচেতন প্রধান বা
প্রকৃতিরই স্বভাবসিদ্ধি হইবে ? এই আশঙ্কার বলিতেছেন—

তত্রা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃশ্রুতশ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং
বিজ্ঞাতৃ, নাগ্যদতোহস্তি দ্রষ্টৃ নাগ্যদতোহস্তি শ্রোতৃ নাগ্যদতোহস্তি
মন্তৃ নাগ্যদতোহস্তি বিজ্ঞাতৃ এতস্মিন্মু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ
ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ ২০৫ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ ।—হে গার্গি, তৎ এতৎ (প্রকৃতং) অক্ষরং বৈ অদৃষ্টং (অগ্নেন
ন দৃষ্টচরম্), [স্বয়ং তু] দ্রষ্টৃ (দর্শনকর্ত্ত্ব) ; তথা, অশ্রুতং (অগ্নেবাং শ্রবণে-
দ্রিগাগ্রাহ্যং) [স্বয়ং তু] শ্রোতৃ (শ্রবণকর্ত্ত্ব) ; অমতং (অগ্নেবাং মনসা অগ্রহীতং)
[স্বয়ং তু] মন্তৃ (মননকর্ত্ত্ব) ; অবিজ্ঞাতং (বুদ্ধিবৃত্তে: অগোচরত্বাৎ বিজ্ঞাতং
ন ভবতি), [স্বয়ং তু] বিজ্ঞাতৃ (অগ্নেবাং বিশেষণ জ্ঞাতৃ) ; [কিং বহনা,]
অতঃ (অগ্নাৎ অক্ষরাং) অগ্ন্যং দ্রষ্টৃ (দর্শনকর্ত্ত্ব) ন অস্তি ; অতঃ অগ্ন্যং শ্রোতৃ ন
অস্তি ; অতঃ অগ্ন্যং মন্তৃ ন অস্তি ; অতঃ অগ্ন্যং বিজ্ঞাতৃ ন অস্তি ; হে গার্গি, এতস্মিন্মু
অক্ষরে মু খলু আকাশঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ (সৰ্ব্বণা অনুশ্রুত ইত্যর্থঃ) ॥ ২০৫ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ।—হে গার্গি, [যে অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলা
হইল,] সেই এই অক্ষর হইতেছেন অপরের অদৃষ্ট, অথচ নিজে সকলের
দ্রষ্টা ; অপরের অশ্রুত (শ্রুতিগোচর হন না), অথচ নিজে সকলের
শ্রোতা ; এইরূপ অপরের মনোবৃত্তির অগোচর, কিন্তু নিজে সকলকে
মনন করেন ; বুদ্ধিবৃত্তির অগোচর বলিয়া অবিজ্ঞাত, অথচ নিজে
সকলের বিজ্ঞাতা ; এই অক্ষর ভিন্ন আর কেহ দ্রষ্টা নাই ; আর কেহ
শ্রোতা নাই ; আর কেহ মননকর্ত্তা নাই, এবং অপর কেহ বিজ্ঞাতা
নাই । হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে
রহিয়াছে ॥ ২০৫ ॥ ১১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—তত্রা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং ন কেনচিৎ দৃষ্টম্ অবিসম-
ত্বাৎ, স্বয়ং তু দ্রষ্টৃ, দৃশিস্বরূপত্বাৎ ; তথা অশ্রুতং, শ্রোত্রাত্ত্ববিষয়ত্বাৎ, স্বয়ং শ্রোতৃ,
শ্রুতিস্বরূপত্বাৎ ; তথা অমতম্, মনসোহবিষয়ত্বাৎ ; স্বয়ং মন্তৃ, মতিস্বরূপত্বাৎ ;
তথা অবিজ্ঞাতং, বুদ্ধেরবিষয়ত্বাৎ, স্বয়ং বিজ্ঞাতৃ, বিজ্ঞানস্বরূপত্বাৎ ।

কিঞ্চ, ন অন্তঃ অতঃ অস্মাদক্ষরাং অস্তি—নাস্তি কিঞ্চিদ্রষ্টে দর্শনক্রিয়াকর্তৃ সৰ্বত্র । তথা নান্নদতোহস্তি শ্রোতৃ ; তদেবাক্ষরং শ্রোতৃ সৰ্বত্র । নান্নদতোহস্তি মন্তৃ ; তদেবাক্ষরং মন্তৃ সৰ্বত্র সৰ্বমুনোদ্বারেণ 'নান্নদতোহস্তি বিজ্ঞাতৃ বিজ্ঞানক্রিয়াকর্তৃ ; তদেবাক্ষরং সৰ্ববুদ্ধিদ্বারেণ বিজ্ঞানক্রিয়াকর্তৃ, ন অচেতনং প্রধানম্, অন্তরা । এতস্মিন্ খলু অক্ষরে গার্গি, আকাশ'ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি, যুদৈব সাক্ষার্দপরোক্ষাদ ব্রহ্ম, য আত্মা সৰ্বাস্তরঃ অশনারাদি-সংসারধৰ্ম্মাভীতঃ, যস্মিন্মকাশ'ওতশ্চ প্রোতশ্চ, এষা পরা কাষ্ঠা, এষা পরা গতিঃ, এতৎ পরং ব্রহ্ম, এতৎ পৃথিব্যাদেবাক্ষাশাস্ত্য সত্যস্ত সত্যম্ ॥২০৫॥১১॥

টীকা । ৫ প্রধানবাদিনঃ শঙ্করম্ভোক্তবাকোন নিরাকরোতি—অগ্নেয়িতাদিনা । ইচ্ছাক্ষরস্ত নাচেতনমিত্যাহ—কিঞ্চেতি । নাস্তীত্যয়প্রদর্শনম্ । অতোহস্তদিতি বিশেষণ-সিদ্ধমর্থন্যাহ—এতদিতি । অন্তরা পূৰ্ব্বোক্তমবাকৃতাদিপৃথিবাস্তঃ নিগমনবাক্যমদাস্ত্য তত্ত্ব তাৎপৰ্য্যমাহ—এতস্মিন্ । পরা কাষ্ঠা পরং পৰ্য্যবসানং নাম্মাদুপরিষ্টাদধিষ্ঠানং কিঞ্চিদন্ত্যাহ— । তত্ত্বৈব পরমপুঙ্খার্থমাহ—এষেতি । 'পুঙ্খমার পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ' ইতি হি শ্রুতাস্তরম্ । ব্রহ্মস্মাদক্ষরাদন্ত্যদন্ত্যেতি চেদন্ত্যাহ—এতদিতি । নমু চতুর্থো দতাস্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্যাখ্যাতমক্ষরং তু নৈবমিতি চেত্তত্রাহ—এতৎ পৃথিব্যাদেবিতি ॥ ২০৫ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—হে গার্গি, সেই এই অক্ষর বস্তুটি অদৃষ্ট—দৃষ্টির বিষয় নয়, এইজন্ত কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না ; অথচ নিজে দৃষ্টিস্বরূপ বলিয়া সকলের দৃষ্টা । সেইরূপ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া অশ্রুত, অথচ নিজে শ্রুতিস্বরূপ বলিয়া শ্রোতা । সেইরূপ, মনের অগোচর বলিয়া অমত, কিন্তু নিজে মতিস্বরূপ ; এইজন্ত সকল বিষয়ের মননকারী ; সেইরূপ, বুদ্ধির অবিসয় বলিয়া অবিজ্ঞাত, অথচ নিজে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বিজ্ঞাতা বিশেষ-রূপে জ্ঞাতা ।

অপিচ, এই অক্ষর ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনও দ্রষ্টা—দর্শনকর্তা নাই ; পরন্তু এই অক্ষর ব্রহ্মই সমস্ত দর্শন ক্রিয়ার একমাত্র কর্তা ; এইরূপ এই অক্ষর ভিন্ন অপর কিছু শ্রোতা নাই, পরন্তু এই অক্ষরই সৰ্বত্র শ্রবণ-ক্রিয়ার কর্তা ; এতদতি-রিক্ত কেহ মন্তা—মননের—নানাবিধ চিন্তার কর্তা নাই ; পরন্তু এই অক্ষরই সৰ্বত্র নিখিল মনোবৃত্তিদ্বারা মনন করিয়া থাকেন ; অক্ষরই বিজ্ঞাতা বুদ্ধিবৃত্তি-রূপ বিজ্ঞানীর কর্তা, এতদতিরিক্ত আর কেহ বিজ্ঞাতা নাই ; পরন্তু উক্ত অক্ষরই বুদ্ধিসমষ্টির সাহায্যে বিজ্ঞান-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন ; কিন্তু অচেতন প্রধান (সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি) বা অন্ত কেহ বিজ্ঞাতা নহে । হে গার্গি, আকাশ

এই অক্ষরেই ওত ও প্রোত রহিয়াছে । নিশ্চয়ই যাহা সাক্ষ্য প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং যাহা অশনারাদি সমস্ত সংসার-ধর্মবিবর্জিত সর্কান্তর আত্মা, এবং আকাশ যাহাতে ওত-প্রোত রহিয়াছে ; ইহাই জ্ঞাতব্যের পরী কাষ্ঠা বা চরম সীমা, ইহাই পরা গতি অর্থাৎ জীবের সর্বোৎকৃষ্ট শেষ গন্তব্য স্থান ; ইহাই পর ব্রহ্ম ; ইহাই—এই অক্ষরই আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত সত্যেরও (আপেক্ষিক সত্য বস্তুসত্তা) সত্যস্বরূপ অর্থাৎ তাহার আশ্রয়ে থাকিয়াই অপর সকল বস্তু সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে ॥২০৫॥১১॥

সাঁ হোবাচ ব্রাহ্মণী ভগবন্তস্তদেব বহু মন্তোধ্বং যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বম্, ন বৈ জাতু যুগ্মাকমিমাং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোত্তং জেতেতি, ততো হ বাচরূপ্যপরাম ॥ ২০৬ ॥ ১২ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়েইষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ॥৩০৬॥

সরলার্থঃ ১—সাঁ (বাচরূপী গার্গী) [ব্রাহ্মণান্ সদ্বোধয়ন্তী] উবাচ ই—হে ভগবন্তঃ ব্রাহ্মণঃ, [যুগ্মং] তৎ এব বহু মন্তোধ্বং (সবলমানং অবগচ্ছত), যৎ নমস্কারেণ (প্রণিপতিমাত্রেন) অস্মাং (যাজ্ঞবল্ক্যাং) মুচ্যেধ্বম্ (বিমুক্তা ভবত) ; [কুতঃ ? যতঃ] যুগ্মাকং মধ্যে কশ্চিদ্ (কশ্চিদপি) ইমং ব্রহ্মোত্তং (ব্রহ্মাদিনিং যাজ্ঞবল্ক্যাং) জাতু (কদাচিদপি) ন বৈ (নৈব) জেতা (বিজেষ্যতি) ইতি । ততঃ (অনন্তরং) বাচরূপী (বাচরূপী গার্গী) উপরাম হ ॥২০৬॥১২॥

মূলানুবাদ ১—সেই গার্গী ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, তোমরা ইহাই যথেষ্ট মনে কর যে, কেবল নমস্কার করিয়াই তোমরা ইহার নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে ; অর্থাৎ ইহাকে জয় করার আশা দুরাশা মাত্র । কারণ, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি কখনও এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারে পরাজিত করিতে পারেন । ইহার পর বাচরূপী (গার্গী) নিবৃত্ত হইলেন ॥ ২০৬ ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে ঐষ্টম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ১—সাঁ হোবাচ—হে ব্রাহ্মণা ভগবন্তঃ শৃণুত মদীয়ং বচঃ—তদেব বহু মন্তোধ্বম্ (যজ্ঞধ্বম্ ?), কিং তৎ ? যদস্মাদ্ যাজ্ঞবল্ক্যাং নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বম্—অস্মৈ নমস্কারং কৃৎস্বা, তদেব বহু যজ্ঞধ্বমিত্যর্থঃ ; জয়ন্তু মনসাপি

নাশং নীরঃ, কিম্ভূত কার্যতঃ । কস্মাৎ ? ন বৈ বৃহ্যাকং মধ্যে জাতু কদাচিদপি
ইমং যাজ্ঞবল্ক্যং ব্রহ্মোত্তমং প্রতি জেতা । প্রগ্নৌ চেগ্নহং বক্ষ্যতি, ন বৈ জেতা
ভবিতা—ইতি পূৰ্বমেব যয়া প্রতিজ্ঞাতম্ ; অতাপি যমায়ামেব নিশ্চয়ঃ ব্রহ্মোত্তমং
প্রতি এতত্তুল্যো ন কশ্চিৎ বিত্তত ইতি । ততোহু বাচরূপ্যপররাম । ১

অত্রাস্তুর্যামিব্রাহ্মণে এতদ্বাক্তম্—যং পৃথিবী ন বেদ, যং নর্যানি ভূতানি ন বিদু-
ঃ পিতৃঃ, যমস্তুর্যামিণং ন বিদুঃ, যেচন বিদুঃ, যচ্চ তদক্ষরং দর্শনাদি ক্রিয়াকর্তৃত্বেন
সর্বক্সাং তেতনাধাতুরিত্যাক্তম্ ; কস্তু এযাং বিশেষঃ ? কিং বা সামান্যম্ ? ইতি । ২

তত্র কেচিচ্চাক্ততে—পরশ্চ মহাসমুদ্রস্থানীয়শ্চ ব্রহ্মণোহক্ষবস্তাপ্রচলিত-
স্বকপশ্চ স্ত্রিষংপ্রচলিতাবস্থা অন্তুর্যামী ; অত্যন্তপ্রচলিতাবস্থা ক্ষেত্রজঃ,—যন্তং ন
বেদ অন্তুর্যামিণম্ । তথা অত্যাঃ পঞ্চাবস্থাঃ পবিকল্পয়ন্তি, তথা অষ্টাবস্থা ব্রহ্মণো
ভবন্তীতি বদন্তি । অথো অক্ষরশ্চ শক্তয় এতা ইতি বদন্তি, অনন্তশক্তিযদক্ষব
মিতি চ । অথো তু অক্ষরশ্চ বিকারা ইতি বদন্তি । ৩

অবস্থা-শক্তি তাবল্লোপপত্তিতে, অক্ষরশ্চ অশনারাদি-সংসারধর্মাতীতত্ব-
শ্রুতেঃ ; নহি অশনায়াত্তীতত্বম্ অশনায়াদিধর্মবদবস্থাবদ্ব্যবহৃত্য যুগপতপপত্তিতে ;
তথা শক্তিমবস্থা । বিকাবাবয়বস্তে চ দোষাঃ প্রদর্শিতাশ্চতুর্থো ; তস্মাদেতা
অসত্য্যাঃ সর্ক্সাঃ বরনাঃ । ৬

কন্তুহি ভেদ এযাম্ ? উপাধিকৃত ইতি ক্রমঃ, ন স্বত এযাং ভেদঃ অভেদো
বা, সৈক্যবচনবৎ প্রজ্ঞানঘটনৈকবসন্বাভাব্যাং, “অপূর্বমনপরমনন্তরমবাহম্” “অয়-
মাস্মি ব্রহ্ম” ইতি চ শ্রুতেঃ ; “স বাহ্যভাস্তরো হৃজঃ” ইতি চাণক্যে । তস্মান্নিক-
পাধিকশাস্ত্রানো নিরুপাখ্যাহাং নিবিশেষত্বাং একত্বাচ্চ “নেতি নেতি” ইতি ব্যপ-
দেশো ভবতি ; অবিজ্ঞা কাম-কর্মবিশিষ্টকার্য-করণোপাধিরাশ্মা সংসারী জীব
উচ্যতে ; নিত্যানিবর্তিতবজ্ঞানশক্ত্যুপাধিরাশ্মাস্তুর্যামীশ্বর উচ্যতে ; স এব নিরু-
পাধিঃ কেবলঃ শুদ্ধঃ স্বেন স্বভাবেন অক্ষরং পর উচ্যতে । তথা হিরণ্যগর্ভা-
ব্যাক্ততদেবতাজ্ঞাপিণ্ডমন্ত্রশ্রুতিব্যাক্তপ্রোতাদিকার্যাকরণোপাধিবিশিষ্টস্তদাখ্যাত্তদ্রূপো
ভবতি । তথা “তদেজ্জাতি” ইতি ব্যাখ্যাতম্ । তথা “এষ ত আত্মা” “এষ সর্ব-
ভূতান্তরাত্মা” “এষ সূর্যেষু ভূতেষু গুটঃ” “তত্ত্বমসি” “অহমেবেদং সর্বম্” “আত্মৈ-
বেদং সর্বম্” “নানোহতোহস্তি দ্রষ্টা” ইত্যাদিশ্রুত্যো ন বিরুদ্ধ্যস্তে ; কল্পনাস্ত-
রেষোতাঃ শ্রুত্যো ন গচ্ছন্তি । তস্মাদুপাধিভেদেনৈবোবাং ভেদঃ, নাতথা, “এক-
মেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যবধারণাং সর্বোপনিষৎস্ব ॥২০৬॥১২॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়শ্রুতম্ ব্রাহ্মণম্ । ৩ ॥ ৮ ।

টীকা । কিং তদ্বচনং, তদাহ—তদেবেতি । বহমানবিষয়ভূতং বস্তু পৃচ্ছতি—কিং তদিতি ।
যদাপ্যে মদীঃ বচনং, তদেব বহমানযোগ্যমিত্যাহ—যদিতি । তদ্ব্যাকরণোক্তি—অস্মা ইতি ।
নমস্কারঃ কৃত্বাহমাদিমুক্তাঃ প্রাপ্যেতি শেষঃ । তদেবেতি প্রাপনিকবচনোক্তিঃ । কিমিতি
তদীযং পূর্বং বচো বহু মন্তামহে, জ্ঞেতুং পুনরিসমাপ্যাহে, নেতাহ—জয়স্বিতি । তত্র প্রম-
পূর্বকং পূর্বোক্তমেব বহমানবিষয়ভূতং বাক্যমবতায়া বাচ্যে—কস্মাদিতাদিনা । পরাজিতায়
গার্গ্য্য বচো নোপাদেয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রমো চেদিতি । ততশ্চ প্রশ্ননির্ঘাৎ বাজবল্যস্তাপ্রকম্প্যাহ
প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মণান্ প্রতি দিতং চোক্তে তার্থঃ । ১

অন্ত্যামী ক্ষেত্রজ্ঞোক্তকরমিত্যেতেনামবাস্তুরবিশেষপ্রদশনার্থঃ প্রকৃতং দর্শয়তি—অত্রাস্ত-
র্যামীতি । তত্রান্ত্যধর্মিণঃ প্রকৃতং প্রকটয়তি—যানীতি । ক্ষেত্রজ্ঞস্ত প্রকৃতং ক্ষুটয়তি—
যে চেতি । অক্ষরস্ত প্রস্তুতং প্রত্যায়য়তি—যচ্চেতি । সর্বেষাং বিষয়ণা দশনশরণাদিক্রিয়া-
কর্তৃত্বেন চেতনাধাতুরিতি বস্তুদক্ষরমুক্তমিত্যর্থঃ । তেহু বিচারমবতারয়তি—কস্বিতি । ২

তস্মিন্ বিচারে স্বধ্যামতমুখ্যপয়তি—তথ্যেতি । ক্ষেত্রজ্ঞস্তাপ্রস্তুতব্ধিৎ বাবয়তি—
যন্তুমিতি । যথা পরস্তান্মনোহন্ত্যামী জীবন্তেতাবস্থে হে কল্লোতে, তথা তন্ত্বেবাস্তাঃ পঞ্চাবস্থাঃ
পিণ্ডো জাতিবিবৃতি সূত্রং দৈবমিত্যেবংলক্ষণা মহাত্মতৎসংজ্ঞানভেদেন কল্পয়ন্তীত্যাহ—তথ্যেতি ।
উক্তবীত্যা কল্পনায়াং পিণ্ডো জাতিবিবৃতি সূত্রং দৈবমব্যাকৃতং সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞেতাত্ত্বাবস্থা ব্রহ্মণো
ভবন্তীতি বদন্তঃ পবিকল্পয়ন্তীতি সধকঃ । অবস্থাপক্ষমুক্তা শক্তিপক্ষমাহ—অন্ত ইতি ।
তুশঙ্কেনাবয়বপক্ষং দর্শয়ন্ বিকারপক্ষং নিক্ষিপতি—অন্তে দ্বিতি । ৩

তত্র পক্ষদ্বয়ঃ প্রত্যাহ—অবস্থেতি । অন্ত্যামিপ্রভৃতীনামিতি শেষঃ । তন্ত সাংসারিক-
ধর্ম্যাতীতব্ধতাংবপি কথমবস্থাবস্তং বা ন সিধ্যাতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । অবশিষ্টপক্ষদ্বয়নিরা-
করণং প্রাগেব প্রবৃত্তং আরয়তি—বিকাবেতি । পবপক্ষনিবাকরণমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ৪

পবকীয়কল্পনাসম্ভবে পৃচ্ছতি—কস্তুহীতি । উক্তবমাহ—উপাখীতি । আত্মনি স্ততো
বিশেষভাবে হেতুমাহ—সৈকবেতি । তত্রৈব হেতুস্তরমাহ—অপূর্বমিতি । বাহুং কাব্যমাত্ত্যস্তরং
করণং তাভ্যাং কলিতাভ্যাং সহাধিষ্ঠানত্বেন সত্তাস্থতিপ্রদতয়া বর্ততে ব্রহ্ম, স্বভাবতন্ত
জন্মাদিসর্ববিক্রিয়াশূন্তং ক্ষুটং তদিত্যাধর্ষণশ্রুতবর্থঃ । আত্মনি স্ততো বিশেষানবগমে
ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । নিরুপাধ্যস্তং বাচ্যং মনসাং চাগোচরম্ । তত্র নির্বিশেষত্বমেকত্বং
চ হেতুঃ । নিরুপাধিকন্তেতি নির্বিশেষত্বং সাধয়িতুমুক্তম্ । তত্র চ বীজাবাক্যং প্রমাণং
কৃতম্ । কথং পুনরেবমিহস্ত বস্তুনঃ সাংসারিকং, তত্রাহ—অবিজ্ঞেতি । তৈর্কিলিষ্টং যৎ কার্য-
করণং, তেনোপাধিনোপহিতঃ পরমাত্মা জীবঃ সংসারীতি চ ব্যাপদেশভাগুভবতীতার্থঃ । তথাপি
কথং ভক্তান্ত্যধর্মিণঃ, তদাহ—নিত্যেতি । নিত্যং নিরতিশয়ং সর্বত্রাপ্তিবদ্ধং জ্ঞানং, তস্মিন্
সহপরিণামে সহপ্রাণা সাম্যশক্তিরুপাধিভবেন বিশিষ্টঃ সম্যগ্বেষরোহন্ত্যামীতি চোচ্যত-
ইত্যর্থঃ । ৫

কথং তর্হি তস্মিন্মকরশূন্যপ্রবৃত্তিস্তত্রাহ—স এবতি । নিরুপাধিঃ শুদ্ধে হেতুঃ ক্লেবলব-
ধিতীয়ম্ । তথাপি কথং তত্র হিরণ্যগর্ভাদিধন্যপ্রত্যাবিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথ্যেতি । যথেকল্পনেন

পরশ্মিন্নান্নানি কস্মিতোপাধিগ্রহন্তঃ নানাং, তথা তদৈজ্জতি তন্নৈজ্জতীতাদি বাক্যমাত্রিত্য
প্রাণেবোক্তমিত্যাহ—তথেষ্টি । কল্পনয়া পরন্তু নানাং বস্তুত্বৈকরস্মিত্যত্র ঐতীহ্য-
হরতি—তথেষ্টিতাদিনা । অবস্থাপ্রতিদিকারাবয়বপক্ষেষপি যুগ্মেভ্যশ্চতীনাং পুণ্যপত্তিশাস্ক্যাহ—
কল্পনান্তরেষিতি । উপাধিকোহন্তর্ধ্যামাদিভেদো ন স্বাভাবিক ইতুপদঃহরতি—তস্মাদিতি ।
স্বতো বস্তুনি নাস্তি ভেদঃ, কিন্তুৈকরস্মেবেত্যত্র হেতুমাহ—একমিতি ॥ ২০৬ ॥ ১২ ॥

ইহি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাচ্যটীকায়ঃ তৃতীয়াধ্যায়স্তাষ্টমঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—সেই গার্গী ব্রাহ্মণগণকে সন্ধান করিয়া বলিলেন—
হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর,—তোমরা ইহাই যথেষ্ট
মনে কর । ইহা কি ? না, তোমরা যে, এই যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট কেবল নমস্কার
মাত্রেই—ইহাকে কেবল নমস্কার করিয়াই পরিভ্রাণ পাইয়াছ, ইহাই খুব দেশী
মনে কর ; ইহাকে জয় করিবার আশা মনেও করিও না, জয় করা ত দূরের কথা ;
কল্পণ ? যেহেতু তোমাদের মধ্যে কেহ কখনও এই যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মব্যাপ্য
সর্বক্ষে বিজ্ঞতা নাই । আমি পূর্বেই প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিয়াছি যে, যাজ্ঞবল্ক্য যদি
আমার এই প্রশ্ন দুইটির উত্তর দিতে পারে, তাহা হইলে আর কেহই ইহাকে জয়
করিতে পারিবে না ; এখনও আমার স্থির বিশ্বাস যে, ব্রহ্মবাদিত্বে—ব্রহ্মতত্ত্ব
ব্যাপ্যানে ইহার তুল্য কেহ নাই । তাহার পর বাচক্বর্ষী নিবৃত্ত হইলেন । ১

এই অন্তর্ধ্যামী ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী যাহাকে জানে না এবং
সমস্ত ভূতবর্গও যাহাকে জানে না ইত্যাদি । এখানে, যে অন্তর্ধ্যামীকে
যাহারা জানে না, এবং যাহা সেই অক্ষর—সকলের দর্শনাদি ক্রিয়া নির্বাক
করেন বলিয়া সকলের চৈতন্যধায়ক নামে কথিত হইলেন ; জিজ্ঞাসা করি—এ
সমস্তের মধ্যে পরস্পর বিশেষত্ব—পার্থক্যই বা কি আছে ? এবং সামান্য বা
সাধারণ ধর্ম্মই বা কি আছে ? ২

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন—অচক্ষুলাবস্থ অক্ষরসংজ্ঞক পরব্রহ্ম হইতেছেন
—মহাসূক্ষ্মদ্রব্যানীর ; তাহারই যে, কিঞ্চিং পরিস্পন্দনাবস্থা, তাহার নাম—
অন্তর্ধ্যামী ; তাহার যে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধাবস্থা, যাহা সেই অন্তর্ধ্যামীকে জানে না,
তাহার নাম—ক্ষেত্রজ (জীব) । তাহারা এইরূপ আরও পাঁচটি অবস্থা কল্পনা
করিয়া থাকেন ; এবং বলেন যে, ব্রহ্মের এইরূপ আট প্রকার অবস্থা ঘটিলে
পাকে । আবার অপর শ্রেণীর লোকেরা বলেন—একমাত্র অক্ষর ব্রহ্মই অনন্ত-
শক্তিসম্পন্ন ; অপর সমস্তই তাঁহার বিশেষ বিশেষ শক্তিমাত্র । অন্ত সম্প্রদায়
আবার বলেন—এ সমস্তই অক্ষর ব্রহ্মের বিকার বা পরিণতিবিশেষ মাত্র । ৩

এ সম্বন্ধে 'বক্তব্য' এই যে, প্রথমতঃ ব্রহ্মের অবস্থা বা শক্তি কল্পনাই সম্ভব হয় না ; কেন না, শ্রুতি বলিতেছেন যে, এই অক্ষর ব্রহ্ম সাংসারিক সর্বকৰ্ম-বিবৰ্জিত ; কারণ, একই পদার্থে একই সমস্ত অর্থনার্দ্দি সংসারধর্মের অভাব ও সম্ভাব কখনই উপপন্ন হইতে পারে না ; সেইরূপ, শক্তি-পক্ষও সম্ভব হয় না ; আর বিকার বা অবয়ব কল্পনার পক্ষে, যে সমস্ত দোষের সম্ভাবনা হয়, তাহা চতুর্থ শ্রুতিতেই কুণ্ঠিত হইয়াছে। অতএব উপরে, যে সমস্ত কল্পনার ঋণেত্ব হইয়াছে, সে সমস্তই অসত্য বা অসম্ভব । ৪

ভাল, তাহা হইলে, অক্ষর ও অন্তর্যামী প্রভৃতির মধ্যে প্রভেদ কি ? আমরা বলি কেবল উপাধি দ্বারা উহাদের ভেদ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাদের মধ্যে ভেদ বা অভেদ কিছুই নাই ; কারণ, 'তাহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং অন্তর নাই ও বাহির নাই' 'এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে এবং 'তিনি বাহ্য ও আন্তর সর্ববিধ সম্বন্ধশূন্য ও জন্মরহিত' এই আখ্যায়িক বাক্য হইতেও জানা যায় যে, সৈন্ধবখণ্ডের গ্রায় জ্ঞানই তাহার একমাত্র স্বাভাবিক রূপ। অতএব উপাধিরহিত আত্মা বা ব্রহ্ম নির্বিশেষ (নিগুণ) নিরুপাখ্য ও বাক্যের অগোচর অর্থাৎ 'তিনি এই প্রকার' এই বলিয়া নির্দেশের অযোগ্য, এবং এক অদ্বিতীয় ; এই জন্ত "নেতি নেতি" অর্থাৎ ইহা নহে—ইহা নহে এই প্রকারে তাহার নির্দেশ করা হইয়া থাকে। আর অবিদ্যা, কাম ও তদনুগত কৰ্ম্মবিশিষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি-উপাধিবদ্ধ আত্মা সংসারী—জন্ম-মরণাদি-সম্পন্ন জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; সেই আত্মাই আবার নিত্য নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না, তাদৃশ) শক্তি সংযোগে অন্তর্যামী জীৱ বলিয়া কথিত হন ; সেই আত্মাই আবার যখন সর্বোপাধিরহিত শুদ্ধ স্বরূপে নির্দিষ্ট হন, তখন 'অক্ষর' পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হন ; এইরূপ, জাতি ও দেহ-বিশেষের সহিত সম্বন্ধানুসারেও বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন হিরণ্যগর্ভ অব্যাকৃত (প্রধান) ও দেবতা-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 'তিনি সক্রিয় হইয়াও নিষ্ক্রিয়' একথার ব্যাখ্যা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেই—'তিনিই তোমার আত্মা' 'ইনি সর্বভূতের আত্মা', 'ইনি সর্বভূতের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত', 'তুমি তৎস্বরূপ', 'আমিই—আত্মাই এই সমস্ত' 'আত্মাই এই সমস্ত বস্তু' 'ইহার অন্ত কোনও দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও বিরুদ্ধ হয় না ; কিন্তু অত্যাশ্রয় কল্পনাপক্ষে এই সমস্ত শ্রুতির কিছুতেই সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাধিভেদেই এ সমস্তের ভেদ,

কিন্তু স্বরূপতঃ নহে ; কাবণ, সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রে ব্রহ্মের এক অদ্বিতীয়তাবই
অবধারিত হইয়াছে ॥ ২০৬ ॥ ১২ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণ ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

— — —

ନବମଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ ।

আভাসভাষ্যম্—অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাক্যঃ পপ্রচ্ছ ॥ পৃথিব্যাदीनां
 ह्यन्तारतमूत्रमेण, पूर्वञ्च पूर्वश्रोत्रश्चिन्तुरश्चिन्तु, ओतप्रोतभावं कथयन्
 सर्वास्तुरं वक्र प्रकाशितवान् । तत्र च वक्राणो व्याकृतविषये सूत्रेभ्यो न्ययसूत्र-
 मुक्तम्—व्याकृतविषये व्याकृततवं लिप्तमिति । तत्रैव वक्राणः साम्प्रदपरौक्ये
 निरस्तवादेवताभेद सङ्कोचविकाशकारेणाधिगन्तव्ये—इति तदर्थं शक्य-
 ब्राह्मणमात्रभाते —

আভাসভাষ্য-টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমুখাপয়তি—অর্থেতি। গার্গিপ্রশ্নে ণীতে তয়া ব্রহ্মবদনং, এতে তত্ত্বলো নাত্তীতি সর্বান প্রতি কথনানন্তর্যমথগণ্যার্থঃ। সঙ্গতিং বন্তুং বৃত্তং কৌশলমিতি—
পৃথিব্যাদানামিতি। যং সাক্ষাদিত্যাদি প্রস্তুত্যা সর্বান্তরহনিকরণঘাণা সাক্ষিত্বাদিকমার্থিকং
ব্রাহ্মণত্রয়ে নির্দ্ধারিতমিত্যর্থঃ। অন্তর্ধামিত্রাক্ষণে মূগতো নিদিষ্টমর্থমমুদ্রবতি—তস্মৈ চৈকি।
নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতে। বিষয়ো দ্বৈতপ্রপঞ্চস্তত্র হৃত্তস্ত ভেদা। যে পৃথিব্যাদয়ন্তেষু নিয়মোয়ু-
নিয়ন্তৃত্বং তস্তোক্তমিতি যোজনা। কিমিতি ব্যাকৃতবিষয়ে নিয়ন্তৃত্বমুক্তমিতি, তত্রাহ—
ব্যাকৃতেতি। তত্র হি পরতত্ত্বস্ত পৃথিব্যাদেগ্রহণং নিয়মায়ে স্পষ্টতরং নিদ্রমিতি তত্ত্বাব-
নিয়ন্তৃত্বমুক্তমিত্যর্থঃ। বৃত্তমন্ন্তোত্তরস্ত ব্রাহ্মণস্ত তাৎপৰ্য্যমাহ—তস্মৈবেতি। নিয়ন্তৃত্বান্যং
দেবতাস্কেদানাং প্রাপ্তান্তঃ সঙ্কোচো বিকাসচ্চানন্ত্যপৰ্য্যাস্তঃ, তদ্ধারা প্রকৃতশ্রৌক ব্রহ্মণঃ
সাক্ষ্যংপরোক্ষহে স এষ নেতি নেত্যাস্মেতাদিনাথিগুন্তব্যো ইতি কুত। প্রথমং দেবতাসঙ্কোচ-
বিকানোক্তিরনন্তরং বস্তুনির্দেণ ইত্যোতদর্থমেতদব্রাহ্মণমিত্যর্থঃ।

আভাসভাষ্যানুবাদ।—“অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ” ইত্যাদি [ব্রাহ্মণ আরম্ভের তাৎপর্য এই]—হৃক্ষতার তারতম্যানুসারে অর্থাৎ ভূতমাত্রই তদপেক্ষা হৃক্ষ ভূতের মধ্যে নিহিত থাকে ; এই নিয়মানুসারে পৃথিব্যাদি পদার্থগুলির মধ্যে পূর্ব পূর্ব ভূতগুলির পরবর্তী ভূতসমূহে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি নির্দেশ করাতেই ব্রহ্মের সর্বান্তরভাব জ্ঞাপন করা হইয়াছে ; তাহার পর, স্থূল জগতে নিয়ম্য-নিয়ামকভাব বুঝিবার উপায় সুস্পষ্ট থাকায় প্রথমে বিভিন্নপ্রকার স্থূল পদার্থে ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্ব বলা হইয়াছে। অতঃপর নিয়ন্তব্য দেবতাগণের যে বিভাগ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা সেই ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎসম্বন্ধ ও অপরোক্ষভাব অর্থাৎ অবাবহিতত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে ; এই জন্ত এই ‘শাকল্য-ব্রাহ্মণ’ আরম্ভ হইতেছে—

অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—কতি দেবা যাজ্ঞ-
বল্কেতি, স হৈতয়ৈব, নিবিদা প্রতিপেদে, যাবন্তো বৈশ্বদেবস্ত
নিবিদুঃ। উচ্যন্তে—ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা, ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি, ওমিতি
হোবাচ । কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্কেতি, ত্রয়স্বিংশদিত্যোমিতি
হোবাচ ; কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্কেতি ষড়িতি, ওমিতি হোবাচ ;
কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্কেতি, ত্রয় ইতি, ওমিতি হোবাচ, কত্যেব
দেবা যাজ্ঞবল্কেতি, দ্বাবিতি, ওমিতি হোবাচ ; কত্যেব দেবা যাজ্ঞ-
বল্কেতি, অধ্যর্ক ইতি, ওমিতি হোবাচ ; কত্যেব দেবা যাজ্ঞ-
বল্কেতি, এক ইতি, ওমিতি হোবাচ । কতমে তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ
শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি ॥ ২০৭ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।—অথ (গার্গীবিরামানন্তরম্) বিদগ্ধঃ (বিদ্বান্) শাকল্যঃ
(তন্নামকঃ ব্রাহ্মণঃ) পপ্রচ্ছ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি (কিয়ৎসংখ্যাকাঃ) ?
ইতি । সঃ (এবং পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ) এতয়া (বক্ষ্যমাণয়া) নিবিদা—(নিবিৎ
নাম—বৈশ্বদেববাগ-প্রকরণস্থানি দেবতাসংখ্যাবাচকানি কানিচিৎ মন্ত্রপদানি, তয়া)
এব প্রতিপেদে (প্রতিজ্ঞাতবান্—তদ্ব্তরং দত্তবানিত্যর্থঃ) । [কিং তদিত্যাহ—]
বৈশ্বদেবস্ত (বৈশ্বদেবাখ্যাগস্ত), নিবিদি (দেবতাসংখ্যাবাচকে শব্দার্থে মন্ত্রে)
যাবন্ত (যাবৎসংখ্যাকাঃ দেবাঃ) উচ্যন্তে—ত্রয়ঃ চ (ত্রিৎসংখ্যাবন্তঃ দেবাঃ),
ত্রী (ত্রীণি) শতা (শতানি) চ [দেবানাম্], তথা ত্রয়ঃ চ ত্রী (ত্রীণি)
সহস্রা (সহস্রাণি) চ [দেবানাম্ ; এতাবন্তঃ দেবা ইত্যর্থঃ] । ততশ্চ শাকল্যঃ
ওম্—ইতি উবাচ (তদ্ব্তরমঙ্গীচকার ইত্যর্থঃ) । [এবমেবাং মধ্যমা সংখ্যা উক্তা ।
সম্প্রতি ততোহপি ন্যূনসংখ্যাং জিজ্ঞাসতে শাকল্যঃ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ
কতি (কিয়ৎসংখ্যাকাঃ) এব (নিশ্চয়ে) ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] ত্রয়স্বিংশৎ
(ত্রয়স্বিংশৎসংখ্যাকা দেবা ইত্যর্থঃ) ইতি । [শাকল্যঃ] উবাচ—ওম্ ইতি (ত্রয়া
পদ্বন্তঃ, তৎ সত্যমিত্যর্থঃ) । [ততোহপি ন্যূনসংখ্যাং জিজ্ঞাসিতুং পৃচ্ছতি
শাকল্যঃ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি এব ? ইতি । যাজ্ঞবল্ক্য আহ—[ষট্ (ষট্-
সংখ্যাকা দেবাঃ) ইতি ; [শাকল্যঃ—] ওম্—ইতি উবাচ । [শাকল্যঃ পুনর-
প্যাহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি এব ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] ত্রয়ঃ
ইতি, [শাকল্যঃ] ওম্ ইতি উবাচ হ । [পুনঃ প্রশ্নঃ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ

কতি এব ? ইতি ; [উত্তরম্—] দ্বৌ এব ইতি ; [শাকল্যঃ] ওম্—ইতি উবাচ হ । [পুনরপি প্রশ্নঃ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি এনু ? ইতি, [উত্তরম্—] অর্দ্ধাধিকঃ (অর্দ্ধাধিক একঃ—সার্কি ইত্যর্থঃ), [শাকল্যঃ] ওম্ ইতি উবাচ হ । [পুনঃ প্রশ্নঃ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি এষ ? ইতি ; [উত্তরম্—] একঃ (এক এব দেব ইত্যর্থঃ) ; [শাকল্যঃ] ওম্—ইতি উবাচ হ । [পূর্বে দেবানাং সংখ্যাবিষয়কঃ প্রশ্ন উক্তঃ ; সম্প্রতি তু সংখ্যেয়-বিষয়কঃ প্রশ্নঃ প্রবর্ততে ।] [হে যাজ্ঞবল্ক্য,] তে (স্বর্গজাঃ দেবাঃ) কতমে ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতা, ত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রা—ইতি (স্বয়া যে দেবাঃ উক্তাঃ, তে নামতঃ স্বরূপশ্চ কে কে ? ইত্যর্থঃ) ॥ ২০৭ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ :—গাগী নিবৃত্ত হইলে পর, পণ্ডিত শাকল্যানামক দ্ব্যধি প্রশ্ন করিলেন।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ? যাজ্ঞবল্ক্য পশ্চাত্তুক্ত নিবিদের সাহায্যেই ইহার উত্তর স্থির করিলেন। [নিবিদ অর্থ—বৈশ্বদেব যাগোক্ত দেবতা-সংখ্যাবাচক কতকগুলি মন্ত্র] । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] বৈশ্বদেব প্রকরণে ‘নিবিদে’ (মন্ত্রে) যে পরিমাণ দেবতা-সংখ্যা উক্ত আছে, [সেই পরিমাণ হইতেছে—] তিন ও তিন শত এবং তিন হাজার তিন । শাকল্য বলিলেন—ওম্ (হ্যা, সত্য) । [শাকল্য পুনর্ব্বার দেবতা সংখ্যার নূন পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ? [তিনি বলিলেন] তেত্রিশ ; শাকল্য বলিলেন—ওম্ । পুনশ্চ শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ছয় ; [শাকল্য বলিলেন—] ওম্ (হ্যা, ইহা সত্য) । [শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] তিন ; [শাকল্য বলিলেন] ওম্ । [শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] দুই ; [শাকল্য] ‘ওম্’ বলিয়া স্বীকার করিলেন । [শাকল্য] আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] অর্দ্ধাধিক—দেড় ; শাকল্য এবারও ‘ওম্’ বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । [শাকল্য পুনশ্চ] জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য ; দেবতার সংখ্যা কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] এক ; [শাকল্য

তাহাও] ‘ওম্’ বলিয়া স্বীকার করিলেন । [অতঃপর যথোক্ত সংখ্যা-
বিশিষ্ট দেবতাগণের স্বরূপ জিজ্ঞাসায়] প্রশ্ন করিলেন—[হে যাজ্ঞবল্ক্য,
তোমার কথিত] সেই তিন শত তিন ও তিন সহস্র তিন দেবতা
কে কে ॥ ২০৭ ॥ ১ ॥

শাকল্যব্রতাস্যাম্ ।—অথ হৈনং বিদন্ধ ইতি নামতঃ, শকলস্তাপত্যং
শাকল্যঃ, পপ্রচ্ছ—কতিমস্ম্যাকা দেবাঃ, হে যাজ্ঞবল্ক্যেতি । স যাজ্ঞবল্ক্যঃ, হ কিল,
এতরৈব বক্ষ্যমাণয়া নিবিদ্যা প্রতিপেদে সস্ম্যাম্, যাং সস্ম্যাং পৃষ্ঠবান্ শাকল্যঃ ।
যাবন্তঃ যাবৎসস্ম্যাকা দেবাঃ বৈশ্বদেবস্তা শস্ত্রস্তা নিবিদি—নিবিদ্যাম্ দেবতাসস্ম্যা-
বাচকানি মন্ত্রপদানি কানিচিং বৈশ্বদেবে শস্ত্রে শস্ত্রস্তে, তানি নিবিৎসংজ্ঞকানি ;
ততঃ নিবিদি যাবন্তো দেবাঃ অয়ন্তে, তাবন্তো দেবা ইতি ।

কা পুনঃ সা নিবিদ্—ইতি তানি নিবিৎপদানি প্রদর্শ্যন্তে—ত্রয়শ্চ ত্রী চ
শতা, ত্রয়শ্চ দেবাঃ, দেবানাং ত্রী চ ত্রীণি চ শতানি ; পুনরপ্যেবং, ত্রয়শ্চ ত্রী চ
সহস্রা সহস্রাণি, এতাবন্তো দেবা ইতি, শাকল্যোহপি ওমিতি হোবাচ । এবমেবাং
মধ্যমা সস্ম্যা সম্যক্তয়া জ্ঞাতা, পুনস্তেষামেব দেবানাং সঙ্কোচবিষয়াং সস্ম্যাং
পৃচ্ছতি—কতোব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি । ত্রয়স্ত্রিংশং, যট্, ত্রয়ঃ, দ্বৌ, অধ্যাক্ষঃ, এক
ইতি । দেবতাসঙ্কোচবিকাশবিষয়াং সস্ম্যাং পৃষ্টা পুনঃ সঙ্কোচস্বরূপং পৃচ্ছতি—
কতমে তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা, ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি ॥ ২০৭ ॥ ১ ॥

উক্তা । ব্রাহ্মণ্যস্তনৈবমুক্তা । তদক্ষরণং ব্যাকরোতি—অপেত্যাদিনা । নিবিদি অয়ন্তে
তাবন্তো দেবা ইত্যন্তরত্র সম্বন্ধঃ । কেয়ং নিবিদিতি পৃচ্ছতি—নিবিদ্যামেতি । উত্তরমাহ—
দেবতেতি । পদার্থমুক্তা । ব্যাকার্থং কথয়তি—তন্তামিতি । যদ্বপি ভাস্ত্রে নিবিদ্যাখ্যাতা,
তথাপি প্রব্রাজা অত্যা ত্যাং ব্যাখ্যাতি—কা পুনরিত্যাদিনা । অনুজ্ঞাবাক্যং ব্যাকরোতি—
এবমিতি । মধ্যমা সংখ্যা ষড়ধিকত্রিশতাধিক-ত্রিসহস্রলক্ষণা । কতোবেত্যাদিপ্রশ্নানাং পূর্বপ্রশ্নেন
পৌনরুক্ত্যবশস্য পরিহরতি—পুনরিত্যাদিনা । কতমে তে ত্রয়শ্চেত্যাদিপ্রশ্নস্তা বিষয়ভেদং
দর্শয়তি—দেবতেতি ॥ ২০৭ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অতঃপর বিদন্ধ (পণ্ডিত) শাকল্য—শকল ঋষির
পুত্র প্রশ্ন করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কতগুলি ? অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা
কত ? সেই যাজ্ঞবল্ক্য বক্ষ্যমাণ নিবিদের দ্বারাই শাকল্যের জিজ্ঞাসিত দেবতা-
সংখ্যা বুঝিয়াছিলেন অর্থাৎ স্থির করিয়াছিলেন । ‘নিবিদ্’ অর্থ—বৈশ্বদেব-
নামক বাগের শস্ত্রক্রিয়ার পঠনীয় দেবতা-সংখ্যাবাচক কতিপয় মন্ত্র, সেই মন্ত্র
দ্বারা ‘নিবিদ্’ নামে অভিহিত করা হয় । বৈশ্বদেব বাগের সেই নিবিদের

মধ্যে যে পরিমাণ দেবতা-সংখ্যা কথিত আছে, দেবতার সংখ্যা সেই পরিমাণই বহুত, (তাহার কম বেশী নয়) । সেই নিবিড়টি যে কি, অতঃপর তাহা প্রদর্শন করা হইতেছে—দেবতার সংখ্যা তিন শত তিন ; পুনশ্চ, তিন হাজার তিন,— এই পরিমাণ দেবতার সংখ্যা ; ইহা শুনিয়া শাকল্য 'ওম্' বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন । এইরূপ দেবতাগণের মধ্যম পরিমাণ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইবার পর শাকল্য পুনশ্চ সংখ্যার সংকোচবিষয়ক প্রশ্ন অর্থাৎ পূর্বপেক্ষা নূন সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা ঠিক কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য প্রমোদিতরূপে বলিলেন,] তেত্রিশ, ছয়, তিন, দুই, দৈড় ও এক । শাকল্য প্রথমে দেবতার ন্যূনাধিক সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিয়া, পুনর্ব্বার সংখ্যার বিষয়ে অর্থাৎ ঐ সমস্ত সংখ্যায়ুক্ত দেবতাগণের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন যে, সেই তিন শত তিন ও তিন হাজার তিন দেবতা কে কে ? অর্থাৎ তাহাদের নাম ও স্বরূপ কিরূপ ? ॥ ২০৭ ॥ ১ ॥

স হোবাচ মহিমান এবৈবামেতে, ত্রয়স্ত্রিংশদেব দেবা ইতি, কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যর্ষৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত- একত্রিংশদিত্রৈশ্চব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি ॥ ২০৮ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ।—[এবং পৃষ্ঠঃ] সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—এতে (ত্র্যধিক-ত্রিশতাঃ দেবাঃ) এষাং (বক্ষ্যমাণানাং দেবানাং) মহিমানঃ (বিভূতয়ঃ) এব ; দেবাঃ তু (পুনঃ) ত্রয়স্ত্রিংশ ইতি । [শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ] কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশ ? ইতি । যাজ্ঞবল্ক্য আহ—[অষ্টৌ, বসবঃ একাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশ আদিত্যাঃ, তে (বসুপ্রভৃতয়ঃ মলিতাঃ) একত্রিংশ, ইন্দ্রঃ এব প্রজাপতিঃ চ (এতৌ ঘৌ) ত্রয়স্ত্রিংশৌ (ত্রয়স্ত্রিংশপূরকৌ ইত্যর্থঃ) ইতি ॥ ২০৮ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদঃ ।—[শাকল্য এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, তদুত্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ইহার অর্থাৎ উক্ত তিন শত তিন প্রভৃতি দেবতাগণ—ইহাদের অর্থাৎ পশ্চাদ্ধাতিত দেবগণেরই মহিমা বা বিভূতি-স্বরূপ ; প্রকৃত পক্ষে দেবতা হইতেছেন—তেত্রিশটি । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাল,] সেই তেত্রিশটি দেবতাই বা কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য—এই একত্রিশ, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি দুই—মিলিত হইয়া তেত্রিশ হইল ॥ ২০৮ ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—স হোবাচ ইতরঃ—মহিমানঃ বিভূতরঃ, এষাং ত্রয়স্বিংশতঃ দেবানাম্ এতে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতেত্যাদয়ঃ ; পরমার্থতন্ত্ব ত্রয়স্বিংশং যু এব দেবা ইতি । কতমে তে ত্রয়স্বিংশং ? ইত্যাচ্যতে—অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশ আদিত্যাঃ, তে একত্রিংশং, ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্বিংশাবিতি ত্রয়স্বিংশতঃ পূরণে ॥ ২০৮ ॥ ২ ॥

টীকা । কাঠ তহি দেবা নিবিদি ভবন্তি, তত্রাহ—পরমার্থতন্ত্বিতি । ত্রয়স্বিংশতো দেবানাং স্বরূপং প্রপঞ্চ্যমাণা নির্দ্ধারয়তি—কতমে ত ইতি ॥ ২০৮ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—এই যে, তিন শত তিন 'প্রভৃতি' দেবতা, ইহঁারা হইতেছেন—এই তেত্রিশটি দেবতারই মহিমা—বিভূতিস্বরূপ ; সূতরাং দেবতা তেত্রিশই সত্য । সেই তেত্রিশটি দেবতা যে, কে কে, 'তাস্মৈ বলা' হইতেছে—আট জন বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য,—এই একত্রিশ, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই দুই,—সমষ্টিতে তেত্রিশ পূর্ণ হইল ॥ ২০৮ ॥ ২ ॥

কতমে বসব ইত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ দ্ব্যোশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসবঃ, এতেষু হীদং সৰ্ব্বং হিতমিতি তস্মাদ্ বসব ইতি ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ।—[বিশেষজিজ্ঞাসয়া শাকল্যঃ পুনরপ্যাহ—] বসবঃ (তত্ত্বঃ বসুগণঃ) কতমে ? (তে ব্যক্ত্য কে কে ?) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ, বায়ুঃ চ, অন্তরিক্ষং চ, আদিত্যাঃ চ, দ্ব্যোঃ চ, চন্দ্রমাঃ চ, নক্ষত্রাণি চ, —এতে বসবঃ (যথোক্তাগ্ন্যাগ্ন্যষ্টকো গণঃ বসুসংজ্ঞয়া—অভিধীয়তে) । হি (স্মাৎ) এতেষু (অগ্নিপ্রভৃতিষু) ইদং (অমুভূয়মানং) সৰ্ব্বং (বস্তু) হিতং (নিহিতং) [অস্তি] ইতি ; তস্মাৎ (সৰ্ব্বনিধানাং সৰ্ব্ববস্তুনাং বাসহেতুত্বাদিত্যর্থঃ) বসবঃ (সৰ্ব্বে বসন্তি এষু, সৰ্বান বা বাসয়ন্তি—ইতি বসবঃ—ইতি বাসপত্তি-বোপাদিস্তি ভাবঃ, ইতি ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

মুলানুবাদ ।—বসুগণের বিশেষ পরিচয় জানিবার জন্য শাকল্য পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন যে, তোমার কথিত অষ্ট বসু কাহারা অর্থাৎ তাঁহাদের নাম কি কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্ব্যলোক, চন্দ্র ও নক্ষত্র—এই আটটির নাম—বসু । যেহেতু বর্ত্তমান সমস্ত জগৎ এই অগ্নিপ্রভৃতিতে নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ

যেহেতু এই অগ্নি প্রভৃতি আটটি দেবতাই সমস্ত জগৎকে স্থান দিয়াছেন ; সেই হেতু ইহারা 'বসু'-পদবাচ্য ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—কতমে বসবঃ ? ইতি—তেষাং স্বরূপং প্রত্যেকং পৃচ্ছাতে । অগ্নিঃ পৃথিবী চেতি অগ্ন্যাং নক্ষত্রাস্তা এতে বসবঃ—প্রাণিনাং কৰ্ম্ম-ফলাশ্রয়েন কার্য্যকরণসজ্বাতরূপেণ তন্নিবাসয়েন চ বিপরিণময়ন্তঃ জগদিদং সূৰ্য্যং বাসয়ন্তি বসন্তি চ ; তে যস্মাদ্বাসয়ন্তি তস্মাদ্বসব ইতি ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

টীকা। উত্তরপ্রশ্নপ্রণকপ্রতীকং গৃহীত্ব তস্য তাৎপর্য্যমাহ—কতম ইতি । তেষাং বসাদীনাং প্রত্যেকং বসাদিত্রয়ে প্রতিগমিল্পে প্রজাপত্যে চৈকৈকশ্চেত্যাৰ্থঃ । তেষাং বহুমেতেন্ হীতাদিবাক্যাবহুস্তেন স্পষ্টয়তি—প্রাণিনামিতি । তেষাং কৰ্ম্মণস্তৎফলস্য চাশ্রয়েন তেষামেব নিবাসয়েন চ শরীরেন্দ্রিয়সমুদায়াকারেণ বিপরিণমন্তোহন্যাদয়ো জগ-দেতদ্বাসয়ন্তি স্বয়ং চ তত্র বসন্তি, তস্মাদ্ যুক্তং তেষাং বহুত্বমিত্যাৰ্থঃ । বহুত্বং নিগময়তি—তে যস্মাদ্বসন্তি ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—“কতমে তে বসবঃ” বলিয়া বসুগণের নাম ও ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইতেছে । অগ্নি এবং পৃথিবী—অগ্নি হইতে নক্ষত্রপর্য্যন্ত যে সমস্ত দেবতার উল্লেখ করা হইল, ইহারা বসু ; ইহারা প্রাণিগণের কৰ্ম্মফল-ফলের আশ্রয়রূপে এবং দেহেন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া সমস্ত জগৎকে বাস করাইতেছেন ; সেই হেতু তাঁহারা 'বসু' নামে অভিহিত ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

কতমে রুদ্রা ইতি, দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশাঃ, তে যদাস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্যাভুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি, তদ্যদ্ রোদয়ন্তি, তস্মাদ্ রুদ্রা ইতি ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ :—[শাকলাঃ পুনরাহ—] রুদ্রাঃ (তদ্বক্তা একাদশসংখ্যকাঃ) কতমে (কিংস্বরূপাঃ কিম্বামকাশ্চ) ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] পুরুষে (জীবদেহে বর্তমানাঃ) ইমে প্রাণাঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং, কৰ্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং চ), আত্মা (আত্মা চাত্র মনঃ, ইন্দ্রিয়প্রকরণাৎ)—একাদশাঃ (একাদশানাং পুরুষাঃ), [এতে রুদ্রপদবাচ্যা ইত্যর্থঃ] । তে (একাদশ রুদ্রাঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) অস্মাৎ (দৃশ্যমানাং) মর্ত্যাং (ধ্বংসশীলাং) শরীরাং উৎক্রামন্তি (নির্গচ্ছন্তি), অথ (তদা) রোদয়ন্তি (তৎস্বজনান্ ক্রন্দয়ন্তি) ; যৎ (যস্মাৎ) তৎ [তে] রোদয়ন্তি, তস্মাৎ রুদ্রাঃ [উচ্যন্তে], ইতি ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :—[শাকলা জিজ্ঞাসা করিলেন—] একাদশ

রুদ্র কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] পুরুষের দশ প্রাণ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ—এই দশ, আর আত্মা অর্থাৎ মন তাহাদের একাদশ । এই একাদশটি পদার্থ—যখন মরণশীল দেহ হইতে চলিয়া যায়, তখন স্বজনবর্গকে কাঁদাইয়া থাকে ; এই কারণে ইহারা ‘রুদ্র’ শব্দবাচ্য ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

“শাক্ষরভাষ্যম্”—কতমে রুদ্রা ইতি । দশ ইমে পুরুষে, কর্মবুদ্ধী-
 দ্রিয়ানি প্রাণাঃ, আত্মা মন একাদশঃ—একাদশানাং পূরণঃ ; তে এতে প্রাণা
 বদা অস্মাচ্ছবীরাং মর্ত্যাং প্রাণিনাং কর্মফলোপভোগক্ষয়ে উৎক্রামন্তি, অথ তদা
 বোদয়ন্তি তৎস্বন্ধিনঃ । তৎ তত্র যস্মাৎ বোদয়ন্তি তে স্বন্ধিনঃ, তস্মাদ্ রুদ্রা
 ইতি ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

টীকা—প্রাণপদার্থমাহ—কশ্মেতি । তে যদাত্মাদিত্যাदि বাক্যমনুহত্য তেষাং রুদ্র-
 মূপপাদয়ন্তি—ত এতে প্রাণা ইতি । মরণকালঃ সপ্তমার্থঃ ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—“কতমে রুদ্রাঃ” ইত্যাদি । পুরুষেব (জীবনবিশিষ্ট
 দেহের) এই দশটি প্রাণ, কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দশ, আব আত্মা—মন হই-
 তেছে—একাদশ অর্থাৎ একাদশেব পূরণ । সেই এই একাদশ প্রাণ, যে সমব
 প্রাণিগণের কর্মফলভোগ-ক্ষয়ে ধ্বংসোন্মুখ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, সে
 সময় ঐক প্রাণসমূহই যেহেতু পরিত্যক্ত দেহসম্পর্কিত লোকদিগকে কাঁদায়, সেই
 হেতু তাহারা ‘রুদ্র’ নামে অভিহিত হয় ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

“কতম আদিত্যা ইতি, দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরশ্চৈত-
 আদিত্যাঃ, এতে হীদংসর্বমাদদানা যন্তি, তে যদিদংসর্বমাদদানা
 যন্তি, তস্মাদাদিত্যা ইতি ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ—[শাকল্যঃ পুনরাহ—] আদিত্যাঃ কতমে ? ইতি । [যাজ্ঞ-
 বল্ক্য আহ—] বৈ (প্রসিদ্ধৌ) সংবৎসবস্ত এতে দ্বাদশ মাসাঃ ‘আদিত্যাঃ’ ।
 হি (যস্মাৎ) এতে (যাজ্ঞবল্ক্যোক্তাঃ দ্বাদশ মাসাঃ) ইদং সর্বং (জগৎ) আদ-
 দানাঃ (প্রাণিনাম্ আয়ুংসি গৃহ্ণন্তঃ) যন্তি (পুনঃ পুনঃ আবর্তমানাঃ সন্তঃ প্রাণি-
 নানাম্ আয়ুঃক্ষয়ং কুর্ষন্তি) । যৎ (যস্মাৎ) তে (মাসাঃ) ইদং সর্বং আদদানাঃ
 সন্তঃ যন্তি (গচ্ছন্তি), তস্মাৎ আদিত্যাঃ (আদিত্যপদবাচ্যাঃ) ইতি ॥ ২১১ ॥ ৫

অনুবাদ—[শাকল্য পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন—]
 আদিত্য কাহার ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] সংবৎসরের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ

মাসংই আদিত্য ; কারণ, ইহারা সমস্ত জগৎকে আদাম করিয়া অর্থাৎ
প্রাণিগণের আয়ুর অংশ গ্রহণ করিয়া গমন করিয়া থাকে । যেহেতু তাহারা
সমস্তের আয়ুঃ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, সেই হেতু তাহারা আদিত্য-
পদ্বাচ্য ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

শাক্ষরুভাশ্রমঃ—কতম আদিত্যা ইতি । দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্ত
কালজ্ঞাবয়বাঃ প্রসিদ্ধাঃ, এতে আদিত্যাঃ । কথম্ ? এতে হি যস্মাৎ পুনঃ পুনঃ
পরিবর্তমানাঃ প্রাণিনামায়ুঃ কৰ্মফলঞ্চ আদদানাঃ গৃহস্তঃ উপাদদতঃ যন্তি
গচ্ছন্তি, তে যদ্ যস্মাদেবমিদং সৰ্ব্বমাদদানা যন্তি, তস্মাদাদিত্যা ইতি ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

টীকা । তেযামাদিত্যত্বমগ্রসিদ্ধিমিতি শব্দতে—কথুমিতি । এতে হীত্যাদিষ্টাকোনোত্তর-
মাহ—এতে হীতি ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—“কতমে আদিত্যাঃ” ইত্যাদি । সংবৎসরের অবয়ব
বা অংশরূপে প্রসিদ্ধ এই দ্বাদশ মাস হইতেছে ‘আদিত্য’ । কি প্রকারে ?
যেহেতু ইহারা পুনঃ পুনঃ আবর্তন বা যাতায়াত করত প্রাণিগণের আয়ুঃ ও কৰ্ম-
ফল গ্রহণ করিয়া গমন করে ; যেহেতু তাহারা এই প্রকারে এই সমস্তকে লইয়া
চলিয়া যায়, সেই হেতু ইহারা আদিত্য ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

কতম ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিরিতি, স্তনয়িত্বুরেবেন্দ্রে যজ্ঞঃ
প্রজাপতিরিতি, কতমঃ স্তনয়িত্বুরিত্যশনিরिति, কতমো যজ্ঞ ইতি
পশব ইতি ॥ ২১২ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ ।—[শাক্যঃ পপ্রচ্ছ—] ইন্দ্রঃ কতমঃ ? প্রজাপতিঃ [চ]
কতমঃ ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] স্তনয়িত্বুঃ (অশনিঃ—বজ্রং) এব ইন্দ্রঃ,
যজ্ঞঃ (যজ্ঞসাধনানি পশবঃ) [এব] প্রজাপতিঃ ইতি । স্তনয়িত্বুঃ কতমঃ ?
ইতি, অশনিঃ (অশনির্বজ্রং স্তনয়িত্বু-পদবাচ্য ইত্যর্থঃ) ; যজ্ঞঃ কতমঃ ? ইতি ;
পশবঃ (যজ্ঞসাধনানি পশবঃ যজ্ঞশব্দার্থঃ) ইতি ॥ ২১২ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ :—[শাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] ইন্দ্র কে ?
এবং প্রজাপতিই বা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] স্তনয়িত্বুই ইন্দ্র,
আর যজ্ঞই প্রজাপতি । [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] স্তনয়িত্বুই বা কে ? এবং
যজ্ঞই বা কে ? [যথাক্রমে উত্তর হইল—] স্তনয়িত্বু হইতেছে অশনি
(বজ্র), আর যজ্ঞ হইতেছে তৎসাধন পশু ॥ ২১২ ॥ ৬ ॥

শাক্ষরুভাশ্রমঃ—কতম ইন্দ্রঃ, কতমঃ প্রজাপতিরিতি, স্তনয়িত্বু-

রেবেদঃ যজ্ঞঃ প্রজাপতিরिति । কতমঃ স্তনয়িত্বুরिति ? অশনিপ্রতি ; অশনিঃ
যজ্ঞঃ শীর্ষং বলম্, যৎ প্রাণিনঃ প্রমাপয়ন্তি, স ইন্দ্রঃ ; ইন্দ্রস্ত হি তৎ কৰ্ম্ম । কতম্
যজ্ঞ ইতি ; পশব ইতি—যজ্ঞস্ত হি সাধনানি পশবঃ । যজ্ঞাক্রপত্বাৎ পশু-সাধনা-
শ্রয়ত্বাচ্চ পশবো যজ্ঞ ইত্যাচ্যতে ॥ ২১২ ॥ ৬ ॥

টীকা । অসিদ্ধং যজ্ঞং ব্যাবৰ্ত্তয়তি—বীৰ্যমিতি । তদেব সম্ভূতনিষ্ঠয়েন ক্ষুটয়তি—
বলমিতি । কিং তত্ত্বলমিতি চেত্তত্রাহ—যৎ প্রাণিন ইতি । প্রমাপয়ং হিঃসনম্, কথং তন্তুল্লভম্ ?
উপচারাদিতাহ—ইন্দ্রস্ত হীতি । পশুনাং যজ্ঞমপ্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যজ্ঞস্ত হীতি । কারণে
কার্যোপচারং সাধয়তি—যজ্ঞশ্চেতি । অমূর্ত্বাহং সাধনবতিরিক্তরূপাত্বাবাদ যজ্ঞস্ত পশুশ্রয়ত্বাচ্চ
পশবো যজ্ঞ ইত্যাচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১২ ॥ ৬ ॥

ভাস্তানুবাদ ।—ইন্দ্র কে ? এবং প্রজাপতিইবা কে ? স্তনয়িত্বু হই-
হেছে ইন্দ্র, আর যজ্ঞ হইতেছে প্রজাপতি । [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] স্তনয়িত্বু
কে ? আর যজ্ঞইবা কে ? [উত্তর হইল—] অশনি—যজ্ঞ অর্থাৎ বল-বীৰ্য্য,
গ্রাহ্য প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকে, তাহাই স্তনয়িত্বু ; কেন না, উহাই ইন্দ্রের
কৰ্ম্ম । যজ্ঞ কে ? পশুগণ ; কেন না, পশুই যজ্ঞের সাধন । যেহেতু যজ্ঞের
কোনও আকৃতি নাই, এবং যেহেতু যজ্ঞমাত্রই পশুরূপ সাধনেব অধীন অর্থাৎ
যেহেতু পশুব্যতিরেকে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় না, সেই হেতু পশুগণ 'যজ্ঞ' নামে কথিত
হইয়া থাকে ॥ ২১২ ॥ ৬ ॥

কতমে ষড়্ভিত্যগ্নিঃ পৃথিবী চ বায়ুঃ চান্তরিক্ষাদিত্যঃ
দ্বৌশ্চেতে ষট্, এতে হীদংসর্বং ষড়্ভিতি ॥ ২১৩ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ ।—[শাকল্যঃ পুনরাহ] ষট্ (ব্রহ্মাঃ ষট্ সংখ্যকা দেবাঃ)
কতমে (কিংস্বরূপাঃ) ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ,
বায়ুঃ চ, অন্তরিক্ষং চ, আদিত্যঃ চ, দ্বৌঃ চ,—এতে (অগ্নাদয়ঃ) ষট্ [দেবাঃ] ।
হি (ষমাং) ইদং সর্বং (ত্রয়স্ত্রিংশদাদি-ভেদভিন্নং) এতে ষট্ (এতেষু ষট্
অন্তর্ভবতি) ; [অতঃ এতে এব ষট্ ইত্যভিপ্রায়ঃ] ॥ ২১৩ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ ।—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই ছয়টি
দেবতা কাহার ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু,
অন্তরিক্ষ, আদিত্য ও দ্ব্যলোক, ইহারা সেই ছয় দেবতা ; কেন না, পূর্বে
যে, তেত্রিশ প্রভৃতি দেবতা বিভাগ কথিত হইয়াছে, তাহারা এই ছয়টিরই
অন্তর্ভুক্ত ; অতএব ইহারাই সেই ছয় দেবতা ॥ ২১৩ ॥ ৭ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ ।—কতমে ষড়্ভিতি । তে এব অগ্নাদয়ো বহুবচেন

পঠিতাঃ চন্দ্রমসং নক্ষত্রাণি চ বর্জয়িত্বা যট্ ভবন্তি—নটসম্মাংশিশিষ্টাঃ । এতে
হি যস্মাৎ ত্রয়স্বিশদাদি যুক্তম্, ইদং সর্বম্ এতে যট্ ভবন্তি ; সর্বৌ হি
বসাদিবিস্তর এতেষ্যে যট্ স্তম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২১৩ ॥ ৭ ॥

টীকা । এতে হীতি প্রতীকমাভ্যয় বাচ্যে—যস্মাদিতি । যত্রয়স্বিশদাদিহ্যুক্তং, তৎ সর্বমেত-
এব যস্মাৎ, তস্মাদেতে যট্ স্তম্ভবতীতি যোজনা । অক্ষরার্থমুক্তা । বাক্যার্থমাহ—সর্বৌ হীতি ॥ ২১৩ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—কতমে যট্—ইতি । পূর্বে বসুরূপে যাহাদেশ
উল্লেখ করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে চন্দ্র ও নক্ষত্র বাদে, সেই অগ্নি প্রভৃতিই অত্র
ছয় দেবতা, অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাই এখানকার যট্ সংখ্যক দেবতা । কেন্দ্ৰ
না, পূর্বে যে, তেত্রিশ প্রভৃতি বিভাগ উক্ত হইয়াছে, তাহারা এই ছয়টিই অন্ত-
র্ভুক্ত । অভিপ্রায় এই যে, উক্ত বসু প্রভৃতি দেবতাবিস্তার এই ছয়টির মধ্যেই
রহিয়াছে ॥ ২১৩ ॥ ৭ ॥

কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতি, ইম এব ত্রয়ো লোকাঃ
এষু হীমে সর্বৈ দেবা ইতি, কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবাবিত্যম-
শ্চৈব প্রাণশ্চেতি । কতমোহধ্যর্ক ইতি, যোহয়ং পবত-
ইতি ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ—[শাকল্যঃ প্রপচ্ছ—] তে (স্বরূপাঃ) ত্রয়ঃ (দেবাঃ)
কতমে ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] ইমে (অনুভূয়মানাঃ) ত্রয়ঃ লোকাঃ
(ভূর্ভুবঃস্বরাধ্যাঃ) এব [ত্রয়ো দেবা ইতি শেষঃ] । হি (যস্মাৎ) এষু ত্রিষু
লোকেষু ইমে (পূর্বোক্তাঃ সর্বৈ দেবাঃ) [অন্তর্ভূতা ইত্যর্থঃ] ইতি । [শাকল্যঃ
পুনরাহ—] তৌ (স্বরূপৌ) দেবৌ কতমৌ ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অন্নং
চ, প্রাণঃ চ এব (এতৌ এব তৌ দ্বৌ দেবৌ ইত্যর্থঃ) । [পুনঃ শাকল্য আহ—]
অধ্যর্কঃ (স্বরূপঃ সাদ্ধঃ) কতমঃ ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] যঃ অয়ং পবতে
[বায়ুঃ ইত্যর্থঃ] ইতি ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদঃ—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] তুমি যে,
তিন দেবতার কথা বলিয়াছ, সেই তিনটি দেবতা কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য
বলিলেন—] এই তিন লোক—ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ । কারণ, অপর সমস্ত
দেবতা এই তিন দেবতারই অন্তর্ভূত । [শাকল্য পুনর্বার জিজ্ঞাসা
করিলেন—] সেই দুইটি দেবতা কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—]
অন্ন ও প্রাণ । [শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই অধ্যর্ক

অর্থাৎ অর্দ্ধেক আর এক—দেউখানি দেবতা কে ? [উত্তর—] এই যিনি প্রবাহিত হইতেছেন অর্থাৎ বায়ু ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতি । ইমে এব ত্রয়ো লোকা ইতি—পৃথিবীমগ্নিঞ্চ একীকৃত্য একো দেবো, অন্তরিক্ষং বায়ুঞ্চৈকীকৃত্য দ্বিতীয়ঃ, দিব্যাদিত্যুঞ্চৈকীকৃত্য তৃতীয়ঃ—তে এব ত্রয়ো দেবা ইতি । এষু হি বস্মাৎ ত্রিষু দেবেষু নরো অন্তর্ভবন্তি, তেনৈত এব দেবাস্ত্রয় ইতি—এষ নৈরুক্তানাং কেষাঞ্চিৎ পক্ষঃ । কতমো তৌ দৌ দেবাবিতি—অন্নঞ্চৈব প্রাণশ্চ—এতৌ দৌ দেবো; অন্যোঃ সর্বেষামুক্তানামন্তর্ভাবঃ । কতমোহ্যর্দ্ধ ইতি—যোহয়ং পবতে বায়ুঃ ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

টীকা । প্রতিজ্ঞাসমাপ্তাবিতিশব্দঃ । তত্র হেতুঃ—এষু ইতি । দেবলক্ষণকৃতাং কেষাঞ্চিদেষ পক্ষাঃ দর্শিতোহন্তেষাং তু ত্রয়ো লোকা ইত্যন্ত যথাক্রতোহর্থ ইত্যাহ—ইতোষ ইতি ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—তুমি যে তিন দেবতার কথা বলিয়াছ, সেই তিনটি দেবতা কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] এই ত্রিলোকই [সেই তিন দেবতা] ; পৃথিবী ও অগ্নিকে এক ধরিয়া এক দেবতা, বায়ু ও অন্তরিক্ষকে এক ধরিয়া দ্বিতীয় দেবতা, এবং ছালোক ও আদিত্যকে এক ধরিয়া হইল তৃতীয় দেবতা—ইহারাই সেই তিন দেবতা । যেহেতু এই তিন দেবতাতেই অপর সমস্ত দেবতা অন্তর্ভূত, সেই হেতু এই তিনই সেই তিন দেবতা ; ইহা হইতেছে কোন কোন ‘নিরুক্ত’ মতাবলম্বীদিগের সিদ্ধান্ত (১) । [অত্র সকলের মতে ‘লোক’ শব্দের সহজলভ্য ত্রিলোক অর্থই গ্রহণীয়] । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কথিত] সেই দুইটি দেবতা কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] অন্ন ও প্রাণ ; ইহারাই সেই দুই দেবতা ; পূর্কোক্ত সমস্ত দেবতা এই দুই দেবতাতেই অন্তর্ভূত । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন], তোমার কথিত সেই অ্যর্দ্ধ (অর্দ্ধাধিক) দেবতাটি কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] এই যিনি প্রবাহিত হইতেছেন, সেই বায়ু ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

তদাল্ল্যদয়মেব ইবৈব পবতেহথ কথম্যর্দ্ধ ইতি, যদগ্নিমিদিং-
সর্বমধ্যাশ্নোভেনাধ্যর্দ্ধ ইতি, কতম একো দেব ইতি, প্রাণ ইতি,
স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে ॥ ২১৫ ॥ ৯ ॥

(১) অত্রপর্ধ্য—বেদান্ত ছয় প্রকার—(১) শিক্ষা, (২) কল্পস্থত্র, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) ছন্দঃ ও (৬) জ্যোতিষ । তন্মধ্যে নিরুক্ত শাস্ত্রে বৈদিক শব্দের অর্থ বা ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই নিরুক্ত-প্রদর্শিত অর্থপ্রণালী বাহারা স্থানিয়া চলেন, তাহাদিগকে ভাস্করকার ‘নিরুক্ত’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

সরলার্থঃ ।—তৎ (তত্র) একৈ (কেচিৎ) আহঃ (কথং) যৎ, অয়ং (ন্যায়ঃ) একঃ (দ্বিতীয়রহিতঃ) এব (নিশ্চয়ে) পবতে (নিরন্তরং চলতি), অথ (অতঃ) কথং (কেন প্রকারেণ) ইব (সম্ভাষনায়—কথমিব) [সঃ] অধ্যাক্ষঃ [ভবেৎ ?] ইতি । [অত্রোত্তরম্,] যৎ [যস্মাৎ] ইদং সৰ্বম্ (জগৎ) অগ্নিন্ (বারো সতি) অধ্যাক্ষোঁৎ [অধি—অধিকাং ঋদ্ধিং আপ্নোত—প্রাপ্তবদিত্যর্থঃ] ইতি । [শাকল্যঃ পুনরাহ—] একঃ দেবঃ কতমঃ ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহঃ] প্রাণঃ ইতি । সঃ (প্রাণঃ) ব্রহ্ম (বৃহত্বাৎ সৰ্ব্বাশ্বকত্বাৎ চ) ; [তৎ ব্রহ্ম] ত্যৎ ইতি (পরোক্ষতয়া) আচক্ষতে (বর্ণয়ন্তি পণ্ডিতাঃ) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ ।—বায়ুকে যে ‘অধ্যাক্ষ’ বলা হইল, তৎসম্বন্ধে অস্ত্র লোকে আপত্তি করিয়া বলেন যে, এই বায়ুকে যেন এককই চলাফের করে বলিয়া বোধ হয় ; অতএব বায়ু আবার ‘অধ্যাক্ষ’ (অধীক্ষক) হয় কি প্রকারে ? [উত্তর—] যেহেতু এই বায়ুর সম্ভাবেই সমস্ত জগৎ ঋদ্ধি—কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে, সেই হেতু এই বায়ু অধ্যাক্ষ । [পুনশ্চ শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই একটি দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] তাহা প্রাণ ; সেই প্রাণই ব্রহ্মস্বরূপ । পণ্ডিতগণ অপ্রত্যক্ষ বস্তুবোধক ‘তৎ’ শব্দে তাঁহার নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২১৫ ॥ ৯ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—তৎ তত্র আচ্ছাদয়ন্তি—যদয়ং বায়ুঃ এক ইবৈব এক এব পবতে, অথ কথমধ্যাক্ষ ইতি । যৎ অগ্নিৰিদং সৰ্বম্ অধ্যাক্ষোঁৎ—অগ্নিন্ বারো সতি ইদং সৰ্বম্ অধ্যাক্ষোঁৎ—অধি ঋদ্ধিং আপ্নোতি, তেনাধ্যাক্ষ ইতি । কতম একো দেব ইতি ; প্রাণ ইতি । স প্রাণো ব্রহ্ম—সৰ্ববোদ্ধকত্বাৎ মহদব্রহ্ম, তেন স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে । ত্যদিতি তদব্রহ্মাচক্ষতে—পরোক্ষাভিধায়কেন শব্দেন । দেবানামেতদেকত্বং নানাত্বঞ্চ—অনন্তানাং দেবানাং নিবিন্দসম্ব্যাবিশিষ্টেষুস্তর্ভাবঃ, তেবামপি ত্রয়স্বিন্দশদাধি উত্তরোত্তরেষু যাবদেকস্মিন্ প্রাণে ; প্রাণস্তেব চৈকশ্চ সৰ্ব্বোহনন্তসম্ব্যাতো বিস্তরঃ । এবমেকশানন্তশ্চ অবান্তরসম্ব্যাবিশিষ্টশ্চ প্রাণ এব । তত্র চ দেবৈকশ্চ নামরূপকর্মগুণশক্তিভেদঃ, অধিকারভেদাৎ ॥ ২১৫ ॥ ৯ ॥

টীকা । একশাধ্যাক্ষব্রহ্মাঙ্গিপতি—তত্ত্বত্রৈতি । ইবশব্দস্ত কথমিত্যত্র সম্বধ্যতে । পরিহরতি—যদগ্নিৰ্হতি । প্রাণস্ত ব্রহ্মত্বং সাধয়তি—সর্কেতি । তেন মহত্বেনতি যাবৎ । তস্ত পরোক্ষত্বপ্রতিপত্তৌ প্রবর্ত্তগৌরবার্থং কথয়তি—ত্যদিতীতি । উক্তমর্থং প্রতিপত্তিসৌকর্যার্থং

সংগৃহীতি—দেবাণামিতি । একত্বং প্রাণে পর্য্যবসানম্ । নানাঈমানন্ত্যম্ । ষড়ধিকত্রিশ-
তাধিকত্রিশত্বেপ্রসংখ্যকানাং দেবানামত্রোক্তত্বাৎ কথং তদানন্ত্যমিত্যাশঙ্ক্য শতসহস্রশতাত্ত্যা-
মনন্ততাংপূজ্যৈবত্যাশংনোহ—অনন্ত্যনামিতি । একত্বিন্ প্রাণে পর্য্যবসানং যাবদ্ববতি,
তাবৎপর্য্যায়মুত্তরোত্তরেষু ত্রয়ত্রিংশদাদিষু ত্রৈশর্ষিপাস্তর্ভাব ইত্যাহ—তেষামপীতি । প্রাণস্ত
কপ্পিন্নন্তর্ভাবস্তত্রাহ—প্রাণস্তেবেতি । সংগৃহীতমর্থমুপসংহরতি—এবমিতি । একত্বানেকধাভাবে
কিং নিমিত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উত্তরীত্য। প্রাণস্বরূপে স্থিতে সতীতি বাবৎ । দেবশ্রেষ্ঠকস্ত প্রকৃতস্ত
প্রাণশ্রেষ্ঠবেত্যাঃ । প্রাণিনাং জ্ঞানে কর্ম্মণি চাধিকারস্ত স্বামিত্বস্ত ভেদোহধিকারভেদস্তনিমিত্তভেদে
দেবত্বানেককনংস্থানপরিণামমিচ্ছিঃ । প্রাণিনো হি জ্ঞানং কর্ম্ম চানুষ্ঠায় স্ত্রত্যাংশমগ্নাদিক্রপমা-
গচ্ছন্তে, তদ্ব্যক্তো যথোক্তো ভেদ ইত্যর্থঃ ॥ ২১৫ ॥ ৯ ॥

ভাস্তানুবাদ :—তদ্বিশয়ে এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ আপত্তি উত্থাপন
করিয়া বলেন যে, এই বায়ু ত এককই প্রবাহিত হইয়া থাকে ; তবে ‘অধ্যর্দ্ধ’ হয়
কিরূপে ? (উত্তর,) যেহেতু এই বায়ু বিত্তমান থাকিলেই উক্ত সমস্ত দেবতা
সমধিক ‘ঋদ্ধি—সম্পদ অর্থাৎ কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হয় ; সেই হেতু বায়ু
‘অধ্যর্দ্ধ’ নামে অভিহিত । (শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন), সেই একটি
দেবতা কে ? (যাক্ষবক্য বলিলেন,) সেই দেবতাটি হইতেছে প্রাণ । সেই
প্রাণই অপর সর্ব্ব দেবতাময় বলিয়া মহৎ ব্রহ্ম ; সেই কারণে উক্ত প্রাণরূপী ব্রহ্ম
‘ত্যং’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন ; অর্থাৎ পণ্ডিতগণ পরোক্ষবোধক (অপ্র-
ত্যক্ষ বস্তুবোধক) ‘ত্যং’ শব্দে তাঁহার নির্দেশ করিয়া থাকেন । দেবতাগণের
এইরূপে একত্ব ও নানাঈ উভয়ই আছে । অভিপ্রায় এই যে, দেবতাগণ
সংখ্যায় অনন্ত হইলেও, ‘নিবিৎ’-কণিত সংখ্যাবিশিষ্ট দেবতার অন্তর্নিবিষ্ট,
তাহাদেরও আবার পর পর তেত্রিশ প্রভৃতি স্বল্পসংখ্যক দেবতার মধ্যে অন্তর্ভাব
হইতে-হইতে প্রাণে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে ; বৃত্তিতে হইবে যে, এক প্রাণেরই
উক্ত অনন্তসংখ্যক বিস্তার । এইরূপে এক ও অনন্ত যাহা কিছু, তৎসমস্ত প্রাণই
বটে । তন্মধ্যেও আবার অধিকারভেদানুসারে একই দেবতার নাম, রূপ, কর্ম্ম ও
গুণানুসারে বিস্তর প্রভেদ হইয়া থাকে, [বস্তুতঃ মূলীভূত দেবতা একই,
অতিরিক্ত নহে] ॥ ২১৫ ॥ ৯ ॥

ভাস্তানুবাদম্ :—ইদানীং তত্শ্বেব প্রাণস্ত ব্রহ্মণঃ পুনরষ্টধা ভেদ
উপদিষ্টতে—

পৃথিব্যেব যন্তায়তনমগ্নিলোকে। মনোজ্যোতিঃ, যো বৈ তং
পুরুষঃ বিত্তাৎ সর্ব্বস্তাত্মনঃ পরায়ণত্ স বৈ বেদিতা স্তাৎ

যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ যা অহঃ তং পুরুষং সৰ্ব্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং যমাংস্,
য এবায়ং শারীরঃ পুরুষঃ স এষঃ, বদেব শাকল্য তন্ত্ৰ কা
দেবতেত্যমৃতমিতি হোবাচ ॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

• সরলার্থঃ ১—[ইদানীং তন্ত্ৰেণ প্রাণস্ত অষ্টবিধো ভেদ উচ্যতে—‘পৃথিব্যেব’
ইত্যাদিনা । হে যাজ্ঞবল্ক্য, যন্ত (প্রাণব্রহ্মণঃ) পৃথিবী এব আয়তনম্ (আশ্রয়ঃ);
অগ্নিঃ লোকীঃ (লোকাতে—দৃশ্যতে অনেনেতি লোকঃ—চক্ষুঃ); মনঃ (অন্তঃ-
করণম্) জ্যোতিঃ (দৃষ্টিসহায়ঃ প্রকাশ ইত্যর্থঃ) । যঃ (জনঃ) বৈ (এব)
স্বস্বত্ব আত্মনঃ (জীবসংঘাতস্ত) পরায়ণং (প্রধানম্ আশ্রয়ম্) তং (যথোক্ত-
গুণসম্পন্নং) পুরুষং (প্রাণং) বিজ্ঞাৎ (বিশেষেণ জানীক্সৎ), সঃ
(বিজ্ঞাতা) বৈ বেদিতা (পণ্ডিতঃ) স্তাৎ; (ত্বং তু তং পুরুষং ন জানাসীতি
ভাবঃ) ।

(যাজ্ঞবল্ক্য আহ—) হে শাকল্য, ত্বং যং (পুরুষম্) আত্ম (কথয়সি), অহঃ
বৈ তং সৰ্ব্বস্ব আত্মনঃ পরায়ণং পুরুষং বেদ (বেদ্বি—জানামি ইত্যর্থঃ) ।
(কোহসৌ?) যঃ এব অসৌ (অনুভূতমানঃ) শারীরঃ (শরীরে ভবঃ—লোম-
লোহিতমাংসরূপঃ পুরুষঃ, সঃ) । (এষঃ) স্বপৃষ্ঠঃ (শারীরঃ পুরুষঃ) । বদ
এব (ভূয়োহপি যদ্বক্তব্যমস্তি, তং পৃচ্ছ ইত্যর্থঃ) । (এবমুক্তঃ শাকল্য আহ—)
তন্ত্ৰ (শারীরস্ত পুরুষস্ত) দেবতা কা? ইতি [এবং পৃষ্ঠঃ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ],
অমৃতম্ (ভুক্তান্নজো রসঃ) ইতি ॥২১৬॥১০॥

মূলানুবাদ ১—[অতঃপর পূর্বোক্ত প্রাণ-ব্রহ্মের অষ্টপ্রকার
বিভাগ ক্রমশঃ প্রদর্শন করিতেছেন—] । [শাকল্য বলিলেন—] হে
যাজ্ঞবল্ক্য, পৃথিবীই বাহার আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়, অগ্নি বাহার লোক
(চক্ষু), মনঃ বাহার জ্যোতিঃ অর্থাৎ দর্শনোপযোগী প্রকাশ, সমস্ত
দেবতার একমাত্র আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে (প্রাণ ব্রহ্মকে) যিনি
জানেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী । [অভিপ্রায় এই যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি
তাহাকে জান না, অতএব তোমার জ্ঞানাভিমান বৃথা । যাজ্ঞবল্ক্য
বলিলেন—] হে শাকল্য, তুমি যে পুরুষের কথা বলিতেছ, আমি
নিশ্চয়ই তাঁহাকে জানি; এই যে, শারীর পুরুষ, ইহাই সেই পুরুষ ।
তুমি পুনশ্চ তদ্বিষয়ে প্রশ্ন কর । (শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—)

সেই শারীর পুরুষের দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অমৃত অর্থাৎ
ভুক্তান্তরের পুরিণ্যমসম্বৃত রস ॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্—পৃথিব্যেব যন্ত দেবন্ত আশ্রয়ঃ, অগ্নি-
লোকো যন্ত—লোকয়তানেনেতি লোকঃ পশুতীতি—অগ্নিনা পশুতীত্যর্থঃ ;
মনোজ্যোতিঃ—মনসা জ্যোতিষা সঙ্কল্পবিকল্পাদি কার্যং কবোতি যঃ, সোহয়-
মনোজ্যোতিঃ ; পৃথিবীশরীরোহগ্নিদর্শনঃ মনসা সঙ্কল্পয়িতা পৃথিব্যভিমানী কার্য-
করণসম্বাত্তবান্ দেব ইত্যর্থঃ । য এবং বিশিষ্টং বৈ তং পুরুষং বিজা-
নীয়াৎ, সর্বস্তাশ্বনঃ আধ্যাত্মিকস্ত কার্য্যকরণসম্বাত্তাশ্বনঃ, পবম্ অর্ঘনং পূব
আশ্রয়ঃ, তং পবায়ণম্,—মাতৃজেন ত্বয়াংসকধিরকপেণ ক্ষেত্রস্থানীয়েন বীজ-
স্থানীয়ন্ত পিতৃজস্তাশ্বিমজ্জা শুক্রকপস্ত পরময়নম্, করণাশ্বনশ্চ, স বৈ বেদিতা
স্তি—য এতদেবং বেত্তি, স বৈ বেদিতা পণ্ডিতঃ স্মাদিতাভিপ্ৰায়ঃ । যাজ্ঞবল্ক্য,
ত্বং ভুম্ অজ্ঞানেন্নেব পণ্ডিতাভিমানীত্যভিপ্ৰায়ঃ ।

যদি তদ্বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যং লভ্যতে, বেদ বৈ অহং তং পুরুষ—সর্বস্তাশ্বনঃ
পরায়ণম্, যমাত্মং যং কপয়সি, তমহং বেদ । তত্র শাকল্যন্ত বচনং দ্রষ্টব্যম্—
যুদি ত্বং বেথং তং পুরুষম্, ত্রাহি কিংবিশেষণেহসৌ ? শৃণু—যদ্বিশেষণঃ সঃ, য
এবাৎ শারীরঃ—পাথিব্যাংশে শরীরে ভবঃ শারীরঃ মাতৃজ-কোশত্রয়রূপ ইত্যর্থঃ ;
স এষ দেবঃ, যন্তুয়া পৃষ্ঠঃ, হে শাকল্য ; কিমস্তি তত্র বক্তব্যং বিশেষণান্তরম্ ;
তদ্বদেব পৃচ্ছেবেত্যর্থঃ, হে শাকল্য । স এবং প্রকোভিতোহমর্ষবশগ আহ—
তোজ্জর্জিত ইব গজঃ—তন্ত দেবন্ত শারীরন্ত কা দেবতা ?—যস্মান্নিপ্পত্ততে, যঃ
“সাত্ত দেবতা” ইত্যস্মিন্ প্রকরণে বিবক্ষিতঃ । অমৃতমিতি হোবাচ ; অমৃত-
মিতি যো ভুক্তান্তরন্ত রসঃ মাতৃজন্ত লোহিতন্ত নিষ্পত্তিহেতুঃ, তস্মাদ্ভি অন্নরসা-
ল্লোহিতং নিষ্পত্ততে স্মিয়াং শ্রিতম্ ; ততশ্চ লোহিতময়ং শরীরং বীজাশ্রয়ম্ ।
সমানমন্তং ॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

টীকা । সঙ্কোচবিকাসাভ্যাং আগমকপোক্ত্যনন্তরমবসরপ্রাপ্তিরিধানীমিত্যুচ্যতে । উপ-
দিষ্টতে ধার্মার্থমিতি শেবঃ । অবয়বণো বাক্যং যোজয়তি—পৃথিবীতি । সংপত্তিতং বাক্যত্রয়াৎ
কৃষয়তি—পৃথিবীত্যাदिना । বৈশঙ্কোহবধারণার্থঃ । তং পরায়ণং য এব বিজানীয়াৎ, স এব
বেদিতা স্মাদিতি সঙ্কঃ । অথ কেন রূপেণ পৃথিবীদেবন্ত কার্য্যকরণসম্বাত্তং প্রত্যাশ্রয়ৎ,
তদাহ—মাতৃজেনেতি । পৃথিব্যা মাতৃশলবাচ্যত্বাদ্ য এব এবোহহং পৃথিব্যস্মীতি মন্ততে, স
এব শরীরারম্ভকমাতৃজ-কোশত্রয়াভিমানিতয়া বর্ততে । তথা চ তন্ত তেন রূপেণ পিতৃজত্রিতয়ং
কার্য্যং লিঙ্গং চ করণং প্রত্যাশ্রয়ৎ সম্ভবতীত্যর্থঃ । পৃথিবীদেবন্ত পরায়ণত্বমুপপাদ্যানন্তর-
মাক্যমুখ্যপা ব্যাচটে—স বৈ বেদিত্যিতি । তথাপি নন কিমাস্মাতিমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যাজ্ঞবল্ক্যেতি ।

স পুরুষো যেন বিশেষণেন বিশিষ্টস্তদ্বিশেষণমুচ্যমানং শৃণ্বিতুক্তা তত্ত্ববাহ—য এবতি । শরীরং হি পকৃত্তাস্থকং, তত্র পার্থিব্যাংশে জনকত্বেন স্থিতঃ শরীর ইতি যাবৎ ৯ তত্ত্বজীবন্তং বারয়তি—মাতৃজৈতি । পৃথিবীক্ষেবস্ত নিৰ্ণাতব্ধকায়ঃ ব্রহ্মরয়তি—কিং ত্বিত । যাজ্ঞবল্ক্যো বক্তা সন্ প্রষ্টারং শাকলাং প্রতি কথং বদেবতি কথয়তি, তত্রাহ—পৃচ্ছতি । ক্ষোভিতস্তা—মৰ্জশগ্বে দৃষ্টান্তঃ—তোত্রৈতি । ১০ প্রাক্করদিকং দেবতাশকার্যমাহ—যস্মাদিতি । পুরুষো নিষ্পত্তিকর্তা যন্তোচাতো । লোহিতনিষ্পত্তিহেতুত্বমন্নরসক্তানুভবেন সাধয়তি—তস্মাদ্বীতি । তস্ত কার্যমাহ—তত্শ্চেতি । লোহিতাদ্বিতীয়পদার্থনিষ্ঠাত্ত্বংকাৰ্য্যং ঐদ্যাসক্লিরূপং বীজস্তস্মিন্মজ্জাশুক্ৰাস্থকস্তাশ্রয়ভূতং ভবতীত্যর্থঃ । পর্ধায়সম্বন্ধকমাতৃপর্ধায়াগেণ তুল্যার্থত্বম্ পৃথগাখ্যাপেক্ষমিত্যাহ—সমানমিতি ॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—পৃথিবীই যে দেবতার আশ্রয়—আশ্রয় ; অগ্নি বাহার লোক ;—লোক অর্থ—যাহা দ্বারা অবলোকন—দর্শন করা হয় ; অর্থাৎ যে দেবতা অগ্নি দ্বারা দর্শন করেন ; মন বাহার জ্যোতিঃ, অর্থাৎ যে দেবতা মনোময় জ্যোতির সাহায্যে স্কন্ধ-বিকল্পাদির বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন । অভিপ্রায় এই যে, মনোরূপ জ্যোতিঃসম্পন্ন, পৃথিবীময় দেহধারী, অগ্নিরূপ নয়নযুক্ত সেই দেবতা মনের দ্বারা ভাল মন্দ চিন্তা করিয়া থাকেন ; এবং পৃথিবীকেই আপনার শরীর বলিয়া মনে করেন । যে লোক ঈদৃশ বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন, এবং সমস্ত আশ্রয়—আত্মসম্পর্কিত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির প্রধান আশ্রয় অর্থাৎ দেহবর্তী মাতৃজ স্বক্, মাংস ও রবিরূপে বীজস্বরূপ পিতৃজ অস্থি মজ্জা শুক্রের (১) ও ইন্দ্রিয়বর্গের সর্বোত্তম আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে জানেন, তিনিই যথার্থ জানী । অভিপ্রায় এই যে, এইরূপ জ্ঞান লাভ করিলেই লোক দেবতা বিষয়ে যথার্থ পণ্ডিত-পুত্রাচ্য হইতে পারেন ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহা না জানিয়াই বুঝা পাণ্ডিত্যভিমান করিতেছ । (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ভাল,) তাহাকে জানিলেই যদি পণ্ডিত্য লাভ হয়, তবে আমিও সর্ব আশ্রয় পরায়ণ সেই পুরুষকে জানি—তুমি বাহার কথা বলিতেছ, অর্থাৎ তুমি যে পুরুষের কথা বলিতেছ, আমি তাহাকে জানি ।

(১) তাৎপর্ধ্য—আমাদের স্থূল শরীরের প্রধান উপাদান ছয়টি পদার্থ—স্বক্, মাংস, রবির, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র । তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি—স্বক্, মাংস ও রবির মাতৃ-দেহ হইতে, আর অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই তিনটি পিতৃদেহ হইতে উৎপন্ন হয় । উক্ত ছয়টি পদার্থকেই কোশ বলে । তাহা দ্বারা রচিত বলিয়া স্থূল শরীরকে ‘বাতুকৌশিক’ বলে । উক্ত ছয়টি কোশের মধ্যে মাতৃদেহজ প্রাথমিক তিনটি (স্বক্, রবির ও মাংস) ক্ষেত্রস্বরূপ, আর পিতৃদেহজ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই তিনটি বীজস্বরূপ ; বীজ যেমন মাটিতে মিলিত হইয়া অল্পর জন্মায়, তরূপ অস্থিপ্রভৃতি বীজ ও স্বক্ প্রভৃতি কেন্দ্রে পতিত হইয়া স্থূল শরীর উৎপাদন করে ।

(ইহার পক্ষ শাকল্যের উক্তি ধরিয়া লইতে হইবে; শাকল্য যেন বলিলেন—) তুমি যদি সেই পুরুষকে জান, তাহা হইলে বল দেখি—সেই পুরুষ কিরূপ বিশেষণে বিশেষিত? (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—) তাহার বাহা বিশেষণ, তাহা বলিতেছি; শ্রবণ কর,—এই যে, শারীর—পার্শ্ব শরীর হইতে সমুৎপন্ন, অর্থাৎ মাতৃশরীর হইতে উৎপন্ন কোশত্রয়—ত্বক্, মাংস ও রুধির, ইহাই তোমার জিত্বাসিত দেবতার স্বরূপ। হে শাকল্য, তাহার আরও বিশেষণ আছে, তাহাও জানা আবশ্যক; তুমি তৎসম্বন্ধে আরও প্রশ্ন কর। শাকল্য তখন যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় তৎক্ষণাচ্ছিন্ন হইয়া—অঙ্কুশ-তাড়িত হস্তীর গায় আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন—ভাল, সেই শরীর পুরুষের দেবতা কে? (১) অর্থাৎ বাহা হইতে শরীর পুরুষ প্রাক্কৃত হইয়া থাকে, এবং ‘সে তত্ত্ব দেবতা’ যাজ্ঞবল্ক্য তাহার কথা বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে, সেই দেবতাটি কে? তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তাহা অমৃত। এখানে অমৃত অর্থ ভুক্ত অন্নের পরিপাকজ রস, বাহা হইতে মাতৃজ রুধির নিষ্পন্ন হয় এবং বাহা হইতে আবার পিতৃজ বীজের আশ্রয়িত রুধিরময় শরীর সমুৎপন্ন হয়। ইহার অত্যাংশের ব্যাখ্যা পূর্বের অনুরূপ ॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

কাম এব যন্তায়তনং হৃদয়ং লোকে মনো জ্যোতিঃ, যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বশ্রাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বশ্রাত্মনঃ পরায়ণং যমাখ, য এবাং কামময়ঃ পুরুষঃ, স এষঃ, বদেব শাকল্য, তস্য কা দেবতেতি, স্ত্রিয় ইতি হোবাচ ॥ ২১৭ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ ।—[শাকল্যঃ পুনরাহ—] কামঃ এব যন্ত (দেবন্ত) আয়তনং, হৃদয়ং লোকঃ (চক্ষুঃ), মনঃ জ্যোতিঃ ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ বৈ (এব) সর্বশ্রাত্মনঃ (দেহেন্দ্রিয়সংঘাতন্ত) পরায়ণঃ (পরমাশ্রয়ভূতং) তং পুরুষং বিদ্যাৎ (বিজানীয়াৎ), সঃ বৈ (এব) বেদিতা (বিদান্—জ্ঞানী) স্যাত্ ; (ত্বং তু তং পুরুষং ন বেৎসি ইত্যভিপ্রায়ঃ ।) [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে শাকল্য, ত্বং যং

(১) তাৎপর্য—এখানে দেবতা শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এই—বাহার আশ্রয়ে বা সাহায্যে বাহার স্থিতি ও বৃদ্ধি বা পুষ্টি হয়, তাহাই তাহার দেবতা। ভুক্ত অন্নের পরিণতি রস দ্বারা দেহের পুষ্টি ও স্থিতি হইয়া থাকে, এই জন্ত অন্নরস শরীর পুরুষের দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী শ্রুতিতেও এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া লইতে হইবে।

(পুরুষঃ) আত্ম (কথরসি); অহং বৈ সৰ্ব্বত্র আয়নঃ পরায়ণঃ তৎ পুরুষং
বেদ (জানামি) । [কোহসৌ ? ইত্যাহ—] যঃ এব অয়ং কামময়ঃ পুরুষঃ,
সঃ এবঃ (অত্ৰপৃষ্ঠঃ কামময়ঃ পুরুষঃ); (পুনরপি তদ্বিশেষঃ) পৃচ্ছ এব ।
(শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—) তত্ত্ব (পুরুষত্ব) কা দেবতা ? ইতি; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—]
স্মিরঃ (উক্তঃ কামময়ঃ পুরুষঃ স্ত্রীষু প্রতিষ্ঠিত ইত্যর্থঃ) ইতি ॥ ২১৭ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদঃ—কামই যাহার আয়তন (শরীর), [কাম
অর্থ—স্বীসঙ্গাভিলাষ], হৃদয় যাহার চক্ষুঃ, এতৎ মন যাহার জ্যোতিঃ,
সমস্ত দেহসজ্জাতের একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই
জ্ঞানী হইতে পারেন; [হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহাকে জাননী; সুতরাং
তোমার পাণ্ডিত্যাভিমান বুঝা] । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে শাকল্য,
তুমি যাহার কথা বলিতেছ, আমি সৰ্ব্বাত্ম-পরায়ণ সেই পুরুষকে জানি ।
[তাহা কি ?] যিনি এই কামময় পুরুষ, তিনিই তাহা; [তাহার সম্বন্ধে,
যদি আরও জানিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে] স্বেচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর ।
[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] এই পুরুষের দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য
বলিলেন—] স্বীসমূহ; কারণ, স্বী হইতেই কামবৃত্তির উদ্দীপনা হইয়া
থাকে ॥ ২১৭ ॥ ১১ ॥

শাকল্যভাষ্যম্—কাম এব যন্তায়তনম্ । স্ত্রীবাতিরকাভিলাষঃ কামঃ,
কামশরীর ইত্যর্থঃ । হৃদয়ং লোকঃ, হৃদয়েন বুদ্ধ্যা পশ্যতি । য এবায়ং কামময়ঃ
পুরুষঃ, অধ্যাত্মমপি কামময় এব, তত্ত্ব কা দেবতেতি ? স্মির ইতি হোবাচ;
স্ত্রীতো হি কামস্ত দীপ্তিজায়তে ॥ ২১৭ ॥ ১১ ॥

টীকা । উত্তরপধ্যায়েষু যেষাং পদানামর্থভেদন্তেষাং তৎকলনার্থং প্রতীকং গৃহীতম্—কাম
ইতি । বাক্যার্থমাহ—কামশরীর ইত্যর্থ ইতি । স চ হৃদয়দর্শনো মনসা সত্ত্বয়িত্ততি পূর্ববৎ ।
তত্ত্ব বিশেষণং দর্শয়তি—য এবেতি । আধ্যাত্মিকস্ত কামময়স্ত পুরুষস্ত কারণং পৃচ্ছতি—
তত্ত্বেতি । তত্ত্বাস্তংকারণমহুতবেন ব্যনজি—স্ত্রীতো ইতি ॥ ২১৭ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—“কাম এব যন্তায়তনম্” ইত্যাদি । এখানে কাম অর্থ
—স্বীসংসর্গাভিলাষ; উক্ত পুরুষ সেই কামশরীরসম্পন্ন । হৃদয় তাহার লোক
(চক্ষু); কারণ, তিনি হৃদয়—বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন । এই যে কামময় পুরুষ,
অধ্যাত্ম কামময় পুরুষও তিনিই; তাহার দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন]
স্ত্রী; কারণ, স্বী হইতেই কামবৃত্তির উদ্দীপনা হইয়া থাকে ॥ ২১৭ ॥ ১১ ॥

রূপাণ্যে যস্যায়তনং চক্ষুলোকো মনো জ্যোতিঃ, যো বৈ
তং পুরুষং বিজ্ঞাৎ সর্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং ন বৈ বেদিতা শ্রাদ্
যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং, যমাত্ম,
য এবাসাবাদিত্যে পুরুষঃ স এষঃ, বদৈব শাকল্যা তস্য কা
দেবতেতি, সত্যমিতি হোবাচ ॥ ২১৮ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ ।—[শাকল্যাঃ পুনঃ পৃচ্ছতি] রূপাণি (গুরুকৃষ্ণাদীনি) যন্ত
(পুরুষস্ত) আয়তনং (আশ্রয়ঃ), চক্ষুঃ লোকঃ (দৃষ্টিসাধনম্), মনঃ জ্যোতিঃ ;
হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ বৈ সর্বস্ত আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিজ্ঞাৎ ; স বৈ
বেদিতা শ্রাদ্ । (যাজ্ঞবল্ক্য আহ—) হে শাকল্য, অহং বৈ সর্বস্ত আত্মনঃ
পরায়ণং তং পুরুষং বেদ (জানামি) ; ত্বং যং (পুরুষং) আত্ম (কথয়সি) ।
[কোহসৌ ?] যঃ এব অসৌ আদিত্যে পুরুষঃ, সঃ (আদিত্যপুরুষঃ) এব
(নিশ্চয়ে) এষঃ (রূপ-পুরুষঃ) । [যদি অন্তদপি তে প্রষ্টব্যমস্তি, তর্হি] বদ
(পৃচ্ছ) এব । [শাকল্যাঃ প্রপ্রচ্ছ—] তস্য (রূপ-পুরুষস্ত) দেবতা কা ?
ইতি । (যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ—) সত্যম্—ইতি । (অত্র সত্যশব্দেন চক্ষুরুচ্যতে,
যতঃ চক্ষুষ এব আধিদৈবিকস্ত আদিত্যস্ত স্বরূপনিষ্পত্তিঃ শ্রীতে ইতি
ভাবঃ ।) ॥ ২১৮ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদঃ ।—রূপসমূহ যাহার আয়তন (শরীর), চক্ষু
যাহার লোক, এবং মন যাহার জ্যোতিঃ, সমস্ত আত্মার (দেহসংঘাতের)
একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী হইতে
পারেন ; [হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহাকে জান না ; সুতরাং তোমার
পাণ্ডিত্যাভিমান বৃথা] । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে শাকল্য, তুমি যাহার
কথা বলিতেছ, আমি সর্বাত্ম-পরায়ণ সেই পুরুষকে জানি । [তাহা
কি ?] যিনি এই আদিত্য-পুরুষ, তিনিই তাহা । [তাহার সম্বন্ধে
যদি আরও জানিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে,] স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা
কর । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] এই পুরুষের দেবতা কে ?
[যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] সত্য অর্থাৎ চক্ষুঃ ; কারণ, চক্ষু হইতেই আদিত্যের
জন্ম হয় ইহা থাকে ॥ ২১৮ ॥ ১২ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ ।—রূপাণ্যেব যস্যায়তনম্ ; রূপাণি শুক্লকৃষ্ণাদীনি ।

য. এবাসৌ আদিত্যে পুরুষঃ—সর্বেষাং হি রূপাণাং বিশিষ্টং কার্যমাদিত্যে
পুরুষঃ, তস্মাৎ কা দেবতেতি । সত্যমিতি হোবাচ ; সত্যমিতি চক্ষুঃচাত্তে,
চক্ষুৰ্হি অধ্যাত্মত আদিত্যাত্মাদিদেবতস্য নিস্পত্তিঃ ॥ ২১৮ ॥ ১২ ॥

টীকা । রূপণরীরন্ত চক্ষুর্দর্শনন্ত মনসা সঙ্কল্পয়িতুর্দেবন্ত কণমাদিত্যে পুরুষো বিশেষণ-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্বেষাং হীতি । রূপমাত্রাভিমানিনো দেবস্তাদিত্যে পুরুষো বিশেষ্যাবচ্ছেদ্যঃ ।
স চ সর্বরূপপ্রকাশকত্বাৎ সর্বৈ রূপৈঃ স্বপ্রকাশনায়ারকঃ । তস্মাদ্ যুক্তং যথোক্তং বিশেষণ-
মিত্যর্থঃ । কথং চক্ষুঃ সকাশাদাদিত্যাত্মোৎপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য ‘চক্ষুঃ হৃদ্যো অজায়ত’ ইতি
শ্রুতিমাত্রিত্যাহ—চক্ষুৰ্হি ইতি ॥ ২১৮ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—“রূপাণি এব যস্য আয়তনম্” ইত্যাহি । রূপ
অর্থ শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণ । ‘এই যে আদিত্যমণ্ডলে পুরুষ,’ একথার অর্থ এই যে,
যতপ্রকার রূপ আছে, আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত পুরুষ হইতেইহন’ সে
সমুদয়ের বিশেষ কার্য বা ফলস্বরূপ । তাঁহার দেবতা কে ? তাহার দেবতা
‘সত্য’ । এখানে চক্ষুকে ‘সত্য’ বলা হইতেছে ; কারণ, অধ্যাত্ম চক্ষু
হইতেই আদিদৈবিক আদিত্যের অভিব্যক্তি হইয়া পাকে ॥ ২১৮ ॥ ১২ ॥

আকাশ এব যস্যায়তনম্ শ্রোত্রং লোকো মনোজ্যোতিঃ,
যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বশ্রাত্মনঃ পরায়ণম্ স বৈ বেদিতা
স্মাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষম্ সর্বশ্রাত্মনঃ
পরায়ণং, যমাত্ম, য এবায়ম্ শ্রোত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকঃ পুরুষঃ
স এষঃ, বদৈব শাকল্য, তস্মাৎ কা দেবতেতি, দিশ ইতি
হোবাচ ॥ ২১৯ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ ।—তথা, আকাশঃ এব যস্য (পুরুষস্য) আয়তনম্, শ্রোত্রং
লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ (জনঃ) সর্বস্ত আত্মনঃ (দেহৈঙ্গিয়-
সংঘাতস্ত) পরায়ণং তং (আকাশশরীরং পুরুষং) বিদ্যাৎ, সঃ বৈ বেদিতা
(জানী) স্মাদ্ । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] হে শাকল্য, অহং বৈ সর্বস্ত আত্মনঃ
পরায়ণং তং পুরুষং বেদ (বেদ্বি), ত্বং যং (পুরুষম্) আত্ম (কথয়সি) ।
[কোহসৌ ? ইত্যত আহ] য এব অয়ং শ্রোত্রঃ (শ্রোত্রে ভবঃ শ্রবণেন্দ্ৰি-
র্যোপলব্ধিতঃ), [তত্রাপি] প্রাতিশ্রুৎকঃ (প্রত্যেকশ্রুতৌ বিশেষতঃ অভিব্যক্ত্যতে
ইত্যর্থঃ) পুরুষঃ, সঃ এষঃ (ত্বংপৃষ্ঠঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ) । [শাকল্য আহ—]

তত্ত্ব (আধ্যাত্মিকত্ব) 'কা দেবতা ? ' [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—দিশঃ ইতি,
(দিশামেব তদভিব্যঞ্জকত্বাদিত্তি ভাবঃ) ॥ ১১৯ ॥ ১৩ ॥

ভূলাবুবাদি :—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য,
আকাশই যাহার আয়তন (শরীর), শ্রবণেন্দ্রিয় যাহার লোক (চক্ষুঃ),
এবং মনঃ যাহার জ্যোতিঃ, সমস্ত আত্মার পরমাশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে
‘‘ধিমি জ্ঞানেন, তিনিই যথার্থ বিদ্বান্-পদবাচ্য হন । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,]
হে ‘শাকল্য, তুমি যে পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ ; সমস্ত আত্মার
পরমাশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে আমি জানি । যিনি এই শ্রোত্রাধিষ্ঠিত
প্রাতিশ্রংক অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দশ্রুতিতে সমধিক প্রকটিত হন, তিনিই
‘লৈই’ পুরুষ । তুমি তাহার সম্বন্ধে আরও কিছু জিজ্ঞাসা কর ।
[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] তাহার দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,
‘‘দিক্সমূহ অর্থাৎ অধিদেবত দিক্সমূহ হইতে সেই অধ্যাত্ম পুরুষের
আবির্ভাব হয় ॥ ১১৯ ॥ ১৩ ॥

শাকল্য-ভাষ্যম্ :—আকাশ এব যস্তায়তনম্ । য এবায়ং শ্রোত্রে
ভবঃ শ্রোত্রঃ, তত্রাপি প্রতিশ্রবণবেলায়াং বিশেষতো ভবতীতি প্রাতিশ্রংকঃ,
তত্ত্ব, কা দেবতেতি ; দিশ ইতি হোবাচ ; দিগ্ভ্যো হি অসাবাধ্যাত্মিকো
নিষ্পত্ততে ॥ ১১৯ ॥ ১৩ ॥

টীকা । তত্রাপিতি শ্রোত্রোক্তিঃ । প্রতিশ্রবণং সংবাদঃ প্রতিবিষয়ং শ্রবণং বা, সর্কানি
শ্রবণানি বা তদশায়ামিতি যাবৎ । দিশস্তত্রাধিদেবতমিতি শ্রুতিমাত্রিত্যাহ—দিগ্ভ্যো
হীতি ॥ ১১৯ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—“আকাশ এব যস্তায়তনম্” ইত্যাদি । যিনি
(পুরুষ) এই শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রকটিত—শ্রোত্র পুরুষ ; এবং প্রত্যেক শ্রবণসময়ে
বিশেষকপে ব্যক্ত হন বলিয়া প্রাতিশ্রংক, তাহার দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য]
বলিলেন—দিক্সমূহ ; কারণ, এই আধ্যাত্মিক পুরুষ দিক্সমূহ হইতেই
নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥ ১৩ ॥

তন্ম এব যস্তায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্ঘো বৈ তং
পুরুষং বিদ্বাৎ সর্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা শ্রাদ্
যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং,

যমান্থ, য এষায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ স একঃ, বদৈব শাকল্য, তস্য
কা দেবতেতি, মৃত্যুরিতি হোবাচ ॥ ২২০ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ ।—তথ্যঃ (অন্ধকারঃ) এব যন্ত আয়তনং (আশ্রয়ঃ শরীরম্),
হস্তাং (অন্তঃকরণম্) বোকঃ (চক্ষুঃ), মনঃ জ্যোতিঃ (প্রকাশঃ), হে যাজ্ঞবল্ক্য,
যঃ বৈ সর্বশ্চ জ্ঞানঃ পরায়ণঃ তং পুরুষং বিজ্ঞাৎ, সঃ বৈ বেদিতা শ্রাৎ, [নতু
অন্তঃ] । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] হে শাকল্য, অহং বৈ সর্বশ্চ জ্ঞানঃ পরায়ণঃ তং
পুরুষং বেদ (বেদী), [তৎ] যং (পুরুষং) আথ (কথয়সি) । [কোহর্দেব ?]
যঃ এব অয়ং ছায়াময়ঃ (অধ্যাত্মঃ ছায়াত্মকঃ) পুরুষঃ, সঃ (ছায়াময়ঃ পুরুষঃ)
এষঃ (তস্য যঃ পৃষ্ঠঃ) । হে শাকল্য, বদ এব (তদগতং বিশেষম্ এব পৃচ্ছ
ইত্যর্থঃ) । [শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—] তন্ত (ছায়াময়ন্ত পুরুষন্ত) কা দেবতা?
ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—মৃত্যুঃ ইতি ॥ ২২০ ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদঃ ।—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য,
তমঃ—অন্ধকারই যাহার আয়তন—আশ্রয়ভূত শরীর, হৃদয় যাহার লোক,
এবং মন যাহার জ্যোতিঃ (প্রকাশক), সমস্ত দেহের পরমাশ্রয়ভূত সেই
পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানি-পদবাচ্য ইহাতে পারেন ;
[তুমি কি তাহাকে জান ?] [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] তুমি যাহার কথা
জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সমস্ত আত্মার পরমাশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে আমি
জানি ; এই যে, দেহমধ্যে ছায়াময় পুরুষ, তাহাই সেই পুরুষ । হে
যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহার সম্বন্ধে আরও যাহা হয়, জিজ্ঞাসা কর । [শাকল্য
জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই পুরুষের দেবতা কে ? অর্থাৎ সেই
ব্রাহ্মাত্ম ছায়াময় পুরুষের অধিদেবত রূপটি কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য]
বলিলেন, তাহা মৃত্যু ; [কারণ, মৃত্যুই পুরুষরূপে দেহ মধ্যে প্রকটিত
হয়] ॥ ২২০ ॥ ১৪ ॥

শাক্কর-ভাষ্যম্ ।—তম এব যন্তায়তনম্ ; তম ইতি শাবরাস্তম্ভকারঃ
পরিগৃহ্যতে, আধ্যাত্মঃ ছায়াময়ঃ অজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ; তন্ত কঃ দেবতেতি, মৃত্যুরিতি
হোবাচ । মৃত্যুরধিদেবতং, তন্ত নিষ্পত্তিকারণং ॥ ২২০ ॥ ১৪ ॥

টীকা । অধিদেবতং মৃত্যুরীষরো মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদিতি শ্রুতেঃ । স চ তন্তাজ্ঞান-
ময়শ্রাধ্যাত্মিকন্ত পুরুষতোৎপত্তিকারণমবিবেকি প্রবৃত্তেরীষরাধীনত্বাৎ “ঈষরপ্রেরিতো গচ্ছৎ
বর্গঃ বা ঋজম্বেব বা” ইতি হি পঠন্তি, তদাহ—মৃত্যুরিতি ॥ ২২০ ॥ ১৪ ॥

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনোজ্যোতির্ষো বৈ তং
পুরুষং বিদ্যাৎ সৰ্ব্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ যাজ্ঞ-
বল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সৰ্ব্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্ম, য
এবায়মাদর্শে পুরুষঃ, স এষঃ বদৈব শাকল্য, তস্য কা দেবতেনা-
শ্রুতি হোবাচ ॥ ২২১ ॥ ১৫ ॥

‘সৰ্বল্লার্থঃ’—[শাকল্যঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, রূপাণি (প্রকাশ-
ময়ানি) এব যন্ত আয়তনং (অধিষ্ঠানং), চক্ষুঃ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ, ‘যঃ বৈ
‘সৰ্বস্ব আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিদ্যাৎ, সঃ বেদিতা স্যাত্ । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ,]
হে শাকল্য, ত্বং যং (পুরুষং) আত্ম (এবীমি), অহং বৈ সৰ্বস্ব আত্মনঃ পরায়ণং
তং পুরুষং বেদ (জানামি) । [কোহসৌ ?] যঃ এব অয়ম্ আদর্শে (দৰ্পণে)
পুরুষঃ (প্রতিবিম্ব-পুরুষঃ দৃশ্যতে), সঃ এষঃ (ত্বংপৃষ্ঠঃ) । বদ এব (ভূয়ো-
ইপি পৃচ্ছ ইত্যর্থঃ) । [শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—] তস্য (পুরুষস্য) কা দেবতা ?
ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—অস্মঃ (প্রাণঃ) ইতি, [প্রাণোপেতশরীরঃ
তন্নিষ্পত্তেরিতি ভাবঃ] ॥ ২২১ ॥ ১৫ ॥

‘মূলানুবাদঃ’—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য,
বিশেষ বিশেষ রূপসমূহ যাহার আয়তন, চক্ষু যাহার লোক, মন যাহার
জ্যোতিঃ, সকল আত্মার চরম আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে যিনি জানেন,
তিনিই যথার্থ বিদ্বান্ হইতে পারেন । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে শাকল্য,
তুমি যাহার কথা বলিতেছ, সৰ্বভূতের একমাত্র আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে
আমি জানি ; এই যে দৰ্পণে প্রতিবিম্বিত ছায়াময় পুরুষ, ইহাই তোমার
জিজ্ঞাসিত সেই পুরুষ । [তোমার যদি এবিষয়ে আরও কিছু জিজ্ঞাসা
ধাকে, তাহা] জিজ্ঞাসা কর । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই
পুরুষের দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অস্ম, অর্থাৎ বলসাধ্য
দৰ্পণাদি-ঘর্ষণ কার্য এই প্রাণের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, এবং ঘর্ষণে প্রতি-
বিম্বাধাৎ দৰ্পণাদি নির্মলকরা হয় ; তাই তাহাতে প্রতিবিম্বপাত হয় ;
এই কারণে ‘প্রাণকেই উহার দেবতা বলা হইয়াছে ॥ ২২১ ॥ ১৫ ॥

‘শাকল্যভাষ্যম্’—রূপাণ্যেব যস্যায়তনম্ । পূৰ্ব্বং সাধারণানি রূপাণ্য-
জ্ঞানি, ইহ তু প্রকাশকানি বিশিষ্টানি রূপাণি গৃহ্যন্তে । ‘রূপায়তনস্ত দেবত

বিশেষায়তনং প্রতিবিম্বাধারমাদর্শাদি । তন্ত্ৰ কং দেবতেতি, অধ্বরিত্তি হোবাচ, তন্ত্ৰ প্রতিবিম্বাধ্যস্ত পুরুষস্ত নিষ্পত্তিঃ অসোঃ প্রাণাং ॥ ২২১ ॥ ১৫ ॥

টীকা । পুনরুক্তিং প্রত্যাহ—পূর্বমিহি । আধ্বরশব্দো ভাবপ্রধানস্তথা চ প্রতিবিম্বাধারং যত্র তদিত্যুক্তং ভবতি । আদিশকেন স্বচ্ছবভাবং যজ্ঞাদি গৃহতে । প্রাণেন হি নিষ্পন্নমানে দর্পণাদৌ প্রতিবিম্বাভিব্যক্তিব্যোগো রূপবিশেষো নিষ্পত্ততে । ততো যুক্তং প্রাণস্ত প্রতিবিম্বকারণমিত্যভিপ্রেত্যাহ—তন্ত্ৰেতি ॥ ২২১ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—‘রূপাণি এব যন্তায়তনম্’ ইত্যাদি । অতীত দ্বাদশ শ্রুতিতে যে রূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সাধারণ স্বৈত-পীতাদি রূপ, আর এখানে যে রূপের কথা বলা হইতেছে, ইহা তদপেক্ষা বিশেষ রূপ গ্রহণ করিতে হইবে ; (নচেৎ পুনরুক্তি দোষ ঘটে) । রূপায়তন দেবতারও বিশেষ আশ্রয় হইতেছে প্রতিবিম্বাধার দর্পণ ও যজ্ঞ প্রভৃতি ; তাহার দেবতা কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, [তাহার দেবতা] অম্ম (প্রাণ) ; কেননা, প্রাণের সাহায্যেই সেই প্রতিবিম্ব-পুরুষের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, বলরূপী প্রাণের সাহায্যে ঘর্ষণদ্বারা প্রতিবিম্বাধার নির্মলীকৃত হইলেই তাহাতে প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে ॥ ২২১ ॥ ১৫ ॥

আপ এব যন্তায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্থে বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং যমাখ, য এবায়মম্পু পুরুষঃ স এষঃ । বদৈব শাকল্য, তন্ত্ৰ কা দেবতেতি, বরুণ ইতি হোবাচ ॥ ২২২ ॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ বৈ আপ এব যন্ত আয়তনং, হৃদয়ং লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ, সর্বস্ত আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিদ্যাৎ, সঃ বৈ বেদিতা স্যাত্ । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে শাকল্য, ত্বং যং আখ (কথয়সি), সর্বস্ত আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বেদ (বেদিত) [অহম্] । [কোহস্মৈ ?] যঃ এব অয়ং অপম্পু পুরুষঃ, সঃ এষঃ (ত্বংপৃষ্ঠঃ পুরুষঃ) । [ইচ্ছসি চেৎ, ভূয়োহপি] বদ (পৃচ্ছ) এব ইতি । [শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—] তন্ত্ৰ (অপপুরুষস্ত) কা দেবতা ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ—বরুণ ইতি, [বরুণঃ হি অপাং দেবতা প্রসিদ্ধা ইতি ভাবঃ] ২২২ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদঃ—জলই যাহার শরীর, হৃদয় যাহার লোক (চক্ষু), এবং মন যাহার জ্যোতিঃ, হে যাজ্ঞবল্ক্য, সমস্ত আত্মার

পরমশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ বিদ্বান্ হইতে পারেন [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে শাকলা, সমস্ত আত্মার পরমশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে আমি জানি, তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এই যে জলাধিষ্ঠিত পুরুষ, তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত সেই পুরুষ; যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে এ সম্বন্ধে আরও জিজ্ঞাসা কর। [শাকলা জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই পুরুষের দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বরুণ [তাহার দেবতা]; [কারণ, বরুণই জল-দেবতা বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ ॥ ২২২ ॥ ১৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্।—আপ এব যস্তায়তনম্ । সাধারণাঃ সর্বা আপ ঐতনম্ বাপীকূপতড়াগাভ্যশ্রাস্বপ্ন বিশেষাবস্থানম্ । তস্ত কা দেবতেতি? বরুণ ইতি; বরুণঃ সত্যাতক্রেয়াধ্যাত্ম্যমাপ এব বাপ্যাভূপাং নিম্পত্তি-কারণম্ ॥ ২২২ ॥ ১৬ ॥

টীকা। আপ এব যস্তায়তনং, য এবায়তনম্ পুরুষ ইত্যুভয়ত্র সামান্তবিশেষভাবো ন প্রতিষ্ঠাভীতি শঙ্ক্যমানং প্রত্যাহ—সাধারণা ইতি। কথং পুনর্বাপীকূপাদি বিশেষায়তনস্ত বরণো দেবতা? ন হি দেবতাস্থনো বরণস্ত তদধিষ্ঠাতৃত্বং কারণতঃ, তত্রাহ—বরণাদিতি। আপো বাপীকূপাভ্যাঃ পীতাঃ সত্যোহধ্যাত্ম্যঃ শরীরে মূত্রাদিসত্যাতঃ কুর্যন্তি। তান্ বরণা-ভূবন্তি। বরণণেনোপ এব রক্ষিষার ভূমিং পতন্ত্যোহভিধীয়ন্তে। তথা চ তা এব বরণাস্থিকা বাপ্যাভূপাং পীয়মানানামুৎপত্তিকারণমিতি যুক্তং বরণস্ত বাপীতড়াগাভ্যায়তনং পুরুষঃ প্রতি কারণত্বমিত্যর্থঃ ॥ ২২২ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—‘আপ এব যস্তায়তনম্’ ইত্যাদি। এখানে সাধা-রণতঃ জলমাত্রই আয়তন; বাপী, কূপ ও তড়াগাদিগত জল তাহারই অবস্থা-বিশেষ মাত্র। সেই জলের দেবতা কে? [উত্তর—] বরুণ। দেহপিণ্ড-নিষ্কাশ-কারক আধ্যাত্মিক জলই বরণের প্রেরণার বাপী-কূপাদিগত জলোৎপত্তির কারণ; অর্থাৎ যে জলদ্বারা দেহপিণ্ড রচিত হয়, বরুণদেব সেই জলকেই বাপী-কূপাদিতে বিভিন্नावস্থায় পরিণত করেন; [অতএব বরুণই জলের দেবতা ॥ ২২২ ॥ ১৬ ॥

রেত এব যস্তায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্ঘো বৈ তং পুরুষং বিভ্রাৎ সর্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা শ্রাদ্ যাজ্ঞ-বল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্ম । য

এবাংয় পুত্রময়ঃ পুরুষঃ স এবঃ । বদৈব শাকল্যঃ তন্ত্ৰ কা দেব-
তেতি ; প্রজাপতিরিত্তি হোবাচ ॥ ২২ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, রेतঃ (শুক্রং) এব যন্ত্ৰ আয়তনম্, হৃদয়ং
স্তোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ । যঃ কৈ সর্বন্ত্ৰ আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিজ্ঞাৎ, সঃ
বৈ বেদিতা জ্ঞাৎ । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে শাকল্য, ত্বং যম্ আত্ম, অহং, বৈ সর্বন্ত্ৰ
আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বেদ ;—যঃ এব অয়ং পুত্রময়ঃ (পুত্ররূপঃ) পুরুষঃ,
এবঃ সঃ (ত্বংপৃষ্ঠঃ পুরুষঃ) । [হে শাকল্য, ইচ্ছসি চেৎ, ভূয়োহপিণ বদ
এব । [শাকল্য আহ—] তন্ত্ৰ (পুত্রময়পুরুষন্ত্ৰ) কা দেবতা ? ইতি । যাজ্ঞবল্ক্য
উবাচ হ—প্রজাপতিঃ (পিতা) ইতি, [পিতুরেব পুত্রোৎপত্তিহেতুত্বাদিতি
ভাবঃ] ॥ ২২৩ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদঃ ।—রিতঃ অর্থাৎ শুক্রই যাহার আয়তন, হৃদয়
যাহার লোক, এবং মন যাহার জ্যোতিঃ ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, যে ব্যক্তি
দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টির আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে জানেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী
হইতে পারেন । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে শাকল্য, তুমি যাহার কথা
বলিলে, সকল আত্মার আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে আমি জানি ;—যাহা
এই পুত্রময় (পুত্ররূপী) পুরুষ, তাহাই সেই পুরুষ । [হে শাকল্য,
আরও যদি জিজ্ঞাস্ত থাকে, তাহা] অবশ্য জিজ্ঞাসা কর । [শাকল্য
জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই পুরুষের দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য]
বলিলেন, প্রজাপতি [তাহার দেবতা] । এখানে প্রজাপতি অর্থ—
জনক পিতা ॥ ২২৩ ॥ ১৭ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ ।—রিত এব যন্ত্ৰায়তনম্ ; য এবাংয় পুত্রময়ঃ, বিশেষা-
য়তনং রিত আয়তনন্ত্ৰ—পুত্রময় ইতি চান্বিমজ্জাশুকরাণি পিতৃজ্ঞাতানি । তন্ত্ৰ কা
দেবতেতি ? প্রজাপতিরিত্তি হোবাচ ; প্রজাপতিঃ পিতোচ্যতে ; পিতৃতো হি
পুত্রোৎপত্তিঃ ॥ ২২৩ ॥ ১৭ ॥

টিকা । বাক্যস্বয়ং গৃহীত্ব ত্রাংপদ্যমাহ—বিশেষেতি । পুত্রময়শব্দার্থঃ বাচ্যে—পুত্রময়
ইতি ॥ ২২৩ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—‘রিত এব যন্ত্ৰায়তনম্’ ইত্যাদি । এই যে, শুক্রময়
শরীরের বিশেষ আশ্রয়স্বরূপ পুত্র । এখানে ‘পুত্রময়’ অর্থ—পিতা হইতে উৎ-
পন্ন অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতু ; তাহার দেবতা কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞ-

বক্ষ্য বলিলেন, অহংকার দেবতা প্রজ্ঞাপতি । পিতা হইতে পুত্রের উৎপত্তি হয় বলিয়া পিতাকে প্রজ্ঞাপতি বলা হইয়াছে ॥ ২২৩ ॥ ১৭ ॥

শাকল্যোতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তাং সিদ্ধিমে ব্রাহ্মণা অঙ্গারা-
বক্ষয়ণমক্রতা ৩ ইতি ॥ ২২৪ ॥ ১৮ ॥

সরলার্থঃ ।—[অতঃপরং লঙ্কোক্তবতয়া তুষ্ণীভূতং শাকল্যং সম্বোধয়ন্]
[যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—] হে শাকল্য, ইমে (সভাসদঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্মিং (বিতর্কে)
ত্বাং অঙ্গারাবক্ষয়ণং (অঙ্গারা যেন সন্দঃশাদিনা অবক্ষীয়ন্তে দহন্তে, তং
অঙ্গারাবক্ষয়ণম্) অক্রতা (কৃতবন্তঃ), [এতদ্ অববুধ্যসে কিং ? ইতি
ভাবঃ] ॥ ৩২৭ ॥ ১৮

মূলানুবাদঃ ।—[যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনিয়া শাকল্য নির্বাক
হইলে পর,] যাজ্ঞবল্ক্য সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—হে শাকল্য, এই সভাস্থ
ব্রাহ্মণগণ যে, তোমাকে অঙ্গারদাহক সাঁড়াশীর ছায়া [আমার তেজে]
দক্ষ করিতেছে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ কি ? ॥ ২২৪ ॥ ১৮ ॥

শাক্করভাষ্যম্ ।—অষ্টধা দেবলোক-পুরুষভেদেন ত্রিধা ত্রিধাশ্রানং
প্রবিভজ্যাবস্থিত একৈকো দেবঃ প্রাণভেদ এবোপাসনার্থং ব্যপদিষ্টঃ; অধুনা
দিগ্বিজাগেন পঞ্চধা প্রবিভক্তশ্রাশ্রানি উপসংহারার্থমাহ । তুষ্ণীভূতং শাকল্যং
যাজ্ঞবল্ক্যঃ গ্রহেণেবাবেশয়ন্নাহ—শাকল্যোতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ; ত্বাং, সিদ্ধিতি
বিতর্কে, ইমে নূনং ব্রাহ্মণা অঙ্গারাবক্ষয়ণং—অঙ্গারা অবক্ষীয়ন্তে যস্মিন্ সন্দঃসাদৌ,
তদঙ্গারাবক্ষয়ণং, তং নূনং ত্বামক্রতা কৃতবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ, ত্বন্ত তন্ন বুধ্যসে—আশ্রানং
ময়া দহমানমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২২৩ ॥ ১৮ ॥

টীকা । শাকল্যোতি হোবাচেত্যাদিগ্রন্থস্ত ত্র্যপর্ধ্যং বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—অষ্টধেতি ।
লোকঃ সামাঙ্গ্যাকারঃ, পুরুষো বিশেষ্যাবচ্ছেদঃ, দেবন্তৎকারণম্, অনেন প্রকারেণ ত্রিধা
ত্রিধাশ্রানং প্রবিভজ্য স্থিতো য একৈকো দেব উক্তঃ, স প্রাণ এব শ্রাশ্রান্না, তত্ত্বদেহাৎ পূর্বোক্তস্ত
সর্বস্ত, স চোপাসনার্থমষ্টোপাদিষ্টোৎপত্তাদিত্যর্থঃ । উত্তরস্ত ত্র্যপর্ধ্যং দর্শয়তি—অধুনোতি ।
প্রবিভক্তস্ত জগতঃ সর্বস্তেতি শেষঃ । আশ্রশকো হৃদয়বিষয়ঃ । যাজ্ঞবল্ক্যবাক্যস্ত শাকল্যে
প্রত্যাশ্রয়শ্চিপূর্বকারিহাপাদকৃত্বং দর্শয়তি—গ্রহেণেতি ॥ ২২৪ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এক একটি দেবতাই আপনাকে দেবতা, লোক ও
পুরুষ, এই তিন তিনভাবে বিভক্ত করিয়া উপাসনার সুবিধার জন্য আট রকমে
প্রকটিত হইয়াছেন । প্রাণভেদে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি করণসমূহই সেই দেবতা ;
ক্লেবল উপাসনার জন্য ঐরূপ বিভাগের উপদেশ করা হইয়াছেমাত্র ; প্রকৃত পক্ষে

উহাদের এক একটি প্রাণবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে । (১) এখন আবার বিভিন্ন দিক্ অনুসারে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া আত্মাতেই তাঁহার উপসংহার বা পুনঃ প্রতিলয়ের জন্ত বাক্যের অবতারণা করিতেছেন ।

● [যাজ্ঞবল্ক্যের প্রদত্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া] শাকল্য নির্বাক্ হইলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে গ্রহাবিষ্ট লোকের দ্বায় বিবশ করত বলিলেন, হে শাকল্য, এই সভাসদ ব্রাহ্মণগণ যে, তোমাকে নিশ্চয়ই অঙ্গারাবক্ষরণের দ্বায় অর্থাৎ লোকে অঙ্গার পোড়াইবার সময় যেমন সাঁড়াসীকে অগ্নিতে ক্ষয় করিয়া থাকে, তেমনি ত্রৈম্যকেও যে ক্ষয় করিতেছেন, তাহা তুমি বুঝিতেছ না । অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে, আমার তেজে নিয়ত দগ্ধ হইতেছ, তাহা তুমি বুঝিতেছ না (২) ॥২২৪॥১৮॥

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ শাকল্যে । যদিদং কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণানত্যবাদীঃ কিং ব্রহ্ম বিদ্বানিতি, দিশো বেদ সদেবাঃ স-প্রতিষ্ঠা ইতি, যদিদিশো বেথ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ২২৫ ॥ ১৯ ॥ :

সরলার্থঃ :—[এবমধিক্ষিপ্তঃ] শাকল্যঃ যাজ্ঞবল্ক্যোতি সম্বোধয়ন্ উবাচ হ—কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণান্ (কুরুপঞ্চালদেশীয়ান্ ব্রাহ্মণান্) যং ইদম্ অত্যবাদীঃ (‘ইমে ব্রাহ্মণাঃ স্বয়ং ভীতিমাপন্যঃ সন্তঃ ত্বাং অঙ্গারাবক্ষয়ণম্ অকুরুত’ ইত্যেবম্ অধিক্ষিপ্তবান্ অসি ; [হে যাজ্ঞবল্ক্য, পৃচ্ছামি ত্বাং—] ত্বং কিং (কিং-স্বরূপং) ব্রহ্ম বিদ্বান্ (জানন্) [এবমধিক্ষিপ্তবান্ অসি ?] ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ, অহং] সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ দিশঃ বেদ [বেদ্বি], ন কেবলং দিশ এব বেদ্বি, অপি তু ত্রৈম্যং দেবতাঃ প্রতিষ্ঠাঃ—আশ্রয়াংশ্চ বেদ্বীত্যর্থঃ ইতি । [শাকল্য আহ—] যং (যদি) সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ দিশঃ রেথ (জানাসি) [ত্বম্] ; [তর্হি কথম্—] ॥২২৫॥১৯

(১) তাৎপর্য—ইতঃপূর্বে একই প্রাণনামক হ্রাদ্বাকে (যিনি মালার হ্রদের দ্বায় সর্বত্র অনুস্থিত রহিয়াছেন, তাহাকে) লোক, পুরুষ ও দেবতা—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া উপাসনার নিমিত্ত তাহাকেই আবার আট প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে । তন্মধ্যে ‘লোক’ অর্থ সাধারণ বস্তু মাত্র ; ‘পুরুষ’ অর্থ—বিশেষ বিশেষ দেহাশ্রিত চেতন ; আর ‘দেবতা’ অর্থ—উহাদের কারণ । উক্ত ত্রিবিধ ভেদবিশিষ্ট ঐ আটপ্রকার উপাত্তই প্রাণরূপে এক অভিন্ন । এখন আবার পূর্বাঙ্গ দিক্ বিভাগানুসারে পাঁচভাগে বিভক্ত সমস্ত জগৎকেও একরূপ বুদ্ধিতে সংকলন করিবার জন্ত প্রকারান্তরে নির্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে বাচস্প্য নিজের শাকল্যকে সম্বোধন করিয়া বলিবার উপক্রম করিতেছেন ।

(২) তাৎপর্য—অত্রির ‘অঙ্গারাবক্ষরণ’ কথাটির অভিপ্রায় এই যে, লোকে বৈরূপক অগ্নিতে অঙ্গার পোড়াইবার আবশ্যক হইলে, অগ্নিতে হাত পুড়িবার ভয়ে সাঁড়াসী দ্বারা অঙ্গারকে

মূলানুবাদ ১—শাকল্য ঐক্যে তিরস্কৃত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যে, কুরুপঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণগণকে এইরূপে নিন্দা করিতেছ; [জিজ্ঞাসা করি, তুমি নিজে] কিরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছ? যাজ্ঞবল্ক্য তত্ত্বজ্ঞে বলিলেন—আমি দিক্‌সমূহকে জানি; শুধু তাহা নহে; দিক্‌সমূহের যে যে দেবতা, এবং যাহা আশ্রয়, সে সমস্তই আমি জানি। [শাকল্য বলিলেন—] তুমি যদি দিক্‌সমূহ এবং তাহাদের দেবতা ও আশ্রয়সমূহ জান, [তাহা হইলে বল ত] ॥২২৫॥১৯॥

শাকল্যভাষ্যম্—যাজ্ঞবল্ক্যোক্তি হোবাচ শাকল্যঃ—যদিদং কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণান্ অত্যবাদীঃ অত্যাচরণানসি—স্বয়ং ভীতাত্ম্যমঙ্গারাবক্ষ্যণং কৃতবন্ত ইতি। কিং ব্রহ্ম বিদ্বান্ সন্ এবমধিক্‌সি ব্রাহ্মণান্? যাজ্ঞবল্ক্য মাহ—ব্রহ্মবিজ্ঞানং তাবদিদং মম; কিং তং? দিশঃ বেদ (দিগ্বিষয়ং বিজ্ঞানং জানে); তচ্চ ন কেবলং দিশ এব, সদেবাঃ দেবৈঃ সহ দিগ্‌বিষ্ঠাভিঃ; কিঞ্চ, সপ্রতিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠাভিঃ সহ। ইতর আহ—যদ্ যদি দিশো বেথ—সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা ইতি; সফলং যদি বিজ্ঞানং ত্বয়া প্রতিজ্ঞাতম্ ॥২২৫॥১৯॥

টীকা। সর্বেষামেব ব্রাহ্মণানাং প্রায়েণ হস্তব্যাহ্নেয়ং সংমতো ভবানিতি মূনেরভিসংহিতম্। শাকল্যস্ত কালচৌদিত্ত্বাত্তদমুরাদিনীমন্তথাপ্রতিপত্তিবেবাদায় চৌদয়তীতাহ—যদিদমিতি। দিগ্বিষয়ং বিজ্ঞানং জানে তন্মাস্তীত্যাৰ্থঃ। তচ্চ বিজ্ঞানং কেবলং দিগ্‌ব্যাখ্যাত্ত ন ভবতি, কিন্তু দেবৈঃ প্রতিষ্ঠাভিঃ সহিতা দিশো বেদেত্যাহ—তচ্চেতি। অবতারিতস্ত বাক্যাত্মার্থং সংক্ষিপতি—সফলমিতি ॥ ২২৫ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যে, কুরুপঞ্চালদেশীয় এই সমস্ত ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া অত্যাচরণ করিয়াছ, অর্থাৎ ইহারা নিজে ভীত হইয়া আমাদের অঙ্গারাবক্ষ্যণের আশ্রয় দণ্ড করিতেছে বলিয়াছ; [জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কোন ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া এই ব্রাহ্মণগণকে এইরূপে অবজ্ঞা করিতেছ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমি এই পর্য্যন্তই ব্রহ্মবিজ্ঞান। তাহা কি? আমি দিক্‌সমূহ জানি, অর্থাৎ

ধরিত্তা অগ্নিতে স্থাপন করিয়া থাকে; তাহাতে যেমন নিজের হাত পোড়ে না, সাঁড়াসীটাই পুড়িয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত ব্রাহ্মণেরাও যাজ্ঞবল্ক্যের ভয়ে ভীত হইয়া শাকল্যকে সাঁড়াসীর মত করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যরূপ অগ্নিতে বিচারচ্ছলে নিক্ষেপ করিয়া দণ্ড করিতেছেন।

দিক্‌সমূহে আমার বিশেষ জ্ঞান আছে । কেবল যে, শুধু দিক্‌সমূহই আমি জানি, তাহা নহে ; পরন্তু দিগ্‌দেবতাসমূহকেও আমি জানি, এবং দিক্‌সমূহের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়ও আমি জানি । শাকল্য বলিলেন—ভাগ্যে তুমি যদি দেবতা ও প্রতিষ্ঠা সহকারে দিক্‌সমূহ অবগত থাক, অর্থাৎ তুমি যদি তোমার বিজ্ঞানকে সফল বলিয়াই নিশ্চয় জান, [তাহা হইলে বল দেখি—] ॥২২৫॥১৯॥

কিংদেবতৌহিত্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসীত্যাদিত্যদেবত ইতি, আদিত্যঃ কশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, চক্ষুষীতি, কশ্মিন্মু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি, রূপেষ্বিতি, চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি, কশ্মিন্মু রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীতি; হৃদয়ে ইতি হোবাচ, হৃদয়েন হি রূপাণি জানাতি, হৃদয়ে হেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্ বাজ্রবক্ষ্য ॥ ২২৬ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ ।—অত্যাং প্রাচ্যাং দিশি কিংদেবতঃ (কা দেবতা অশ্রু— আশ্রয়ানমেব দিগ্‌রূপতয়া ভাবয়তস্তব—ইতি কিংদেবতঃ) অসি (ভবসি) [ত্বং] ? ইতি । [বাজ্রবক্ষ্য আহ—] আদিত্যদেবত ইতি । [শাকল্য আহ—] সঃ আদিত্যঃ কশ্মিন্ (বস্তনি) প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি [প্রতিষ্ঠা-বিজ্ঞানবিষয়কঃ প্রশ্নঃ] । (বাজ্রবক্ষ্য আহ—) চক্ষুষী ইতি । চক্ষুঃ কশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ? ইতি । [বাজ্রবক্ষ্য আহ—] রূপেষু ইতি ; হি (যস্মাৎ) চক্ষুষা ক্ষপৎ পশ্যতি, (যস্মাৎ, রূপমেব চক্ষুষঃ অবলম্বনং, তস্মাৎ তদেব প্রতিষ্ঠা চক্ষুষ ইতি ভাবঃ) ইতি । [শাকল্য আহ—] রূপাণি কশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিতানি ? ইতি । [বাজ্রবক্ষ্য উবাচ হ] হৃদয়ে ইতি ; হি (যস্মাৎ) হৃদয়ে (অন্তঃকরণে) এব রূপাণি জানাতি (অনুভবতি) ; হি (তস্মাৎ) হৃদয়ে এব (নিশ্চয়ে) রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি ইতি । [শাকল্য আহ—] হে বাজ্রবক্ষ্য, এতৎ এবম্ এব (ত্বয়া যচ্ছ্রুতং, তৎ তথৈবেত্যর্থঃ) ॥২২৬॥২০॥

মূলানুবাদঃ ।—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে বাজ্রবক্ষ্য তুমি আপনার হৃদয়কে দিক্‌রূপে বিভক্ত করিয়া শনিজেই দিক্‌সমূহ হইয়াছে, অতএব বল দেখি,] এই পূর্বদিগ্‌ভাগে তোমার অধিদেবত কে ? (বাজ্রবক্ষ্য বলিলেন—) আদিত্য । (শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—) সেই আদিত্য কোথায় অবস্থিত আছেন ? (বাজ্রবক্ষ্য

বলিলেন—) চক্ষুতে । শাকল্য আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—) চক্ষু কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] চক্ষুঃ রূপসমূহে প্রতিষ্ঠিত ; কেননা, লোকে চক্ষু-দ্বারাই শ্রেষ্ঠ-পীতাক্ষি রূপসমূহ দর্শন করিয়া থাকে । সেই রূপসমূহ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—) হৃদয়ে ; কারণ, লোকে হৃদয়ের সাহায্যেই রূপ উপলব্ধি করিয়া থাকে ; অতএব রূপসমূহ হৃদয়মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে । [এ কথার পর শাকল্য বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা ঠিক এইরূপই বটে ॥২২৬॥২০॥

শাকল্যভাষ্যম্ ।—কিংদেবতঃ—কা দেবতা অশু তব দিগ্ভূতশ্চ । অসৌ হি যাজ্ঞবল্ক্যঃ হৃদয়মাশ্রানং দিগ্ধু পঞ্চধা বিভক্তং দিগাশ্চভূতম্, তদ্ব্যপেক্ষা সর্বং জগৎ আশ্রিত্বেনোপগম্য, অহমস্মি দিগাশ্চৈতি ব্যবস্থিতঃ পূর্বাভিমুখঃ—সপ্রতিষ্ঠা-বচনাৎ ; যথা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ প্রতিজ্ঞা, তথৈব পৃচ্ছতি—কিংদেবতত্ত্বমশ্রাৎ দিশদীতি । সর্বত্র হি বেদে যাং বাং দেবতামুপাস্তে, ইতৈব তদ্ভূতস্তাং তাং প্রতিপত্ত্ব ইতি । তথাচ বক্ষ্যতি—“দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি” ইতি । অশ্রাং প্রাচ্যাং কা দেবতা দিগাশ্চনন্তব অধিষ্ঠাত্রী ?—কয়া দেবতয়া ত্বং প্রাচাদিগ্ রূপেণ সম্পন্নঃ ? ইত্যর্থঃ । ইতরু আহ—আদিত্যদেবত ইতি ; প্রাচ্যাং দিশি মম আদিত্যো দেবতা, সোহুহমাদিত্যদেবতঃ ।

সদেবা ইত্যেতদ্বাক্তম্ । সপ্রতিষ্ঠা ইতি তু বক্তব্যমিত্যাহ—স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ; চক্ষুর্ভূতি ; অধ্যাত্মতঃ চক্ষুঃ আদিত্যো নিম্পন্ন ইতি হি মন্ত্রব্রাহ্মণবাদাঃ—“চক্ষোঃ স্বর্ঘ্যো অজায়ত” “চক্ষুঃ স্বর্ঘ্যঃ” ইত্যাদয়ঃ ; কার্য্যং হি কারণে প্রতিষ্ঠিতং ভবতি । কস্মিন্ চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি ; রূপেধিতি ; রূপগ্রহণায় হি রূপাশ্রকং চক্ষুঃ রূপেণ প্রযুক্তম্ ; যৈহি রূপৈঃ প্রযুক্তম্, তৈরাশ্র-গ্রহণায় আরকং চক্ষুঃ, তস্মাৎ সাদিত্যং চক্ষুঃ সহ প্রাচ্যা দিশা, সহ তত্শ্রেঃ সর্কৈঃ রূপেণ প্রতিষ্ঠিতম্ । চক্ষুয়া সহ প্রাচী দিগ্ সর্কী রূপভূতা ; তানি চ কস্মিন্ রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীতি ; হৃদয় ইতি হোবাচ ; হৃদয়ারকানি রূপাণি ; রূপাকারেণ হি হৃদয়ং পরিণতম্ । তস্মাৎ হৃদয়েন হি রূপাণি সর্কী লোকে জানাতি । হৃদয়মিতি বুদ্ধি-মনসী একীকৃত্য নির্দেশঃ । তস্মাৎ হৃদয়ে হেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ; হৃদয়েন হি স্রবণং ভবতি রূপাণাং বাসনাশ্রনাম্ ; তস্মাৎ হৃদয়ে রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীত্যর্থঃ । এবমেতৈবতদ্ব্যাজ্ঞবল্ক্য ॥২২৬॥২০॥

দ্রষ্টা । প্রাচ্যাং দিশি কা দেবতেনৈতি বক্তব্যে কথমন্তথা পৃচ্ছতে, তত্রাহ—অসৌ ইতি ।

আত্মানমাত্মীয়মিতি বাবৎ । যথোক্তং হৃদয়মাত্মভেনোপগম্যোতি সৰ্বক্সং তথাপি প্রথমং
প্রাচীং দিশমধিকৃত্য প্রম্নে কো হেতুরিতি চেত্তত্রাহ—পূৰ্ব্ণাভিমুখ ইতি । যজ্ঞাপি
দিগাত্মাহমস্মীতি স্থিতস্তথাপি কথং সৰ্বং জগদাত্মভেনোপগম্য তিস্তীতাবলম্যতে তত্রাহ—
সপ্রতিষ্ঠেতি ।

● সপ্রতিষ্ঠা দিশো বেদেতি বচনাৎ সৰ্ববশি হৃদয়দ্বারা জগদাত্মভেনোপগম্য হইতে মুন্যিহিত
প্রতিষ্ঠাতীত্যর্থঃ । প্রতিজ্ঞানুসারিত্বাচ্চায়ং প্রম্নো যুক্তিমুন্যিত্যাহ—যথোক্তি । অহমস্মি
দিগাত্মেতি প্রতিজ্ঞানুসারিণাপি প্রম্নে দেহপাতোত্তরভাবী দেবতাভাবঃ পৃচ্ছাতে, স্মৃতিদেহে
ধাতুগুণ্ডাবায়োগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৰ্বত্র ইতি । ইতি ন ভাবিদেবতাভাবঃ প্রম্নেগেচিহ্ন ইতি
শেষঃ । উক্তেহর্থো বাক্যশেষমুকুলয়তি—তথা চেতি । প্রম্নার্থমুপসংহরতি—অস্মামিতি ।
আদিত্যস্ত চক্ষুষি প্রতিষ্ঠিতত্বং একটয়িত্বং কাব্যাকারণভাবং তয়োরাদর্শয়তি—অধ্যাত্ততচক্ষুষ
ইতি । ‘চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত’ ইত্যাদয়ো মন্তবাদান্তদনুসারিণশ্চ ব্রাহ্মণবাদাঃ । ভবতু কাব্য-
কারণভাবস্তথাপি কথং চক্ষুস্যাদিত্যস্ত প্রতিষ্ঠিতত্বং তত্রাহ—কাব্যং হ্যতি । কথং চক্ষুযো রূপে
প্রতিষ্ঠিতত্বং, তত্রাহ—রূপগ্রহণায়তি । তথাপি কথং যথোক্তমাত্মারাধেয়ত্বমত আহ—
যেহ্যতি । চক্ষুযো রূপাধারত্বো কলিতমাহ—তস্মাদিতি । উপসংহতমর্থং সংগৃহীতি—চক্ষুযেতি ।
হৃদয়রূপত্বং রূপাণাং স্মৃটয়তি—রূপাকারেণেতি । হৃদয়ে রূপাণাং প্রতিষ্ঠিতত্বো হেতুস্তরমাহ—
যস্মাদিতি । হৃদয়শব্দস্ত মাংসপণ্ডবিষয়ত্বং ব্যাবৰ্ত্তয়তি—হৃদয়মুচিতি । কথং পুনরুপস্থিতিং
রূপাণামহৃদয়ে স্বাত্মং পারয়ন্তি, তত্রাহ—হৃদয়েন ইতি । তথাপি কথং তেষাং হৃদয়প্রতিষ্ঠিতত্বং
তত্রাহ—বাসনাস্মামিতি ॥ ২২৬ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—‘কিংদেবতঃ’ অর্থ—দিগ্ভাবাপন্ন যে তুমি, তোমার
দেবতা কে ? অভিপ্রায় এই যে, এই যাজ্ঞবল্ক্য দিগ্ভাবাগ্নানুসারে আপনার
হৃদয়কে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; এবং হৃদয়ের দিগ্ভাব দ্বারা স্নিগ্ধও
সমস্ত জগৎকে আপনার অভিন্নরূপে উপলব্ধি করত ‘আমিই দিক্‌স্বরূপ’ এই ভাবে
অবস্থান করিতেছিলেন । যাজ্ঞবল্ক্য পূৰ্ব্ণমুখ হইয়া ‘প্রতিষ্ঠা’ বিজ্ঞানের কথা
বলিয়াছিলেন ; এই কারণে, যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিজ্ঞানুসারেই শাকল্য জিজ্ঞাসা
করিলেন—এই পূৰ্ব্ণদিগ্ভাবমানী তোমার দেবতা কে ? সাধারণতঃ বেদের সৰ্ব্বত্রই
দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপাসক যে যে দেবতার উপাসনা করেন, ইহলোকেই
তদ্ভাবাপন্ন হইয়া, শেষে সেই সেই দেবতাকে লাভ করিয়া থাকেন ; ঋতিও
একথা পরে বলিবেন—‘উপাসক এখানেই দেবতা হইয়া পরে দেবত্ব লাভ করিয়া
থাকেন’ ইত্যাদি । অভিপ্রায় এই যে, তুমি ত উপাসনাবলে দিগাত্মভাবী প্রাপ্ত
হইয়াছ ; জিজ্ঞাসা করি, তোমার এই পূৰ্ব্ণদিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ?
অর্থাৎ কোন দেবতার সহযোগে তুমি আপনাকে পূৰ্ব্ণদিক্‌স্বরূপ বলিয়া
অমৃতভব করিতেছ ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আদিত্যদেবতারূপে, অর্থাৎ আদিত্য

হইতেছেন—আমার পূর্বাধিকার অধিদেবতা; এই কারণে আমি ঐ দিকে আদিত্যদেবতক ।

ইতি পূর্বে—যাজ্ঞবল্ক্য আদিনাকে দেবতা ও 'প্রতিষ্ঠা'বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে দেবতার কথা বলা হইল, এখন প্রতিষ্ঠার কথা বলা আবশ্যক; এইজন্ত জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, সেই আদিত্য কোথায় অবস্থিত আছেন? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] চক্ষুতে; বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহও আদিত্যকে দেহসম্বন্ধী চক্ষুঃ হইতে নিষ্পন্ন বা অভিব্যক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; যথা—'চক্ষুঃ হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছেন', এবং 'আদিত্য চক্ষুঃ হইতে' ইত্যাদি। কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থমাত্রই নিজ নিজ কারণে প্রতিষ্ঠিত থাকে; [সুতরাং চক্ষুঃ হইতে উৎপন্ন সূর্য্যেরও চক্ষুতে অবস্থিতি যুক্তিবদ্ধ হইতেছে।]

[শাকল্য পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,] চক্ষুঃ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] রূপসমূহে; কেন না, চক্ষুঃ নিজে রূপাত্মক, অর্থাৎ রূপপ্রধান তেজের পরিণাম, এবং রূপগ্রহণের জন্তই উহার উৎপত্তি; যখন যে রূপের সান্নিধ্য লাভ করে, তখন সেই বাহ্যরূপাকারেই আপনাকে গ্রহণ করিয়া থাকে; এইজন্ত আদিত্য্যাদিষ্ঠিত চক্ষু পূর্বাদি দিক্ ও দিক্স্থিত বস্তু নিচর সমস্তই রূপে প্রতিষ্ঠিত বুঝিতে হইবে। সমস্ত পূর্বাধিকার চক্ষুর সহিত একীভূত খেতপীতাদি-রূপাত্মক; সেই রূপসমষ্টি আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [উত্তর—] রূপসমূহ হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) প্রতিষ্ঠিত; কারণ, রূপমাত্রই হৃদয়ের স্রষ্টা; হৃদয়ই দৃশ্যমান রূপাকারে পরিণত হইয়া থাকে; কেন না, লোকে হৃদয়ের বলেই রূপ-বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এখানে হৃদয় অর্থ—বুদ্ধি ও মন। লোকের হৃদয়ে রূপবিষয়ক যে যে সংস্কার নিহিত থাকে, উপযুক্ত উদ্বোধক উপস্থিত হইলে হৃদয়ই সেই সেই সূক্ষ্মসংস্কারকে জাগ্রৎ করিয়া দেয় (স্মরণ করে); অতএব রূপসমষ্টি যে, হৃদয়ে অবস্থিত, একথা সুসঙ্গতই বটে। [অতঃপর শাকল্য বলিলেন—] হাঁ, ইহা এইরূপই বটে ॥২২৬॥২০॥

কিংদেবতাহস্ত্যাং দক্ষিণায়াং দিশ্যসীতি, যমদেবত ইতি, স যন্নঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, যজ্ঞ ইতি, কস্মিন্ যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, দক্ষিণায়ামিতি, কস্মিন্ নু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি, শ্রদ্ধায়া-মিতি, যদা হেব শ্রদ্ধান্তেহথ দক্ষিণাং দদাতি, শ্রদ্ধায়াং হেব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি, কস্মিন্মু শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি, হৃদয় ইতি

হোবাচ, হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি, হৃদয়ে হৈব প্রতিষ্ঠিতা
ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥২২৭॥২।

সরলার্থঃ—[শাকল্যঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—হে যাজ্ঞবল্ক্য,] অস্তাং দক্ষিণায়াং
দিশি কিংদেবতঃ (কঃ দেবতা অস্ত—দিগায়ত্তত্ত্ব তব-ইতি কিংদেবতঃ), অসি
(তবসি) ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] যমদেবতঃ (যমঃ দেবতা অস্ত—যম,
যমানিষ্ঠিতত্বাৎ দক্ষিণত্বা দিশ ইত্যর্থঃ) । সঃ (দক্ষিণদিগদেবতা) ব্রহ্মঃ কশ্মিন্
প্রতিষ্ঠিত ইতি । [উত্তরম্—] যজ্ঞে (বিহিতে কৰ্ম্মণি) ইতি । যজ্ঞঃ কশ্মিন্
প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; [উত্তরম্—] দক্ষিণায়াম্, (যজ্ঞকল-নিষ্পাদকত্বাৎ দক্ষিণায়াঃ)
ইতি । দক্ষিণা কশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা ? ইতি ; [উত্তরম্—] শ্রদ্ধায়াম্, [ভক্তি-
সহিতা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা, তদধীনত্বাৎ দক্ষিণায়াঃ] ইতি ; হি (যতঃ) বদা
(যস্মিন্ কালে) এব শরত্রে (শ্রদ্ধালুঃ ভবতি), অথ (তদা দক্ষিণাং দদাতি
(ঋত্বিজ্যৈঃ প্রকৃতি) [যজমানঃ] ; [অতঃ] দক্ষিণা শ্রদ্ধায়াম্ এব হি প্রতি-
ষ্ঠিতা, (ন অত্ৰ) ইতি । সু (ভোঃ) শ্রদ্ধা কশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা ইতি, [উত্ত-
রম্—] হৃদয়ে [প্রতিষ্ঠিতা] ইতি হ উবাচ [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] ; হি (যস্মাৎ) হৃদয়েন
এব শ্রদ্ধাং জানাতি (অবগচ্ছতি) ; [তস্মাৎ] হৃদয়ে এব হি শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা
ভবতি ইতি । [অতঃপরং শাকল্য আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব (যৎ
স্বয়োক্তম্, তৎ তথৈবেত্যর্থঃ) ॥২২৭॥২।

মূলানুবাদঃ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই দক্ষিণদিকে তোমার দেবতা
কে ? [উত্তর—] যম আমার দেবতা । সেই যম দেবতা আবার কোথায়
অবস্থিত আছেন ? [উত্তর—] যজ্ঞে অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞক্রিয়ায় ।
[পুনঃ প্রশ্ন—] সেই যজ্ঞ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—]
দক্ষিণাতে অর্থাৎ যজ্ঞসমাপ্তির জন্য যে দক্ষিণা দিতে হয়, সেই দক্ষি-
ণাতে । সেই দক্ষিণা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] শ্রদ্ধাতে ;
[শ্রদ্ধা অর্থ শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস ও ভক্তি] কেন না, লোক
যখনই শ্রদ্ধাবান হয়, তখনই দক্ষিণা প্রদান করে ; অতএব শ্রদ্ধাতেই
দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিত । সেই শ্রদ্ধা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] হৃদয়ে
অর্থাৎ বুদ্ধিতে ; কারণ, হৃদয়েই শ্রদ্ধার অনুভূতি হইয়া থাকে ; অতএব
শ্রদ্ধা হৃদয়েই অবস্থান করে । [শাকল্য বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য,

ইহা এইরূপই। বটে, অর্থাৎ তুমি যে রূপ ভাবে দেবতাদির বিষয় বর্ণনা করিলে তাহা ঠিকই হইয়াছে। ২২৭ ॥ ২১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্।—কিং দেবতোহস্তাঃ দক্ষিণায়াং দিশসীতি পূর্ববৎ । দক্ষিণায়াং দিশি কা দেবতা তব ? যমদেবত ইতি, যমো দেবতা যম দক্ষিণদিগ্-ভূতস্ত । স যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ; যজ্ঞে ইতি—যজ্ঞে কারণে প্রতিষ্ঠিতো যমঃ সহ দিশা । কথং পুনর্যজ্ঞস্ত কার্য্যং যমঃ ? ইতি ; উচ্যতে—ঋত্বিজি-নিষ্পাদিতো যজ্ঞঃ ; দক্ষিণায় যজমানস্তোহো যজ্ঞং নিষ্কর্য তেন যজ্ঞেন দক্ষিণাং দিশং সহ যমেনাভিজয়তি ; তেন যজ্ঞে যমঃ কার্য্যত্বাৎ প্রতিষ্ঠিতঃ সহ দক্ষিণাং দিশা । কস্মিন্ যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, দক্ষিণায়ামিতি, দক্ষিণয়া স নিষ্কর্যতে, তেন দক্ষিণাকার্য্যং যজ্ঞঃ । কস্মিন্ দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি ; শ্রদ্ধায়ামিতি, শ্রদ্ধা নাম দৈবস্বত্বমাস্তিক্যবুদ্ধির্ভক্তিসহিতা । কথং তত্বাৎ প্রতিষ্ঠিতা দক্ষিণা ? যস্মাৎ যদ্বা হেব শ্রদ্ধতে, অথ দক্ষিণাং দদাতি, নাশ্রদ্ধং দক্ষিণাং দদাতি ; তস্মাৎ শ্রদ্ধায়াং হেব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি । কস্মিন্ শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি ; হৃদয়ে ইতি হোবাচ ; হৃদয়স্ত হি বৃত্তিঃ শ্রদ্ধা ; যস্মাৎ হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি ; বৃত্তিচ্চ বৃত্তিমুতি প্রতিষ্ঠিতা ভবতি । তস্মাৎ হৃদয়ে হেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি । এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৭ ॥ ২১ ॥

টীকা। পূর্ববদিত্যুক্তমেব বানজি—দক্ষিণায়ামিতি । যমস্ত যজ্ঞকার্য্যমপ্রসিদ্ধমিতি শক্তিৰ্ভূত্বাৎ প্রযুক্তি—কথমিতিাদিনা । তস্ত যজ্ঞকার্য্যাহে ফলিতমাহ—তেনেতি । যজ্ঞস্ত দক্ষিণায়াং প্রতিষ্ঠিতত্বং সাধয়তি—দক্ষিণয়েতি । কার্য্যং চ কারণে প্রতিষ্ঠিতমিতি শেষঃ । দক্ষিণায়াঃ শ্রদ্ধায়াং প্রতিষ্ঠিতত্বং প্রকটয়তি—যস্মাদিতি । হৃদয়ে সা প্রতিষ্ঠিতেত্যত্র হেতুমাহ—হৃদয়স্তুতি । হৃদয়ব্যাপ্যত্বাচ্চ শ্রদ্ধায়াস্তৎ প্রতিষ্ঠিতত্বমিত্যাহ—হৃদয়েন ইতি । হৃদয়স্ত শ্রদ্ধা বৃত্তিরন্ত, তথাপি প্রকৃতে কিমাত্যতঃ, তদাহ—বৃত্তিচ্ছেতি ॥ ২২৭ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই দক্ষিণ দিকে তোমার দেবতা কে ? ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব শ্রুতির ব্যাখ্যার অনুরূপ । [শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—] এই দক্ষিণদিকে তোমার দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] দক্ষিণদিকের সহিত ঋত্ব্যত্বাবাপন্ন আমার দেবতা হইতেছেন—যম । সেই যম আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর] যজ্ঞেতে, অর্থাৎ যম নিজের আশ্রয়ভূত দক্ষিণদিকের সহিত স্বকারণীভূত যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন । ভাল, যমকে যজ্ঞের কার্য্য অর্থাৎ যজ্ঞ হইতেছে কারণ, আর যম হইতেছেন যজ্ঞের কার্য্য বা ফল, একথা বলা হইতেছে কিরূপে ? হাঁ, বলিতেছি—ঋত্বিকগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া

থাকেন, যজমান দক্ষিণা দিয়া তাহাদের নিকট হইতে সেই যজ্ঞফল ক্রয় করিয়া সেই যজ্ঞের প্রভাবে দক্ষিণদিক্ ও তদধিপতি যমকে জয় বা অায়ক করিয়া থাকেন ; এই কারণে যজ্ঞকে যজ্ঞের কার্য বা ফল বলা হইয়াছে, এবং যম ও দক্ষিণদিকে কারণীভূত যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত বলা হইয়াছে (১) ।

[পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই যজ্ঞ কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর—] দক্ষিণাতে ; কারণ, [যজমান, গো-হিরণ্যাদিরূপ] দক্ষিণা দ্বারা সেই যজ্ঞ ক্রয় করিয়া থাকেন ; এই যজ্ঞ যজ্ঞকে দক্ষিণার কার্য বা অধীন বলা হইল । (পুনঃ প্রশ্ন—) সেই দক্ষিণা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? শ্রদ্ধাতে ; শ্রদ্ধা অর্থ—দানেচ্ছা ও ভক্তির সহিত আন্তিক্য-বুদ্ধি, অর্থাৎ শাস্ত্রে যে সমস্ত অলৌকিক বিবয়ের উল্লেখ আছে, সে সমস্ত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি থাকা । ভাল, দক্ষিণা শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত থাকে কিরূপে ? (উত্তর—) যেহেতু, যখনই লোকের শ্রদ্ধা হয়, তখনই দক্ষিণা দিয়া থাকে, শ্রদ্ধাবিহীন লোক তাহা দেয় না ; (অশ্রদ্ধালুর দান ঠিক দক্ষিণাপদ-বাচ্য হয় না) ; এই জন্ত শ্রদ্ধাতেই দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিত । (২) সেই শ্রদ্ধা আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? (উত্তর—) হৃদয়ে (মনে) । শ্রদ্ধা হইতেছে হৃদয়ের বৃত্তি বা ধর্ম ; হৃদয়েই শ্রদ্ধার প্রতীতি হইয়া থাকে । যেহেতু বৃত্তি বা ধর্মমাত্রই বৃত্তিমনে (বাহার বৃত্তি, তাহাতে) প্রতিষ্ঠিত থাকে ; অতএব হৃদয়েই শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্থান । (এ কথা শুনিয়া শাকল্য বলিলেন—) হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা ঠিক এইরূপই বটে ॥২২৭॥২১॥

কিং দেবতোহস্থ্যং প্রতীচ্যং দিশ্যসীতি, বরুণদেবত ইতি,

(১) তাৎপৰ্য্য—সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে, ক্রিয়ার ফল কর্তাই পাইয়া থাকে, শাস্ত্রেও আছে—“ফলং চ কর্তৃগামি ।” অর্থাৎ ক্রিয়ার ফল কর্তাতে যায় । অতএব যে সমস্ত ঋত্বিক্ সাক্ষ্যে সযজ্ঞে যজ্ঞক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকেন, তাহারাই জায়ন্তঃ ও শাস্ত্রতঃ যজ্ঞফলের অধিকারী হন, যজমান কখনই সে ফলের দাবী করিতে পারে না ; এইজন্ত যজমান গো-হিরণ্যাদি দক্ষিণা দিয়া ঋত্বিক্গণের নিকট হইতে যজ্ঞের ফল ষরিদ করিয়া লয় । এই কারণেই বলা হইয়া থাকে “ইতো যজ্ঞবদক্ষিণঃ” দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ হত—নিফল ; উহা পণপরিগ্রহ ব্যতীত ।

(২) তাৎপৰ্য্য—যাহার হৃদয়ে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস আছে, এবং পরলোকে মুক্ত প্রজ্ঞায় আছে, তাহারই যজ্ঞাদি ধর্মকর্মামুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় । আর যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা নাই, সে লোক সাধারণতঃ যজ্ঞামুষ্ঠানই করে না, করিলেও লোকদেখান ভাবে করে, কিন্তু দক্ষিণা দিতে চাহে না : দিলেও তাহা প্রকৃত দক্ষিণাপদ-বাচ্য হয় না, উহা একপ্রকার তাম্রস দান বা অর্থগণ্ড মাত্র ।

স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইত্যাশ্বিতিঃ কস্মিন্নাপঃ প্রতিষ্ঠিতা
 ইতি, (রেতসীতিঃ কস্মিন্ রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি, হৃদয় ইতি,
 তস্মাদপি প্রতিকৃপং জাতমাহুদয়াদিব' যশো হৃদয়াদিব
 নিৰ্ম্মিত ইতি, হৃদয়ে হেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ভবতীত্যেবমেবৈতদ্
 যাজ্ঞবল্ক্য ॥২২৮॥২২॥'

সম্বলার্থঃ ১—[শাকল্যঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তৎ] অস্ত্রাং প্রতীচ্যাং
 (পশ্চিমাধাং) দিশি কিংদেবতঃ (কা দেবতা অস্ত্র—তব) অসি ইতি, [যাজ্ঞ-
 বল্ক্য আহ—] বরুণদেবত ইতি। স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি।
 অগ্নায় (জলেষু) ইতি। আপঃ (জলানি) বস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ? ইতি,
 [উত্তর—] বেতসি (শুক্রে) ইতি। বেতঃ (শুক্রে) কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইতি;
 হৃদয়ে (বুদ্ধৌ) ইতি। তস্মাৎ (বেতসঃ হৃদয়প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ হেত্বাঃ)
 অপি (চ) প্রতিকৃপং (পিতৃবন্তরূপং) জাত (উৎপন্নং পুত্রম) আভঃ
 (কথয়ন্তি) [জনাঃ]—[অমং পুত্রঃ] অদযাৎ ইব স্বপ্তঃ (নির্গতঃ) জগবাৎ ইব
 সম্ভাবনায়াম্) নিৰ্ম্মিতঃ ইতি। [যজ্ঞাতে চৈতৎ] হি (যতঃ) হৃদয়ে এব
 হি (নিশ্চয়ে) বেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতি—ইতি। [এতং শ্রদ্ধা শাকল্য
 আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ ত্বয়া বহুক্রং, তৎ) এবম্ এব (ন অগ্ৰথা ইতি
 ভাবঃ) ॥২২৮॥২২॥

মূলানুবাদঃ ১—[শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—]
 এই পশ্চিম দিকে তোমার দেবতা কে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] বরুণ
 আমার দেবতা। [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই বরুণ কোথায় অবস্থিত?
 [উত্তর হইল—] জলে। সেই জল আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত?
 [উত্তর—] রেতে (শুক্রে); অভিপ্রায় এই যে, শুক্ররূপে পরিণত
 হওয়াই জলের শেষ পরিণাম। সেই শুক্রের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থান
 কোথায়? [উত্তর—] হৃদয়ে; অভিপ্রায় এই যে, রেতঃসেক কাম-
 বৃত্তির অধীন, সেই কামবৃত্তি হৃদয়ের ধর্ম্ম; এই কারণে শুক্রকে হৃদয়-
 প্রতিষ্ঠিত কীলা হয়। এই জগুই পিতার অনুরূপ আকৃতিসম্পন্ন পুত্রকে
 লোকে বলিয়া থাকে যে, এই পুত্রটি যেন পিতার হৃদয় হইতেই নির্গত
 হইয়াছে, যেন হৃদয় দিয়াই নিৰ্ম্মিত হইয়াছে; এই হেতু বুঝিতে হইবে

যে, হৃদয়ই রেতের আশ্রয় স্থান । শাকল্য এ কথা শুনিয়া বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য, হাঁ, ইহা এইরূপই বাটে ॥ ২২৮ ॥ ২২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—কিংদেবতাহত্যাং প্রীত্যাং দিশ্চরীতি । তস্তাং বক্রণোহধিদেবতা মম । স বক্রণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; অগ্নু ইতি, অপাং হি বক্রণঃ কার্যম্, “শ্রদ্ধা বা আপঃ ।” “শ্রদ্ধাতো বক্রণমসৃজত” ইতি শ্রুতেঃ । কস্মিন্ আপঃ প্রতিষ্ঠিতা ইতি ; রেতসীতি,—“রেতসা হাপুঃ স্রষ্টাঃ” ইতি শ্রুতেঃ । কস্মিন্ রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি ; হৃদয় ইতি । যজ্ঞাং হৃদয়স্ত কার্যং রেতঃ, কামো হৃদয়স্ত রুচিঃ ; কামিনো হি হৃদয়াং রেতোহধিস্কন্দতি, তস্মাদপি প্রতিক্রপমরূপং পুত্রং জাতমাহঃ । লৌকিকাঃ—অস্য পিতৃর্হৃদয়াদিব অয়ং পুত্রঃ সৃষ্টঃ বিনিঃসৃতঃ, হৃদয়াদিব নিঃসৃতঃ,—যথা স্রবর্ণেন নিঃসৃতঃ কুণ্ডলম্ । তস্মাৎ হৃদয়ে হেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতীতি । এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৮ ॥

টিকা । রেতসো হৃদয়কার্যং সাধয়তি—কাম ইতি । তথাপি কথং রেতো হৃদয়স্ত কার্যং, তদাহ—কামিনো হীতি । তত্রৈব লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি—তস্মাদিতি । অপিশকঃ সম্ভাবনার্থেহবধারণার্থো বা ॥ ২২৮ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—হে. যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি] এই পশ্চিমদিকে কোন দেবতাকর্তৃক অধিষ্ঠিত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] ঐ দিকে বক্রণদেব আমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । সেই বক্রণ কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর—] জলে অধিষ্ঠিত ; কারণ, ‘শ্রদ্ধাই জল’, এবং ‘শ্রদ্ধা হইতে বক্রণের সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বক্রণদেব জল হইতে প্রাক্টকৃত । সেই জল আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] রেতে (শুক্রে) ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন যে, ‘রেতঃ হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে,’ সেই রেতঃ আবার কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর—] হৃদয়ে ; কারণ, রেতঃক্ষরণ হৃদয়েরই কার্য ; কাম (সন্তোগ্রহাসনা) হৃদয়ের ধর্ম ; কামান্ত লোকই হৃদয় হইতে রেতঃসেক করিয়া থাকে ; এই জন্তই পিতার অমুরূপ পুত্র জন্মিলে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, এই পুত্রটী যেন ইহার পিতার হৃদয় হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে,—যেন স্রবর্ণনির্মিত কুণ্ডলের দ্বারা হৃদয় দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে, অর্থাৎ স্রবর্ণ দ্বারা নির্মিত কুণ্ডল যেমন স্রবর্ণময়ই হয়, তেমনি এই পুত্রটীও পিতার অমুরূপ রূপসম্পন্ন হইয়াছে (১) । অতএব হৃদয়ই রেতের ইথার্থ প্রতিষ্ঠা

(১) তাৎপর্য—পুত্র যে, হৃদয়নিঃসৃত, ইহা দ্রৌত সিদ্ধান্ত । পুত্র-সংস্কারক মন্ত্রেতে আছে—“অঙ্গাদঙ্গাং প্রঞ্চলসি হৃদয়াদভিজায়সে । আত্মা বৈ পুত্রনামসি—” এখানে বল।

বা আশ্রয় স্থান ॥ [ইহা 'তুনিয়া' শাকল্য' বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই-
রূপই ঘাটে ॥ ২২৮ ॥ ২৩ ॥

কিংদেবতোহ'শ্রামূর্দীচ্যাঃ দিশ্যসীতি, 'সোমদেবত ইতি,
স সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, দীক্ষায়ামিতি, কস্মিন্মু দীক্ষা
প্রতিষ্ঠিতেতি, সত্য ইতি, তস্মাদপি দীক্ষিতমাহঃ সত্যং বদেতি,
সত্যো হ্যেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি, কস্মিন্মু সত্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি,
হৃদয় ইতি হোবাচ, হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি, হৃদয়ে হ্যেব সত্যং
'প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৯ ॥ ২৩ ॥

সম্বলার্থঃ :—[শাকল্যঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, [ত্বাং] অশ্রাং উদীচ্যাং
'উত্তরভাগং' দিশি কিংদেবতঃ অসি ? ইতি : [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] সোমদেবতঃ (সোমঃ
চক্ষুঃ 'সোম'াধ্যা লতা চ দেবতা অশ্র মম, ইত্যর্থঃ) । সঃ সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ?
ইতি ; দীক্ষায়াং (যজ্ঞাদিনিয়মগ্রহণে) ইতি । দীক্ষা কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা ? ইতি ;
সত্যো (বাক্যস্ত মনসশ্চ যথার্থ্য প্রবৃন্তিঃ সত্যম্, তস্মিন্) ইতি । তস্মাৎ (দীক্ষায়াঃ
'সত্যপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ' হেতোঃ) অপি (চ) দীক্ষিতং (দীক্ষাগাহিণ-জনম্ আহঃ
(কথয়ন্তি) [জনাঃ]—সত্যং বদ, ইতি ; হি (যতঃ) সত্যো এব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা
ইতি ; সু (তোঃ) সত্যং কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ—হৃদয়ে ইতি ।
হি (যস্মাৎ) হৃদয়েন এব সত্যং জানাতি ; [তস্মাৎ] হৃদয়ে এব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং
ভবতি ইতি । [শাকল্য আহ] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব [ইতি] ॥ ২২৯ ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদঃ :—শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞ-
বল্ক্য, এই উত্তর দিকে তোমার অধিদেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন]
সোম আমার অধিদেবতা ; এখানে সোম অর্থ—চন্দ্র ও সোমলতা ।
[পুনঃ প্রশ্ন হইল] সেই সোম কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—]

হইল যে, পিতার প্রত্যেক অঙ্গ হইতে নিঃসৃত—পিতার অঙ্গসমুহ রতোধাতুর নিখাসধরূপ,
এবং হৃদয় হইতে উৎপন্ন আত্মাই পুঞ্জ নামে অভিহিত হয় । অস্ত্রও কথিত আছে যে, ধারী
ও স্ত্রী সম্বোধনকালে বেলগ চিন্তাপরায়ণ হয়, তাহাদের সেই সন্তানও তদনুরূপ ভাবাপন্ন হয়,
চিন্তা হৃদয়েরই ধর্ম্ম ; সুতরাং হৃদয়ের সহিত যে গুরু বা ভারী সন্তানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে,
তাহা বেশ বৃদ্ধি বাইতেছে । অধিক কি, গর্ভাবস্থার বাতা যে সমস্ত বিষয় আগ্রহ সহকারে
কল্পে ধারণা করিয়া থাকে, সেই গর্ভস্থ সন্তানও সেই সমস্ত চিন্তার অধিকারী হইয়া থাকে ।
কিন্তু গর্ভস্থ সন্তানের অভিমতের বৃত্তান্ত ইহাও একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ।

দীক্ষাতে ; দীক্ষা অর্থ—যজ্ঞের পূর্বকর্তব্য নিয়মগ্রহণ । দীক্ষা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? দীক্ষা সত্যে প্রতিষ্ঠিত ; সেই হেতুই দীক্ষিত ব্যক্তিকে লোকে বলিয়া থাকে যে, ‘তুমি সত্য বলিবে’ ; কারণ, সত্যই দীক্ষার প্রতিষ্ঠান । সেই সত্য আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হৃদয়ে ; কেন না, লোকে হৃদয়েই সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকে ; অতএব হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে । [শাকল্য বলিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে ॥ ২২৯ ॥ ২৩ ॥

• **শাক্ষরভাষ্যম্** ।—কিং দেবতোহস্থামুদীচাং দিশুসীতি । সোমদেবত ইতি । সোম ইতি লতাং সোমং দেবতাকৈকীকৃত্য নির্দেশঃ । স সোমঃ কশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ; দীক্ষায়ামিতি । দীক্ষিতো হি যজমানঃ সোমং ক্রীণাতি ; ক্রীতেম সোমেনেত্বা জ্ঞানবানুত্তরাং দিশং প্রতিপত্ততে—সোমদেবতাস্থিষ্ঠিতাং সোম্যম্ । কশ্মিন্ দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি ; সত্য ইতি । কথম্ ? যজ্ঞাং সত্যে দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা, তস্মাদপি দীক্ষিতমাহঃ—সত্যং বদেতি,—কারণভ্রেষে কার্য্যভ্রেষো মা ভূদिति । সত্যে হেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি । কশ্মিন্ সত্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি ; হৃদয় ইতি হোবাচ, হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি । তস্মাৎ হৃদয়ে হেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতীতি । এবমবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৯ ॥ ২৩ ॥

টীকা । দীক্ষায়াং সোমস্ত প্রতিষ্ঠিতত্বং সাধয়তি—দীক্ষিতো হীত্যাদিনা । দীক্ষায়াঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতত্বমবশিন্দুমিতি শঙ্কিত্বা সমাধত্তে—কথামিত্যাদিনা । অপিশঙ্কোৎসবধারণার্থঃ । সত্যং বদেতি বদত্যভিপ্রায়মাহ—কারণেতি । ভ্রেষো ভ্রংশো নাশঃ ; ইতি তেষামভিপ্রায় ইতি শেষঃ । প্রকৃতোপসংহারঃ—সত্যে হীতিঃ ॥ ২২৯ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—[শাকল্য পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি এই উত্তর দিকে কোন দেবতাকর্তৃক অধিষ্ঠিত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন] সোমদেবতাকর্তৃক ; এখানে সোম লতা ও সোম দেবতা (চন্দ্র), এই উভয়কেই এক করিয়া সোম-শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে । সেই সোম কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] দীক্ষাতে ; [দীক্ষা অর্থ—যজ্ঞাদি-নিয়ম গ্রহণ ।] যজমান (যাগকর্ত্তা) দীক্ষা গ্রহণের পর সোম ক্রয় করিয়া থাকেন, এবং সেই ক্রীত সোম দ্বারা যজ্ঞ ও যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা করিয়া সোমদেবতার অধিষ্ঠিত—সোম্য দিক্ (উত্তর দিক্) প্রাপ্ত হন । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] দীক্ষা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর] সত্যে । কিরূপে ? যে হেতু দীক্ষা কার্য্যটি সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতুই দীক্ষিত ব্যক্তিকে উপদেশ করা হয় যে, ‘তুমি সত্যবাদী হও’ ; অভিপ্রায়

এই যে, সত্যরূপ আশ্রয়ের অপচয়ে তদাশ্রিত দীক্ষারও অপচর ঘটিতে পারে, তাহা না হউক। ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, সত্যই দীক্ষার প্রকৃত আশ্রয় । [পুনঃ প্রশ্ন হইল,] সেই সত্য আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হৃদয়ে ; কেন না, হৃদয়েই সত্যের অন্তর্ভূতি হইয়া থাকে ; অতএব হৃদয়েই সত্যের প্রতিষ্ঠাস্থান । [শাকল্য বলিলেন,] যাজ্ঞবল্ক্য, হাঁ, ইহা এইরূপই বটে ॥২২৯॥২৩ ॥

কিংদেবতোহস্তাং ধ্রুবায়াং দিশুদীত্যগ্নিদেবত ইতি, সোহগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, বাচীতি ; কস্মিন্মু বাক্ প্রতিষ্ঠিতেতি, হৃদয় ইতি ; কস্মিন্মু হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ॥২৩০॥২৪॥

১ সন্নলার্থঃ ।—[হে যাজ্ঞবল্ক্য, তম্] অস্তাং ধ্রুবায়াং (উর্দ্ধায়াং) দিশি কিংদেবতঃ অসি ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অগ্নিদেবতঃ (অগ্নিঃ প্রকাশরূপং তেজঃ দেবতা অস্ত ইতি অগ্নিদেবতঃ) ইতি । [শাকল্যঃ পুনরাহ—] সঃ অগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে) ইতি । হু (ভোঃ) বাক্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা ? ইতি ; হৃদয়ে ইতি । হৃদয়ং কস্মিন্মু প্রতিষ্ঠিতম্ ? ইতি ॥ ২৩০ ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদঃ ।—[শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য,] এই ধ্রুবা দিকে অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে তোমার দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] ঐ দিকে অগ্নি আমার দেবতা । [পুনঃ প্রশ্ন,] সেই অগ্নি কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] বাগিন্দ্রিয়ে । বাগিন্দ্রিয় কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর—] হৃদয়ে । সেই হৃদয় কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর—] ॥ ২৩০ ॥ ২৪ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—কিংদেবতোহস্তাং ধ্রুবায়াং দিশুদীতি । যেরোঃ সমস্ততো বসতামব্যতিচারাত উর্দ্ধা দিগ্ ধ্রুবোচ্যতে । অগ্নিদেবত ইতি—উর্দ্ধায়াং হি প্রকাশভূতম্ ; প্রকাশচাগ্নিঃ, সোহগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, বাচীতি । কস্মিন্মু বাক্ প্রতিষ্ঠিতেতি, হৃদয় ইতি । তত্র যাজ্ঞবল্ক্যঃ সর্বাশু দিক্ বিপ্রসৃতেন হৃদয়েন সর্বা দিশ আশ্রয়েনাবিসম্পন্নঃ, স দেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা দিশচাস্মভূতান্ত্র নামরূপকর্মাশ্রুতস্ত যাজ্ঞবল্ক্যস্ত । যৎ রূপং, তৎ প্রাচ্য দিশা সহ হৃদয়ভূতং যাজ্ঞবল্ক্যস্ত ; যৎ কেবলং কৰ্ম্ম—পুত্রোৎপাদনলক্ষণং চ জ্ঞানসহিতং চ সহ ফলেনাধিষ্ঠাত্রীভিঃ দেবতাভিঃ দক্ষিণা-প্রতীচ্যাদীচ্যঃ কৰ্ম্মফলাশ্রিত্য হৃদয়-

মেবাপ্নাস্তু । ১ ঋব্যা দিশা সহ নাম সর্বং বাগ্ভারেণ হৃদয়মেবাপ্নম । এতা-
বন্ধীদং সর্বম্ ; যৎ রূপং বা কৰ্ম বা নম বেতি তৎ সর্বং হৃদয়মেব ; তৎ সৰ্বা-
অকং হৃদয়ং পৃচ্ছতে—কস্মিন হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ॥ ২৩০ ॥ ২৪ ॥

টীকা । কথং পুনরুচ্চ দিগবস্থিতা ঋবেতুচ্যতে, তত্রাহ—মেরোরিতি । তত্রায়েদেবতাঃ
প্রকটয়তি—উচ্চায়াং হীতি । 'দিশো বেদ' ইত্যাদি শ্রুত্যা জগতো বিভাগেন পঞ্চাভ্যং
ধ্যানার্থমুক্তমিদানীং বিভাগবাদিনাঃ শ্রুতেরতিপ্রায়মাহ—তত্রৈতি । যথোক্তে বিভাগে সত্ত্বিতি
যাবৎ । উক্তমর্থং সংক্ষিপতি—সদেবা ইতি । তত্রাবাস্তুরবিভাগমাহ—যজ্ঞপমিতি । 'আত্মে'
পর্যায়ৈ হৃদয়ে রূপপ্রপঞ্চোপসংহারো দর্শিতঃ 'হৃদয়ে হেব রশানি' ইতি শ্রুতেরিতার্থঃ ।
দক্ষিণামিত্যাদিপরিধায়ত্রয়েণ তত্রৈব কর্মোপসংহার উক্ত ইত্যাহ—যৎ কেবলমিতি । যন্নি
কেবলং কর্ম, তৎ ফলাদিভিঃ সহ দক্ষিণাদিগাস্ত্রকং হুত্বাপসংহ্রিয়তে, যজ্ঞস্ত দক্ষিণাদিম্বারা হৃদয়ে
প্রতিষ্ঠিতত্বোক্তেদক্ষিণস্তা দিশস্তৎফলদ্বাং, পূত্রজন্মাখ্যং ৬ কর্ম প্রতীচ্যাস্ত্রকং তত্রৈবোপসংহৃতং
'হৃদয়ে হেব রতঃ প্রতিষ্ঠিতম্' ইতি শ্রুতেঃ । পূত্রজন্মনশ্চ তৎকার্যাহাজ্ঞানসহিতমপি'কর্ম-
ফলপ্রতিষ্ঠাদেবতাভিঃ সহোদীচ্যাস্ত্রকং তত্রৈবোপসংহৃতং, দোমদেবতায়াদীকাদিম্বারা তৎ
প্রতিষ্ঠত্বশ্রুতেঃ । এবং দিক্‌ত্রয়ে সর্বং কর্ম হৃদি সংহৃতমিতার্থঃ । পঞ্চমপরিধায়ন্ত তৎপরিধামাহ—
ঋবেতি । নামরূপকর্মসংহৃতত্বমপি কিঞ্চিদ্রূপসংহৃতবাস্তুরমবশিষ্টমন্তীত্যাশঙ্ক্য নিরাকরোতি
—এতাবন্ধীতি । প্রশাস্তুরমুপায়তি—তৎ সর্বাস্ত্রকমিতি ॥ ২৩০ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য,] এই
ঋবা দিকে অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে তোমার দেবতা কে ? সূমেরুর চতুর্দিক্‌বাসী সমস্ত
লোকের পক্ষেই সমান বা একই ভাবে প্রতীত হুয় বলিয়া উর্দ্ধদিকে 'ঋবা'
বলা হয় (১) । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ঐ দিকে] অগ্নি আমার দেবতা, বশরথ,
উর্দ্ধদিক্‌ স্বতই প্রকাশবহল ; অগ্নিও প্রকাশাত্মক ; [এই কারণে, যাজ্ঞবল্ক্য উর্দ্ধ-
দিকে আপনাকে অগ্নিদেবতায়িষ্ঠিত বলিলেন] । [শাকল্য পুনর্বীর জিজ্ঞাসা
করিলেন—] সেই অগ্নি আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—]
বাগিজিয়ে [প্রুতিষ্ঠিত] । [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই বাক্ আবার কোথায় প্রতি-
ষ্ঠিত ? [উত্তর হইল—] হৃদয়ে ।

(১) তাৎপৰ্য্য—হৃদ্যদেব প্রতিনিয়ত সূমের পর্বতকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, সূমেরুর
চতুর্পার্শ্ববর্তী লোকেরা প্রথমে সমুখ্বে যে দিকে হৃদ্য দর্শন করে, তাহাকে পূর্বদিক্‌, তাহার
পশ্চাৎভাগকে পশ্চিম দিক্‌, নিজের দক্ষিণ ভাগকে দক্ষিণ দিক্‌ এবং বাম ভাগকে, উত্তর দিক্‌
বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে ; হুতরাং সূমেরুর এক পার্শ্ববর্তী লোকদিগের বাহা পূর্বদিক্‌,
অপর পার্শ্ববর্তী লোকদিগের পক্ষে তাহাই পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিক্‌ বলিয়া ব্যবহৃত হইতে
পারে; কিন্তু উর্দ্ধ দিক্‌ সকলের পক্ষেই সমান ; এই জন্ত উহার নাম ঋবা ।

বথোক্ত বিরাগানুসারে দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত দিকের সহিতই হৃদয়ের সম্বন্ধ ঘিরাইছে : যাজ্ঞবল্ক্য নিজের সেই সর্গদিকসম্বন্ধ হৃদয় দ্বারা সমস্ত দিকের সহিত অভিন্নভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন । যাজ্ঞবল্ক্য জ্ঞানবলে জাগতিক নাম, রূপ ও কর্মনিচয়কে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; দিকসমূহও আবার নিজ নিজ আশ্রয় ও দেবতা সহকারে যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মভূত হইয়াছে ; তন্মধ্যে রূপ-ভাগটি পূর্নদিকের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়স্বরূপ হইয়াছে ; আর বাহ্য জ্ঞানরহিত—কেবল সমুৎপাদনাত্মক কর্ম, এবং বাহ্য জ্ঞানসহকৃত কর্ম, তাহাও ফল ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত কর্মফলরূপে পরিণত—দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম দিক ও যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ, এবং যত রকম নাম (শব্দ) আছে, সে সমুদয়ও ঐ বা দিকের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়ে সংবদ্ধ ; বাক্ হইতেছে নামের দ্বার বা অভিযাক্রির উপায় । এই যে, নাম, রূপ ও কর্মের কথা বলা হইল, জগতে এতদতিরিক্ত আর কিছুই নাই ; অথচ এই নাম, রূপ ও কর্ম সমস্তই হৃদয়াত্মক ; এখন সেই সর্বাঙ্গক হৃদয়ের সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই হৃদয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? ॥২৩০॥ ২৪॥

অহল্লিকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যত্রৈতদন্যত্রাস্মন্নম্যাসৈ, যদ্যেতদন্যত্রাস্মৎ স্যাচ্ছানো বৈনদ্য্যর্কব্যাপ্তসি বৈনদ্বিমথীর-
ম্বিতি ॥ ২৩১ ॥ ২৫ ॥

সরলার্থঃ :—[যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বেচ্ছাসি সমর্থনায় অহল্লিকেতি নামান্তরেন শাকল্যমেব সম্বোধয়ন্] উবাচ হ—[হে শাকল্য, ত্বং] এতৎ (মহত্ত্বং হৃদয়ং আত্মা) অস্মৎ [অস্মত্তঃ শরীরং] অত্র যত্র (দৈশে কালে বা) [বর্তমানং] মন্তাসৈ (মন্তসে) ; [তত্র এতদবগচ্ছ,] যৎ (যদি) হি (নিশ্চয়ে) এতৎ (হৃদয়ং—আত্মা) অস্মৎ (অস্মদীয়শরীরং) অত্র স্তাৎ (ভবেৎ), [তর্হি] স্থানঃ (সারমেয়াঃ) বা এনং [এতৎ শরীরং] অত্র্যঃ (ভক্ষয়েয়ঃ), ব্যাপ্তসি (পক্ষিণঃ) বা এনং (শরীরং) বিমথীরন্ (বিমর্দয়েয়ঃ) ; [তস্মাৎ হৃদয়াত্মাত্মনঃ শরীরপ্রতিষ্ঠিতত্বমবগম্যামিতি ভাবঃ] ॥২৩১ ॥ ২৫ ॥

অনুলাভ্যর্থঃ :—[দেহ যে, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, ইহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে “যাজ্ঞবল্ক্য অহল্লিকা নামে সম্বোধন করিয়া শাকল্যকেই বলিলেন—হে অহল্লিক,] তুমি যে, মনে করিতেছ, এই হৃদয় (আত্মা) আমাদের শরীরের অন্তর্গত অবস্থিত থাকে ; [তাহার উত্তরে বলিতেছি—]

আত্মা যদি আমাদের শরীরের বাহিরে অন্য কোথাও থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই শরীরকে কুকুরে ভক্ষণ করিত, কিংবা পক্ষিগণ ছিন্ন ভিন্ন করিত ; [তাহা যখন করিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে, আত্মা ইহার মধ্যেই বর্তমান আছে] ॥ ২৩১ ॥ ২৫ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—অহ্নিকৈতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ নামান্তরেণ সম্বোধনং কৃতবান্ । যত্র যস্মিন কালে এতদ্ হৃদয়মাত্মা অত্র শরীরস্তাত্ত্বকচ্ছিন্নে স্তরে অস্ত্রতো বর্তত ইতি মত্ৰাসৈ মত্ৰসে—যদ্বি যদি হি এতৎ হৃদয়ম্ অত্রাত্ম্যং স্ত্রং ভবেৎ, স্থানো বা এনৎ শরীরং তদা অত্ৰাঃ, বয়াংসি বা পক্ষিণো বা এনৎ বিমণ্ণীরন্ বিলোড়য়েয়ুঃ বিকর্ষেরম্নিতি ; তস্মান্ময়ি শরীরে হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ । শরীরস্তাপি নামরূপকস্মাত্মকত্বাদ্ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতত্বম্ ॥ ২৩১ ॥ ২৬ ॥

টীকা । হৃদয়পদেন নামাত্মাধারবদহ্নিক-শব্দেনাপি হৃদয়াধিকরণং বিবক্ষিত, 'বাক্য-চ্ছায়াদীমাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নামান্তরেণেতি । অহ্নি লীয়ত ইতি বিগৃহ্য প্রেতবাচিনেতি শেষঃ । দেহে হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ব্যুৎপাদয়তি—যত্রেতাদিনা । তস্মিন কালে শরীরং নৃতং স্তাদিতি শেষঃ । শরীরস্ত হৃদয়াশ্রয়ঃ বিশদয়তি—যদ্বাত্মাদিনা । দেহাদন্তত্ৰ হৃদয়স্তাবস্থানে যথোক্তং দোষমিতিশব্দেন পরামৃগ্ ফলিতমাহ—ইতীত্যাদিনা । দেহন্তর্হি কুত্র প্রতিষ্ঠিত ইত্যত আহ—শরীরস্তেতি ॥ ২৩১ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি শাকল্যকে অহ্নিক-নামে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তুমি যে, মনে করিতেছ—এই হৃদয় (আত্মা) আমাদের এই শরীরের বাহিরে যে কোন স্থানে বর্তমান থাকে ; [কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও,] এই হৃদয়নামক আত্মা যদি এই শরীরের বাহিরেই থাকিত, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ এই শরীরকে কুকুরে ভক্ষণ করিত, অথবা বায়ুসাদি পক্ষিগণ বিমণ্ডিত করিত (চঞ্চুদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিত) ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, উক্ত হৃদয় মদীয় শরীরমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে । এই শরীরও নাম-রূপাত্মক এবং কর্মময় ; সূতরাং তাহাও উক্ত হৃদয়নামক আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২৩১ ॥ ২৫ ॥

কস্মিন্মু ত্বঞ্চাত্মা চ প্রতিষ্ঠিতো স ইতি, প্রাণ ইতি, কস্মিন্মু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি, কস্মিন্মু নৃপানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, ব্যান ইতি, কস্মিন্মু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুদান ইতি, কস্মিন্মু দানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, সমান ইতি, স এষ নেতি নেত্যাগ্নাহগৃহো নহি গৃহতেহশীর্ষ্যো নহি শীর্ষ্যতেহসঙ্গো নহি সজ্যতেহসিতো ন

ব্যথতে ন বিশ্ৰুতি, এতান্‌গৃহীতবায়তনান্‌গৃহীতৌ লোকাঃ, অগ্নৌ
দেবাঃ, অগ্নৌ পুরুষাঃ, স যস্তান্‌ পুরুষামিরুহ প্রত্যাহাত্যক্রামৎ,
তং হোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি, তৎক্ষেম্মে ন বিবক্ষ্যসি, মূৰ্দ্ধা তে
বিপত্যিতীতি । তৎ হ ন মেনে শাকল্যস্তত্‌ হ মূৰ্দ্ধা বিপপা-
তাপি হান্ত পরিমোর্ষিণোহস্থীতপজহু রুগ্মগুমানাঃ ॥২৩২॥২৬॥

সম্মলার্থঃ ।—[হৃদয়-শরীরযোগেবম্ অতোহু প্রতিষ্ঠিতত্ব প্রভৃতি তদ্বিশেষ-
বৃত্তুৎসয়া শাকল্যঃ পুনঃ প্রক্টু মাভতে—“কস্মিন্‌ হু” ইত্যাদি ।] হু (ভোঃ) স্ব-
(ত্বপদবাচ্যং শরীরং) আত্মা (হৃদয়ং) চ কস্মিন্‌ (কিন্নামকে অধিকরণে)
প্রতিষ্ঠিতোহুঃ (ভবতঃ) ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—] প্রাণে (প্রাণবৃত্তৌ)
ইতি । হু (ভোঃ) প্রাণঃ কস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—]
অপানে (অপানবৃত্তৌ) ইতি । অপানঃ কস্মিন্‌ হু প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; কানে
ইতি । ব্যানঃ কস্মিন্‌ হু প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; উদানে ইতি । উদানঃ কস্মিন্‌ হু
প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; সমানে ইতি, (এতাঃ প্রাণাদিরুক্তয়ঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা
স্নাতস্মিন্‌ সমানে প্রতিষ্ঠিতা ইত্যর্থঃ) ।

[ইদানীং সৰ্ব্বাশ্রয়ভূতং ব্রহ্ম নির্দেষ্টু মাহ—] স এষ নেতি নেতীতি । স এষ
নেতি নেতীতি [কৃত্বা মধুকাণ্ডে উক্তো যঃ, সঃ] এষঃ আত্মা অগ্নুহঃ
(অগ্রাহঃ—চক্ষুবাদীল্লিঙ্গাগোচরঃ) ; [কুতঃ ?] হি (যতঃ) ন গৃহতে (কেনচন
ইন্দ্রিয়েন ন বিবৰীক্রিয়তে) ; অগ্নীর্ঘ্যঃ (নিরবয়বত্বাদ্‌ অপবিচ্ছিন্নত্বাচ্চ বিশব-
ণানর্হঃ) ; [অতঃ] নহি শীর্ঘ্যতে ; অসঙ্গঃ (বিকাবকারণভূত-সংযোগরহিতঃ) ;
[অতঃ] নহি সজ্যতে (পদ্যপত্রবৎ নিঃসঙ্গ ইত্যর্থঃ) ; অশিতঃ (অবদ্ধঃ, ন
স্বল্পতাং নীতো বা) ; [অতঃ] নহি ব্যথতে [মূৰ্দ্ধঃ সাবয়বো হি ব্যথতে,
অয়ং তু তদ্বিপরীতত্বাৎ ন ব্যথতে ইতি ভাবঃ] ; [অতঃ] ন বিশ্ৰুতি (ন
হিংসাং প্রাপ্নোতি) ।

এতানি (‘পৃথিব্যেব বস্ত্রায়তনম্’ ইত্যেবমুক্তানি) অষ্টৌ আয়তনানি
(আশ্রয়াঃ), অষ্টৌ লোকাঃ (অগ্নিলোকপ্রভৃতয়ঃ), অষ্টৌ দেবাঃ (‘অমৃতমিতি
হোবাচ’ ইত্যাদয়ঃ), অষ্টৌ পুরুষাঃ (‘শারীরঃ’ ইত্যাদয়ঃ) ; সঃ যঃ পুরুষঃ তান্‌
আয়তনাদি-শব্দোক্তান্‌ পুরুষান্‌ নিরুহ (অষ্ট-চতুর্কাপিত্তেভেদেন বিভজ্য), তথা
প্রত্যুহ (প্রোচ্যাদিদিব্‌স্বরূপেণ স্বাস্থ্যনি উপসংহৃত্য) অত্যক্রামৎ (উপাধিধর্ম্মানতি-
জ্ঞাস্তঃ), তং উপনিষদং (উপনিষদেদ্যং পুরুষং) মে (মহ্যং) ন বিবক্ষ্যসি

(বিশেষণ নবমঃ মর্হসি, স্বম্) [তর্হি] তে (তব) মূর্ধা (শিরঃ) বিপতিষ্যতি (বিপটিং পতিষ্যতি) ইতি । শাকল্যঃ তং (ঔপনিষদং পুরুষং) ন মেনে (ন বিজ্ঞাতবান্) ; তন্ত (শাকল্যস্ত) মূর্ধা বিপপাত (শিরঃপাতো বভূব) । পুরিমোষিণঃ (তস্করাঃ) তন্ত (শাকল্যস্ত) অস্থীনি অপি (সংকারার্থং নীয়মানানি)—অন্তঃ (ধনাদিকং) মত্তমানাঃ (সম্ভাবয়ন্তঃ সন্তঃ) অপজহুঃ (অপহৃতবন্তঃ) হ । [আখ্যায়িকা তু এতদ্দিগ্বাপ্রশংসার্থং পরিকল্পিতেতি মন্তব্যমিতি] ॥ ২৩২ ॥ ২৬ ॥

• **মূলানুবাদঃ**—[শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন— বল দেখি,] তুমি অর্থাৎ তোমার শরীর ও আত্মা (হৃদয়) কোথায় অবস্থান করিতেছে ? [শাকল্য বলিলেন—] . প্রাণেতে । আচ্ছা, সেই প্রাণ কোথায় অস্থিত ? অপানেতে [অবস্থিত] ; সেই অপান আবার কোথায় অবস্থিত আছে ? ব্যানেতে ; সেই ব্যানবায়ু কোথায় অবস্থিত . উদানবায়ুতে ; উদান কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? সমান বায়ুতে ।

[উক্ত প্রাণাদি সমস্ত জগৎ যাহাতে ওঠপ্রোত, রহিয়াছে,] এবং পূর্বোক্ত মধুকাণ্ডে “নেতি নেতি” বলিয়া [যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে ;] সেই এই আত্মা অগ্রাহ—অগ্রাহ্য ; অতএব কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করা যায় না ; অশীর্ষ্য (শীর্ণ হইবার অযোগ্য) ; এই কারণে, শীর্ণ হয় না ; অসঙ্গ [নির্লেপ], এই জন্য কোথাও আসক্ত হয় না ; [নিরবয়ব বলিয়া] অসিত (অবন্ধ), এই হেতু কিছু দ্বারা ব্যথিত (আবন্ধ) হয় না, এবং কোন প্রকারে হিংসিতও হয় না ।

পূর্বে যে, পৃথিব্যাদি আটপ্রকার আয়তন, অগ্নি প্রভৃতি আটপ্রকার লোক, অমৃত প্রভৃতি আটপ্রকার দেবতা, এবং শারীরাদি আটপ্রকার পুরুষকে বিভিন্নরূপে (পৃথকভাবে) বিভক্ত করিয়া এবং প্রাচ্যাদিদিগ্ভাবে আপনাতেই উপসংহত (একীভূত) করিয়া, সে সমুদয়কেও অতিক্রম করিয়াছেন, অর্থাৎ সে সমুদয়ের অতীত হইয়াছেন ; আমি তোমার নিকট সেই ঔপনিষদ অর্থাৎ একমাত্র উপনিষদেই যাহার তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, সেই পুরুষের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি । তুমি যদি তাহা আমাকে বলিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক ঝসিয়া পড়িবে । শাকল্য

সেই ঔপনিষদ ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতেন না ; সেই জন্য তাহার 'মন্তক খসিয়া পড়িল'। তাহার পর, শিষ্যগণ অস্থিগুলি সংস্কারের জন্য লইয়া যাইতে ছিল ; 'আর কিছু লইয়া যাইতেছে' মনে করিয়া তৎকরণ তাহাও অপহরণ করিল । ['আলোচ্য বিচার মহিমাখ্যাপনার্থ ঐরূপ একটি আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে, মনে করিতে হইবে] ॥২৩২॥২৬॥

শাক্তরভ্যাসম্ ।—হৃদয়-শবীবোবেবমন্তোত্তাপ্রতিষ্ঠা উক্তা 'কার্য্য-কবণয়োঃ' ; অতঃপুচ্ছামি—কস্মিন্ হু ৩ চ শবীবম্, আত্মা চ তব হৃদয়-প্রতিষ্ঠিতো হু ইতি ; প্রাণইতি, দেহাত্মানো প্রাণে প্রতিষ্ঠিতো হ্যাতা প্রাণবৃত্তো ; কস্মিন্ হু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, অপানইতি, সাপি প্রাণবৃত্তিঃ প্রাগেব প্রেযাৎ, অপান-বৃত্ত্যা চেন্ন নিগৃহ্যেত । কস্মিন্ হু অপানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, ব্যান ইতি,—সাপ্য-পানবৃত্তিরধঃ এব যান্নাৎ, প্রাণবৃত্তিচ্চ প্রাগেব, মধ্যস্থয়া চেদ্ ব্যানবৃত্ত্যান নিগৃহ্যেত । কস্মিন্ হু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, উদান ইতি—সর্কাস্তিশ্রোহপি বৃত্তয়-উদানে কীলস্থানীয়ে চেন্ন নিবদ্ধাঃ, বিষগেবেযুঃ । কস্মিন্ হু উদানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, সমান ইতি ; সমানপ্রতিষ্ঠা হ্যেতাঃ সর্কা বৃত্তয়ঃ । এতদ্বক্তা ভবতি—শরীরহৃদয়-বায়বোহন্তোত্তাপ্রতিষ্ঠাঃ সজ্জাতেন নিয়তা বর্ত্তন্তে বিজ্ঞানময়ার্থপ্রযুক্তা ইতি । সর্কমেতৎ যেন নিয়তম, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ আকাশান্তমোতঞ্চ প্রোতঞ্চ, তন্ত্ৰ নিরূপাধিকন্তু সাক্ষাদপবোক্ষাদ ব্রহ্মণো নির্দেশঃ কর্তব্য ইত্যয়মারম্ভঃ । ১

টীকা ।—বৃত্তমন্তু প্রাপ্তবয়স্পাদন্তে—হৃদযোঃ । প্রাণশব্দন্তু হৃদবিষয়ত্বং বাবচ্ছেদ্যুৎ বৃত্তিবিষয়ম্ । প্রাণস্তাপানে প্রতিষ্ঠিতত্বং ব্যতিবেকত্বাৎ ক্ষোভার্থাৎ—সাপীতি । প্রাণ-পানয়োক্তয়োরাপি ব্যানাদীনন্তঃ সাবয়তি—সাপ্যাপানেতি । তিসূণাং বৃত্তীনামুক্তানামুদানে নিবদ্ধত্বং দর্শয়তি—সর্কা ইতি । বিষংগতি নানাগতিষোক্তিঃ । কস্মিন্ হু হৃদয়মিত্যাদেঃ সমানান্তন্ত তৎপয়ামাহ—এতদ্বিতী । তেষাং প্রবর্ত্তক দর্শয়তি—বিজ্ঞানময়েতি । স এষ ইত্যাদেস্তাৎপর্ধ্যামাহ—সর্কমিতি । ১

স এষঃ—স বঃ "নেতি নেতি"ইতি নির্দিষ্টো মধুকাণ্ডে, এষ সঃ, সোহয়-মাত্মা অগৃহঃ—ন গৃহঃ ; কথম্ ? যস্মাৎ সর্ককার্য্যধর্ম্মাতীতঃ, তস্মাদগৃহঃ । কুতঃ ; যস্মাৎ নহি গৃহ্যেত ; যুদ্ধি করণগোচরং ব্যাকৃতং বস্তু, তদগ্রহণ-গোচরম্, ইদম্ তদ্বিপরীতমাত্মত্বম্ । তথা অশীর্ঘ্যঃ—যুদ্ধি মূর্ত্তং সংহতং শরীরাদি, তৎ শীর্ঘ্যতে ; অয়ম্ তদ্বিপরীতঃ ; অতো নহি শীর্ঘ্যতে । তথা অসঙ্গঃ—মূর্ত্তো মূর্ত্তান্তরেণ লব্ধমাত্মনঃ সজ্জাতে, অয়ঞ্চ তদ্বিপরীতঃ ; অতো নহি সজ্জাতে । তথা অসিতঃ অবন্ধঃ—যুদ্ধি মূর্ত্তং, তদ্ বধ্যতে ; অয়ম্ তদ্বিপরীতবাদ্দমিতঃ ; অবন্ধত্বাৎ ন

ব্যর্থতে ; অতো ন বিয়তি, —গ্রহণ-বিশ্লষণ-সঙ্গ-বন্ধ-কার্যধর্মরহিতত্বান্ন বিয়তি—
ন হিংসামাপত্ততে ন বিনশ্যতীত্যর্থঃ ।

যন্ত কূটস্থদৃষ্টমাত্রস্তাণ্ড্যামিধ্বকরণাধিষ্ঠানস্তাজ্ঞানবশাৎ প্রণাসনে দ্বাবাপৃথিব্যাঙ্গি স্থিতঃ,
স পুরমাস্তৈব প্রত্যগাস্তৈবেতিপদদ্বোরর্থঃ বিবক্ষিতাহ—স এষ ইতি । নিষেধব্যাং মূর্ত্তামূর্ত্ত-
ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাতমিতাহ—ম যো নেতি । যো মধুকাণ্ডে চতুর্থে নেতি নেতীতি নিষেধমুগ্ধেন
নির্দিষ্টঃ, স এষ কূর্ত্তব্রাহ্মণে তথুগেনৈব বক্ষ্যত ইতি যোজন্য । নিষেধব্যাং নির্দিষ্টমেব
স্পষ্টয়তি—সোহয়মিতি । কাব্যধর্ম্যাঃ শব্দাদয়োহশনায়াদয়শ্চ । প্রত্যাজং হেতুমবত্যা
বাচ্যে—কুত ইত্যাদিনা । তদ্বিপরীতত্বং করণগোচরত্বং, ন চক্ষুষ্যতাদিশ্রুতঃ । তদ্বিপরীত-
ত্বামূর্ত্তবাদিতি যাবৎ । পূর্বব্রাহ্মণায় তদ্বিপরীতামেতদেব । অতঃশব্দার্থং ক্ষুটয়ন ভ্রমূর্ণ-
পাদয়তি—গ্রহেণেতি । কার্যধর্ম্যাঃ শব্দাদয়োহশনায়াদয়শ্চ প্রাপ্তন্তাঃ । ২

ক্রমমতিক্রমা উপনিষদস্ত পুরুষস্ত আখ্যায়িকাতোহপস্থত্যা প্রত্যাশ্ব্যে
রূপেণ স্বরূপা নির্দেশঃ কৃতঃ ; ততঃ পুনরাখ্যায়িকামেবাপ্রিত্যাহ—এতানি বায়ু-
জ্ঞানি অষ্টাবায়তনানি—“পৃথিব্যেব যস্যায়তনম্” ইত্যেবমাদীনি, অষ্টৌ লোকা,
অগ্নিলোকাদয়ঃ, অষ্টৌ দেবাসঃ “অমৃতমিতি হোবাচ” ইত্যেবমাদয়ঃ, অষ্টৌ পুরুষাঃ
“শারীরঃ পুরুষঃ” ইত্যাদয়ঃ—স যঃ কশিচং তান্ পুরুষান্ শারীরপ্রভৃতীন নিরুহ
নিশ্চয়েনোহ গময়িত্বা অষ্টচতুষ্কভেদেন লোকস্থিতিমুপপাদ্য, পুনঃ প্রাচী-দিগাদি-
দ্বারেণ প্রত্যাহ উপসংহৃত্য স্বাত্মনি হৃদয়ে অত্যক্রামং অতিক্রান্তবান্—উপাধিধর্ম্যং
হৃদয়াত্মাত্মত্বম্ ; স্বেনৈবাত্মনা ব্যবস্থিতো য উপনিষদঃ পুরুষোহশনায়াদিবর্জিতঃ
উপনিষৎস্বৈব বিষ্ণোরঃ নাশ্রুপ্রমাণগম্যঃ, তং ত্রী ত্রাং বিজ্ঞাতিমানিনং পুরুষং
পূচ্ছামি ; তং চেৎ যদি, মে ন বিবক্ষ্যসি বিস্পষ্টং ন কথয়িষ্যসি, মূর্ত্তা তে বিপতি-
শ্যতীত্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । তস্মোপনিষদং পুরুষং শাকল্যং ন মেনে হ ন বিজ্ঞাতবান্
কিল । তস্ত হ মূর্ত্তা বিপপাত বিপপিতঃ । সমাপ্তাখ্যায়িকা ; শ্রুতৈর্কচনং—তং
হ ন মেনে ইত্যাদি । ৩

নহু শাকল্যাজ্ঞবল্ক্যয়োঃ সংবাদাস্মিকেষমাখ্যায়িকা, তত্র কথং শাকল্যোনাপৃষ্টমাজ্ঞানং
যাজ্ঞবল্ক্যো বাচ্যে, তত্রাহ—ক্রমমিতি । বিজ্ঞানানিবােকো বক্ষ্যমাণত্বাৎ কিমিত্যত্র নির্দেশ
ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বরয়েতি । এতাজ্ঞানবিজ্ঞানাদিবাক্যস্ত পূর্ব্বেণাসঙ্গতিমাশঙ্ক্যাহ—ততঃ পুনরিতি ।
নিশ্চয়েন গময়িত্বোত্যেতদেব স্পষ্টয়তি—অষ্টেতি । প্রত্যাহোপসংহৃত্যুতি যাবৎ । উপনিষদব্যাং
পুরুষস্ত ব্যুৎপাদয়তি—উপনিষৎস্বৈবেতি । তং হেতাদি যাজ্ঞবল্ক্যস্ত বা মধ্যস্ত বা বাক্যমিতি
শব্দঃ ব্যয়য়তি—সমাশ্রুতি । ৩

কিঞ্চ, অপি হান্ত পরিমোষণঃ তস্মরা অস্বীত্বপি সংস্কারার্থং শিবৈর্যন্য-
মানানি গৃহান্ প্রতি, অপজহুঃ অপহৃতবন্তঃ । কিংনিমিত্তম্ ? অত্ৰ—ধনং

নায়মানং যজ্ঞমানঃ । পূৰ্ব্ববৃদ্ধা হাথ্যায়িকেষু স্মৃতিভা, অষ্টাধাধ্যায়িকৈল শাক-
ল্যেন যাজ্ঞবল্ক্যন্ত সম্যানান্ত এব সংবাদো নিরুক্তঃ ; তত্র যাজ্ঞবল্ক্যেন শাপো দত্তঃ—
'পুরেহতিথ্যো মরিত্তসি, ন তেহহীনি চন গ্রহান প্রাপ্যাস্তি' ইতি, স হ তথৈব
মমার । উক্ত হাথ্যায়িকমানঃ পরিমোষিণৌহহীন্তপ্তজহুঃ ; "তন্মারোপবাদী শ্রুত
হেবংবিৎপরো ভবতীতি" । সৈবাথ্যায়িকা আচারার্থং স্মৃতিভা, বিভাস্ততয়ে চেহ
॥২৩২॥২৬॥

ব্রহ্মবিস্তিষেবে পরলোকবিরোধোহপি শ্রাদ্ধিত্যাহ—কিংচিৎ । মুক্তা তে বিপতিশ্রুতি
মুখি পাতিতে শাপেন কিমিত্যিহোত্রায়িসংস্কারমপি শাকল্যো ন প্রাপ্তবানিত্যাগত্বাহ—
পূৰ্ব্ববৃন্তেতি । তামেবাথ্যায়িকামনুক্রামতি—অষ্টাধাধ্যায়িকামিতি । অষ্টাধাধ্যায়ী বৃহদারণ্যকাং
প্রাচীনা ঈশ্বরবিষয়া । পুরে পুণ্যক্ষেত্রান্তিরিক্তে দেশে । অতিথো পুণ্যতিথিশুশ্রু কালে ।
ঈহীনি চনেত্যত্র চনশব্দোহপার্থঃ । উপবাদী পরিভবকর্তা । তচ্ছব্দার্থমাহ—উত হীতি ।
কিমিত্যায়িকাকৃত্য বিভাট্রকরণে স্মৃতিভেত্যাগত্বাহ—সৈষেতি । ব্রহ্মবিদ্যি বিনীতেন
ভবিতব্যশ্রিত্যচারাঃ । মহতী হীং ব্রহ্মবিদ্যা, যত্ত্রিষ্টাবজ্ঞানমৈহিকামুখিকবিরোধঃ শ্রাদ্ধিতি
বিদ্যাস্ততিঃ ॥২৩২॥২৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।—কারণীভূত হৃদয় ও তৎকার্যস্বরূপ শরীর, এতদ্বয়ের
যথোক্তক্রমে অশ্রয়াশ্রয়িতাব কথিত হইয়াছে ; অতএব আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা
করিতেছি যে, তুমি অর্থাৎ তোমার এই শরীর এবং হৃদয় অর্থাৎ তোমার আত্মা
কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] প্রাণেতে, অর্থাৎ দেহ ও
আত্মা উভয়ই প্রাণে—প্রাণ-বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে । [পুনঃ প্রশ্ন হইল যে,]
সেই প্রাণ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] অপানে ; অভিপ্রায় এই যে,
অপানবৃত্তি দ্বারা নিরুদ্ধ না থাকিলে ঐ প্রাণবৃত্তি অগ্রেই বহির্গত হইয়া পড়িত ।
[পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই অপান আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর হইল—]
ব্যান্বে ; ঐ অপানবৃত্তি নিশ্চয়ই নীচের দিকে সরিয়া পড়িত, এবং প্রাণবৃত্তিও
উপরের দিকে বাহির হইয়া যাইত, যদি মধ্যবর্তী ব্যানবৃত্তি দ্বারা উভয়ে নিরুদ্ধ
না থাকিত । [পুনঃ প্রশ্ন—] উক্ত ব্যানবায়ু আবার কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর]
উদানবৃত্তিতে ; উক্ত তিনটি বৃত্তিই যদি কালস্থানীয় (বন্ধনের খুঁটী স্বরূপ) উক্ত
উদানবৃত্তি দ্বারা নিরুদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে উহার সকলেই চতুর্দিকে
ছড়িয়া পড়িত । [পুনঃ প্রশ্ন—] উক্ত উদানবৃত্তি আবার কোন স্থানে অবস্থান
করে ? [উত্তর—] সমানসংজ্ঞক প্রাণবৃত্তিতে ; কেন না, উক্ত সমস্ত বৃত্তিগুলিই
উক্ত সুমাননামক প্রাণের মধ্যে বিস্তারিত রহিয়াছে, বৃত্তিতে হইবে । ইহা দ্বারা
এই কথাই বলা হইতেছে যে, শরীর, হৃদয় ও প্রাণবায়ুসমূহ পরস্পরে আশ্রিত

রহিয়াছে, এবং 'সম্মিলিতভাবে' থাকিয়া বিজ্ঞানময়ী আত্মার প্রয়োজন সম্পাদন করিতেছে। আকাশপর্যন্ত এই সমস্ত পদার্থ বাহার দ্বারা নিম্নমিত বা পরিচালিত এবং বাহার মধ্যে ওত-প্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সর্বোপাধিবিবর্জিত সেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশের জন্য পরবর্তী গ্রন্থের অবতারণা হইতেছে। ১

সেই ইনি—যিনি পূর্বোক্ত মধুব্রাহ্মণে 'নেতি নেতি' বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন; তাহাই হইতেছেন—'স এষ' কথার অর্থ। সেই এই আত্মা অগ্ৰহ গ্রহণযোগ্য নয়, যেহেতু তিনি কার্যধর্মের (উৎপত্তিশীল পদার্থের যাহা যাহা ধর্ম—গুণক্রিয়াদি), সে সমুদয়ের অতীত; সেই হেতু অগ্ৰহ; তাহাকে কখনও গ্রহণ করা যায় না; কেন না, যে পদার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তাহাই গ্রহণযোগ্য হয়, এই আত্মার স্বরূপটি সেরূপ নহে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; কাজেই তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। সেইরূপ, এই আত্মা অনীর্ঘ্য—যাহা মূর্ত অবয়বসমূহ দ্বারা বিরচিত—শরীরপ্রভৃতি, তাহাই শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়; এই আত্মা যখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন কোন মতেই শীর্ণ হইতে পারে না। এইরূপ, তাহা অসঙ্গ ও বটে; কারণ, মূর্তমান বা আকারবিশিষ্ট পদার্থই অপর মূর্ত পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহার সহিত সংস্কৃত হয়, অর্থাৎ সম্মিলিত পদার্থের গুণে অমুরঞ্জিত হয়; এই আত্মা যখন তাহার বিপরীত—অমূর্ত পদার্থ, তখন তাহার সঙ্গ হওয়া সম্ভব হয় না। পুনশ্চ এই আত্মা 'অস্মিত' অর্থাৎ আবদ্ধ নয়; কারণ, যাহার মূর্তি বা আকৃতি আছে, তাহাই অপরের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়; এই আত্মা যখন তাহার বিপরীতস্বভাব, তখন তাহা কখনও অপরের সহিত সম্বন্ধ হয় না; সম্বন্ধ হয় না বলিয়াই ব্যথিতও হয় না, এবং এই কারণেই হিংসিত হয় না; অতিপ্রায় এই যে, আত্মা যেহেতু পূর্বোক্ত গ্রহণ, বিশরণ, সঙ্গ ও বদ্ধ প্রভৃতি কার্য-ধর্মের অতীত, সেই হেতুই তাহা কোন প্রকারেও হিংসা প্রাপ্ত হয় না। ২

[এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, শাক্য ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনচ্ছলে এই আখ্যায়িকাটি আরম্ভ হইয়াছে। শাক্য যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য সে সমুদয়েরই উত্তর প্রদান করিতেছিলেন; সুতরাং এখনও, শাক্যের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করাই যাজ্ঞবল্ক্যের উচিত; কিন্তু তাহা না করিয়া—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলেন কেন? ইহাতে ত আখ্যায়িকার ক্রম বা প্রশ্নালী উল্লঙ্ঘন করা হইতেছে? তাহার

উক্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে,] শ্রুতি 'আত্মতত্ত্ব নির্দেশে' এতই বাগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন যে, মন্যস্থলে সেই কথোপকথানের ক্রম লঙ্ঘন করিয়া— আখ্যায়িকাভাব পরিত্যাগ করিয়া নিজরূপেই আত্মতত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন ; এখন আবার সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে—‘পৃথিবীই বাহার আয়তন’ ইত্যাদি বাক্যে যে আটপ্রকার আয়তনের উল্লেখ করা হইয়াছে, অগ্নিপ্রভৃতি যে আটপ্রকার লোক ও ‘অমৃতম্—ইতি হোবাচ’ ইত্যাদি বাক্যে যে আটপ্রকার দেবতা এবং ‘শারীরঃ’ ইত্যাদি বাক্যে যে আটপ্রকার পুরুষের কথা বলা হইয়াছে ; যিনি উক্ত শারীর প্রভৃতি পুরুষসমূহকে নিরূহ করিয়া—আটপ্রকার প্রভৃতি বিভাগক্রমে লোকরক্ষার উপযোগী বিস্তৃতভাবে পরিণত করিয়া, পুনর্বার সে সমুদায়কে পূর্বাঙ্গিদিগ্বিভাগানুসারে সঙ্কোচিত করিয়া অর্থাৎ আপনাতে উপ-সংহত করিয়া হৃদয়াদি-ভাবাত্মক ঔপাধিক সমস্ত ধর্ম অতিক্রম করিয়াছেন ; যিনি সর্বদা আপনার অপ্রচ্যুতস্বরূপে অবস্থিত ও অশনায়াদি-সংসারধর্মের অতীত পুরুষ (আত্মা), এবং যিনি ঔপনিষদ অর্থাৎ একমাত্র উপনিষৎ-প্রমাণের সাহায্যেই যাহাকে জানিতে পারা যায়, যাহাকে জানিবার আর দ্বিতীয় কোন প্রমাণ নাই ; হে শাকল্য, বিভ্রাভিমানী তোমাকে আমি সেই পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি ; যদি তুমি আমার জিজ্ঞাসিত সেই পুরুষের স্বরূপ পরিষ্কার-ভাবে বলিতে না পার, তাস্ত হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে । যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, শাকল্য তাহা বুঝিতে পারিলেন না ; তাহার কৈল শাকল্যের মস্তক খসিয়া পড়িল + এখানেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল ; “তং হ ন মেনে” ইত্যাদি বাক্যটি শ্রুতির উক্তি বুঝিতে হইবে । ৩

আর এক কথা, ইহার শিষ্যগণ যখন অগ্নিসংস্কারের জন্ত ইহার অস্থিসমূহ গৃহে লইয়া যাইতেছিল, তখন পথিমধ্যে তত্ত্বগণ—‘ইহা আর কিছু’ মনে করিয়া অর্থাৎ ‘ইহারা বোধ হয়, ধনরত্ন লইয়া যাইতেছে’ এইরূপ সন্দেহনা করিয়া সেই অস্থিগুলিও অপহরণ করিল । শ্রুতি ইহা দ্বারা এখানে পূর্বতন একটা আখ্যায়িকার কথা সূচনা করিয়াছিলেন ; কারণ, অষ্টাধ্যায়ী নামক গ্রন্থে শাকল্য ও যাজ্ঞবল্ক্যের সংক্লেষ্টিক এইরূপই একটি আখ্যায়িকা উল্লিখিত আছে । সেখানে কথিত আছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিয়া শাকল্যের প্রতি শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ‘হে শাকল্য, তুমি অতিথ্যে মরিবে, অর্থাৎ কোনও পবিত্র স্থানে মরিবে না, এবং তোমার অস্থিগুলিও বাড়ী পৌছিবে না ।’ তিনি সেইরূপেই মরিলেন, এবং

তদ্ব্যবহারং 'আর 'কিছু' নীত হইতেছে' মনে করিয়া তাহার অস্থিগুলিও অপহরণ করিল; অতএব কেহই উপবাদী হইবে না, অর্থাৎ পরকে পুরিভব কর্ম্মবারি 'চেষ্টা' করিবে না; পরন্তু এবং বিধ জ্ঞানীর অনুমত থাকিবে' ইতি। ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্থ সেই পুরাতন আখ্যায়িকাটির এখানে পুনর্ব্বার অবতারণা করা হইয়াছে ॥ ২৩২ ॥ ২৬ ॥

আভাসভাষ্যম্।—যন্ত নেতি নেতীত্যত প্রতিষেধদ্বারেণ ব্রহ্মণো নির্দেশঃ কৃতঃ, তন্ত বিধিমুখেন কথং নির্দেশঃ কর্তব্য ইতি পুনরাখ্যায়িকামেবাপ্রতিপাদ্য—মূলং জগতো বক্তব্যমিতি। আখ্যায়িকাসম্বন্ধস্ত অত্রৈকবিদো ব্রাহ্মণান্ জিজ্ঞাগোধনং কর্তব্যমিতি। শ্রায়ং মত্বাহ—

আভাসভাষ্য টীকা।—অথ হেত্যাভ্যন্তরগ্রহণবতাবয়তি—যন্তেত্যাদিনা। জগতো মূলং চ বক্তব্যমিত্যাখ্যায়িকামেবাপ্রতিপাদ্যাহেতি সম্বন্ধঃ। আখ্যায়িকা কিমর্থতাত আহ—আখ্যায়িকোতি। ইতিশব্দঃ সম্বন্ধসমাপ্তার্থঃ। নমু ব্রাহ্মণেয় তুষ্ণীভূতবু প্রতিষেধকৃতবাংলোপনং কর্তব্যং, কিমিতি তান্ প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যো বদতীত্যত আহ—শ্রায়ং মত্বাহিতি। ব্রহ্মণং হি ব্রাহ্মণানুমতিমাপাভ্য নীরমানমনর্থায় শ্রাদ্ধিতি শ্রায়ঃ।

আভাসভাষ্যানুবাদ।—ইতঃ পূর্বে "নেতি নেতি" করিয়া অপর সমস্ত পদার্থের ব্রহ্মত্ব প্রতিষেধ দ্বারা, যে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, এখন বিধিমুখে বা প্রত্যক্ষতঃ কিরূপে তাহার স্বরূপ নির্দেশ করা যাইতে পারে; এই-জন্ত, এবং জগতের মূল কারণ নির্দেশের জন্ত পুনশ্চ একটি আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া বক্তব্য নির্দেশ করিতেছেন। আখ্যায়িকার তাৎপর্যা হইল এই যে, অব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে পরাজিত করিয়া গোধান গ্রহণের শ্রায়্যতা প্রদর্শন করা। এখন যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্ট নিয়মের অনুসরণ কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

অথ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তঃ যো বঃ কাময়তে স মা পৃচ্ছতু, সর্ব্বো বা মা পৃচ্ছত, যো বঃ কাময়তে তং বঃ পৃচ্ছামি, সর্ব্বান্ বা বঃ পৃচ্ছামীতি, তে হ ব্রাহ্মণা ন দধ্বযুঃ ॥২৩৩॥২৭॥

সরলার্থঃ।—অথ (অনন্তরং) [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—ভোঃ ভগবন্তঃ (পূজনীয়ঃ) ব্রাহ্মণাঃ, বঃ (যুগ্মকং মধ্যে) যঃ কাময়তে (ইচ্ছতি), সঃ মা (মাং) পৃচ্ছতু, বা (অথবা) সর্ব্বো (মিলিতাঃ সন্তঃ) মা (মাং) পৃচ্ছত (প্রশ্নং কুরুত); [তথা] বঃ (যুগ্মকং মধ্যে) যঃ কাময়তে (মম প্রভবতাম্ ইচ্ছতি), [অহং] বঃ (যুগ্মকং মধ্যে) তং পৃচ্ছামি, বা (অথবা) বঃ (যুগ্মান্) সর্ব্বান্ (সম্মিলিতান্) [যুগপদেব] পৃচ্ছামি ইতি। [এতৎ ক্রমতঃ] তে (সভাভাঃ)

ব্রাহ্মণাঃ ন দধুযুঃ (প্রশ্নকরণে প্রশ্নগ্রহণে চ ন মনোদধুরিত্যর্থঃ) ; [তে পবাজয়ং স্বীকৃতবন্ত ইতি ভাবঃ] ॥২৩৩॥২৭॥

মূলানুবাদ :—অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য স্তোত্রস্থ ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, অথবা আপনারা সকলে মিলিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করুন ; আর যদি আপনাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছা করেন, তবে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, অথবা আপনাদের সকলকে আমি জিজ্ঞাসা করি । একথা শুনিয়া স্তোত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ প্রশ্ন করিতে বা প্রশ্ন লইতে আর সাহস করিলেন না ॥২৩৩॥২৭॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—অথ হোবাচ । অথ অনন্তবৎ তৃক্ষীভূতেন ব্রাহ্মণেন হ উবাচ—হে ব্রাহ্মণ ভগবন্ত ইত্যেবং সম্বোধ্য—যো বঃ যুস্মাকং মধ্যে কামযতে ইচ্ছতি—যাজ্ঞবল্ক্যং পৃচ্ছামীতি, স মা মাম্ আগত্য পৃচ্ছতু ; সর্বো বা যয মা মাং পৃচ্ছত । যো বঃ কামযতে—যাজ্ঞবল্ক্যো মাং পৃচ্ছত্বিতি ; তং বঃ পৃচ্ছামি ; সন্নান্ বা যুস্মানহ পৃচ্ছামি । তে হ ব্রাহ্মণা ন দধুযুঃ, তে ব্রাহ্মণা এবমুক্তা অপি ন প্রগল্ভাঃ সঃ স্তোত্রাঃ কিঞ্চিদপি প্রত্যুত্তব বক্তুম্ ॥২৩৩॥২৭॥

টীকা :—সম্বোধনোবাচেতি সম্বন্ধঃ । যো ব ইতি প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—যুস্মাকমিতি । বাধ্যাত ভাগমন্ড্য বাণেষ্যমাদায় ব্যাকবোতি—যো ব ইত্যাদিনা । যথোক্তপ্রশ্নানন্তবং ব্রাহ্মণানামগ্রীভাঃ দশষতি—তে হেতি ॥২৩৩॥২৭॥

ভাষ্যানুবাদ :—‘অথ হ উবাচ’ ইতি । অতঃপব—ব্রাহ্মণগণ তৃক্ষীভাব অবলম্বন করিলে পব, যাজ্ঞবল্ক্য সম্বোধনপুষ্পক বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করেন—‘আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিব’ এইরূপ অভিলাষ করেন, তিনি আমার নিকট আসিয়া প্রশ্ন করুন ; অথবা আপনারা সকলে মিলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করুন । অথবা আপনাদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন যে,—‘যাজ্ঞবল্ক্য আমার নিকট প্রশ্ন করুক’, আমি আপনাদের তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, অথবা আপনাদের সকলের নিকটই আমি প্রশ্ন করিতেছি । ব্রাহ্মণগণকে এ কথা বলিলেও, তাহারা প্রত্যুত্তর দিবার জন্য কোন প্রকার প্রগল্ভতা প্রকাশ করিলেন না (চুপ করিয়া রহিলেন) ॥ ২৩৩ ॥ ২৭ ॥

তান্ হেতৈঃ শ্লোকৈঃ প্রপচ্ছ—

যথা বৃক্ষো বনস্পাতস্তথৈব পুরুষোহমৃষা ।

তস্ত্র লোমানি পর্ণানি ত্বগশ্চোৎপাটিকু বহিঃ ॥২৩৪॥২৮॥(১) .

সরলার্থঃ—[ব্রাহ্মণেষু এবং মহতীভূতেষু সংস্ৰ বাজ্ঞবল্যঃ] এতৈঃ (বক্ষ্যমাণৈঃ) শ্লোকৈঃ তান্ (সভাস্থানং) ব্রাহ্মণান্ পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্)—

বনস্পতিঃ (মহত্বাদিগুণসম্পন্নঃ) বৃক্ষঃ যথা (বাদৃশঃ), পুরুষঃ (জীবদেহঃ) [অপি] তথা এব (তাদৃশ-ধর্মসম্পন্ন এব)—[ইত্যেতৎ] অমৃষা (সত্যম্) । [পুরুষস্ত বৃক্ষসাদৃশ্যং প্রকটয়তি—] তস্ত্র (পুরুষস্ত) লোমানি [সন্তি, বৃক্ষস্ত চ] পর্ণানি (পত্রাণি—) [সন্তি], অস্ত্র (পুরুষস্ত) ত্বক্ (চর্ম) [অস্তি], [বৃক্ষস্ত চ] বহিঃ (বহির্দেশে) উৎপাটিকা (নীরসা ত্বক্) [অস্তি] ইতি ॥২৩৪॥২৮॥(১)

মূলানুবাদঃ—ব্রাহ্মণগণ নির্বাক হইলে পর, বাজ্ঞবল্য নিম্ন-
লিখিত সাতটি শ্লোক দ্বারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

বনস্পতি (মহান্) বৃক্ষ যেরূপ, জীবদেহও ঠিক তদনুরূপ ; পুরুষের লোম সমূহ বৃক্ষের পত্রস্থানীয়, এবং পুরুষের ত্বক্ বৃক্ষের বহিস্থ নীরস বকলের সমান ॥২৩৪॥২৮॥(১)

শাক্তরভ্যাস্তম্—তেষপ্রগন্তভূতেষু ব্রাহ্মণেষু তান্ হ এতৈর্বক্ষ্যমাণৈঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্—যথা লোকে বৃক্ষো বনস্পতিঃ ; বৃক্ষস্ত বিশেষণং বনস্পতিরिति, তথৈব পুরুষোহমৃষা—অমৃষা সত্যমেতৎ । তস্ত্র লোমানি—তস্ত্র পুরুষস্ত লোমানি; ইতরস্ত্র বনস্পতেঃ পর্ণানি ; ত্বগশ্চোৎপাটিকা বহিঃ—ত্বক্ অস্ত্র পুরুষস্ত, ইতরশ্চোৎপাটিকা বনস্পতেঃ ॥২৩৪॥২৮॥(১)

টীকা।—স্বকীয়জ্ঞানপ্রকর্ষণকটনর্থমেব প্রশ্নান্তরমবতারয়তি—তেষিতি । বৃক্ষো বন-
স্পতিরिति পর্যায়দ্বাং পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—বৃক্ষস্তেতি । তত্ তস্ত্র মহত্বমাহেত্যপুনরুক্তিঃ ।
পুরুষস্ত বৃক্ষসাদৃশ্যম্ভেদিত্যুচ্যতে । সাদৃশ্যমেব স্পষ্টয়তি—তস্ত্রৈত্যানি । নীরসা ত্বক্ উৎ-
পাটিকেভ্যুচ্যতে ॥২৩৪॥২৮॥(১)

ভাষ্যানুবাদঃ—সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ বাচালতা পরিত্যাগ করিয়া নির্বাক হইলে পর, বাজ্ঞবল্য পরবর্তী শ্লোকসমূহ দ্বারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

জগতে বনস্পতি বৃক্ষ যেরূপ, পুরুষও (জীবদেহও) ঠিক তাহার অনুরূপ, এ
কণা মিথ্যা নহে—সত্য । পুরুষের লোমসমূহ আর বৃক্ষের পত্রসমূহ সমান ;
পুরুষের চর্ম আর বৃক্ষের উৎপাটিকা (বাহিরের নীরস বকল) সমান । এখানে
'বনস্পতি' শব্দটি বৃক্ষের বিশেষণ—মহত্বাদি গুণবিশেষস্বচক ॥২৩৪॥২৮॥(১)

ত্বচ একাশ্চ রুধিরং প্রশ্ণন্দি ত্বচ উৎপটঃ ।

‘তস্মাদ্ভাদৃশাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ ॥২৩৫॥২৯॥(২)’

সরলার্থঃ ।—[অন্তঃ,] ‘অশ্চ পুরুষশ্চ ত্বচঃ’ (সকাশাৎ) এব রুধিরং প্রশ্ণন্দি (রুধিরং ক্ষরতীতার্থঃ); [বৃক্ষশ্চ চ] ‘ত্বচঃ’ (সকাশাৎ) উৎপটঃ (নির্ঘাসঃ) [ক্ষরতীতি শেষঃ] । তস্মাৎ (বৃক্ষপুরুষয়োঃ সাদৃশ্যাৎ হেতোঃ) আহতাৎ (আঘাতং প্রাপ্তাৎ) বৃক্ষাৎ রসঃ (নির্ঘাসঃ) ইব, আভৃশাৎ (হিংসিতাৎ পুরুষাৎ) ‘তৎ’ (রুধিরং) প্রৈতি (নির্গচ্ছতি) ॥২৩৫॥২৯॥(২)

মূলানুবাদ ।—অপি চ, পুরুষের যেমন ত্বক্ হইতেই রুধির ক্ষরিত হয়, তেমনি বৃক্ষেরও ত্বক্ হইতেই রস নিঃসৃত হয়; বৃক্ষ ও পুরুষের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই আহত বৃক্ষ হইতে যেরূপ রস বহির্গত হয়, আহত পুরুষ-দেহ হইতেও তদ্রূপ রুধির নির্গত হয় ॥২৩৫॥২৯॥(২)

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—ত্বচ এব সকাশাদশ্চ রুধিরং প্রশ্ণন্দি বনস্পতেঃ । ত্বচ উৎপটঃ—ত্বচ এবাৎক্ষুটতি যস্মাৎ; এবং সর্বং সমানমেব বনস্পতেঃ পুরুষশ্চ চ; তস্মাৎ আভৃশাৎ হিংসিতাৎ প্রৈতি রুধিরং নির্গচ্ছতি বৃক্ষাদিবাহতাৎ ছিন্নাৎ রসঃ ॥২৩৫॥২৯॥(২)

টীকা ।—উৎপটো বৃক্ষনির্ঘাসঃ ॥২৩৫॥২৯॥(২)

ভাষ্যানুবাদ ।—যেহেতু, এই পুরুষের যেমন ত্বক্ হইতেই রুধির নিঃসৃত হয়, তেমনি বনস্পতিরও ত্বক্ হইতেই উৎপট অর্থাৎ নির্ঘাস (রস) নির্গত হয় । বনস্পতি ও পুরুষের এ সমস্তই সমান; সেই হেতু আহত—ছিন্ন বৃক্ষ হইতে রসের ত্যায়, হিংসিত পুরুষ হইতেও রুধির নির্গত হয় ॥২৩৫॥২৯॥(২)

মাৎসান্যশ্চ শকরাণি কিনাটংস্ৰাব তৎ স্থিরম্ ।

অস্থীণ্যস্তরতো দারুণি মজ্জা মজ্জোপমা কৃত্য ॥২৩৬॥৩০॥(৩)

সরলার্থঃ ।—তথা অশ্চ (পুরুষশ্চ) মাৎসানি, [বৃক্ষশ্চ চ] শকরাণি (শকলানি—খণ্ডানি); [পুরুষশ্চ] স্ৰাব (স্রাবঃ), [বৃক্ষশ্চ চ] কিনাটং (শকলোভোহুগি অভ্যস্তরহং বকলং), তচ্চ স্থিরং (স্রাববৎ স্তব্ধতম্); [পুরুষশ্চ] অন্তরতঃ (স্রাবাভ্যস্তরে) অস্থীনি, [বৃক্ষশ্চ চ] দারুণি (কাষ্ঠানি) [সন্তি]; মজ্জা মজ্জোপমা কৃত্য (বৃক্ষ-পুরুষয়োঃ মজ্জা তু অস্ত্রোক্তসমানরূপা ইত্যর্থঃ) ॥২৩৬॥৩০॥(৩)

মূলানুবাদঃ—পুরুষের দেহে মাংস আর বৃক্ষের শকরসমূহ (জকের পরবর্তী অংশবিশেষ) সমান, পুরুষের স্নায়ু আর বৃক্ষের কিনাট (শকরের অভ্যন্তরস্থ অংশবিশেষ), উভয়ই বেশ দৃঢ়। পুরুষের যেমন কিনাটের পরে অস্থিসমূহ, বৃক্ষেরও তেমনি বন্ধলের পরে দারু বা কাষ্ঠভাগ সমান; আর মজ্জা অংশ উভয়েরই তুল্য রূপে ॥ ২৩৬ ॥ ৩০ ॥ (৩)

শাক্করভাষ্যম্—এবং মাংসাত্ম্য পুরুষস্ত, বনস্পতেঃ তানি শকুরীণি শকলানীত্যর্থঃ । কিনাটম্ বৃক্ষস্ত, কিনাটং নাম শকলেভ্যোহভ্যন্তরং বন্ধল-রূপং কাষ্ঠসংলগ্নম্, তৎ স্নাব পুরুষস্ত; তৎ স্থিরম্, তচ্চ কিনাটং, স্নাবৎ দৃঢ়ং হি তৎ । অস্থীনি পুরুষস্ত, স্নাবনোহন্তরতোহস্থীনি ভবন্তি, তথা কিনাটস্ত-ভ্যন্তরতঃ দারুণি কাষ্ঠানি, মজ্জা—মজ্জৈব বনস্পতেঃ পুরুষস্ত চ মজ্জোপমা, মজ্জায়া উপমা মজ্জোপমা, নাহ্যো বিশেষোহস্তীত্যর্থঃ । যথা বনস্পতের্মজ্জা, তথা পুরুষস্ত, যথা পুরুষস্ত তথা বনস্পতেঃ ॥ ২৩৬ ॥ ৩০ ॥ (৩)

টীকা ।—বিশেষ্যভাবমেবাভিনয়তি—যথেন্টি ॥ ২৩৬ ॥ ৩০ ॥ (৩)

ভাষ্যানুবাদঃ—এইরূপ, এই পুরুষের যেমন মাংস, তেমনি বনস্পতিরও শকর বা ভিতরের অংশগুলিই মাংসস্থানীয় । বৃক্ষের যাহা কিনাট, তাহা পুরুষের স্নায়ুস্থানীয়; বৃক্ষের কিনাট অর্থ—শকলেরও অভ্যন্তরবর্তী কাষ্ঠসংলগ্ন বন্ধল; তাহাও স্নায়ুর স্থায় দৃঢ়তর; এই জন্ত স্নায়ু ও কিনাটের মধ্যে সাদৃশ্য করিত হইয়াছে । পুরুষের যেমন অস্থি,—অস্থিসমূহ যেমন স্নায়ুর পরবর্তী হইয়া থাকে, তেমনি বৃক্ষেরও কিনাটের পরেই দারু—কাষ্ঠভাগ থাকে । তাহার পর মজ্জার কথা; পুরুষ ও বৃক্ষ উভয়ের মজ্জাই অনুরূপভাবাপন্ন । ‘মজ্জোপমা’ অর্থ—উভয়ের মজ্জাই এক রকম, কিছুমাত্র বিশেষ নাই; অর্থাৎ বনস্পতির মজ্জা যে রূপ, পুরুষের মজ্জাও ঠিক তদ্রূপ, আবার পুরুষের মজ্জা যে রূপ, বনস্পতির মজ্জাও ঠিক সেইরূপ ॥ ২৩৬ ॥ ৩০ ॥ (৩)

যদ্বক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ ।

মর্ত্যঃ স্মিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মাস্মলাৎ প্ররোহতি ॥ ২৩৭ ॥ ৩১ ॥ (৪)

সরলার্থঃ—[এবং যদি বৃক্ষ-পুরুষয়োঃ সাম্যমস্তু, তর্হি—] বৃক্ণঃ (ছিদ্রঃ) বৃক্ণঃ যৎ (যদি) নবতরঃ (অভিনবঃ সন্) মূলান্ পুনঃ (ভুরোহপি) প্ররোহতি (জায়তে), [তর্হি তৎসদৃশঃ] মর্ত্যঃ (মানবঃ—উপলক্ষণং চৈতৎ জ্ঞদমানাম্)

মৃত্যুনা বৃক্ষঃ (বিলীণিতঃ সন্) ক্রমাৎ (কিলক্ষণাৎ) মূলং প্ররোহতি (পুনঃ জায়তে) স্বিং ? ॥ তঃ মূলং তু ন বিজ্ঞায়ত ইতি ভাবঃ । অভিপ্রায়জ্ঞাপনে স্বিংপদম্ ॥ ২৩৭ ॥ ৩১ ॥ (৪)

মূলানুবাদঃ—[বৃক্ষ ও পুরুষের মধ্যে যখন এইরূপ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, তখন—] বৃক্ষ যেমন ছিন্ন হইয়া মূল হইতে পুনর্ব্বার নূতন হইয়া জন্মলাভ করে, মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল মানব মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া বৃক্ষের স্থায় কোন মূল হইতে পুনঃ প্রোহত হয় ? [সেই মূলটি ত জ্ঞানগোচর হইতেছে না] ॥ ২৩৭ ॥ ৩১ ॥ (৪)

শাক্তরভাস্যম্—যদি বৃক্ষো বৃক্ষশিহ্নঃ পুনঃ রোহতি পুনঃপুনঃ প্ররোহতি প্রোহত্বতি, মূলং পুনঃ নবতরঃ পূর্ব্বস্মাদভিনবতরঃ । যদেতস্মাদ্বিশেষণাৎ প্রাক্ ননস্পর্শে: পুরুষস্ত চ সর্বং সামান্ত্রমবগতম্, অয়ন্ত বনস্পর্শে বিশেষো দৃশ্যতে—বৎ ছিন্নস্ত প্ররোহণম্, ন তু পুরুষে মৃত্যুনা বৃক্ষে পুনঃ প্ররোহণং দৃশ্যতে ; ভবিতব্যঞ্চ কুতশ্চিৎ প্ররোহণেন । তস্মাদঃ পৃচ্ছামি—মর্ত্ত্যঃ মনুষ্যঃ স্বিং মৃত্যুনা বৃক্ষঃ কস্মাৎ মূলং প্ররোহতি ? মৃতস্ত পুরুষস্ত কুতঃ প্ররোহণ-মিত্যর্থঃ ॥ ২৩৭ ॥ ৩১ ॥ (৪)

টীকা—সাধক্যে সতি বৈধর্ম্ম্য বক্তৃমশক্যমিত্যাশয়েনাহ—যদ্ যদীতি । ইদমপি সাধক্যমেব কিং ন স্তাদিত্যাশক্যাহ—যদেতস্মাদিতি । এতস্মাদ্বিশেষণাৎ প্রাক্ যদ্বিশেষণমুক্তং, তৎ সর্বমভ্যুয়োঃ সামান্ত্রমবগতমিতি সধক্যঃ । ‘বৃক্ষস্তাশ্বত্থেতি শেষঃ । মা ভূতস্ত প্ররোহণমিতি চেন্নেতাহ—ভবিতব্যং চেতি । ‘ঋবং জন্ম মৃতস্ত চ’ ইতি স্মৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৩৭ ॥ ৩১ ॥ (৪)

ভাষ্যানুবাদ—বৃক্ষ যদি ছেদনের পর পুনর্ব্বার নবতর হইয়া—পূর্ব্বাপেক্ষা অভিনব হইয়া মূল হইতে বারংবার প্রোহত হয়, তবে এই মর্ত্ত্য (প্রাণিগণ) মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া কোন মূল হইতে পুনর্ব্বার প্রোহত হয় ? অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্ম কোথা হইতে হয় ?

অভিপ্রায় এই যে, ইতঃপূর্বে বৃক্ষ ও পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ সাগ্য জানা গিয়াছে ; কিন্তু বৃক্ষেতে এই একটা মাত্র বিশেষ বা পার্থক্য দেখা যাইতেছে যে, ছিন্ন বৃক্ষেরও পুনর্ব্বার প্রোহত্ব দেখা যায়, কিন্তু পুরুষ মৃত্যুকর্ডক কবলিত হইলে, তাহার আর প্রোহত্ব পরিলক্ষিত হয় না ; অথচ তাহারও কোন মূল হইতে প্রোহত্ব হওয়া উচিত ; অতএব তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মৃত্যুর পর কোথা হইতে পুনর্ব্বার প্রোহত হয় ? ॥ ২৩৭ ॥ ৩১ ॥ (৪)

রৈতস ইতি মা বোচত জীবিতঃ প্রজায়তে ।

ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষোহঞ্জসা প্রেত্য সম্ভবঃ ॥২৩৮॥৩২॥(৫)

সন্ন্যাসার্থঃ ।—[স্বয়মেব তদবশায়িতুং বিচার্যতে—‘রৈতসঃ’ ইত্যাদিভিঃ ।]

রৈতসঃ (শুক্রাৎ) [প্রজায়তে] ইতি মা বোচত (নৈবং বক্তুং মহতঃ) ; [যস্মাৎ] তৎ (রৈতসঃ) জীমূতঃ [জীবনবিশিষ্টাৎ পুরুষাৎ] প্রজায়তে, (নতু মৃত্যুং) । কিং চ, বৃক্ষঃ ধানারুহঃ (বীজসম্বৃতঃ) ইব (অপি ভবতি, ন কেবলং কাণ্ডরুহ ইতি ভাবঃ) প্রেত্য (মৃত্যু—মরণানন্তরং) অঞ্জসা (প্রত্যক্ষত এব) সম্ভবঃ (সমুৎপন্নঃ) [ভবেৎ, নৈবং পুরুষস্ত দৃশ্যতে ইত্যশয়ঃ] ॥ ২৩৮॥৩২॥(৫)

মূলানুবাদঃ ।—যদি বল, শুক্র হইতে [প্রাদুর্ভূত হয়] না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, জীবিত ব্যক্তি হইতেই শুক্রের উৎপত্তি হয়, মৃত ব্যক্তি হইতে হয় না । বিশেষতঃ বীজসম্বৃত বৃক্ষ ধ্বংসের পরও যথাযথরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, বৃক্ষ যে কেবল বীজ হইতেই হয়, তাহা নহে, কাণ্ডদেশ হইতেও হইয়া থাকে ; সুতরাং কেবল শুক্রকেই পুরুষোৎপত্তির কারণ বলিতে পারা যায় না । ২৩৮ ॥ ৩২ ॥ (৫)

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—যদি চেদেবং বদথ—রৈতসঃ প্ররোহতীতি মা বোচত মেবং বক্তুং মহতঃ ; কস্মাৎ ? যস্মাজ্জীবন্তঃ পুরুষাৎ তদ্রৈতসঃ প্রজায়তে, ন মৃত্যুং । অপি চ, ধানারুহঃ—ধানা বীজং, বীজরূহোহপি বৃক্ষো ভবতি, ন কেবলং কাণ্ডরুহ এব । ইবশব্দোহনর্থকঃ ; নৈ বৃক্ষোহঞ্জসা সাক্ষাৎ প্রেত্য মৃত্যু সম্ভবঃ ; ধানাতোহপি প্রেত্য সম্ভবো ভবেৎ অঞ্জসা পুনর্বনম্পতে: ॥২৩৮॥৩২॥(৫)

টীকা ।—জীবতো হি রৈতো জায়তে, স এব কৃতো ভবতীতি বিচার্যতে । ন চাসিদ্ধে-
নাসিদ্ধস্ত সাধনং, ন চ পুরুষান্তরাদিত্যে বাচ্যমেকাসিদ্ধাবস্তরগ্রহণোগুণপত্তিরিতি মন্বানো
হেতুমাহ—যস্মাদিতি । বৈষম্যান্তরমাহ—অপি চেতি । কাণ্ডরুহোহপীতিপের্থঃ । বৈষম্যঃ
প্রতিপক্ষিত্যতক ইত্যিতি প্রেত্যাহ—বৈ বৃক্ষ ইতি । অঞ্জনেত্যাদেরর্থমুক্তা । বাক্যার্থমাহ—
ধানাতোহপীতি ॥২৩৮॥৩২॥(৫)

ভাষ্যানুবাদ ।—তোমরা যদি এইরূপ বল, শুক্র হইতে সমুৎপন্ন হয় ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, শুক্র জীবিত পুরুষ হইতেই সম্ভূত হয়, কিন্তু মৃত পুরুষ হইতে হয় না । আর এক কথা,—ধানা অর্থ—বীজ ; [বৃক্ষ বীজ হইতে হয় বলিয়া ‘ধানারুহ’-পদবাচ্য] ; বৃক্ষ যে, কেবল কাণ্ডদেশ হইতেই

‘জন্মে, তাহা নহে—বীজ হইতেও জন্মে।’ প্রতির ‘ইব’ শব্দটির কোন অর্থ নাই।’ বৃক্ষ মরিয়া যে, ধান্য হইতেও পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, (কিন্তু পুরুষের প্রাদুর্ভাব সঙ্গত প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে) ॥২৩৮॥৩২॥(৫)

যৎ সমূলমারহেয়ুবৃক্ষং ন পুনর্যভবেৎ ।

মর্ত্যঃ স্মিত্যুতানা বৃক্ষং কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি ॥২৩৯॥৩৩॥(৬)

সঙ্গলার্থঃ ।—বৃক্ষং যৎ (যদি) সমূলং (মূলেণ সহ) আরহেয়ঃ (সম্যক্ ছিন্দেয়ঃ), [তর্হি সঃ] পুনঃ ন অভবেৎ (ন উৎপদ্যতে) ; [তস্মাৎ বঃ পৃচ্ছামি—] মর্ত্যঃ মৃতানা বৃক্ষং সন্ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি স্মিৎ ? ॥২৩৯॥৩৩॥(৬)

মূলানুবাদঃ ।—কেহ যদি বৃক্ষকে সমূলে ছেদন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহা আর পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হয় না ; [অতএব জিজ্ঞাসা করি—] মর্ত্য ব্যক্তি মৃত্যু-কর্তৃক বিনাশিত হইয়া কোন মূল কারণ হইতে পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥ ২৩৯ ॥ ৩৩ ॥ (৬)

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—যৎ যদি, সহ মূলেণ ধানয়া বা আরহেয়ঃ উদ্বেচ্ছে-
য়ুরুৎপাটয়েয়ঃ বৃক্ষম্, ন পুনরাভবেৎ পুনরাগত্য ন ভবেৎ । তস্মাদ্ বঃ পৃচ্ছামি,
সর্ব্বশ্চৈব জগতো মূলং—মর্ত্যঃ স্মিত্যুতানা বৃক্ষং কস্মাৎ মূলাৎ প্ররো-
হতি ? ॥২৩৯॥৩৩॥(৬)

টীকা ।—তথাপি কথং বৈষম্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদযদীতি । পুরুষস্তাপি পুনরুৎপত্তিঃ
মার্জিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বোক্তং নিগময়তি—তস্মাদিতি ॥২৩৯॥৩৩॥(৬)

ভাষ্যানুবাদঃ ।—বৃক্ষকে যদি মূলের সহিত কিংবা বীজের সঙ্গে সম্পূর্ণ-
রূপে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই বৃক্ষ আর পুনর্ব্বার আশিয়া
স্থিতিলাভ করে না ; অতএব তোমাদিগকে সর্ব্ব জগতের মূলভূত কারণ
সবন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মর্ত্য ব্যক্তি মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া কোন মূল কারণ
হইতে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ? ॥৩৯॥৩৩॥(৬)

‘জাত এব ন জায়তে কো যেনং জনয়েৎ পুনঃ ।

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতিন্দাতুঃ পরায়ণম্ ।

‘তিষ্ঠমানস্যন্তদিদ ইতি ॥ ২৪০ ॥ ৩৪ ॥ (৭)

সঙ্গলার্থঃ ।—[যদি মতসে—অয়ং মর্ত্যঃ] জাত এব (নিত্যং পরিনিশ্চয়
এব), [জাতঃ] ন জায়তে (ন উৎপদ্যতে), [তস্মাৎ তদ্বিবরে প্রশ্ন এব নোপ-
পদ্যতে ইতি ; যৈবম্, যতঃ পুনরপি জায়তে এবায়ম্] ; [তস্মাৎ পৃচ্ছামি—] হু

(ভোঃ) কঃ এনং (মর্ত্যং) পুনঃ জন্মেৎ ? [অথবা, অয়ং মর্ত্যঃ জাত এব নিত্যং নিপন্ন এব ; অতঃ ন জায়তে ; অতএব চ কঃ হু এনং (মর্ত্যং) পুনঃ জন্মেৎ ?—ন কোহপি—ইত্যাক্ষেপঃ ।]

[ইদানীং শ্রুতিরেব জগতঃ মূলং উপদিষ্টমাহ—] বিজ্ঞানং আনন্দং (আভ্যাং বিশেষণাভ্যাং বুদ্ধিজ্ঞান-বিষয়স্বথয়োর্ব্যাবৃত্তিঃ,) রাতিঃ (রাতেঃ—ধনশ্চ, ষষ্ঠার্থঃ প্রথমা,) দাতুঃ (ধনদাতুঃ কৰ্ম্মিণঃ), তিষ্ঠমানশ্চ (অকৰ্ম্মিণঃ), তদ্বিদঃ (ব্রহ্মবিদশ্চ) পরায়ণঃ (পরমাশ্রয়ভূতঃ) ব্রহ্ম, (ঈদৃশং ব্রহ্মৈব তঃ মূলমিতি ভাবুঃ) ইতি ॥ ২৪০ ॥ ৩৪ ॥ (৭)

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ—[যদি মনে কর,] মর্ত্য নিত্যই জাত ; সুতরাং পুনরায় আর জন্মে না । [না, সে কথাও বলিতে পার না ; কেন না, মর্ত্য নিশ্চয়ই জন্মিয়া থাকে ; অতএব জিজ্ঞাসা করি ;] কে ইহাকে উৎপাদন করে ? [অথবা, যদি মনে কর, মর্ত্য নিত্যই জাত ; সুতরাং জন্মে না ; কাজেই ইহাকে আবার জন্মাইবে কে ?]

[অতঃপর শ্রুতি নিজেই জগতের মূল কারণ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন—] জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, এবং ধনদাতা কৰ্ম্মীর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ স্ত্রানীর পরমাশ্রয়ভূত ব্রহ্মই [মূল কারণ] ॥ ২৪০ ॥ ৩৪ ॥ (৭)

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে নবম ব্রাহ্মণের মূলানুবাদ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্—জাত এবৈতি মন্তব্যং যদি, কিমত্র প্রষ্টব্যমিতি ; জনিত্বতো হি সম্ভবঃ প্রষ্টব্যঃ, ন জাতশ্চ ; অয়ং তু জাত এব, অতোহস্মিন্ বিষয়ে প্রশ্ন এব নোপপত্ত্ব ইতি চেৎ ; ন ; কিস্তর্হি ? মৃতঃ পুনরপি জায়ত এব, অত্থাণা অকৃত্যভ্যাগম-কৃতনাশপ্রসঙ্গাৎ ; অতো বঃ পৃচ্ছামি—কো হু এনং মৃতং পুনর্জন্মেৎ ? তন্ন বিজজু ব্রাহ্মণাঃ—যতো মৃতঃ পুনঃ প্ররোহতি, জগজ্জৈ মূলং ন বিজাতং ব্রাহ্মণৈঃ । অতো ব্রহ্মিষ্ঠত্বাৎ হতা গাবো যাক্ষবক্যেন, জিতা ব্রাহ্মণাঃ । সমাপ্তাধ্যায়িকা । ১

টীকা।—স্বভাববাদমুখাপত্তি—জাত ইতি । ইতিশব্দকোত্তরসমাপ্তার্থঃ । তদেব স্মৃটয়তি—জনিত্বমানশ্চ ইতি । ন জায়ত ইতি ভাগেনোত্তরমাহ—বৈত্যাধিনা । স্বভাববাদে বোধ-মাহ—অন্তর্থেতি । স্বভাবাসম্ভবে কলিতমাহ—অত ইতি । উক্তমেব স্মৃটয়তি—জগত ইতি ।

নহু চ প্রতিপ্রামাণ্যং সংবেদ্যানন্দস্বরূপম্ । ব্রহ্ম কিং তত্র বিচার্যম্ ? ইতি ; ন, বিরুদ্ধপ্রতিবাদদর্শনাৎ । সূতায়, আনন্দশব্দো ব্রহ্মণি শ্রুয়তে, বিজ্ঞান-প্রতিবেদনৈকত্বাৎ—“যত্র ব্রহ্ম সর্বমাত্মৈবাবৃত্তকং সর্বকং পশ্যেৎ তৎ কেন কং বিজ্ঞানীয়াম্”, “যত্র নাস্তি পুণ্ড্রিত্যন্তঃ শৃণোতি নাত্তদ্বিজানাতি স ভূম্য” “প্রোক্তেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ” ইত্যাদিবিরুদ্ধপ্রতিবাদ্য-দর্শনাৎ ; তেহ কৰ্ত্তব্যো বিচারঃ । তস্মাদবৃত্তং বেদবাক্যার্থনির্ণয়ান্ন বিচরয়ি-তুম্ ।—মোক্ষবাদিবিপ্রতিপত্তেষ্চ ; সাঙ্গ্যা বৈশেষিকাশ্চ মোক্ষবাদিনঃ—নাস্তি মোক্ষে স্থং সংবেদ্যমিত্যেবং বিপ্রতিপত্তাঃ ; অত্রে—নিরতিশয়স্বং স্বসংবেদ্য-মিতি । ৪

বিচারমাক্ষিপতি—নয়িতি । বিরুদ্ধপ্রত্যর্থনির্ণয়ার্থং বিচারকর্ত্তব্যতাং দর্শয়তি—নেতি । সংপ্রবাক্যং বিরূপোতি—সত্যমিত্যাদিনা । একত্বেনৈতি বিজ্ঞানপ্রতিবেদনপ্রতিবেদ্যবোধোহরতি—যদ্ব্যেত্যাদিনা । ইত্যাদি শ্রবণমিতি শেষঃ । কলিতমাহ—বিরুদ্ধকর্ত্ত্বীতি । প্রতিবিপ্রতি-পত্তেবিচারকর্ত্তব্যতামুপসংহরতি—তস্মাদিতি । তত্রৈব হেতুস্তমাহ—মোক্ষেনিতি । তামেব বিপ্রতিপত্তিং বিরূপোতি—সাংখ্যা ইতি । ৪

কিং তাবদবৃত্তম্ ? আনন্দাদিশ্রবণাৎ “জগৎ ক্রীড়ন রমমাণঃ”, “স যদি পিতৃ-লোককামো ভবতি” “স সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ”, “সর্বান কামান্ সমশ্রুতে” ইত্যাদি প্রতিভ্যো মোক্ষে স্থং সংবেদ্যমিতি । নন্যেকত্বাৎ কারকবিভাগাভাবাদ্ বিজ্ঞান-রূপপত্তিঃ ; ক্রিয়ানাস্তানেককারকসাধ্যত্বাৎ, বিজ্ঞানস্ত চ ক্রিয়াত্বাৎ । নৈব দোষঃ, শব্দপ্রামাণ্যং ভবেদ্বিজ্ঞানমানন্দবিষয়ে ; “বিজ্ঞানমানন্দম্” ইত্যাদীজ্ঞানন্দস্বরূপ-স্তাসংবেদ্যত্বেন্নরূপপত্তানি বচনানীত্যবোচাম । ৫

বিমর্শপূর্বকং পূর্বপক্ষং গৃহীতি—কিং তাবদিত্যাদিনা । আনন্দাদিশ্রবণাদ্বিজ্ঞানমানন্দ-জ্ঞেতি প্রতিপ্রোক্তে স্থং সংবেদ্যমিতি যুক্তমিতি সন্ধ্যাঃ । তত্রৈব বাক্যান্তরাগুদাহতি—জগদিত্যাদিনা । পূর্বপক্ষমাক্ষিপতি—নয়িতি । মোক্ষে চেদিদৃশ্যত্বং স্থজ্ঞানং, তর্হি তদনেক-কারকসাধ্যং বাচ্যং, ক্রিয়াত্বং পাকাদিবং, সর্বৈকত্বাৎ চ মোক্ষে কারকবিভাগাভাবাৎ স্থ-সংবেদনং সম্ভবতীত্যর্থঃ । জগন্ত কারকপেক্ষারামপি স্থজ্ঞানস্তাজগদ্ব্যাপ্ততদপেক্ষেত্যশঙ্ক্যাহ—ক্রিয়ানাস্তেনিতি । বা ক্রিয়া সাধনেককারকসাধ্যোতি ব্যাপ্তেগমনাদাবগতত্বজ্ঞানস্তাপি স্বার্থত্বেন ক্রিয়াত্বানেককারকসাধ্যতা সিদ্ধেবেত্যর্থঃ । প্রতিপ্রামাণ্যমাত্রিত্য পূর্ববাদী-পরিহরতি—নৈব দোষ ইতি । তদেব স্মৃটয়তি—বিজ্ঞানমিতি । ৫

নহু বচনেনাপ্যত্রে শৈত্যম্, উদকস্ত চৌষধ্যং ন ক্রিয়ত এব, জ্ঞাপকত্বাচ্চনা-নাম্ । ন চ দেশান্তরেহগ্নিঃ শীতঃ ইতি শক্যত এব জ্ঞাপয়িতুম্, অগম্যে বা দেশান্তর উচ্চমুদকমিতি । ন ; প্রত্যগাদ্বিজ্ঞানন্দবিজ্ঞানদর্শনাৎ, ন “বিজ্ঞানমান-

ক্ষম্ ইত্যেবমাঙ্গীনাং চিনানাং শীতোহগ্নিঃ ইত্যাদিবা ক্যবৎ প্রত্যক্ষাদিবিকল্পার্থ
প্রতিপাদকত্বম্ ৷ ৬

• অথৱে ব্রহ্মণি ঐতিপ্রামাণ্যসানন্দজ্ঞানমুক্তমাক্ষিপতি—নমিতি । অদ্বৈতশ্রুতিবিবোধঃ
ব্রহ্মণি বিজ্ঞানক্রিয়াকারকবিভাগপেশা নোপপত্ততে । নহি বিজ্ঞানমানন্দমিত্যাদিবিচনানি
মানান্তববিরোধেন বিজ্ঞানক্রিয়াং ব্রহ্মণ্যুৎপাদয়ন্তি, তেষাং জ্ঞাপকত্বাৎ, জ্ঞাপকস্ত চাবিরোধো-
পেক্ষত্বাৎ, অন্ত্যথাহসিপসঙ্গাহিতার্থঃ । লৌকিকজ্ঞানস্ত ক্রিয়াত্বেহপি মোক্ষঃ “জ্ঞান” ক্রিয়ৈব
ন ভবতি । তন্ন, বিজ্ঞানাদিবা ক্যাত্বৈতশ্রুতিবিবোধোক্তীত্বাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । পশ্য-
পাবস্রোঃ সর্কটৈককণপাববিজ্ঞানস্তাপি লোকবেদযোবেককণপত্বমেবেতি ভাবঃ । মানান্তর
বিরোধাদানন্দজ্ঞানস্ত সত্ত্বমেব বা নিষিধ্যতে, তস্ত ক্রিয়াত্বং বা নিবাক্রিয়তে ? তত্রাত্ত-
দুষ্যতি—নেতাদিনা । তদেব স্পষ্টযতি—ন বিজ্ঞানমিতি ৷ ৬

অমুভূযতে অবিকল্পার্থতা,—স্বখ্যমিতি স্বখ্যাত্মকমাত্মানং স্বয়মেব বেদয়তে,
ঔস্মাৎ স্ততরাং প্রত্যক্ষাবিকল্পার্থতা, তস্মাদানন্দং ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্মকং সৎ স্বয়মেব
বেদীয়তে । তথা “আনন্দপ্রতিপাদিকা। ঐতবঃ সমঞ্জসাঃ স্যুঃ—“জগৎ ক্রীড়ন্
নমমাণঃ” ইত্যেবমাত্মাঃ পূর্বোক্তাঃ ৷ ৭

• স্বজ্ঞানস্ত গুণত্বাকীবাৎ ক্রিয়াত্বনিরাকরণমিষ্টমেবেতি মহাহ—অমুভূযতে ইতি । অমু-
ভবমেবাত্তিনযতি—স্বখ্যমিতি । তথাপি ঐতিবিরোধঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্য প্রত্যক্ষানুসাবেণ সাপি
নেতব্যেতাশয়েনাহ—তস্মাদিতি । আত্মজ্ঞানজ্ঞানস্ত ক্রিয়াত্বানঙ্গীকারাৎ কারকভেদাপেক্ষা-
ভাবাদিতার্থঃ । ঔপত্বপক্ষে চ প্রত্যক্ষস্তানুগুণত্বাদাগমস্ত বিবোধিনস্তদনুসাবেণ নেয়ত্ব-
নবিকল্পাপমস্ত ভূয়ত্বাদিত্যাশয়ঃ । অবিকল্পার্থতা বিজ্ঞানাদিশ্রুতেবিতি শেষঃ । গুণগুণি-
ভাবেবপি নাদৈতশ্রুতিঃ শকা নৈতুমিত্যাশঙ্ক্য স্ববেদত্বপক্ষমাত্রিত্যাহ—তস্মাদানন্দমিতি ।
যথাকর্তৃকং ব্রহ্মণ্যানন্দস্ত বেদত্বে ত্রীতীনামানুগুণ্যমঙ্গীত্যাহ—তথেনিতি ৷ ৭

ন, কার্য্যকরণাভাবেহনুপপত্তের্বিজ্ঞানন্ত । শবীববিয়োগো হি মোক্ষ আত্ম-
স্তিকঃ ; শবীবাভাবে চ কবণানুপপত্তিবাশ্রয়াভাবাৎ, ততঃ বিজ্ঞানানুপপত্তি-
বকার্য্যকরণত্বাৎ । দেহাত্মভাবে চ বিজ্ঞানোৎপত্তৌ সর্কেষাং কার্য্যকবণোপাদানান
র্থক্যপ্রসঙ্গঃ । একত্ববিবোধোচ্চ—পবঞ্চৎ ব্রহ্ম আনন্দাত্মকম্, আত্মানং নিত্য-
বিজ্ঞানত্বান্নিত্যমেব বিজ্ঞানীবাৎ, তন্ন, সংসারীষাপি সংসারবিনিমুক্তঃ স্বাভাব্যঃ
প্রতিপত্তেত, জলাশয় ইবোদকাজলিঃ ক্ষিপ্তো ন পৃথক্লেন ব্যবতিষ্ঠতে, আনন্দা-
ত্মকব্রহ্মবিজ্ঞানায় ; তস্মা মুক্ত আনন্দাত্মকমাত্মানং বেদয়ত ইত্যেতদনর্থকং
বাক্যম্ ৷ ৮

আনন্দো বেত্তো ব্রহ্মসীতি চোদিতো সিদ্ধান্তমাহ—নেতি । আগন্তুকমনাগন্তকং বা জ্ঞানং
মুক্তাবানন্দং গোচরয়তি ? নান্ত ইত্যাহ—কার্য্যোতি । অনুপপত্তিমেব কোরয়তি—শরীরেতি ।
কার্য্যকরণমোরভাবেহপি যোকে ব্রহ্মানন্দজ্ঞানং অনিস্কতে, সংসারে হি হেতুপেক্ষেতাশঙ্ক্যাহ—

দেহাদীতি । ক্রীতীয়ং দুষয়তি—একত্বেন্ । ন হি ব্রহ্মবর্ষপজ্ঞানেইব বেচ্ছান্দ্রব্রহ্মপং
অবিত্তমুংসহতে, বিষয়বিষয়িণোরেকত্ববিরোধঃ, তত্শচানাগত্বেকমপি, জ্ঞানং, মুক্তো নানন্দমধি-
করোতীত্যর্থঃ ।

কিঞ্চ, ব্রহ্ম বা মুক্তো বা সংসারী বা ব্রহ্মানন্দং গোচরয়েৎ ? তত্রাত্মমহুবদতি—পরং
চৌদতি । তস্মিন্ পক্ষে ন ব্রহ্ম স্বরূপানন্দং বেত্তি তেনৈক্যাৎ, একত্র বিষয়বিষয়িত্বানুপপত্তেক্তত্বা-
দিত্যি দুষয়তি—তন্নেতি । নাপি সংসারী ব্রহ্মানন্দং গোচরয়তি, স ঋদ্ধিবৃত্তে সংসারে
• সংসারিণমাত্মানন্দমভিমমুমানো ন ব্রহ্মানন্দমাকলয়িতুমলং, সংসারে নিবৃত্তে তু ততো বিনিমুক্তো,
ব্রহ্মবাভাব্যং প্রতিপত্তমানস্তদানন্দং তদেব বিষয়কভূতং নাইতীতি তৃতীয়ং প্রত্যা—সংসাধ্য-
পীতি । মুক্তোহপি ব্রহ্মণোহভিন্নো ভিন্নো বেতি বিকল্যাভেদপক্ষমভূতাভেদে—জ্ঞেন্তি ।
ব্রহ্মাভিন্নস্ত মুক্তস্ত তদানন্দবিষয়ীকরণমুক্তস্তায়েন নিরন্তুতি—তদেতি । ৮

অথ ব্রহ্মানন্দম্ অতঃ সন্ মুক্তো বেদয়তে, প্রত্যগাত্মানং চ—‘অহমাত্মানন্দ-
স্বরূপঃ’ ইতি, তদৈকত্ববিরোধঃ ; তথা চ সতি সর্বশ্রুতিবিরোধঃ । • তৃতীয়া চ
কল্পন্য নোপপত্ততে । কিঞ্চাত্যং—ব্রহ্মণশ্চ নিরন্তরাহ্মানন্দবিজ্ঞানে • বিজ্ঞানা-
বিজ্ঞানকল্পনানর্থকাম্ ; নিরন্তরং চেৎ আত্মানন্দবিষয়ং ব্রহ্মণো বিজ্ঞানম্, তদেব
তত্ত্ব স্বভাব ইতি আত্মানন্দং বিজ্ঞানাতীতি কল্পনা অনুপপত্তা ; অতদ্বিজ্ঞানপ্রসঙ্গে
হি কল্পনায়া অর্থবদ্ধম্, যথা আত্মানং পরঞ্চ বেদীতি । ন হি ইচ্ছাত্ত্যাক্তমনসে
নৈরন্তর্যেণ ইয়-জ্ঞানাজ্ঞানকল্পনায়া অর্থবদ্ধম্ । ৯

ভেদপক্ষমভুবদতি—অথেন্ । ব্রহ্মানন্দং প্রত্যগাত্মানমিতি সম্বন্ধঃ । বেদনপ্রকার-
মভিনয়তি—অহমিতি । তত্ত্বমস্তাদিশ্রুতিবিরোধেন নিস্কাকরোতি—তদেতি । মুক্তো ব্রহ্মণঃ
সকাশাভিন্নোহভিন্নো বা মা ভূৎ, ভিন্নাভিন্নস্ত আদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তৃতীয়েন্ । সর্বত্র ভেদাভেদ-
বাদস্ত দূষিতবাদিত্যর্থঃ । ব্রহ্মণঃ স্বানন্দস্তাবেচ্ছাহে হেতুস্তরমাহ—কিংচাস্তুদিত্যি । তদেবোপ-
পাদয়তি—নিরন্তরং চেদিত্যি । আখ্যাতপ্রয়োগস্ত তর্হি কৃত্যর্থবৎ, তত্রাহ—অতদ্বিজ্ঞানেন্ ।
দেবদত্তো হি বুদ্ধিপূর্বকারিত্বাবস্থায়ঃ স্বাত্মানমন্ত্য চ বিবিচ্য জানাতি, নন্তদেতুভয়ধা-
দর্শনাস্তত্রাখ্যাতপ্রয়োগো যুক্ত্যেত, নৈবং ব্রহ্মণাজ্ঞানপ্রসঙ্গোহস্তি, নিত্যাজ্ঞানবতাবস্থাৎ,
তথা চ তত্রাখ্যাতপ্রয়োগো নার্যবানিত্যর্থঃ । ব্রহ্মণাখ্যাতপ্রয়োগানর্থক্যং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—
ন হীতি । ৯

অথ বিচ্ছিন্নমাত্মানন্দং বিজ্ঞানাতীতি—বিজ্ঞানস্তাব্যবিজ্ঞানচ্ছিদ্রে অন্তবিষয়-
প্রসঙ্গে আত্মানশ্চ বিক্রিয়াবদ্ধম্ ; তত্শচানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ । তস্মাদ্বিজ্ঞানমানন্দমিতি
স্বরূপাধাখ্যানপরৈব শ্রুতিনা আত্মানন্দসংবেদ্যত্বার্থা । “জজ্ঞং ক্রীড়ন” ইত্যাদিশ্রুতি-
বিরোধোহসংবেদ্য ইতি চেৎ ; ন ; সর্কাত্মৈকত্বে যথাপ্রাপ্তভবাদিধাৎ—মুক্তস্ত
সর্কাত্মভাবে সতি যত্র, কচিং যোগিযু দেবেযু বা জজ্ঞাদি প্রাপ্তম্, জ্ঞং যথা-
প্রাপ্তমেবানুভূতে—তত্ত্বত্বেব সর্কাত্মত্ববাদিতি সর্কাত্মত্বমোক্তন্তত্রে । ১০

প্ৰত্যপাঙ্গনি নিত্যজ্ঞানসিদ্ধি শব্দরূপিত—অর্থোক্তি । ‘বিচ্ছিন্নমিতি’ ক্রিয়াবিশেষণম্ ।
পরিহার্য—বিজ্ঞানান্তেতি । আত্মনো বিজ্ঞানস্তা হিহ্রমন্তরালমস্বাবস্থা, তদাংপি বিজ্ঞান-
মন্তি চেৎ, তন্তাত্ত্ববিষয়ত্বপ্রসঙ্গঃ, তথৈব চ ‘যজ্ঞাত্মং পশুতি’ ইত্যদ্বিক্রান্তেরান্ননো মর্ত্যতাপত্তিঃ ।
ন চেত্তদা বিজ্ঞানং, তদা পাষণবদচেতনত্বং, বিজ্ঞপ্তিকৃৎপানদীকারাদিত্যর্থঃ । আত্মনো-
হনিত্যজ্ঞানবদে দোষান্তরমাহ—আত্মনচেতি । আনন্দজ্ঞানে ব্রহ্মণি বিষয়বিষয়িত্বাযোগশ্চেৎ
কথং বিজ্ঞানাদিবাক্যমিত্যাশঙ্ক্যাপসংহবতি—তন্মাদিতি । ব্রহ্মণ্যানন্দস্তাবুৎপত্তে অতি-
বিবোধমুক্তং স্বাবয়বিত্তি—জ্ঞানমিতি । সর্বত্রাত্মনো মুক্তস্তৈক্যে সতি যোগাদিষু যথা জ্ঞানাদি-
প্রাপ্তঃ, তথৈব তদমুবাদিত্বাদিত্যঃ ক্ষেত্রেণ বিবোধোহস্তীতি পবিরহরতি—নেত্যাदिना । ‘তদেব
প্রপঞ্চরতি—মুক্তশ্চেতি । কিমমুবাদে ফলমিতি চেত্তদাহ—তত্ত্বশ্চেতি । মুক্তস্ত যোগাদিষু
সর্বত্রাত্মতাবাদেব তত্র প্রাপ্তং জ্ঞানাত্মত্ব মুক্তিস্তত্বেৎনুত্তে, তন্মামুবাদেবৈবর্থ্যমিত্যর্থঃ । ১০

যথাপ্রাপ্তাত্মবাদিত্তে হুঃখিত্বমপীতি চেৎ,—যোগাদিষু যথাপ্রাপ্ত-জ্ঞানাদিবৎ
স্বাববাদিষু যথাপ্রাপ্তহুঃখিত্বমপীতি চেৎ ; ন, নামকপকৃতকার্য্যকরণোপাধিসম্পর্ক-
জনিত-ব্রাহ্মণ্যাবোপিতত্বাৎ সুখিত্ব-হুঃখিত্বাদি বিশেষশ্চেতি পবিরহতমেতৎ সর্ধম্ ।
বিরুদ্ধশ্রুতীনাঞ্চ বিষয়মবোচাম । তস্মাৎ “এবোহস্ত পরম আনন্দঃ” ইতিবৎ
সর্গাণ্যানন্দবাক্যানি দ্রষ্টব্যানি ॥২৪০॥৩৪॥(৭)

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্ত নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥৩৪॥

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-

শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বৃহদারণ্যকভাষ্যে

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

বিদুষঃ সার্বাঙ্গেন যোগাদিষু প্রাপ্তজ্ঞানাত্মমুবাদে স্তাদতিপ্রসক্তিবিত্তি শব্দে—যথা-
প্রাপ্তেতি । ‘অতিপ্রসঙ্গমেব একটয়তি—যোগাদিষু’ । অবিদ্বাস্তকনামরূপবিরচিতো-
পাধিবয়সম্বন্ধনিবন্ধনিখ্যাজ্ঞানাধীনত্বাদান্নি হুঃখিত্বাদিশ্রুতীতে: ন তত্র তত্ত্বতো হুঃখিত্বং, ন
চ জ্ঞানাত্মপি বাস্তবমাবিত্তেব মুক্তিস্তত্বেৎনুবাদাৎ, হুঃখিত্বং হি নামুবাদোহতিহীনত্বপ্রাপ্তে-
রিত্তি পরিহার্য—নেত্যাदिना । যৎ তু বিরুদ্ধশ্রুতিদুষ্টেনাগমার্থো নির্ণাতো ভবতীতি, তত্রাহ
—বিরুদ্ধেতি । বেত্তত্বাবেত্তত্বাদিশ্রুতীনাং সোপাধিকনিরূপাধিকবিষয়ত্বেন মধুকাণ্ডে
ব্যবহৃত্ত্বত্যাং । ব্রাহ্মণার্থমুপসংহরতি—তন্মাদিত্তি । ব্রহ্মণ্যানন্দস্তা বেত্তত্বাত্মা হুঃখিত্বপহং
তচ্ছকার্য্যঃ । এবৈবোহস্তেত্যত্র ভেদো ন বিবক্ষিতঃ, সর্গাত্মতাবস্ত প্রকৃতত্বাত্মা বিজ্ঞানাদি-
বাক্যোপানন্দস্তা বেত্ততা ন বিবক্ষিতা । উক্তরীত্যা ত্বেত্তত্বাত্মা হুঃখিত্তিপাদত্বাৎ, তন্মাদতি-
শয়ানন্দং চিদেকতানং বস্ত্র সিদ্ধিমিত্যর্থঃ ॥ ২৪০ ॥ ৩৪ ॥(৭)

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্রষ্টব্যানি তৃতীয়াধ্যায়স্ত নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—যদি মনে কর যে, মৃত্যু ত স্বভাবতই জাত; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর জিজ্ঞাস্য কি আছে ?—যাহা জন্মিলে, তাহারই জন্ম বিষয়ে প্রশ্ন করা বাইতে পারে, কিন্তু জাত পদার্থের সম্বন্ধে নহে; এই আত্মা যখন "চিরদিনই উৎপন্ন রহিয়াছে, (আর পুনঃপুনঃ হইবে না,) তখন এবিষয়ে 'ত প্রশ্নই সম্ভব হয় না; না একথা বলিতে পার না; কারণ, মৃত্যুর পরও নিশ্চয়ই জন্ম হইয়া থাকে; তাহা না হইলে কৃতনাশ ও অকৃতাত্মাগম নামক দুইটা দোষ ঘটিতে পারে (১) । অতএব তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—মৃত্যুর পরে এই মর্ত্যকে পুনর্বার কে জন্মায়? সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না; অর্থাৎ মৃত্যুর পর যাহা হইতে পুনরায় জন্ম লাভ হয়, সেই মূল কারণ নিরূপণ করিতে পারিলেন না; অতএব ব্রহ্মিষ্ঠ স্ব নিবন্ধন যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট সন্নিবেশিত হইলেন; তিনি গোপন লইয়া গেলেন। এখানেই আখ্যাত্তিকার সমাপ্তি হইল। ১ ।

অতঃপর—যাহা জগতের মূল কারণ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের বৈরূপ নির্দেশ হইয়া থাকে এবং স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যও ব্রাহ্মণগণকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; স্বয়ং শ্রুতিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন—“বিজ্ঞানং”—বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ, তাহাই আবার আনন্দ স্বরূপও বটে, কিন্তু উহা বিষয়জ জ্ঞানের স্থায় দুঃখমিশ্রিত নহে; তবে কি না, উহা শিব (কলাগম্য), অমুপম—সর্ববিধ ক্লেশসম্পর্ক-বর্জিত, নিত্যতৃপ্ত ও একরস (একস্বভাব) । উক্ত উভয়বিধ বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম কি প্রকার?—খনদাতার—কর্মাচ্ছাত্তা বজ্রমানের পরায়ণ—পরম আশ্রয় অর্থাৎ কর্মফলপ্রদাতা । অপিত, যাহারা লোকৈষণা, বিবৈষণা ও পুত্রৈষণা, এই ত্রিবিধ কামনা হইতে সম্পূর্ণ বৈরত হইয়া সেই ব্রহ্মতেই স্থিতি লাভ করেন; অকর্ম্মী (জ্ঞানী) এবং ব্রহ্মবিৎ—যিনি সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক অবগত হন, তাহাদেরও পরমাশ্রয়স্বরূপ । ২

(১) তাৎপর্য—কৃতনাশ অর্থ—যে সমস্ত কর্ম করা হয়, সে সমস্ত কর্মের নিশ্চলতা, আর অকৃতাত্মাগম অর্থ—বৈরূপ কর্ম করা হয় নাই, সে রূপ কর্মের ফলভোগ করা । অভিপ্রায়—এই যে, মর্ত্য পুরুষ যদি মৃত্যুর পর, পুনরায় জন্ম লাভ না করে, প্রত্যেক জন্মই যদি অভিনব—স্বভাবজাত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, কোন জীবই স্বকৃত কর্মের ফলভোগ করে না এবং সে রূপ ভোগের সম্ভাবনাও থাকে না; সুতরাং স্বকৃত কর্ম গুলি নষ্ট—বিকল হইয়া যায়, আর প্রত্যেকের পক্ষেই অকৃত—যাহা নিজে করে নাই, এরূপ ফলের ভোগ সম্ভাবিত হয় । তাহার ফলে জগতের বৃক্ষবান বৈচিত্র্য রক্ষা পাইতে পারে না ইত্যাদি ।

অতঃপর, এ বিষয়ে এইরূপ আলোচনা করা যাইতেছে—অপভ্রম 'আনন্দ' শব্দ সুখবাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ; অথচ এখানে "আনন্দং ব্রহ্ম" এইবাক্যে আনন্দ শব্দটি ব্রহ্মের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং "অন্তান্ত্র শ্রুতিতেও ব্রহ্ম-বিশেষণরূপে 'আনন্দ' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে দেখা যায়; যথা—'ব্রহ্মকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন,' 'আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে,' 'এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দস্বরূপ না হইত,' 'যাহা ভূমা (পরম মহৎ ব্রহ্ম), তাহাই সুখস্বরূপ', এই পরমাত্মাই পরম আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি। 'আনন্দ' শব্দ সাধারণতঃ অনুভবযোগ্য সুখেই প্রসিদ্ধ, অতএব ব্রহ্মানন্দও যদি অনুভব-যোগ্য হয়, তাহা হইলেই ব্রহ্মবিষয়ে প্রযুক্ত উক্ত 'আনন্দ' শব্দ যুক্তিযুক্ত হয়, (সচেৎ সঙ্গত হয় না)। ৩।

ভাল কথা, স্বয়ং শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিতেছেন, তখন ব্রহ্মও অনুভবযোগ্য আনন্দস্বরূপই হউক; ইহাতে আব বিচার্য বিষয়—কি আছে? না—একথাও বলিতে পারা যায় না; কেন না, এ বিষয়ে বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যও পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা সত্য বটে, ব্রহ্মবিষয়ে যেমন আনন্দশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মৈকত্বপক্ষে বিজ্ঞানৈবও (অনুভবেরও) প্রতিবেদ শুনিতে পাওয়া যায়; যথা—'যখন মুখস্থব সমস্তই আনন্দস্বরূপ হইয়া যায়, তখনকে কাহাকে কিসের দ্বারা দর্শন করিবে? কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে?' 'যাহাতে অণু কিছু দর্শন করে না, অণু কিছু প্রবণ করে না, এবং অণু কিছু জানে না, তাহাই ভূমা (ব্রহ্ম) 'জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য বা অন্ত্যস্তর কিছুই জানে না' ইত্যাদি। অতএব পরম্পর বিরুদ্ধার্থ-বোধক শ্রুতি থাকায় বিচার করা আবশ্যক হইতেছে; সুতরাং বেদবাক্যের প্রকৃতার্থ নিরূপণের জন্ত বিচার করা উচিত। বিশেষতঃ মোক্ষবাদিগণের মধ্যে বিরুদ্ধ মত দর্শনেও বিচারের আবশ্যকতা আছে,—হ্যাংখ্য ও বৈশেষিক উভয়েই মোক্ষবাদী; তাঁহারা বলেন—মুক্তিতে অনুভবযোগ্য কোন সুখ থাকে না; অণু সম্প্রদায় বলেন যে, মুক্তিতেও নিরতিশয়—যাহা অপেক্ষা আর অধিক নাই, এইরূপ আনন্দ অনুভব হইল থাকে। অতএব বিচারের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। ৪

এমত অবস্থায় কোন পক্ষ অবলম্বন করা উচিত? না, আনন্দ প্রভৃতি শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ দর্শনে এবং 'মুক্ত পুরুষ হস্ত ক্রীড়া ও রমণ করতঃ', 'তিনি বাঁকু, শিতলোককারী হন', 'বিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ', 'সমস্ত কাম (বিষয়)

উপভোগ করেন' ইত্যাদি প্রতিবাক্যদ্বারা স্বীকৃত করিতে হয় যে, মুক্তিতেও সুখ-সংবেদন হইয়া থাকে। ভাল, একই সিদ্ধান্তপক্ষে কার্যকর বিভাগ যখন থাকে না, তখন সে পক্ষে সুখ বিজ্ঞান হইবে কিরূপে? কারণ, ক্রিয়ামাত্রই বহুকারক-সাধ্য; বিজ্ঞানও যখন একটি ক্রিয়া, তখন একই পক্ষে আনন্দানুভব হইবে কি প্রকারে? না, ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, এবিষয়ে যখন স্পষ্ট প্রতিপ্রমাণ রহিয়াছে, তখন ব্রহ্মানন্দের অনুভবও বিরোধ হইতে পারে না; আর আনন্দ অনুভবগোচর না হইলে যে, 'বিজ্ঞানমানন্দম্' প্রভৃতি বাক্যই অসঙ্গত হয়, সেকথাও আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ৫।

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, বচন থাকিলেই কি হয়?—বচনে ত নিশ্চয়ই অগ্নির শীতলতা, কিম্বা জলের উষ্ণতা জন্মাইতে পারে না; কারণ, বচন (শব্দ প্রমাণ) কেবল বস্তুর স্বভাব জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু অত্যাশ্চর্য অগ্নি শীতল, অথবা আগুণ কোনও স্থানে জল স্বভাবতঃ উষ্ণ—উষ্ণ জ্ঞাপন করিতে পারে না; [জ্ঞাপন করিলেও, সে বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় না]। না—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কেন না, পরমাণুগত আনন্দের যে, অনুভব হয়, ইহা প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ 'অগ্নি শীতল' ইত্যাদি বাক্য যেমন প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধার্থ, প্রকাশক, 'বিজ্ঞানম্ আনন্দম্' এবম্বিধ বাক্যগুলি সেরূপ কোনপ্রকার বিরুদ্ধার্থ প্রকাশক নহে। ৬

অগ্নি ঐ সকল প্রতিবাক্যের যে, অর্থগত বিরোধ নাই, তাহা অনুভবসিদ্ধও বটে,—'আমি সুখী' ইত্যাদিরূপে আত্মার সুখরূপত্ব সকলেই অনুভব করিয়া থাকে; (১) সুতরাং আত্মার আনন্দস্বরূপত্ব কথাটা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ হইতেছে না; অতএব আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্মক বলিয়াই আপনি আপনাকে অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ হইলেই আত্মার আনন্দস্বরূপত্ব-প্রতিপাদক পূর্বোক্তাঙ্কিত "জ্ঞানং ক্রীড়নং রমণাং" ইত্যাদি প্রতিবাক্যেরও সামঞ্জস্য রক্ষা পাইতে পারে। ৭

(১) এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, 'অহং সুখী' বলিলে বুঝা যায় যে, সুখ আত্মার ধর্ম, কিন্তু আত্মা সুখাত্মক নহে; সুতরাং ভাষ্যকার 'আত্মার সুখাত্মতা অনুভব হয়' বলিলেন কিরূপে? তদন্তরে বলিতে পারা যায় যে, ইহাদের মতে ধর্ম ও ধর্মী পৃথক বস্তু নহে; উভয়ই এক সত্তার অধীন; সুতরাং ধর্ম ও ধর্মী অভিন্ন পদার্থ; অতএব 'অহং সুখী' বাক্যেও সুখ-ধর্মটিকে তাহার আভ্রয়ভূত আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা অনুচিত হয় না।

ন) — একথা হইতে পারে না ; কারণ, দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবে বিজ্ঞানোৎপত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না ; কেন না, আত্যন্তিক যৌক্তিকদশায় ইন্দ্রিয়শ্রয় শরীর থাকে না ; শরীর রূপ আশ্রয় না থাকায় ইন্দ্রিয় থাকিও সম্ভব হয় না ; অতএব দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকায় আনন্দবিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তি একেবারেই সম্ভব হয় না । আর যদি দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবেও বিজ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও এই দেহেন্দ্রিয়াদি পরিগ্রহের কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না ; একথা একত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধও বটে ; কারণ, পর ব্রহ্ম নিত্য বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া যদি আপনার আনন্দাত্মক স্বভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে, ত সর্বদাই প্রকাশ করিতেন ; কিন্তু তাহা ত কখনই করেন না ; আর সংসারী জ্ঞাত্বাও যখন সংসার হইতে বিনিমুক্ত হয়, তখন সে আপনার প্রকৃত স্বরূপই প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং সংসারীর পক্ষেও ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না । তাহার পর, মুক্ত আত্মা ত—জ্ঞানশয়ে নিক্ষিপ্ত জলাঞ্জলির দ্বায় ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায়, কিন্তু আনন্দাত্মক ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্ম কখনই পৃথক হইয়া থাকে না ; অতএব ‘মুক্তিদশায় জীব আনন্দাত্মক আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকে’ এ কথাই কোন অর্থই থাকে না । ৮

‘আর যদি তল, মুক্ত আত্মা পৃথক থাকিয়াই ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকে ; এবং ‘আমি আনন্দস্বরূপ’ বলিয়া প্রত্যগাত্মাকে (আপনাকে) অনুভব করিয়া থাকে, তাহা হইলেও একত্বসিদ্ধান্তের বিরোধ ঘটে, এবং সমস্ত প্রতিবাক্যেরও বাধা ঘটে, অথচ এতদতিরিক্ত আর তৃতীয় কোন কল্পনা করাও সম্ভব হয় না । আরও এক কথা, ব্রহ্ম যদি সর্বদাই আত্মানন্দ অনুভব করিতে থাকে, তাহা হইলে, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান-বিভাগ কল্পনা করা নিরর্থক হইয়া পড়ে ; আত্মার আনন্দবিষয়ক বিজ্ঞান যদি সর্বদাই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, বলিতে হইবে যে, তাহাই তাহার স্বভাব ; সুতরাং ‘আত্মা আনন্দ অনুভব করে’ এইরূপ নূতন করিয়া অনুভব কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে না । অতএব যদি তাহার আগন্তুক বিজ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেই ঐরূপ কল্পনার সার্থকতা হইতে পারে, যেমন ‘আপনাকে ও অপরকে জানে’ ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা হয়, তদ্রূপ, অবিস্মৃতভাবে যাহার মন কেবল ইমূর্তে একান্ত নিবিষ্ট, তাহার সম্বন্ধে যেমন ইমূর্তিবিষয়ে জ্ঞান ও অজ্ঞানের কল্পনা অর্থহীন, তেমনি বিজ্ঞানাত্মক আত্মা কখনও জ্ঞানকে জানে, কখনও জানে না, এইরূপ কল্পনারও কোনই অর্থ থাকে না । ৯

এই দোষ পরিহারের জন্ত যদি বল, আত্মা বিচ্ছিন্নভাবেই স্বীয় আনন্দের অনুভব করিয়া থাকে ; তাহা হইলেও আত্মবিজ্ঞানের ছিদ্রে, অর্থাৎ যে সময়ে আত্মানন্দবিষয়ে জ্ঞান না থাকে, সেই সময়ে অত্ম বিষয়ে বিজ্ঞান হইতে পারে ; তাহা হইলেও আত্মার নির্বিকারভাব নষ্ট হয় ; নির্বিকারত্ব নষ্ট হইলেই তাহার অনিত্যত্ব আসিয়া পড়ে। অতএব বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মের কেবল স্বরূপমাত্র প্রতিপাদন করাই “বিজ্ঞানমানন্দম্” এই শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের অনুভাব্যতা প্রতিপাদন করা উহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্মানন্দ যদি অনুভবযোগ্য হয় না হয়, তাহা হইলে ‘জক্ষণ ক্রীড়ন’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ? না, সে আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্ম ও নিখিল আত্মা যখন একই বস্তু, তখন ঐ শ্রুতিটি যথাপ্রাপ্তার্থানুবাদক অর্থাৎ বাহ্য স্বতই সম্ভবপর হয়, ঐ শ্রুতিটি তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে মাত্র। অতী প্রায় এই যে, মুক্তাত্মা যখন সমস্ত আত্মার সঙ্গে এক—অভিন্ন হইয়া যায়, তখন যোগী বা দেবতা প্রভৃতি যে কোনও আত্মাতে হস্তক্রীড়া দি বাহ্য কিছু হয়, তাহাই সেই মুক্ত পুরুষের হস্ত ক্রীড়াদিরূপে পরিগণিত হয় ; কারণ, তখন তিনি সর্বাশ্চভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্বাশ্চভাবরূপ মোক্ষের প্রশংসার জন্তই স্বতঃপ্রাপ্ত হস্তক্রীড়া প্রভৃতি ব্যাপার ঐ সমস্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু অত্ম কোনও নূতন বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে না। ১০

ভাল কথা, ঐ সকল শ্রুতি যদি স্বতঃপ্রাপ্ত বিষয়েরই অনুবাদক মাত্র হয়, তাহা হইলেও সর্বাশ্চভাবাপন্ন মুক্ত পুরুষের হস্তক্রীড়া দি প্রাপ্তির জ্ঞান হঃখাদি প্রাপ্তিও ত হইতে পারে—উৎকৃষ্ট দেহে যেমন হস্তক্রীড়া দি সম্ভাবিত হয়, তেমনি স্থাবরাদি দেহে আবার নিরতিশয় হঃখসম্বন্ধও তাহার হইতে পারে ? না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, যত কিছু সুখ-হঃখাদি-সম্বন্ধ, তৎ সমস্তই নামরূপকৃত কার্য্য-করণরূপ (দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ) উপাধি-সম্পর্কজনিত ভ্রান্তি-বিজ্ঞানে অধ্যায়োপিত মাত্র—কোনটিই সত্য নহে ; এই প্রশ্নালীতে পূর্বেই উক্ত আপত্তির পরিহার করা হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধার্থ-বোধক শ্রুতি-সমূহেরও প্রতিপাদ্য বিষয় যে, কি হইতে পারে, তাহা পূর্বেই বন্ধিমাছি। অতএব, “এষোহস্ত পরম আনন্দঃ” (ইহাই ইহার—জীবের পরম আনন্দ) এই শ্রুতিগত ‘আনন্দ’ শব্দের জ্ঞান আনন্দবোধক অন্ত্যন্ত শ্রুতিবাক্যেরও তুল্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে ৥২৪০॥৩৪॥

৯৩৫

‘বৃহদারণ্যকোপনিষদঃ।

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে তৃতীয়াধ্যায়ের ভাস্কর্যবাদ সমাপ্ত ॥৩৯॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

[ব্রাহ্মণক্রমেণ তু পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।]

চতুর্থোধ্যায়ঃ

• **আভাসভাষ্যম্** ।—জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রে । অস্ত সঞ্চকঃ—
শারীরাত্মনঃ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যাহ, পুনরুদয়ে দিগ্ভেদেন চ পুনঃ পঞ্চা-
বুহা, হৃদয়ে প্রত্যাহ, হৃদয়ং শরীরঞ্চ পুনরুদ্যোতপ্রতিষ্ঠঃ প্রাণাদিপঞ্চবৃত্ত্যাং কৈ-
সমানীয্যে জগদাত্মনি সূত্র উপসংহৃতা, জগদাত্মানং শরীরহৃদয়সূত্রাবস্থমতিক্রান্ত-
বান্ য ঔপনিষদঃ পুরুষঃ—নেতি নেতীতি ব্যপদিষ্টঃ, স সাক্ষাচ্চ উপাদান কারণ-
স্বরূপেণ চ নির্দিষ্টঃ “বিজ্ঞানমানন্দম্” ইতি । তত্রৈব বাগাদিদ্বৈতাদ্বারেণ
পুনরধিগম্য কৰ্তব্য—ইত্যধিগমনোপায়ান্তরার্থোহরমারম্ভো ব্রাহ্মণদ্বয়ম্ । আখ্যা-
য়িকা তু আচারপ্রদর্শনার্থা ।—

আভাসভাষ্যানুবাদ ।—জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রে ইত্যাদি ।
অতীত তৃতীয়াধ্যায়ের সহিত ইহার সঞ্চক এইরূপ—পূর্ব অধ্যায়ের শেষে শারীর-
প্রভৃতি অষ্টবিধ পুরুষের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া, পরশ্চ হৃদয় মধ্যে তাহাদের
উপসংহার করিয়া, আবার দিগ্ভেদানুসারে তাহাদের পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া
পুনশ্চ হৃদয়ে তাহাদের উপসংহার প্রদর্শন করা হইয়াছে । তাহার পর, পরস্পর
পরস্পরে আশ্রিত হৃদয় ও শরীরকে প্রাণাপানাদি পঞ্চবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট ‘সমান’
সংজ্ঞক জগদাত্মাস্বরূপ ‘সূত্রে’ উপসংহার করিয়া, আবার শরীর, হৃদয় ও সূত্র
সেই জগদাত্মাকে, ‘সমানের’ ও অতীত যে ঔপনিষদ পুরুষ ‘নেতি নেতি’ বাক্যে
নির্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহাকেই ‘বিজ্ঞানম্’ ‘আনন্দম্’ বাক্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও উপা-
দান কারণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । এখন আবার বাক্ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা দ্বারা তাহার উপলব্ধি করান আবশ্যক ; এই জন্ত তাহাকে লাভ কব্ধিবার
পক্ষে আরো যে সমস্ত উপায় আছে, তৎপ্রতিপাদনার্থ পরবর্তী ব্রাহ্মণদ্বয় আরম্ভ
হইতেছে । পূর্বের ত্রায় এখানেও বিজ্ঞাগ্রহণের নিয়ম বা আচার প্রদর্শনার্থ
একটি আখ্যায়িকা প্রদর্শিত হইতেছে ।

ওম্ জনকো হ বৈদেহ আসাঞ্চক্রে ইত্যহ যাজ্ঞবল্ক্য আবত্বাজ ।
তৎ হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশুনিচ্ছন্নগুস্তানিতি ।
উভয়মেব সত্রাড়িতি হোবাচ ॥ ২৪১ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।—জনকঃ (তত্পাথিকঃ) বৈদেহঃ (বিদেহাধিপতিঃ)

আসাক্ষক্রে (আগন্তুকানর্থং দর্শনক্সাগাং স্থানং অধিষ্ঠিতবান্), হঃ (ঐতিহ্যে) ।
 অথঃ (অনন্তরং) যাজ্ঞবল্ক্যঃ (তন্মামক ঋষিঃ) আব্রাজ (তত্রাগতঃ) । (জনকঃ)
 তং (যাজ্ঞবল্ক্যং) উবাচ হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, [ত্বং] কিমর্থং অচারীঃ ? (মমান্তিকম্
 আগতোহসি ?) পশূন্ (গবাদীন্) ইচ্ছন্, অথস্তান্ (স্মাস্তান্ হৃষিক্সেয়ার্থান্)
 [বা জাতুম্] ? ইতি । [এবং পৃষ্ঠঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—হে সম্রাট, উভয়-
 মেব (পশূনপি ইচ্ছন্, হৃষিক্সেয়ানর্থানপি জাতুমিতার্থঃ) ॥২৪১॥১॥

মূলানুবাদ :—বিদেহদেশাধিপতি জনক মহারাজ একদা
 লোকের দর্শনোপযুক্ত স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন । অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য
 ঋষি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন । জনক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কি উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিয়াছ ?—
 পুনর্হ পশুলাভের ইচ্ছায় ? অথবা আমার নিকট বহুবিধ সূক্ষ্ম তত্ত্ব
 জ্ঞানিবার ইচ্ছায় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট, উভয়ের ইচ্ছায়ই,
 অর্থাৎ পশুলাভের ইচ্ছায়ও আসিয়াছি এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন শুনিবার
 ইচ্ছায়ও আসিয়াছি ॥ ২৪১ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ :—জনকো হ বৈদেহ অসাক্ষক্রে আসনং কৃতবান্
 আস্থায়িকং দত্তবানিত্যর্থঃ, দর্শনকামেভ্যো রাজ্ঞঃ । অথ হ তন্মিন্নবসরে যাজ্ঞ-
 বল্ক্য আব্রাজ আগতবান্ আস্থানো যোগক্ষেমার্থম্, রাজ্ঞো বা বিবিদিষাং দৃষ্ট্বা
 অনুগ্রহার্থম্ । তত্রাগতং যাজ্ঞবল্ক্যং যথাবৎ পূজাং কৃত্বা উবাচ হ উক্তবান্
 জনকঃ—হে যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থম্ অচারীঃ আগতোহসি ? কিং পশুনিচ্ছন্ পুনরপি,
 আহোস্থিং অথস্তান্ স্মাস্তান্ স্মবস্তনির্ণয়ান্তান্ প্রশ্নান্ মন্তঃ শ্রোতুমিচ্ছসিতি ।
 উভয়মেব—পশূন্ প্রশ্নাংশ্চ, হে সম্রাট । সম্রাড্ভিত্তি বাজপেয়যাজিনো লিঙ্গম্ ;
 যশাক্সয়া রাজ্যং প্রশান্তি, স সম্রাট, তত্ত্বামঙ্গলং হে সম্রাড্ভিত্তি, সমস্তস্ত বা ভার-
 তস্ত বর্ষস্ত রাজা ॥২৪১॥১॥

টীকা । পূর্বস্মরণ্যায়ৈ জগন্তায়ৈন সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম নির্ধারিতম্ । ইদানীং বাদস্তায়ৈন
 তদেব নির্ধারিতম্ভায়াস্তরমবতারয়তি—জনক ইতি । তত্র ব্রাহ্মণদ্বয়ত্বাভ্যন্তরমবতারং প্রতি-
 রক্ষীতে—অস্তেতি । তদেব বক্তৃং বৃত্তং কীর্তয়তি—শারীরাভ্যানিতি । নিরুহ প্রত্যাছেতি
 বস্তার্থ্য ব্যবহার্যমাপত্তেত্যর্থঃ । প্রত্যাছ হৃদয়ে পুনরুপসংহতৌতি বাবৎ । জগদাস্তানীতা-
 যাক্তৌতি । সূত্রশব্দেণ তৎকারণং গৃহ্যতে । অতিক্রমণং তত্ত্বগদোবাঃসংস্পৃষ্টম্ । অনন্তর-
 ব্রাহ্মণদ্বয়তাৎপর্যমাহ—তস্তেবেতি । বাগান্তবিষ্টাঙ্গীষয়াদিষু দেবতাসু ব্রহ্মদৃষ্টিধারেত্যর্থঃ ।
 পূর্বোক্তাঙ্গমবাস্তিরেকাদিসাধনাপেক্ষয়াস্তরমবতারঃ । আচার্য্যবতা ঐক্যাদিসম্পন্নেন বিদ্যা

লক্ষ্যোতাচারঃ । অপ্রাপ্তপ্রাপ্তিযোগঃ, প্রাপ্তস্ত রক্ষণঃ ইক্ষম ইতি বিভাগঃ । ভারতস্ত স্মৃতি
দ্বিমবৎসতুপর্ধ্যন্তস্ত দেশান্তেতি যাবৎ ॥ ২৪১ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—বিদেহাধিপতি জনক আসন করিয়া বসিয়াছিলেন, অর্থাৎ যাহারা রাজদর্শনের অভিলাষে আগমন করে, তাহাদের দর্শনোপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন । সেই অবসরে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি, আপনার যোগক্ষেমের জন্তই হউক, অথবা রাজার তত্ত্বজিজ্ঞাসা-দর্শনে অনুগ্রহপ্রবণার্থই হউক আসিয়াছিলেন । মহারাজ জনক সমাগত যাজ্ঞবল্ক্যকে যথাবিধি অর্চন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছ ?—পুনর্বারও পশুলাভের প্রত্যাশার ? কিংবা আমার নিকটে অশ্বস্ত—অর্থাৎ স্বস্ত তত্ত্ব-নির্ণায়ক নানা প্রকার প্রশ্ন শুনবার ইচ্ছায় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট, উভয়ের ইচ্ছায়ই অর্থাৎ পশুলাভ ও প্রশ্ন শ্রবণ উভয়ের জন্তই আসিয়াছি । সম্রাট শব্দটি বাজপেয়যাজীর চিহ্ন, অর্থাৎ সম্রাট শব্দে সম্বোধন করায় বুঝা যাইতেছে যে, জনক মহারাজ বাজপেয়নামক বস্ত্র করিয়াছিলেন, এবং তিনি আজ্ঞাক্রমে অপর পর রাজাদেরও শাসন করিতেন ; অথবা তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন ; এই জন্ত তিনি সম্রাট শব্দে সম্বোধনের যোগ্য ॥ ২৪১ ॥ ১ ॥

যৎ তে কশিচদব্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি, অব্রবীন্মে জিত্বা শৈলিনির্বাগ্ বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যামান্ ক্রয়াৎ, তথা তচ্ছৈলিনিরব্রবীদ্ বাঐষ্মে ব্রহ্মেত্যবদতো হি কিছুশ্চাদিতি, অব্রবীত্তু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাম্, ন মেহব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড্ভিতি, স বৈ নো ক্রুহি যাজ্ঞবল্ক্য ।

বাগেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞেত্যেনদুপাসীত । কা প্রজ্ঞতা যাজ্ঞবল্ক্য । বাগেব সম্রাড্ভিতি হোবাচ । বাচা বৈ সম্রাড্ বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়ত ঋষেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ক্বাঙ্গিরস ইতি-হাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীকটং হুতমাশিতং পায়িতময়ঞ্চ লোকীঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি বাটৈব সম্রাট প্রজ্ঞায়ন্তে, বাঐষ্মে সম্রাট পরমং ব্রহ্ম । নৈনং বাগ্জহাতি, সর্বাণ্যেনং ভূতাত্তিক্ররন্তি, দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি, য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে । হস্ত্যশ্বভূৎসহস্রং

‘সদস্যমীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ’। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা
 মেহমন্তত নাননুশিষ্য হুরেতেতি ॥ ২৪২ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ।—[যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—হে সন্ন্যাসী,] কশ্চিৎ (আচার্য্যঃ) তে
 (তুভ্যং) যৎ অত্রবীৎ (উক্তবান্), তৎ [বয়ং] শৃণ্বাম (শ্রোতুমিচ্ছাম) ইতি ।
 [জনক আহ—] শৈলিনিঃ (শিলিনস্তাপত্যং পুমান্) জিত্বা (জিত্বাখ্য আচার্য্যঃ)
 মে (মহ্যং) অত্রবীৎ (অকথয়ং)—বাক্ (বাগ্দেবতা) বৈ (এব) ব্রহ্ম ইতি ।
 [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—যুক্তমুক্তমেতৎ] ; যথা মাতৃমান্ (অনুশাসনক্ষমা মাতা - যশাস্তি,
 সঃ), পিতৃমান্ (উপদেশপ্রদানোচিতঃ পিতা যশাস্তি, সঃ), আচার্য্যবান্ (উপ-
 নয়নাৎ পরং সমাবর্তনপর্য্যন্তং উপদেষ্টা গুরুঃ যশাস্তি, সঃ এবংবিধ আচার্য্যঃ)
 ক্রয়াৎ (উপদিশেৎ) [শিষ্যং], তথা শৈলিনিঃ তৎ অত্রবীৎ—বাক্ বৈ ব্রহ্ম
 ইতি ; হি (যতঃ) অবদতঃ (বাগ্বিধুরস্ত মুকস্ত) কিং স্তাৎ ? (ঐহিকং পারত্রিকং
 বা ন কিমপীত্যর্থঃ) । তু (পুনঃ) [সঃ] তস্ত (বাগ্ব্রহ্মণঃ) আয়তনং প্রতিষ্ঠাৎ
 (আশ্রয়ং) তে (তুভ্যং) অত্রবীৎ ? [জনক আহ—] [স আচার্য্যঃ] মে (মহ্যং) ন
 অত্রবীৎ (আয়তনবিজ্ঞানং ন উপদিষ্টবান্) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে
 সন্ন্যাসী, এতৎ (বাগ্ব্রহ্ম) একপাদ্ (পাদত্রয়শ্চুমিত্যর্থঃ) বৈ (এব) । হে যাজ্ঞ-
 বল্ক্য, সঃ [আচার্য্যত্বেন কল্পিতঃ স্বঃ] নঃ (অস্থান্) ক্রাই (কথয়) [আয়তনমিতি
 শেবঃ] । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বাক্ (বাগিন্দিয়ম্) এব আয়তনং (শরীরম্),
 আকাশঃ প্রতিষ্ঠা (ত্রৈকালিক আশ্রয়ঃ) ; এনৎ (এতৎ বাগ্ব্রহ্ম) ‘প্রজ্ঞা’ ইতি
 (প্রজ্ঞারূপেণ) উপাসীত । [অস্ত বাগ্ব্রহ্মণঃ বাগিন্দিয়ং দ্বিতীয়ঃ পাদঃ, আকাশঃ
 তৃতীয়ঃ পাদঃ, প্রজ্ঞা চ চতুর্থঃ পাদঃ ইতি ভাবঃ] । [জনকঃ পপ্রচ্ছ] হে যাজ্ঞ-
 বল্ক্য, কা প্রজ্ঞতা ? (কিং প্রজ্ঞেব প্রজ্ঞতা, উত প্রজ্ঞাতঃ অতিরিক্তঃ কশ্চিৎ
 ধর্মঃ ? হে সন্ন্যাসী, বাক্ এব [প্রজ্ঞতা] ইতি হ [যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ] । [কথম্ ?]
 হে সন্ন্যাসী বৈ (যতঃ) বাচা বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়তে (অয়ং মম বন্ধুরিতি বাচা এব পরি-
 চীয়তে ইত্যর্থঃ), তথা হে সন্ন্যাসী, ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্কস্বিরসঃ
 (অপর্যবেদঃ), ইতিহাসঃ, পুরাণম্, বিদ্যা, উপনিষদঃ, শ্লোকাঃ, সূত্রাণি, অনুব্যা-
 খ্যানানি, ব্যাখ্যানানি, ইষ্টং, (যাগজনিতং ধর্মজাতম্), হতং (হোমজং ধর্ম-
 জাতং), আশিতং (অন্ন-দানকৃতং), পায়িতং (পানীয়দানকৃতং), অয়ং (বর্তমানঃ)
 চ লোকঃ (জন্ম), পরং (ভবিষ্যৎ) চ লোকঃ (জন্ম), [কিং বহুলা,] সর্বাণি চ ভূতানি
 বাচা এব প্রজ্ঞায়ন্তে, [অতঃ] হে সন্ন্যাসী, বাক্ বৈ (এব) ‘পরমং ব্রহ্ম । যঃ (যঃ

কশ্চিৎ জনঃ) এবং বিদ্বান্ (জানন্ সন্) এতৎ (বাগ্ ব্রহ্ম) উপাশ্বে, বাক্ এনং (বাগ্ ব্রহ্মবিদং) ন জহাতি ; সৰ্বাণি ভূতানি এনং (বাগ্ ব্রহ্মবিদং) অতি (লক্ষ্যকৃত্য) ক্ষরন্তি (স্বং স্বৰ্থম্ উপহরন্তি) ; ইহং (অগ্নিন্নেব দেহে) দেবঃ ভূত্বা (দেবত্বং প্রাপ্য) দেবান্ অপ্যেতি (দেহপাতোত্তরকালং চ দেবত্বম্ অভি- সম্পত্ততে ইত্যর্থঃ) । [এতৎ শ্রদ্ধা] বৈদেহঃ জনকঃ উবাচ হ—[বিষ্ণুম্ভ্যাং] হৃত্যবভং (হস্তিতুলাঃ শ্বভঃ যত্র, তৎ তথাভূতং) সহস্রং (গোসহস্রং) * [তুভ্যাং] দদামি ইতি । [এবমুক্তঃ] সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—শিষ্যান্ অননুশিষ্য (উপ- দেশেন কৃতার্থান্ অকৃত্বা) ন হরৈত (কিঞ্চিদপি ন গৃহীরাং) ইতি মে (মম) পিতা । অমগ্নত, মমাপি তথৈব মতমিত্যভিপ্রায়ঃ) ইতি ॥ ২৪২ ॥

মূলানুবাদ :—[যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বিদেহাধিপতি জনক মহা- রাজকে বলিলেন—তোমার বহু আচার্য্য আছে ; তন্মধ্যে কোন এক আচার্য্য তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি । [জনক বলিলেন,] শিলিনের পুত্র—শৈলিনি জিহ্বানামক আচার্য্য আমাকে বলিয়াছিলেন—‘বাক্ই ব্রহ্ম’ । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, একথা খুব সত্য ; উপযুক্ত পিতা, মাতা ও গুরুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত আচার্য্য যেরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, শৈলিনি জিহ্বাও তোমাকে ঠিক সেইরূপই উপদেশ দিয়াছেন—“বাগ্ বৈ ব্রহ্ম” ইতি ; কেন না, যে লোক বাগ্ বিহীন, তাহার কোন্ কার্য্য সম্পন্ন হয় ?—ঐহিক বা পারলৌকিক কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না । কিন্তু তোমাকে সেই বাগ্ ব্রহ্মের আয়তন (শরীর) ও প্রতিষ্ঠা (নিয়ত আশ্রয়) সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন কি ? [জনক বলিলেন,] না, তিনি আমাকে তাহা বলেন নাই । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] ‘হে সম্রাট্, ইহা ইহাতেছে’ ব্রহ্মের একপাদ, অর্থাৎ একটি মাত্র অংশ ; [এখনও অপর তিনটি পাদ তোমার অবিজ্ঞাত রহিয়াছে] । [জনক বলিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তদ্বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা আছে ; অতএব আপনিই আমাকে তাহা বলুন । [জনক বলিলেন,] বাগ্ বিদ্যই ইহার অয়তনঃ এবং আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা ; ইহাকে ‘প্রজ্ঞা’ বলিয়া উপাসনা করিবে । [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই ‘প্রজ্ঞা’ কথার অর্থ কি ? প্রজ্ঞা অর্থ কি বাক্ ? না তাহার ধর্ম্ম ? [যাজ্ঞবল্ক্য]

বলিলেন—হে সন্ন্যাসী, বাক্‌ই, অর্থাৎ বাক্‌ই এখানে প্রজ্ঞাশব্দের অর্থ ।
 কেন না, 'হে সন্ন্যাসী, বাক্‌দ্বারাই বন্ধুকে উত্তমরূপে জানা যায়, এবং
 ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিজ্ঞা,
 উপনিষদ (বেদরস), শ্লোক, সূত্র, অনুব্যখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট (যজ্ঞ-
 জনিত ধর্ম), হোমজ ধর্ম, অন্নপানপ্রদানজনিত ধর্ম, 'ইহ জন্ম, 'পব জন্ম,
 এবং সমস্ত ভূতবর্গ এই বাকোর সাহায্যেই জানিতে পারা যায় ; অতএব,
 হে সন্ন্যাসী, বাক্‌ই পরব্রহ্ম । যিনি এই রূপে বাগ্‌ব্রহ্মেব উপাসনা করেন,
 বাক্‌ কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে না ; সমস্ত ভূতবর্গ ইহাকে উপহার
 প্রদান করে, এবং তিনি এই দেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া দেহপাতের পর
 দেবত্ব লাভে মিলিয়া যান । বিদেহপতি জনক [একথা শুনিয়া] বলিলেন—
 আমি বিজ্ঞার মূল্যস্বরূপ হস্তিতুল্য বৃষভযুক্ত গোসহস্র তোমাকে প্রদান
 করিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমাব পিতা মনে কবিতেন—শিষ্যকে
 উপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া [তাহার নিকট হইতে কিছুই] গ্রহণ
 করিতে নাই, [আমারও তাহাই মত] ॥ ২৪২ ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—কিঞ্চ, যৎ তে তৃত্যং কশিচদব্রবীৎ আচার্যঃ—অনেকা-
 চার্যাসেবী হি ভবান্, তৎ শৃণ্বামেতি । ইতব আহ—অব্রবীহুস্তবান্ মে মম
 আচার্য্যো জিজ্ঞা নামতঃ শিলিনস্তাপত্যং শৈলিনিঃ—বাঐ ব্রহ্মেতি বাগ্‌দেবতা
 ব্রহ্মেতি । আহেতরঃ—যথা মাতৃমান্ মাতা যশ্চ বিজ্ঞতে পুত্রশ্চ সমাগম্মশাস্ত্রী অম্ম-
 শাসনকর্ত্ত্বী, স মাতৃমান্ । অত উক্কং পিতা যস্তাম্মশাস্তা, স পিতৃমান্ । উপনয়নাদুজ্জম্
 আ সমাবর্ত্তনাদাচার্য্যঃ যস্তাম্মশাস্তা, স আচার্য্যবান্, এবং শুক্লিভয়হেতুসংযুক্তঃ স
 শাক্ষাদাচার্য্যঃ স্বয়ং ন কদাচিদপি প্রামাণ্যাদ্ ব্যভিচারতি ; স যথু ক্রমাৎ শিষ্যাব,
 তথাহর্সো জিজ্ঞা শৈলিনিকৃন্তবান্—বাঐ ব্রহ্মেতি । অবদতো হি কিং শ্রাদ্ধিতি ।
 ন হি মুক্‌শ্রোহার্থমমুত্রার্থং বা কিংচন শ্রাৎ ১১

কিং তু অব্রবীহুস্তবান্, তে তৃত্যং, তত্ত্ব ব্রহ্মণ আযতনং প্রতিষ্ঠাঞ্চ ? আয়তনং
 নাম শরীরম্ ; প্রতিষ্ঠা ত্রিষপি কালেষু য আশ্রয়ঃ । আহেতরঃ—ন মে অব্রবী-
 দিতি । ইতব আহ—যন্তেবম্, একপাদ বৈ এতৎ—একঃ পাদো যশ্চ ব্রহ্মণঃ, তদিদ-
 মেকপাদ ব্রহ্ম জিতিঃ পাঠৈঃ শূন্তম্ উপাস্তমানমপি ন কলায় ভবতীত্যর্থঃ ।
 যন্তেবম্ স যৎ বিদ্বান্ সন্ দঃ অসম্প্রত্যং জাহি, হে বাক্‌ব্রহ্মেতি । স চাহ—

বাগেব আয়তনং, বাগ্‌দেবন্ত ব্রহ্মণো বাগেব করণম্ আয়তনং শরীরম্ ; আকাশঃ অধ্যাক্রতাথ্যঃ প্রতিষ্ঠা উৎপত্তি-স্থিতি-লয়কালেষু । প্রজ্জৈত্যানং উপাসীত—
প্রজ্জৈতীয়ম্পনিষদ ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, প্রজ্জৈতি কৃত্বা এনদ ব্রহ্মোপাসীত ২

• কা প্রজ্জতা যাজ্ঞবল্ক্য? কিং স্বয়মেব প্রজ্জা? উত প্রজ্জানিমিত্তা—যথা
আয়তনপ্রতিষ্ঠে ব্রহ্মণে ব্যতিরিক্তে, তদ্বৎ কিম্? নঃ; কথং তর্হি? বাগেব
সম্রাড্ভিত্তি হোবাচ ; বাগেব প্রজ্জৈতি হ উবাচ উক্তবান্, ন ব্যতিরিক্তা প্রজ্জৈতি ।
কথং পুনর্বাগেব প্রজ্জৈতি? উচ্যতে—বাচা বৈ সম্রাট্ বন্ধুঃ প্রজ্জায়ন্তে—
অম্বা কং বন্ধুরিত্যুক্তে প্রজ্জায়তে বন্ধুঃ ; তথা ঋগ্বেদাদি, ইষ্টং যাগনিমিত্তং ধর্মজাতং,
হতং হোমনিমিত্তং, আশিতম্ অন্নদাননিমিত্তং, পারিতং পানদাননিমিত্তম্, অয়ঞ্চ
লোকঃ ইদঞ্চ জন্ম, পরঞ্চ লোকঃ প্রতিপত্তব্যঞ্চ জন্ম, সর্বাণি চ ভূতানি বাট্চৈব
সম্রাট্, প্রজ্জায়ন্তে, অতো বাট্চৈব সম্রাট্, পরমং ব্রহ্ম । নৈনং যথোক্তব্রহ্মণি
বাগ্‌জ্জহাতি । সর্বাণ্যেনং ভূতাত্ত্বিক্রয়ন্তি বলিদানাদিতিরিহ । দেবোন্তুভা পুনঃ
শরীরপাতোত্তরকালং দেবানপোতি—অপিগচ্ছতি, য এবং বিদ্বানেতদ্রূপান্তে । ৩

বিদ্বা-নিষ্কর্যার্থং হস্তিতুল্য ঋষভঃ—হস্ত্যযভো যশ্মিন্, গোঁসহশ্রে, তং হস্ত্যযভং
সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ । সঃ হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অনমুশিষ্ট
শিষ্যং কৃতার্থমকৃত্বা শিষ্যাং ধনং ন হরেতেতি মে মম পিতা অমত্নত ; মমাপ্যস
মেবাভিপ্রায়ঃ ॥ ২৪২ ॥ ২ ॥

টীকা । তত্র রাজানং প্রতি প্রথমুখাপরতি—গকিস্তিতি । কশ্চিদতি বিশেষণস্ত
তাৎপর্যমাহ—অনেকেতি । প্রামাণ্যাপ্তম্ । যথোক্তার্থানুমোদনে যুক্তিমাহ—ন হীতি । ১

যথোক্তব্রহ্মবিদ্যয়া কৃতকৃত্যং মহান রাজানং প্রত্যাহ—কিস্তিতি । আয়তনপ্রতিষ্ঠারেক-
ত্বাং পুনরুক্তিমাশঙ্ক্য বিভজ্যতে—আয়তনং নামেতি । একপাদত্বেহপি ব্রহ্মণস্তদ্রূপাসনাদিষ্ট-
সিদ্ধিরিতি চেত্রেত্যাহ—ত্রিভিরিতি । ত্রিহি প্রতিষ্ঠামায়তনং চেতি শেষঃ । ২

প্রথমৈব বিবৃণোতি—কিং স্বয়মেবেতি । প্রজ্জা নিমিত্তং যস্তা বাচঃ সা তথা । দ্বিতীয়পক্ষং
বিশদয়তি—যথেন্তি । ব্যতিরেকপক্ষং নিষেধতি—নেতি । আকাশ্যপূর্বকং পক্ষান্তরং
গৃহ্নাতি—কথং তর্হীতি । বলিদানমুপহারসমর্পণম্ । আদিশব্দেন প্রকৃৎজনবস্ত্রালঙ্কারাদিগ্রহঃ ।
বিদ্বানিষ্কর্যার্থমুবাচেতি সম্বন্ধঃ । পিতুরেতন্নতমস্ত, তব কিমায়াতং, তদাহ—মমাপীতি ॥ ২৪২ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—হে মহারাজ, তুমি অনেক আচার্য্যের সেবা করিয়াছ;
তন্মধ্যে কোন এক আচার্য্য তোমাকে বাহা বলিয়াছেন, উপদেশ দিয়াছেন,
আমরা তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । অপরে (জনক) বলিলেন—শৈলিনি—
শিলিনের পুত্র জিহ্বানামক আচার্য্য আমাকে বলিয়াছেন—‘বাগ্‌ বৈ ব্রহ্ম’ অর্থাৎ
বাগ্‌দেবতাই ব্রহ্ম ইতি । অপরে বলিলেন—মাতৃমান্—যে পুত্রের যথা-

যথভাবে অনুশাসনসমর্পণ। মার্গা যিচ্ছমান থাকে, 'তিনি মাংতুমান্'; তাহার পর, পিতৃ যাহাকে শাসন করেন, তিনি পিতৃদান্; অতঃপর উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া সমাবর্তনকালপর্যন্ত আচার্য্য যাহার অনুশাসন করিয়া থাকেন, তিনি আচার্য্যবান্। যে, আচার্য্য, এবং বিধি ত্রিপ্রকাব শুদ্ধিসম্বন্ধিত, তিনি নিজে কখনই সাক্ষাৎসম্বন্ধে অপ্রামাণ্যভাবী বা অনাস্ত্রপদ-বাচ্য হইতে পারেন না। ঐক্য প্রমাণ-ভূত আচার্য্য শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, এই জিজ্ঞাসনীয়ক শৈলিনি আচার্য্যও তোমাকে ঠিক সেইকপই যথার্থ উপদেশ দিয়াছেন যে, বাগ্ বৈ ব্রহ্মেতি; কেন না, যে ব্যক্তি বলিতে পাবে না—মুক, তাহার কি হয়?—মুক ব্যক্তিব ঐহিক বা পারলৌকিক কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না। [অতএব তিনি ঠিক উপদেশই দিয়াছেন] ১

কিন্তু তিনি কি তোমাকে উহা আয়তন ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন? আয়তন অর্থ—শরীর; আয় প্রতিষ্ঠা অর্থ—যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এই কালত্রয়স্থায়ী আশ্রয়। জনক বলিলেন—না, আমাকে তিনি তাহা বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যদি এইকপই হইয়া থাকে, তাহা হইলে [জানিবে যে,] ইহা একপাদ ব্রহ্ম—অর্থাৎ চতুষ্পাদ ব্রহ্মের ইহা একটি পাদ মাত্র, অন্তর্নিষ্ঠ পাদত্রয় এখনও তোমাব্যবস্থিত রহিয়াছে; সূত্রাত্মক পাদত্রয়হীন একপাদ মাত্র বাক্ ব্রহ্মের উপাসনা করিলেও সম্যক ফলের সম্ভাবনা নাই। [জনক বলিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, যদি একপই হয়, তাহা হইলে, তুমি যখন জান, তখন তুমিই তাহা আমাকে বল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বাক্ ইহা আয়তন, অর্থাৎ বাগ্জিহ্মই বাক্ দেবতা ব্রহ্মের আয়তন—শরীর; এবং অব্যাকৃত আকাশ (১) তাহার প্রতিষ্ঠা—উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, এই কালত্রয়ব্যাপী আশ্রয়; 'প্রজা' এই উপনিষদটি হইতেছে ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ; অতএব 'প্রজা' বলিয়াই এই ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। ২

[জনক জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, প্রজ্ঞাতা কি? অর্থাৎ এখানে প্রজ্ঞা অর্থ কি প্রজ্ঞাই? অথবা প্রজ্ঞাজনিত অত্র কিছু? যেমন আয়তন ও

(১) উপাংশ—অব্যাকৃত অর্থ—অপকীকৃত। প্রথম আকাশাদি পঞ্চভূত অবিস্মিত—শুদ্ধভাবে উৎপন্ন হয়, সেই অবস্থায় উহাদিগকে অব্যাকৃত বলা হয়। আকাশাদি ভূত-মুহ পুরে পরস্পরের সহিত সম্মিশ্রিত (পকীকৃত) হয়। পকীকৃত ভূতসমূহই লোকের দ্বারা আহীনে।

প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম ইহতে স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহাও কি সেইরূপই স্বতন্ত্র কোন পদার্থ ?
[যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না, তাহা নহে ; তবে কি ? হে সম্রাট, উহা বাক্যই, প্রজ্ঞা
বাক্যের অতিরিক্ত নহে ।] ভাল, বাক্যকেই 'প্রজ্ঞা' বলা হইতেছে ত্রিকপে ? হে
সম্রাট, যে হেতু বাক্য দ্বারাই বন্ধুকে জানা যায়—'ইনি আমাদের বন্ধু' বলিলে,
তাহাকে বন্ধু বলিয়া জানিতে পারা যায় । সেইরূপ, স্বথৈদ, যজুর্বেদ, সমেবেদ,
অথর্ববেদ, ইষ্ট—যাগলব্ধ ধর্মসমূহ, হত—হোমোৎপন্ন ধর্মসমূহ, অশিত (অন্ন-
দামোৎপন্ন ধর্ম), পায়িত পেয়দ্রব্য প্রদানজনিত ধর্ম, ইহ জন্ম, পরজন্ম এবং
সমস্ত ভূত, এই বাক্যের সাহায্যেই জানা যায় । হে সম্রাট, অতএব বাক্যই ব্রহ্ম ।
যিনি এই তত্ত্ব জানিয়া বাগব্রহ্মের উপাসনা করেন, বাক্য কখনও সেই বাগ-
ব্রহ্মবিদ পুরুষকে পরিত্যাগ করে না, এবং সমস্ত ভূতবর্গ ইহাকে উপহার প্রদান
করে । তিনি এই শরীরেই দেবত্ব লাভ করেন, এবং দেহপাতের পর দেবত্ব
মিলিত হন । ৩

বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন—আমি এই বিষ্ণুর মূল্যস্বরূপ হস্তিত্বদ্য
বুঝুক সহস্র গো তোমাকে প্রদান করিতেছি । তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলি-
লেন, আমার পিতা মনে করিতেন যে, শিষ্যকে উপদেশ না দিয়া অর্থাৎ শিষ্যকে
কৃতার্থ না করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে না । অভিপ্রায় এই
যে, আমার পিতার বাহা অভিমত, আমারও তাহাই মত ॥২৪২॥২৥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি, অব্রবীন্ম উদকঃ শৌল্বায়নঃ
প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রয়াৎ তথা
তচ্ছৌল্বায়নোব্রবীৎ—প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি, অপ্রাণতো হি কিং
স্বাদিতি, অব্রবীন্ম তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাম্ ? ন মেব্রবীদিতি,
একপাদা এতৎ সম্রাড্ভিতি, স বৈ নো ক্রহি যাজ্ঞবল্ক্য । 'প্রাণ
এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত, ক প্রিয়তা
যাজ্ঞবল্ক্য, প্রাণ এব সম্রাড্ভিতি হোবাচ, প্রাণস্য বৈ সম্রাট
কামায়াযাজ্যং যাজয়ত্যপ্রতিগৃহ্যন্ত প্রতিগৃহ্ণাত্যপি, তত্র বৃধাশকং
ভবতি, যাং দিশমেতি প্রাণশ্চৈব সম্রাট কামায়, 'প্রাণো বৈ
সম্রাট পরমং ব্রহ্ম । নৈনং প্রাণো জহাতি, সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্য-
ভিক্ষরন্তি, দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি, য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে ;

‘হৃত্যযভঃ সহস্রং দদামীতি ধৌবাচ জনকে। বৈদেহঃ, স হৌবাচ
যাজ্ঞবল্ক্যঃ শিতাঃ মহম্নুত নানমুশিয়া হতরভেতি ॥ ২৪৩ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ১—[যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনবাচ—‘হে সম্রাট্,] কশিৎ (আচার্য্যঃ)
যৎ এব (তব) তে (ভূতাম) অববীৎ , তৎ শৃণ্বাম ইতি । [জনক আহ—]
শৌৰ্য্যানঃ (কুবজাপত্যং পুৰান্) উদকঃ (তন্মামকঃ আচার্য্যঃ) মে (মম) অববীৎ
—প্রাণঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] মাতৃমান পিতৃমান আচার্য্যাবান্
(জৈদৃশগুণসম্পন্ন আচার্য্যঃ) যথা ক্রবাৎ (কথয়েৎ), শৌৰ্য্যানঃ তথা তৎ অববীৎ—
প্রাণঃ ব্রহ্মেতি । [বৃদ্ধৈতৎ ১—হি (যস্মাৎ) অপ্রাণতঃ (প্রাণব্যাপাবমকুর্ততঃ
প্রাণবহিত) কিং শ্রাৎ ? (ন কিমপীত্যর্থঃ) । ‘হে সম্রাট্, তু (পুনঃ) তত্ত্ব
অবতনং প্রতিষ্ঠাং চ (তে (ভূতাম) অববীৎ ? [আচার্য্যঃ] । [জনক আহ—
মে (মম) ন এবাৎ ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সম্রাট্, একপাদু বৈ
এতৎ (পাদব্রবহিতং পাদমাত্রং ব্রহ্মণ এতদিত্যর্থঃ) । [জনক আহ—]
‘হে যাজ্ঞবল্ক্য, স বৈ নঃ ক্রহি [ইতি] । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] প্রাণ এব আরতনং,
আকাশঃ প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়ঃ), প্রিষমিতি এনং (প্রাণব্রহ্ম) উপাসীত । [জনক
আহ—] প্রিষত কা ? হে সম্রাট্, প্রাণ এব ইতি হ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ , হে সম্রাট্,
প্রাণিত্যামাব (প্রাণতৃপ্ত্যর্থ) বৈ অবাচ । (যাজ্ঞানর্হঃ যাজ্ঞতি, অপ্ৰতিগৃহ্যন্ত
(যস্মাৎ প্রতিগ্রহো ন কর্তব্যঃ, তস্মাদপি) প্রতিগৃহ্ণতি (দ্রব্যাদিকং স্বীক
বোধি), তথা প্রাণশ্চৈব কামাব (তৃপ্তয়ে) যা দিশ্ এতি (গচ্ছতি), তত্র
(তস্তাং দিশি) বধাশঙ্কং (বধাশঙ্কা—মবণ ত্রাসঃ) ভবতি , [অতঃ] হে সম্রাট্,
প্ৰাণঃ বৈ পবমং ব্রহ্ম । যঃ এবং বিদ্বান্ (জানন্ সন্) এতৎ (প্রাণব্রহ্ম)
উপাস্তে , এনং (উপাসকং) প্রাণঃ ন জহাতি (অস্ত্র অকালমৃত্যুর্ন ভবতি),
সর্বাণি ভূতানি এনং অভিক্রবন্তি (উপহবন্তি) ; দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি ।
বৈদেহঃ জনক উবাচ হ—[বিদ্বানিচ্ছন্নার্থ] হৃত্যযভঃ সহস্রং দদামি ইতি ।
যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হ—শিষ্যং অনমুশিয়া [শিষ্যাৎ] ন হবেত ইতি মে পিতা
অম্নুত , [মমাপি তদেব মতমিতি ভাবঃ] ॥ ২৪৩ ॥ ৩

অনুমানার্থঃ ১—[পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য জনককে জিজ্ঞাসা করি-
লেন—] ‘অপর কোন আচার্য্য তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে
ইচ্ছা করি । জনক বলিলেন—] উদকনামক শৌর্য্যান—শুরের পুত্র
আমাকে বলিয়াছেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] মাতৃমান

পিতৃমান্ ও আচার্যোপদিষ্ট আচার্য যেরূপ বলিয়া থাকেন, শোভায়ান্ উদকও তোমাকে ঠিক সেইরূপই প্রাণ-ব্রহ্মের উপদেশ দিয়াছেন ; কেন না, যে ব্যক্তি প্রাণহীন, তাহার ঐহিক বা পারলৌকিক কোন কার্যই নিষ্পন্ন হয় না । কিন্তু হে সম্রাট, তোমাকে সেই প্রাণব্রহ্মের আয়তন (শরীর) ও আশ্রয়ের উপদেশ দিয়াছেন কি ? [জনক বলিলেন—] না, তাহা আমাকে বলেন নাই ; আপনি যখন জানেন, তখন আপনিই আমাকে তাহা বলুন । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] প্রাণ ইহার আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, ইহাকে ‘প্রিয়’ বলিয়া উপাসনা করিবে । [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য,] এই প্রিয়তা কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—হে সম্রাট, প্রাণই প্রিয়তা, (তদতিরিক্ত কিছু নহে) ; কেননা, লোকে এই প্রাণের পরিতৃপ্তিসাধনের জন্মই অযাজ্য-যাজন করে, অপ্রতিগ্রাহ্য লোকের নিকট প্রতিগ্রহ করে, এবং যেদিকে যায়, সেই দিকেই আপনার বধাশঙ্কা করে,—এ সমস্তই প্রাণের প্রিয়তার ফল ; অতএব, হে সম্রাট, প্রাণই পরমব্রহ্ম । যে লোক এই প্রকারে প্রাণব্রহ্ম অবগত হইয়া উপাসনা করে, প্রাণ ~~কখনই~~ [অসময়ে] তাহাকে ত্যাগ করে না ; এবং সমস্ত ভূত ইহাকে উপহার প্রদান করে ; সে ব্যক্তি এই দেহেই দেবত্ব লাভ করে, এবং দেহপাতের পর সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হয় । বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, আমি তোমাকে হস্তিতুল্য বৃষসমন্বিত সহস্র গো দান করিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতার অভিমত এই যে, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাহা নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবে না ; [আমারও তাহাই মত] ॥ ২৪৩ ॥ ৩ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—বদেব তে কচ্চিদব্রবীৎ—উদকো নামতঃ, শুভ্রস্তাপত্যং শোভায়নোহব্রবীৎ—প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি, প্রাণো বায়ুর্দেবতা, পূর্ববৎ প্রাণ এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা ; উপনিবদ্—প্রিয়মিত্যেনহুপাসীতঃ কথং পুনঃ প্রিয়ত্বম্ ? প্রাণস্ত বৈ, হে সম্রাট, কামায় প্রাণস্তার্থায় অযাজ্যং যাজয়তি পতি-তাদিকমপি ; অপ্রতিগৃহ্যতাপ্যগ্রাদেঃ প্রতিগৃহ্যাত্যপি ; তত্র তস্তাং দ্বিশি বধ-নিষিক্তমাশঙ্কং বধাশঙ্কা ইত্যর্থঃ, যাং দিশমেতি তদ্বরাভ্যাকীর্ণাঞ্চ, তস্তাং দিশি

বধাশঙ্কা ; তচ্চৈতৎ সর্বং প্রাণস্ত 'প্রিয়ং' ভবতি, 'প্রাণৈস্তব' সম্রাট্ কামায় ।
তস্মাৎ 'প্রাণো' নৈ সম্রাট্, পুরমং ব্রহ্ম, নৈনং প্রাণো জহাতি । সমান-
মন্ত্ৰঃ ॥ ২৪৭ ॥ ৩ ॥

টীকা । বধা বাগ্মির্দেবতা, তবদিত্যহ—পূর্ববদিত্তি । প্রাণ এবায়তনমিত্যত্র প্রাণশব্দঃ
করণবিষয়ঃ । পতিতাদিকমিত্যাदिपदमकुलीनग्रहार्थम् । উগ্রো জাতিবিশেষঃ । আদিশব্দেন
য়েচ্ছগণো গৃহতে ॥ ২৪৩ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—“যদেব তে কশ্চিদ্ অববীৎ” [ইত্যাদি প্রশ্ন ; তদন্তরে
জনক বলিলেন—] উদঙ্কনামক শৌর্য্যবান (শুষ্কের পুত্র) বলিয়াছেন,—প্রাণই
ব্রহ্ম । পূর্বের শ্রায় এখানেও প্রাণ অর্থ—বায়ু দেবতা । প্রাণ তাহার আয়তন
(শরীর), আকাশ তাহার প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) ; ‘প্রিয়’ তাহার উপনিষদ—রহস্য
নাম ; ‘প্রিয়’ বলিয়াই ইহার উপাসনা করিবে ।

প্রাণের প্রিয়ত্ব কিরূপে ? হে সম্রাট্, যেহেতু প্রাণের কামনায় অর্থাৎ
প্রাণের তৃপ্তির জন্ত লোকে অযাজ্য পতিতাদিরও যাজন করে ; বাহাদের নিকট
প্রতিগ্রহ—দানগ্রহণ করিতে নাই, সেই উগ্র প্রভৃতি জাতির (১) নিকট ইহাতেও
প্রতিগ্রহ করিয়া থাকে ; এবং তস্কর ও দম্ভ্যাপ্রভৃতিতে পরিপূর্ণ যে কোন
লোক গমন করে, সেই দিকেই আপনার বধাশঙ্কা করিয়া থাকে, অর্থাৎ
অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা করিয়া থাকে । হে সম্রাট্, প্রাণই পরম ব্রহ্ম ;
প্রাণ কখনই তাহাকে [অকাঙ্ক্ষে] ত্যাগ করে না । অত্যাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব
শ্রুতির অনুরূপ ॥ ২৪৩ ॥ ৩

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি, অববীন্ম্যে বকুর্বীক্ষ-
শ্চক্ষুর্বে ব্রূম্হেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রয়াৎ, তথা
তদ্বাক্ষোহব্রবীচ্চক্ষুর্বে ব্রূম্হেতি, অপশ্রুতো হি কিংশ্রাদিতি, অব্র-
বীৎ তু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাৎ, ন মেহব্রবীদিতি, একপাদ্বা এতৎ

(১) তাৎপৰ্য্য—উগ্র মিশ্রজাতিবিশেষ । মনু বলিয়াছেন—“কত্রিয়াঃ শূদ্রকন্তায়াঃ
কুরাঁচারজিহাবান্ । কত্রী-শূদ্রবপুজ্ঞকরগ্রো নাম প্রজায়তে ॥” (১০-ম অঃ, ৭ম শ্লোক) ।
কুরুকভট্ট ইহার ব্যাখ্যা করিলে, ‘শূদ্রকন্তায়াঃ উচ্যমানা’ বলিয়াছেন ; অতরাং ইহার মতে উগ্রজাতি
অপ্রতিগ্রাহ না হওয়াই উচিত, কিন্তু যেখানিখি ব্যাখ্যাভাগে ওরূপ কোন কথা বলেন নাই ;
বরং বচনে ‘কন্তা’ শব্দের এরোপ থাকায় অধিবাহিতা অর্থই বুঝা যায় ; এরূপ হইলে,
জাতিবিশেষের ‘অপ্রতিগ্রাহত্বাপি উগ্রাদেঃ’ কথা অসঙ্গত হয় ।

সম্রাড্ভিতি, স বৈ নো ক্রাহি যাজ্ঞবল্ক্য, চক্ষুরেবাংয়তনমাকাশঃ
প্রতিষ্ঠা, সত্যমিত্যেন্দ্রপাসীত, কা সত্যতা যাজ্ঞবল্ক্য, চক্ষুরেব
সম্রাড্ভিতি হোবাচ, চক্ষুষা বৈ সম্রাট্ পশ্যন্তমাহরদ্রাক্ষীণীতি, স
আহাদ্রাক্ষমিতি, তং সত্যং ভবতি, চক্ষুরেব সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম ;
নৈনং চক্ষুর্জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতাত্তিক্ররন্তি দেবো ভূত্বা
দেবামপ্যোতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে । হস্ত্যযভং সহস্রং
দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ । স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ
পিতা মেহমত্নত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ২৪৪ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ ।—[যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরপি জনকমাহ—] কশ্চিৎ (আচার্য্যঃ)
তে (ভূতাত্ত) যৎ এব অত্রবীৎ, তং শৃণবাম ইতি । [জনক আহ—] বাক্যঃ
(বৃক্ষস্ত্র অপত্যং) বকুঃ মে অত্রবীৎ—চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম—ইতি । [যুক্তযুক্তমেতৎ—]
মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ [আচার্য্যঃ] যথা ক্রয়াৎ, তথা বকুঃ তং অত্রবীৎ
—চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি । হি (যতঃ) অপগতঃ (দর্শনশক্তিবিহীনস্ত) কিং স্থাৎ ?
(ন কিমপীত্যর্থঃ) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] তস্ত (চক্ষুর্ব্রহ্মণঃ) আশ্রিত্য
প্রতিষ্ঠাং চ তে (ভূতাত্ত) অত্রবীৎ [আচার্য্যঃ] ? [জনক আহ—] মে (বাক্যঃ) ন
অত্রবীৎ—ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সম্রাট্, এতৎ (চক্ষুর্ব্রহ্ম) বৈ একপাদ
(পাদত্রয়হীনং ব্রহ্মেত্যর্থঃ) । [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (তদ্বিজ্ঞানবান্
ত্বং) নঃ (অশ্বান্) ক্রাহি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] চক্ষুঃ এব আশ্রিত্য, আকাশঃ
প্রতিষ্ঠা, সত্যম্ ইতি (সত্যনাম্) এনং (চক্ষুর্ব্রহ্ম) উপাসীত । [জনক আহ—]
হে যাজ্ঞবল্ক্য, কা সত্যতা ? [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ—হে সম্রাট্, চক্ষুঃ এব ইতি ।
হে সম্রাট্, চক্ষুষা পশ্যন্তং বৈ আহঃ—[ত্বম্] অদ্রাক্ষীঃ ? (দৃষ্টবান্ অসি কিম্ ?)
ইতি ; সঃ (দ্রষ্টা) আহ (কথয়তি)—অদ্রাক্ষম্ (দৃষ্টবান্ অস্মি) ইতি ; তং
(তদ্ব্রহ্ম) সত্যং (অব্যভিচারি) ভবতি ; [অতঃ] হে সম্রাট্, চক্ষুঃ বৈ পরমং
ব্রহ্ম ইতি । য এবং বিদ্বান্ (জানন্) এতৎ (চক্ষুর্ব্রহ্ম) উপাস্তে, চক্ষুঃ এনং ন.
জহাতি ; সর্বাণি ভূতানি এনং অতিক্ররন্তি ; তথা দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যোতি ।
বৈদেহঃ জনকঃ উবাচ হ—হস্ত্যযভং সহস্রং দদামীতি । [তং শ্রবণা] সঃ যাজ্ঞ-
বল্ক্যঃ উবাচ হ—অননুশিষ্য হরেত—ইতি মে পিতা অমত্নত ইত্যাদি
পূর্ববৎ ॥ ২৪৪ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদঃ— [যাজ্ঞবল্ক্য জনককে জিজ্ঞাসা করিলেন—]
 অপর কোন আচার্য তোমাকে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা
 করি । [জনক বলিলেন—] ঋষের পুত্র এক আমাকে বলিয়াছেন
 যে, ‘চক্ষুঃ যৈ ব্রহ্ম’ (চক্ষু হইতেছে ব্রহ্ম) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন
 —তিনি ঠিক বলিয়াছেন :] মাতা পিতা ও গুরু নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত
 আচার্য যেক্রপ বলিয়া থাকেন, বাযও ঠিক সেইরূপই তোমাকে
 বলিয়াছেন—‘চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম’ ইতি ; কেন না, যে লোক দেখিতে পায় না
 —চক্ষুহীন, তাহাব কোন কায সাধিত হয় ? (কোন কার্যই নহে),
 কিন্তু [জিজ্ঞাসা কবি, তিনি] তোমাকে উহাব আয়তন (শবীর) ও
 প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) বলিয়াছেন কি ? [জনক বলিলেন—] না—তিনি
 আমাকে তাহা বলেন নাই । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে সম্রাট, ইহা
 ব্রহ্মের এক পাদ বা একাংশ মাত্র, (এখনও অপব তিন পাদ অবিজ্ঞাত
 বহিয়াছে) । [জনক বলিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যখন তাহা জান,
 তখন তুমিই আমাকে তাহা বল । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] চক্ষু ইহাব
 আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা, ‘সত্য’ ইহাব বহস্ত্র নাম ; অতএব সত্য
 বলিয়াই ইহাব উপাসনা কবিবে । [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে
 যাজ্ঞবল্ক্য, এই সত্যতা কাকে বলে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট,
 উহা চক্ষুই (তদতিরিক্ত কিছু নহে) ; কেন না, হে সম্রাট যে ব্যক্তি
 চক্ষু দ্বাৰা দর্শন করিতে সমর্থ, তাহাকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে
 যে, তুমি দেখিয়াছ কি ? সে ব্যক্তি তদ্রূপে বলিয়া থাকে যে, হাঁ, আমি
 দেখিয়াছি । তাহার সে কথা সত্য বলিয়া পবিগণিত হইয়া থাকে ; অতএব
 হে সম্রাট, চক্ষুই পরম ব্রহ্ম । যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া চক্ষু-ব্রহ্মেব
 উপাসনা করে, চক্ষু কখনও তাহাকে ত্যাগ করে না ; এবং সমস্ত ভূতই
 তাহাকে উপহার প্রদান করে, এবং তিনি এই দেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া
 দেহপাতের পর দেবতার সাযুজ্য লাভ করেন । [একথার পর] বিদেহ-
 পতি জনক বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমি তোমাকে হস্তিতুল্য বৃষভযুক্ত
 সহস্র গা প্রদান করিতেছি । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমার পিতা

মনে করিতেন, যে, শিষ্যকে উপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া, তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবে না ; (আমারও তাহাই ইচ্ছা) ॥ ২৪৪ ॥ ৮ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ১—যদেব তে কশিচৎ বহুরিতি নামতঃ বহুশ্রুতাপত্যং বায়ুঃ অত্রবীৎ চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি, আদিত্যো দেবতা চক্ষুৰি । উপনিষৎ—সত্যম্ । যস্মাৎ শ্রোত্রেণ শ্রুতমনুভূমপি স্মারতু চক্ষুশা দৃষ্টম্ । তস্মাদৈ সস্মাট্, পশুন্তুমাছঃ—অদ্রাক্ষীৎস্বং হুস্তিনিমিতি, স চেৎ অদ্রাক্ষমিত্যাহ, তৎ সত্যমেব ভবতি । ঈশ্বতো ক্রয়াৎ—অহমশ্রৌষমিতি, তদ্যভিচরতি । যন্তু চক্ষুশা দৃষ্টম্, তদবভিচারিত্যাহ সত্যমেব ভবতি ॥ ২৪৪ ॥ ৮ ॥

টীকা । চক্ষুরক্ষণঃ সত্যং সাধয়তি—যস্মাদিতি । উক্তমেবোপপাদয়তি—যস্মিতি ॥ ২৪৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—“যদেব তে কশিচৎ” ইত্যাদি । বহু নামক, বহুর পুত্র—বাক । ‘চক্ষুই ব্রহ্ম’ একথার অর্থ এই যে, চক্ষুর অধিদেবতা হওয়ায় তাহার উপনিষৎ (গোপনীয় নাম হইতেছে)—সত্য ; যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য শ্রবণ করা হয়, তাহা অসত্য ও হইতে পারে, কিন্তু চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট বস্তু সেরূপ হয় না ; সেই হেতু হে সস্মাট্, চক্ষু দ্বারা দর্শনকারীকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, তুমি হস্তী দেখিয়াছ ? সে যদি বলে হাঁ, আমি দেখিয়াছি ; তাহা হইলে, উহা সত্যই হইয়া থাকে ; কিন্তু অথো যদি বলে, আমি হস্তীর কথা শুনিয়াছি মাত্র, (কিন্তু কখনও দেখি নাই), তাহা হইলে, সে কথা অত্যাধা হইতে পারে ; কিন্তু বাহ্য চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহার কখনই অত্যাধা হয় না, (সত্যই হয়) ॥ ২৩৪ ॥ ৮ ॥

যদেব তে কশিচদত্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি, অত্রবীন্মে গর্দভীবিপীতো ভারদ্বাজঃ শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রয়াৎ তথা তদ্বারদ্বাজোহত্রবীচ্ছোত্রং বৈ ব্রহ্মেত্যশৃণ্বতো হি কশিচৎ স্মাদিতি, অত্রবীন্তু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাম্, ন মেহত্রবীদিন্তো-কপাদ্বা এতৎ সস্মাড়িতি, স বৈ নো ক্রহি যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রোত্রমেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাহনন্ত ইত্যেনদুপাসীত । কাহনন্ততা যাজ্ঞবল্ক্য, দিশ এব সস্মাড়িতি হোবাচ, তস্মাদৈ সস্মাড়পি যাঃ কাঞ্চ দিশং গচ্ছতি, নৈবাস্মা অন্তঃ গচ্ছত্যনন্তা হি দিশো দিশো বৈ সস্মাট্ শ্রোত্রং শ্রোত্রং বৈ সস্মাট্ পরমং ব্রহ্ম, নৈনৎ শ্রোত্রং জহাতি সর্ব্বাণ্যেদং ভূতান্যভিষ্করন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি,

য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে । হস্ত্যধভং সহস্রং দদামোতি হোবাচ
জনকো বৈদেহঃ, সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতৃা মেহমতত নাননুশিষ্য
হরেতেতি ॥ ২৪৫ ॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসার্থঃ ।—[যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরপি জনকং প্রত্যাহ—] যদেব তে কশ্চিৎ
(আচার্য্যঃ) অববীৎ, তৎ শৃণ্বাম ইতি পূর্ববৎ । [জনক আহ—] গর্দভীবিপীতঃ
ভরদ্বাজঃ (ভরদ্বাজপুত্রঃ) মে অববীৎ—শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়ং) বৈ ব্রহ্ম ইতি ।
বথা মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্রহ্মাৎ, তথা তৎ অববীৎ—শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্ম
ইতি ; হি (যস্মাৎ) অশ্রুতঃ (শ্রবণম্ অকুর্বতঃ জনস্ত) কিং শ্রাৎ ? (ন কিম-
পীতার্থঃ) ইতি । তু (কিস্ত) তস্ত (শ্রোত্রব্রহ্মণঃ) আয়তনং প্রতিষ্ঠাৎ [চ] তে
(তুভ্যং) অববীৎ ? [জনক আহ—] ন মে অববীৎ ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—]
হৈসম্রাট্, একপাদং বৈ এতৎ (শ্রোত্র-ব্রহ্ম) ইতি । [জনক আহ—] হে যাজ্ঞ-
বল্ক্য, সঃ (যঃ) নঃ (অস্মান্) বৈ ব্রহ্মি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] শ্রোত্রং এব অয়-
র্তনম্, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা, অনন্ত ইতি এনং (শ্রোত্রব্রহ্ম) উপাসীত । জনক আহ—
হে যাজ্ঞবল্ক্য, অনন্ততা ক্বা ? [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—হে সম্রাট্, দিশ এব
ইতি । তস্মাৎ বৈ সম্রাট্ অপি যাং কাং চ দিশং গচ্ছতি, অন্তাঃ (দিশঃ) অন্তং
(যস্মাৎ) নৈব গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ; হি (যস্মাৎ) দিশঃ অনন্তাঃ (অনন্তরহিতাঃ) ।
হে সম্রাট্, দিশঃ বৈ (এব) শ্রোত্রং (দিগধিষ্ঠিতং শ্রোত্রমিত্যর্থঃ) ; হে সম্রাট্,
[অতএব] শ্রোত্রং বৈ পরমং ব্রহ্ম । যঃ এবং বিদ্বান্ (জানন্) এতৎ (শ্রোত্র-
ব্রহ্ম) উপাস্তে, শ্রোত্রং এনং (বিদ্বাংসং) ন জহাতি ; সর্বাণি ভূতানি এনং
অভিষ্করন্তি ; সঃ দেবঃ ভূত্বা [দেহপাতানন্তরং] দেবান্ অপ্যেতি । [হে যাজ্ঞ-
বল্ক্য,] হস্ত্যধভং সহস্রং (গোসহস্রং) দদামি—ইতি হ বৈদেহঃ জনক উবাচ ।
সঃ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হ—মে (যম) পিতা অমতত—অননুশিষ্য ন হরেত (শিষ্যাৎ
কিঞ্চিদপি ন গৃহীয়াৎ) ইতি ; [মমাপি তদভিমতমিতি ভাবঃ] ॥২৪৫॥৫॥

মুলানুবাদঃ ।—[যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] তোমাকে
অপর আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি । [জনক
বলিলেন—] গর্দভীবিপীতনামক ভরদ্বাজপুত্র আমাকে বলিয়াছেন—
'শ্রোত্রই ব্রহ্ম' । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] মাতৃমান্ পিতৃমান্ ও আচার্য্যবান্
গুরু যেরূপ বলিয়া থাকেন ; ভরদ্বাজপুত্রও ঠিক সেইরূপই উপদেশ
দিয়াছেন যে, 'শ্রোত্রই ব্রহ্ম' ; কেন না, যে ব্যক্তি শুনিতে পায় না, তাহার

কোন কার্য সম্পন্ন হয় ? (কোন কার্যই নহে) ! [যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] তাহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা তোমাকে বলিয়াছেন কি ? [জনক বলিলেন,] না—তাহা আমাদের বলেন নাই । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে সম্রাট, ইহা ব্রহ্মের একটি পাদ বা একাংশ মাত্র । [জনক বলিলেন] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই আমাদের তাহা বল । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] শ্রোত্রই ইহার আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা এবং ‘অনন্ত’ ইহার উপনিষদ । অতএব ‘অনন্ত’ বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে । হে যাজ্ঞবল্ক্য, সেই অনন্ত কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট দিক্‌সমূহই অনন্ত ; সেই হেতুই সম্রাটও যে কোন দিকে গমন করে, নিশ্চয়ই তিনিও ইহার অন্ত পান না ; কেন না, দিক্‌সমূহ অনন্ত ; সেই দিক্‌ই শ্রোত্র, এবং পরম ব্রহ্ম ।

যে ব্যক্তি এইরূপ অবগত হইয়া শ্রোত্র-ব্রহ্মের উপাসনা করেন ; শ্রোত্র কখনই তাহাকে ত্যাগ করে না ; সমস্ত ভূত ইহার উদ্দেশে বলি উপহার দেয়, এবং এই দেহেই দেবতা লাভ করিয়া দেহপাতের পর দেবতাব প্রাপ্ত হন । বিদেহপতি জনক বলিলেন—আমি তোমাকে হস্তিতুল্য বস্তুযুক্ত সহস্র গো দান করিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমার পিতার অভিমত ছিল এই যে, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া কিছু গ্রহণ করিবে না ; (আমারও তাহাই মত) ॥ ২৪৫ ॥ ৫ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—বদেব তে গর্দভীবিপীত ইতি নামতঃ ; ভারবাজো গোত্রতঃ । শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি । শ্রোত্রে দিগ্‌দেবতা ; অনন্ত ইত্যেন্দ্রপাসীত । কা অনন্ততা শ্রোত্রশ্চ ? দিশ্‌এব শ্রোত্রস্থানন্ত্যং যস্মাৎ, তস্মাদ্‌ই সম্রাট্, প্রাচী-মুদাচীৎ বা যাৎ কাস্কিদিপি দিশং গচ্ছতি, নৈব অস্তা অস্তং গচ্ছতি কশ্চিদপি । অতোহনন্তা হি দিশঃ, দিশো বৈ সম্রাট্ শ্রোত্রম্ ; তস্মাদ্‌দিগানন্ত্যমেব শ্রোত্র-স্থানন্ত্যম্ ॥ ২৪৫ ॥ ৫ ॥

টীকা । দিশাশ্রয়স্থোহপি শ্রোত্রশ্চ কিমায়াতং, তদাহ—দিশো বা ইতি ॥ ২৪৫ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—গর্দভীবিপীতনামিক ভারবাজ—ভরবাজগোত্রজ ঋষি—[আমাদের বলিয়াছেন], ‘শ্রোত্রই ব্রহ্ম’ [এ কথাই অভিপ্রায়—] দিক্‌ই শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা । ইহাকে ‘অনন্ত’ বলিয়া উপাসনা করিবে । শ্রোত্রের অনন্তত্ব কিরূপ ? যেহেতু দিক্‌ সমূহই শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনন্ত্য (অসীমতা) ; হে সম্রাট্,

সেই হেতু পূৰ্ব্ব ও উত্তর কিংবা অথ কে কোন দিকে গমন করুক না কেন, কেইই সেই দিকের অন্ত পায় না ; এই কারণে দিকসমূহ অনন্ত । হে সম্রাট, দিকসমূহই শ্রোত্র ; অতএব দিকের অনন্ততাই শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনন্ততা বোধিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ২৪৫ ॥ ৫ ॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি, অব্রবীন্মে সত্যকামো জাবালো মনো বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ক্রয়াৎ, তথা তজ্জাবালোব্রবীন্মনো বৈ ব্রহ্মেত্যমনসো হি কিং শ্রাদিতি, অব্রবীত্তু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাম্, ন মেহব্রবীদিত্যেকপাদা এতৎ সম্রাডিতি, স বৈ নো ক্রহি যাজ্ঞবল্ক্য, মন এবায়-
তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠানন্দ ইত্যেনদুপাসীত, কানন্দতা যাজ্ঞবল্ক্য, মন এবং সম্রাডিতি হোবাচ, মনসা বৈ সম্রাট্ স্ত্রিয়মভিহার্য্যতে, তস্মাৎ প্রতিক্রমঃ পুত্রো জায়তে স আনন্দো মনো বৈ সম্রাট্ প্রথমং ব্রহ্ম, নৈনং মনো জহাতি সৰ্ব্বাণ্যেনং ভূতান্ভিতিকরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবাং বিদ্বানেতদুপাস্তে, হস্ত্যযভৎ সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ, স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমমৃত নাননুশিগ্য হরেতেতি ॥ ২৪৬ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ ।—[যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরাহ—] যৎ এব তে কশ্চিৎ (আচার্য্যঃ) অব্রবীৎ, তৎ শৃণ্বাম ইতি । [জনক আহ] জাবালঃ (জাবালায়া অপত্যং) সত্যকামঃ (তন্মার্ক আচার্য্যঃ) মে অব্রবীৎ—মনঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি । যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ক্রয়াৎ, তথা জাবালঃ তৎ অব্রবীৎ—মনঃ বৈ ব্রহ্মেতি । হি (যতঃ) অমনসঃ (মনোবৃত্তিরহিতস্ত জনস্ত) কিং শ্রাৎ ? ইতি । তু (পুনঃ) তে (ভূভাৎ) তস্ত (মনোব্রহ্মণঃ) আয়তনং প্রতিষ্ঠাৎ (চ) অব্রবীৎ ? ইত্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । [জনকঃ প্রত্যাহ] মে (মহ্যং) ন অব্রবীৎ ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সম্রাট্, এতৎ (মনো ব্রহ্ম) বৈ একপাদ্ (একাংশমাত্রং ব্রহ্মণঃ) । [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (তৎ) বৈ নঃ (অস্মান্) ক্রহি [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] মনঃ এব আয়তনং, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা, আনন্দ ইতি [কৃত্বা] এনং (মনোব্রহ্ম) উপাসীত । হে যাজ্ঞবল্ক্য, কা আনন্দতা ? [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—হে সম্রাট্, মনঃ এব আন-

মতা ইত্যর্থঃ) ; হে সম্রাট, বৈ (বৈতঃ) মনসা (দ্বিগং (স্ত্রী) অভিহায্যতে, (প্রার্থ্যতে), তন্ত্ৰাং (প্রার্থিতায়াং দ্বিগং) প্রতিকূপঃ (আত্মানুরূপঃ) পুত্রঃ জায়তে; সঃ (পুত্রঃ) আনন্দঃ (আনন্দকরঃ) ; অতএব হে সম্রাট, মনঃ বৈ পরমং ব্রহ্ম । যঃ বিদ্বান্ এতং (মনোব্রহ্ম) এবং উপাস্তে, মনঃ এনং (বিদ্বাংসং) ন জহীতি, সৰ্বাণি ভূতানি এনং অভিকরন্তি, [সঃ] দেবঃ ভূহা দেবান্ অপ্যেতি । বৈদেহঃ জনক উবাচ হ—[হে যাজ্ঞবল্ক্য,] হৃদযাতনং সহস্রং দদামি ইতি । সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অনন্তশিষ্য ন হরেত ইতি মে পিতা অমম্বত । [অম্বঃ সৰ্বং পূৰ্ববৎ] ॥২৪৬॥

• মূলানুবাদ :—যাজ্ঞবল্ক্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সম্রাট, তোমাকে অপর কোন আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । [জনক বলিলেন,] সত্যকামনামক জাবাল (জবালার পুত্রঃ) আমাকে বলিয়াছেন যে, মনই ব্রহ্ম । মাতা পিতা ও আচার্য্যের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত আচার্য্য যেরূপ বলিয়া থাকেন, জাবালও ঠিক সেইরূপই মনোব্রহ্মের উপদেশ দিয়াছেন ; কারণ, যাহার মন নাই, তাহার কোন কাৰ্য্যই হইতে পারে না ; কিন্তু তিনি তাহার ‘আয়তন’ ও ‘প্রতিষ্ঠা’ বলিয়াছেন কি ? [জনক বলিলেন,] না, তাহা আমাকে বলেন নাই । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—[হে সম্রাট, ইহা হইতেছে ব্রহ্মের একটি মাত্র পাদ, (আরো তিন পাদ তোমার জ্ঞাতব্য রহিয়াছে) । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই আমাকে তাহা বল । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] মনই আয়তন, আকাশ তাহার প্রতিষ্ঠা, ইহাকে ‘আনন্দ’ বলিয়া উপাসনা করিবে । [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই আনন্দতা কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—হে সম্রাট, মনই ; কেন না, মনের সাহায্যেই অভিমত স্ত্রীকে প্রার্থনা করা হইয়া থাকে ; এবং তাহাতে আত্মানুরূপ পুত্র জন্মলাভ করে ; সেই পুত্রই আনন্দ—আনন্দের কারণ হয় ; অতএব হে সম্রাট, ইহাই পরম ব্রহ্ম । যে বিদ্বান্ ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, মন কখনই তাহাকে ত্যাগ করে না ; সমস্ত ভূত তাঁহাকে উপহার প্রদান করে ; এবং তিনি দেবতা হইয়া দেহ-পাতের পর দেব-সামুজ্য লাভ করেন । বিদেহপতি জনক বলিলেন—তোমাকে আমি হস্তিভূলা বৃষভযুক্ত সহস্র গো প্রদান করিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট,

‘আমার পিতা মনে করিতেন—যিথাকে কৃতার্থ না করিয়া কিছু গ্রহণ করিবে না, (আমারও তাহাই অভিমত) ॥ ২৪৬ ॥ ৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—সত্যকাম ইতি নামতঃ, জবালায়া অপত্যং জাবালঃ । চন্দ্রমা মনসো দেবতা, আনন্দ ইত্যুপনিষৎ ; যস্মাৎ আনন্দঃ, তস্মান্মনসা বৈ সম্রাট্ ; জিয়ম্ভিকাময়মানোহভিহার্যতে প্রার্থয়তে ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ যাং জিয়-মভিকাময়মানোহভিহার্যতে, তস্মাৎ প্রতিক্রপঃ অনুরূপঃ পুত্রো জায়তে ; স আনন্দহেতুঃ পুত্রঃ ; স যেষাং মনসা নির্গর্তাতে, তস্মান্মনন্দঃ ॥ ২৪৬ ॥ ৬ ॥

টীকা । তথাপি কথমানন্দঃ মনসঃ সম্ভবতি, তত্রাহ—স যেনতি ॥ ২৪৬ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—জবালার পুত্র জাবাল ঋষি ‘সত্যকাম’ নামে প্রসিদ্ধ । চন্দ্র হইতেছেন মনের দেবতা ; আনন্দ তাহার ‘উপনিষদ’ ; যেহেতু মনই আনন্দ (আনন্দের কারণ) ; সেই হেতু, হে সম্রাট্, জীকামুক পুরুষ জীকে প্রার্থনা করিয়া থাকে । অতএব যে জীকে কামনা করিয়া অভিহার বা প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই জীতে প্রতিক্রপ (কামনানুরূপ) পুত্র জন্ম লাভ করে ; সেই পুত্রই আনন্দের হেতুভূত (আনন্দকর) হয় । সেই পুত্র যে মনের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, সেই মন নিশ্চয়ই আনন্দস্বরূপ ॥ ২৪৬ ॥ ৬ ॥

বদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি, অব্রবীন্মে বিদগ্ধঃ শাকুল্যো হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রয়াৎ তথা তচ্ছাকুল্যোব্রবীদ্ হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেত্যহৃদয়শ্চ হি কিং ন্যাদিতি, অব্রবীতু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠায়, ন মেহব্রবীদিত্যেক-পাদ্বা এতৎ সম্রাড্ভিতি স বৈ নো ব্রহ্মি যাজ্ঞবল্ক্য, হৃদয়মেবায়-তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা স্থিতিরিত্যেনরূপাসীত, কা স্থিততা যাজ্ঞবল্ক্য, হৃদয়মেব সম্রাড্ভিতি হোবাচ, হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্বেষাং ভূতানাং আয়তনং হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা, হৃদয়ে হেব সম্রাট্ সর্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি, হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম, নৈনং হৃদয়ং জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্ভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানে-তদপ্যন্তে, হৃদয়মভ্যুসহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো

বৈদেহঃ, সঃ হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমন্যত্, নাননুশিষ্য
হরৈতেতি ॥ ২৪৭ ॥ ৭ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থোহধ্যায়স্ত প্রথমঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ।—[যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরপি আহ—] যৎ, এব তে কশ্চিৎ অত্রবীৎ,
তৎ শৃণ্বাম ইতি । [জনক আহ—] বিদগ্ধঃ (পণ্ডিতঃ) শাকল্যঃ মে অত্রবীৎ,—
হৃদয়ং বৈ ব্রহ্ম ইতি । যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ (পুরুষঃ) ব্রহ্মাণ্ডং,
তথ্য শাকল্যঃ তৎ অত্রবীৎ—হৃদয়ং ব্রহ্ম ইতি । হি (যস্মাৎ) অহৃদয়স্ত (হৃদয়-
রহিতস্ত) কিং শ্রাৎ ? ইতি : তু (পুনঃ) তে (ভূত্যাং) তস্ত (হৃদয়-ব্রহ্মণঃ) আয়-
তনং প্রতিষ্ঠাং চ অত্রবীৎ ? [জনক আহ—] মে (মহ্যং) ন অত্রবীৎ ইতি ।
[যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সম্রাট্, এতৎ বৈ একপাদ্ (ব্রহ্মণ একাংশমাত্রম্) ইতি ।
[জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (বিদ্বান্ স্বং) নঃ (অস্মান্) ক্রহি [ইতি] ।
[যাজ্ঞবল্ক্যঃ আহ—] হৃদয়ম্ এব আয়তনং, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা ; স্থিতিরিত্তি এনং
(হৃদয়-ব্রহ্ম) উপাসীত । [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, কা স্থিততা ? [যাজ্ঞ-
বল্ক্যঃ] উবাচ হ—হে সম্রাট্, হৃদয়ম্ এব (স্থিততা ইত্যর্থঃ) । হে সম্রাট্,
হৃদয়ং বৈ সর্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা, হে সম্রাট্, হৃদয়ে হি এব সর্বাণি ভূতানি
প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি ; হে সম্রাট্, হৃদয়ং বৈ পরমং ব্রহ্ম । যঃ বিদ্বান্ এতৎ (হৃদয়ং)
এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) উপাস্তে, হৃদয়ং এনং (বিদ্বাংসং) ন জহাতি, সর্বাণি
ভূতানি এনং অভিক্করন্তি ; [সঃ] দেবঃ ভূহা দেবান্ অপোতি । বৈদেহঃ জনকঃ
উবাচ হ—হস্ত্যবভং সহস্রং দদামি ইতি । সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ [উবাচ হ—] অননু-
শিষ্য ন হরৈত ইতি মে পিতা অমণ্ডত ; [সমাপি তথৈব মতমিত্যভিপ্রায়ঃ ।
অতঃ সর্বং পূর্ববৎ] ॥ ২৪৭ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ :—যাজ্ঞবল্ক্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—অপর
কোন আচার্য্য তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ।
[জনক বলিলেন—] বিদগ্ধ (পণ্ডিত) শাকল্য আমাকে বলিয়া-
ছেন—হৃদয়ই ব্রহ্ম ; মাতা পিতা ও আচার্য্যোপদিষ্ট গুরু যেরূপ উপদেশ
দিয়া থাকেন, শাকল্যও সেইরূপই বলিয়াছেন যে, হৃদয়ই ব্রহ্ম ; কেন না,
অহৃদয়ের কোন কার্য্য হইতে পারে ? ভাল, তিনি তোমাকে তাহার আয়ত্তন
ও প্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন কি ? না—তিনি তাহা আমাকে বলেন নাই । হে

সম্রাট, ইহা ব্রহ্মের একটি মাত্র পাণ্ডা । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমাকে তাত্ত্ব্যম্ । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হৃদয়ই ইহার আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা, 'স্থিতি' বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, স্থিততা কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন— হে সম্রাট, হৃদয়ই [স্থিততা] ; কারণ, হে সম্রাট, হৃদয়ই সমস্ত ভূতের আয়তন, হৃদয়ই সমস্ত ভূতের প্রতিষ্ঠা, হে সম্রাট, হৃদয়েই সমস্ত ভূত অবস্থিতি করে ; অতএব হে সম্রাট, হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম । হে সম্রাট, যে বিদ্বান্ এইরূপে ইহার উপাসনা করে, হৃদয় কখনই তাহাকে ত্যাগ করে না ; সমস্ত ভূত তাহার জন্ত উপহার প্রদান করে, এবং তিনি এই দেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া দেহপাতের পর দেবসামুজ্য লাভ করেন । বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমি তোমাকে হস্তিতুল্য ধর্মভ্যুক্ত সহস্র সহস্র গো দান করিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমার পিতা মনে করিতেন যে, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে নাই, (আমারও তাঁহাই মত) ॥ ২৪৭ ॥ ৭ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥ ১ ॥

শাকল্যব্রাহ্মণম্ ।—বিদ্বৎ শাকল্যঃ—হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি । হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্বোবাং ভূতানামায়তনম্ ; নামকপকর্মান্বকানি হি ভূতানি হৃদয়াশ্রয়ানীত-বোচাম শাকল্যব্রাহ্মণে হৃদয়প্রতিষ্ঠানি চেতি [তস্মাদ্ হৃদয়ে হেব, সম্রাট্, সূর্য্যাদি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি । তস্মাদ্ হৃদয়ং স্থিতিরিত্যুপাসীত । হৃদয়ে চ প্রজাপতির্দেবতা ॥ ২৪৭ ॥ ৭ ॥

• ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্ত প্রথম-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥ ১ ॥

টীকা । কথং হৃদয়ন্ত সর্বভূতায়তনত্বং তৎপ্রতিষ্ঠাত্বং চ, তদাহ—নামকপেতি । তস্মাদিতি • শাকল্যস্তায়নপরামর্শঃ । ভূতানাং হৃদয়প্রতিষ্ঠায়ে ফলিতমাহ—তস্মাদ্ হৃদয়-মিতি ॥ ২৪৭ ॥ ৭ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাদ্ভূতটীকারাং চতুর্থাধ্যায়স্ত প্রথম-ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—‘বিদ্বৎ শাকল্য [বলিয়াছেন যে,] হৃদয়ই ব্রহ্ম । হে সম্রাট, হৃদয়ই সমস্ত ভূতের আয়তন । নাম রূপ ও কর্ম্মান্বক ভূতনিবহ যে, হৃদয়াশ্রিত এবং হৃদয়ে অবস্থিত, একথা আমরা পূর্বে শাকল্য ব্রাহ্মণে প্রতি-পাদন করিয়াছি । অতএব হে সম্রাট, সমস্ত ভূত হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত আছে ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ—প্রথমঃ ব্রাহ্মণম্ ।

৯৯৬

অতএব হৃদয়কে 'স্থিতি' বলিয়া (স্থিতিশূন্যসম্পন্ন বলিয়া) উপাসনা করিবে ।
হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন প্রজাপতি (ব্রহ্মা) ॥২৪৭॥৭ ॥

ইতি চতুর্থোধ্যায়ৈ প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৪ ॥ ১ ॥

ঐক্যবদ্ধ জ্ঞানশাস্ত্রঃ

জনকে। হে বৈদেহঃ কৃচ্ছাদুপাবসর্গমুবাচ নমস্তেহস্ত যাজ্ঞ-
বল্ক্যানু মা শাধীতি, ন হোবাচ যথা বৈ সম্রাট্ মহাস্তমধ্বানমেষ্যন্
রথং বা নাবং বা সমাদদীতৈবমেবৈতাভিরূপনিষত্তিঃ সমাহিতাশ্চা-
শ্চেবং বৃন্দারক আচ্যঃ সমধীতবেদ উক্লেপনিষৎক ইতো বিমুচ্য-
মানঃ ক গমিষ্যসীতি, নাহং তদ্ভগবন্ বেদ যত্র গমিষ্যামীতি, অথ বৈ
তেহহং তদ্বক্ষ্যামি যত্র গমিষ্যসীতি, ত্রবীতু ভগবানিতি ॥২৪৮॥১।

সরলার্থঃ।—বৈদেহঃ (বিদেহপতিঃ) জনকঃ কৃচ্ছাৎ (আসনবিশেষাৎ)
[উখ্যায়] উপ (যাজ্ঞবল্ক্যসমীপং) অবসর্পন্ (শিষ্যভাবেন গচ্ছন্) উবার্চ হ—
হে যাজ্ঞবল্ক্য, তে (তুভ্যং) নমঃ (নমস্কারঃ) অস্তু ; মা (মাং) অমুশাধি
(শিক্ষয়) ইতি । সঃ (‘যাজ্ঞবল্ক্যঃ’) উবাচ (জনকম্ উক্লেবান্) হ—হে সম্রাট্,
যথা মহাস্তং (দূরগামিনং) অধ্বানং (পশ্বানং) এষ্যন্ (গমিষ্যন্) [জনঃ]
রথং বা নাবং (নৌকাং) বা সমাদদীত (উপায়ত্বেন গৃহীয়াৎ), এবম্ (তদ্বৎ)
এব এতাভিঃ (উক্লেভিঃ) উপনিষত্তিঃ [উক্লেপকণানি ব্রহ্মাণি উপাসীনঃ ত্বং]
সমাহিতাশ্চা (সমাহিতচিত্তঃ) অসি (ভবসি) ; এবং (ন কেবলং সমাহিতাশ্চা,
অপিতু) বৃন্দারকঃ (দেববৎ মান্যঃ), আচ্যঃ (ধনাধিপঃ), অধীতবেদঃ (বেদ-
বিদ), উক্লেপনিষৎকঃ (আচার্য্যেভ্যঃ লক্লেপনিষদ্বিহঃ চ ত্বং) ইতঃ (অস্মাৎ
দেহাৎ) বিমুচ্যমানঃ (দেহং পরিত্যজন্) ক (কস্মিন্ স্থানে) গমিষ্যসি ? ইতি ।
[জনক আহ—] হে ভগবন্, (পূজনীয়), অহং তৎ (দেহপত্যানন্তরগন্তব্য-
স্থানং) ন বেদ (ন জ্ঞানামি) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অহং তে (তুভ্যং)
তৎ বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি), যত্র গমিষ্যসি ইতি । [জনক আহ—] ভগবান্
(পূজনীয়ঃ ভবান্) ত্রবীতু (তৎ মাম্ উপদিশতু) ইতি ॥ ২৪৮ ॥ ১ ॥

মূল্যানুবাদঃ।—বিদেহাধিপতি জনক আপনার আসন হইতে
উঠিয়া শিষ্যভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে যাজ্ঞ-
বল্ক্য, আপনার উদ্দেশ্যে নমস্কার ; আপনি আমাকে শিক্ষাপ্রদান করুন ।
এ কথার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, লোকে দূরগামী পথে যাইবার

জন্ত যেরূপ রথ বা নৌকা সংগ্রহ করিয়া থাকে ; আপনিও তদ্রূপ পূর্বোক্ত-
শব্দভিক্ষ্মে উপাসনা করত সমাহিতচিত্ত হইয়াছেন ; অর্থাৎ আপনি এ
পর্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছেন, সে সমস্ত কেবল আধারণ উপায় মাত্র, কিন্তু
কোনটিই সিদ্ধিক্ষেত্র নহে । আপনি এইরূপে লোকপূজ্য ঐশ্বর্যশালী,
বেদবিৎ ও উপনিষদ-রহস্য অবগত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু এই দেহত্যাগের
পর কোথায় যাইবেন, [তাহা জানেন কি ?] । [জনক বলিলেন—] হে
ভগবন্, দেহত্যাগ করিয়া যেখানে যাইব, তাহা আমি জানি না । অনন্তর
[যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] আপনি যেখানে যাইবেন, তাহা আমি আপনাকে
বলিয়া দিতেছি । [জনক বলিলেন,] শূজনীয় আপনি তাহা উপদেশ
করুন ॥২৪৮॥১॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—জনকো হ বৈদেহঃ । যস্মাৎ সবিশেষণানি সৰ্ব্বাণি
ব্রহ্মাণি জানাতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ, তস্মাদাচার্য্যত্বং হি ত্বা জনকঃ কুর্চ্ছাদাসনবিশেষাত্-
থায়, উপ সমীপম্ অবসৰ্পন্ পাদরোঃ নিপতন্নিত্যর্থঃ, উবাচ উক্তবান্, নমস্তে তুভ্যম্
অস্ত, হে যাজ্ঞবল্ক্য ; অন্ত মা শাধি অনুশাধি মামিত্যর্থঃ । ইতিশব্দো বাক্যপরি-
সমাপ্ত্যর্থঃ । স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যথা বৈ লোকে, হে সম্রাট্, মহাস্তং দীর্ঘ-
মধ্বানম্ এব্যন্ গমিষ্যন্, রথং বা স্থলেন গমিষ্যন্, নাবং বা জলেন গমিষ্যন্ সমা-
দদীত, এবমেব এতানি ব্রহ্মাণি এতাবিরূপনিবদ্ধিত্বানি উপাসীনঃ সমাহিতাত্মা
অসি, অত্যন্তমোত্তিরূপনিবদ্ধিত্বঃ সংযুক্তাত্মা অসি ; ন কেবলমুপনিষৎসমাহিতঃ,
এবং ব্রহ্মারকঃ পূজ্যশ্চ, আচ্যশ্চেশ্বরঃ, ন দরিদ্র ইত্যর্থঃ, অধীতবেদঃ অধীতো
বেদো যেন স ত্বম্ অধীতবেদঃ, উক্তাশ্চোপনিষদ আচার্য্যেস্তুভ্যম্, স ত্বমুকোপ-
নিষৎকঃ, এবং সৰ্ব্ববিভূতিসম্পন্নোহপি সন্ ভরমধ্যস্থ এব—পরমাত্মজ্ঞানেন বিনা
অকৃতার্থ এব অবদিত্যর্থঃ, যাবৎ পরং ব্রহ্ম ন বেৎসি ! ইতঃ অগ্নাদ্বেহাদ্বিষুচ্যমান
এতাভিঃ নোরথস্থানীয়াভিঃ সমাহিতঃ ক্ব কস্মিন্ গমিষ্যসি কিং বস্ত প্রাপ্যসীতি ?
নাহং তবস্ত ভগবন্ পূজাবন্, বেদ জানে,—যত্র গমিষ্যামীতি । অথ যদ্যেবং ন
জানীষে যত্র গতঃ কৃতার্থঃ স্তাঃ, অহং বৈ তে তুভ্যং তদ্বক্ষ্যামি, যত্র গমিষ্যসীতি ।
ব্রবীতু ভগবান্নিতি, যদি প্রসন্নো মাং প্রেতি । শৃণু—॥ ২৪৮ ॥ ১ ॥

টীকা । পূর্বশ্লোক ব্রাহ্মণে কানিচিৎপাসনানি জাননসাধনাত্মকানি । ইদানীং ব্রহ্মণ-
তৈজোরস্ত জাপাদিবিধীরা জানার্থং ব্রাহ্মণান্তরমবতারয়তি—জনকো হেতি । রাজ্ঞো
জানিত্বাভিমানেন শিবস্ববিরোধিত্বপনীতে মুনিঃ প্রতি তত্ত শিবস্ববিরোধিত্বং দর্শয়তি—

যশ্যাদিত্তি। নমস্কাংগোক্তক্ৰোধেণমুপস্থততি—অথে মেতি। 'অভীষ্টমদুখাসনং কর্তুং প্রাচীন-
জ্ঞানন্তু ফলাভ্যাসংভেদেহোক্তিবারা পরমংনহেতুরাজ্যংনমেবেতি বিবক্ষিতা তত্র রাজো
জিজ্ঞাসামাপাদয়তি—স ৬হত্যাহিনা। যথোক্তগুণসম্পন্নস্বেহং, 'তর্হি কৃতার্থদ্বারং মে কর্তব্য-
মন্তীত্যাশঙ্ক্য—এবমিতি। যাজ্ঞবল্ক্যো রাজো জিজ্ঞাসামাপাদি পুচ্ছতি—ইত ইতি। পর-
বস্ত্রবিষয়ে পতেরযোগাৎ, প্রশ্নবিষয়ং বিবক্ষিতং সজ্জপতি—কিং বুদ্ধিতি। রাজা স্বকীয়মন্ত্র-
মুপেতা শিষ্যে স্বীকৃতে প্রভুক্তিমবতারয়তি—অথেতি। তত্রাপেক্ষিতমশকহৃতিং পুরয়তি—
যন্তেবমিতি। 'আজ্ঞাপনমমুচিতমিতি শঙ্ক্যং বারয়তি—যদীতি। প্রশংসামুখ্যমান্বয়-
হচয়তি—মুখিতি ॥ ২৪৮ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—"জনকঃ হ বৈদেহঃ" ইত্যাদি। যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সমস্ত ব্রহ্মজাত এবং তৎপত্ত বিবেচনাব সমুদয় অবগত আছেন, সেই হেতুই জনক মহারাজ আপনার আচার্যাভাব পরিত্যাগ করিয়া—কুরূসান এইতে উঠিয়া সর্ম্বাপেক্ষ উপস্থিত হইলেন অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের চরণে নিপতিত হইলেন, এবং বলিলেন—হে'যাজ্ঞবল্ক্য, আপনাকে নমস্কার; এখন আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। শ্রুতির 'ইতি' শব্দটি জনকের বাক্যসমাప్তিছোক্তক। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন—হে সম্রাট, ব্যবহার-জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন লোককে দীর্ঘ পথ বাইতে হইলে, যদি স্থূলপথে বাইবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সে যেমন রখ অবলম্বন করে, আর যদি জলপথে বাইতে হয়, তাহা হইলে যেমন নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করে; পূর্বোল্লিখ উপনিষদ্-সংযোগে নানাবিধ ব্রাহ্মোপাসনা করতঃ তুমিও ঠিক সেইরূপই সমাহিতায়া হইয়াছ, অর্থাৎ উক্ত উপনিষদ্ সমূহযোগে তুমি অত্যন্ত সংযতচিত্তমান্ন হইয়াছ; কেবল বে, উপনিষদেই সমাহিতচিত্ত হইয়াছ, তাহা নহে, পরন্তু বন্দারক—লোকপূজ্য, আঢ়্য ধনেঐর্থ্যসাম্পন্ন, অর্থাৎ দরিদ্রদুরহিত, এবং অধীতবেদ—বেদবিষ্ঠাও অবগত হইয়াছ। তাহার পর জ্ঞাচার্যাগণও তোমাকে বেদসার—উপনিষদ্ উপদেশ করিয়াছেন। তুমি এই প্রকারে সর্ববিধ ঐর্থ্যসমন্বিত হইয়াও ভয়ের (মৃত্যুর) অধিকার-मध्येই বর্তমান রহিয়াছ, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অভাবে ততক্ষণ তুমি নিশ্চয়ই অন্ধতার্থ, যতক্ষণ পরব্রহ্ম অবগত না হইতেছ। [ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] নৌকা ও রথস্থানীয় ঐ সমস্ত উপনিষদে সমাহিতচিত্ত তুমি জান কি? —এই প্রশ্ন হইতে বিষুদ্ধ হইয়া অর্থাৎ দেহত্যাগের পর কোথায় গমন করিব? —কোন বস্তু প্রাপ্ত হইবে?

[জনক বলিলেন—] হে ভগবন্—পুজনীয়, আমি তাহা জানি না, যেখানে
আমাকে খাইতে হইবে। যেখানে খাইয়া কৃতার্থ হইবে, তাহা যদি তুমি না

জান, তবে আমিই তোমাকে তাহা বলি—তুমি হিতঃপরং যোহয়ং গমন করিবে ।
[জনক বলিলেন—] আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা
হইলে আপনিই আমাকে তাহা উপদেশ দিন । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—বলি-
তেছি,] শ্রবণ কর—॥ ২৪৮ ॥ ১ ॥

ইক্ষো হ কৈনামৈষ যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষন্তং বা এত-
মিক্সংসন্তমিন্দ্র ইত্যচক্ষতে পরোক্ষেনৈব, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি
দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ ২৪৯ ॥ ২ ॥

* সরলার্থঃ ।—এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) বৈ (প্রসিদ্ধো) ইক্ষঃ (ইক্ষনামা) হ ;
[কঃ ?] যঃ অয়ং (“চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম” ইত্যুক্তঃ) দক্ষিণে অক্ষন্ (অক্ষিণি) [বিশে-
ষণে অবস্থিতঃ] পুরুষঃ । ইক্ষঃ (দীপ্তিমন্তাৎ প্রত্যক্ষং) সন্তং, তং এতং (পুরুষং)
ইন্দ্র-ইতি পরোক্ষেণ (পরোক্ষবস্তবাচিনা ইন্দ্রশব্দেন) এব অচক্ষতে (কণয়ন্তি)
[তদ্বদর্শিনঃ] ; [কুতঃ ?] হি (যস্মাৎ) দেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়াঃ (পরোক্ষার্থকঃ
নাম প্রিয়াং যেষাং, তে তথোক্তাঃ) ইব (সম্ভাবনায়াম্) [সন্তঃ] প্রত্যক্ষদ্বিষঃ
(প্রত্যক্ষনামগ্রহণং দ্বিষন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ২৪৯ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদঃ ।—এই যে, দক্ষিণ চক্ষুতে সন্নিহিত পুরুষ, ইনি
ইক্ষ নামে প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ দীপ্তিগুণ থাকায় ইহার নাম হইতেছে ইক্ষ । ইনি
ইক্ষ হইলেও অর্থাৎ প্রত্যক্ষবোধক ইক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইলেও তদ্বদর্শী
পণ্ডিতগণ ইহাকে পরোক্ষবোধক ইন্দ্র-নামেই নির্দেশ করিয়া থাকেন ;
কারণ, দেবতারা যেন, পরোক্ষ নাম গ্রহণেই সন্তোষ লাভ করেন, এবং
প্রত্যক্ষভাবে নাম গ্রহণকে বিদ্বেষ করিয়া থাকেন ॥ ২৪৯ ॥ ২ ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।—ইক্ষো হ বৈ নাম । ইক্ষ ইত্যেবংনামা, যঃ চক্ষুরৈ
ব্রহ্মেতি পুরোক্তাদিত্যাস্তর্গতঃ পুরুষঃ, স এষঃ, যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ অক্ষিণি
বিশেষণে ব্যবস্থিতঃ, স চ সত্যনামা, তং বৈ এতং পুরুষঃ; দীপ্তিগুণবাৎ প্রত্যক্ষং
নামান্ত ইক্ষ ইতি ; তমিক্সং সন্তম্ ইন্দ্র ইত্যচক্ষতে পরোক্ষেণ ; যস্মাৎ পরোক্ষ-
প্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ প্রত্যক্ষনামগ্রহণং দ্বিষন্তি । এষ স্বং বিশ্বানরঃ
মাত্মানং সম্পন্নোহসি ॥ ২৪৯ ॥ ২ ॥

টীকা । বিশ্বভৈরবসপ্রাজ্ঞানুবাদেন তুরীয়ং ব্রহ্ম দর্শয়িতুমারো বিশ্বমুদ্বদতি—ইক্ষ ইতি ।
কাহনাবিক্রনামেতি চেৎ, “তমাহ—যচ্চক্ষুরিতি । অধিদেবতং পুরুষমুক্তাংধ্যাক্ষং তং দর্শয়তি—
বাহমসিতি । তস্ত পূর্বদ্বিষপ্রি ব্রাহ্মণে প্রস্তুতমাহ—স চেতি । প্রকৃতে পুরুষে বিদ্বাং

সম্ভতিমাহ—তং বা 'এতমিতি' । ইক্ষ্বং সাধয়তি—দীপ্তীতি । প্রত্যক্ষস্ত পরোক্ষপাথ্যানে
হেতুমাহ—'বস্মাদিতি' ॥ ২৪৯ ॥ ২ ॥

• **ভাষ্যানুবাদ**।—'ইক্ষো হু বৈ নাম' ইতি । 'পূর্বে 'চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম' ইত্যাদি
বাক্যে আদিত্যমণ্ডনান্তর্গত যে পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রসিদ্ধ নাম
ইক্ষু; আবার অধ্যাত্ম দক্ষিণ চক্ষুতে বিশেষরূপে বিদ্যমান যে পুরুষ, তাহার প্রসিদ্ধ
নাম—সত্য; প্রত্যক্ষগ্রাহ্য দীপ্তিগুণসম্পন্ন বলিয়া সেই এই পুরুষ 'ইক্ষু' নামে
প্রসিদ্ধ হইলেও, ঋষিগণ ইহাকে পরোক্ষবাচী 'ইক্ষু' নামে অভিহিত করিয়া
থাকেন; কারণ, দেবগণ পরোক্ষ নাম গ্রহণেই যেন সঙ্কষ্ট, এবং প্রত্যক্ষবিষয়ী,
অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে নাম গ্রহণ করিলে তাঁহারা অসঙ্কষ্ট হন । [হে জনক,]
এইরূপে তুমি বৈশ্বানর আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছ (১) ॥ ২৪৯ ॥ ২ ॥

∴ অথৈতদ্বামেহক্ষণি পুরুষরূপমেবাস্ত পত্নী বিরাক্ষি, তয়োরেম
সংস্তারো য এষোহস্তর্হৃদয় আকাশোহথৈনয়োরেতদনং য এষো-
হস্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডোহথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং যদেতদস্ত-
র্হৃদয়ে জালকমিবাথৈনয়োরেণা স্মৃতিঃ সঞ্চরণী, যৈষা হৃদয়াদুর্দ্ধা
নাড্যুচ্চরতি, যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্ন এবমস্মৈততা হিতা
নাম নাড্যোহস্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্ত্যেতাভির্বা এতদাস্র-
বদাস্রবতি তস্মাদেব প্রবিবিক্তাহারতর ইবৈব ভবত্যস্মাচ্ছারী-
রাদাত্মনঃ ॥ ২৫০ ॥ ৩ ॥

(১) তাৎপর্য—তুরীয় ব্রহ্মের স্বরূপ প্রদর্শন করা এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত; কিন্তু
প্রথমেই তাহা প্রদর্শন করা অসম্ভব মনে করিয়া শ্রুতি প্রথমে ব্রহ্মের সগুণতাব—বিশ্ব, তৈজস
ও প্রাক্তের স্বরূপ প্রদর্শন করত অবশেষে তুরীয় ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিবেন । তদ্বাধ্যে
এখানে 'বিশ্ব' সংজ্ঞক ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ।

ইহারও আবার দুইটি ভাব—এক অধিদৈবত, দ্বিতীয় অধ্যাত্ম, তদ্বাধ্যে আদিত্যান্তর্গত
পুরুষ হইতেছেন অধিদৈবত, আর দক্ষিণাক্ষিগত পুরুষ হইতেছেন অধ্যাত্ম । অধিদৈবত
পুরুষের নাম—ইক্ষু; আর অধ্যাত্ম পুরুষের নাম সত্য ।

ইক্ষু অর্থ—দীপ্তিবিশিষ্ট; আদিত্যগত দীপ্তি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য; আর ইক্ষু অর্থ—ঐশ্বর্যসম্পন্ন;
আলোচ্য পুরুষগত ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নহে, শাস্ত্রগম্য; হুতরাং ইক্ষু শব্দটি পরোক্ষার্থাভিধারক ।
মনে হয়, ব্যবহার জগতে যেমন কোন কোন লোক সোভাহুস্তিভাবে নাম ধরিয়া ডাকিলে
অসঙ্কষ্ট হয়, ঐশ্বর্যজাপক নাম করিলেই সঙ্কষ্ট হয়; বেবতাদের অবস্থাও ঠিক তদনুরূপ ।

সংলক্ষ্যঃ ১—অথ (প্রকারান্তরে) বায়ম অক্ষিণি (অক্ষিণি) [৪৭] এতৎ পুরুষরূপম্, এষা (এষঃ বামাক্ষিপুরুষঃ) অশ্র (বিশ্বপুরুষঃ) পত্নী (ভোগ্যা অন্নরূপা), বিরাট (বিরাটসংজ্ঞকঃ পুরুষঃ); তয়োঃ (ইন্দ্রশ্চ ইন্দ্রাণ্যাঃ চ) এষঃ সংস্তাবঃ (যত্র দ্বৌ মিলিত্বা অত্রোক্তং সংস্তবং কুর্বাতে, সঃ) । [কঃ সঃ ?] যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে হৃদয়মধ্যে আকাশঃ (ছিদ্রঃ) । অথ এনয়োঃ (ইন্দ্রশ্চ ইন্দ্রাণ্যাঃ চ) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) অন্নং (রক্ষাহেতুঃ); [কিং তৎ?] যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ (ভুক্তান্নশ্চ সূক্ষ্মঃ পরিণামবিশেষঃ) । অথ এনয়োঃ (ইন্দ্রশ্চ ইন্দ্রাণ্যাঃ চ) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) প্রাবরণম্ (আচ্ছাদনম্); [কিং তৎ?], ৪৭ এতৎ অন্তর্হৃদয়ে জালকম্ ইব (জালবৎ শিরাসম্ভূতিঃ); অথ এনয়োঃ এষা সঞ্চরণী (গমনাগমনোপায়ঃ) স্তুতিঃ (পত্নাঃ); [এষা কা ?] অথ এষা নাড়ী হৃদয়াৎ উর্দ্ধা (উর্দ্ধমুখী সতী) উচ্চরতি (উদগচ্ছতি); [কীদৃশী সী ?] সহস্রাণি ভিন্নঃ কেশঃ যথা (সহস্রভাগ-বিভক্তকেশবৎ সূক্ষ্মা) অশ্র (শরীরশ্চ) 'হিতাঃ' নাম (হিতেতি নাম্না প্রসিদ্ধাঃ) নাভ্যঃ অন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি । এতৎ (অন্নং) আশ্রবং (গলং) এতাভিঃ (নাড়ীভিঃ) বৈ আশ্রবতি (গচ্ছতি—রসাদিভাবমাপত্ততে) । তস্মাৎ (অন্নশ্চ সূক্ষ্মভাগপরিপোষিতত্বাৎ হেতোঃ) এষঃ (তৈজসঃ আত্মা) অস্মাৎ শরীরাত আত্মনঃ (পূর্বোক্তং বৈশ্বানরাদ্যম্ আত্মানম্ অপেক্ষা) প্রবিবিক্তাহারতরঃ (অতিশয়েন প্রবিবিক্তাহারঃ—দেহপিণ্ডঃ, অয়ং তু তস্মাদপি সূক্ষ্মতরাহার ইত্যর্থঃ) ইব ভবতি ॥ ২৫০ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ ১—আর এই যে, বাম চক্ষুতে পুরুষ আছেন, তিনি পূর্বোক্ত দক্ষিণাক্ষিস্থিত ইন্দ্রনামক পুরুষের পত্নী অর্থাৎ ভোগ্যা—অন্ন স্বরূপ বিরাট; ইহাই সেই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সংস্তাব, (সংস্তাব অর্থ—যাহাতে উভয়ে উভয়ের স্তুতি করে); তাহা এই হৃদয়াস্তরিত আকাশ । উক্ত ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর ইহাই অন্ন,—যাহা এই হৃদয়মধ্যে স্থিত লোহিতপিণ্ড; এই লোহিতপিণ্ডটি (ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্ম পরিণতি); ইহাই ইহাদের উভয়ের প্রাবরণ বা আচ্ছাদন, যাহা এই হৃদয়মধ্যে ক্লালের শ্যায়শিরাসমূহ; এবং ইহাই তাহাদের সঞ্চরণের পথ, যাহা এই হৃদয়প্রদেশ হইতে উর্দ্ধগামিনী নাড়ী; একটি কেশকে সহস্রভাগে বিভক্ত করিলে যেরূপ হয়, ঠিক সেইরূপ সূক্ষ্ম এই হিতানামক নাড়ীসমূহও দেহপিণ্ডের হৃদয়মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে । যে সময় অন্নরস ক্ষরিত হয়, তখন এই

সমস্ত নাড়ীপথেই ক্ষরিত হয়, সেই জন্তই এই শারীর—পূর্বোক্ত বিশ্বনামক শরীরময় আত্মা অপেক্ষা 'এই তৈজসসংজ্ঞক আত্মা অতিশয় সূক্ষ্মবিষয়ভোগী বলিয়াই যেন প্রতীত হয় ॥২৫০॥তাঁ

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—অণৈতদ্ব্যমৈহক্ষণি পুরুষরূপম্, এবাশ্চ পত্নী—যৎ স্বং বৈশ্বানরমাত্মানং সম্প্রোহসি, তস্তাশ্চ ইন্দ্রশ্চ ভোক্তৃভোগ্যেবা পত্নী, বিরাট্ অন্তঃ ভোগ্যাত্মাদেব । তদেতদন্নঞ্চ অত্র চ একং মিথুনং যুগ্মে । কণম্ ? তয়ো বৈবঃ—ইন্দ্রাণ্যা ইন্দ্রশ্চ চ এব সংস্তাবঃ,—সভুয় যত্র সংস্তবং কুর্বীতে অতোত্তম, স এব সংস্তাবঃ । কোহসৌ ? য এবোহস্তর্হৃদয়ে আকাশঃ, অন্তর্হৃদয়ে—হৃদয়শ্চ মাৎসপিণ্ডে মধ্যে, অথেনয়োরৈতৎ বক্ষ্যমাণম্ অন্তঃ ভোজ্যং স্থিতিহেতুঃ । কিস্তং ? য এবোহস্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ—লোহিত এব পিণ্ডাকারাপন্নো লোহিতপিণ্ডঃ । অন্তঃ জগৎ বৈধা পশ্চিমমতে—যৎ স্থলং, তদধো গচ্ছতি ; বদন্তং, তং পুনরুগ্মিনা পচ্যমানং বৈধা পরিণমতে—যো মধ্যমো রসঃ, স লোহিতাদিক্রমেণ পাঞ্চভৌতিকং পিণ্ডং শরীরমুপচিনোতি ; যোহনিষ্ঠো রসঃ, স এব লোহিতপিণ্ড ইন্দ্রশ্চ লিঙ্গা-অনো হৃদয়ে মিথুনীভূতশ্চ ; যং তৈজসমাচক্ষতে, স তয়োৱিন্দ্রেন্দ্রাণ্যোঃ হৃদয়ে মিথুনীভূতয়োঃ সূক্ষ্মাশ্চ নাড়ীষনুপ্রবিষ্টঃ স্থিতিহেতুর্ভবতি, তদেতদ্রূচ্যাতে—অণৈ-নন্মোরৈতদন্নমিত্যাदि । ১

কিঞ্চাত্মং ; অথেনয়োরৈতৎ প্রাবরণম্ ; ভুরুবতোঃ স্বপতোশ্চ প্রাবরণং ভবতিলোকে, তৎসামাত্মং হি কল্পয়তি শ্রুতিঃ । কিং তদিহ প্রাবরণম্ ? যদেত-দস্তর্হৃদয়ে জালকমিব অনেকনাড়ীচ্ছিন্নরহলহাৎ জালকমিব । অথেনয়োরৈবা-নুতিঃ মার্গঃ, সঞ্চরতোহনয়েতি সঞ্চরণী, স্বপ্নাজাগরিত-দেশাগমনমার্গঃ । কা সা-নুতিঃ ? যা এবা হৃদয়াৎ হৃদয়দেশাদ্ উদ্ধাভিমুখী সতী উচ্চরতি নাড়ী । তস্তাঃ পরিমাণমিদমুচ্যতে—যথা লোকে কেশঃ সহস্রধা ভিন্নোহত্যন্তস্বপ্নো ভবতি, এবং সূক্ষ্মা অশ্লুদেহশ্চ সহস্রকিঞ্চো হিতা নাম—হিতা ইত্যেবং খ্যাতা নাড্যাঃ, তাশ্চাস্ত-হৃদয়ে মাৎসপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি ; হৃদয়াদিপ্রকৃতাভ্যঃ সর্বত্র কদম্বকেশবৎ ; এতাভিন্নাড়াভিরত্যন্তসূক্ষ্মাতিরৈতদন্নম্ আশ্রবং গচ্ছদ্ আশ্রবতি গচ্ছতি । তদে-তদেবতাশরীরম্ অনেনান্নেন দামভূতেনোপটীয়মানং তিষ্ঠতি । ২

তস্তাৎ—ব্যাং স্থলেনান্নেনোপচিতঃ পিণ্ডঃ, ইদম্ দেবতাশরীরং লিঙ্গং সূক্ষ্মেনান্নেনোপচিতং তিষ্ঠতি, পিণ্ডোপচরকরমণ্যমং প্রবিল্লিকমেব মূত্রপূরীষাদি-সূক্ষ্মবৈশিষ্ট্যং, লিঙ্গস্থিতিকরং তু অনং ততোহপি সূক্ষ্মতরম্, অত্রঃ প্রবিলিজ্ঞাহারঃ

পিণ্ডঃ, তস্মাৎ প্রবিবিক্তাহারাদপি প্রবিবিক্তাহারন্তর এক লিঙ্গচন্দ্ৰা ইবৈব ভবতি, অস্মাচ্ছারীরাং—শরীরমেব শারীরম্, তস্মাচ্ছারীরাদাশ্বনঃ, বৈশ্বানরীং—উজ্জসঃ স্মান্নোপচিতো ভবতি ॥ ২৫ ॥ ৩ ॥

টীকা । একশ্রেণ বৈশ্বানরস্তোত্রাসনার্থঃ প্রাসঙ্গিকমিচ্ছাশ্রয়ী চেতি মিথুনং করয়তি—অথৈতাদিনা । প্রাসঙ্গিকব্যাখ্যানাধিকারার্থেইতৎকঃ । যদেতন্মিথুনং আগরিতে বিশ্বশক্তিং, তদেবৈকং স্বপ্নে তৈজসশব্দবাচ্যমিত্যাহ—তদেতদ্বিতি । তচ্ছক্তিং তৈজসমধিকৃত্য পৃচ্ছতি—কথমিতি । কিং তন্ত স্থানং পৃচ্ছতে ? অন্নং বা ? প্রাবরণং বা ? মার্গো বা ? ইতি বিকল্পাভ্যুপেত্যাহ—তয়োৱিতি । সংস্তবং সঙ্গতিমিতি যাবৎ ॥ দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—অথেতি । অন্নতিরেকণ স্থিতেরসস্তবাত্তন্ত বক্তব্যাদিত্যর্থশকার্থঃ । লোহিতপিণ্ডঃ স্মান্নরসং বাণ্যাতুং ভক্তি তন্ত্রান্নস্ত তাবদ্বিভাগমাহ—অন্নমিতি । যদন্তং গুনমিতি যোজনীয়ম্ । তত্রৈতাদ্ব্যাহৃত্য যো মধ্যম ইত্যাদিগ্রন্থো যোজ্যঃ । উপাধুপহিতয়োৱেকত্বমাম্রিত্যাহ—যং তৈজসমিতি । তন্ত্রান্নত্বমুপাদয়তি—স তয়োৱিতি । বাণ্যাতেহর্থং বাক্যস্থান্বিতাবরবক্তমাহ—তদেতদ্বিতি । ১

যদি প্রাবরণং পৃচ্ছতে, তত্রাহ—কিঞ্চান্বদিতি । ভোগস্থাপানন্তর্য্যমর্থশকার্থঃ । প্রাবরণং প্রদর্শনস্ত প্রয়োজনমাহ—ভুক্তবতোরিতি । ইহেতি ভোক্তৃভোগ্যয়োৱিল্পেদ্রাণ্যোক্তভিঃ ॥ ১ । হৃদয়জালকয়োৱাধারাদেয়ত্বমবিবক্ষিতং, তশ্চৈব তস্তাবাৎ । মার্গশ্চেৎ পৃচ্ছতে, তত্রাহ—অথেতি । নাড়ীভিঃ শরীরং বাণ্ড্যন্ত্রান্নস্ত প্রয়োজনমাহ—তদেতদ্বিতি । ২ ॥

তস্মাদিত্যাদিবাচ্যাদায় বাচষ্টে—স্মাদিতি । তথাপি প্রবিবিক্তাহার ইত্যেব বক্তব্যে প্রবিবিক্তাহারন্তর ইতি কস্মাদুচ্যতে ? তত্রাহ—পিণ্ডেতি । স্মাদিত্যস্তাপেক্ষিতং তথ্যমিতি—অত ইতি । শারীরাদিতি ক্রয়তে, কথং শরীরাদিতুচ্যতে ; তত্রাহ—শরীরমেবেতি । উজ্জসমর্থং সজ্জিপ্যোপসংহরতি—আশ্বন ইতি ॥ ২৫ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—তাহার পর, এই যে, বামচক্ৰতে পুরুষ আছেন, তিনি ইহার পত্নী অর্থাৎ তুমি পূর্বশ্রুতযুক্ত যে বৈশ্বানর আত্মাকে লাভ করিয়াছ, সেই ইন্দ্রনামক ভোক্তার ইহা ভোগ্যরূপা পত্নী বিরাট্ স্বরূপ অন্ন ; ভোগ্য বলিয়াই ইহাকে অন্ন বলা হইল । স্বপ্নাবস্থায় উক্ত ভোক্তা ও ভোগ্য এতদূতয়ের সম্মিলনে এক মিথুনিভাবী সম্পন্ন হয় । কিরূপে হয় ?—উক্ত ইন্দ্রাণী ও ইন্দ্রের ইহাই সংস্তাব—বাহাতে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের স্তুতিগুন করিয়া থাকে, তাহাকে সংস্তাব বলে । এখানে সেই সংস্তাব কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] বাহা এই হৃদয়মধ্যবর্তী আকাশ, [তাহাই সংস্তাবঃ, [—এখানে, ‘অক্ত’ হৃদয়ে’ অর্থ হৃদয়নামক মাংসপিণ্ডের মধ্যে । উক্ত উভয়ের ইহাই হইতেছে অন্ন—অর্থাৎ রক্ষার হেতুত্ব ভোগ্য । ইহা কি ? বাহা এই হৃদয়মধ্যবর্তী লোহিতপিণ্ড অর্থাৎ পিণ্ডাকুর লোহিত খণ্ড । অভিপ্রায় এই যে, ভুক্ত অন্ন এইভাবে পরিণত হয়,—বাহা স্থলভাগ, তাহা অধোগামী হয়, আর বাহা সূক্ষ্মভাগ, তাহাও

জাঠরাগ্নি দ্বারা পুষ্টিপাক পাইয়া দুইভাগে পরিণত হয়,—বাহ্যঃ মধ্যম ভাগ—স্থূলও নয়, সূক্ষ্মও নয় এমন রসভাগ, সেই রসভাগই লোহিতাদি পরম্পরাক্রমে পাকভৌতিক দেহের পরিপুষ্টি সাধন করে। আর গোছা সূক্ষ্মতম রস, তাহাই হৃদয়স্থ মিথুনীভূত লিঙ্গসংজ্ঞক ইন্দ্রের—পণ্ডিতগণ, যাহাকে ‘তৈজস’ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহার লোহিতপিণ্ড। এই লোহিতপিণ্ডই সূক্ষ্ম নাড়ীপথে প্রবেশপূর্ব্বক হৃদয়গত মিথুনীভূত ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীব স্থিতিস্থাপন করিয়া থাকে । ১

আরও এক কথা,—ইহাই তাহাদের উভয়ের প্রাবল্য,—ব্যবহাবজগতে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা ভোজন কবে ও নিদ্রা যায়, তাহাদের গাত্রে আবরণবস্ত্র থাকে ; অতি ইহাদের সম্বন্ধেও সেইরূপ অবস্থা পবিকল্পনা কবিতেন। এখানে সেই প্রাবরণটি কি ? অন্তর্জগদে—হৃদযান্ত্রান্তবে যে, জালের মত নাড়ীসমূহ আছে, তাহা ;—নাড়ীর সংখ্যা অনেক, এবং সে সমস্ত নাড়ীর ছিদ্রবন্ধও বহু ; এইজন্ত নাড়ীসমষ্টিকে জালের সদৃশ বলা হইয়াছে। তাহাব পর, এই হৃদয়স্থ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর ইহাই সঞ্চরণী স্রুতি ; ‘সঞ্চরণী’ অর্থ—যাহা দ্বারা যাতায়াত করা হয়, অর্থাৎ ইহাই তাহাদের স্বপ্রাবস্থা হইতে জাগ্রৎ-অবস্থায় আসিবার পথ। সেই পথটি কি ? উক্ত হৃদয়প্রদেশ হইতে যে নাড়ীটি উদ্ধমুখে উদগত, সেই নাড়ী। সেই নাড়ীর পরিমাণ এইরূপ বলা হইতেছে—জগতে একটি কেশকে সহস্রভাগে বিভক্ত করিলে, তাহা যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, ঠিক তেমনি ; এই দেহগত হিতা নামে প্রসিদ্ধ নাড়ীসমূহও অতিশয় সূক্ষ্ম, সেই সূক্ষ্ম নাড়ীগুলি আবার হৃদয়-মধ্যবর্তী উক্ত মাংসপিণ্ডের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে ; শেষে কদম্ব-কুম্ভমের কেশর-শাশির স্থায় ঐ নাড়ীসমূহ হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া সর্বদেহে প্রস্রুত হইয়া থাকে। ভুক্ত অন্ন যখন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম নাড়ীপথেই গমন করিয়া থাকে। এই যে, দেবতা-শরীর, তাহা রজ্জ্বরূপ ঐ অন্ন দ্বারা পরি-রক্ষিত হইয়া রক্ষি প্রাপ্ত হয়, (নচেৎ শরীর বিনষ্ট হইয়া যাইত) । ২

সেইহেতু—যেহেতু দৃশ্যমান দেহপিণ্ড উপভুক্ত স্থূল অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু লিঙ্গাত্মক সূক্ষ্ম দেবতাশরীরটি সূক্ষ্ম অন্নরসে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার পর, দেহপিণ্ডের পরিবর্দ্ধক অন্ন স্থূল চইলেও মূত্রপুত্রীষাদির তুলনায় সূক্ষ্মই বটে, কিন্তু লিঙ্গশরীরের পুষ্টি ও স্থিতিসাধন যে অন্ন, তাহা তদপেক্ষাও অধিক সূক্ষ্ম ; এই হেতু দেহপিণ্ড সাধারণতঃ প্রবিবিক্তাহার ; এই লিঙ্গাত্মক দেহ যেন সেই প্রবিবিক্তাহার (সূক্ষ্মগ্রাহী) দেহপিণ্ড অপেক্ষাও অধিকতর প্রবিবিক্তাহার

(হৃদয়তরাহার) বলিয়া প্রতীত হয়; অভ্যপ্রায় তুই যে; বৈদ্যানরসংজ্ঞক, এই শারীর আত্মা—শরীর 'অপেক্ষা' হৃদয়তর অগ্নে উপচিত হইয়া থাকে ॥ ২৫০ ॥ ৩ ॥

তস্মা প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ, উর্দ্ধা দিক্ উর্দ্ধাঞ্চঃ প্রাণাঃ, অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ, সৰ্ব্বা দিশঃ সৰ্ব্বে প্রাণাঃ, স এষ নেতি নেত্যাভ্যাহংহো নহি গৃহতেহশীৰ্য্যো নহি শীৰ্য্যতেহসঙ্গো নহি সজ্যতেহসিতো ন ব্যথতে ন বিষ্যত্যভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । স হোবাচ জনকো বৈদেহোহভয়স্তা গচ্ছতাদ্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ; যো নো ভগবন্ভয়ং বেদয়সে, নমস্তেহস্ত্রিমে বিদেহা অয়মহমস্মি ॥২৫১॥৪॥

ইতি চতুর্থোহধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ॥৪॥২॥

সরলার্থঃ ।—অথ (তৈজসং প্রাপ্তং বিদ্বঃ) প্রাচী (পূর্বা) দিক্, প্রাঞ্চঃ (প্রাগ্গমনশীলাঃ) প্রাণাঃ ; দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে (দক্ষিণদিগ্গাম্বিনঃ) প্রাণাঃ ; প্রতীচী (পশ্চিমা) দিক্ প্রত্যঞ্চঃ (পশ্চিমাভিযুখাঃ) প্রাণাঃ ; উদীচী (উত্তরা) দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ, উর্দ্ধা দিক্ উর্দ্ধাঞ্চঃ প্রাণাঃ ; অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ ; সৰ্ব্বা দিশঃ সৰ্ব্বে প্রাণাঃ । সঃ এষঃ (যথোক্তগুণসম্পন্নঃ) নেতি নেতি (নেতি নেতিতিনিবেদপৰ্য্যস্তভূমিঃ) আত্মা অগৃহঃ নহি গৃহতে, অশীৰ্য্যঃ নহি শীৰ্য্যতে ; অসঙ্গঃ নহি সজ্যতে ; অসিতঃ, ন ব্যথতে ; ন বিষ্যতি । হে জনক, [ত্বং] বৈ অভয়ং (জন্মমরণাদিত্যরহিতং ব্রহ্ম) প্রাপ্তঃ অসি (ভবসি) 'ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ । সঃ (বৈদেহঃ) জনকঃ উবাচ হ—হে ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ ত্বং নঃ (অস্মান্) অভয়ং ব্রহ্ম বেদয়সে (জ্ঞাপয়সি), তং ত্বা (ত্বং) অভয়ং গচ্ছতাং (গচ্ছতুঃ ; সৰ্ব্বথা ভয়রহিতো ভবেত্যর্থঃ) । তে (তুভ্যাং) নমঃ (নমস্কারঃ) অস্ত, ইমে বিদেহাঃ (বিদেহাধাজনপদাঃ) অয়ং অহং (চ) [তব অধীনঃ] অস্মি ॥ ২৫১ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদঃ ।—বৈদ্যানরভাব হইতে ক্রমে তৈজসতাপপন্ন সেই বিদ্বানের পূর্বদিক্ হইতেছে অগ্রগামী প্রাণ ; দক্ষিণ দিক্ হইতেছে

দক্ষিণদিক্‌বর্তী প্রাণ ; পশ্চিম দিক্‌ হইতেছে পশ্চিমদিগ্‌বর্তী প্রাণ ; উত্তর দিক্‌ হইতেছে উত্তরদিগ্‌গামী প্রাণ ; উর্দ্ধদিক্‌ হইতেছে উর্দ্ধদিগ্‌বর্তী প্রাণ ; অধোদিক্‌ হইতেছে অধোগামী প্রাণ ; এবং সাধারণ দিক্‌ সমূহ হইতেছে সর্বপ্রাণ । [পূর্বে 'নেতি তেতি'রূপে] উক্ত সেই এই আত্মা অগ্রাহ্য—কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না ; অর্শীর্ঘা—কোনরূপে শীর্ণ হয় না ; অঙ্গ—কোথাও আসক্ত হয় না ; অসিত (অনবরুদ্ধ) ; কিছু দ্বারা আবদ্ধ হয় না, এক কোনরূপে হিংসাও প্রাপ্ত হয় না । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে জনক, তুমি অভয় (জন্মমরণাদিভয়রহিত ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হইয়াছ । এ কথায় বিদেহপতি জনক বলিলেন—হে পূজনীয় যাজ্ঞবল্ক্য, যে তুমি আমাকে অভয় ব্রহ্ম-স্বরূপ বুঝাইতেছ, সেই তোমাকেও অভয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হউক, অর্থাৎ আমার ন্যায় তুমিও অভয় ব্রহ্ম লাভ কর । তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার করি ; এই সমস্ত বিদেহ দেশ এবং এই আমি তোমার [অধীন] আছি ॥২৫১॥৪॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ॥ ৪ ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—স এষ হৃদয়ভূতৈত্ত্বজসঃ সৃষ্ণভূতেন প্রাণেন বিপ্রিয়-মাণঃ প্রাণ এব ভবতি, তস্তাশ্চ স্টিম্বঃ ক্রমেণ বৈশ্বানবাং তৈত্ত্বসং প্রাপ্তশ্চ হৃদয়া-স্মানমাপন্নশ্চ হৃদয়াস্মানশ্চ প্রাণাস্মানমাপন্নশ্চ প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাগ্গতাঃ প্রাণাঃ ; তথা দক্ষিণা দিগ্‌ দক্ষিণে প্রাণাঃ ; তথা প্রাচীচী দিক্‌ প্রাচাঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিক্‌ উদাঞ্চঃ প্রাণাঃ ; উর্দ্ধা দিক্‌ উর্ধ্বাঞ্চঃ প্রাণাঃ ; অবাচী দিক্‌ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ ; সর্বা দিশঃ সর্বে প্রাণাঃ ; এবং বিদ্বান্ ক্রমেণ সর্বাশ্চকং প্রাণমাত্মত্ব-নোপগতো ভবতি, তং সর্বাশ্চানং প্রত্যগাত্ম্যাপসংজ্ঞতা দ্রষ্টৃর্হি দ্রষ্টৃভাবং নেতি নেত্যাশ্বানং তুরীয়ং প্রতিপদ্যতে ; যমেব বিদ্বান্ অনেন ক্রমেণ প্রতিপত্ততে । স এষ নেতি নেত্যাশ্চেত্যাদি ন রিষ্যতীত্যন্তং ব্যাখ্যাতমেতৎ । অভয়ং বৈ জন্ম-মরণাদিনিমিত্তভয়শূন্যম্, হে জনক, প্রাপ্তোহসি—ইতি এবং কিল উবাচ উক্তবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । তদেতত্ত্বজস্—অথ বৈ তেহং তদ্ বক্ষ্যামি, যত্র গমিব্যসীতি । স হোবাচ জনকো বৈদেহঃ—অভয়মেব ত্বা ত্বামপি গচ্ছতাদগচ্ছতু, যন্ত নঃ অশ্বান্, হে যাজ্ঞবল্ক্য, ভগবন্ পূজাবন্ অভয়ং ব্রহ্ম বেদয়সে জ্ঞাপয়সি প্রাপিতবান্ উপাধি-কৃত্যজ্ঞানব্যবহাংপনয়নেনেত্যর্থঃ । কিমন্তং, অহং বিভ্রানিহ্মস্মার্থং প্রযচ্ছামি,

সাক্ষাদান্মনযেব দত্তবতে ; অতো নমস্তেহস্ত ; ইমে বিদেহাঃ তব, যথেষ্টং ভূজান্তাম্ ; অরুণাহমসি দাসত্বাবে স্থিতঃ ; যথেষ্টং মাং রাজ্যঞ্চ প্রাপ্তবন্তেত্যর্থঃ ॥ ২৫১ ॥ ৪ ॥

১ ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৮ ॥ ২ ॥

টীকা । তন্ত প্রাণী দিশিত্যন্তবতারয়িতুং ভূমিকাং কল্প্যতি—স এষ ইতি । প্রাণ-শব্দেনাজ্ঞাতঃ প্রাণত্যাগা প্রযুক্তো গৃহ্যতে । এবং ভূমিকাং কৃত্বা বাক্যমাদায় বাক্যপ্রতি-তন্ত্রেতশ্চদিনা । তৈজসঃ প্রাপ্তস্তেতন্ত বাধ্যানঃ হৃদয়াত্মানমাপন্নস্তেতি । উক্তমর্থং সঙ্ক্ষেপাহ—এবং বিদ্বানিতি । বিশ্বস্ত জাগবিতাভিমানিনস্তৈজসে তন্ত চ স্বপ্নাভিমানিঃ স্থপ্তাভিমানিনি প্রাজ্ঞে ক্রমেণান্তর্ভাবং জানয়িত্যর্থঃ । স এষ নেতি নেত্যাশ্বেতাদেভূমিকাং করোতি—তং সর্ক্সান্মনমিতি । তত্র বাক্যমবত্যা 'পূর্ক্সোক্তং বাধ্যানঃ স্মারয়তি—যমেষ ইতি । তুরীয়াদি প্রাপ্তবামস্তদভয়নস্তোক্তাশঙ্কাহ—অভয়মিতি । গন্তব্যং বক্ষ্যামীতুপক্রম্য-বহ্ন্যত্রয়াতীতং তুরীয়মুপদিশন্নান্ন পৃষ্টঃ কোবিদারানচষ্ট ইতি স্মারয়িষ্যতাং নাতিবর্ত্তেতেত্যা-শঙ্কাহ—তদেতদিতি । বিদ্বারাদক্ষিণাস্তরাভাবমভিপ্রেত্যাহ—স হোবাচেতি । কথং পুনরন্তস্ত ইতিতন্ত নষ্টন্ত বাহন্তপ্রাপণমিত্যাশঙ্কাহ—উপাধীতি । পশ্বাদিকং দক্ষিণাস্তরং সম্ভবতীত্যশঙ্কা-তন্তোক্তবিদ্বানুরূপং নাস্তীত্যাহ—কিমন্তদিতি । বস্তুতো দক্ষিণাস্তরাভাবমুক্ত্য প্রতীতিমাশ্রি-ত্যাহ—অত ইতি । অক্ষরার্থমুক্ত্য বাক্যার্থমাহ—যথেষ্টমিতি ॥ ২৫১ ॥ ৪ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এই যে, এই হৃদয়স্বরূপ তৈজস, ইহা স্মৃশ্ণ প্রাণ দ্বারা বিশেষভাবে বিধৃত হইয়া প্রকৃতপক্ষে প্রাণই হস্ত ; অর্থাৎ প্রাণরূপেই পর্য্যবসিত হয় ; সেই যে, এই বিদ্বান্, বিনি বৈদ্বানরভাব (স্থলভাব) হইতে ক্রমে তৈজসস্ব ও হৃদয়াত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়াত্মক হইয়াছেন ; তাহার পূর্ক্স দিক্ হইতেছে পূর্ক্সদিগ্গামী প্রাণ ; পশ্চিম দিক্ পশ্চিমভাগবর্ত্তী প্রাণ ; উত্তর দিক্ উত্তরদিগ্গ-বর্ত্তী প্রাণ ; উর্ক্স দিক্ উর্ক্সগামী প্রাণ ; অধোদিক্ অধোগামী প্রাণ ; এবং সুমস্ত দিক্ সমষ্টিভূত প্রাণ । এবস্থিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ক্রমে ক্রমে সর্ক্সাত্মক প্রাণকে আত্মারূপে লাভ করেন ; সেই সর্ক্সাত্মা প্রাণকেও আবার পরমাত্মাতে পর্য্যবসিত করিয়া, পশ্চাৎ 'নেতি নেতি' রূপে তুরীয় (বিশ্ব, বৈদ্বানর ও তৈজস অপেক্ষা চতুর্থ) আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । 'স এষ নেতি নেতি' ইত্যাদি, হইতে 'ন রিষ্যতি' পর্য্যন্ত অংশ পূর্ক্সেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

হে জনক, তুমি অভয়—জন্মমরণাদিজনিত ভীতিশূন্ত (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়াছ—এই কথা যাজ্ঞবল্ক্যবলিরাহিলেন । এই কথাই পূর্ক্সে উক্ত হইয়াছে যে, 'তুমি মৃত্যুর পর যেখানে গমন করিবে, তাহা তোমাকে বলিব' ইতি । তখন বিদেহা-

ধিপতি জনক বলিলেন—ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য, যে তুমি আমাদেরকে অন্নের ব্রহ্ম বলিয়াছ, উপাধিহীন সজ্জানকে ব্যবধান অর্থাৎ অব্রহ্মতাব অপনয়নপূর্বক প্রকৃত ব্রহ্মতাব প্রাপ্ত করিয়াছ, সেই তোমাকে অন্নের ব্রহ্ম প্রাপ্ত হউক ; অধিক কি, তুমি যখন আমাদের স্নানকাণ্ড আত্মবস্তু প্রদান করিয়াছ, তখন তোমাকে আমরা বিষ্ণুর মূল্যস্বরূপ আর কি প্রদান করিতে পারি ; অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্যে আমার নমস্কার হউক ; এই বিদেহদেশ তোমার যথেষ্ট উপভোগ্য হউক ; আর এই আমিও তোমার দাসরূপে আছি ; এই রাজ্য এবং আমাকে তুমি ইচ্ছামত গ্রহণ কর ॥ ২৫১॥৫॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৪২॥

তৃতীয়ঃ ব্রাহ্মণঃ।

আভাসভাষ্যম্।—জনকং হ' বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো' জগামেত্যভাভি-
সম্বন্ধঃ। বিজ্ঞানময় আত্মা সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম সৰ্বাস্তুরঃ পর এব-১-“নাভ্যো-
হতোহস্তি দ্রষ্টা, নাভ্যদতোহস্তি দ্রষ্ট” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ
বদনাদিলিঙ্গঃ অস্তি ব্যতিরিক্ত ইতি মধুকাণ্ডে অজ্ঞাতশব্দং বাদে প্রাণনাদিকর্তৃত্ব-
ভোক্তৃত্বপ্রত্যখ্যানেনাধিগতোহপি সন্, পুনঃ প্রাণনাদিলিঙ্গমুপগত্য ঔষন্ত্যপ্রপ্নে
প্রাণনাদিলিঙ্গো যঃ সামান্তেনাধিগতঃ “প্রাণেন প্রাণিতি” ইত্যাদিনা, “দৃষ্টেদ্রষ্টা”
ইত্যাদিনা অনুপ্তশক্তিস্বভাবোহধিগতঃ। ১

আভাসভাষ্য-টীকা। পূর্বস্মিন ব্রাহ্মণে জাগরাদিহারা তৎ শিদ্ধারিতং, সম্ভ্রুতি
ব্রাহ্মণান্তরমবত্যা তন্ত পূর্বণে সম্বন্ধং প্রতিজানীতে—জনকমিতি। তমেব বক্তুং তৃতীয়ে,
বৃত্তং কীর্তয়তি—বিজ্ঞানময় ইতি। তদ্ব্রহ্ম সাক্ষাদপরোক্ষাং সৰ্বাস্তুর আত্মা, স পর এষ
বিজ্ঞানময় আত্মেত্যাহ হেতুমাং—নাভ্য ইতি। বিজ্ঞানময়ঃ পর এষেত্যাহ ব্যাক্যান্তরং পঠতি—
স এষ ইতি। বদনাদিত্যাদাবুক্তমনুবদতি—বদনাদীতি। তাত্ত্বীয়মর্থমন্মত চাত্ত্বিকমর্থমন্ম-
বদতি—অন্ত্যিতি। যদি মধুকাণ্ডে গার্গ্যাক্ষং বাদে প্রাণাদীনাং কর্তৃত্বাদিনিরাকরণেন তেজ্যো
ব্যতিরিক্তোহস্তি বিজ্ঞানাত্মেতি সোহধিগতঃ, তর্হি কিমিতি পঞ্চমে তৎসম্ভাবো ব্যুৎপাদ্যতঃ,
তত্রাহ—পুনরিতি। যতপি বিজ্ঞানময়সম্ভাবকত্বার্থে স্থিতত্বমপি পুনরোষন্ত্যে প্রপ্নে যঃ প্রাণেন
প্রাণিতীত্যাদিনা প্রাণাদিলিঙ্গমুপগত্য তল্লিঙ্গমঃ সামান্তেনাধিগতঃ, স দৃষ্টেদ্রষ্টেত্যাদিনা কুটস্থ-
দৃষ্টিস্বভাবে বিশেষতো নিশ্চিতস্তথা চ পঞ্চমেহপি তদ্ব্যুৎপাদনমুচিতমিতিার্থঃ। ১

তন্ত চ পরোপাধিনিমিত্তঃ সংসারঃ—যথা রজ্জ্বর-শুভ্রিকা-গগনাদিষু সর্পেণ
দক-রজতমলিনাদি পরাধ্যারোপণনিমিত্তমেব, ন স্বতঃ; তথা; নিরুপা-
ধিকো নিরুপাখ্যঃ ‘নেতি নেতি’ ইতি ব্যপদেশঃ সাক্ষাদপরোক্ষাং সৰ্বাস্তুর
আত্মা ব্রহ্ম অক্ষরম্ অন্তর্ধ্যামী প্রশান্তা ঔপনিষদঃ পুরুষঃ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মৈত্যধি-
গতম্। ২

আত্মা কুটস্থদৃষ্টিস্বভাবশ্চেৎ কথং তন্ত সংসারঃ, তত্রাহ—তন্ত চেতি। অজ্ঞানং তৎকার্য্যং
চাত্ত্বকরশাদি পরোপাধিশব্দার্থঃ। সংসারস্তাত্মাত্তোপাধিকত্বং দৃষ্টান্তমাং—যথেকি। দাষ্টান্তিক-
স্তানেকরূপবাদনেকদৃষ্টান্তোপাদানমিত্যভিপ্রেত্য দাষ্টান্তিকমাং—তথেনিতি। যথোক্তদৃষ্টান্তানু-
সারেণাত্তপি পরোপাধিঃ সংসার ইতি বাবৎ। সোপাধিকস্তান্ননঃ সংসারিষ্মুক্তা নিরুপাধিকস্ত
নিত্যমুক্তমাং—নিরুপাধিক ইতি। নিরুপাখ্যঃ বাচাং মনসাং চাগোচরম্। কীং তর্হি
তত্রাগমপ্রমাণং, তত্রাহ—নেতি নেতীতি ব্যপদেশ ইতি। কহোলপ্রদোক্তমন্ত্যবতি—

সাকাদিতি । অক্ষরব্রাহ্মণোক্তং 'স্মারয়তি—অক্ষরমিতি । অন্তর্ধামিত্রাক্ষণোক্তং 'স্মারয়তি—
অন্ত্যামোতি' । শাকলাব্রাহ্মণোক্তমক্ষরমর্থমিতি—উপনিষদ ইতি । ২

তদেবপুনরিক্তসংজ্ঞঃ প্রবিবিক্তোহাবঃ ; ততোহনুসর্গদয়ে লিঙ্গান্না প্রবিবিক্তা-
হাবতরঃ ; ততঃ পবেণ জগদান্না প্রাণোপাণিঃ ; ততোহপি প্রবিলাপ্য জগদান্না-
নমুপাধিত্বং রজ্জাদাবিব সর্পাদিকং বিজ্ঞয়া "স এষ নেতি নেতি" ইতি সাক্ষাৎ-
সূক্তান্তরং প্রক্ষাধিগতম্ । এবমভবৎ পবিপ্রাপিতো জনকঃ যাক্ষবল্লভান আগমতঃ
সজ্জপতঃ । অত্র চ জাগ্রৎস্বপ্নশুপ্তত্বব্যাখ্যানপদ্ধত্যানি অত্র প্রসঙ্গেন—ইহং,
প্রবিবিক্তাহাবতবঃ, সর্পে প্রাণাঃ, স এষ নেতি নেতীতি । ৩

পাকমিকর্ম্মমিবমনুষ্ঠাতীত্যে ব্রাহ্মণবয়ে বৃত্তমমুভাষতে—তদেবেতি । যৎ সাক্ষাদপবোক্ষাৎ
সূক্তান্তরং ব্রহ্ম, তদেবাধিগমনোপাধিবেশোপদর্শনপুংসবৎ পুনরধিগতমিতি সম্বন্ধঃ ।
যিচ্ছাদ্যব্রাহ্মণার্থং সজ্জিপ্য কুরুব্রাহ্মণার্থং সজ্জিপতি—উক্ত ইত্যাদিনা । ইহান্ত বিশেষণং
প্রবিবিক্তাহার ইতি । হৃদযেহন্তযো লিঙ্গান্না স ততো বৈদ্যানবাদিক্যং প্রবিবিক্তাহারতর ইতি
যোজনা । বিষতেজসাবৃত্তৌ প্রাজ্ঞতুরীয়ে প্রদর্শয়তি—ততঃ পবেণেতি । ততস্তন্মাধিষাৎজজ্ঞাতাচ
পবেণ বাবস্থিতো যো জগদান্না প্রাণোপাধিববাকৃত্যথাঃ প্রাজ্ঞস্ততোহপি তমুপাধিত্বং
জগদান্নানং কেবলে প্রতীচিবিজ্ঞয়া প্রবিলাপ্য স এষ নেতি নেতীতি যজুর্বীয়ং ব্রহ্ম তদধিগত-
মিতি সম্বন্ধঃ । বিজ্ঞয়োপাধিবিলাপনে দৃষ্টান্তমাত্র—রজ্জাদাবিতি । অভবৎ বৈ জনকেত্যাদি-
বৃত্তমমুভাষতি—এবমিতি । কুরুব্রাহ্মণোক্তমর্থমমুভাষিতং সজ্জিপ্যাহ—তত্র চেতি । অস্ত-
প্রসঙ্গেনোপাসনানাং ক্রমবৃত্তিক্রমপ্রদর্শনপ্রসঙ্গেনেতি যাবৎ । তেষামুপাস্তাসমবোভিনবতি—
ইহ ইত্যাদিনা । ৩

ইদানীং জাগ্রৎস্বপ্নাদিহাবোণেব মহতা তর্কেণ বিস্তবতোহধিগমঃ কর্তব্যঃ ;
অতরং প্রাপয়িতব্যম্ ; সন্তাবশ্চান্ননো বিপ্রতিপত্ত্যাশঙ্কানিবাকবগদাবেণ—ব্যতি-
রিক্তস্তং শুদ্ধত্বম্ স্বষৎজ্যোতিষ্টম্ অলুপ্তশক্তিস্বকপত্তং নিরতিশয়ানন্দস্বাভাব্যম্
অদ্বৈতত্বক্ অধিগন্তব্যমিতি ইদমারভ্যতে । আখ্যানিকা তু বিজ্ঞাসম্প্রদান-গ্রহণ-
বিধিপ্রকাশনার্থা, বিজ্ঞাস্ততলে চ বিশেষতঃ, ববদানাদিহচনাৎ । ৪

বৃত্তমমুভাষন্তব্রাহ্মণস্ত তাৎপর্যমাহ—ইদানীমিতি । আদিশব্দঃ সুপ্তিতুরীয়সংগ্রহার্থঃ ।
চর্যন্ত মহন্ত চতুর্বিধদোষরাহিত্যেনাবাধিত্বম্ । অধিগমস্তত্বেব প্রস্তুতস্ত ব্রহ্মণ ইতি শেষঃ ।
কর্তব্য ইতীদমিদানীমাক্রুতঃ ইতি সম্বন্ধঃ । কিমিদং ব্রহ্মণোহধিগমস্ত কর্তব্যত্বং নাম, তদাহ—
মকর্ম্মমিতি । অধিগন্তব্যমর্থান্তরমাহ—সন্তাবশ্চেতি । প্রাণপি সন্তাবশ্চাধিগতস্তৎকর্ম্মার্থঃ
নুস্তাবশ্চেদ এবত্যতে, তদাহ—বিপ্রতিপত্তীতি । বাহ্যানাং বিপ্রতিপত্ত্যা নাস্তিত্বকারণাৎ
গিরাসব্রাহ্মণঃ সন্তাবোহধিগন্তব্য ইত্যর্থঃ । আত্মনোহস্তিত্বেহপি কেচিদেহাদৌ তদন্তর্ভাব-
জ্ঞাপকমিতি, তান্ প্রত্যাহ—ব্যতিরিক্তমিতি । দেহাদিবিপ্রতিপত্তৌহপি সাক্ষাৎ কর্তব্য ভোক্তা
চৈতন্যে, ষোড়শে কেবলমিতিপরে, তান্ প্রত্যাহতম্—শুদ্ধমিতি । তত্ত্ব ভূত্বপকং প্রত্যাচষ্টে—

স্বয়ংজ্যোতিষ্কমিতি ? তত্র ‘কুটস্থদৃষ্টবভাবতঃ’ হেতুমাহ—অলুপ্তোতি । এতেন বিজ্ঞানস্ত
গুণত্বপ্ৰকাশপি প্রত্যক্ষো বেদিতব্যঃ । যে হানন্দমাত্রাণ্যমাহন্তান্ প্রত্যাহ—নিরন্তরশরৈস্তি ।
আত্মনঃ সঙ্গপঞ্চরূপকং প্রত্যাশ্রিত্য—অদ্বৈতত্বং চেতি ।

ব্রাহ্মণতাব্যর্থ্যমভিধায়াগায়িক-তাব্যর্থ্যমাহ—আখ্যায়িক। ইতি । বিভায়াঃ গুণস্বদানং
শিষ্টাঃ, তত্ত্ব গ্রহণবিধিঃ শ্রদ্ধাদিপ্রকারঃ, তত্ত্ব প্রকাশনার্থেয়মাখ্যায়িকোক্তি । যাবৎ । ঐয়োজনান্তরং
তত্ত্বা দর্শয়তি—বিদ্বোতি । কথং কথ্যভ্যো বিশেষবতো বিভায়াঃ স্তুতিরত্র লক্ষ্যতে, তত্ৰাহ—
বরেতি । কামপ্রস্থগাশ্চ বরস্ত যাঞ্জবক্যেন রাজ্ঞে দত্ত্বাভ্যেন চাবসরে ব্রহ্মজ্ঞানশ্চৈব পৃষ্টেহাষ্ট্রেনৈন
বিধিনা বিভাস্ততেঃ হৃদনাং সাপাত্র বিবক্ষিতত্যাখ্যঃ । ৪

ভ্রামসভাষ্যানুবাদঃ—অতীত দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সহিত ‘জনকং হ
বৈদেহং যাঞ্জবক্যো জগাম’ ইত্যাদি তৃতীয় ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ কথিত হইতেছে—
“নাভদ অতোহস্তি দ্রষ্টা” “নাভদতোহস্তি দ্রষ্ট” ইত্যাদি প্রতি হইতে জানা গিয়াছে,
যে, বিজ্ঞানময় জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী সর্বাস্তর পরমাত্মাই
বটে । তাহার পর, মধুকালেও অজ্ঞাতশত্রু-সংবাদে সেই আত্মাই দেহমধ্যে
প্রবিষ্ট ও বচন-শ্রবণাদি ক্রিয়াদর্শনে দেহাতিরিক্তরূপে অনুমানগম্য এবং
আপাতপ্রতীত আশ্রয়াদিক্রিয়ার কর্তৃত্ব-ভোকৃত্বাদি ধর্মের নিরাসপূর্বক যথার্থ-
রূপেও প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কিন্তু উষন্তের প্রাণে আবার সামান্যরূপে অবগত
সেই আত্মারই—“প্রাণেন প্রাণিতি” ইত্যাদি ও “দৃষ্টেদ্রষ্টা” ইত্যাদি বাক্যে
বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কোন অবস্থাতেই তাহার জ্ঞানপ্রকাশ
শক্তি বিলুপ্ত হয় না । ১

আরও বলা হইয়াছে যে, যেমন আগন্তুক দোষবশতঃ রজ্জুতে সর্প, উষন্ত-
ভূমিতে উদক, শুক্লিতে রজত ও গগনে মালিগ্ন আরোপিত হইয়া থাকে, কিন্তু
ঐ সমস্ত ধর্ম উহাদের স্বভাবিক নহে, তেমনি অলুপ্তশক্তি সেই আত্মারই, যে,
সংসার—জন্ম মরণ ও সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ, সে সমুদয়ও উপাধিকৃত—অস্ত্রের সহিত
সম্বন্ধবশতঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ নহে । তাহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হই-
য়াছে যে, আত্মা স্বভাবতঃ নিরূপাধিক, নির্বিণেয়, ‘নেতি নেতি’রূপে নিষেধমুখে
নির্দেশযোগ্য, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী, সর্বাস্তর, অন্তর্দীপ্ত, সর্বশাসনকর্তা ও উপনিষৎ-
প্রতিপাদ্য অক্ষর পুরুষ এবং বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম । ২

সেই আত্মাকেই ‘আবার ইন্দ্র-সংজ্ঞায় অভিহিত করিরা, তাহার সূক্ষ্ম বিদ-
রোপভোগ নির্দেশ করা হইয়াছে, তদপেক্ষাও সূক্ষ্মবিষয়গ্রাহী স্বদরমধ্যে নিহিত
লিঙ্গাত্মার স্বরূপ কথিত হইয়াছে ; পরে তদপেক্ষাও উত্তম প্রাণোপাধিসম্বন্ধিত
জগদাত্মার কথা বলা হইয়াছে ; শেষে অবিজ্ঞাপ্রমত্ত রজ্জুগত সর্পের জ্ঞান

উপাধিত্ত জগদ্ব্যভাবজ্ঞানবলে বিলীন করিয়া ‘স এষ’ নেতি নেতি’ বলিয়া দক্ষাৎ সর্বাস্ত্রধারী ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষিত করা হইয়াছে । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এইরূপে ‘শাস্ত্রোপদেশানুসারে জনককে সজ্জপতঃ অভয় ব্রহ্ম’ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন । এখানে ইহঁক প্রবিবিক্তাহারতর ও প্রাণবৃক্ষের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং ‘স এষ নেতি নেতি’ বাক্যে প্রসঙ্গক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয় অঙ্গারও স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে । ৩

এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থায় তর্ক দ্বারাও বিশেষভাবে তাহাকে জানিতে হইবে, অভয় লাভ করাইতে হইবে, এবং যত রকম আশঙ্কা উখিত হইতে পারে, তৎসমস্ত খণ্ডন করিয়া দেহাদির অতিরিক্ত আত্মার সত্ত্বাব, শুদ্ধত্ব, (সदा পাপপুণ্যশূন্যত্ব), স্বপ্রকাশত্ব, অনুপুণশক্তিস্বভাবত্ব, সর্বাতিশয় আনন্দ-রূপত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্ত এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । কিরূপে বিজ্ঞান করিতে হয়, কিরূপেইবা বিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা জ্ঞাপনের জন্ত আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে ; বিশেষতঃ বরদান প্রভৃতি কার্য্য হইতে বুঝা যায় যে, বিজ্ঞার মহিমা কীর্তন করাও আখ্যায়িকার আর একটি প্রবান উদ্দেশ্য । ৪

জনকঃ হ বৈদেহঃ যাজ্ঞবল্ক্যো জগাম, স মেনে ন বদিগ্য-
ইতি, অথ হ যজ্ঞজনকশ্চ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চাঘ্নিহোত্রে সমুদাতে,
তস্মৈ হ যাজ্ঞবল্ক্যো বরং দদৌ, স হ কামপ্রশ্নমেব বব্রে, তৎ
হাস্মৈ দদৌ, তৎ হ সম্রাড়েব পূর্বং প্রপচ্ছ ॥২৫২॥১॥

সরলার্থঃ—যাজ্ঞবল্ক্যঃ বৈদেহঃ জনকঃ জগাম হ । সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) [গচ্ছন্] মেনে (চিস্তিতবান্)—ন বদিগ্যে (রাজে কিমপি ন কথয়িষ্যামি ইত্যর্থঃ) ইতি । অথ (তথাপি) যৎ [যাজ্ঞবল্ক্যঃ জনকস্ত প্রশ্নোত্তরং দত্তবান্, তস্ত কারণ-মেতৎ—] বৈদেহঃ জনকঃ যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ পূর্বং অঘ্নিহোত্রে সমুদাতে (বিচারিত-বস্তো) ; যাজ্ঞবল্ক্যঃ হ (ঐতিহ্যে) তস্মৈ (জনকায়) বরং দদৌ ; সঃ (জনকঃ) হ কামপ্রশ্নং (ইচ্ছাভুরূপং প্রশ্নং) বব্রে (প্রার্থিতবান্) । [যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ] অস্মৈ (জমকায়) তৎ (কামপ্রশ্নরূপং বরং) দদৌ ; [অতঃ] সঃ সম্রাট্ (জনকঃ) এব পূর্বং (প্রথমং) তৎ প্রপচ্ছ (পৃষ্টবান্) ॥৩৫২॥২ ॥

অনুবাদঃ—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি কোন সময়ে বৈদেহপতি জনকের নিকট গিয়াছিলেন । তিনি যাইবার সময় মনে মনে স্থির

করিয়াছিলেন—আমি কিছুই বলিব না ; তথাপি যে যাজ্ঞবল্ক্য জনকের প্রমোত্তর দিয়াছিলেন, তাহার কারণ—] পূর্বের বিদেহপতি জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য অগ্নিহোত্র মন্ত্রসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন । ইতঃপূর্বের যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনক মহারাজকে একটি বর প্রদান করিয়াছিলেন ; তাহাতে জনক কামপ্রশ্নই প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; যাজ্ঞবল্ক্যও তাহাকে সেই বরই দিয়াছিলেন ; এই জন্য সম্রাট জনকই প্রথমে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥২৫২।১॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ।—জনকঃ হ বৈদেহঃ যাজ্ঞবল্ক্যো জগাম । স চ গচ্ছন্ এবং যেনে চিন্তিতবান্—ন বদিঘো কিস্বিদপি রাজে, গমনপ্রয়োজনং তু যোগ-ক্ষেমার্থম্ । ন বদিঘো ইত্যেবংসঙ্কল্পোহপি যাজ্ঞবল্ক্যঃ বদ্ বদ্ জনকঃ পৃষ্টবান্, তৎ তৎ প্রতিপেদে । তত্র কো হেতুঃ সঙ্কল্পিতশ্রাত্বাথাকরণে—ইত্যত্রাখ্যান্তিকা-মাচাঠে ।

পূর্বত্র কিল জনক-যাজ্ঞবল্ক্যয়োঃ সংবাদ আদীদগ্নিহোত্রে নির্মিত্তে ; তত্র জনকশ্রাগ্নিহোত্রবিষয়ং বিজ্ঞানমুপলভ্য পরিতুষ্টো যাজ্ঞবল্ক্যঃ তস্মৈ জনকায় হ কিল বরং দদৌ । স চ জনকো হ কামপ্রশ্নমেব বরং বত্রে বৃতবান্ ; তঞ্চ বরং হ্যস্মৈ দদৌ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, তেন বরপ্রদানসামর্থ্যেন অব্যাচিধ্যান্মমপি যাজ্ঞবল্ক্যঃ, তৃত্বীং-স্থিতমপি সম্রাডেব জনকঃ পূর্বং পপ্রচ্ছ । তত্রৈবাহুক্তিঃ, ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মণা বিরুদ্ধত্বাৎ, বিদ্যায়াশ্চ স্বাতন্ত্র্যাৎ,—স্বতন্ত্রা হি ব্রহ্মবিদ্যা সহকারিসাধনান্তর-নিরপেক্ষা পুরুষার্থসাধনেতি চ ॥ ২৫২ ॥১॥

টীকা । তাৎপর্যমেবমুক্তা ব্যাখ্যানকরণামারভতে—জনকমিত্যাदिना । সংবাদং ন করোমীতি ব্রতং চেৎ, কিমিতি গচ্ছতীত্যশঙ্ক্যতে—গমনেতি । উত্তরমাহ—যোক্তেতি । অথ হেত্যানুবতারয়তি—নেত্যাदिना । অত্রোত্তরং যেনেতি শেষঃ । পূর্বত্রেতি কৰ্ম্মকাণ্ডোক্তিঃ । নগ্নিহোত্রপ্রকরণে কামপ্রশ্নো বরো দত্তশ্চেৎ, কিমিতি তত্রৈবান্ববাখ্যান্যপ্রশ্ন-প্রতিবচনে নাস্তিচিহ্নাৎ, তত্রাহ—তত্রৈবেতি । কৰ্ম্মনিরপেক্ষায়া ব্রহ্মবিদ্যায়া মোক্ষহেতুত্বাদপি কৰ্ম্ম-প্রকরণে তদনুক্ৰিয়তাহ—বিদ্যায়াশ্চেতি । সৰ্ব্বাপেক্ষাবিকরণশ্চায়ান্ন তস্তাঃ স্বাতন্ত্র্যমিত্যা-শঙ্ক্যাহ—স্বতন্ত্রা হীতি । সা হি যোগপত্তৌ ষকলে বা কৰ্ম্মণ্যাপেক্ষতে ? নাভ্যন্তোভ্যুপগমাৎ । ন দ্বিতীয়ঃ, অত এব চার্ব্বীকানাগুনপেক্ষেতি শ্রায়বিরোধাদিত্যভিপ্রেতাহ—সহকারীমুতি । ইত্যান্নাচ্চ হেতোস্তত্রৈবাহুক্তিরিতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৫২ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ ।—পুরাকালে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বিদেহাধিপতি জনকের সমীপে গিয়াছিলেন । তিনি বাইতে বাইতে এইরূপ মনে করিয়াছিলেন—চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমি রাজাকে কিছুই বলিব না, অর্থাৎ আমার গমনের প্রয়ো-

জন যে, যোগক্ষেম তাহা, তাহাকে বলিব না (১)। অর্থাৎ 'আমি বলিব না' এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইয়াও যাজ্ঞবল্ক্য, জনক মহারাজ, তাহাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি পী সমস্তের উত্তর দিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের সেই পূর্বসঙ্কল্প পরিত্যাগের কারণ যে কি, তাহা জামাইবার নিমিত্ত এই আখ্যানিকার, স্রবতারণা করিতেছেন।

ইতিপূর্বে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের অগ্নিহোত্র নামক যজ্ঞসংবন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল; তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অগ্নিহোত্র যজ্ঞবিষয়ে জনকের উত্তম বিজ্ঞান দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া জনককে বর দিতে সম্মত হন। জনক তখন কাম-প্রশ্নই ইচ্ছানুযায়ী বররূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যও তাহাকে সেই বরই প্রদান করিয়াছিলেন। সেইরূপ বর প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়াই এখন যাজ্ঞবল্ক্য কোম ভদ্র ব্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা না করিলেও—চুপ করিয়া থাকিলেও সম্রাট নিজেই তাঁহাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্বে যে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞপ্রসঙ্গেই এ উক্ত বলেন নাই কেন, তাহার কারণ—ব্রহ্মবিদ্যা স্বতাবতই কর্মের বিরোধী বা প্রতিকূল, এবং স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞের; কারণ, ব্রহ্মবিদ্যা স্বতন্ত্রভাবে—অপর কোমও সাধনের সাহায্য না লইয়াই পুরুষার্থ (মোক্ষ) সাধন করিয়া থাকে ॥ ২৫২ ॥ ১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি, আদিত্যজ্যোতিঃ সম্রাড্ভিত্তি হোবাচ, আদিত্যেনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কশ্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদযাজ্ঞবল্ক্য ॥২৫৩॥২॥

সরলার্থঃ ১—[ইদানীং জনকস্ত প্রশ্নং প্রকটীকর্তৃমাহ—যাজ্ঞবল্ক্যোত্যাতি] । হে যাজ্ঞবল্ক্য, অক্ষ পুরুষঃ (ব্যবহারিকঃ জীবঃ) কিংজ্যোতিঃ? (যেন জ্যোতিষা ব্যবহরতি, কিং তজ্জ্যোতিঃ?) ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—হে সম্রাট, আদিত্যজ্যোতিঃ (আদিত্যেন জ্যোতিষা ব্যবহরতীত্যর্থঃ) ইতি। অয়ং (পুরুষঃ) আদিত্যেন (চক্ষুবোহুগ্রাহকেন) জ্যোতিষা এব আন্তে (ব্যবহারে বর্ততে), পল্যয়তে (ক্ষেত্রাদৌ পরিভ্রমতি), কশ্ম (স্বব্যাপারং) কুরুতে, বিপল্যেতি (প্রত্যা-গচ্ছতি চ) ইতি। [এবমুক্তঃ জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব (অয়া যজ্ঞক্শম, তৎ তথৈবেত্যর্থঃ) ॥২৫৩॥২॥

(১) ভাষণার্থ—'যোগ' অর্থ—অপ্রাপ্তের আশ্রয়; 'ক্ষেম' অর্থ—প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করা। যাজ্ঞবল্ক্যের জনকসমীপে গমনের প্রধান উদ্দেশ্য—এই যোগক্ষেম লাভ।

মূলানুবাদ ১—[এখন জনকের প্রশ্ন 'বলা' হইতেছে—জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই যে হস্তশদাঙ্গিমুক্ত ব্যবহারিক পুরুষ, এই পুরুষ কোন জ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে ? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—হে সম্রাট, আদিত্যরূপ জ্যোতির সাহায্যে । এই পুরুষ আদিত্য জ্যোতির সাহায্যেই ব্যবহার সম্পাদন করে—নানাস্থানে গমন করে, তথা হইতে আগমন করে, এবং আবশ্যিক কর্ম নিষ্পাদন করে । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে, অর্থাৎ তুমি যাহা বলিলে, তাহা সেইরূপই সত্য ॥২৫॥২॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ১—হে যাজ্ঞবল্ক্যেত্যেবং সম্বোধ্য অভিমুখীকরণায় ; কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি—কিমস্ত পুরুষস্ত জ্যোতিঃ, যেন জ্যোতিষা ব্যবহরতি, সোহয়ং কিংজ্যোতিঃ ? অয়ং প্রাকৃতঃ কার্যাকরণসজ্জাতরূপঃ শিরঃশ্রাণাদিমান্ পুরুষঃ পৃচ্ছাতে—কিময়ং স্বাবয়বসজ্জাত-বাহুহীন জ্যোতিরন্তরেণ ব্যবহরতি ? আহোশ্বিং স্বাবয়বসজ্জাতমধ্যপাতিনা জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্যম্ অয়ং পুরুষো নির্বর্তয়তি ? ইত্যেতদভিপ্রেত্য পৃচ্ছতি । কিঞ্চাতঃ—যদি 'ব্যতিরিক্তেন' যদি বা 'ব্যতিরিক্তেন' জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্যং নির্বর্তয়তি ? শৃণু' তত্র কারণম্ ।—যদি 'ব্যতিরিক্তেনৈব' জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্যনির্বর্তকত্বমস্ত 'স্বতাবো' নির্দ্ধারিতো ভবতি, ততোহদৃষ্টজ্যোতিঃকার্যবিষয়েহপানুমান্যমাহ, ব্যতিরিক্ত-জ্যোতির্মিমিত্তমেবেদং কার্যমিতি ; অথাব্যতিরিক্তেনৈব স্বাত্মনা জ্যোতিষা ব্যবহরতি, ততঃ অপ্রত্যক্ষেহপি জ্যোতিষি জ্যোতিঃকার্যদর্শনে অব্যতিরিক্তমেব জ্যোতিরনুমেয়ম্ । অথানিয়ম এব—ব্যতিরিক্তমব্যতিরিক্তং বা জ্যোতিঃ পুরুষস্ত ব্যবহারহেতুঃ, ততোহনুমান্যম্ এব জ্যোতির্বিষয়ে—ইত্যেবং মদ্বানঃ পৃচ্ছতি জনকো যাজ্ঞবল্ক্যঃ—“কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষঃ” ইতি । ১

টীকা । যাজ্ঞবল্ক্যততস্বে হেতুমুক্তা জনকস্ত প্রশ্নমুখ্যপয়তি—হে যাজ্ঞবল্ক্যেতি । অক্ষরার্থমুক্তা প্রশ্নবাক্যো বিবক্ষিতমর্থমাহ—কিময়মিতিাদিনা । সশব্দো যথোক্তপুরুষবিষয়ঃ । জ্যোতির্কার্যমিত্যাসনাদিব্যবহারোক্তিঃ । ইত্যেতদতি কল্পয়ঃ পুরাতন্যতে । পক্ষম্বয়েহপি ফলঃ পৃচ্ছতি—কিং চেতি । সপ্তম্যর্থো তসিঃ । উত্তরমাহ—শ্রুতি । তত্রোক্তি পক্ষম্বয়োক্তিঃ । কারণং ফলমিতি যাবৎ । প্রথমপক্ষমন্তু স্বপক্ষসিদ্ধিফলমাহ—যথীত্যাদিনা । যজ্ঞী পুরুষমধিকরোতি । যত্র কারণভূতং জ্যোতির্ন দৃশ্যতে, তৎ কার্যং স্বাসনাছাপলভ্যতে, তত্রাপি বিষয়ে স্বপক্ষাদাবিতি যাবৎ । অনুমানমেবাভিনয়তি—ব্যতিরিক্তেতি । বিষমততিরিক্তজ্যোতিরধীনং ব্যবহারদ্বাং সংমতবহিত্যর্থঃ ।

পক্ষান্তরমনুজ লোকায়তঃ কসিদ্ধিকলমাহ—অথৈত্যানিবা । অর্থাৎ কেহনীত্যব্যতিরিক্ত-
মিতি চ্ছেদঃ । ‘কল্পান্তরমাহ—অপোতি । ‘অনিয়মং ব্যাকরোতি—ব্যতিরিক্তমিতি । তস্মিন্
পক্ষে ব্যবহারহেতুর্জ্যোতিঃশ্রুতিচক্ষুঃপ্রতিবাক্যো ব্যবহারোহপি কু পৈতৃগ্যমানঘেতেত্যাহ—তত
ইতি । বার্থাতিং প্রথমপদসংহরতি—ইতোবমিতি । ১

নদেবম্ অনুমানকৌশলে জনকশ্চ কিং প্রাণেন ? স্বয়মেব কস্মায় প্রুতিপত্ততে
ইতি । সত্যমেতৎ ; তথাপি লিঙ্গ-লিঙ্গি-সম্বন্ধবিধেবাণামত্যন্তসৌন্দর্যং তদুববোধ্যতাং
মত্ততে কহুনামপি পণ্ডিতানাম্, কিমুতৈকশ্চ ; অতএব হি ধর্মহুম্মনির্ণয়ে পরি-
বদ্যাপার ইয়াতে, পুরুষবিশেষমচাপেক্ষ্যতে—দশাবরা পরিবৎ, ত্রয়ো বৈকো
বেতি ; তস্মাদ্ যন্তপ্যনুমানকৌশলং রাজস্বতথাপি তু যুক্তো যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রষ্টুম্, বিজ্ঞান-
কৌশলতার্তমোপপত্তেঃ পুরুষাণাম্ । ২

প্রক্ষয়াক্ষিপতি—নয়িতি । ব্যতিরিক্তজ্যোতির্বৃত্তংনযা প্রমো ভবিষ্যতীতি চেৎ, তত্রাহ—
স্বয়মেবেতি । রাজোহনুমানকৌশলমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি । কিমিতি তর্হি পৃচ্ছতীতা-
শঙ্ক্যাহ—তথাচপীতি । বাপ্যব্যাপকযোন্তৎসম্বন্ধস্ত চ্যতিশৃঙ্গহাদেদেন দুর্জ্ঞানদ্বাত্তজ্জ্ঞানে
যাজ্ঞবল্ক্যোহপাপেক্ষিত ইত্যর্থঃ । কথং তেষামতিহুম্মতঃ, তত্রাহ—বহুনামপীতি । লিঙ্গাদিধ-
নেক্বেবামপি বিবেকিনাং ‘দুর্বেদ্যতাং, কিমুতৈকশ্চ তেহু দুর্বেদ্যতা বাচ্যেত্যর্থঃ ।
তেষামত্যন্তসৌন্দর্যে মানবাং শ্রুতিং প্রমাণয়তি—অত এবৈতি । কুশলস্তাপি হুম্মার্থনির্ণয়ে
পুরুষান্তব্যাপেক্ষায়াঃ সম্বাদেবেতি যাবৎ । পুরুষবিশেষো বেদবিদধ্যাক্ষিদিদ্যাদিঃ । তত্র
শ্রুত্যর্থঃ স ক্ষিপতি—দশেতি । উক্তং হি—

“ধর্মপাধিগতো বৈশ্ব বেদঃ সগরিবৃংগঃ ।

তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ প্রতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ ॥

দশাবরা বা পরিবদ যঃ ধর্মঃ পরিচক্ষতে ।

ত্রাববা বাপি বৃত্তহাস্তং ধর্মং ন নিচাবয়েৎ ॥

ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈকন্তো ধর্মপাঠকঃ ।

ত্রয়শ্চাপ্রমিগঃ পূর্বে পর্ষদেবা দশাবরা ॥

ঋগ্বেদবিদ যজুর্বিদ সামবেদবিদেব চ ।

ত্রাবরা পরিবজ্জ্ঞেয়া ধর্মসংশয়নির্ণয়ে” ইতি ॥

একো বেতথ্যাস্তবিদুচ্যতে । কুশলস্তাপি রাজো যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রতি প্রমোপপত্তিমুপসংহরতি—
‘তস্মাদিহি । হুম্মার্থনির্ণয়ে পুরুষান্তব্যাপেক্ষায়া বুদ্ধসংমতবাদিতি যাবৎ । তত্রৈব হেবন্তরমাহ—
বিজ্ঞানেতি । ২

অথবা ক্ষতিঃ স্বয়মেব আধ্যাত্মিকাব্যাজেন অনুমানমার্গমুপগত্য অস্মান্ বোধ-
শ্রুতি পুরুষমতিমহুসরন্তী । যাজ্ঞবল্ক্যোহপি জনকান্তিপ্রায়াজিতয়া ব্যতিরিক্ত-
যাজ্ঞবল্ক্যোতির্কোষদিশ্রুত জনকং ব্যতিরিক্তপ্রতিপাদকমেব লিঙ্গং প্রতিপেদে যথা

—প্রসিদ্ধম্ আদিত্যজ্যোতিঃ সত্রাডিক্তি হোবাচ । কথম্ ? আদিত্যেনৈব স্বায়ম্বসজ্জাতব্যতিরিক্তেন চক্ষুঃসংগ্রাহকেণ জ্যোতির্বা অয়ং প্রাকৃতঃ পুরুষ আন্তে—উপবিশতি, পশ্যত্যুতে পর্ষতি ক্ষেত্রমরণ্যং ধা, ওত্র গচ্ছা কৰ্ম কুরুতে, বিপল্যোতি বিপৰ্য্যোতি চ যথাগতুম্ । অত্যন্তব্যতিরিক্তজ্যোতিঃপ্ৰসিদ্ধতা-প্রদর্শনার্থমনেকবিশেষণম্ ; বাহ্যানেকজ্যোতিঃপ্রদর্শনঞ্চ লিঙ্গস্ত্যাব্যভিচারিহ-প্রদর্শনার্থম্ । এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥২৫৩৥২৥

• রাজ্ঞো যাজ্ঞবল্ক্যাপেক্ষামুপাপত্ত পক্ষান্তরমাহ—অথ বেতি । তথা চাত্ত্র বাজ্ঞো মুনৈর্বা বিবক্ষিতহাস্তাৰাং কিমিতি বাজ্ঞা মুনিমমুসরত ইতি চোদ্যন্ত নিববকাশমিতি শেষঃ ।

প্রশ্নোপপত্তৌ প্রতিবচনমুপপন্নমেবেতি মন্বানন্তদুবাণয়তি—যাজ্ঞবল্ক্যোহপীতি । অতিরিক্তে জ্যোতিষি ঐষ্ট্র রাজ্ঞোহপি প্রায়স্তুদভিজ্ঞতয়া তথাবিধং জ্যোতী রাজানং বোধয়িযান্ যথাতিবিক্ত জ্যোতিরাবেদকং বক্ষ্যমাণং লিঙ্গং গৃহীতব্যাপ্তিকং প্রসিদ্ধং ভবতি, তথা তদ্ ব্যাপ্তিগ্রহণস্থল-মাদিত্যজ্যোতিষিতাদিনা মুনিরপি প্রতিপন্নবানিত্যর্থঃ । ব্যাপ্তিং বুভুৎসমানঃ পৃচ্ছতি—কথমিতি । যো ব্যবহারঃ সোহতিরিক্তজ্যোতিবধনো যথা সবিত্রধীনে জাশ্রদ্যাবহাব ইতি ব্যাপ্তিং ব্যাকবোতি—আদিত্যেনেতি । এবকাং ব্যাচষ্টে—স্বায়ম্ববেতি । আদিত্যাপেক্ষা-মন্তরেণ চক্ষুর্গ্ৰাহ্যেব্যায়ং ব্যবহারঃ সৎসত্তীত্যশঙ্কাহ—চক্ষু ইতি । আসনাত্তত্ত্বমব্যাপাব-দেশে ব্যাপ্তিসিদ্ধেবৃথা বিশেষণবহুত্বমিত্যাশঙ্কাহ—অত্যন্তেতি । আসনাদীনামেকৈকব্যভিচারে দেহস্তাস্ত্রধাতাবেহপি নানুগ্রাহকং জ্যোতিরন্ত্রধা ভবতি । অতন্তদনুগ্রাহাদত্যন্তবিলক্ষণমিতি বিব-ক্ষিত্বা ব্যাপারচতুষ্টয়মুপদিষ্টমিত্যর্থঃ । তথাপি কিমর্থমাদিত্যাত্ত্বনেকপথায়োপাদানম্, একেনৈব ব্যাপ্তিগ্রহনস্তবাদিত্যাশঙ্কাহ—বাহেতি । দেহেন্দ্রিয়মনোব্যাপাররূপং কৰ্ম লিঙ্গং, তন্ত ব্যাতিগিত-জ্যোতিরব্যভিচারসাধনার্থমনেকপথায়োপপত্তাসং, বহবো হি দৃষ্টান্তা ব্যাপ্তিং ত্রুত্বজীত্যাঃ ॥২৫৩৥২৥

ভাষ্যানুবাদ ।—জনক যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিনেন যে, এই পুরুষ (ব্যবহারিক জীব) কিংজ্যোতিঃ ? অর্থাৎ এই পুরুষের সেই জ্যোতিটি কি, যে জ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার নির্বাহ করিয়া থাকে ? এখানে লোকপ্রসিদ্ধ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিভূত হস্ত-মস্তকাদিযুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, এই পুরুষ কি স্বীয় অবয়ব-সমষ্টির অতিরিক্ত অপর কোনও জ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার করিয়া থাকে ? অথবা স্বীয় অবয়বাস্তর্গত কোন জ্যোতির সাহায্যেই জ্যোতির কার্য (আলোকের কার্য) নির্বাহ করিয়া থাকে ? এই অভিপ্রায়ে জনকের প্রশ্ন । এই প্রশ্নের ফল কি ?—পুরুষ যদি অবয়বাতিরিক্ত জ্যোতির দ্বারা জ্যোতির কার্য নির্বাহ করে, যদিবা অনতিরিক্ত জ্যোতির দ্বারাই জ্যোতির কার্য নির্বাহ করে, তাহাতে বিশেষ কি ? তাহার ফল শ্রবণ কর—যদি ব্যতিরিক্ত জ্যোতি দ্বারা জ্যোতির কার্য নির্বাহ করাই পুরুষের স্বভাব হয়, তাহা হইলে, যেখানে কোন জ্যোতিঃপদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না,

অথচ জ্যোতিঃ-কার্য্য—প্রকাশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেইস্থলেও, আমবা
আহা অতিরিক্ত জ্যোতিঃ কার্য্য বা ফল বলিয়া অনুমান কবিতে পারি, আব
যদি অতিরিক্ত—স্বাভাববধ্যবর্ত্তী জ্যোতিঃ দ্বারা ব্যবস্থাব কবাই পুরুষের স্বভাব
হয়, তাহা হইলেও, অদৃশ্য জ্যোতিঃস্থানে জ্যোতিঃ কার্য্য দর্শন কবিয়া, অন
তিবিক্ত জ্যোতিঃ অনুমান কবিতে পারি । আব যদি কোন নিয়মই ন থাকে—
যথাঃসম্ভব স্মৃতিবিক্ত ও অনতিবিক্ত উভয়প্রকার জ্যোতিঃ পুরুষের ব্যবস্থাব
নির্দীষ্ট হইবে হেতু হা, তাহা হইলেও জ্যোতিঃ বা প্রকাশের সম্বন্ধে কোন একটা
স্থিতিনিশ্চয় সিদ্ধান্ত পাওক যাব না, এইরূপ সংশয়সমাকুল হইয়া জনক মহাবাজ
প্রশ্ন কবিতেছেন যে, “কি জ্যোতিঃ অথ পুরুষঃ” ইতি । ১

ভাল কথা, জনকে যদি এষ্টাই অনুমান কোণল থাকে, তাহা হইলে আব
প্রশ্নের প্রবোধন কি?—তিনি নিজেই তাহা নিরূপণ কবেন না কেন? হাঁ, এ
কথা সত্যই বটে; কিন্তু তাহা হইলেও, হেতু-হেতুমদভাবঘটিত সম্বন্ধ বা ব্যাক্তি-
নিরূপণ এতই দুরূহ যে, সমবেত বহু পণ্ডিতের পক্ষেও তাহা নিতান্ত দুর্লভ
বলিয়া মনে হয়, একজনের পক্ষে আব কথা কি? এই কাবণেই কোনও সূক্ষ্ম
ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণস্থলে জ্ঞানিগণ পবিত্রব্যবস্থা স্বীকার কবিয়া থাকেন, এবং ধর্ম্ম-
নিরূপক ব্যক্তি গুণগত উৎকর্ষের অপেক্ষা কবিয়া থাকেন—যেমন দশজন বিজ্ঞ
ব্যক্তিকে লইয়া, তিনজনকে গাইয়া অথবা একজনকে লইয়াও বিচার-সভা সংঘটিত
হইয়া থাকে। অতিপ্রাণ এই যে, বিশিষ্টগুণসম্পন্ন হইলে একজন ব্যক্তি
দ্বাৰাও ধর্ম্মনিরূপণ হইতে পারে, তদপেক্ষা হীনগুণ হইলে তিন জন, আব
তদপেক্ষাও হীনগুণ হইলে সভায় দশজন সভ্যের উপস্থিতি থাকা আবশ্যক
হয় (১)। অতএব বুঝিতে হইবে, যদিও বাজা জনকেব অনুমান-নৈপুণ্য
থাকুক, তথাপি যাক্সবহ্যের নিকট জিজ্ঞাসা কবা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে,—

(১) তাৎপৰ্য্য—মহু বলিয়াছেন—“ধর্ম্মোপাধিগতো যৈশ্চ বেদঃ সপরিবৃহৎ। তে শিষ্টা
ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়ঃ কৃতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ। দশাবরা বা পবিত্রং যং ধর্ম্মং পরিচক্ষতে। ত্রাববা বাপি
বৃহত্ত্বা, তং ন ভূয়ো বিচারয়েৎ” ইতি। অর্থাৎ বাহারা ধর্ম্মানুসারে বেদ ও বেদান্ত অবগত
হইয়াছেন, ঐতর্য্যপ্রত্যক্ষকারী সেই সমুদয় ব্রাহ্মণ ‘শিষ্ট’ পদবাচ্য। তাদৃশ গুণসম্পন্ন দশ জন
সদন্তযুক্ত অথবা তিনজন সদন্তযুক্ত অথবা একজন সদন্তযুক্ত ধর্ম্মসভাও বাহা ধর্ম্ম বলিয়া
নিরূপণ কবেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, সেজন্য ধর্ম্মসম্বন্ধে আর পুনর্বার বিচার করিবে না।
এখানে বুঝিতে হইবে যে, গুণাধিকা হইলে একজন, তদপেক্ষা হীনগুণস্থলে তিনজন, আর
তাহা অপেক্ষাও হীনগুণ হইলে দশ জন সদন্তের আবশ্যক হয়।

কারণ, বিভিন্ন, ব্যক্তির 'অনুমানকৌশল' বিভিন্ন, প্রকার—উৎকর্ষাপকর্ষ-
যুক্ত হয় । ২

অথবা, 'শ্রুতি নিজেই' 'মানববুদ্ধির' বা 'লৌকবাহির'র অনুবর্তিনী হইয়া
প্রথমতঃ আখ্যায়িকাচ্ছলে অনুমানপ্রণালী প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে তত্ত্বো-
পদেশ দিতেছেন । মর্থর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও মহারাজ জনকের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত
থাকায় দেহাতিরিক্ত আত্মজ্যোতিঃ বুঝাইবার জন্ত, জনকের প্রতি দেহাতিরিক্ত
জ্যোতির অস্তিত্বজ্ঞাপক হেতুর উপগ্ৰাস করিয়া বলিলেন—হে সম্রাট, 'আমিত্য'
একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ । কিরূপ ? না, চক্ষুর অনুগ্রাহক অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্য-
ক্ষের সহকারী কারণ—দেহাতিরিক্ত আদিত্য জ্যোতির সাহায্যে এই প্রাণি-
সমুদায় উপবেশন করিয়া থাকে, ক্ষেত্র বা অবগ্যাদি স্থানে গমন করিয়া থাকে,
সেখানে বাইয়া কর্ম করে, এবং যে ভাবে যায়, সেই ভাবেই প্রত্যাগমন
করে । ব্যবহারনিষ্পাদক জ্যোতিঃপদার্থটি যে, দেহাবয়ব হইতে অত্যন্ত পৃথক,
ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্ত এখানে বহু বিশেষণ বা অনেকগুলি কার্যের উল্লেখ
করা হইয়াছে । বাহু বহু জ্যোতিঃ প্রদর্শনের অভিপ্রায় এই যে, উক্ত হেতুনিচয়
অব্যভিচারী অর্থাৎ উল্লিখিত জ্যোতিঃসমূহই যে, ব্যবহার-নিষ্পাদনের অব্যভি-
চারী সাধন, ইহা জ্ঞাপন করা । জনক বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, 'ইহা এইরূপই
বটে ॥২৫৩৯॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ
ইতি, চন্দ্রমা এবাস্মি জ্যোতির্ভবতীতি, চন্দ্রমসৈবায়ং জ্যোতি-
যাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যোতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞ-
বল্ক্য ॥২৫৪০॥

সন্নলার্থঃ !—[জনকঃ পুনঃ পপ্রচ্চ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্যে অস্ত-
মিতে (সতি) অয়ং পুরুষঃ কিংজ্যোতিঃ এব [ভবতি] ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য
আহ—] [তদা] চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) এব অস্মি (পুরুষস্ত) জ্যোতিঃ ভবতি ইতি ।
[তদা] অয়ং (পুরুষঃ) চন্দ্রমস্মি জ্যোতিষা এব আস্তে, পল্যয়তে, কর্ম কুরুতে,
বিপল্যোতি ইতি । [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতদ্ এবম্ এব ইতি ॥২৫৪০॥

অনুলানুবাদ !—[পুনশ্চ জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে
যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য জ্যোতির অস্তময়ে (অভাবে) এই ব্যবহারী পুরুষ
কোন জ্যোতির দ্বারা ব্যবহার করিয়া থাকে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] তখন

চন্দ্রই তাহার জ্যোতিঃস্বরূপ হয় ; চন্দ্ররূপ জ্যোতির সাহায্যেই তখন এই পুরুষ স্থিতিলাভ করে, গৃহন করে, কৰ্ম্ম করে এবং স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা ঠিক এইরূপই বটে ॥২৫৪॥৩॥

শাকরভাষ্যম্ :—তথাস্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি । চন্দ্রমা এবাস্ত জ্যোতিঃ ॥ ২৫৪ ॥ ৩ ॥

টীকা । ১ ॥ ২৫৪ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য জ্যোতি অস্তমিত হইলে, কোন পদার্থ টি এই পুরুষের জ্যোতিঃস্বরূপ হয় ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] তখন চন্দ্রই তাহার জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ২৫৪ ॥ ৩ ॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্তমিতে কিংজ্যোতি-
রেবায়ং পুরুষ ইতি, অগ্নিরেবাস্ত জ্যোতির্ভবতীত্যগ্নিনৈবায়ং
জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কৰ্ম্ম কুরুতে বিপল্যোতীত্যেবমৈবৈতদ্-
যাজ্ঞবল্ক্য ॥২৫৫॥৪॥

সুরলার্থঃ :—[জনকঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্যে অস্তমিতে, চন্দ্র-
মসি (চন্দ্রে চ) অস্তমিতে (সতি) অয়ং পুরুষঃ কিংজ্যোতিঃ এব ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য
আহ—] [তদা] অগ্নিঃ (দীপালৌকাদিঃ) এব অস্ত জ্যোতিঃ (বস্তুপ্রকাশকঃ) ভবতি
ইতি ; অয়ং পুরুষঃ অগ্নিনা জ্যোতিষা এব আস্তে, পল্যয়তে, কৰ্ম্ম কুরুতে, বিপ-
ল্যোতি ইতি । [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব ইতি ॥ ২৫৫ ॥ ৪ ॥

মূলম্ভানুবাদ :—জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য্য
ও চন্দ্র অস্তমিত হইলে পর, এই পুরুষ (দেহী) কোন জ্যোতিঃ
অবলম্বন করে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] তখন অগ্নিই তাহার জ্যোতিঃ
হয় । তখন অগ্নিরূপ জ্যোতির সাহায্যেই লোকে স্থিতি লাভ করে,
অভীষ্ট স্থানে গমন করে, কৰ্ম্ম করে, এবং কৰ্ম্মাস্তে প্রত্যাগমন করে ।
[জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে ॥২৫৫॥৪॥

শাকরভাষ্যম্ :—অস্তমিতে আদিত্যে, চন্দ্রমস্তমিতে অগ্নি-
জ্যোতিঃ ॥ ২৫৫ ॥ ৪ ॥

টীকা । ১ ॥ ২৫৫ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—আদিত্য অন্তমিত হইলে এবং চন্দ্র অন্তমিত হইলে অগ্নিই পুরুষের জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ২৫৫ ॥ ৪ ॥

অন্তমিত আদিত্য যাজ্ঞবল্ক্য 'চন্দ্রমাস্তমিতে' শান্তেহমৌ কিং জ্যোতিরেবায়াং পুরুষ ইতি, বাগেবাস্ত জ্যোতির্ভবতীতি, বাচৈবায়াং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কস্ম কুরুতে বিপল্যোতীতি, তস্মাদ্বে সম্রাডপি যত্র স্বঃ পানিন্ বিনির্জায়তেহথ যত্র বাণ্ডচ্চ-
রিত্যুপৈব তত্র য়েতীতি, এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৫৬ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ ১—[জনকঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্যে অন্তমিতে, চন্দ্রমসি অন্তমিতে, অগ্নৌ চ শান্তে (নির্বাণং গতে সতি) অয়াং পুরুষঃ কিং জ্যোতিঃ এব ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বাক্ এব অস্ত জ্যোতিঃ ভবতি ইতি ; [তদা] অয়াং পুরুষঃ বাচা (বাক্যরূপেণ) জ্যোতিষা এব আস্তে, পল্য-
য়তে, কস্ম কুরুতে, বিপল্যোতীতি ইতি । হে সম্রাট্, তস্মাদ্ (বাগ্জ্যোতিক্রিয়াং) বৈ (এব) যত্র (যস্মিন্ দেশে কালে বা) স্বঃ (স্বীয়ঃ) পানিন্ অপি ন বিনি-
র্জায়তে (প্রত্যক্ষীকৃত্যে), অথ (তদা) যত্র (যস্মিন্ স্থানে) বাক্ উচ্চরতি (শব্দঃ প্রকাশতে), তত্র এব উপস্থেতি (নিশ্চয়েন উপগচ্ছতি) ইতি ; [জনক
আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবমেব ইতি ॥ ২৫৬ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ ১—[জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য্য ও চন্দ্র অন্তমিত হইলে, এবং অগ্নি নির্বাপিত হইলে এই পুরুষ কোন জ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার করে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তখন বা ঈই ইহার জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে ; তখন বাক্যরূপ জ্যোতির দ্বারাই ব্যবহার করে, গমনাগমন করে, এবং কস্ম করে । হে সম্রাট্, এই কারণেই, যে সময় [অন্ধকারে] নিজের হস্তপদ্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই সময়, যেখানে শব্দ উচ্চারিত হয়, লোকে সেখানেই সত্ত্ব উপস্থিত হইয়া থাকে । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে ॥ ২৫৬ ॥ ৫ ॥

শান্তেহমৌ ভাষ্যম্ ১—শান্তেহমৌ বাক্ জ্যোতিঃ ; বাগিতি শব্দঃ পরি-
গৃহ্যতে, শব্দেন বিবরণে প্রোত্মিমিক্রিয়াং দীপ্যতে ; প্রোত্মিমিক্রিয়ায়ৈ মনসি

বিবেক উপজায়তে তেন মনসা বাহ্যং চেষ্টাং প্রতিপত্ত্বতে, “মনসং হ্রৈব পশ্চতি, মনসা শৃণোতি” ইতি ব্রাহ্মণম্ । কথং পুনর্কর্গং জ্যোতিরিতি, বাচো জ্যোতিষ্টম্ প্রসিদ্ধমিত্যত আহ—তস্মাদৈব সম্রাট, যস্মাদ্বাচা জ্যোতিষা অমৃগ্যহীতোহয়ং পুরুষো ব্যবহরতি, তস্মাৎ প্রসিদ্ধমেতদ্বাচো জ্যোতিষ্টম্ । কথম্? অপি—যত্র যস্থি ন কালে প্রাবৃষি প্রারেণ মেঘাক্রকারে সর্বজ্যোতিঃপ্রত্যন্তমন্তে সোহপি গৃহীত্বো ন বিস্পষ্টং নিষ্ঠায়তে, অথ তস্মিন্ কালে সর্বচেষ্টানিরোধে প্রাপ্তে বাহ্যজ্যোতি-মোহভাবাৎ যত্র বা শুচ্চরতি, স্বা বা ভষতি, গদ্ভো বা রোতি, উপৈব তত্র জ্যোতি-তেন শব্দেন জ্যোতিষা শ্রোত্রমনসো নৈরন্তর্য্যং ভবতি; তেন জ্যোতিঃ কার্য্যভ্যং বাক্ প্রতিপত্ত্বতে; তেন বাচা জ্যোতিষা উপজ্যোতৌব—উপগচ্ছতৌব তত্র সন্নি-হিতৌ ভবতীত্যর্থঃ । তত্র চ কথং কুরুতে বিপলোতি ॥ ২ ॥

তত্র বাগ্ জ্যোতিষো গ্রহণং গন্ধাদীনামুপলক্ষণার্থম্ । গন্ধাদিভিরপি হি ব্রাণাদিষু গৃহীতেষু প্রতিভিনিবৃত্তাদয়ো ভবন্তি; তেন তৈরপ্যমুগ্রহো ভবতি রূপ্যাকরণসজ্জাতস্ত । এবমেবৈতদ্বাজ্জবক্ষ্য ॥ ২৫৬ ॥ ৫ ॥

টীকা । ইন্দ্রিয়ং বাবর্তয়তি—বাগিতীতি । শব্দস্ত জ্যোতিষ্টং স্পষ্টয়িতুং পাতনিকাং কল্পোতি—শব্দেনেতি । তদ্বাপনকায়ামাহ—শ্রোত্রেতি । মনসি বিষয়াকারপরিণামে সতি কিং স্মৃত্যদাহ—তেনেতি । তত্র প্রমাণমাহ—মনসা হীতি । এবং পাতনিকাং কৃৎস্না বাচো জ্যোতিষ্টস্য সাধনার্থং পৃচ্ছতি—কথমিতি । ‘কা পুনরত্রানুপপত্তিস্তত্রাহ—বাচ ইতি । তজ্ঞানন্তর-বাক্যমুত্তরত্বেনোখ্যপ্য বাকরোতি—অত আহেত্যাদিনা । প্রসিদ্ধমেবাক্ জ্ঞাপূর্বকং স্মৃটমিতি—কথমিত্যাদিনা । উপৈবেত্যাदि বাচস্টে—তেন শব্দেনেতি । জ্যোতিঃ কার্য্যভ্যং তজ্জন্তব্যবহাররূপ কার্য্যবস্তুমিতি বাবৎ । তত্র বাগ্ জ্যোতিষ ইত্যত্র চতুর্থপাঠ্যঃ সপ্তমার্থঃ । কিমিতি গন্ধাদয়ঃ শব্দেনোপলক্ষ্যে, তত্রাহ—গন্ধাদিভিরিতি । প্রমাত্তরমুখাপয়তি—একমেবেতি । তথাপি স্বপ্নাদৌ তত্ত্ব প্রতিদর্শনান্ত্যকারণীভূতং জ্যোতিঃকর্তব্যমিতি শেষঃ ॥ ২৫৬ ॥ ৫ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—অগ্নি অস্তমিত হইলে পর, বাক্ হয় জ্যোতিঃস্বরূপ । এখানে ‘বাক্’ অর্থে শব্দ বুদ্ধিতে হইবে । প্রথমতঃ শব্দ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় প্রদীপ্ত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রদীপ্ত হইলে পর, মনেতে বিবেক (কর্তব্যাকর্তব্য) জ্ঞান উপ-স্থিত হয়; তখন সেই মনের সাহায্যে বাহিরে চেষ্টা (কার্য্য) করিতে থাকে; ‘মনঃ দ্বারী দর্শন করে, মনদ্বারা শ্রবণ করে’, এই ‘ব্রাহ্মণ’-বাক্যও এ বিষয়ে প্রমাণ ।

ভাল, বাক্ (শব্দ) জ্যোতিঃস্বরূপ হয় কিরূপে?—বাক্যের যে, জ্যোতিঃ-স্বরূপতা, তাহা ত কোথাও প্রসিদ্ধ নাই? তদ্বস্তরে বলিতেছেন—হে সম্রাট,

যে হেতু ব্যবহারী পুরুষ বাক্যরূপ জ্যোতির অর্থাৎ দ্বাভ কুরিয়া আবশ্যকমত ব্যবহার নির্মাণ করিয়া থাকে, সেই হেতু বাক্যকার এই জ্যোতিঃস্বরূপই স্বপ্রসিদ্ধিই বটে । কি প্রকারে ?—সেই সময়ে—বর্ষাকালে, প্রায়শই অন্ধকারময় ঘন-ঘটায় সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ অন্তর্মিত—অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন নিজের হাতটা পর্য্যন্ত অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় না ; সেই সময় বাহিরে অথ কোনও জ্যোতিঃ না থাকায় লোকের সর্বপ্রকার ব্যবহার বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয় ; তখন যেখানে বাক্য উচ্চারিত হয়—শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়,—ককুরে চাঁৎকার কুরে, জ্ঞপবা গর্দভে শব্দ করে, লোক সেখানেই ঘাইয়া উপস্থিত হয় । সেই শব্দময় জ্যোতির সহিত মন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের গাঢ় সম্বন্ধ সংঘটিত হয় ; তাহাতেই সেই শব্দ-জ্যোতির কার্য্যকারিতা হইয়া থাকে ; সেই শব্দরূপ জ্যোতির দ্বারাই লোক সমীপগত হয়, অর্থাৎ শব্দস্থলে উপস্থিত হয় । সেখানে উপস্থিত হইয়া কক্ষ কর্ণে ও ইত্যন্ততঃ গমনাগমন করে । ২

এখানে বাক্য-জ্যোতির কথাতে গন্ধাদি-জ্যোতির কথাও গ্রহণ করিতে হইবে ; কেননা, গন্ধাদি গুণের সহিত ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেও লোকের যথাযোগ্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইয়া থাকে ; অতএব বাক্যের ছায়া গন্ধাদি গুণ-সমূহ দ্বারাও দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতের উপকার সংঘটিত হইয়া থাকে । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে । ২৫৬ ॥ ৫ ॥ .

অন্তর্মিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমশ্রুস্তমিতে শান্তেহর্থৌ শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি, আত্মৈবাস্ত্র জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কশ্মু কুরুতে বিপল্যোতিতি ॥২৫৭॥৬॥

সরলার্থঃ ১—[পুনশ্চ জনকঃ প্রপচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্যে অন্তর্মিতে, চন্দ্রমপি অন্তর্মিতে, অর্থো শান্তে, বাচি [চ শান্তায়াং সত্য্যং ; অত্র বাক্যপদং ঘ্রাণাদীনামপি উপলক্ষণম্ ।] অয়ং পুরুষঃ কিংজ্যোতিঃ এষ [ভবতি] ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] [তদা] আত্মা (দেহাদিব্যতিরিক্তং চৈতন্যং) এব অস্ত্র (পুরুষস্ত্র) জ্যোতিঃ ইতি । [যতঃ] অয়ং আত্মনা এব জ্যোতিষা আস্তে, পল্য-য়তে, কশ্মু কুরুতে, বিপল্যোতি ইতি, [অতঃ সর্বং পূর্ববৎ] ॥ ২৫৭ ॥ ৬ ॥

মূল্যাহ্বানাদি ১—[পুনশ্চ জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে

যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য অন্তর্মিত হইলে, চন্দ্র অন্তর্মিত হইলে, অগ্নি নির্বাপিত হইলে এবং বাক প্রভৃতি বাক জ্যোতিঃ প্রশমিত হইলে, কোন বস্তু এই পুরুষের জ্যোতিঃ হয় ? [‘যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—’] আত্মাই তখন ইহার জ্যোতিঃস্বরূপ হয় ; তখন এই পুরুষ আত্মজ্যোতির সাহায্যেই বৃন্ডলাভ করে, কর্ম করে এবং গমনাগমন করে ইতি ॥২৫৭॥২॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । —শাস্ত্রায়াং পুনর্বাচি, গন্ধাদিষপি চ শাক্ষেধু বাহ্যেষু গ্রাহকেষু, সর্বপ্রভৃতিরোধে প্রাপ্তোহস্ত পুরুষস্ত । এতদ্বক্তৃ ভবতি—জাগ্রদ্বিশয়ে বহিমুখানি করণানি চক্ষুরাদীনি আদিত্যাদিজ্যোতিভিন্নগৃহমাণানি যদা, তদা স্মৃটতরঃ স্বব্যবহারোহস্ত পুরুষস্ত ভবতীতি । এবং তাবৎ জাগরিতে স্বাবয়ব-সম্ভাতব্যতিরিক্তেনৈব জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্যসিদ্ধিবস্ত পুরুষস্ত দৃষ্টা ; তস্মাৎ তে বয়ং মন্ত্যামহে—সর্ববাহুজ্যোতিঃপ্রত্যস্তময়েহপি স্বপ্ন-স্বপ্তিকালে জাগরিতে চ, তাদৃগবহ্নীয়াং স্বাবয়বসম্ভাতব্যতিরিক্তেনৈব জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্যসিদ্ধিরম্ভেতি । দৃশ্যতে চ স্বপ্নে জ্যোতিঃকার্যসিদ্ধিঃ—বন্ধসঙ্গমন-বিয়োগদর্শনং দেশান্তরগমনাদি চ ; স্মৃপ্তাচ্চোখানম্—প্রথমহমস্বাপ্নম্, ন কিঞ্চিদবেদিসম্ ইতি ; তস্মাদস্মি ব্যতিরিক্তং কিমপি জ্যোতিঃ । ১

টীকা । কথং পুনরত্র পৃচ্ছতে ‘জ্যোতিবস্তবামতাশকা প্রহরতিত্বাযমাহ—এতদ্বক্তৃ ভবতীতি । যে ব্যবহারঃ সৌহৃদবিক্রজ্যোতির্নিমিত্তো যদাদিত্যাদিনিমিত্তো জাগ্রদব্যবহার ইতি ব্যাপ্তিমুক্তাঃ নিগময়তি—এবং তাবদिति । ব্যাপ্তিজ্ঞানকার্যমহুমানমাহ—তস্মাদिति । তাদৃগবহ্নীয়াং সর্বজ্যোতিঃপ্রত্যস্তময়দশাযামিতি যাবৎ । বিমতে । ব্যবহারোহতিরিক্ত-জ্যোতিরবীণে ব্যবহারত্বাৎ স্পৃতিপন্নবদিত্যস্তদ্বদবাহুমানমাবেদিতমিতি ভাবঃ । হেতোরা-জ্যোতিঃসিদ্ধিমাশকা পরিহরতি—দৃশ্যতে চেতি । আদিশকেন দেশান্তরাদৌ কর্মকরণং পৃকতে । আশ্রয়েকদেশাশিক্ষিমাশকাহ—স্মৃপ্তাচ্চেতি । ধ্যানদশামিষ্টদেবতাদর্শনং চকারার্থঃ । অহু-মানকলং নিগময়তি—তস্মাদिति । যথোক্তাহুমানাজ্যোতিঃ সিদ্ধং চেৎ কিং প্রয়েনেত্যা-শকাহ—কিং পুনরिति । সর্বজ্যোতিরূপণমে দৃশ্যমানস্ত ব্যবহারস্ত কারণতয়াহুমানতো জ্যোতির্দ্ব্যজসিদ্ধাবপি তবিশেষবৃত্তংসাধাঃ প্রয়োপপত্তিরিত্যর্থঃ । ১

কিং পুনস্তস্মাস্তায়াং বাচি জ্যোতির্ভবতীতি ? উচ্যতে,—আত্মৈবাস্ত জ্যোতির্ভবতীতি । আত্মেতি কার্যকরণস্বাবয়বসম্ভাতব্যতিরিক্তং কার্যকরণাব-ভাসকম্ আদিত্যাদি-বাহুজ্যোতিরিক্তং স্বয়মন্তোনানবভাশ্তমানমভিধীয়তে জ্যোতিঃ ; অন্তঃস্থং চ তৎ পারিণেমাৎ । কার্যকরণব্যতিরিক্তং তদिति তাবৎ সিদ্ধম্ । যচ্চ কার্যকরণব্যতিরিক্তং কার্যকরণসম্ভাতাত্মগ্রাহকং চ জ্যোতিঃ, তদাহৈচ্চক্ষুরাদি-কল্পৈকরূপভ্যামাং দৃষ্টম্ ; ন তু তথা তচ্চক্ষুরাদিভিন্নরূপভ্যতে, আদিত্যাদি-

জ্যোতিঃসুপরভেদঃ; কার্যাস্ত জ্যোতিষো দৃশ্যতে যস্মাৎ, তস্মাৎ আত্মনৈবায়ং, জ্যোতিষা আস্তে পল্যয়তে কস্ম কুরুতে বিপদ্যোতীতি ; তস্মান্নমন্তঃস্বং জ্যৈষ্ঠ-
রিত্যবগম্যতে । কিঞ্চ, দ্বাদিত্যাদিজ্যোতিরিলক্ষণং তদভৌতিকং চ ; স এব
হেতুর্দেবকরাগ্ৰাহকাদিত্যাদিবৎ । ২

প্রতিবন্ধমবত্যাং ব্যাখ্যোতি—উচ্যত ইত্যাদিনা । অবতীসক্বে দৃষ্টান্তমাহ—
আদিত্যাদীতি । তত্র ব্যতিরিক্তং সাধয়তি—কার্যোতি । * অমুগ্রাহকত্বাদিত্যাদিবদিত্তি
শেষঃ । তচ্চাস্তঃস্বং পারিশেষাদিত্যাক্রমপাদয়তি—যচেতি । উপরতেষাজ্যোতিরিত্তি
শেষঃ । তদেব তর্হি মা ভূদিত্তি চেয়েত্যাহ—কার্যং দ্বিত্তি । স্বপ্তাদৌ দৃশ্যমানং ধাবহাং হেতু-
কৃশ্ব কলিতমাহ—যস্মাদিত্যাাদিনা । বিমতমন্তঃস্বমতীন্দ্রিয়ত্বাদিত্যবদিত্তি ব্যতিরেকীত্যর্থঃ ।
ব্যতিরেকান্তরমাহ—কিং চেতি । ২

ন, সমানজাতীয়েনৈবোপকারদর্শনাৎ—যদ্বাদিত্যাদিবিলক্ষণং জ্যোতিরাক্তং
সিদ্ধমিতি, এতদসৎ ; কস্মাৎ ? উপক্রিয়মাণ-সমানজাতীয়েনৈবাদিত্যাদিজ্যোতিষা
কার্যকরণসজ্জাতস্ত ভৌতিকস্ত ভৌতিকে নৈবোপকারঃ ক্রিয়মাণো দৃশ্যতে ; যথা-
দৃষ্টধেদমমুমেষম্ ; যদি নাম কার্যকরণাদধাস্তরং তদ্রূপকারকম্ আদিত্যাদিব-
জ্যোতিঃ, তথাপি কার্যকরণসজ্জাত-সমানজাতীয়মেবামুমেষম্, কার্যকরণসজ্জা-
তোপকারকত্বাৎ, আদিত্যাদিজ্যোতিরিত্তং । যৎ পুনবন্তঃস্বাদ প্রত্যক্ষত্বাচ্চ বৈলক্ষণ্য-
মুচ্যতে, তৎ চক্ষুরাদিজ্যোতিভিরনৈকান্তিকম্ ; যতোহ প্রত্যক্ষাণ্যস্তঃস্থানি চ চকু-
রাদিজ্যোতীংষি ভৌতিকাশ্চেব ; তস্মাত্তব মনোরথমাত্রম্—বিলক্ষণমাত্রজ্যোতিঃ
সিদ্ধমিতি । ৩

সংপ্রতি লোকায়তশোদয়তি—নেত্যাাদিনা । তত্র নঞর্থং ব্যাচষ্টে—যদিত্তি । উক্তং
হেতুং প্রথপূর্লকং বিভজ্যতে—কস্মাদিত্যাাদিনা । * যত্বেপি দেহাদেবরূপকার্যরূপকারকমাদিত্যাদি
সজ্জাতীয়ং দৃষ্টং, তথাপি নাস্তজ্যোতিরূপকার্যসজ্জাতীয়মমুমেষমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথাদৃষ্টং চেতি ।
তদেব স্পষ্টয়তি—যদি নামেতি । বিমতমন্তঃস্বমতিরিক্তং চাতীন্দ্রিয়ত্বাদিত্যবদিত্তি পরোক্তং
ব্যতিরেকমুমানমন্তঃস্বম্ দৃশয়তি—যৎ পুনরিত্যাাদিনা । অনৈকান্তিকত্বং ব্যনজি—যত ইতি ।
অন্তঃস্থস্তব্যতিরিক্তানি চ সজ্জাতাদিত্তি স্পষ্টবাম্ । ব্যভিচারফলমাহ—তস্মাদিত্তি । বিলক্ষণ-
মন্তঃস্বং চেতি সন্তবাম্ । ৩

কার্যকরণসজ্জাত-ভাবভাবিত্বাচ্চ সজ্জাতার্থত্বমমুমীযতে জ্যোতিষঃ । সামান্ত-
তোদৃষ্টস্ত চামুমানস্ত ব্যভিচারিত্বাদপ্রামাণ্যম্ । সামান্ততোদৃষ্টবলেন হি ভবান্
আদিত্যাদিবদ্যতিরিক্তং জ্যোতিঃ সাধয়তি কার্যকরণেভ্যঃ । নচ প্রত্যক্ষমমু-
মানেন বাধিত্বং শক্যতে ; অয়মেব তু কার্যকরণসজ্জাতঃ প্রত্যক্ষং পশুতি শৃণোতি
মমুতে বিজ্ঞানাত্তি চ ; যদি নাম জ্যোতিরাক্তরমত্বোপকারকং ত্বাদ্ আদিত্যাদি-

বৎ, ন তদাত্মা শ্রুতং জ্যোতিবন্তরম্, আদিত্যাদিবদেব, । য এব তু প্রত্যক্ষং
দর্শনাদিক্রিয়াং কবোতি, স এবাত্মা শ্রুতং কার্য্যকরণসজ্বাতঃ, নাভ্যঃ, প্রত্যক্ষ-
বিরোধেহনুমান্তাপ্রামাণ্যঃ । ৪ ।

কিঞ্চ, চৈতন্ত্বং শরীরধর্মন্তত্বাবতাবিদ্ধাৎ ক্রীণাদিবদিত্যাহ—কার্য্যকরণেতি । বিমতং
সজ্বাতান্ত্রিমঃ ‘তত্ত্বাস্ককত্বাদিত্যবদিত্যনুমানাৎ’ ন সজ্বাতধর্ম্মং ‘চৈতন্ত্বন্তে’ প্রকাশ্যাহ—
সামান্ততো দৃষ্টেতি । লোকায়তন্ত্বং হি দেহাবতাসকমপি চক্ষুস্ততো ন ভিজতে, তথা চ
যাতিচর্য্যম্ বদনুমানপ্রামাণ্যমিত্যর্থঃ । মনুষ্যোহং জানামিতি প্রত্যক্ষবিরোধেচ্ছদনুমান-
মবমানমিত্যাহ—সামান্ততো দৃষ্টেতি । ননু তেন প্রত্যক্ষমুৎসার্য্যতামিতি চেদন্ত্যাহ—অ চেতি ।
ইতচ্চ দেহশ্চৈব চৈতন্ত্বমিত্যাহ—অয়মেবেতি । জ্যোতিষো দেহব্যতিরেকমঙ্গীত্ব্যাপি
দুষয়তি—যদি নামেতি । বিমতং জ্যোতিরনাত্মা দেহোপকারকত্বাদিত্যবদিত্যর্থঃ । আত্মত্বং
তর্হি কণ্ঠে ত্যাশঙ্ক্যাহ—য এব ভিত্তি । অনুমানাদাত্মনো দেহব্যতিরিক্তমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
প্রত্যক্ষমিতি । নাশ্চ আয়েতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । ৪

ননু অবমেব চেৎ দর্শনাদিক্রিয়াকর্তা আত্মা সজ্বাতঃ, কণমবিকলশ্চৈবাত্ম
দর্শনাদিক্রিয়াকর্তৃত্বং কদাচিত্তবতি কদাচিন্নেতি ? নৈব দোষঃ, দৃষ্টত্বাৎ । ন হি
দৃষ্টেহনুপপন্নং নাম ; ন হি যথোতে প্রকাশাপ্রকাশকত্বেন দৃশ্যমানে কাবণান্তব
মুদ্রমেয়ম্ ; অনুমেয়ত্বে চ কেনচিৎ সামান্ত্যং সর্বং সর্বতানুমেয়ং শ্রুতং ; তচ্চা-
নিষ্ঠম্ । ন চ পদার্থস্বভাবো নাশ্চি ; নহি অগ্নেরুক্ষস্বভাবামশ্রুনিমিত্তং, উদকস্ত
ব শৈত্যম্ । প্রাণিধর্ম্মাধর্ম্মাণ্ডপেক্ষমিতি চেৎ, ধর্ম্মাধর্ম্মাদে নির্নিমিত্তান্ত্বাপেক্ষ-
স্বভাবপ্রসঙ্গঃ ; অস্থিতি চেৎ ; ন ; তদানবস্থা প্রসঙ্গঃ ; স চানিষ্ঠঃ । ৫

দেহস্তাস্ত্বে কাদাচিংকং ব্রহ্মপ্রোক্তত্বাচ্ছবুত্তমিতি শক্যতে—নয়তি । স্বভাববাদী পবি-
হরতি—নৈব দোষ ইতি । কাদাচিংকং দর্শনাদর্শনে সম্ভবতো দেহস্বভাবাদিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—
ন হীতি । বিমতং কারণান্তরপূর্ব্বকং কাদাচিংকত্বাদ্ যটবদিত্যনুমানং দৃষ্টান্তে তবিত্ত্যত্যা-
শঙ্ক্যায়িক্ক ইতিবদ্বক্ষ্যনকমিত্যপি ত্রব্যাদিনানুস্মীয়েতেত্যতিপ্রসঙ্গমাহ—অনুমেয়ত্বে চেতি ।
ননু যদ্বতি তৎ সনিমিত্তমেব, ন স্বভাবাৎ তবৎ কিঞ্চিদাত্মকং প্রসিদ্ধং, তত্রাহ—ন চেতি ।
অগ্নেরৌক্যমুদকস্ত শৈত্যমিত্যাপি ন নির্নিমিত্তং, কিন্তু প্রাণাদৃষ্টাপেক্ষমিতি শক্যতে—প্রাণীতি ।
আদিশব্দেনেবরাদি গৃহ্যতে । গুণান্তিসন্ধিঃ স্বভাববাদ্যাহ—ধ্মেতি । প্রসঙ্গতঃ পক্ষিহা
স্বাভিপ্রায়মাহ—অস্থিত্যাদিনি । ৫

ন, স্বপ্নস্থতোঃ দৃষ্টশ্চৈব দর্শনাৎ,—যত্চক্ং স্বভাববাদিনা দেহশ্চৈব দর্শনাদি-
ক্রিয়া, ন ব্যতিরিক্তশ্চেতি ; তন্ম, যদি হি দেহশ্চৈব দর্শনাদিক্রিয়া, স্বপ্নে দৃষ্টশ্চৈব
দর্শনং ন শ্রুতং ; অতঃ স্বপ্নং পশুন্ দৃষ্টপূর্ব্বমেব পশুতি, ন শাকবীপাদিগতমদৃষ্ট-
পূর্ব্বম্ । তত্চৈতন্ত্বং সিদ্ধং ভবতি—যঃ স্বপ্নে পশুতি দৃষ্টপূর্ব্বং বস্ত, স এব পূর্ব্বং
বিদ্যমানে চক্ষুযাত্রাকীং, ন দেহ ইতি ; দেহশ্চেৎ ব্রহ্ম, স যেনাত্রাকীং তন্নিম্ন-

ক্লৃতে চক্ষুবি, স্বপ্নে তদেব দৃষ্টপূৰ্ণং ন পশ্যেৎ ; অস্তি চ লোকো' প্রসিদ্ধিঃ—পূৰ্ণং
দৃষ্টং যদা হিমবতঃ শৃঙ্গম্ অত্যাহঃ স্বপ্নেইদ্রাক্ষম্—ইত্যুকৃতচক্ষুরামম্ভানামপি ; তন্মা-
দমুক্লৃতেহপি চক্ষুবি যঃ স্বপ্নদৃষ্ট, স এব দ্রষ্টা, ন দেহ ইত্যবগম্যতে । ৬.

সিদ্ধাঃ স্বপ্নাদিরিক্কাযুপপত্তাঃ দেহতিরিক্তমাস্তানমুপগময়ন্তুরমাহ—নেতাদিনা ।
তত্র নঞর্থং বিবক্তভেদে—যদ্বিক্রমিতি । স্বপ্নে দৃষ্টশ্চেব দর্শনাদিতি হেতুভাগং ব্যতিরেকদ্বারা
বিবৃণোতি—যদ্বিক্রমিতি । জাগ্রদেহস্ত দ্রষ্টঃ স্বপ্নে নষ্টবাদীল্লিয়ন্ত চ সংস্কারস্ত চানিষ্টবাদঃ—
দৃষ্টে চান্তস্ত স্বপ্নাযোগার স্বপ্নে দৃষ্টশ্চেব দর্শনং দেহান্তবাদে সম্ভবতীত্যর্থঃ । যদ্বা তুং দৃষ্টশ্চেব
স্বপ্নে দৃষ্টঃ ; অক্সাপি স্বপ্নদৃষ্টেইতি্যাশঙ্ক্যাহ—অক্স ইতি । অপিশঙ্কোহধ্যাহর্ব্যঃ ; পূৰ্ণদৃষ্টশ্চেব
স্বপ্নে দৃষ্টেহপি কুতো! দেহব্যতিরিক্তো দ্রষ্টা সিদ্ধতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ততশ্চেতি । অথোভয়ত্র
দেহশ্চেব দ্রষ্টেহ কা হানিরিতি চেদত আহ—দেহশ্চেদিতি । তত্র সহকারিচক্ষুরভাবাচ্চ-
ক্ষুরন্তরস্ত চোৎপত্তৌ দেহান্তরস্তাপি সমুৎপত্তিসম্ভবাদন্তদ্রষ্টেহন্তস্ত ন স্বপ্নঃ স্তাদিত্যর্থঃ । যদ্বা তুং
পূৰ্ণদৃষ্টে স্বপ্নে হেতুভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্তি চেতি । কথং তে জাত্যুদ্যাকানামীদৃগদর্শনমিতি
চেৎ, জমীন্তরান্নভববাশাদিতি ক্রমঃ । অক্সস্ত দেহস্তাদ্রষ্টেহপি চক্ষুস্তত্তস্ত স্তাদেব দ্রষ্টৃহ্মিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—তন্মাদিতি । ৬

তথা স্মৃতৌ দ্রষ্টৃস্মৃতৌরেকদেহে সতি, য এব দ্রষ্টা, স এব স্মৃতী ; যদা চৈবং,
তদা নিমীলিতাক্ষোহপি স্বরন্ দৃষ্টপূৰ্ণং যদ্রপম্, তদ দৃষ্টবদেব পশ্যতীতি । তন্মাদী
যন্নিমীলিতং, তন্ম দ্রষ্টৃ ; যন্নিমীলিতে চক্ষুবি স্বরং রূপং পশ্যতি ; তদেব অনি-
মীলিতেহপি চক্ষুবি দ্রষ্টৃ আসাদিত্যবগম্যতে । মূতে চ দেহে অবিকলশ্চেব চ
রূপাদিদর্শনাভাবাৎ—দেহশ্চেব দ্রষ্টেহে মূতেহপি • দর্শনাদিক্রিয়া স্তাৎ ; তন্মাৎ
যদপায়ে দেহে দর্শনং ন ভবতি, যদ্যবে চ ভবতি, তৎ দর্শনাদিক্রিয়াকর্তৃ, ন দেহ
ইত্যবগম্যতে । ৭

স্বপ্নে দৃষ্টশ্চেব দর্শনাদিতি হেতুং ব্যাখ্যায় স্মৃতৌ দৃষ্টশ্চেব দর্শনাদিতি হেতুং ব্যাচষ্টে-
তথেনিতি । দ্রষ্টৃস্মৃতৌরেকদেহপি কুতো দেহতিরিক্তো দ্রষ্টেত্যাশঙ্ক্যাহ—বদা চেতি ।
দেহতিরিক্তস্ত স্মৃত্ত্বেহপি কুতো দ্রষ্টৃহ্মিত্যাশঙ্ক্যাহ—তন্মাদিতি । দ্রষ্টৃস্মৃতৌরেকদেহস্তাত্ত্বাৎ
দেহতিরিক্তঃ স্মৃতী চেৎ, দ্রষ্টাপি তথা সিধ্যতীতি ভাবঃ । দেহস্তাদ্রষ্টেহে হেতুস্তরমাহ—মূতে
চেতি । ন তন্ত দ্রষ্টৃতেতি শেষঃ । তদ্ব্যোপপাদয়তি—দেহশ্চেবেতি । দেহব্যতিরিক্ত-
মাস্তানমুপপাদিতমুপসংহরতি—তন্মাদিতি । চৈতন্ত্যং যৎতদোর্থঃ । ৭

চক্ষুরাদীশ্চেব দর্শনাদিক্রিয়াকর্তৃণীতি চেৎ ; ন ; যদহমদ্রাক্ষং, তৎ স্পৃশামীতি
ভিন্নকর্তৃকদে প্রতिसন্ধানামুপপত্তেঃ । মনস্তর্হীতি চেৎ ; ন, মনসোহপি বিষয়ত্বাৎ
রূপাদিবৎ দ্রষ্টৃস্বাত্মমুপপত্তিঃ । তন্মাদস্তঃস্বং ব্যতিরিক্তমাদিত্যাদিবদিতি
সিদ্ধম্ । ৮

যা ক্লৃদেহস্তাস্মদিক্রিয়াণাং তু স্তাদিতি শব্দে—চক্ষুরাদীনীতি । অন্তদ্রষ্টেতরেনা-

প্রত্যজ্ঞানাদিতি স্থায়ম পায়হরত—নেত্যাননা । আশ্রপাতপান্তহেতুনাং মনাস সম্ভবা-
দিতি স্থায়েন শব্দে—মন ইতি । জ্ঞাত্বজ্ঞানসংযনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্মমিতি জ্ঞানেন
পায়হরতি—ন মনসোহপীতি । দেহাহারেনাশ্রয়ে কলিতমাহ—তন্মাদিতি । আশ্রজ্যোতিঃ
সজ্ঞাতাদিতি শেষঃ । ৮

যত্বকং—কার্যকরণসজ্ঞাত-সমানজাতীয়মেব জ্যোতিরন্তরমনুমেয়ম্ আদি-
তদুদ্ভিত্তিসংসমানজাতীয়ৈরৈবোপক্রিয়মাণত্বাদিতি ; তদসৎ ; উপকার্যোপ-
কারকভাবস্তানিয়মদর্শনাৎ । কথং ? পার্থিবৈরিত্তনৈঃ পার্থিবত্ব-সমানজাতীয়ৈ-
তুল্যগোপাদিভিরগ্নেঃ প্রজলনোপকারঃ ক্রিয়মাণো দৃশ্যতে ; ন চ তাকতা তৎ-
সমানজাতীয়ৈরেব অগ্নেঃ প্রজলনোপকারঃ সর্বত্রানুমেয়ঃ শ্রাৎ ; যেনোদকেনাপি
প্রজলনোপকারো ভিন্নজাতীয়েন বৈজাত্যগ্নেঃ জাতিরন্ত চ ক্রিয়মাণো দৃশ্যতে ;
অম্লানুপকার্যোপকারকভাবে সমানজাতীয়াসমানজাতীয়নিয়মো নাস্তি,—কদা-
চিৎ সমানজাতীয়া মনুষ্যা মনুষ্যৈরেবোপক্রিয়ন্তে, কদাচিৎ স্থাববপশ্বাদিত্তিচ
ভিন্নজাতীয়ৈঃ । তন্মাদহেতুঃ—কার্যকরণসজ্ঞাত-সমানজাতীয়ৈরেবাদিত্যাদি-
জ্যোতিভিরূপক্রিয়মাণত্বাদিতি । ৯

• পরোক্তমত্বদতি—যত্বকমিতি । অম্লগ্রাহসজ্ঞাতায়মম্লগ্রাহকমিত্যত্র হেতুমাহ—
আদিত্যাদিভিরিতি । উপকার্যোপকারকত্বে সজ্ঞাতানিয়মঃ দৃশ্যতি—তদসদতি । অনিয়ম-
দর্শনম্বাক্যজ্ঞাপূর্ব্বকমুদাহরতি—কথং পার্থিবৈরিত্তি । উলপং বালত্বগ্নী । পার্থিবত্বাগ্নিঃ
প্রতাপকারকত্বনিয়মঃ বারয়তি—ন চেতি । তাবতা পার্থিবেনাগ্নেঃকপক্রিয়মাণত্বদর্শনেনেতি
যথিৎ । তৎসমানজাতীয়ৈরিত্তি তচ্ছবঃ পার্থিবত্ববিষয়ঃ । তত্র হেতুমাহ—যেনেতি ।

দর্শনকলং নিগময়তি—তন্মাদিতি । উপকার্যোপকারকভাবে সজ্ঞাতানিয়মবদপ-
কার্যোপকারকভাবেহপি বৈজাত্যনিয়মো নাস্তীত্যর্থঃ । তত্রোপকার্যোপকারকত্বে সজ্ঞাতা-
নিয়মভাবমুদাহরণান্তরেণ দর্শয়তি—কদাচিদিতি । অন্তসাগ্নিনা বাগ্নেঃকপশান্ত্যপলভ্যদপ-
কার্যোপকারকত্বে বৈজাত্যনিয়মোহপি নাস্তীতি মত্বোপসংহরতি—তন্মাদিতি । উক্তানিয়ম-
দর্শনং তচ্ছবঃ । অহেতুরাজ্যোতিষঃ সজ্ঞাতেন সমানজাতীয়তায়ামিত্তিশেষঃ । ১০

যৎ পুনরাশ্র—চক্ষুরাদিভিরাদিত্যাদিজ্যোতিরিত্তদ দৃশ্যত্বাদিতি—অয়ং হেতু-
জ্যোতিরন্তরস্তাস্তঃস্থত্বং বৈলক্ষণ্যঞ্চ ন সাধয়তি, চক্ষুরাদিভিরনৈকান্তিকত্বাদিতি ;
তদসৎ, চক্ষুরাদিকরণেভ্যোহত্বত্বে সতীতি হেতোবিশেষণত্বোপপত্তেঃ । কার্য-
করণসজ্ঞাতজ্ঞানত্বং জ্যোতিষ ইতি যত্বকং, তন্ন, অমুমানবিরোধাৎ—আদিত্যাদি-
জ্যোতিরিত্তৎ কার্যকরণসজ্ঞাতার্থান্তরং জ্যোতিরিত্তি হনুমানযুক্তম্, তেন বির-
ধ্যতে ইয়ং প্রতিজ্ঞা—কার্যকরণসজ্ঞাতার্থত্বং জ্যোতিষ ইতি । তদ্বাবভাবিত্বং
অসিদ্ধম্, যুতে কেহে জ্যোতিষোদর্শনাৎ । ১০

অমুগ্রাহকমুগ্রাহকজাতীয়মুগ্রাহকত্বাদিত্যবদিত্যপ্যন্তম্ । সংপ্রতিতীজিরত্বহেতোর-
নৈকাত্ম্যং পরোক্তমমুগ্রাহকত্বং দুষয়তি—যৎ পুনরিত্যাগিনা । বিমতং জ্যোতিঃসংপ্রতিতীজিরত্ব-
তাবিহাজপ্যাদিবদিত্যুক্তমন্তু, নিরাকরোতি—কার্যোতি । অমুমানবিরোধমব সাধয়তি—
আদিত্যাদীতি । কালাত্যাগপদেশমুক্তা । ইহসিদ্ধিং দোষান্তরমাহ—তস্তাবেতি । জ্ঞানদর্শনাদিত্য
চ্ছেদঃ । ১১

সামান্ততো দৃষ্টশ্চামুমানস্তাপ্রামাণ্যে সতি পানভোজনাদিসর্বব্যবহারলোপ-
প্রসঙ্গঃ ; স চানিষ্টঃ ; পানভোজনাদিষু হি ক্ষুৎপিপাসাদিনিবৃত্তিমূলকবতন্তৎ-
সামান্তাং পানভোজনাত্যাপাদানং দৃষ্টমানং লোকে ন প্রাপ্নোতি ; দৃষ্টশ্চে হি
উপলব্ধপানভোজনাঃ সামান্ততঃ পুনঃ পানভোজনান্তরৈঃ ক্ষুৎপিপাসাদিনিবৃত্তিম্
অনুমিষন্তস্তাদর্থেন প্রবর্তমানাঃ । ১১

যৎ পুনবিশেষেৎমুগমভাবঃ সামান্তে সিদ্ধসাধ্যতেত্যমুমানদূষণমতিপ্রত্য সামান্ততো দৃষ্ট-
চেত্যাছাত্তং, তদ্ দুষয়তি—সামান্ততোদৃষ্টশ্চেতি । বিশেষতেৎদৃষ্টশ্চেতাপি ঐষ্টব্যম্ ।
কিমিত্যমুমানাপ্রামাণ্যে সর্বব্যবহারহানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পানেতি । তৎসামান্তাঃ পান-
ভোজনাদিসাদৃশ্যাদিত্যাবৎ । পানভোজনাত্যাপাদানং দৃষ্টমানমিত্যুক্তং বিশদয়তি—দৃষ্টশ্চে-
হীতি । তাদর্থেন ক্ষুৎপিপাসাদিনিবৃত্ত্যুপায়ভোজনপানাত্ত্বেনেতি যাবৎ । ১১

যজ্ঞকৃতম্—অয়মেব তু দেহো দর্শনাদিক্রিয়াকর্ষেতি, তৎ প্রথমমেব পরিহৃতম্,
—স্বপ্নস্ত্যোদ্দেহদর্শাস্তরভূতো দ্রষ্টেতি । অনেনৈব জ্যোতিরস্তরশ্চানাক্ষত্বমপি
প্রত্যুক্তম্ । যৎ পুনঃ যজ্ঞোতাদেঃ কাদাচিত্তং প্রকাশাপ্রকাশকত্বং ; তত্ত্বসৎ,
পক্ষাণ্ডবয়ব-সঙ্কোচবিকাশনিমিত্তত্বাৎ প্রকাশাপ্রকাশকত্বম্ । যৎ পুনরুক্তম্—
ধর্ম্যধর্ম্যয়োবশ্যং ফলদাতৃত্বং স্বভাবোহভ্যুপগম্য ইতি ; তদভ্যুপগমে ভবতঃ
সিদ্ধান্তহান্যং । এতেনানবস্থাদোষঃ প্রত্যুক্তঃ । তস্মাদসি ব্যতিরিক্তকান্তঃস্থং
জ্যোতিরাস্থেতি ॥ ২৫৭ ॥ ৬ ॥

দেহশ্চেব ঐষ্টত্বমিত্যুক্তমন্তু পুরোক্তং পরিহারঃ স্মারয়তি—যজ্ঞকৃতমিত্যাदिना ।
জ্যোতিরস্তরমাদিত্যাদিবদনাত্ত্যোক্তং প্রত্যাহ—অনেতি । সজ্ঞাতাদেদ্রষ্টত্বনিরাকরণেনেতি
যাবৎ । দেহস্ত কাদাচিত্তং দর্শনাদিমতঃ স্বাভাবিকমিত্যত্র পরোক্তং দৃষ্টান্তমমুগ্রাহক নিরাচটে—
যৎ পুনরিত্যাগিনা । সিদ্ধান্তিনাপি স্বভাববাদস্ত কচিদেহব্যবস্থাপদিষ্টমন্তু দুষয়তি—যৎপুনরিত্যি ।
ধর্ম্যাদেধি হেতুস্তরাণীনঃ ফলদাতৃত্বং, তদা হেতুস্তরশ্চাপি হেতুস্তরাণীনঃ ফলদাতৃত্বমিত্য-
বদেত্বাৎ প্রত্যাহ—এতেনেতি । সিদ্ধান্তবিরোধপ্রসঙ্গেনেতি যাবৎ, লোকান্তরমুতাসক্তয়ে
অপকমুপসংহরতি—তস্মাদিত্যি ॥ ২৫৭ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—বাক্ প্রশান্ত হইলে অর্থাৎ শব্দ নিবৃত্তি হইলে,—এখানে
বুঝিতে হইবে, ব্যবহারনির্বাহের অমুকুল গন্ধপ্রভৃতি সমস্ত বাই জ্যোতিঃ
প্রশান্ত হইলে পর, এই পুরুষের সর্বপ্রকার ব্যাপারই নিবৃত্ত হইয়া যায় ; অভি-

প্রায় এই যে, জাগ্রৎকালে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় যে 'সমস্ত' আদিত্যাদি জ্যোতির সাহায্য লাভ করে, সে সমস্ত লোকের ব্যবহার উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে । এইরূপে আমরা দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎকালে পুরুষের যে সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, সে সমস্ত নিজের দেহাবয়বের অতিরিক্ত বাহ্য জ্যোতির সাহায্যেই হইয়া থাকে ; অতএব আমরা মনে করিতে পারি যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সমস্ত ও তখন সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, সেই অবস্থায়ও নিজের দেহাদি সংঘাতের অতিরিক্ত অপর কোনও জ্যোতিঃ দ্বারাই জ্যোতির কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে । দেখিতেও পাওয়া যায়—স্বপ্নাবস্থায় বন্ধুর সহিত সংযোগ ও বিরোধ এবং দেশান্তরে গমনাদি আলোক-সাপেক্ষ কার্য্য হইয়া থাকে । সুষুপ্তি অবস্থা হইতে উত্থানের পর 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই' এইরূপে তৎকালানুভূত বিষয়ের স্মরণ হইতে দেখা যায় ; [সুষুপ্তি কালে কোনও জ্যোতিঃ না থাকিলে তাৎকালিক সুখ ও অজ্ঞানের অনুভব হইতে পারে না, এবং অনুভব না হইলে তাহার স্মৃতিও সম্ভবপর হয় না ।] অতএব ব্যবহার-নির্বাহের জন্য দেহাবয়বাতিরিক্ত অথ কোনও জ্যোতিঃ নিশ্চয়ই আছে স্বীকার করিতে হইবে । ১

[ভাল, জিজ্ঞাসা করি—] বাক্-নিবৃত্তির পর, যাহা জ্যোতিঃস্বরূপ হয়, সে পদার্থটা কি ? হাঁ, বলা হইতেছে—তখন আত্মাই ইহার জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে । এখানে আত্মা-শব্দে জাহারই নির্দেশ হইয়াছে, যাহা—দেহেন্দ্রিয়াদি অবয়বসমষ্টির অতিরিক্ত, অথচ দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতেরই প্রকাশক, এবং বহির্জগতে দৃশ্যমান আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতির ত্রায় নিজে অপরের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, এইরূপ একটি জ্যোতিঃ । সেই জ্যোতিঃ যখন দেহাভ্যন্তরস্থ (অবাহ), তখন তাহা যে, দেহাবয়বাতিরিক্ত, ইহাও ফলে ফলে সিদ্ধ হইল ; কেন না, দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত যে সমস্ত জ্যোতিঃ দেহেন্দ্রিয়াদির উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থই চক্ষুঃপ্রভৃতি বহিরি-
ন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে ; আর ইহা কিন্তু আদিত্যাদি জ্যোতির জ্ঞাতাবে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর হয় না ; কেবল সেই জ্যোতিঃটির কার্য্য মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই জ্যোতিঃটি (আত্মা) অন্তঃস্থই (শরীর মধ্যগতই) বটে । বিশেষতঃ সেই হেতুই—আদিত্যাদি জ্যোতিঃগুলিকে বেরূপ চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, চক্ষুদ্বারা ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহাকে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না ; ইহা হইতে বেশ বুঝা

যাইতেছে যে; ইহা, আদিত্য প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ একটি অভৌতিক জ্যোতিঃ (১) । ২

না—একথা হইতে পারে না ; কারণ, সুমানজাতীয় পদার্থের মধ্যেই উপকার্যোপকারকতাব দেখিতে পাওয়া যায়। আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের বিলক্ষণ (অন্তরূপ) অনান্যক জ্যোতিঃ যে, সিদ্ধ হইল বলা হইয়াছে ; সে কথাও উত্তম কথা নহে ; কি কারণে ? যে হেতু আদিত্যপ্রভৃতি জ্যোতিঃও ভৌতিক পদার্থ এবং তাহাদের প্রকাশনীয় দেহাদি পদার্থগুলিও ভৌতিক ; সুতরাং প্রকাশক আদিত্যাদি জ্যোতিঃ, আর তৎপ্রকাশ্য দেহাদি স্বস্থ উভয়ই ভৌতিকরূপে একজাতীয় পদার্থ ; সুতরাং একজাতীয় পদার্থের মধ্যেই যে, উপকার্যোপকারকতাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এখানেও, দৃষ্টান্তস্বারেই অনুমান করিতে হইবে ;—যদি নিতান্তই দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত অথচ আদিত্যাদির দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির উপকারসাধক স্বতন্ত্র কোনও জ্যোতির অস্তিত্ব কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও, উপকার্য-দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতের তুল্যজাতীয় ভৌতিক জ্যোতিরই অনুমান করিতে হইবে, (বিলক্ষণ জ্যোতির নহে) ; কারণ, ঐ জ্যোতিঃ-পদার্থটিও দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতেরই উপকারক ; অতএব উহা আদিত্যাদির দ্বারা তজ্জাতীয় পদার্থ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আরও যে, বলা হইয়াছে—দেহেন্দ্রিয়াদির অনুগ্রাহক এই জ্যোতিঃপদার্থটি যখন অভ্যন্তরস্থ এবং অপ্রত্যক্ষও বটে ; তখন উহার বৈলক্ষণ্য থাকাই উচিত হয় ; সে কথাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, চক্ষুঃপ্রভৃতি জ্যোতিঃস্থানেই ঐ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। কেন না, চক্ষুঃপ্রভৃতি জ্যোতিঃসমূহও অভ্যন্তরস্থ অপ্রত্যক্ষ ও ভৌতিক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব আদিত্যাদি জ্যোতির বিজাতীয় আত্মজ্যোতির সাধনা কেবল তোমার মনোরথ বা মানসিক কল্পনামাত্র, (বিস্তৃত উহা কখনই বাস্তবিক নহে) । ৩

বিশেষতঃ দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতের সম্ভাবে সম্ভাব বলিয়াও আত্মজ্যোতিকে দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতের ধর্ম বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না ; কারণ, ‘সাম্যাত্তো দৃষ্ট’ নামক অনুমান কখনই অব্যভিচারী হয় না (২) ; সুতরাং উহা

(১) তাৎপর্য—বেদান্তমতে সূর্য ও অগ্নিপ্রভৃতি পদার্থগুলিও সূক্ষ্ম জড় ভূত হইতে সমুৎপন্ন ; সুতরাং উহারাও জড় পদার্থ ; কিন্তু আত্মজ্যোতিঃ ভৌতিক নহে, এই জন্ত ভাষ্যকার ‘অভৌতিক’ বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন।

(২) তাৎপর্য—অনুমান সাধারণতঃ তিনপ্রকার—(১) পূর্ববৎ, (২) শেষবৎ ও

নিঃসন্দ্বিগ্ধ প্রমাণ হইতে পারে না ; অর্থট তুমি সেই 'সামান্ততো দৃষ্ট' অনুমানের সাহায্যেই আদিত্যাদি-জ্যোতির দৃষ্টান্তানুসারে দেহেজিয়াদির অতিরিক্ত জ্যোতির সাধনা করিতেছ ; [সুতরাং ইহা অসিদ্ধ] । বিশেষতঃ অনুমান দ্বারা কখনই প্রত্যক্ষের বাধ্য ঘটিতে পারে যায় না । দেখিতে পাওয়া যায়—এই দেহেজিয়া-সংঘাতই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন, শ্রবণ ও মননাদ্বক বিশেষ বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে ; আদিত্যাদির জ্ঞান অপর কোনও জ্যোতিঃ যদি ইহার প্রত্যক্ষাদি বিষয়ে উপকার বা সাহায্য করিত, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, দেহেজিয়া-দির উপকারক আদিত্যাদি জ্যোতিঃ যেমন আত্মা নহে, তেমনি তোমার এই অতিরিক্ত জ্যোতিঃপদার্থটিও নিশ্চয়ই আত্মা হইতে পারে না ; পরন্তু তাহা প্রত্যক্ষতঃ দর্শনাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে, সেই দেহেজিয়া-সংঘাতই আত্মা হইতে পারে; অপর কেহ হইতে পারে না ; কেন না, প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অনুমান কখনই প্রমাণ নহে । ৪

তাল কথা, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শনাদি ক্রিয়া-নিষ্পাদক এই দেহসংঘাতই যদি প্রকৃত আত্মা হয়, তাহা হইলে, দেহের অবিকল অবস্থারও যে দর্শনাদি ক্রিয়া কখনও হয়, কখনও হয় না, তাহার কারণ কি ? দেহের স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশ-ধর্মটির ত সর্বদাই উপলব্ধি হওয়া সম্ভব হয় । না, ইহাও দোষাবহ হয় না ; কেন না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি চলে না ; কারণ, খজোত্তের যে, প্রকাশ ও অপ্রকাশ, তদ্ব্যবহিঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; সুতরাং তদ্বি-বয়ে আর কোন প্রকার কারণ কল্পনার আবশ্যক হয় না ; আর যদি সেরূপ স্থলেও অনুমান করিতে হয়, তাহা হইলে, যে কোন একটা সাধারণ ধর্ম লইয়া (দৃষ্টান্ত

(৩) নামান্ততো দৃষ্ট । তদ্ব্যবহিঃ কারণ দৃষ্টে যে, তৎকার্যের অনুমান, তাহা 'পূর্ববৎ', কার্য দর্শনে যে, তৎকার্যের অনুমান, তাহা 'শেষবৎ', আর প্রত্যক্ষমূলক সাধারণ নিয়ম বা ব্যাপ্তি অনুসারে যে, অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অনুমান, তাহা নামান্ততো দৃষ্ট । (ইহার অল্পপ্রকার ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু তাহা বড়ই জটিল ; এইজন্য তাহা পরিত্যক্ত হইল) । উদাহরণ—যেমন (১) গভীর নীলবর্ণ লবনান মেঘ দর্শনে ভবিষ্যৎ বৃষ্টির অনুমান ; (২) নদীর জলবৃদ্ধি দর্শনে পূর্বতে বৃষ্টি হইবার অনুমান ; (৩) কার্য মাঝেরই এক জন কর্তা দেখা যায় ; এই জগৎও একটা কার্য বা জন্ত পদার্থ ; সুতরাং ইহারও একজন কর্তা আছে ; যিনি এই জগতের কর্তা, তিনিই ঈশ্বর । অথবা ক্রিয়ামাত্রই করণ-সাধ্য ; আমাদের রূপরসাদিবিষয়ক জ্ঞানও ক্রিয়া ; সুতরাং তাহারও একটা করণ থাকা আবশ্যক ; রূপরসাদি জ্ঞানের বাহ্য করণ, তাহাই আমাদের ইন্দ্রিয় ।

গ্রহণ করিয়া) সর্বত্রই অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা ত কাহারো বাহ্যনীয় নহে। তাহার পর, জাগতিক বস্তুগুলির যে, স্বভাবগত বৈষম্য নাই, একথাও বলা যায় না;—ঐশ্বর্য স্বাভাবিক উষ্ণতা কিংবা জলের শীতলতা যে, অল্প কারণেই হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা নহে; পরন্তু উহা উহাদের স্বভাব-সিদ্ধ (নিত্যসিদ্ধ)। প্রাণিগণের ধর্মার্থ যে, ঐ উষ্ণতা ও শীতলতা সমুৎপাদন করে, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে ধর্মার্থের একরূপ-গুণ সমুৎপাদনেও অপর কারণের কল্পনা করিতে হয়। যদি বল, তাহাই ইউক; তাহা হইলে, ‘অনবস্থা’ দোষ আসিয়া পড়ে; তাহাও বাহ্যনীয় নহে; অতএব বস্তুগত স্বভাবসিদ্ধ শক্তির অপলাপ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। ৫

না, একথাও বলা যায় না; কারণ, স্বপ্রাবস্থায় ও স্রবণসময়ে পূর্বদৃষ্ট বস্তুরই জ্ঞান হইয়া থাকে। ইতঃপূর্বে স্বভাববাদী যে, বলিয়াছিলেন,—দর্শনাদি ক্রিয়াগুলি দেহেরই ধর্ম, তদতিরিক্তের (আত্মার) নহে; সে কথাও উপপন্ন হয় না; কেননা, দর্শনাদি ক্রিয়াগুলি যদি দেহেরই ধর্ম হইত, তাহা হইলে, স্বপ্নসময়ে কেবল পূর্বদৃষ্ট বস্তুরই দর্শন হইত না; বিশেষতঃ অন্ধ ব্যক্তি যখন স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে, তখন [সে কখনও বাহ্য দেখে নাই, এরূপ অপ্রসিদ্ধ] শাকদ্বীপাদিগত কোনও অদ্ভুত বস্তু দেখে না।

একথা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, স্বপ্নসময়ে যে ব্যক্তি পূর্বদৃষ্ট বস্তু দর্শন করিয়া থাকে, পূর্বে সেই ব্যক্তিই চক্ষুর দ্বারা সেই বস্তু দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু দেহ করে নাই। দেহই যদি দর্শনের যথার্থ কর্তা হইত, তাহা হইলে, সেই দেহ, যে চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করিয়াছিল, সেই চক্ষুঃ উৎপাদিত হইলে, স্বপ্নে কখনই সেই পূর্বদৃষ্ট বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হইত না। আর জগতে এক প্রসিদ্ধিও আছে যে, বাহারী অন্ধ হইয়াছে, তাহারও বলিয়া থাকে—‘আমি পূর্বে (চক্ষু থাকিতে) হিমালয়ের যে শৃঙ্গটি দর্শন করিয়াছিলাম, আজ স্বপ্নে তাহাই দর্শন করিয়াছি’; অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, চক্ষু নষ্ট হইবার পূর্বেও, যে দ্রষ্টা ছিল, এখন চক্ষুঃ না থাকা অবস্থায়ও সে-ই স্বপ্নদ্রষ্টা, কিন্তু দেহ নহে। ৬

এইরূপে দর্শন ও স্রবণের এককর্তৃকত্ব সিদ্ধ হইলে বলা যাইতে পারে যে, যিনি দ্রষ্টা, তিনিই শ্রবী (স্রবণের কর্তা)। এইরূপ সিদ্ধান্ত অশ্রান্ত বলিয়াই, যখন চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া কোন বিষয় স্রবণ করিতে থাকে, তখনও—পূর্বে বাহ্য দর্শন করিয়াছিল, তাহাই দর্শন করে, কিন্তু নূতন কিছু দেখে না; অতএব

বুঝা যাইতেছে যে, যাহা নিম্নলিখিতনৈত্র (মুদ্রিতচক্ষু দেহ), তাহা প্রকৃত দ্রষ্টা নহে ; পরন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিলেও যিনি স্মরণপূর্ব্বক দর্শন করিয়া থাকেন, চক্ষুর অমুদ্রণ কালেও, তিনিই ঐখ্যার্থ 'দ্রষ্টা, (চক্ষু নহে)'। বিশেষতঃ মৃত দেহে যখন, অস্ত্র কোনও বিকার ঘটে নাই, তখনও রূপাদি বিষয়ের দর্শন হয় না ; কিন্তু দেহ দ্রষ্টা হইলে মৃতদেহেও দর্শনাদি ক্রিয়া হইতে পারিত। অতএব বোধ বুঝা যাইতেছে যে, যাহার অভাবে শরীরে দর্শন হয় না, অথচ মৃতদেহে দর্শন হয়, তাহাই দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা, কিন্তু দেহ নহে । ৭

• চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকেই যদি দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া মনে কর, তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, কর্তা এক না হইলে—‘বে আমি দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন স্পর্শ করিতেছি’ এইরূপ প্রতীক্ষান বা স্মরণ উপপন্ন হয় না। যদি বল, তাহা হইলে মনই কর্তা হউক ; তাহাও বলিতে পার না ; কেন না, রূপ-রসাদির স্থায় মনও বিষয়-শ্রেণীভুক্ত (দৃশ্য) ; সুতরাং অহংকারও দ্রষ্টা সঙ্গত হয় না ; অতএব আদিত্যাदि জ্যোতিঃপদার্থের স্থায় দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত শরীরমধ্যস্থ দ্রষ্টার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে । ৮

• আরও যে বলা হইয়াছে—সমানজাতীয় আদিত্যাदि পদার্থ দ্বারা যখন তৎ-সমানজাতীয় পদার্থেরই উপকার হইতে দেখা যায়, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির উপকারক স্বত্ত্ব জ্যোতিঃপদার্থটিকেও দেহেন্দ্রিয়াদির সমানজাতীয় বলিয়াই অনুমান করিতে হইবে, তদ্বিজাতীয় নহে ; সে কথাও ভাল হয় নাই ; কারণ, জগতে উপকার্যোপকারকভাবে কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ সমানজাতীয় পদার্থই যে, সমানজাতীয় পদার্থের উপকারক হইবে, বিজাতীয় পদার্থ উপকারক হইবেই না, এরূপ কোনও নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি বল, কেন ? তদন্তরে বলি, পার্থিব কাষ্ঠ ও তৎসমানজাতীয় তৃণাদি দ্বারা [তদ্বিজাতীয়] অগ্নির প্রজ্বলনের উপকার হইতে দেখা যায় ; সুতরাং অগ্নির প্রজ্বলনে সর্বত্রই তৎসমানজাতীয় পদার্থ দ্বারা উপকারের অনুমান করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ জলের দ্বারাও বৈদ্যুতিক ও জঠরগত অগ্নির উপকার হইতে দেখা যায় ; অথচ জল ত আর অগ্নির বা কাষ্ঠের সমানজাতীয় পদার্থ নহে। অতএব উপকার্যোপকারভাব স্থলে সমানজাতীয় বা অসমানজাতীয় বস্তুর কোনও নিয়ম নাই,—কখন বা সমানজাতীয় মনুষ্যগণ তৎসমানজাতীয় মনুষ্যদ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে, কখনও বা ভিন্নজাতীয় স্থাবর বা পশু প্রভৃতি দ্বারাও উপকৃত হইয়া থাকে ; অতএব নিশ্চয়ই দেহেন্দ্রিয়াদির সমানজাতীয় আদিত্যাदि জ্যোতিঃপদার্থ দ্বারা উপকার দর্শনে তাহাকেই

যে, হেতুরূপে গ্রহণ করা 'হইয়াছিল,' প্রকৃতপক্ষে তাহাও 'হেতুরূপে গ্রহণ-
যোগ্য নহে । ৯

আনো যে বলিয়াছ—আদিত্যপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থকে যেমন চক্ষুঃপ্রভৃতি
ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্তরস্থ জ্যোতিষ্ক সেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না । ইহা,
কেবল এই 'অদৃশ্য'রূপে হইতেই যে, অল্প জ্যোতিঃপদার্থের অন্তরস্থ ও বৈলক্ষণ্য
প্রমাণ করা হইতেছে, তাহা নহে ; অভিপ্রায় এই যে, আদিত্যাদি জ্যোতিঃ-
পদার্থগুলি যেরূপ বাহিরে বিद्यমান দেখিতে পাওয়া যায়, দেহপ্রকাশক জ্যোতিষ্কে
সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, এই হেতুতেই যে, সেই জ্যোতিষ্কে আদিত্যাদি
জ্যোতিঃপদার্থ হইতে অল্পপ্রকার ও অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া গ্রহণ করিতে
হইবে, তাহা নহে ; কারণ, চক্ষুঃ প্রভৃতির স্থলেই এ নিয়মের ব্যতিচার দেখিতে
পাওয়া যায় । না, একথাও ভাল হয় না ; কারণ, 'চক্ষুঃপ্রভৃতি সাধনান্ভি-
রিক্ত স্থলে' এইরূপ একটি বিশেষণ যোগ করিলেই ঐ হেতুটির অসাধকতা
দোষ খণ্ডিত হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, যদিও চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়েতে
উক্ত নিয়মের ব্যতিচার দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, তথাপি চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়
ভিন্ন সাধন স্থলেই ঐরূপ নিয়ম চলিবে,—এইরূপ একটি বিশেষণ যোগ করি-
লেই উক্ত হেতুটি অসিদ্ধ হইবে না । তাহার পর, উক্ত জ্যোতিষ্কে যে, দেহের
ধর্ম বা গুণ বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, ঐকথা অনুমান-
বিরুদ্ধ । তুমি ইতঃপূর্বে আদিত্যাদি জ্যোতির দৃষ্টান্তানুসারে দেহেন্দ্রিয়াদি
হইতে স্বতন্ত্র জ্যোতির অনুমান করিয়াছ, এখন সেই অনুমানের সহিত তোমার ঐ
প্রতিজ্ঞা—উক্ত জ্যোতিষ্কে দেহেন্দ্রিয়-ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করা বিরুদ্ধ হইতেছে ।
তাহার পর, তদ্বাবতাবিষয়—দেহসম্ভাবে জ্যোতির সম্ভাব, আর দেহের অভাবে
অভাব, একথাও অসিদ্ধ ; কারণ, মৃতদেহে ত জ্যোতির সম্ভাব দেখিতে পাওয়া
যায় না ; অভিপ্রায় এই যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান যদি দেহেরই ধর্ম হইত, তাহা
হুইলে মৃত্যুর পরও দেহেতে জ্যোতির প্রত্যক্ষ হইত ; তাহা যখন হয় না,
তখন নিশ্চয়ই দেহ ও জ্যোতির মধ্যে তদ্বাবতাবিষয় ধর্ম নাই । ১০

বিশেষতঃ 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমানের (প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুতে নির্ণীত নিয়-
মানুসারে যে, তজ্জাতীয় অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অনুমান, তাহার) প্রামাণ্য যদি
স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পান-ভোজনাদি ব্যব-
হারও বিমুগ্ধ হইয়া থাকিতে পারে ; তাহা ত কাহারও বাহ্যনীয় নহে । দেখ,
একবার জল পান করিয়া বাহার পিপাসানিবৃত্তি হইয়াছে, এবং একবার ভোজন

করিয়া বাহার ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়াছে, সেই ব্যক্তির যে, দ্বিতীয়বার পিপাসা বা ক্ষুধা উপস্থিত হইলে পূর্বানুভব অনুসারে পুনর্বার জলপানে ও অন্নভোজনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা আমার হইতে পারে না; অথচ সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাহার একবার পান-ভোজনের ফল অনুভব করিয়াছে, পুনর্বার ক্ষুধা পিপাসা উপস্থিত হইলেই, তাহার পূর্বস্মৃতিতে সেই সেই পান-ভোজন দ্বারা ক্ষুধাপিপাসা নিবৃত্তির অনুমান করত, ক্ষুধা-পিপাসা নিবৃত্তির জন্ত পান-ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে (১) । ১১

আরও যে, বলা হইয়াছে—এই স্থল দেহই দর্শনাদি-ক্রিয়ার কর্তা, (‘তদতি-রিক্ত কর্তা নাই’); সে কথা প্রথমেই—‘স্বপ্ন ও স্মৃতিজ্ঞানের যিনি দ্রষ্টা বা অনুভবকর্তা, তিনি দেহ হইতে স্বতন্ত্র’ ইত্যাদি স্থলেই খণ্ডিত হইয়াছে । ঐ স্বতন্ত্র জ্যোতিঃপদার্থটিকে যে, অনাত্মা বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল, একথার তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল । পুনশ্চ যে, খণ্ডিতপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের সাময়িক প্রকাশ ও অপ্রকাশকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও সুসঙ্গত হয় নাই; কারণ, খণ্ডিতের যে, ঐক্য সাময়িক প্রকাশপ্রকাশ; পক্ষপ্রভৃতি অবস্থার সঙ্কোচন ও প্রসারণই তাহাব কারণ; সুতরাং উহা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ নহে । আরো যে, বলা হইয়াছে—ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বভাবসিদ্ধ ফল-দানশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । ভাল, তাহা স্বীকার করিলে ত তোমারই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া পড়ে; সেইরূপ বিরোধ সম্ভাবিত হয় বলিয়াই তোমার আশঙ্কিত অনবস্থান-দোষও নিরস্ত হইল । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, দেহাদির অতিরিক্ত স্বতন্ত্র একটা জ্যোতিঃ পদার্থ অন্তরে অবস্থিত আছে ॥ ২৫৭ ॥ ৬ ॥

কতম আত্মোক্তি, যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদযন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ, স সর্মানঃ সন্মুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি—ধ্যায়তীব লেলায়তীব । সহি স্বপ্নো ভূত্বমং লোকমতিক্রামতি যুতোরূপানি ॥ ২৫৮ ॥ ৭ ॥

(১) তাৎপর্য—অনুমান তিন প্রকার (১) পূর্ববৎ, (২) শেষবৎ, (৩) ও সামান্ততো দৃষ্ট । তদ্ব্যতীত কতকগুলি বস্তুর সাধারণ অবস্থা দেখিয়া যে, তৎকালীয় অপ্রত্যক্ষ বস্তুর সব্বত্রও সেইরূপ অবস্থা প্রভৃতির অনুমান, তাহা ‘সামান্ততো দৃষ্ট’ অনুমান । যেমন—বহুদিন ক্ষুধার সময় আহার করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, আহারই ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায়; তাহার পর, যখনই ক্ষুধা হয়, তখনই পূর্বধারণা অনুসারে আহার করিতে চেষ্টা আইসে, ইহা ‘সামান্ততো দৃষ্ট’ অনুমানের কল ।

সরলার্থঃ ১—[জনকঃ প্রাপ্তক্লে আত্মনি জাতসংশয়ঃ সন্ পৃচ্ছতি—
কতম ইত্যাদি ।] [হে যাজ্ঞবল্ক্য, “বহুভুক্তঃ” জ্যোতিঃস্বরূপঃ] আত্মা কতমঃ ?
(শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধাদিষু মধ্যম্য কঃ ?) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—,] প্রাণেষু
(দেহেন্দ্রিয়াদিষু মধ্যম্য) হৃদি (বৃক্ষৌ) অন্তঃ (অন্তঃস্থং) জ্যোতিঃ (প্রকাশ-
স্বভাবঃ) যঃ অয়ং (অন্তঃস্থবোধোঃ) বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানপ্রচুরঃ) পুরুষঃ
[স বহুভুক্ত আত্মা] । সঃ (বিজ্ঞানময় আত্মা) সমানঃ (বুদ্ধিসদৃশঃ—বুদ্ধি-
তাদাত্ম্যমিবাশ্রয়ঃ সন্) উর্ভো লোকো (ইহলোক-পরলোকৌ) অন্তঃস্থ-
রতি (ক্রমেণ ভ্রমতি) । [তত্র চ] ধ্যায়তীব (ধ্যানং করোতীব),
লেলায়তীব (অতিমাত্রং চলতি ইব, ন তু স্বতঃ ধ্যায়তি, ন বা লেলায়তীতি
ভাবঃ) । তথা সর্বাঃ (ধিয়া যুক্তঃ সন্), স্বপ্নঃ ভূত্বা (স্বপ্নব্যাপারং সম্পা-
দয়ন্) ইমং লোকং (জাগরিতলক্ষণং) মৃত্যোঃ (কর্ম্মবিঘ্নাদেঃ) রূপাণি
(দেহেন্দ্রিয়াদীনী—তদনুভাবং) অতিক্রামতি (অতীত্য স্বয়ংজ্যোতিঃ-
স্বরূপেণ তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ) ॥ ২৫৮ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদঃ ১—[জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য,]
দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাণবর্গের মধ্যে [তোমার কথিত] আত্মা
কোনটি ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] দেহেন্দ্রিয়াদি প্রাণবর্গের মধ্যে,
এই যে, হৃদয়ের (বুদ্ধির) অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃস্বরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষ,
[ইহাই সেই আত্মা ।] সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ সমান হইয়া—মুক্তির
সদৃশভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে উভয় লোকে—ইহ লোকে ও পর লোকে
সঞ্চরণ করিয়া থাকে ; [এবং বুদ্ধির সাম্য লাভ করায়] মনে ইয়—
যেন ধ্যানই করিতেছে ; যেন স্পন্দনই করিতেছে, (প্রকৃতিপক্ষে কিন্তু
আত্মার ধ্যান বা স্পন্দন নাই) । বুদ্ধি-সাম্যগত সেই আত্মা
স্বপ্নাবস্থা লাভ করিয়া মৃত্যুর অধিকারভুক্ত এই লোক ও পরলোক
উভয় লোক অতিক্রম করিয়া স্থায় জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া
থাকে ॥ ২৫৮ ॥ ৭ ॥

শাক্তরভাস্যম্ ১—যত্বেপি ব্যতিরিক্তত্বাদি সিদ্ধং, তথাপি সর্মানজাতী-
য়াহুগ্রাহকস্বপ্ননিমিত্তভ্রান্ত্যা করণানামেবান্ততমো ব্যতিরিক্তো বেত্তবৈবেকতঃ
পৃচ্ছতি—কতম ইতি । জ্ঞানস্বভাবায়া দ্বিবিভক্তেছাপপত্ততে ভ্রান্তিঃ । অথবা,
শরীরব্যতিরিক্তে সিদ্ধেহপি করণানি সর্বাণি বিজ্ঞানবন্তি ইব, বিবেকত আত্ম-

নোহুপলকৃত্যং ; 'অতোহহং পৃচ্ছামি—কতম আশ্বেতি । কতমোহসৌ দেহে
ক্লিয়প্রাণমনঃস্বঃ গাভ্যৈক্কৃত্য আত্মা, বেন জ্যোতির্মা আশ্বে ইত্যুক্তম্ । ১

টীকা । নহংজ্যোতিঃ সজ্জাতিং বাতিরিক্তমন্তঃস্বঃ চেতি, গাভ্যৈক্কৃত্যং, তথা চ 'কথং কতম
আশ্বেতি পৃচ্ছতে ? তত্রাহ—যদুপাতি । অহুগ্রাহো দেহাদিনা সমানজাতীয়তাদিত্যাদেবমু-
গ্রাহকত্বদশনান্নিমিত্তাদমুগ্রাহকত্বাবিশেষাদায়জ্যোতিরপি সমানজাতীয়ং দেহাদিত্যেত জ্যোতি-
ভূতি, তদেতি যাবৎ, অব্যবিকারো নিষ্কষ্টদৃষ্ট্যভাবাদিত্যর্থঃ । বাতিরেকসাধকস্ত স্তায়স্ত
দর্শিতব্যঃ কৃতো জ্যোতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্তায়তি । জ্যোতির্নিমিত্তাব্যবেককৃত্যং প্রথমমুক্ত্য
প্রকারান্তবেণ প্রথমপরিপত্রি—অথবেতি । প্রস্রাকরাণি বাচ্যে—কতমোহসাবিত্তি । নহু
জ্যোতিনিমিত্তো ব্যবহারো ময়োক্তো ন ভাস্তেত্যশঙ্ক্যাহ—যেনেতি । আশ্বনৈকরং
জ্যোতিষেভুক্ত্যাদাসনাদিনিমিত্তং জ্যোতিরিত্যেত্যাৎ । ১

অথবা, বোহয়মাত্মা ত্রয়াতিপ্রোতো বিজ্ঞানময়ঃ, সর্বো ইমে প্রাণা বিজ্ঞানময়া
ইব, এষ প্রাণেষু কতমঃ—যথা সমুদিতেষু ব্রাহ্মণেষু সর্ব ইমে তেজস্বিনঃ, কতম
এতেষু বড়জ্ববিদিত্তি । পূর্বস্মিন ব্যাখ্যানে কতম আশ্বেত্যেতাবদেব প্রথমাক্যম্ ;
'যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ' ইতি প্রতিবচনম্ ; দ্বিতীয়ে তু ব্যাখ্যানে 'প্রাণেষু ইত্যেব-
মুক্তং প্রথমাক্যম্ । অথবা সর্বমেব প্রথমাকাং—'বিজ্ঞানময়ো হস্তান্তজ্যোতিঃ
পূকম্' কতমঃ' ইত্যেতদন্তম্ । যোহয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যেতস্ত শব্দস্ত নির্দ্ধারিতার্থ-
বিশেষবিসয়ত্বম্ । কতম আশ্বেতীতিশব্দস্ত প্রথমাক্যপরিপত্র্যর্থত্বং ব্যবহিত-
সম্বন্ধমন্তরেণ যুক্তমিতি কৃত্বা কতম আশ্বেত্যেবমন্তমেব প্রথমাক্যম্ । যোহয়-
মিত্যাদি পরং সর্বমেব প্রতিবচনমিতি নিশ্চায়তে । ২

প্রকারান্তরেণ প্রস্রাকরোতি—অথবেতি । সপ্তম্যর্থং কথয়তি—সব ইতি । যোহয়ং
ত্রয়াতিপ্রোতো বিজ্ঞানময়ঃ, স প্রাণেষু মথো কতমঃ স্তাৎ, তেহপি হি বিজ্ঞানময়া ইব ভাস্তীতি
বোজন । উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন বুদ্ধ্যাবারোপয়তি—যথেনিতি । ব্যাপানয়োরবাস্তববিশাগমাহ—
পূর্বস্মিন্দিতি । হৃদীতাদি প্রতিবচনমিতি শেষঃ । পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি । সর্বস্ত
প্রস্রবে বাক্যং বোজয়তি—বিজ্ঞানেতি । স সমানঃ সন্নিতাদি প্রতিবচনমিতি শেষঃ । ২

যোহয়মিত্যশ্বনঃ প্রত্যক্ষস্বান্নির্দেশঃ ; বিজ্ঞানপ্রায়ো বুদ্ধিবিজ্ঞানোপাধি-
সম্পর্কাবিবেকাঃ বিজ্ঞানময় ইত্যুচ্যতে—বুদ্ধিবিজ্ঞানযুক্ত এব হি সম্ভ্রূপলভ্যতে
—রক্তরিব চন্দ্রাদিত্যাসংযুক্তঃ । বুদ্ধির্হি সর্বার্থ-করণম্ তমসীব প্রদীপঃ পুরোহ-
বহিতঃ, 'মনসা ছেব পশ্চতি মনসা শৃণোতি' ইতি ত্যুক্তম্ ; বুদ্ধিবিজ্ঞানালোক-
বিশিষ্টমন্তু হি সর্বং বিষয়জাতপুলভ্যতে—পুরোহবহিতপ্রদীপালোকবিশিষ্টমিব
জ্বলতি ; দ্বারমাত্রাণি তু অন্ত্যানি করণানি বুদ্ধেঃ ; তস্মাৎসেতৈব বিশেষ্যতে—
বিজ্ঞানময় ইতি । ৩

বিতীয়তৃতীয়শব্দরোরুচিং পুণ্যব্রাহ্মণং পক্ষমঙ্গকরোতি—যোঃসমিতি । যদ্বয়া পৃষ্টঃ, সৌঃসমিত্যাস্বনশিদ্ধপথেন প্রত্যক্ষবাদয়মিতি নির্দেশ ইতি পদদ্বয়স্বার্থঃ । দেহব্যবচ্ছেদার্থং বিশিনষ্ট—বিজ্ঞানময় ইতি । বিজ্ঞানশব্দার্থমাত্মকগণ্যপ্রার্থঃ প্রকটয়তি—বুদ্ধিতি । বুদ্ধিরেব বিজ্ঞানং বিজ্ঞায়তেহেনেনেতি ব্যাপ্তন্তেভেনোপাধিনা সম্পর্ক এবাবিবেকস্তদ্বাদিতি যাবৎ । তৎসম্পর্কেপ্রমাণমাহ—বুদ্ধিবিজ্ঞানেতি । তন্মাবিজ্ঞানময় ইতি শেষঃ । ননু চক্ষুঃশ্রোত্রময় ইত্যাদি হিহা বিজ্ঞানময় ইত্যেব কস্মাদুপদিষ্টতে ? তত্রাহ—বুদ্ধির্হীতি । তস্তাঃ লাদ্বারগ-
করণেষু প্রমাণমাহ—মনসী হীতি । মনসঃ সর্কার্থঃ সমর্থয়তে—বুদ্ধীতি । কিমর্থানি তর্হি চক্ষুঃাদীন করণানীত্যাশুকাহ—সারমাত্রাণীতি । বুদ্ধেঃ সতি প্রাধাণ্যে ফলিতমাহ—
তদ্বাদিতি । ৩

যেথাং পরমায়বিজ্ঞপ্তিবিকার ইতি ব্যাখ্যানম্, তেথাং ‘বিজ্ঞানমুয়ো মনো-
ময়ঃ’ ইত্যাদৌ বিজ্ঞানময়শব্দস্ত অত্মার্থদর্শনাদ্ অশ্রোতার্থতাবসীয়তে । সন্নিহিত
পদার্থোহন্তত্র নিশ্চিতপ্রয়োগদর্শনান্নির্দ্ধারয়িতুং শক্যঃ—বাক্যশেষাং নিশ্চিত্ত্যায়-
বলাদী । সমী়রিতি চোত্তরত্র পাঠাৎ “হুত্বন্তঃ” ইতি বচনাদ্ যুক্তং বিজ্ঞান-
প্রায়ত্বমেব । ৪

বিজ্ঞানং পরং ব্রহ্ম, তৎপ্রকৃতিকে জীবো বিজ্ঞানময় ইতি ভর্তৃপুণ্যৈকরূপত্বমুদতি—
যেথামিতি । বিজ্ঞানময়াদিগ্রহে ময়টো ন বিকারার্থহেতি তৈরেবাচ্যে, তত্র মনঃসমীভি-
ব্যাহারাবিজ্ঞানং বুদ্ধির্ন চাস্মা তদ্বিকারস্তদ্বাদস্মিন্প্রণোগে ময়টো বিকারার্থঃ বদতাং
বোভিবিবোধঃ স্তাদিতি দুষয়তি—তেথামিতি । কথং বিজ্ঞানময়পদার্থনির্ণয়ার্থং প্রয়োগান্তর-
মুখীয়েতে, তত্রাহ—সন্নিহিত্যেতি । যথা পুরোডাশঃ চতুর্দ্ধা কৃদ্বা বহিঃসং করোতীতি
পুরোডাশমাত্রচতুর্দ্ধাকরণবাক্যমেকার্থস্বক্ষিনা শাখাণ্ডরীয়েণাগ্নেয়ং চতুর্দ্ধা করোতীত্যনেন
বিশেষবিষয়তয়া নিশ্চিতার্থেনাগ্নেয় এব পুরোডাশে ব্যবস্থাপ্যতে, যথা চাক্তাঃ শর্করা
উদধাতীত্যত্র কেনাক্রতেত্যপেক্ষায়াং তেজো বৈ ঘৃতমতি বাক্যশেষাণ্ডয়ন্তেহাপীত্যর্থঃ ।
আত্মবিকারেষ মোক্ষানুপপত্ত্যা হুবাধিতস্তায়দ্বা বিজ্ঞানময়পদার্থনিশ্চয় ইত্যাহ—নিশ্চিত্যেতি ।
যদ্বন্তং নির্ণয়ো বাক্যশেষাদিতি, তদেব ব্যনস্তি—সমী়রতি চেতি । ৪

প্রাণেষ্বিতি ব্যতিরেকপ্রদর্শনার্থা সপ্তমী—যথা বৃক্ষেষু পাষাণ ইতি সামীপ্য-
লক্ষণা ; প্রাণেষু হি ব্যতিরেকব্যতিরেকতা সন্নিহিত আত্মনঃ ; প্রাণেষু
প্রাণেভ্যো ব্যতিরিক্ত ইত্যর্থঃ ; যো হি যেষু ভবতি, স তদব্যতিরিক্তো ভব-
ত্যেব, যথা পাষাণেষু বৃক্ষঃ । ৫

আধারাত্ত্বা সপ্তমী দ্বিতী, সা কথং ব্যতিরেকপ্রদর্শনার্থেত্যাশুকাহ—যথেনিতি । ভবত্ব্যাপি
সামীপ্যলক্ষণা সপ্তমী, তথাপি কথং ব্যতিরেকপ্রদর্শনার্থেত্যাশুকাহ—প্রাণেষু হীতি । কলিতং
সপ্তমীর্ধর্মভিন্নমিতি—প্রাপেধিতি । তেষু সমীপস্থোহপি কথং তেভ্যো ব্যতিরিক্ততে, তত্রাহ—
যো হীতি । ৫

হৃদি—তত্রৈতৎ শ্রাং—প্রাণেষু প্রাণজাতীয়ৈব বুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধিতি, অত আহ—
হৃদন্তরিতি । হৃদেহেহি পুণ্ডরীকাকারো মাংসপিণ্ডঃ, তাৎশ্রাদ্ধ বুদ্ধির্হৃৎ, তত্রাং
হৃদি বুদ্ধৌ । অন্তরিতি বুদ্ধির্ভিব্যতিনেকপ্রদর্শনার্থম্ । জ্যোতিঃ—অব-
ভাসায়কশ্রাং আত্মা উচ্যতে । তেন হি অবভাসফেনাশ্রুনা জ্যোতিষা মাংসে,
পল্যয়তে, কৰ্ম কুরুতে, চেতনাবানিব হয়ং কার্য্যকরণপিণ্ডঃ—যথা দিত্যাশ্রয়শ্চ
ঘটঃ, যথা বা মরকতাদিশ্মিণিঃ ক্ষীরাদিদ্রব্যপ্রক্ষিপ্তঃ পরীক্ষণায় আত্মচ্ছায়মেব তৎ
ক্ষীরাদি দ্রব্যং কৰোতি, তদ্রূপেতদাত্মজ্যোতিঃ বুদ্ধেরপি হৃদরাং হৃদশ্রাং হৃদন্তঃ-
হুমপি হৃদরাদিকং কার্য্যকরণসজ্জাতং চ একীকৃত্য আত্মজ্যোতিশ্ছায়ং কৰোক্তি,
পারম্পর্য্যেণ হৃদমূলতারতম্যাং সৰ্ব্বাস্তরতমত্বাৎ । ৬

বিশেষণান্তরমাদায় ব্যাবৰ্ত্ত্যাং শব্দামুক্তা পুনরবত্যা ব্যাকরোতি—হৃদীত্যাধিমা ।
বিশেষণান্তরম্ তাৎপর্য্যমাহ—অন্তরিতীতি । জ্যোতিঃশব্দার্থমাহ—জ্যোতিরিতি । তন্ত
জ্যোতিষ্টং শ্রীত্বয়তি—তেনেতি । আত্মজ্যোতিষা ব্যাপ্তস্ত কার্য্যকরণসজ্জাতস্ত ব্যবহারক্ষমত্বে
দৃষ্টান্তমাহ—যথেনিতি । চেতনাবানিবৈতুক্তং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি—যথা বেতি । হৃদয়ং
বুদ্ধিস্ততোহপি হৃদমূলত্যা জ্যোতিস্তদন্তঃহুমপি হৃদরাদিকং সজ্জাতং চ সৰ্ব্বমেকীকৃত্য শ্ছায়ং
কৰোতীতি কৃত্বা যথোক্তমণিসাদৃশ্যমুচিতমিতি দাষ্টান্তিকৈ বোজন । কথমিদমাত্মজ্যোতিঃ
সৰ্ব্বমাত্মচ্ছায়ং কৰোতি, তত্রাহ—পারম্পর্য্যেণেতি । বিষয়াদিষু প্রত্যগাত্মাস্তেবৃত্তরোন্তরং
হৃদমূলতাতারতম্যাস্তেবৈবাত্মাদিবিষয়াস্তেষু মূলতাতারতম্যাক প্রতীচঃ সৰ্ব্বমাত্মাস্তরতমত্বাস্তত্র তত্র
স্বাকারহেতুত্বমন্তীত্যর্থঃ । ৬

• বুদ্ধিস্তাবৎ স্বচ্ছদ্বাদানন্তর্য্যাক্ষায়চৈতন্ত্যজ্যোতিঃপ্রতিচ্ছায়া ভবতি, তেন হি
বিবেকিনামপি তত্রাত্মাভিমানবুদ্ধিঃ প্রথমা ; ততোহপ্যানন্তর্য্যায়নসি চৈতন্ত্যাব-
ভাসতা বুদ্ধিসম্পর্কাৎ ; তত ইন্দ্রিয়েষু মনঃসংযোগাৎ ; ততোহনন্তরং শরীরে
ইন্দ্রিয়সম্পর্কাৎ । এবং পারম্পর্য্যেণ কৃৎস্নং কার্য্যকরণসজ্জাতমাত্মা চৈতন্ত্যস্বরূপ-
জ্যোতিষা অবভাসয়তি ; তেন হি সৰ্ব্বস্ত লোকস্ত কার্য্যকরণসজ্জাতে তদ্ব্যবহৃত্তিষু
চ অনিগ্নতাত্মাভিমানবুদ্ধিঃ যথাবিবেকং জায়তে । তথা চ ভগবতোক্তং
গীতাসু,—

“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রী ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥”

“যদা দীপ্যগতং তেজঃ” ইত্যাদি চ, “নিত্যো নিত্যানাঞ্চেতনঞ্চেতনানাম্”
ইতি চ কঠিকে । “তমেব ভাস্তমহুত্যাতি সৰ্ব্বম্, তন্ত ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি”
ইতি চ । “যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেজঃ” ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ । তেনাং হৃদন্তঃ-
জ্যোতিঃ পুরুষঃ—আকাশবৎ সৰ্ব্বগতত্বাৎ পূর্ণ ইতি পুরুষঃ । নিরতিশয়কান্ত স্বয়ং-

জ্যোতিঃস্বভাবঃ, যং ত্বং পৃচ্ছসি—কতম্ আবেদতি । ৭

বুদ্ধেরাশ্চায়ায়ঃ সমর্থয়েৎ—বুদ্ধিতাবদিত । লোকিকপূরীককাণাঃ বুদ্ধাবাস্তাভিমান-
াভিমুখ্যে প্রমাণয়তি—তেন হীতি । বুদ্ধেঃ পশ্চাত্তনস্তপি চিচ্ছায়তেত্যত্র হেতুমাহ—
জ্যোতিঃ । জ্ঞানঃ সর্বাভাসকত্বমুপসংহরতি—এবমিতি । আশ্রয়ঃ সর্বাভাসকত্বে
কমিতি কন্তুচিৎ কচিদেবাস্তবীরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তেন হীতি । বুদ্ধাদেককৃতক্রমেণাশ্চায়ায়ঃ
তচ্ছন্দার্থঃ । আশ্রয়োজ্যোতিষঃ সর্বাভাসকত্বে লোকপ্রসিদ্ধিরেবন প্রমাণঃ, কিন্তু ভগবৎকা-
মপীত্যাহ—তথা চেতি । নাশিনাময়মনাশী, চেতনাশ্চেত্যিত্যরে, ব্রহ্মাদয়স্তেভাধরমেব চেতনঃ,
যশ্চৈদকাদীনামনগ্নীনামগ্নিনিমিত্তং দাহকত্বং, তপাশ্চৈতেন্মনিমিত্তমেব চেত্যিত্যহমস্তেভা-
মিত্যাহ—নিত্য ইতি । অমুগমনবদমুমানং স্বগতয়া ভাসা শ্রুদিতি শঙ্ক্যঃ প্রত্যাহ—তস্তুতি ।
যেনেতি । তত্র নাবেদবিষয়মুতে তং বৃহন্তমিত্যন্তুরত্র সম্বন্ধঃ । জ্যোতিঃশব্দব্যাখ্যানমুপ-
সংহরতি—ভেনেতি ।

হৃদন্তঃস্থিতোঃয়মাস্তা সর্বাভাসকত্বেন জ্যোতির্ভবতীতি যোজনা । পদান্তরমাদায়
ব্যাচষ্টে—পুরুষ ইতি । আদিত্যাদিজ্যোতিষঃ সকাশাদাস্তজ্যোতিষি বিশেষমাহ—নিরতিশয়ঃ
চেতি । প্রতিবচনবাক্যার্থমুপসংহরতি—ন এষ ইতি । ৭

বাহানাং জ্যোতিষাং সর্বকরণানুগ্রাহকাণাং প্রতীন্তময়ে । অন্তঃকরণদ্বারেন
হৃদন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ আস্তা অমুগ্রাহকঃ করণানামিত্যুক্তম্ । যদাপি বাহকরণানু-
গ্রাহকানাদিতীদিজ্যোতিষাং ভাবঃ, তদাপি আদিত্যাদিজ্যোতিষাং পরার্থত্বং
কার্যকরণসম্ভবতশ্চৈতত্তে স্বার্থানুপপত্তেঃ, স্বার্থজ্যোতিষ আস্তনোহমুগ্রাহভাবে-
হয়ং কার্যকরণসম্ভবতো ন ব্যবহারায় কল্পতে ; আস্তজ্যোতিরনুগ্রাহেইব হি
সর্বদা সর্বসংব্যবহারঃ । “বদেতদ্বদন্তঃ মনশ্চৈতং সংজ্ঞানম্” ইত্যাদি শ্রুত্য-
ন্তরাং ; সাত্তিমানো হি সর্বঃ প্রাণিসংব্যবহারঃ ; অভিমানহেতুং চ মরকতমণি-
দৃষ্টান্তেনাবোচাম । ৮

স সমানঃ সন্তিত্যন্তবতারয়িতুং বৃত্তং কীর্তয়তি—বাহানামিতি । তর্হি বাহজ্যোতিঃ-
সম্ভাব্যবস্থায়ামকিঞ্চিকরমানজ্যোতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদাহীতি । ব্যতিরেকমুখেনোক্তমর্থম্বয়-
মুখেন কথয়তি—আস্তজ্যোতিরিতি । আস্তজ্যোতিষঃ সর্বাণুগ্রাহকত্বে জ্ঞানপমাহ—
যদেতদিতি । সর্বমন্তঃকরণাদি প্রজ্ঞানেত্রমিত্যতঃপরেক এবণাহুস্তমানজ্যোতিষঃ সর্বানু-
গ্রাহকত্বমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ, অচেতনানাং কার্যকরণানাং চেতনত্বপ্রসিদ্ধানুপপত্তা সদা চিদাস্ত-
ব্যাপ্তিরেষ্টেবোত্যাহ—সাত্তিমানো হীতি । কথমসঙ্গস্ত প্রতীচঃ সর্বত্র বুদ্ধাবাস্তবুংমান ইত্যা-
শঙ্ক্যাহ—অভিমানেনিতি । ৮

যন্তপ্যেবমেতং, তথাপি জাগ্রদ্বয় সর্বকরণগোচরতাদাস্তজ্যোতিষো বুদ্ধাদি-
বাহ্যভাস্তর-কার্যকরণব্যবহারসম্মিপাতব্যাকুলত্বান শক্যতে তজ্জ্যোতিরীদ্রাধ্যাং

मुञ्जेवीकावन् निष्कृष्टं दर्शयितुम्—इत्यतः 'स्वप्ने दिदर्शयिषुः' प्रक्रमते—स समानः
सर्गभूते लोकावबुधसङ्गतिः । वः प्रकृत्यः स्वप्ने ज्योतिरिवाद्या, स समानः सद्गुणः
सन्; केन? प्रकृत्याः स्मिहितत्वात् हृदयेन । 'हृदि' इति च हृदयवाच्या
बुद्धिः प्रकृता, स्मिहिता च, तस्मात्तत्रैव सामान्यम् । २

ब्रह्मन् ज्योतिरवाकामवतारयति—यद्यपीति । यथोक्तमपि । अत्रागज्योतिर्जगति
दर्शयितुमर्हति अतिः स्वप्नः प्रकृत्योतीत्यर्थः । अथकाश्च हेतुव्यमाह—सर्केति । स्वप्ने
निष्कृष्टं ज्योतिरिति शेषः । सद्गुणः सन्ननुसङ्गरतीति सङ्गः । सादृश्यं प्रतिबोधिनापेक्ष-
मपेक्ष्य पृच्छति—केनेति? उत्तरम्—प्रकृत्यादिति । 'प्राणानामपि तुल्यं तदिति
चेष्टाह—स्मिहितत्वाच्चेति । हेतुव्यं साधयति—हृदीत्यादिना । प्रकृत्यादिकलमहि—
तस्यादिति । २

किं पुनः सामान्यम्? अगम्यविषयविवेकतो ह्युपलब्धिः । अवभासा बुद्धिः
अवभासकं तदाज्योतिः, आलोकवन्; अवभासावभासकयोर्विवेकतो ह्यु-
पलब्धिः प्रसिद्धा । विशुद्धत्वाद्यालोकोऽवभासेन सद्गुणो भवति; यथा रक्तमेव
भासयन् आलोको रक्तसद्गुणो रक्ताकारो भवति, यथा हरितं नीलं लोहितं
च अवभासयन्नालोकस्तत्समानो भवति, तथा बुद्धिमवभासयन् बुद्धिद्वारेण क्लृप्तं
क्षेत्रमवभासयतीत्यात्मम्—मरकतमणिनिदर्शनेन । तेन सर्वेण समानो बुद्धि-
सामान्यद्वारेण; 'सर्वमयः' इति च अत्रैव वक्ष्यति । १०

सामान्यं अग्न्यपूर्वकं विशदयति—किं पुनरित्यादिना । विवेकतो ह्युपलब्धिं वाच्यकत्वं
बुद्धिज्योतिषोः स्वरूपमाह—अवभासेति । अवभासकं दृष्टान्तमाह—आलोकवदिति ।
तथापि कथं विवेकतो ह्युपलब्धित्वाह—अवभासेति । असिद्धिमेव प्रकटयति—विशुद्धत्वा-
द्धीति । उत्तरार्थं दृष्टान्तेन बुद्ध्यावारोपयति—यथेत्यादिना । दृष्टान्तगतमर्थं दाष्टान्तिके
योजयति—तथेति । पुनरुक्तिं परिहरति—इत्याहुमिति । सर्वभावसासकं कथं बुद्ध्याव
सामान्यताशङ्काह—तेनेति । सर्वभावसासकं तच्छकार्थः । किमर्थं तर्हि बुद्ध्या सामान्य-
मुक्तमित्याशङ्का द्वारद्वेनेत्याह—बुद्धीति । आश्विनः सर्वेण समानेन वक्ष्याम्यनुकूलयति—
सर्वमय इति चेति । १०

तेनासौ कृतश्चित् प्रविभज्य मुञ्जेवीकावन् स्वेन ज्योतीरूपेण दर्शयितुं न
शक्यते—इति सर्वव्यापारं तत्राधारोप्य नामरूपगतं, ज्योतिर्धर्मश्च नाम-
रूपयोः, नामरूपेण चाज्योतिषि—सर्वो लोको योमुहते—अयमाद्या नार-
माद्या, एवंधर्मा नैवंधर्मा, कर्ताहकर्ता, शुद्धोऽशुद्धः, बद्धो मुक्तः, स्थितो गत
आगतः, अस्ति नास्तीत्यादिविकल्पैः । अतः समानः सर्गभूते लोको प्रतिपन्न-
प्रतिपन्नव्यो इहलोकपरलोकौ उपातदेहेन्द्रियादिसञ्जाततागात्रोपादान-

সন্তানপ্রবন্ধশতসূত্রিপাঠৈরনুক্রমেণ সঞ্চরতি । যিসাদৃশ্যমেন্নোভয়লোকসঞ্চরণ-
হেতুর্ন স্বত ইতি । ১১

বাক্যশেষসিদ্ধেহর্থং লোকভ্রমস্তেগমকরমাহ—তেনেতি । সাক্ষরময়হেনেতি যাবৎ । আত্ম-
নাশ্রয়েনৈবৈকদর্শনশ্রাণকাহে পরস্পরাধ্যাসস্তদ্ধাধাসচ শ্রুতিতচ্চ লোকানি মোহো
ভবোদিতাহ—ইতি সঞ্চারিতং ধর্মবিষয়ং মোহমভিনয়তি—অয়মিচ্ছি । ধর্মবিষয়ং মোহঃ
দর্শয়তি—এবংধর্মোতি । তদেব স্মৃতিয়তি—বর্জিত্যাদিনা । বিকল্পে সর্বো লোকো মোহযুক্ত-
ইতি সম্বন্ধঃ । স সমানঃ সন্নিহিতার্থবজ্ঞাবশিষ্টং ভাগং বাক্যরোতি—অত ইত্যাদিনা ।

তত্র নামরূপোপাধিসাদৃশ্যং ভ্রান্তিনিমিত্তং বৎ, তদেব হেতুর্ন স্বত ইত্যেত-
চ্চত্রে—যস্মাৎ স সমানঃ সমুভৌ লোকাবনুক্রমেণ সঞ্চরতি—তদেতৎ প্রত্যক্ষ-
মিত্যেতদর্শয়তি—যতো ধ্যায়তীব ধ্যানবাপ্যাক্ষরোতীব চিস্তয়তীব—ধ্যান-
ব্যাপারবতীং বুদ্ধিং স তৎস্থেন চিংস্বভাবজ্যোতীকপেণাবভাসয়ন্ তৎসদৃশত্বং
সমানঃ সন্ ধ্যায়তীব, আলোকবদেব ; অতো ভবতি—চিস্তয়তীতি ভ্রান্তিলৌকিকত্বং
ন তু পরমার্থতো দ্যায়তি । তথা লেগায়তীব অতর্থং চলতীব—তেষেব করণেন
বুদ্ধাদিষু বায়ুশ্চ চলৎস্ব, তদবভাসকত্বাতঃসদৃশঃ তদিতি লেগায়তীব, ন তু
পরমার্থতঃচলনধর্মকং তদাশ্রয়োতিঃ । ১২

আত্মনঃ স্বাভাবিকমুভয়লোকসঞ্চরণমিত্যাশঙ্কানন্তরবাক্যাদন্তে—তত্রোতি । আত্ম-
সপ্তমর্থঃ । যতঃশব্দো বক্ষ্যমাণাতঃশব্দেন সঞ্চরতে । অন্তরোখমর্থমুক্তা বাক্যার্থমাহ—
ধানেতি । ধ্যানবতীং বুদ্ধিং ব্যাপ্তিচিদাশ্রা ধ্যায়তীবত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—আলোকবদীতি ।
যথা খণ্ডালোকো নীলং পীতং বা বিষয়ং বায়ুবানন্তদাকারে দৃশ্যতে, তথায়মপি ধ্যানবতীং বুদ্ধিং
ভাসয়জ্ঞানবানিব ভবতীত্যর্থঃ । যথোক্তবুদ্ধাবভাসকত্বমুক্তং হেতুমন্ত কলিতমাহ—অন্ত ইতি ।
ইবশব্দার্থঃ কথয়তি—ন ইতি । বুদ্ধিধর্ম্যাণামাশ্রয়োপাধিকত্বেন মিথ্যাবজ্ঞা প্রাণধর্ম্যাণামপি
তত্র তথাহ কথয়তি—তথেনি । আত্মনি চলনশ্রোপাধিকত্বং সাধয়তি—তেনিতি । ইবশব্দ-
সামর্থ্যসিদ্ধমর্থমাহ—ন ইতি । ১২

কথং পুনর্তুতদবগম্যতে, তৎসমানভ্রান্তিরেবোভয়লোকসঞ্চরণাদিহেতুর্ন
স্বতঃ—ইত্যত্রার্থশ্চ প্রদর্শনায় হেতুরূপদিগুণতে—স আত্মা হি যস্মাৎ স্বপ্নো ভূত্বা
—স যয়া মিত্রা সমানঃ, সা ধীর্যদ্বদভবতি, তত্তদসাবপি ভবতীব ; তস্মাদ্ যদাসৌ
স্বপ্নো ভবতি স্বাপবৃত্তিং প্রতিপত্ততে ধীঃ, তদা সোহপি স্বপ্নবৃত্তিং প্রতিপত্ততে ;
যদা ধী জিজ্ঞাগরিবতি, তদাহসাবপি ; অত আহ—স্বপ্নো ভূত্বা স্বপ্নবৃত্তিমবভাসয়ন্
ধিরঃ স্বাপবৃত্ত্যাকারো ভূত্বা ইমং লোকং জাগরিতব্যবহারলক্ষণং কার্য্যকরণসম্বা-
তায়কং লৌকিকশাস্ত্রীয়ব্যবহারাস্পদম্ অতিক্রামতি অতীত্য ক্রামতি ৭ বিবিধেন
স্বেনাশ্রয়োতিষা স্বপ্নাশ্রিকাং দীর্ঘত্বমবভাসয়ন্তিষ্ঠতে যস্মাৎ, তস্মাৎ স্বয়ং-

জ্যোতিঃস্বভাব এবাসৌ, বিষ্ণুঃ সন্ কৰ্ত্তৃক্ৰিয়াকাবকফলশৃংগঃ পরমার্থতঃ, ধীসাদৃশ্য-
মেব তু উত্তরলোকোক্তিরাদিসংব্যবহারভ্রান্তিহেতুঃ । মৃত্যোঃ রূপাণি—মৃত্যুঃ
কৰ্ম্মবিঘ্নাদিঃ, ন তত্ত্বাত্তদ্রূপং স্বভঃ, কার্য্যকরণার্থেবাশ্চ রূপাণি । অতন্তানি
মৃত্যোরূপাণ্যতিক্রামতি ক্রিয়াফলাশ্রয়ানি । ১৩

স ইত্যাত্মনত্তরবাক্যমাকাজ্জ্বারোবাশ্রয়তি- কণমিত্যাদিন। তচ্ছব্দো—বুদ্ধিবিষয়ঃ ।
সত্ত্বরূপীত্যাदिशब्दো ध्यानदिवापापरासংগ্রहार्थঃ । স্বপ্নো ভূত্বা, লোকমতিক্রান্তীতি সধকঃ ।
কণমাক্কা স্বপ্নো ভবতি, তত্রাহ—স যয়েতি । উক্তার্থে বাক্যমবতায়, ব্যাকরোক্তি—অত
জাহতি । উক্তং তেতুমনুজ্ব কলিতমাহ—মৃত্যোরিতি । রূপাণ্যতিক্রামতীতি পূৰ্ণেণ সধকঃ ।
ক্রিয়াস্তৎকলানি চাশ্রয়ো যেবাং, তানি বা ক্রিয়াণাং তৎকলানাং চাশ্রয়স্তানীতি যাবৎ ॥ ১৩

ননু নাস্ত্যেব ধিরা সমানন্ অগ্ৰং ধিয়ৌহবভাসকমাত্মজ্যোতিঃ ধীব্যতিরৈ-
ক্যেণ, প্রত্যক্ষেণ বাহুমানেন বা অনুপলম্ব্যং,—যথা অগ্না তৎকাল এব দ্বিতীয়া
ধীঃ । যত্ন অবভাস্তাবভাসকরোরন্ত্রেহপি বিবেকানুপলম্ব্যং সাদৃশ্যমিতি ঘট-
স্থালোকয়োঃ,—তত্র ভবতু অগ্নেহনালোকস্তোপলম্ব্যাদৃঘটাদেঃ, সংশ্লিষ্টয়োঃ
সাদৃশ্যং ভিন্নয়োরেব ; ন চ তথৈব ঘটাদিরিব ধিয়ৌহবভাসকং জ্যোতিরন্তরং
প্রত্যক্ষেণ বা অনুমানেন বোপলভামহে ; ধীরেব হি চিৎস্বরূপাবভাসকত্বেন
স্বাকরৌ বিষয়াকারা চ ; তন্মান্নানুমানতো নাপি প্রত্যক্ষতো ধিয়ৌহবভাসকং
জ্যোতিঃ শক্যতে প্রতিপাদয়িতুং ব্যতিরিক্তম্ । ১৪

বৃহদভাসকং জ্যোতিরাত্মজ্যোতঃ শ্রুত্বা শাক্যঃ শক্যতে—নসিতি । প্রমাণাদতিরিক্তাশ্রোপ
লক্ষিত্বাশ্রয় প্রত্যক্ষমহুমানং *জ্যোতিঃ প্রমাণত্বৈবধিয়ানুগমমভিপ্রোক্তা ভাষামতিরিক্তান্নু-
পলম্ব্যান্নাবস্তীতাহ—ধীব্যতিরেকেণেতি । তত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেনি । ঘটাদিরালোকক্ষেত্ৰ-
ভয়োদ্বিধঃ সংস্পষ্টয়োর্বিবেকেনানুপলম্ব্যবদ্ অবভাস্তাবভাসকরৌবুদ্ধ্যান্ননোর্ভেদেহপি পূর্ণগমুপ-
লম্ব্যাদৈক্যমবভাসতে, বস্তুতস্ত তয়োঃস্বহমেবেতি শক্যমনুবদতি—বসিতি । বৈষম্যপ্রদর্শনোত্তর-
মাহ—তত্রেনি । দৃষ্টান্তঃ সপ্তমার্থঃ । ঘটাদেঃস্বহমেনেতি সধকঃ । জ্যোতিরন্তরং নাস্তি চেৎ,
কুতো গ্রাহগ্রাহকসম্বিত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ধীরেবতি । বাহ্যার্থবাদিনোঃ *সৌত্রান্তিকবৈতানি-
করোরভিগ্রাহমুপসংহবতি—তন্মানেতি । ১৪

যদপি দৃষ্টান্তরূপমভিহিতম্—অবভাস্তাবভাসকরৌভিন্নয়োরেব ঘটস্থালো-
কয়োঃ সংস্পষ্টয়োঃ সাদৃশ্যমিতি, তত্রাত্ম্যপগমমাত্রমশ্র্যভিক্তম্ ; ন তু তত্র ঘট-
স্বভাস্তাবভাসকৌ ভিন্নৌ ; পরমার্থতস্ত ঘটাদিরেবাবভাসাত্মকঃ সালোকঃ,
অগ্নোহগ্নৌ হি ঘটাদিরূপপত্ততে । বিজ্ঞানমাত্রমেব সালোকঘটাদিবিষয়াকারমব-
ভাসতে । যদৈবম্, তদা ন বাহো দৃষ্টান্তোহস্তি, বিজ্ঞানস্বলক্ষণমাত্রত্বাৎ সৰ্ব্বস্ত ।
এবং তত্ত্বস্তেব বিজ্ঞানস্ত গ্রাহগ্রাহকবিনিমুক্তং বিজ্ঞানং স্বচ্ছীভূতং কণিকং ব্যব-

তিষ্ঠত ইতি কেচিৎ । তস্তাপি শ্রুতিং কেচিদিচ্ছন্তি । তদপি বিজ্ঞানং সংবৃতং গ্রাহ্যং ।
গ্রাহকংশবিনিশ্চয়ন্তু শব্দমেব । ঘটাদিবাহবস্তবদিত্যপরে মাত্রমিত্যা আচক্ষতে । ১৫

ইদানীং বিজ্ঞানবাদী বাহ্যবস্তুবাদিভ্যামুভূতপত্তং দৃষ্টান্তং বদতি—যদপীতি । বাহ্যবস্তুবাদ-
প্রক্রিয়া ন যুগতাবিশ্রুতিতে দৃষ্টান্ত-তত্রৈতি । উভয়ত্র দৃষ্টান্তস্বরূপঃ সপ্তমার্থঃ । নমু
ঘটাদেববস্ত্তাদালোকোবস্তুভাসকে । তিন্নো লক্ষ্যতে, নেতাহ—পরমার্থতত্ত্বিতি । তস্ত স্বাভিহা
বাবর্ত্তয়তি—অন্তোহন্ত ইতি । প্রতীত্যং বিষয়প্রাধান্যং বাবর্ত্তয়ন্তু ক্রমেব ব্যতিক্রম-বিজ্ঞানমাত্র-
মিতি । বিজ্ঞানবাদে যথোক্তদৃষ্টান্তরাহিত্যং ফলশ্রীতাহ—যদেতি । শিশুবুদ্ধ্যনুসারেণ
ত্রিবিধঃ বুদ্ধ্যভিপ্রায়মুপসংহরতি—এবমিত্যাদিনা । পরিকল্পেত্যন্তেন বাহ্যবাস্তবমুপসংহৃত্য
তত্ত্ববেত্যাদিনা । বিজ্ঞানবাদমুপসংহহার । তত্র বিজ্ঞানবাদোপসংহারঃ বিবৃণোতি—তদ-
বাহেতি । শূন্যবাদিমতমাহ—তস্তাপীতি । তদেব স্তুতমিতি—তদপীতি । ১৫

সৰ্ব্বা এতাঃ কল্পনা বুদ্ধিবিজ্ঞানাবভাসকস্তা ব্যতিরিক্তস্তাঙ্গজ্যোতির্বোহপহম্বা-
দস্ত শ্রেয়োমার্গস্তা প্রতিপক্ষভূতা বৈদিকস্তা । তত্র যেষাং বাহ্যবস্তুবোধোহস্তি,
তান্ প্রত্যাচ্যতে—ন তাবৎ স্বাভাবভাসকস্তং ঘটাদেঃ ; তমন্তবস্থিতৌ ঘটাদি-
স্তাবন্ন কদাচিদপি স্বাভাবভাসস্ততে, প্রদীপাঙ্গালোকসংযোগেন তু নিয়মে নৈবাব-
ভাস্তমানো দৃষ্টঃ সালোকো ঘটইতি । সংশ্লিষ্টয়োরাপি ঘটালোকরোরন্তম্বেব,
পুনঃ পুনঃ সংশ্লেষে বিস্লেষে চ বিশেষদর্শনাদ্ রজ্জুঘটয়োবিব ; অস্তে চ ব্যতি-
রিক্তাবভাসকস্তম্ ; ন স্বাভাবনৈব স্বমাত্মানমবভাসয়তি । ১৬

পক্ষত্রয়েইপি দোষঃ সম্ভাবয়তি—সৰ্ব্বা ইতি । কথমস্মাং কল্পনানাং দৃষ্টান্তবিশিষ্টা প্রথমং
বাহ্যবস্তুবাদিনং প্রত্যাহ—তত্রৈতি । নিক্কারণে সপ্তমী । স্তং তু ধীরেবাবভাসকত্বেন স্বাকারেতি,
তত্রাহ—নেতি । যদবভাস্তং তং ব্যতিরিক্তাবভাস্তমবভাস্ত্বান্ যথা ঘটাদি । অবভাস্তা চেয়ং
বুদ্ধিরিত্যনুমানাদ্ বুদ্ধিব্যতিরিক্তঃ সাকী সিন্ধুতীত্যাৰ্থঃ । দৃষ্টান্তঃ সাধয়তি তমসীতি । তস্তাব-
ভাসকপেক্ষাং দর্শয়িতুং বিশেষণম্—সালোকো ঘট ইতি । সংশ্লেষাবগমারান্তি ঘটন্তু
ব্যতিরিক্তাবভাস্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংশ্লিষ্টয়োরাপীতি । ভবন্ত্যনু, কিং তাক্ষত্যাশঙ্ক্যাহ—
অন্তেই চেতি । ব্যতিরিক্তাবভাসকস্তং তাদৃশাবভাসকসাহিত্যমিতি স্বাবৎ । অবভাসয়তি
ঘটাক্ষিরিতি শেষঃ । ১৬

নমু প্রদীপঃ স্বাভাবনমেবাবভাসয়ন্ দৃষ্ট ইতি—ন হি ঘটাদিবং প্রদীপদর্শনাৎ
প্রকাশান্তরমুপাদদতে লৌকিকাঃ ; তস্মাৎ প্রদীপঃ স্বাভাবনং প্রকাশয়তি । ন,
অবভাস্ত্বাবিশেষাৎ—যস্তাপি প্রদীপোহন্তাবভাসকঃ । স্বয়মবভাসাত্মকস্তাৎ ;
তথাপি ব্যতিরিক্তচেতস্তাবভাস্ত্বং ন ব্যতিচরতি, ঘটাদিবদেব ; যদাচৈবম্, তদা
ব্যতিরিক্তাবভাস্ত্বং তাবদবশ্যস্তাবি । নমু যথা ঘটঃ চেতস্তাবভাস্ত্বেষুপি ব্যতি-
রিক্তমালোকান্তরমপেক্ষতে, নত্বেবং প্রদীপোহন্তমালোকান্তরমপেক্ষতে, তস্মাৎ
প্রদীপোহন্তাবভাস্ত্বোহপি সম্মাত্মনঃ ঘটং চ অবভাসয়তি । ১৭

দৃষ্টান্তস্থ সাধাবিকৃতক্বে পরিহৃতক্বে ব্যাভিচারমাশঙ্কতে—নহিতি । তদৈব ব্যতিরেকমুখ্যেণাহ—
ন হীতি । অনৈক্যাদিহ—নর্গময়তি—তদ্বাদিতি । 'প্রদীপস্ত পক্ষতুল্যত্বাৎ ন ব্যাভিচারো-
ত্তীতি পরিহরতি—নাবভাস্ত্বহেতি— অপ্যভাবভাসকত্বাৎ—তুস্ত— নাত্তাবভাস্ত্বহিতি চেৎ,
তত্রাহ—যত্ৰপীতি । অবভাস্ত্বহেতোরব্যভিচারে ক্লিষ্টতমাহ—যদা চেতি । ব্যতিরিক্তাব-
ভাস্ত্বং বুদ্ধিরিতি শেষঃ । অবভাস্ত্বহে সত্যপি প্রদীপে ব্যতিরিক্তেনৈবাবভাস্ত্বহমিতি নিয়মা-
সিদ্ধেক্যব্যাভিচারতাদবহমিতি শঙ্কতে—নহিতি । ১৭

ন স্বতঃ পরতো বা বিশেষ্যভাবাৎ,—যথা চৈতন্ত্যাবভাস্ত্বং 'ঘটস্ত্র, তথা,
প্রদীপস্তাপি চৈতন্ত্যাবভাস্ত্বমবিশিষ্টম্ । যত্ চ্যতে—প্রদীপ আত্মানং ঘটক্ণাবভাস-
রতীতি, তদসৎ ; কস্মাৎ ? যদাত্মানং নাবভাসরতি, তদা কীদৃশঃ স্ত্রাৎ ; নহি
তদা প্রদীপস্ত স্বতো বা পরতো বা বিশেষঃ কশ্চিৎপলভাতে । সহাবভাস্ত্রো
ভবতি, যস্তাবভাসক-সন্নিধাবসন্নিধৌ চ বিশেষ উপলভ্যতে ; ন চি প্রদীপস্ত
স্বাত্মসন্নিধিরসন্নিধির্বা শক্যঃ কল্পয়িতুম্ ; অসতি চ কাদাচিৎকে বিশেষে,
আত্মানং প্রদীপঃ প্রকাশরতীতি মৃষেবোচ্যতে । ১৮

যদি প্রদীপস্ত স্বাবভাসনাৎ পূৰ্ব্বমসম্বিশেষঃ সমনস্তরকালে স্ত্রাৎ, তদা আত্মানং ভাসরতীতি
বক্তুং যুক্তং, ন চ সোহস্তীতি দূষয়তি—নেত্যাদিনা । তদেব বিবৃণোতি—যথেনি অবভাস্ত্ব-
বিশেষবৃদ্ধিতার্থঃ । প্রদীপে পরোক্তঃ বিশেষমহুভাস্ত্ব দূষয়তি—যদিত্যাদিনা । যদা দীপো ন
আত্মানং ভাসয়তি, তদানবভাসমানঃ স্ত্রাদিত্যাশঙ্কাহ—ন হীতি । বিশেষ্যভাবেপি দীপস্ত
স্বেনৈবাবভাস্ত্বং কিং ন স্ত্রাদিতি চেৎ, তত্রাহ—স হীতি । দীপস্ত বিশেষান্তরভাবেপি
স্বত্মসন্নিধিসন্নিধি বিশেষাবিত্যাশঙ্কাহ—ন হীতি । দীপস্ত স্বেনাঞ্জন বা স্বত্মবিশেষ্যভাবে
ক্লিষ্টতমাহ—অসতীতি । ১৮

চৈতন্ত্যগ্রাহকস্ত ঘটাদিভিরবিশিষ্টং প্রদীপস্ত । তদ্বাদিজ্ঞানস্ত্রাৎগ্রাহগ্রাহ-
ক্বে ন প্রদীপো দৃষ্টান্তঃ । চৈতন্ত্যগ্রাহকং চ বিজ্ঞানস্ত্র বাহবিবয়ৈরবিশিষ্টম্ ;
চৈতন্ত্যগ্রাহকং চ বিজ্ঞানস্ত্র, কিং গ্রাহবিজ্ঞানগ্রাহকৈব ? কিং বা গ্রাহকবিজ্ঞান-
গ্রাহকতা ?—ইতি । তত্র সন্নিহমানে বস্তুনি, যোহন্ত্র দৃষ্টো জ্ঞানঃ, স কল্পয়িতুং
যুক্তং, ন তু দৃষ্টবিপরীতঃ ; তথা চ সতি যথা ব্যতিরিক্তেনৈব গ্রাহকেণ বাহানাং
প্রদীপানাং গ্রাহকং দৃষ্টম্, তথা বিজ্ঞানস্ত্রাপি চৈতন্ত্যগ্রাহকত্বং প্রকাশকত্বে সত্যপি
প্রদীপবদ ব্যতিরিক্তচৈতন্ত্যগ্রাহকং যুক্তং কল্পয়িতুম্, নতু অনন্তগ্রাহকত্বম্ ; যশ্চাত্মো
বিজ্ঞানস্ত্র জ্ঞেয়তা, স আত্ম জ্যোতিরন্তরং বিজ্ঞানাৎ ।

তদানবহেতি চেৎ ; ন, গ্রাহকত্বমাত্রং হি তদগ্রাহকস্ত বস্তুস্তরকে লিপ্যযুক্তং
জ্ঞায়তঃ ; ন হেতুস্ততো গ্রাহকত্বে তদগ্রাহকান্তরাস্তিত্বং বা কদাচিদপি লিপ্যং
সম্ভবতি ; তদ্বাদ্ভদ্রদনবহাপ্রসঙ্গঃ । ১৯

বাভিচারনির্যাসপূর্বকং ভাস্ত্রদ্বাহুমানমুপপাদ্যাহুমানী ব্রুতাই—চৈতন্ত্যম্ভি । •যদ্যাহু কং
 তং স্ববিজাতীয়বাক্যং যথা হুয়াদি, বাক্যং চ বিজ্ঞানং, তস্মাবিজ্ঞানং, ত্রিভিচ্চিদাদ্বা দিখ্যাতী-
 ত্যর্থঃ । অদীপস্ত ন স্বাবভাস্ত্বং, কিং তু বিজাতীয়চৈতন্ত্যভাসমিতি হিতৈ কলিতমাহ—
 তস্মাদিহ । যদ্ গ্রাহং তদ্ গ্রাহকাস্তরঙ্গীহঃ যথা দীপং, গ্রাহং চেদং বিজ্ঞানমিত্যাহুমানাস্তর-
 মাই—চৈতন্ত্যম্ভি । তথাপি কথং হৃদিষ্টগ্রাহকসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য বিমৃশতি—চৈতন্ত্যগ্রাহহে
 চেতি । বধৈ তহি নির্ণয়স্তগ্রাহ—ইতি তত্র সন্নিহমান ইতি । অন্ত লোকহুসারীনিশ্চয়ঃ,
 লোকস্ত কথমিত্যাশঙ্কাহ—উপৈ চেতি । তথাপি কুতো বিবক্তিত্যজ্যোতিস্তগ্রাহ—যচেতি ।

বিজ্ঞানসম্মত গ্রাহকান্তরগ্রাহকে তথাপি গ্রাহকান্তরাপেক্ষায়নবস্থা প্রসঙ্গিহিত শব্দে—
তৎসংবৎসেতি চেদিত। কূটস্থবোধে বিজ্ঞানসাম্প্রদায়বিষয়জ্ঞানবৎসেতি পরিহরতি—
নেতি। যদগ্রাহ্যং তৎ স্বাতিরিক্তগ্রাহ্যং যদা ঘটনাতি। গ্রাহ্যমাত্রং বুদ্ধিগ্রাহকস্ত ততো
বস্তুস্তরফে প্রদীপস্ত স্বানবভাস্ত্রস্থানে লিঙ্গমুক্তং, ন চ বুদ্ধিসাম্প্রদায়গ্রাহ্যমন্তি, কূটস্থবুদ্ধি-
স্বাভাবাৎ, তৎ ততোহনবৎসেতুপপাদয়তি—গ্রাহ্যমাত্রং হীতি। সাক্ষী স্বাতিরিক্তগ্রাহ্যে।
গ্রাহকত্বাদ্ বুদ্ধিবদিত্যাশঙ্কাহ—নহিতি। গ্রাহকত্বং হি গ্রহণকর্তৃত্বং বা তৎসাম্প্রদায়ং বা।
আন্তে বুদ্ধিসাম্প্রদায় মুখাবৃত্তাঃ গ্রহণকর্তৃত্বে ন কিস্বিলিঙ্গং সম্ভবতি। দ্বিতীয়ে তৎসং-
গ্রাহকান্তরাস্তিহে ন কদাচিদপি প্রমাণমন্তি, তৎ ততোহনবৎসেতুত্বাৎ। ১৯

বিজ্ঞানশ্রু ব্যতিরিক্তগ্রাহ্যে করণান্তরপেক্ষায়ামনবস্থেতি'চেৎ ; ন, নিয়মা-
ভাবাৎ—ন হি সৰ্ম্মদ্বারং নিয়মো ভবতি ; যত্র বস্তুস্তরেণ গৃহ্যতে বস্তুস্তরম্, তত্র
গ্রাহ্যগ্রাহকব্যতিরিক্তং করণান্তরং শ্রাদিতি নৈকান্তেন নিয়ন্তুং শক্যতে, 'বৈচিহ্ন্য-
দর্শনাৎ । কথং ? ঘটস্তাবৎ স্বাভাব্যতিরিক্তেনান্ননা গৃহ্যতে ; তত্র প্রদীপাদি-
রালোকো গ্রাহ্যগ্রাহকব্যতিরিক্তং করণম্ ; ন হি প্রদীপাত্মালোকো ঘটচক্ষু-
রংশো বা ; ঘটবক্ষুঃপ্রাহ্যেহপি প্রদীপশ্চ, চক্ষুঃপ্রদীপব্যতিরেকেণ ন বাহ্যমালোক-
স্থানীয়ং কিঞ্চিৎ করণান্তরমপেক্ষতে ; তস্মান্নৈব নিয়ন্তুং শক্যতে—এতৎ যত্র ব্যক্তি-
রিক্ত-গ্রাহকত্বম্, তত্র যত্র করণান্তরং শ্রাদেবেতি । তস্মাদ্বিজ্ঞানশ্রু ব্যতিরিক্ত-
গ্রাহকগ্রাহ্যে ন করণদ্বারানবস্থা, নাপি গ্রাহকত্বদ্বারা কদাচিদপ্যুপপাদয়িতুং
শক্যতে । তস্মাৎ সিদ্ধং বিজ্ঞানব্যতিরিক্তমাত্মজ্যোতিরন্তরমিতি । ২০

গ্রাহকানবস্থাং পরিহৃত্য করণানবস্থামাশ্বতে—বিজ্ঞানশ্চেতি । তস্ত হি গ্রাহকে চক্ষুর্দাদি-
 স্থানীয়েন করণেন ভবিতবাং, তস্থাপি গ্রাহকেহেতুং করণমিত্যনবস্থাঃ দুশ্যতি—ন নিয়মাভাব-
 দिति । নিয়মাভাবঃ সাধ্যয়তি—নহীত্যাদিন । বৈচিত্র্যাদর্শনমাকাজ্যপূর্বকঃ সূটয়তি—
 কথমিত্যাदिना । উভयव्यतिरेकः विशदयति—न हीति । तथापि कथं वैचित्र्या, तत्राह—
 षट्पदिति । नियमाभावमुपसंग्रहयति—तस्मादिति । अनवस्थाभ्रमनिराकरणः निगमयति—
 तस्माद्विज्ञानशेतेति । बाह्यार्थवादिमतनिराकरणमुपसंग्रहयति—तस्मात् सिद्धमिति । २० •

নমু নাস্ত্যেব-বাহোহর্থো ঘৃতাঙ্গিঃ প্রদীপো বা বিজ্ঞানব্যতিরিক্তঃ ; যন্ধি

যদ্ব্যতিরেকেণ নোপলভ্যতে—তৎ তাবমাত্রং বস্তু দৃষ্টম্,—যথা স্বপ্নবিজ্ঞানগ্রাহ্যং ঘটপটাদি বস্তু স্বপ্নবিজ্ঞানব্যতিরেকেণাপলভ্যং স্বপ্নঘটপ্রদীপাদেঃ স্বপ্নবিজ্ঞান-মাত্রাতাবগম্যন্তে, তথা জাগরিতেহপি ঘটপটাদীপাদেঃ জাগ্রদ্বিজ্ঞানব্যতিরেকেণাপলভ্যং জাগ্রদ্বিজ্ঞানমাত্রমৈব যুক্তা ভবিতুম্; তন্মাত্রান্তি বাহ্যোহর্থো ঘটপ্রদীপাদিঃ, বিজ্ঞানমাত্রমেব তু সৰ্বম্ । তত্র যত্ৰক্তং, বিজ্ঞানস্য ব্যতিরিক্তাবভাস্ত্বা-দ্ব্যতিরিক্তমস্তি জ্যোতিরন্তরং ঘটাদেহিবেতি, ঐক্যমিথা, সৰ্বত্র বিজ্ঞান-মাত্রেষু দৃষ্টান্তাবাং । ২১

বাহ্যার্থবাদিনি ধ্বন্তে বিজ্ঞানবাদী চোদয়তি—নহিতি । বাহ্যার্থে বিজ্ঞানাতিরিক্তো নাস্তীত্য প্রমাণমাহ—যদ্বীতি । নোপলভ্যতে চ জাগ্রদ্বস্ত জাগ্রদ্বিজ্ঞানব্যতিরেকেণেতি শেযঃ । দৃষ্টান্তং সমর্থয়তে—স্বপ্নেতি । দাষ্ট্যান্তিকং বিবৃণোতি—তথেতি । উক্তমমুমানমুপ-সংহরতি—তন্মাদিতি । সৰ্বং বিজ্ঞানমাত্রমিতি স্থিতে কলিতমাহ—তত্রোতি । কিমিতি তত্ত্ব মিথ্যায়ং, তৃত্বাহ—সৰ্ব্বস্তেতি । ২১

ন;—যাবত্তাবদভ্যাপগমাং; ন তু বাহ্যোহর্থো ভবতৈকান্তেনৈব নাভ্যাপ-গম্যতে । নমু ময়া নাভ্যাপগম্যত এব; ন, বিজ্ঞানং ঘটঃ প্রদীপ ইতি চ শব্দার্থ-পুঙ্খকায়ং বাবং তাবদপি বাহ্যমর্থাস্তরমভ্যাপগম্যব্যম্ । বিজ্ঞানাদর্থাস্তরং বস্তু ন চেদভ্যাপগম্যতে, বিজ্ঞানং ঘটঃ পট ইত্যেবমাদীনাং শব্দানামেকার্থত্বে পর্যায়শব্দত্বং প্রাহপ্ৰাতি; তথা সাধনানাং ফলন্ত চৈকত্বে সাধ্যসাধনভেদোপদেশশাস্ত্রানর্থক্য-প্রসঙ্গঃ, তৎকর্ত্তুরজ্ঞানপ্রসঙ্গো বা । ২২

বাক্ষ্যর্থাপনাপবাদিনিং দুষয়তি—নেত্যাদিনা । হেতুং বিশদয়তি—নহিতি । বিজ্ঞানমাত্র-বাদিত্বাদেকান্তেন বাহ্যর্থানভ্যাপগতিরिति শব্দতে—নহিতি । বাহ্যর্থং হঠাদঙ্গীকারয়তি—নেত্যাদিনা । অমরূপেণোক্তমর্থং ব্যতিরেকরূপেণ বিশদয়তি—বিজ্ঞানাদিতি । জ্ঞান-জ্ঞেয়োরৈকে্যে দোষান্তরমাহ—তথেতি । অনর্থকং শাস্ত্রমুপদিশতো বুদ্ধন্ত সৰ্বজ্ঞঃ ন সাদিতাহ—তৎকর্ত্তুরিতি । বাশব্দসার্থঃ । ২২

কিঞ্চাত্মং, বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ বাদিপ্রতিবাদি-বাদদোষাভ্যাপগমাং । ন হি আত্মবিজ্ঞানমাত্রমেব বাদিপ্রতিবাদিবাদঃ, তদ্বোবো বা অভ্যাপগম্যতে, নিরা-কর্ত্তব্যত্বাৎ প্রতিবাস্তাদীনাম্; ন হি আত্মীয়ং বিজ্ঞানং নিরাকর্ত্তব্যমভ্যাপগম্যতে, স্বয়ং ব্রাহ্মা কন্তুচিৎ; তথা চ সতি সৰ্বসংব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ । ন চ প্রতি-বাস্তাদয়ঃ স্বাত্মনৈব গৃহ্যন্তে—ইত্যভ্যাপগমঃ; ব্যতিরিক্তগ্রাহ্য হি তে অভ্যাপ-গম্যন্তে; তন্মাং তৎ সৰ্বমেব ব্যতিরিক্তগ্রাহ্যং বস্তু, জাগ্রদিবয়ত্বং, জাগ্রদ্বস্ত-প্রতিবাস্তাদিবদ্বিত্তি স্নলভো দৃষ্টান্তঃ—সমস্ত্যন্তরবৎ, বিজ্ঞানান্তরবচ্চেতি । তন্মা-বিজ্ঞানবাদিনাপি ন শক্যং বিজ্ঞানব্যতিরিক্তং জ্যোতিরন্তরং নিরাকর্ত্তম্ । ২৩

ইতচ্চ সৰ্ব্বশ্চ নাস্তি বিজ্ঞানমাত্রমিত্যাহ—কিঞ্চাস্তদিত্যিহ । ন কেবলং পূৰ্ব্বোক্তোপপত্তি-
বশাদেব বাহার্থোহভ্যুপেয়ঃ, কিন্তু তত্রৈবাত্মনাপি কারণমুচ্যত ইত্যুক্তম্ । তদেব স্মৃষ্টম্—
বিজ্ঞানেতি । যদগ্রাহ্যং তৎ স্মৃতিরিজ্ঞগ্রাহ্যং, যথা প্রতিবদ্যাদি, জাগ্রদস্তৎ চৈতন্যং গ্রাহমিত্যু-
মানান্ত বাহার্থাপলাপসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তে বিপ্রতিপত্তিঃ প্রত্যাহ—ন হীতি । নিরাকৰ্ত্তব্যে-
হপি তেষাং জ্ঞানমাত্রমিতি কিং ন স্মাদিত্যাশঙ্ক্যাত্মজ্ঞানমাত্মজ্ঞানম্ বা তেষামিতি বিকল্যা
ক্রমেণ দুষয়তি—নহীত্যাদিনা । স্বকীয়নিষেধে স্বনিষেধে চানিষ্টাপত্তিমাচষ্টে—তথাচেতি ।
বৃদ্ধজীকারালোকস্যামপি প্রতিবাত্মাদীনাং বিজ্ঞানাতিরেকঃ সেন্সতীত্যাহ—নচেতি । তথা
বিবাদাভাবাপাতাদিত্যি ভাবঃ । কথং তর্হি তেষামজীকারস্তাহ—বাতিরিক্তেতি । সিন্ধে
দৃষ্টান্তে ফলীতমম্মনং নিগময়তি—তস্মাদিত্যি । কিঞ্চ, চৈতন্যস্তানেন মৈত্ৰয়স্তানো ব্যবহারাদমু-
মীয়তে, সৰ্ব্বজ্ঞানেন চাসৰ্ব্বজ্ঞানানি জায়তে, তত্র ভেদস্ত তেহপি সিন্ধেস্তদৃষ্টান্তানীনা-
দেস্তদ্ধিগত ভেদঃ শকোহম্মাতুমিত্যাহ—সম্ভত্যন্তরবদিত্যি । ইতি ন বাহার্থাপলাপসিদ্ধিরিতি
শেষঃ । তদপলাপাসম্ভবে ফলিতমাহ—তস্মাদিত্যি । ২৩

স্বপ্নে বিজ্ঞানব্যতিরেকাভাবাদযুক্তমিতি চেৎ ; ন, অভাবাদপি ভাবস্ত
বস্তুস্তরত্বোপপত্তেঃ,—ভবতৈব তাবৎ স্বপ্নে ঘটাদিবিজ্ঞানস্ত ভাবভূতত্বমভ্যুপগতম্,
তদভ্যুপগম্য তদব্যতিরেকেন ঘটাত্ত্বাব উচ্যতে ; স বিজ্ঞানবিষয়ো ঘটাদিঃ
বস্ত্তাবো যদি বা ভাবঃ স্তাৎ, উভয়থাপি ঘটাদিবিজ্ঞানস্ত ভাবভূতত্বমভ্যুপ-
গতমেব ; ন তু তন্নিবৰ্ত্তয়িতুং শক্যতে, তন্নিবৰ্ত্তকস্তাভাবাৎ । এতেন সৰ্ব্বশ্চ
শূন্যতা প্রত্যুক্তা ; প্রত্যগায়গ্রাহতা চাত্মনোহহমিতি মীমাংসকমক্ষঃ
প্রত্যুক্তঃ । ২৪

বিজ্ঞানাদর্থভেদোক্ত্যা প্রত্যগায় বিজ্ঞানাগিরিত্যুক্ত উক্তঃ । সম্প্রতি বিমতং ন জ্ঞানভিন্নং
গ্রাহ্যং স্বপ্নগ্রাহবদিত্যুক্তমম্মবদতি—স্বপ্ন ইতি । অযুক্তং বিজ্ঞানাতিরিক্তত্বমর্থস্তেতি শেষঃ ।
দৃষ্টান্তস্ত সাধাবিকলতামভিপ্রেত্য পরিহরতি—নাভাবাদপীতি । ঃগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—
ভবতৈবেতি । বাহার্থবাদিজ্যো বিশেষমাহ—তদভ্যুপগম্যেতি । তথাপি কথং দৃষ্টান্তস্ত
সাধাবিকলতেন ত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । ঘটাদিবিজ্ঞানস্ত ভাবভূতত্বাত্ত্যুপগতস্ত ঘটাদেৰ্ত্বাদ-
ভাবাক্ষ বিবয়াদর্থান্তরবাদ্য কস্তচিৎ বাহার্থস্তোপগম্যাদৃ দৃষ্টান্তস্ত সাধাবিকলতা যুগ্মসিদ্ধেত্যর্থঃ ।
সাধাবিকলতামতিদেশেন নিরাকরোতি—এতেনেতি । জ্ঞানজ্ঞেয়োরনিরাকৰ্ত্তব্যশ্চক্যবচনে-
নেতি যাবৎ । আত্মনো গ্রাহস্তাহমিতি প্রত্যগায়নৈব গ্রাহতেতি মীমাংসকমতমপি প্রত্যুক্তম্,
একেষ্টেব গ্রাহগ্রাহকতারা নিরন্তরাদিত্যাহ—প্রত্যগায়ন্তেতি । ২৪

যত্কৃতম্, সালৌকোহন্তশ্চাত্তশ্চ ঘটো জায়ত ইতি ; তদসৎ, কণাক্তরেহপি ‘স
এবায়ম্’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, ক্লোথিত-কেশনখাদি-
দ্বিবেতি চেৎ ; ন, তত্রাপি কণিকত্বাসিদ্ধত্বাৎ জাতোকত্বাচ্চ । কীন্তেষু পুন-
রুখিতেষু চ কেশনখাদিষু কেশনখজাতেরেকত্বাৎ কেশ-নখপ্রত্যয়ন্তমিমিত্তো-

ইত্যন্ত এব ; নহি দৃশ্যমান-সুখোখিতকেশনখাদিষু ব্যক্তিনিমিত্তঃ স এবৈতি প্রত্যয়ো ভবতি । কণ্ঠঃ, দীর্ঘকালব্যবহিতদৃষ্টেষু চ তুল্যপরিমাণেষু তৎকালীন-বালাদিতুল্যা ইমে কেশনখাঃ ইতি প্রত্যয়ো ভবতি, ন তু ত এবৈতি ; ঘটাদিষু পুনর্ভবতি স এবৈতি প্রত্যয়ঃ ; তস্মান্ সম্যো দৃষ্টান্তঃ । ২৫

ক্ষণভঙ্গবাদিনোক্তমন্ত্র প্রত্যভিজ্ঞাবিরোধেন নিরাকর্য্যতি—যুক্তমিত্যাदिना । স্বপক্ষে-
হপি প্রত্যভিজ্ঞোপপত্তিঃ শাক্যঃ শঙ্কতে—সাদৃশ্যাদিতি । দৃষ্টান্তঃ বিষটয়ন্তরুমাং—ন তত্রা-
পীতি । তথাপি কথং তত্র প্রত্যভিজ্ঞেতাশঙ্কাহ—জাতিতি । তন্নিমিত্তা তেষু প্রত্যভিজ্ঞেতি
শেষঃ । তদেব প্রপঞ্চয়তি—বৃত্তেধিতি । অন্তস্ত ইতি চ্ছেদঃ । কিমিতি জাতিনিমিত্তেনা
ধীর্ক্যজিনিমিত্তা কিং ন স্মাদ, অত আহ—নহীতি । নহ সাদৃশ্যবশাদ ব্যক্তিম্বেব বিষয়ীকৃত্য
প্রত্যভিজ্ঞানং কেশাদিষু কিং ন স্মাত্তাহ—কস্তচিদিতি । অন্তস্তস্তেতি যাবৎ । দাষ্টান্তিকে
বৈক্যমাংহ—ঘটাদিধিতি । বৈষম্যপুসংস্রতি—তস্মাদিতি । ২৫

প্রত্যক্ষেণ হি প্রত্যভিজ্ঞায়मानে বস্তুনি তদেবেতি, ন চান্তত্মনুমাণং যুক্তম্,
প্রত্যক্ষবিরোধে লিঙ্গভাসোসোপপত্তেঃ ; সাদৃশ্যপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ, জ্ঞানস্ত ক্ষণি-
কত্বাৎ ; একস্ত হি বস্তুদর্শিনো বস্তুস্তরদর্শনে সাদৃশ্যপ্রত্যয়ঃ স্মাৎ, ন তু বস্তুদর্শ্যেকো
বস্তুস্তরদর্শনায় ক্ষণান্তরমবতিষ্ঠতে, বিজ্ঞানস্ত ক্ষণিকত্বাৎ সৰ্ব্ববস্তুদর্শনেনৈব
ক্ষয়োপপত্তেঃ । তেনেদং সদৃশমিতি হি সাদৃশ্যপ্রত্যয়ো ভবতি ; তেনেতি দৃষ্ট-
স্মরণং, ইদমিতি বর্তমানপ্রত্যয়ঃ ; তেনেতি দৃষ্টং স্মৃতা যাবদিদমিতি বর্তমান-
ক্ষণকালমবতিষ্ঠতে, ততঃ ক্ষণিকবাদহানিঃ । ২৬

“ বৎসন্তঃ ক্ষণিকং, যথা প্রদীপাদি, সন্ততামী ভাবাঃ, ইত্যনুমানবিরোধাদ্ভ্রান্তং প্রত্যভিজ্ঞান-
মিত্যাশঙ্কাহ—প্রত্যক্ষেণেতি । অনুক্ততানুমানবৎ প্রত্যক্ষবিরোধে ক্ষণিকত্বানুমানং নোদেতা-
বাধিতবিষয়ত্বাপ্রাণুমিত্যঙ্গহাদিতি ভাবঃ । ইত্যং প্রত্যভিজ্ঞানং সাদৃশ্যনিবন্ধনো ভ্রমো ন
ভবতীত্যাহ—সাদৃশ্যেতি ! তদনুপপত্তৌ হেতুমাং—জ্ঞানস্তেতি । তস্ত ক্ষণিকত্বংপি কিমিতি
সাদৃশ্যপ্রত্যয়ো ন সিধ্যতীত্যশঙ্কাহ—একস্তেতি । অস্ত তর্হি বস্তুদর্শনদর্শনমেকস্তেতি চেৎ,
ইত্যাং—ন দ্বিতি । উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি—তেনেত্যাদিনা । ভবতু, কিং ভাবতেতি, তদ্রাহ—
তেনেতি দৃষ্টমিতি । অবতিষ্ঠতে যদীতি শেষঃ । ২৬

অথ তেনেত্যেবোপক্ষীণঃ স্মার্ত্তঃ প্রত্যয়ঃ, ইদমিতি চান্ত এব বর্তমানিকঃ
প্রত্যয়ঃ ক্ষীয়তে ; ততঃ সাদৃশ্যপ্রত্যয়ানুপপত্তিঃ—তেনেদং সদৃশমিতি, অনেকদর্শিন
একভাভাবাৎ । ব্যপদেশানুপপত্তিঃ—দ্রষ্টব্যদর্শনেনৈবোপক্ষয়বিজ্ঞানস্তেদং পশ্চা-
দ্যদোহদ্রাক্ষমিতি ব্যপদেশানুপপত্তিঃ, দৃষ্টবতো ব্যপদেশক্ষণানবস্থানাৎ । অথাব-
তিষ্ঠতে ; ক্ষণিকবাদহানিঃ । অথাদৃষ্টবতো ব্যপদেশঃ সাদৃশ্যপ্রত্যয়শ্চ, তদানীং
জাত্যক্সেব রূপবিশেষব্যপদেশস্তৎসাদৃশ্যপ্রত্যয়শ্চ ; সর্বমরূপরম্পরেতি প্রসজ্যেত

সর্বজ্ঞশাস্ত্রপ্রণয়নাদি ; ন চৈতদিত্যুতং । অকৃত্যগম-কৃতবিপ্রাণদোষৌ তু
প্রসিদ্ধতরৌ ক্ষণবাদে । ২৭

ক্ষণিকত্বানি পরিহারঃ—ক্ষণিকত্বাৎ পরিহরতি—অথৈতাদিহি । তত্র হেতুমাং—অনেকেতি ।
পরপক্ষে দোষান্তরমাং—ব্যাপদেশেতি । তদেব বিরূপোতি—ইদমিতি । ব্যাপদেশক্ষেপে-
ন বহ্নানাসিদ্ধিং শক্তিঃ দুষয়তি—অথৈতাদিনা । অথো দৃষ্টান্তঃ—ব্যাপদেষ্টে ত্যাশঙ্ক্য—পরি-
হরতি—অথৈতাদিনা । শাস্ত্রপ্রণয়নাদীত্যাदिপক্ষে ন শাস্ত্রীয়ং লোপাসাধনাদি গৃহ্যতে । ক্ষণিকত্ব-
পক্ষে দুষণান্তরমাং—অকৃত্যগম । ২৭

দৃষ্টব্যপদেশেহেতুঃ পূর্বোক্তরসহিত এক এব হি শৃঙ্খলাবৎ প্রত্যয়ো জায়ত-
ইতি চেৎ, তেনেদং সদৃশমিতি চ ; ন, বর্তমানাতীতরোভিন্নকালত্বাৎ ; তত্র
বর্তমানপ্রত্যয় একঃ শৃঙ্খলাবয়বস্থানীয়োহতীতচাপরঃ, তৌ প্রত্যয়ো ভিন্নকালৌ
তদন্তরপ্রত্যয়বিষয়স্পৃক্ চেৎ শৃঙ্খলাপ্রত্যয়ঃ, ততঃ ক্ষণদয়ব্যাপিত্বাদেকস্য বিজ্ঞানস্ত
পুনঃ ক্ষণবাদহানিঃ । মম-তবতাদিবিষয়ানুপপত্তেঃ সর্বসংব্যবহারলোপ-
প্রসঙ্গঃ । ২৮

ব্যাপদেশানুপপত্তিমুক্তাঃ সমাদধানঃ শক্তে—দৃষ্টেতি । সাদৃশ্যপ্রত্যয়ন্ত শৃঙ্খলাস্থানীয়ে-
প্রত্যয়েনৈব সংসৃজীতাহ—তেনেদমিতি । অপসিদ্ধান্তপ্রদত্তাঃ প্রত্যয়চেষ্টে—নেতাদিনা ।
তাবেবোভৌ যৌ প্রত্যয়ৌ বিষয়ৌ তদবগাহী চেদ্যাবত্তৌ শৃঙ্খলাবয়বস্থানীয়ে প্রত্যয় ইতি যাবৎ ।
ক্ষণানাং মিথঃ সম্বন্ধস্তর্হি মা ভূদিতি চেত্তত্রাহ—মমেতি । ব্যাপদেশসদৃশপ্রত্যয়ানুপপত্তিস্ত
স্থিতিবেতি চকারার্থঃ । ২৮

সর্বস্ত চ স্বসংবেত্তবিজ্ঞানমাত্রস্তে বিজ্ঞানস্ত চ স্বচ্ছাববোধাবতাসমাত্রস্বাভা-
ব্যাভ্যুপগমাৎ, তদর্শিনশ্চাত্ত্বাভাবেহনিত্যহঃশশ্চানান্নাত্মাত্মনেককল্পনানুপপত্তিঃ ।
ন চ দাড়িমাদেবির বিরুদ্ধানেকাংশবত্ত্বংবিজ্ঞানস্যা, স্বচ্ছাবতাসমাত্রাবাদ্য বিজ্ঞানস্ত ।
অনিত্যহঃখাদীনাং বিজ্ঞানাংশস্তে চ সতি অন্তত্বমানত্বাদ্ ব্যতিরিক্তবিষয়ত্ব-
প্রসঙ্গঃ । অথানিত্যহঃখাত্মৈকত্বমেব বিজ্ঞানস্ত, তদা তিরিযোগাদ্বিশুদ্ধি-
কল্পনানুপপত্তিঃ ; সংযোগিমলবিরোগাদ্বি বিশুদ্ধির্ভবতি, যথা আদর্শপ্রতীকানাং ;
ন তু স্বাভাবিকেন ধর্মেন কস্তচিদ্ বিরোগো দৃষ্টঃ ; নহি অগ্নেঃ স্বাভাবিকেন
প্রকাশেনোক্ষ্যেন বা বিরোগো দৃষ্টঃ । যদপি পুষ্পগুণানাং রক্তস্বাদীনাং দ্রব্য-
স্তরযোগেন বিযোজনং দৃষ্টতে, তত্রাপি সংযোগপূর্বত্বমুচ্যমীয়তে, বীজভাবনদ্রী
পুষ্পফলাদীনাং গুণান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ ; অতো বিজ্ঞানস্ত বিশুদ্ধিকল্পনানু-
পপত্তিঃ । ২৯

যৎ তু বিজ্ঞানস্ত দ্রুঃখাত্মপশুত্বং, তদদুষয়তি—সর্বস্ত চেতি । শুদ্ধস্বাদংসংসৃজীতাবাচ
ন জ্ঞানস্ত দ্রুঃখাদিসংস্রবঃ, স্বসংবেত্তবাদীকারাদিত্যর্থঃ । জ্ঞানস্ত শুদ্ধবোধৈকস্বাভাব্যমসিদ্ধ

মোক্ষাসম্ভবাদি তুল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্য পুনরিতি । যত্চাপি পূর্ণঃ বস্ত্ত বস্ত্তোহসঙ্গমঙ্গাক্রিয়তে, তথাপি ক্রিয়াকারকফলভেদেদ্ব্যাকীর্ণান্যকৃত্তবাদসম্মতে সৰ্ব্বব্যবহারসম্ভবাৎ ন সামঞ্জস্য-
ভাবঃ । ননু বাহার্হবাদো বিজ্ঞানবাদশ্চ নিরাকৃত্যে, শৃঙ্খলদো নিরাকৃত্যোহপি কস্মিন
নিরাক্রিয়তে, তত্রাহ—শৃঙ্খলবাদীতি । সমস্তস্য বস্ত্তনঃ সন্তেন ভাবাৎ মানানীতি সৰ্ব্বেষাং
সদ্বিষয়ত্বাৎ শৃঙ্খল চাবিধীয়তয়া প্রাপ্ত্যভাবেন নিরাকরণানর্হত্বাৎ, অদ্বিময়ত্বেন চ শৃঙ্খলবাদিনৈব বিষয়-
নিরাকরণোক্তিঃ । শৃঙ্খলাপহরণীৎ, তন্ত চ ক্ষুরণাক্ষুরণয়োঃ সৰ্ব্বশৃঙ্খলাযোগান্তবাদিনশ্চ সম্ভাসম্ভয়ো-
স্তদনুপপত্তেঃ, স্তত্ত্বতোশ্চাশ্রয়ান্নবাদসম্ভবান্তদাশ্রয়ে চ শৃঙ্খল স্বরূপহানিরিরাশ্রয়ে চ স্তত্ত্ব-
ত্বান্নান্নান্তিস্তদনিরাসায়াদয়ঃ ক্রিয়তে, তৎ সিদ্ধং বুদ্ধাভ্যুত্থিতত্ত্বঃ নিত্যসিদ্ধমন্তস্তত্ত্বং কূটস্থ-
মদ্বয়ম্নান্নজ্যোতিরিত্যিতি ভাবঃ ॥ ২৫৮ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইতঃপূর্বে যেসমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে, যদিও আত্মার দেহাতিরিক্ততা সিদ্ধ হইয়াছে সূতা, তথাপি জগতে যখন সমান-
জাতীয় পদার্থসমূহের মধ্যেই অনুগ্রাহ-অনুগ্রাহকভাব দৃষ্ট হয়, তখন সহজেই ভ্রম
উপস্থিত হইতে পারে যে, উক্ত আত্মা কি চক্ষুপ্রভৃতি কারণবর্গেরই অত্যন্তম
(একটি)? অথবা ভিন্ন? ইহা স্থির করিতে না পারিয়া জনক মহারাজ
জিজ্ঞাসা করিতেছেন—‘কতমঃ’ইতি । স্বপ্নতানিবন্ধন বিষয়টি সহজ বুদ্ধিগম্য
নয়; এই কারণে এ বিষয়ে ভ্রম হওয়া সম্ভবপরই বটে । অথবা, আত্মা দ্বেহ
হইতে পৃথক, ইহা প্রমাণিত হইলেও, চক্ষুঃপ্রভৃতি সমস্ত ‘করণ’ই যেন ঠেতত্ত্ব-
সম্পন্ন বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে, অথচ সে সমুদয় হইতে আত্মার বিবেকবা
পার্থক্যও বুঝিতে পারা যায় না; এই জন্ত, অর্থাৎ এই সংশয় দূরীকরণের নিমিত্ত
আমি (জনক) জিজ্ঞাসা করিতেছি—‘কতম আত্মা’ ইতি । তুমি যে আত্মার
কথা বলিয়াছ, [জিজ্ঞাসা করি—] দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন—ইহাদের মধ্যে
সেই জ্যোতির্ময় আত্মা কোনটি?—যে জ্যোতির সাহায্যে পুরুষ স্ব স্ব ব্যবহার-
নিষ্পাদন করিয়া থাকে—বলা হইয়াছে । ১

অথবা, তুমি এই যে আত্মাকে বিজ্ঞানময় বলিয়া মনে করিয়াছ;—অভিপ্রায়
এই যে, যেমন বলা হইয়া থাকে—‘এখানে যে সমুদয় ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছেন,
ইহার সকলেই তেজস্বী; ইহাদের মধ্যে বড়স্ববিদ (১) ব্রাহ্মণ কোনটি? সেই-

(১) তাৎপর্য্য—এখানে ‘বড়স্ব’ শব্দে ছয়টি বেদাস্ত বুঝিতে হইবে। বেদাস্ত ছয়টি এই
(১) শিক্ষাহত্ব (ইহাতে বর্ণের উচ্চারণাদির নিয়ম লিখিত আছে); (২) কল্পত্ব (ইহা বাগ-
যজ্ঞাদি কর্ণের অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রকাশক); (৩) ব্যাকরণ (পদসাধনাদির নিয়মপ্রদর্শক শাস্ত্র);
(৪) নিকৃষ্ট (বৈদিক শব্দের যোগার্থ নিকৃষ্ট শাস্ত্র); (৫) ছন্দঃ (প্রসিদ্ধ ছন্দঃপ্রক্রিয়া-প্রদর্শক
শাস্ত্র); (৬) জ্যোতিষ (গ্রহনক্ষত্রাদির স্বরূপ ও গতি প্রভৃতি নিরূপক শাস্ত্র) ।

রূপ চক্ষুঃকর্ণপ্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যেন 'বিজ্ঞানময়' বলিয়া প্রতীত হইতেছে ; ইহাদের মধ্যে তুমি যাহাকে এই 'বিজ্ঞানময়' আত্মা বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছ, সেই 'বিজ্ঞানময়' আত্মা কোনটি ? পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাতে 'কতম আত্মা' এইটুকু মাত্র প্রশ্ন বাক্য ; যোহর 'বিজ্ঞানময়' ইত্যাদি বাক্য তাহার প্রতিপাদন বা উত্তরাংশ ; দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' এই পর্য্যন্তই প্রশ্নবাক্য বৃদ্ধিত হইবে (১)। অথবা, 'কতমঃ' হইতে 'জ্ঞানস্বর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ' এই 'পর্য্যন্ত' সমস্তটাই প্রশ্নবাক্য। যাহার স্বরূপগত বিশেষত্ব অবধারিত আছে, 'যোহর বিজ্ঞানময়ঃ' কথায় তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই শব্দার্থ সম্বন্ধ এবং প্রশ্নবাক্যের পরিসমাপ্তিসূচক 'কতম আত্মা ইতি' এই 'ইতি' শব্দেরও অব্যবধানে সম্বন্ধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এইজন্ত বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 'কতম আত্মা' এই পর্য্যন্তই প্রশ্নবাক্য, আর পরবর্তী 'যোহরম্' ইত্যাদি সমস্তটাই তাহার উত্তর বাক্য। ২

আত্মা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; এই জন্ত প্রত্যক্ষবোধক 'অয়ং' শব্দে তাহার নির্দেশ করা হইয়াছে। 'বিজ্ঞানময়' অর্থ—বিজ্ঞানপ্রায় (বিজ্ঞানপ্রচুর) ; রাহ বেকপ চন্দ্র ও সূর্যের সহিত সম্বন্ধ হইয়া লোকলোচনগোচর হয়, তদ্রূপ বিজ্ঞানময় আত্মাও বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ উপাধির সহিত অবিবেকবশতঃ বা পার্থক্যবোধ না থাকায়, যেন বুদ্ধিময় বলিয়াই প্রতীত হয়, সেই হেতু বুদ্ধিবিজ্ঞানসমন্বিত আত্মা- 'বিজ্ঞানময়' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অন্ধকারে সম্মুখস্থ প্রদীপ যেরূপ সর্ববস্তুর প্রকাশক হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিও আত্মার সমস্ত বিষয়-প্রতীতির প্রধান সহায় হয়। প্রতিও বলিয়াছেন—'মনের দ্বারাই দর্শন করে, মনের দ্বারাই শ্রবণ করে' ইত্যাদি। অন্ধকার মধ্যে দর্শনযোগ্য বস্তু কিছু বিষয় থাকে, সে সমস্তই যেমন সম্মুখস্থ প্রদীপালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া যায়, তেমনি দৃশ্য বিষয়মাত্রই বুদ্ধিবিজ্ঞানের

(১) তাৎপর্য—আত্মা স্বভাবতঃ নিমগ্ন, নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত ; হুতরাং তাহাতে স্থখ দুঃখ, ধ্যানধারণা কিংবা গমনাগমন কিছুই থাকিতে পারে না ; অথচ সকলেই আত্মার এই সমস্ত অবস্থা অনুভব করিয়া থাকে। ইহার কারণ কি ? ইহার কারণ অবিবেক—অগ্নি-সংযোজ লৌহ বেকপ অগ্নিময় হইয়া যায়, লৌহের দাহশক্তি না থাকিলেও—তদবস্থায় "অয়ে দহতি" লৌহ দহন করিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ করা হয়, ঠিক তেমনি স্থখদুঃখসম্পন্ন ও ক্রিয়া-শালিনী বুদ্ধির সহিত দীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া বিভক্ত আত্মাও বিজ্ঞানাত্মক বুদ্ধির ধর্ম অনুরঞ্জিত হইয়া বুদ্ধির মতই প্রতিভাসমান হয় ; এই জন্ত আত্মাকে 'বিজ্ঞানময়' শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে।

আলোক সহযোগেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, দর্শন ব্যাপারে বুদ্ধিই প্রধান, অপরাপর ইঞ্জিয়সমূহ তাহার দ্বার বা সহায় মাত্র । এই জন্য সেই বুদ্ধি দ্বারা ইচ্ছাকে বিশেষিত করিয়া করা হইয়াছে—“বিজ্ঞানময়” ইতি । ৩

যাহার ব্যাখ্যা করেন যে, ‘বিজ্ঞানময়’ অর্থ—পূরমাত্রাবিশয়ক বিজ্ঞানের বিকার ; তাহাদের ঐক্যপূর্ণ অর্থ যে, প্রতিসম্মত নহে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে ; কারণ, অত্র ‘বিজ্ঞানময়’ ও ‘মনোময়’ প্রভৃতি ময়ক্ প্রত্যয়ান্ত শ্রোত শব্দগুলির বিকারাতিরিক্ত অর্থও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় (১) । বিশেষতঃ যে শব্দের অর্থবিশেষ নির্ণয়ের পক্ষে সংশয় উপস্থিত হয়, সেইখানেই অত্রস্থানীয় অসন্দিক্ত প্রয়োগ দেখিয়া অর্থনিশ্চয় নির্দ্ধারণ করিতে হয় ; এখানেও পরবর্তী বাক্যানুসারে কিংবা নিশ্চিত ন্যায় বা সিদ্ধান্ত বলে এবং ‘সদীঃ’ অর্থৎ ‘বুদ্ধিবৃত্তিসমম্বিত’ এইরূপ পরবর্তী বাক্যানুসারে ঐক্যপ অর্থবিশেষই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে ; অতএব ‘হৃদি অন্তঃ’ এই বিস্পষ্ট প্রমাণানুসারে ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দের ‘বিজ্ঞানপ্রাচুর্য্য’ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । ৪

আত্মা যে, প্রাণসমূহের অতিরিক্ত বা পৃথক্ বস্তু, ইহা জ্ঞাপনের জন্য ‘পাণেশু’ পদে সপ্তমী বিভক্তি প্রাক্ত হইয়াছে ; যেমন ‘বৃক্ষেতে পাখাণ’ শব্দে পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ—বৃক্ষ ও পাখাণের সামীপ্য মাত্র বোধ করায়, ইহাও ঠিক তদ্রূপ । সাধারণতঃ সংশয় হইয়া থাকে যে, আত্মা ইঞ্জিয়াদিহইতে পৃথক্ ? কিংবা অপৃথক্ ? তাই প্রতি বলিয়া দিতেছেন যে, আত্মা কখনই প্রাণ বা ইঞ্জিয় নহে ; পরন্তু সে সমুদয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু । ইহা যুক্তিবাক্তও বটে ; যে পদার্থ অপর যে সমুদয় পদার্থের মধ্যে বর্তমান থাকে, সেই পদার্থটি নিশ্চয়ই সে সমুদয় পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র ; যেমন ‘পাখাণে স্থিত বৃক্ষ’ । ৫

‘হৃদি’ ইত্যাদি । পুনশ্চ ঐক্যপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রাণে স্থিত আত্মা

(১) তাৎপর্য্য—বিকার ও অবয়বাদি নানা অর্থে ময়ক্ প্রত্যয়ের বিধান থাকিলেও বিকারার্থেই তাহার অধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ; তাই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এই ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দের ময়ক্-প্রত্যয়ও বিকারার্থেই হইয়াছে ; হুতরাং উহার অর্থ হইতেছে বিজ্ঞানের (বুদ্ধির) বিকার বা পরিণাম ; সেই আশঙ্কা অপনয়নার্থ ভাষ্যকার বলিতেছেন—‘মনোময় প্রভৃতি’ অস্তান্ত শ্রোত শব্দে যখন বিকার ভিন্ন অর্থও ময়ক্-প্রত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, তখন ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দেও যাহারা বিকারার্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাদের ব্যাখ্যা কখনই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না ।

প্রাণ-সজ্জাতীয় বুদ্ধিও হইতে পারে; সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত বলিলেন—
 ‘হৃদি—অন্তঃ’ ইতি। এখানে হৃৎ অর্থ পদ্মাকার মাংসখণ্ড; বুদ্ধি তাহার মধ্যে
 অবস্থান করে; এই জন্য উহা হৃৎপদবাচ্য; সুতরাং ‘হৃদি’ অর্থ—বুদ্ধিতে।
 আত্মা যে, বুদ্ধির বৃত্তিবিশেষ নহে, ইহা জ্ঞাপনের জন্য বলা হইয়াছে—‘অন্তঃ’
 ইতি। বুদ্ধিবৃত্তি বুদ্ধিরই স্ববস্তুবিশেষ; সুতরাং তাহা ‘অন্তঃস্থ’ হইতে পারে
 না—‘জ্যোতিঃ’ শব্দের অর্থ—স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব; সুতরাং জ্যোতিঃশব্দে স্বপ্র-
 কাশ আত্মা অভিহিত হইয়াছে। ব্যবহারিক পুরুষ সেই প্রকাশশীল আত্ম-
 জ্যোতির সাহায্যে স্থিতি লাভ করে, গমন করে, কৰ্ম্ম করে; কেন না, সূর্য্য-
 লোকের মধ্যবর্তী ঘট যেমন প্রকাশাত্মক বস্তুর ন্যায় হয়, অথবা পরীক্ষার জন্য
 মৃৎকত মণিকে ছুঁকের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, সেই ছুঁক যেমন মরকত মণির
 সন্ধান আভা প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই আত্মজ্যোতিঃ হৃদয় অপেক্ষাও অতি
 সুক্ষ্মত্ব নির্বন্ধন হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়াও, হৃদয় ও দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিকে একসঙ্গে
 স্বীয় জ্যোতিঃপ্রভার উদ্ভাসিত করিয়া থাকে;—সৰ্ব্বাপেক্ষা অভ্যন্তরস্থ বলিয়া
 স্থূল-সূক্ষ্মভাবের তারতম্যানুসারে পরম্পরা-সম্বন্ধে চেতনের ন্যায় করিয়া থাকে। ৬
 বুদ্ধি বস্তুটি স্বভাবতই স্বচ্ছ এবং আত্মার অতি সন্নিহিত; এই কারণে উহা
 আত্মচৈতন্যজ্যোতির ঠিক অনুরূপ হইয়া থাকে; সেই জন্যই রিপেকিগণেরও—
 বাহ্যার আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য অবগত আছেন, তাহাদেরও ঐ বুদ্ধিতে
 প্রথমে আত্মাভিমান হইয়া থাকে; পরে বুদ্ধির সন্নিহিত মনেতে—বুদ্ধি-
 সম্পর্কবশতই আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃ প্রতিকলিত হয়; অনন্তর মনের সহিত
 সম্পর্ক থাকায় ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মচৈতন্যের সমুদ্ভাসন ঘটে; তাহার পর, ইন্দ্রিয়-
 সম্পর্কিত শরীর পর্য্যন্ত সমস্তই আত্মচৈতন্য জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে;
 এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধক্রমে আত্মা স্বীয় চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা সমস্ত দেহেন্দ্রিয়-
 সংঘাতটিকে প্রকাশময় করিয়া রাখে (১)। এই কারণেই নিজ নিজ বিবেক-

(১) তাৎপর্য—বুদ্ধি পদার্থটি স্বভাবতই স্বচ্ছ, এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মার ভোগ
 সম্পাদন করিয়া থাকে; এই জন্ত প্রথমে বুদ্ধিতেই আত্মচৈতন্য প্রতিকলিত হয়, তৎকালই
 বুদ্ধিতে আত্মবুদ্ধিও উৎপন্ন হয়; তাহার পরেই মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ; সেই কারণে
 বুদ্ধির সাহায্যে মনেতে প্রকাশ ও আত্মপ্রাপ্তি উৎপন্ন হয়; তাহার পরই ইন্দ্রিয়ের সহিত
 সম্বন্ধ, মনই তাহার সংযোজক; এই জন্ত ইন্দ্রিয়েতেও চৈতন্যের (জ্যোতির) আভাস হয় এবং
 আত্মবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, এইরূপে ক্রমে স্থূলদেহে পর্য্যন্ত আত্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। একথাটা
 এইরূপে বুঝিলে ভাল হয়,—বুদ্ধিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মার ভোগ সম্পাদন করে; কিন্তু মনঃ

বিজ্ঞানের তারতম্যানুসারে দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতে এবং তাহাদের বিভিন্ন প্রকার ব্যাপারে অনিয়মিতভাবে আত্মাভিমান হইয়া থাকে ; অর্থাৎ লোকের বিবেক-বুদ্ধির তারতম্যানুসারে আত্মাভিমানেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে ; এই জন্তই সকলের একাকার আত্মাভিমান দেখিতে পাওয়া যায় না । স্বয়ং ভগবানও এইরূপ কথাই গীতাতে বলিয়াছেন—‘হে ভরতবংশসম্ভব অর্জুন, একই স্বর্ঘ্য যেমন সমস্ত জগৎ প্রকাশ করেন, তেমনি একই ক্ষেত্রী—ক্ষেত্রসংজ্ঞক দেহের অধিপতি—আত্মা সমস্ত দেহসংঘাতকে প্রকাশ করিয়া থাকে ; এবং স্বর্ঘ্য, চন্দ্র ও অগ্নি জ্যোতিঃ-পদার্থসমূহ, যে জ্যোতির সাহায্যে নিখিল জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকে ; জানিও, তাহা আমারই জ্যোতিঃ’ ইত্যাদি । কঠোপনিষদে আছে—‘তিনি নিত্য পদার্থ-সমূহেরও নিত্য—নিত্যস্থাপক, এবং সমস্ত চেতনেরও চেতন—চৈতন্যসম্পাদক’; তিনি নিত্যপ্রকাশমান, এবং তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে, অতএব আছে ‘স্বর্ঘ্য যাহার তেজে তেজীয়ান্ হইয়া উদ্ভাপ দিতেছেন’ ইতি । উক্ত প্রকার প্রমাণনিচরে হৃদয়াভ্যন্তরস্থ উক্ত জ্যোতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে । ৭

[অতঃপর ‘পুরুষ’ কথার অর্থ কথিত হইতেছে—] পুরুষ—আত্মা সর্বদাই আকাশের স্থায় সর্বব্যাপী ; এইজন্ত পূর্ণ ; পূর্ণ বলিয়া পুরুষপদবাচ্য । এই আত্মার যে, স্বয়ংজ্যোতিষ্ক (স্বপ্রকাশত্ব), তাহা নিরতিশয়—যাহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না ; কারণ, এই আত্মাই দেহসংঘাতে সর্বপদার্থাবত্বোক্তক, অতএব নিজে অস্তের প্রকাশ্য নহে । সেই এই পুরুষ স্বয়ংই প্রকাশস্বভাব, বাহার কথা তুমি ‘কতম আত্মা’ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ । ৭

কর্মসাধন সমস্ত করণবর্ণের অনুগ্রাহক বা সামর্থ্যোদ্দীপক আদিত্যাদি বাহ্য-জ্যোতিঃপদার্থসমূহ যে সময় অন্তর্নিহিত হয়, সে সময় হৃদয়মধ্যবর্তী জ্যোতিঃ পুরুষ আত্মাই অন্তঃকরণ দ্বারা ঐ সমস্ত করণবর্ণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে ; এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । আর যে সময়ে আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ বর্তমান থাকে, সে সময়ও, আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থসমূহ যখন পরার্থ—পরকে

গ্রাহ্য বিষয় উপস্থাপিত না করিলে, বুদ্ধি ভোগ সম্পাদনে সমর্থ হয় না ; হৃদয়ান্তর মনের সাহায্য চাহে ; ইন্দ্রিয়গণ বাহির হইতে বিষয় আনিয়া না দিলে মনও কিছু করিতে পারে না ; কাজেই মনকে ইন্দ্রিয়গোপকিত বলিতে হয় ; ইন্দ্রিয়গণও দেহের আশ্রয় না লইয়া কিছু করিতে পারে না ; এই জন্ত ইন্দ্রিয়গণ দেহসাপেক্ষ ; এইরূপে সাংখ্য-পরম্পরীক্রেম আত্মচৈতন্যের বুদ্ধিপ্রভৃতিতে বর্ণ্যমান অর্থাৎ হইয়া থাকে ।

প্রকাশ করাই তাহাদের প্রধান প্রয়োজন, তখন : দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের চৈতন্য না থাকায় কোন স্বার্থই সাধিত হইতে পারে না ; সুতরাং স্বয়ংজ্যোতিঃপদার্থ আশ্রয় অল্পগ্রহ লাভ না করিলে অচেতন দেহেন্দ্রিয়সংঘাত কোন ব্যবহার সম্পাদনেই সমর্থ হইতে পারে না ; কেন না, 'এই যে, বুদ্ধি ও মন, ইহারই জ্ঞান-সাধন' ইত্যাদি ক্রত্যন্তর হইতে জানা যায় যে, জগতে যে-কোন প্রকার ব্যবহার হইয়াছে জ্যোতির অনুগ্রহই তাহার মূল । ব্যবহারমাত্রই অভিমান-সহকৃত ; সেই অভিমানের হেতু যে, কি, তাহা মরকতমণির দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে । ৮

যদিও আত্ম-জ্যোতির প্রভাবেই সমস্ত লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হয় বটে, তথাপি আত্ম-জ্যোতিঃ কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয় এবং তৎকালে দেহাশ্রিত বাহ ও আন্তর কৰ্ম্মবর্গের বিভিন্নপ্রকার ব্যবহারে ব্যাকুল থাকায়, মুজ্ঞানামক তৃণ হইতে তাহার 'ঈদীকা'বে (গৰ্ভপত্রটিকে) যেমন পৃথক্ করিয়া দেখান যায়, আত্মজ্যোতিকে ঠিক সেরূপভাবে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না ; এই কারণে স্বপ্নাবস্থায় (ইন্দ্রিয়গণ বিরতব্যাপার থাকায়) পৃথক্ভাবে আত্মজ্যোতিঃ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে উপক্রম করিতেছেন—'সেই পুরুষ সমানভাবে থাকিয়াই উভয়লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে' । [ইহার অর্থ এই যে,]-যে পুরুষ নিজের জ্যোতিঃস্বরূপ, সেই পুরুষ সমান অর্থাৎ সদৃশ হইয়া—কাহার সদৃশ হইয়া ? না, হৃদয়ের প্রসঙ্গ থাকায় এবং নিকটে হৃদয়-শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, হৃদয়ের সদৃশ হইয়া উভয় লোকে সঞ্চরণ করে । এখানে সন্নিহিত ও প্রস্তাবিত 'হৃদয়' অর্থ বুদ্ধি । ৯

ভাল, জিজ্ঞাসা করি. এখানে সাদৃশ্যটি কিরূপ ? [উত্তর—] অশ্ব ও মহিষকে যেরূপ পৃথক্ করিয়া জানা যায়, বুদ্ধি ও পুরুষকে সেরূপ পৃথক্ করিয়া জানিতে না পারা । দেখ, বুদ্ধি হইতেছে প্রকাশ, আর আত্মা হইতেছে আলোকের আশ্রয় তাহার প্রকাশক ; প্রকাশ ও প্রকাশকের বে, পার্থক্যপ্রতীতি না হওয়া, 'তাহা সুপ্রসিদ্ধ । আলোক পদার্থটি স্বভাবতই বিস্তৃত বা উজ্জ্বল ; এই কারণে সে তদীয় প্রকাশ্য ঘটাদির সহিত সমানরূপ ধারণ করিয়া থাকে, যেমন, আলোক যখন রক্তবর্ণ বস্তুর প্রকাশ করিতে থাকে, তখন সেই রক্তাকার প্রকাশ্য বস্তুর সদৃশ—রক্তাকার ধারণ করে ; এবং যেমন, সবুজ নীল ও লোহিত বস্তুর প্রকাশ করিতে যায় সেই সেই বস্তুর সমানাকার প্রাপ্ত হয়, তেমনি আত্মাও বুদ্ধিকে প্রকাশ করিতে যায় বুদ্ধিদ্বারা আবার সমস্ত শরীরকেও প্রকাশ করিয়া থাকে ; পূর্বে মরকত মণির দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে । আত্মা এইরূপে প্রথমে

বুদ্ধির তুল্যাকারী প্রাপ্ত হয়, পরে সেই বুদ্ধির সহযোগে অপর সমস্ত বস্তুর সহিতও সমানাকার ধারণ করিয়া থাকে ; এই কারণেই শ্রুতি তাহাকে ‘সর্বময়’ বলিয়া নির্দেশ করিবেন । ১০৭

এই কারণেই মুক্তা হইতে যেকোন জীবিকা (গৰ্ভপত্র) পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করা যায়, আত্মজ্যোতিকে সেরূপ সর্বপদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া তাহার নিজস্ব জ্যোতিঃস্বরূপে প্রদর্শন করিতে পারা যায় না ; এইজন্ত সকল লোকে নামরূপগত সমস্ত ব্যাপার (ক্রিয়া প্রভৃতি) তাহাতে আরোপ করিয়া এবং জ্যোতির অর্থকেও নামরূপে আরোপ করিয়া, শেষে সাক্ষাৎ নাম ও রূপকেও আত্মজ্যোতিতে অধ্যারোপ করিয়া বারংবার মোহ প্রাপ্ত হয়—এটা আত্মা, ওটা আত্মা নয় ; এ সমস্ত আত্মার ধর্ম, না—এ সমস্ত তাহার ধর্ম নয় ; কর্তা, অকর্তা ; উদ্ধ, অনুদ্ধ ; বদ্ধ, মুক্ত ; স্থিত, গত, আগত ; অস্তি (আছে), নাস্তি (নাই), ইত্যাদি বাক্যে নিজ নিজ ব্যামোহ বিবৃত করিয়া থাকে ; এই জন্তই বলা হইতেছে যে, আত্মা সমান হইয়া—বুদ্ধিসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া উপস্থিত দেহেন্দ্রিয়াদিময় সংঘাতের পরিত্যাগ ও শরীরাস্তরের গ্রহণাদি ব্যাপার-পরম্পরাক্রমে উভয় লোকে—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-লোকে অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করিয়া থাকে । আত্মার যে, উভয় লোকে সঞ্চরণ, বুদ্ধিসাদৃশ্য-প্রাপ্তিই তাহার কারণ, কিন্তু উহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম নহে । ১১ ।

ফলতঃ নামরূপাত্মক উপাধির সহিত তাহার যে, ভ্রান্তিজ্ঞানিত সাম্যপ্রাপ্তি, তাহাই যে, সঞ্চরণের হেতু, কিন্তু স্বভাব নহে ; ইহাই ‘সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি’ কথায় ব্যক্ত করা হইতেছে । তাহার ঐক্যপ সঞ্চরণ যে, অনুভবসিদ্ধ, এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—যেহেতু আত্মা যেন ধ্যানই করে অর্থাৎ যেন ধ্যান-ব্যাপারই করিতেছে—চিন্তাই করিতেছে ; বুদ্ধিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিই ধ্যানাত্মক ক্রিয়া করে, আত্মা বুদ্ধিপ্রতিকলিত স্বীয় চৈতন্য দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করিতে বাইয়া নিজেও তৎ-সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া—যেন ‘ধ্যানই করিতেছে’ বলিয়া প্রতীত হয় ; পূর্বকথিত আলোকই ইহার দৃষ্টান্ত ; এই কারণেই লোকের ভ্রান্তি হইয়া থাকে যে, আত্মা যেন চিন্তা করিতেছে ; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু আত্মা কখনও ধ্যান বা চিন্তা করে না । এইরূপ মনে হয় যে, আত্মা যেন খুব চলিতেছে অর্থাৎ স্পন্দিত হইতেছে । উক্ত বুদ্ধি ও করচরণাদি যখন স্পন্দমান হইতে থাকে, তখন আত্মা সে সমুদয়কে প্রকাশ করিতে বাইয়া তাহাদের সাদৃশ্য লাভ করে ; এইজন্তই, যেন স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে স্পন্দন বা প্রচলিত হওয়া সেই আত্মজ্যোতির ধর্ম বা স্বভাব নহে। ১২ ।

ভাল, ইহা কিরূপে অবগুণ্ণ হইলে যে, আত্মার বুদ্ধাদি-সাম্যজনিত ভ্রান্তিই তাহার উভয় লোকে সঞ্চরণের হেতু, কিন্তু উহা তাহার স্বাভাবিক নহে। এই বিষয়টা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন যে, যেহেতু সেই আত্মা স্বপ্ন হইয়া বুদ্ধিসাম্যপ্রাপ্ত হওয়ার সেই বুদ্ধি বেরূপ হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি যে যে আকারে আকারিত হয়, এই পুরুষও যেন সেই সেই আকারেই আকারিত হয়। অতএব বুদ্ধিতে হইবে যে, এই বুদ্ধির যে সময় স্বপ্ন হয় অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা হয়, সে সময় ঐ পুরুষও স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়; বুদ্ধি যখন জাগরিত হইতে ইচ্ছা করে, তখন এই পুরুষও তাহাই করে; এই কারণে বলিতেছেন—স্বপ্ন হইয়া—যেহেতু বুদ্ধিগত স্বপ্নবৃত্তি প্রকাশ করিতে করিতে স্বপ্নবৃত্তির আকারে আকারিত হইয়া লৌকিক ও শাস্ত্রীয় দেহ-ক্লিয়সজ্জাতময় জাগ্রদবহার অতিক্রম করিয়া স্বীয় আত্মজ্যোতির সাহায্যে স্বপ্নময় বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রকাশ করত অবস্থান করে, সেই হেতু এই পুরুষ স্বভাবতই স্বপ্রকাশ, এবং প্রকৃতপক্ষে কর্ত্ত্ব, ক্রিয়া, কারক ও ফলের সহিত সম্বন্ধশূন্য বিশুদ্ধ; কেবল বুদ্ধিসাদৃশ্যই পুরুষের উভয় লোকে সঞ্চরণ-ভ্রান্তি সমুৎপাদন করিয়া থাকে। শ্রুতির ‘মৃত্যুরূপানি’ অর্থ—মৃত্যু অর্থ কর্ম্ম ও অবিজ্ঞা প্রভৃতি; মৃত্যুর অর্থ কোনও স্বাভাবিক রূপ নাই; কার্য্যকরণ-সমুদয়ই তাহার আশ্রয়; অতএব ঐ পুরুষ স্বপ্ন সময়ে ক্রিয়া ও তৎফলাশ্রয় ঐ সমস্ত মৃত্যুরূপ অতিক্রম করিয়া থাকে। ১৩ ।

[এখন বিজ্ঞানবাদী বোদ্ধের আপত্তি হইতেছে যে,] ভাল, বুদ্ধির অনুরূপ অপর কোন পদার্থই ত নাই, বাহাকে বুদ্ধি-প্রকাশক আত্মজ্যোতি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে? কারণ, যেমন এক বুদ্ধির সময় তদতিরিক্ত দ্বিতীয় বুদ্ধির অতিরিক্ত তাদৃশ অপর পদার্থও প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জানিতে পারা যায় না। আর যে, প্রকাশ্য ঘটাদি, ও তৎপ্রকাশক আলোক স্বরূপতঃ বিভিন্ন পদার্থ হইলেও পার্থক্য-প্রতীতি না হওয়ার দরুন, প্রকাশ্য ও প্রকাশকের সাদৃশ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেখানে হয় হউক, [কোন আপত্তি নাই]; কারণ, সেখানে ঘটাদি হইতে আলোকের পার্থক্য প্রতীতিসিদ্ধ; সুতরাং পরস্পর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদার্থ-দ্বয়েরই সাদৃশ্য হইতে পারে; কিন্তু এখানে ত আমরা সৈরূপ ঘটাদির অবভাসক আলোকের দ্বারা বুদ্ধির প্রকাশক অপর কোনও জ্যোতিঃপদার্থ প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি না; পরন্তু চৈতন্যাবভাসকরূপে বুদ্ধিই স্বাকার (চেতনাকার) ও বিষয়াকার দ্বিবিধ বৃত্তি দেখিতে পাইতেছি। অতএব অনুমান কিংবা

প্রত্যক্ষ দ্বারা যে, বুদ্ধির অবভাসক অতিরিক্ত কোনও জ্যোতির অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না, একথা সত্য নহে । ১৪ ।

আর দৃষ্টান্তরূপে যে, তৃতীয়রা বলিয়াছে—প্রকাশ্য-প্রকাশকভাবাপন্ন স্বরূপতঃ বিভিন্ন বস্তুাদি ও আলোক বস্তুসমূহ হইতে, তখনই তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য সজ্জাটিত হইয়া থাকে । বৃত্তিতে হইবে, সেখানেও আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা কেবল অভ্যুপগম মাত্র (১) ; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু অবভাস ঘটাদি ও তদবভাসক আলোকে পরস্পর ভিন্ন দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে ; ঘটাদি পদার্থগুলিই প্রকাশ্যত্বের আলোকস্বরূপ ; [প্রত্যেক ক্ষণেই] স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘটাদি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, [আবার পরক্ষণেই তাহাদের বিনাশ হইয়া যায় ।] একমাত্র বিজ্ঞানই আলোকসমন্বিত ঘটাদি বিবরাকারে প্রকাশ পাইতে থাকে । ইহাই যখন সিদ্ধান্ত, তখন আর বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন প্রকার বাহ্য দৃষ্টান্তও সম্ভব হয় না ; কেন না, দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই এক-মাত্র বিজ্ঞানাত্মক বা বুদ্ধিবিজ্ঞানের পরিণতি ; অতএব একই বিজ্ঞানের গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবরূপ মূল পরিকল্পনা, তাহারই আবার পরিণতি (নির্বিবয়ত্ব) করিয়া করা হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন, সেই বিজ্ঞানই গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব হইতে নিষ্কৃতির পর স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণিকরূপে—প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-ধ্বংসশীল হইয়া অবস্থান করিতে থাকে ; কেহ কেহ আবার ক্ষণিক বিজ্ঞানেরও প্রশমন ইচ্ছা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ অপর সম্প্রদায় (মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ) বলিয়া থাকেন যে, অবিজ্ঞাত্মক সেই বিজ্ঞানও গ্রাহ্যগ্রাহকভাবরহিত হইয়া বাহ্য-বস্তুর দ্বারা শূণ্যে পর্যাবসিত হয়, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না (২) ॥ ১৫

(১) তাৎপৰ্য্য—অভ্যুপগমবাদ অর্থ—যাহা নিজের অভিমত নয়, এক্ষণ পরকীয় সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়া । দর্শনশাস্ত্রে এক্ষণ অভ্যুপগমবাদের যথেষ্ট ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । অভ্যুপগমবাদদ্বারা পরের কথা স্বীকার করিলেও তাহা স্বসম্মত বলিয়া গণ্য নহে ; সুতরাং সাদৃশ্য সজ্জাটনের কথায় এখন আপত্তি করা দোষাবহ হয় নাই ।

(২) তাৎপৰ্য্য—বৌদ্ধমত অনেক ভাগে বিভক্ত ; তন্মধ্যে এখানে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের আপত্তি প্রথমে উত্থাপন করা হইয়াছে । পরে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের কথাও বলা হইয়াছে । বিজ্ঞানবাদীরা বলেন—বাহিরে দৃশ্যমান কোন পদার্থই সত্য নহে ; আন্তর বুদ্ধিবিজ্ঞানই একমাত্র সত্য ; সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানই অবিজ্ঞানবশতঃ বাহিরে পৃথক বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে ; কিন্তু বিজ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই ; তথাপি অবিজ্ঞানপ্রভাবে গ্রাহক বিজ্ঞান ও তাহার গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য বোধ হইয়া থাকে । এই বাহ্য বিষয়াকারও পরিণামে শূণ্যাকারে পর্যাবসিত হইয়া যায় ; শূণ্যই আত্মার বর্ধাৎ তদ্বৎ ।

[এখন প্রতিপক্ষের আপত্তির উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—] উপরে যে সমস্ত কল্পনাগোশল প্রদর্শিত হইল, সে সমস্তই বুদ্ধি-প্রকাশের অতিরিক্ত আত্ম-জ্যোতির অপব্যাপ করে বলিয়া, নিশ্চয়ই বেদবিহিত এই মোক্ষমার্গের প্রতিকূল। তন্মধ্যে যাহারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, এখন প্রথমে তাহাদের মতবাদ নিরাস করা হইতেছে—ঘটাদি পদার্থগুলি যখন অন্ধকারে অবস্থিতি করে, তখন আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না ; পরন্তু দীপাদি আলোক-সংযোগেই সেই ঘটাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্বত্রই যখন এই নিয়ম দেখা যায়, তখন ঘটাদি পদার্থকে নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ বলা যাইতে পারে না ; অতএব আলোক ও ঘট সংশ্লিষ্ট বা সম্মিলিত অবস্থায়ও পরস্পর পৃথক পদার্থই বটে। বিশেষতঃ যখনই আলোকের সঙ্ঘিষ্ট ঘটের সংযোগ ঘটে, তখনই রজ্জু ও ঘটের বৈরূপ স্ফীর্ণতা, সেইরূপ উহাদেরও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় ; [কিন্তু অভিন্ন হইলে কখনই একরূপ হইত না।] আলোক যখন ঘট হইতে পৃথক বস্তু, তখন উহার পৃথক পদার্থাবতাসকত্বও সিদ্ধ হইল ; বিশেষতঃ নিজে ত নিজকে কখনই প্রকাশ করিতে পারে না ; [তাহা হইলে কর্মকর্তৃবিরোধ উপস্থিত হয়]। ১৬।

• ভাল, দেখা যায়—প্রদীপ ত আপনাকেও প্রকাশ করিয়া থাকে ;—ঘটাদি দর্শনের জন্ত যেমন আলোকের আবশ্যক হয়, প্রদীপ-দর্শনের জন্ত ত সেরূপ কেহ কখনও অন্য আলোকের অপেক্ষা করে না ; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রদীপ নিজকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। না—একথাও হইতে পারে না ; কারণ, ইহাতেও প্রদীপের অবত্যাগত্বাংশের কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না,—প্রদীপ যদিও প্রকাশস্বভাব বলিয়া অস্ত্রের অবতাসক হট্টক, তথাপি ঘটাদির ত্রায় প্রদীপও যে, অতিরিক্ত চৈতন্যবতন্ত্র, এ অংশে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। এইরূপই যখন ব্যবস্থা, তখন আলোকেরও ব্যতিরিক্তাবতন্ত্র স্বীকার্য। ভাল কথা, ঘটাদি পদার্থ-গুলি যদিও চৈতন্য-প্রকাশ হউক, তথাপি তাহারা অতিরিক্ত আলোকের অপেক্ষা করে, কিন্তু দীপ তাহা করে না ; সুতরাং প্রদীপ বস্তুটি চৈতন্য-প্রকাশ হইলেও, সে যে আপনাকে ও ঘটাদি অপর বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকে, [ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে]। ১৭।

না—একথাও হইতে পারে না ; কারণ, এখানে স্বতঃ বা পরতঃ প্রকাশ স্বীকার করিলেও কোন বিশেষ নাই—ঘট যেমন চৈতন্য-প্রকাশ, তেমনি আলোকও যে, চৈতন্য-প্রকাশ, এই অংশ সমানই রহিল ; [সুতরাং প্রদীপ নিজকে প্রকাশ করে, বলিলেও তাহার চৈতন্য-প্রকাশ্যত্ব ব্যাহত হয় না]।

আর প্রদীপ যে, আপনাকে ও ঘটকে প্রকাশ করিয়া থাকে—বলা হইয়াছে, তাহাও উত্তম কথা নহে; কারণ? সে যদি আপনাকেও প্রকাশ করিত, [বল দেখি,] তাহা হইলে প্রদীপ যে সময়ে আপনাকে প্রকাশ না করে, সে সময় তাহার ক্ষিরূপ রূপ থাকিতে পারে?—সে সময়ে [যে সময় আপনাকে প্রকাশ না করে, সে সময়] তাহাতে স্বতঃ কিংবা পরতঃ কিছুমাত্র বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহার কারণ এই যে, সেই পদার্থই অবভাস্ত বা প্রকাশ্য হইয়া থাকে, প্রকাশক পদার্থের সন্নিধানে ও অসন্নিধান বাহার কোনপ্রকার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; অথচ প্রদীপের পক্ষে সেই প্রদীপেরই সান্নিধ্য বা অসান্নিধ্য কখনই কল্পনা করা বাইতে পারে না। যখন প্রদীপের স্বরূপগত কিছুমাত্র বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন তুমি যে, বলিতেছ—‘প্রদীপ আপনাকে প্রকাশ করে,’ একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ১৮

বিশেষতঃ ঘটাদি পদার্থসমূহ যেরূপ চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, বুদ্ধি-বিজ্ঞানও ঠিক সেইরূপই চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; সুতরাং একই বুদ্ধি-বিজ্ঞানের গ্রাহ-গ্রাহকভাব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে যে, প্রদীপের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহাত দৃষ্টান্তই নহে; অতএব আত্মা পদার্থের জ্ঞান বুদ্ধিবিজ্ঞানেরও চৈতন্যভাব তুল্য। বুদ্ধি-বিজ্ঞান যদি চৈতন্যদ্বারাই প্রকাশ হয়, তাহা হইলেও, [জিজ্ঞাসা করি—] গ্রাহ-বিজ্ঞানই চৈতন্যগ্রাহ? কিংবা গ্রাহক বিজ্ঞান?—ইত্যাদি সংশয়স্থলে, ব্যবহার-সিদ্ধ নিয়মেরই অনুসরণ করিতে হইবে, কিন্তু ব্যবহার-বিরুদ্ধ কল্পনা করা কখনই সঙ্গত হইবে না; তাহা হইলে, বাহ্য প্রদীপাদি পদার্থকে যেরূপ তদতিরিক্ত অপর পদার্থ (চৈতন্য) দ্বারা প্রকাশিত হইতে দেখা গিয়াছে, তদ্রূপ বিজ্ঞান যখন চৈতন্যগ্রাহ্যই বটে, তখন তাহা প্রকাশ-স্বভাব সম্পন্ন হইলেও, প্রদীপের জ্ঞান সেই বিজ্ঞানেরও চৈতন্য-গ্রাহ্য কল্পনা করাই যুক্তিবৃত্ত; কিন্তু অনন্ত-গ্রাহ্যতা (স্বপ্রকাশকতা) কল্পনা করা কখনই যুক্তিসম্মত হয় না (১)। বিজ্ঞান

(১) তাৎপৰ্য্য—ঘটাদি বাহ্যবস্তুরাই বুদ্ধিগ্রাহ্য; বুদ্ধি ও ঘটাদি পদার্থ এক নহে—
বস্তুতঃ ইহা হইতে এইরূপ একটা নিয়ম নির্ধারণ করা বাইতে পারে যে, যতকিছু গ্রাহ্য পদার্থ আছে, সে সমুদয়ই অতিরিক্ত পদার্থদ্বারা গৃহীত বা প্রকাশিত হয়; আন্তর্য বুদ্ধি-বিজ্ঞানও অন্তঃস্বের বিরোধীভূত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাও গ্রাহ্য-প্রদীপভূত; অতএব তাহাও নিশ্চয়ই বিজ্ঞানতিরিক্ত কোনও পদার্থের প্রকাশ্য হইবে; বাহ্য সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানের প্রকাশক, তাহাই চৈতন্য জ্যোতিঃ—আত্মা। ইহা দ্বারা—বিজ্ঞানবাদী বোধ যে, বুদ্ধি-

যেমন গ্রাহ্য, ঘটাদি হইতে স্বতন্ত্র, তদ্রূপ স্বয়ং বিজ্ঞানও তদতিরিক্ত বাহার সাহায্যে গৃহীত হয়, তাহাই বিজ্ঞানের অতিরিক্ত আত্মস্বরূপ জ্যোতিঃ। ভাল কথা, [ঘটাদি-গ্রাহক বুদ্ধিবিজ্ঞানও যদি তদতিরিক্ত চৈতন্য-গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে ত অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয় ? না, সে দোষ এখানে হয় না ; কেন না ; আমরা যুক্তি অনুসারে, বুদ্ধি-বিজ্ঞানের গ্রাহ্যতাকেই কেবল তদগ্রাহক 'অতিরিক্ত বস্তু-সত্তার (চৈতন্যসত্তার) অনুমাপক হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছি'। প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু, তাহা যে, কেবলই গ্রাহক, কিংবা তাহারও অপর কোন গ্রাহক থাকিতে পারে, এ বিষয়ে কখনও কোন প্রকার হেতুর উদ্ভাবনা করা হয় নাই ; কাজেই যে সম্বন্ধে অনবস্থা দোষ আসিতে পারে না (১) । ১২

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, বিজ্ঞান যদি তদতিরিক্ত চৈতন্য দ্বারাই গৃহীত হয়, তাহা হইলে, উৎপ্রকাশনের জন্তও আবার অপর কোনও করণ বা সহায়ের আবশ্যক হইতে পারে ; অপর কোন করণের অপেক্ষা থাকিলেই, পুনশ্চ সেই অনবস্থা দোষেরই সম্ভাবনা হইয়া পড়ে । না—এ পক্ষে অনবস্থা দোষ হয় না ; কারণ ? যেহেতু—একরূপ কোন নিয়ম নাই—অর্থাৎ একরূপ কোনও অব্যভিচারী নিয়ম নাই যে, যেখানেই এক বস্তু অপর বস্তু দ্বারা গৃহীত বা প্রকাশিত হয়, সেখানেই গ্রাহ্য ও গ্রাহকের অতিরিক্ত কোন করণ থাকিবেই থাকিবে ; বিশেষতঃ ওরূপ অব্যভিচারী নিয়ম করাও সম্ভবপর হয় না ; কারণ, বস্তু-স্বভাব বিচিত্রাকার, ঐকরূপ নহে । কিপ্রকার ? দেখ, ঘট একটা বস্তু, সে আপনার অতিরিক্ত আত্মা (জীব) দ্বারা প্রকাশিত হয় ; সে স্থলে গ্রাহ্য ঘট ও তদগ্রাহক আত্মা, এতদ্বয়ের অতিরিক্ত প্রদীপাদি আলোক হয়—তাহার করণ (দর্শনের উপায়) ;

বিজ্ঞানের স্বপ্রকাশন স্বীকার করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়া আত্মচৈতন্য জ্যোতির অসম্ভাবের আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহা খণ্ডিত হইল ।

(১) : তাৎপর্য—ঘটাদি বাহ্য পদার্থের প্রকাশক বুদ্ধিবিজ্ঞানও যদি তদতিরিক্ত আত্ম-চৈতন্য দ্বারা প্রকাশ হয়, তাহা হইলে, আত্ম-চৈতন্য-প্রকাশের জন্তও আবার অপর জ্যোতির সম্ভাব কল্পনা করা আবশ্যক হয় ; এইরূপে তাহার প্রকাশক, তাহার প্রকাশক—ইত্যাকার অনবস্থাদোষ আসিতে পারে । তদন্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, আমরা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত-বলে, তদগ্রাহক বা বুদ্ধি-প্রকাশক ও বুদ্ধি যে, এক পদার্থ নহে, ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্তই বুদ্ধিবিজ্ঞানের গ্রাহ্যতাকে হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছি ; কিন্তু সেখানে আমরা এমন কোনও কথাই বলি নাই যে, চৈতন্য জ্যোতিঃ কেবলই প্রকাশক, অথবা তাহারও গ্রাহক অপর পদার্থ আছে—ইত্যাদি ; কাজেই ঐ কথার পূর্বোক্ত অনবস্থা দোষ ঘটিতে পারে না ।

প্রদীপাদি আলোক ত কখনই ঘট্টের অংশও নয়, কিংবা চক্ষুরও অংশ নয় ; সেই প্রদীপও আবার ঘটাঙ্গিরই মত চক্ষুগ্রাহ্য ; কিন্তু চক্ষুঃ প্রদীপপ্রকাশনের জন্য আলোকস্থলবর্তী প্রদীপাতিরিক্ত অপর কোনও বাহ্য করণ বা সহায়ের অপেক্ষা করে না ; অতএব কখনই একপ নিয়ম করা যাইতে পারে না যে, যেখানে যেখানে কোন বস্তু অতিরিক্ত পদার্থের গ্রাহ্য হইবে, সেই সেই স্থলে নিশ্চয়ই একটা অতিরিক্ত করণ থাকিবেই থাকিবে। অতএব বিজ্ঞান স্বতন্ত্র গ্রাহকের গ্রাহ্য হইলেও, সে স্থলে করণাপেক্ষায় কিংবা অতিরিক্ত গ্রাহ্যকাপেক্ষায় অনবস্থা-দোষের সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না ; সুতরাং বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত আত্মজ্যোতির অস্তিত্বই প্রমাণিত হইল । ২০

[অতঃপর বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—]
ভাল, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত ঘট বা প্রদীপাদি নামে ত কোন পদার্থই নাই, অর্থাৎ বাহিরে ঘট বা প্রদীপাদি বলিয়া যে সমস্ত পদার্থ অল্পভূতি হয়, সে সমুদয় বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে ; বুদ্ধিবিজ্ঞানই বাহ্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র । জগতে দেখিতে পাওয়া যায়—যাহার অভাবে যাহার প্রতীতি হয় না, তাহা তৎ-স্বরূপই বটে ; যেমন স্বপ্নজ্ঞান-দৃশ্য ঘট-পটাদি পদার্থ । স্বপ্নদৃশ্যঘট ও প্রদীপাদি পদার্থগুলি যেমন কেবলই তৎকালীন বিজ্ঞানের পরিণাম, স্বপ্নবিজ্ঞানের অতিরিক্ত উহাদের সম্ভাপ্রতীতি হয় না, তেমনি জাগরণসময়েও ঘট ও প্রদীপাদি যে সমস্ত বস্তু প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয়, জাগ্রৎ-বিজ্ঞান ব্যতীত অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতীতি হয় না বলিয়া, উহারাও জাগ্রৎ-বিজ্ঞান-স্বরূপই বটে, তদতিরিক্ত নহে ; অতএব বহির্দৃশ্য ঘট ও প্রদীপাদি বলিয়া কোন পদার্থই সত্য নহে ; একমাত্র বিজ্ঞানই (বুদ্ধিবৃত্তিই) সর্বময় । এই বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের উপর যে, বলা হইয়াছে—ঘটাঙ্গির ত্রায় বিজ্ঞানও যখন স্বতন্ত্র-প্রকাশ, অর্থাৎ ঘটাঙ্গি যেমন প্রদীপাদি অল্প বস্তু দ্বারা প্রকাশিত হয়, তেমনি বিজ্ঞানও অপর পদার্থের প্রকাশ হইবে ; সুতরাং বিজ্ঞানকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তদতিরিক্ত অল্প একটা জ্যোতির অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । না, একথাও যুক্তিসংগত নহে ; কারণ, সমস্তই যদি বিজ্ঞানাত্মক হয়—তদতিরিক্ত কোন বস্তুই, না থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞানের পর-প্রকাশের বিষয়ে দৃষ্টান্ত কোথায় ? । ২১

[এতদ্বস্তুরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—] না—তোমার একথা সঙ্গত হয় না ; কারণ, তুমি ত একেবারেই বাহ্য পদার্থ অস্বীকার করিতেছ না ; ইহা আমি ত একেবারেই বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছি ; না—তুমি সে কথা

বলিতে পার না ; কেন না, বিজ্ঞান, ঋত ও প্রদীপ ইত্যাদি শব্দ ও অর্থভেদেব জহ যতটুকু আবশ্যক, অন্ততঃ তোমাকে ততটুকুও বিজ্ঞানতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে । যদি বিজ্ঞানতিরিক্ত বস্তুই না থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞান, ঘট ও পট—ইত্যাদি শব্দগুলি পর্যায় (একার্থক) শব্দমধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে । এইরূপ, ফল ও ফলসাধন এক হইলে (বিজ্ঞানাত্মক হইলে) তোমাদের মাধ্য (ফল) ও সাধনের বিভাগ-প্রদর্শক শাস্ত্রগুলিও নিরর্থক হইয়া পড়ে, অথবা ঐ সমস্ত শাস্ত্রকর্তাদিগেব অজ্ঞতাও সম্ভাবিত হয় ; [অতএব বিজ্ঞানতিরিক্ত বস্তু নাই, একথা বলিতে পার না] । ২২

আরো এক কথা, বিজ্ঞানের অতিবিক্ত বাদি-প্রতিবাদীর বাদ (আলোচনা-বিশেষ) ও তাহার দোষ প্রদর্শনের ব্যবস্থা স্বীকার করাতেও [বিজ্ঞানকে আত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে] ; কেন না, শুধু আত্ম-বিজ্ঞানকেই বাদী ও প্রতিবাদী এবং তাহাদের বাদকথা বা দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না ; কারণ, প্রতিবাদী প্রভৃতির পক্ষে তাদৃশ বাদদোষ অপ-নয়ন করিতে হয় ; অথচ কেহই আপনাকে (বিজ্ঞানকে) আপনার প্রত্যাখ্যান-কোণ্য বলিয়া স্বীকার করে না, বা করিতে পারে না ; তাহা হইলে জগতে লোক ব্যবহারই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে । আর এ কথাও কেহ স্বীকার করে না যে, প্রতিবাদী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ কেবল নিজেই নিজকে বাদ-প্রতিবাদরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে ; কেন না, হাজারি বাদ-প্রতিবাদে নিযুক্ত থাকে, তাহাদের বাদ-প্রতিবাদ ভাবকে, অপরেও গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহা [তোমারও] স্বীকার্য ; অতএব জাগ্রৎকালীন বস্তুসমূহ যে, জাগ্রৎবস্তু বলিয়াই, তদতিরিক্ত বস্তুর (বিজ্ঞানের) বিষয়ীভূত হয়, এবিষয়ে দৃষ্টান্তও স্মলভ—সহজেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—যেমন আপনার বিজ্ঞানপ্রবাহ, এবং যেমন অপরের বিজ্ঞান (১) । অতএব উল্লিখিত বিজ্ঞানবাদীও বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত জ্যোতির স্তুতিস্ব প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না । ২৩

(১) তাৎপর্য—বস্তুমাত্রই অপর বস্তুর বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, এই নিয়মামুসারে যদিও জাগ্রৎস্থবছার যে সমস্ত বস্তু দৃষ্টগোচর হইয়া থাকে, সে সমস্তও অপর কোনও বস্তুর প্রেকাশ হইতে পারে, কিন্তু জাগ্রৎকালীন কোন বিষয়ই গ্রাহ্য হইতে পারে না, বিজ্ঞানপ্রবাহ বা এক একটা বিজ্ঞানকে ইহার দৃষ্টান্তরূপে ধরিতে পারা যায় । একটা বিজ্ঞানপ্রবাহ যেমন তদতি-রিক্ত বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে, তেমনি ঐতিহ্যিক বিজ্ঞানই অতিরিক্ত বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে । সেই যে অতিরিক্ত বিজ্ঞান, তাহাই আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ, তাহা হইতে ভিন্ন নহে ।

যদি বল, স্বপ্নসময়ে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় উক্ত সিদ্ধান্ত
যুক্তিবৃত্ত হইতে পারে না ; না—সে কথাও বলিতে পার না ; কেন না, ~~সেই~~ হু
অভাব হইতেও ভাব-শব্দার্থের (তৎকালীন দৃশ্য পদার্থের) বিজ্ঞানাতিরিক্ত
বস্তুক বসিদ্ধ হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নকালীন ঘটাদি-বিজ্ঞানের
অর্থাৎ ঘটাদি বস্তুরূপে প্রকাশমান বুদ্ধিবিজ্ঞানের যে, ভাবরূপতা (বস্তুত্ব), তাহা ত
তুমিই স্বীকার করিয়াছ । অগ্রে তাহা স্বীকার করিয়া এখন আবার বিজ্ঞানাতি-
রিক্ত ঘটাদির অসম্ভাব বলিতেছ ; [সূত্রাৎ তোমার কথা স্বোক্তি-বিরুদ্ধ হই-
তেছে] † বুদ্ধিবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত ঘটাদি বিষয়সমূহ যদি অবস্তা—অভাবই হয়,
অথবা যদি ভাবস্বরূপই হয়, উভয় পক্ষেই উহাদের ভাবরূপতাই স্বীকার করা
হয় ; তাহার বাধক যখন কোন যুক্তি প্রমাণ নাই, তখন পূর্বস্বীকৃত ভাবরূপত্ব
কিছুতেই বারণ করিতে পার না । এই কথায় সর্বশূন্যবাদও খণ্ডিত হইল ;
এবং মীমাংসকেরা যে, বলেন—আম্মা অহমাকারেই গ্রাহ্য হইয়া থাকে ; তাহাদের
সে কথাও উক্ত যুক্তিতেই নিরস্ত হইল । ২৪

আরও যে, বলা হইয়াছে—আলোকসংযোগে নূতন নূতন ঘট উৎপন্ন হইয়া
পাকে ; সে কথাও উত্তম কথা নহে ; কারণ, পূর্বদৃষ্ট ঘটাদি-বস্তুকে সময়ান্তরে
দেখিলেও ‘ইহা সেই ঘটই বটে’ এইরূপই প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে ; [কিন্তু
প্রতিক্ষেপে নূতন নূতন ঘটের উৎপত্তি ও ধ্বংস স্বীকার করিলে উক্ত প্রকার
প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না] । যদি বল, ছেদনের পর পুনরুৎপত্তি কেশ নথ
প্রভৃতিতে যেরূপ সাদৃশ্যমূলক প্রত্যভিজ্ঞা বা অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে,
ঘটাদির প্রত্যভিজ্ঞাও সেইরূপ ; না—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ,
কেশ-নখাদিরও ক্ষণিকত্ব অসিদ্ধ, অর্থাৎ কেশ-নখাদিও যে, ক্ষণিক বস্তু, তাহা ত
কোন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই ; সূত্রাৎ সে সমুদয় তোমার ক্ষণিক-বাদের
অনুকূল দৃষ্টান্ত হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, জাতিগত একত্বই উহাদের প্রত্য-
ভিজ্ঞার কারণ ; অর্থাৎ প্রথমতঃ কেশ-নখাদি ক্ষণিকই নহে, দ্বিতীয়তঃ ছিন্ন
কেশ ও উৎপন্ন কেশ উভয়ই যখন একজাতীয়, তখন সেই জাতিগত একত্ব ধরিয়া
কেশ-নখাদির প্রত্যভিজ্ঞা-বাবহার বিরুদ্ধ হয় না ; সূত্রাৎ তদ্বিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা
জ্ঞান নিশ্চয়ই অপ্রাপ্ত ; কেন না, পূর্বদৃষ্ট কেশ-নখাদি উৎপত্তির পর পুনরুৎপন্ন
প্রত্যক্ষগোচর হইলে, উহাদের সম্বন্ধে, ‘ইহা সেই কেশ ও সেই নখই বটে’
এইরূপ যে, প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান জন্মে,—ঐ সমস্ত কেশ বা নথ তাহার কারণ নহে,
[পরন্তু কেশত্ব ও নথত্ব জাতিই তাহার কারণ] । দীর্ঘকাল পরে, পূর্বদৃষ্টায়ুস্বরূপ

কেশ-নখাদি দৃষ্টিগোচর হইলে, লোকের এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে যে, 'এই কেশ ও নখসমূহ, সেই পূর্বদৃষ্ট কেশ-নখাদিনই তুল্য, কিন্তু 'ইহারাই সেই কেশ নখাদি' এরূপ প্রতীতি কর্তৃকবো-কখনও হয় না ; অথচ ঘটাদির স্থলে 'ইহা সেই ঘটাদিই বটে' এইরূপ অভেদ প্রতীতি (প্রত্যভিজ্ঞা) সমানভাবে সঙ্গলোপই হইয়া থাকে ; অতএব কেশ-নখাদিব দৃষ্টান্ত ঠিক ক্ষণিকবাদেব অনুকূল হই-তেছে না । ২৫

অগিচ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বাৰা বস্তুব অভেদ-প্রত্যভিজ্ঞান সম্ভবে, কখনই 'তাহাব' ভেদগ্রাহক অনুমান করা যাইতে পারে না ; কাৰণ, প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ স্থলে অন্ত-মানেব জগৎ, যে হেতুব প্রবোগ করা হয়, বাস্তবিক পক্ষে তাহা নির্দোষ হেতু নহে—উহা হেতুভাস মাত্র । তাহার পর, জ্ঞান নিজে যখন ক্ষণিক, তখন অদ্বিষয় সাদৃশ্য প্রতীতিও হইতে পাবে না ; কারণ, একই বস্তুদর্শী ব্যক্তি যদি ক্ষণান্তরে তদুল্য অপব বস্তু দর্শন কবে, তখনই তাহাব সাদৃশ্য প্রতীতি হইয়া থাকে ; কিন্তু তোমাব মতে বিজ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন পূর্ববস্তুদর্শী (বিজ্ঞান) ব্যক্তি ত পবক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে পারে না, একবার একটী বস্তু দর্শন করিয়াই ক্ষণিক বিজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং পূর্বের সহিত তুলনা করিবে কে ? 'ইদং তেন সদৃশম্'—'ইহা তাহার সদৃশ' এইরূপ প্রতীতির নাম সাদৃশ্য প্রতীতি ; তন্মধ্যে 'তেন' পদে হইতেছে পূর্বানুভূতব স্বৰণ, আব 'ইদম্' পদে হইতেছে—দৃশ্যমান বস্তুব বর্তমানত্ব প্রতীতি ; এখন 'তেন' বলিবা অতীত-কালীন বস্তুর স্মরণ করিয়া যদি 'ইদম্'—বর্তমানত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত [বুদ্ধি-বিজ্ঞান] বিদ্যমান থাকে—স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার ক্ষণিক-বিজ্ঞান-বাদই ব্যাহত হইয়া যায় । ২৬

আর যদি বল, শুধু 'তেন' জ্ঞানমাত্রই স্মরণ জ্ঞান ; বর্তমানত্ববোধক 'ইদম্' জ্ঞানটী তাহা হইতে স্বতন্ত্র ; একথা বলিলেও, পূর্বাপরকালীন বিভিন্নবস্তুদর্শী এক জন কৰ্ত্তা না থাকিব 'ইহা অমকের সদৃশ' এইরূপ সাদৃশ্যবোধ হইতে পাবে না । বিশেষতঃ [তোমার মতে] সাদৃশ্য-ব্যবহারই সঙ্গত হয় না ; ক্ষণিক বিজ্ঞান যখন দর্শনযোগ্য বস্তুর দর্শনমাত্রেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন 'আমি ইহা দেখিতেছি, অমুকটা দেখিয়াছি' ইত্যাদি ব্যবহারেও (পূর্বাপর পরামর্শেরও) উপপত্তি থাকে না । কারণ, পূর্বদ্রষ্টা বিজ্ঞান উক্তপ্রকার শব্দ-ব্যবহার সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে না ; আর যদি বল, ততক্ষণ পর্য্যন্তই বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্ষণিকবাদ প্রমাণ পায় না । যদি বল, যে বিজ্ঞান দেখে নাই, সেই বিজ্ঞা-

নেরই একরূপ শব্দ-ব্যবহার ও সাদৃশ্য প্রতীতি হইয়া থাকে ; তাহা হইলে ত, অঙ্কের রূপবিশেষ জ্ঞানের জ্ঞান এই সাদৃশ্যাদি ব্যবহার এবং তোমাদের সমস্ত বুদ্ধদেবকর্তৃক প্রণীত শাস্ত্রপ্রভৃতি সমস্তই ‘অমুকপক্ষার্থা’ রূপে পরিগণিত হইয়া পড়ে ; অথচ তোমরা ত তাহা স্বীকার কর না । তাহার পর, ক্ষণভঙ্গবাদে (ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে) যে, কৃতনাশ ও অকৃত-সমাগমনামক দুইটা দোষ উপস্থিত হয়, তাহা ত সুপ্রসিদ্ধই আছে । ২৭

• ‘স্বদি’ বল, শৃঙ্খল যেমন অনেকাবয়ববিশিষ্ট হইয়াও একত্ব-প্রতীতির বিষয় হয়, তেমনি পূর্বপশ্চাদ্ভাব্যে যে সমুদয় প্রত্যয় বা বুদ্ধিবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে সমুদয়ের সহিত সম্মিলিত একটি মাত্র প্রত্যয়ই ‘ইহা এক, অমুক এক’ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া থাকে ; এবং সেই একত্ব প্রত্যয়ের বৈলেই ‘ইহা অমুকের সদৃশ’ এইরূপ সাদৃশ্য-ব্যবহার হইয়া থাকে । না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, বর্তমান ও অতীত বস্তুদ্বয় স্বভাবতই বিভিন্নকালবর্তী ; তন্মধ্যে একটা বর্তমান—যাহা শৃঙ্খলের অবয়ব-স্থানবর্তী, আর অপর প্রত্যয়টা অতীত ; ঐ উভয় প্রত্যয়ই ভিন্নকালস্থায়ী । এখন ঐ উভয়বিধ প্রতীতির যাহা বিষয়, উক্ত শৃঙ্খল-প্রত্যয় যদি তাহাকেই অবগাহন করে, তাহা হইলে ঐ বিজ্ঞান ক্ষণদ্বয়-ব্যাপক হওয়ার পুনশ্চ তোমার অভিমত ক্ষণিকবাদের ব্যাঘাত ঘটিল ; অধিকন্তু ‘তোমার, আমার’ ইত্যাদি বিশেষ ব্যবহারের অনুপপত্তি নিবন্ধন লৌকিক সমস্ত ব্যবহার ও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল । ২৮

বিশেষতঃ সমস্ত বস্তুই যদি স্বসংবেগ স্বীয় বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াও বিজ্ঞানাত্মক হয়, তাহা হইলে, বিজ্ঞানকে যখন স্বভাবস্বচ্ছ প্রকাশমাত্র স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন, তদর্শী অণু কেহ না থাকায় তোমার অভিমত যে, অনিত্যত্ব, দুঃখশূন্যত্ব ও অনেকরূপত্ব প্রভৃতি নানাবিধ কল্পনা, সে সমস্তও কিছুতেই উপপন্ন হয় না । বলিতে পার, দাড়িম ফল যেরূপ অনেকাংশবিশিষ্ট হইয়াও একত্ব-প্রতীতির বিষয় হয়, তদ্রূপ বিজ্ঞানও বিরুদ্ধ অনেকাংশবিশিষ্ট হইয়াও একত্ব প্রতীতির বিষয় হইতে পারে ; না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, [তোমাদের মতে] বিজ্ঞান পদার্থটি হইতেছে স্বচ্ছ প্রতীতিমাত্রস্বরূপ । [সুতরাং তাহার সম্বন্ধে অনেকাংশ কল্পনা হইতেই পারে না] । তাহার পর, অনিত্য দুঃখাদিকেও বিজ্ঞানেরই অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে, দুঃখাদি বিষয়সমূহও যখন অনুভূতির বিষয়, তখন দুঃখাদি বিষয়কেও বিজ্ঞানাত্মক বলিয়া স্বীকার করাই আবশ্যক হইতেছে । যদি বল, অনিত্য

হঃখাদিহি বিজ্ঞানেনু স্বরূপ ; তাহা হইলেও, সেই হঃখাদির অভাবে বিজ্ঞানের বিপ্লব কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে না ; কেন না, যে সমস্ত মল বা দোষ সংযোগী (অধ্যভাবিক—আগন্তুক), সেই সমুদয় মলের বিয়োগেই বস্তুর বিশুদ্ধি সিদ্ধ হইয়া থাকে, [তেমনি] ; কিন্তু যাহা যাহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, তাহার সহিত কখনও তাহার বিয়োগ হইতে পারে না, এবং কৃত্রাপি সেরূপ দেখিতেও পাওয়া যায় না ; স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশ ও উচ্চতারহিত অগ্নি কোথাও কাহারো দৃষ্টিগোচর হয় নাই এবং হইবেও না । তবে যে, অগ্নি দ্রব্যের সংযোগে পুষ্পের স্বভাবসিদ্ধ লৌহিত্যাदि গুণের বিয়োগ (বিপর্যয়) দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেও ক্রীসমস্ত গুণ সংযোগজন্ত বলিয়াই অল্পমিত হইয়া থাকে ; কেন না, দেখিতে পাওয়া যায়,— দ্রব্যবিশেষ দ্বারা ভাবনা দিলে পুষ্প ও ফলে অগ্নিপ্রকার গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কাজেই বলিতে হইবে যে, উক্ত কণিকবাদে বিজ্ঞানের বিশুদ্ধি কল্পনা রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না । ২৯

তাহার পর, তোমরা যে, বিষয়-বিষয়িভাবে প্রতিভাসমান বিজ্ঞানের অস-
ত্যতা-প্রতীতিকেই বিজ্ঞান-মল বলিয়া কল্পনা করিয়া থাক ; [বিজ্ঞানাতিরিক্ত
পদার্থ না থাকায়] বিজ্ঞানের সহিত অপরের সম্বন্ধ সম্ভাবনা না হওয়ায় তাহাও
উপপন্ন হয় না ; যাহা অবিদ্যমান—অসত্য, তাহার সহিত বিদ্যমান সত্য পদ-
ার্থে সম্বন্ধ হইতেই পারে না । যদি অগ্নি পদার্থের সহিত সম্বন্ধেরই সম্ভাবনা না
রহিল, তবে, যাহার যেরূপ ধর্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তাহাই স্বাভাবিক
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; সুতরাং অগ্নির উচ্চতা ও আদিত্যের প্রকাশ
ধর্ম যেরূপ কল্পনা কালেও অগ্নি ও আদিত্য হইতে বিযুক্ত হয় না, তদ্রূপ বিজ্ঞা-
নেরও ঐ স্বাভাবিক ধর্মের বিয়োগ হওয়া কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না ;
অতএব তোমাদের যে, আগন্তুক বস্তুসম্বন্ধবশতঃ বিজ্ঞানের মালিন্য ও তাহার
বিয়োগরূপ বিশুদ্ধি কল্পনা, বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাহা অপ্রামাণিক ‘অন্ধ-
পরম্পরা’ ভিন্ন আর কিছুই নহে । ৩০

ইহার উপর, তাহারা যে, সেই বিজ্ঞানেরই নির্ধারণকে (পরিসমাপ্তিকে)
পুরুষার্থ (পুরুষের প্রার্থনীয় মোক্ষ) বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে ; তাহাতেও
সেই নির্ধারণরূপ ফলের আশ্রয় বা ফলভাগী মিলিতেছে না । দেখ, যাহার শরীরে
কটক বিদ্ধ হয়, সেই কটকবিদ্ধ পুরুষের মৃত্যু হইলে, সে কখনই সেই কটক-
বেদননির্ভর-নিবৃত্তিরূপ ফলের আশ্রয় হইতে পারে না ; এইরূপ বিজ্ঞান-
রূপী পুরুষের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইলে, এবং উক্ত ফলের আশ্রয়ও কেহ না

পাকিলে, উক্ত পুরুষাৰ্ধ কল্পনা নিশ্চয়ই বিফল বা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে । কারণ, [ততামার মতে] পুরুষ-শব্দবাচ্য যে, বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপী আত্মার প্রয়োজনক পুরুষাৰ্ধ বলিয়া কল্পনা করা হইতেছে ; সেই পুরুষাৰ্ধবাচ্য বিজ্ঞানের নির্বাণ বা উচ্ছেদ হইয়া গেলে, বল দেখি, কুহার অর্থ (প্রয়োজন) ‘পুরুষাৰ্ধ’ বলিয়া পরিগণিত হইবে ? পক্ষান্তরে, যাহার মতে বহু বিষয়দর্শী বিজ্ঞানাতিরিক্ত আত্মা আছে, তাহার মতে প্রত্যক্ষ ও স্বরণের বিষয়ীভূত হুঃখনিদানের সহিত সংযোগ-বিয়োগাদি সমস্তই উপপন্ন হয়,—অপর পদার্থের সংসর্গে মালিষ্ঠ ও তাহার বিরোগে বিস্তৃদ্ধি, ইত্যাদি সমস্ত কথাই সঙ্গত হয়, [কিন্তু বিজ্ঞানবাদে তাহার কোনটাই উপপন্ন হয় না] । তাহার পর শূন্যবাদী বৌদ্ধের মতটা ত সৰ্ব-প্রমাণবিরুদ্ধ ; সুতরাং এখানে তাহার প্রতিষেধ বা খণ্ডনের জন্ত আর পৃথক্ যত্ন করা হইল না ॥২৫৮॥৭॥

স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পৃগমানঃ
পাপ্মুভিঃ সংযজ্যতে, স উৎক্রামন্ ত্রিয়মাণঃ পাপ্মুনো
বিজহাতি ॥ ২৫৯ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ (পূর্বোক্তঃ) অয়ং (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষঃ বৈ (অবধারণে)
জায়মানঃ—শরীরম্ অভিসম্পৃগমানঃ (অভিনব-দেহৈক্সিরসমষ্টিম্ আদদানঃ সন্)
পাপ্মুভিঃ (পাপৈঃ) সংযজ্যতে (সংযুজ্যতে), সঃ (পূর্বোক্তঃ পুরুষঃ) উৎ-
ক্রামন্ (দেহাৎ নির্গচ্ছন্) ত্রিয়মাণঃ সন্ পাপ্মুনঃ (পাপানি) বিজহাতি
(ত্যজতি) ॥২৫৯॥৮॥

মূলানুবাদঃ ।—ইতঃপূর্বে যে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে,
সেই এই পুরুষ যখন জন্মে—শরীর ধারণ করে, তখনই পাপের সহিত
সংমিলিত হয় (সংযুক্ত হয়), আবার সেই পুরুষই যখন দেহ হইতে বহির্গত
হয়—মুমূর্ষু হয়, তখন সেই সমস্ত পাপ পরিত্যাগ করে ॥ ২৫৯ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—যথৈব ইহৈক্সিন্ দেহে স্বপ্নো ভূত্বা মৃত্যো রূপাণি
কার্যকরণানি অতিক্রম্য স্বপ্নে যে আত্মজ্যোতিষি আস্তে, এবং স বৈ প্রকৃতঃ
পুরুষঃ অয়ং জায়মানঃ—কথং জায়মানঃ ? ইতি—উচ্যতে—শরীরং দেহৈক্সি-
সজ্জাতম্ অভিসম্পৃগমানঃ শরীরে আত্মভাবাপন্নমান ইত্যর্থঃ । পাপ্মুভিঃ পাপ্মু-
সমবায়িভিঃ সাদৃশ্যশ্রীয়েঃ কার্যকরৈরিত্যর্থঃ, সংযজ্যতে সংযুজ্যতে ; স এবোৎ-
ক্রামন্ শরীরান্তরম্ উৎক্রামন্ গচ্ছন্ ; ত্রিয়মাণ ইত্যোক্তস্ত ব্যাখ্যানম্ উৎক্রাম-

মিতি ; তানেব সংশ্লিষ্টান্ পাপাক্রপান্ কার্যকরণলক্ষণান্ বিব্রজ্যতি তৈববিজ্যতে
তান্ পরিত্যজ্যতি ।

যথায়ং স্বপ্নজাগ্রদ্ব্যন্ত্যেককর্তৃমান একৈকস্মিন্বেব দেহে পাপমক্রপকার্যকরণো-
পাদান-পরিত্যাগাভ্যাম্ অনবরতং সঞ্চরতি—দ্বিগ্না সমানঃ সন্ ; তথা শেফয়ং
পুরুষঃ উভৌ ইহলোক-পরলোকে জন্মমরণাভ্যাং কার্যকরণোপাদান-পরিত্যাগা-
বনবরতং প্রতিপদ্যমান আ সংসারমোক্ষাং সঞ্চরতি, তস্মাৎ সিদ্ধমন্ত্যজ্যজ্যোতি-
বোহমন্ত্যং কার্যকরণরূপেভ্যঃ পাপাভ্যঃ সংযোগবিরোগাভ্যাম্ ; ন হি উদ্ধৃষ্টে-
সতি তৈরেব সংযোগো বিরোগো বা যুক্তঃ ॥২৫৯৮॥

টীকা । প্রসঙ্গাগতং পবপক্ষং নিরাকৃত্য প্রতিব্যাখ্যানমেবানুবর্তয়ন্তুরবাক্যতাৎপর্যমাহ—
যথেষতি । এবমাস্মা দেহভেদেহপি বর্তমানং জন্ম ত্যজন্ জন্মাগুরুং চোপাদানঃ কার্য-
করণান্তিতক্রান্তীতি শেষঃ । অতঃ স্বপ্নজাগরিতসংসারাদেহান্তিরেকবদihলোকপরলোক-
সংসারোক্ত্যপি তদতিরেকস্তোচ্যতেহনন্তরবাক্যেনেত্যর্থঃ । সপ্ততান্তরং বাক্যং গৃহীত্বা
ব্যাকরোতি—স বা ইত্যাদিন । পাপাশব্দস্ত লক্ষণম্ তৎকার্যবিষয়কং দর্শয়তি—পাপাসম-
সারিভিরিতি । পাপাশব্দস্ত পাপবাচিৎসেহপি কার্যসামান্যার্থেহপি বৃত্তিঃ সূচয়তি—ধর্ম-
ধর্মেষতি । উক্তমর্থং দৃষ্টান্তদেহানুববদতি—যথেষতি । অবস্থাস্থয়সংসারস্ত লোকস্থয়সংসারং
নাস্তিত্বিকমাহ—তপেতি । ইহলোকপরলোকাবনবরতং সঞ্চরতিতি সযুক্তঃ । সঞ্চরণপ্রকাং
প্রকটয়তি—জন্মেতি । জন্মন কাব্যকরণযোগোপাদানং, মরণেন চ তয়োস্ত্যাগমবিচ্ছেদেন
লভমানো মোক্ষাদর্শনগনবরতং সঞ্চরন্ দুঃখা ভবতীত্যর্থঃ । স বা ইত্যাদিবাক্যতাৎপর্যমুপ-
সংহরতি—তস্মাদিতি । তচ্ছকার্যমেষ সূচয়তি—সংযোগেতি । কথমেতাবতা ততোহামন্ত্যং,
তত্রাহ—ন ইতি । স্বাভাবিকস্ত হি ধর্মস্ত সতি স্বভাবে কৃতঃ সংযোগবিরোগো বহ্নোক্তাদি-
দর্শনাৎ, কার্যকরণযোগে সংযোগবিভাগবশাদস্বাভাবিকত্বেন সিদ্ধমানন্তদন্ত্যজ্যমিতিত্যর্থঃ ॥২৫৯৮॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এই একই পুরুষ বর্তমান দেহে যেমন স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত
হইয়া কার্যকরণময় দেহেন্দ্রিয়ভাব অতিক্রম করত স্বীয় আত্মজ্যোতিস্বরূপে অব-
স্থান করে, তেমনি সেই এই প্রস্তাবিত (পূর্ব শ্রুত) পুরুষও জন্মমান হইয়া,—
ভাল, পুরুষের আবার জন্ম কিরূপ ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিকে
প্রাপ্ত হইয়া—স্থূল শরীরে আত্মভাব স্থাপন করিয়া পাপসমূহের সহিত অর্থাৎ
পাপপদবাচ্য ধর্মার্থের আশ্রয়ীভূত দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়—সংযুক্ত হয় ;
আবার সেই পুরুষই যখন উৎক্রমণ করে—ভাবী শরীর গ্রহণে জন্ত গমন করে
অর্থাৎ সূত্যাগ্রাসে পতিত হয়,—[এখানে বুলিতে হইবে—] ‘উৎক্রামন’
কথাটী ‘ত্রিমাণ’ কথারই ব্যাখ্যা স্বরূপ । তখন পূর্বলব্ধ পাপফল দেহেন্দ্রিয়-
সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ প্রাপ্ত দেহাদির সহিত বিযুক্ত হয় ।

এই পুরুষ বর্তমান এক দেহেই যেমন বুদ্ধিসাম্য প্রাপ্ত হইয়া, স্বপ্ন ও জাগরণ-বিস্তারভেদে পাপরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির গ্রহণ ও পরিত্যাগপূর্বক নিরন্তর সঞ্চরণ করে, এই পুরুষ ঠিক তেমনই মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জন্ম-মরণক্রমে দেহেন্দ্রিয়ের গ্রহণ ও পরিত্যাগরূপ ইহলোক ও পরলোক সঞ্চরণ লাভ করিয়া থাকে । অতএব পাপম শব্দবাচ্য দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংযোগ ও বিয়োগ ঘটে বলিয়াই দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্ম-জ্যোতির পার্থক্য প্রমাণিত হইতেছে ; কেন না, আত্মজ্যোতিঃ যদি দেহেন্দ্রিয়েরই ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে কখনই তত্ত্বয়ের বিচ্ছেদ সম্ভব হইত না ॥২৫৯।৮॥

আভাসভাষ্যম্ ।— নমু ন স্তঃ অস্তোভৌ লোকৌ, যৌ জন্ম-মরণাভ্যামনুক্রমেণ সঞ্চরতি—স্বপ্ন-জাগরিতে ইব ; স্বপ্নজাগরিতে তু প্রত্যক্ষ-মবগম্যেতে, ন ইহলোক-পরলোকৌ কেনচিৎ প্রমাণেন ; তস্মাদেতে এই স্বপ্ন-জাগরিতে ইহলোক-পরলোকাবিত্তি । উচ্যতে—

আভাসভাষ্যানুবাদ :—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এই পুরুষ লোক-প্রসিদ্ধ স্বপ্ন-জাগরিতাবস্থার ত্রায় জন্ম-মরণক্রমে, যে লোকদ্বয়ে সঞ্চরণ করিবে, সেই উভয় লোকদ্বয়ের সম্ভাবে ত কোন প্রমাণ নাই ? স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় ; সুতরাং তদ্বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নাই ; কিন্তু ইহলোক ও পরলোক ত কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না ; অতএব [মনে হয়,] উক্ত স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থাই যথাক্রমে ইহলোক ও পরলোক-পদবাচ্য, [তদতিরিক্ত লোক-দ্বয়ের সম্ভাবে কোনই প্রমাণ নাই] । তদন্তরে বলা হইতেছে—

তস্ম বা এতস্ম পুরুষস্ম দ্বৈ এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ, সন্ধ্যাং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্, তস্মিন্ সন্ধ্যৈ স্থানে তিষ্ঠন্নৈতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানং চ । অথ যথাক্রমোহয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্ পাপম্নন আনন্দাৎশ্চ পশ্যতি । স যত্র প্রস্বপিত্যশ্চ লোকস্ম সর্বাবতো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নিশ্চায়ঃ শ্বেন ভাসা শ্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতি-র্ভবতি ॥ ২৬০ ॥ ৯ ॥

সম্বলার্থঃ ।—[সম্ভ্রুতি পুরুষস্ম ইহপরলোকসঞ্চরমেব সম্বলিত্ত্বমাহ—

তস্মৈত্যাदि] । তত্ত্ব (পূৰ্ণোক্ত) এতত্ত্ব (ঈদৃশাবস্থিততত্ত্ব) পূৰ্ণমষ্ট বৈ দেএব স্থানে (অবস্থি) ভবতঃ । [কে তে ? ইত্যাহ —] ইদ (বৰ্তমানজন্মরূপ) চ পবলোক স্থানং (পবজন্ম) চ, তৃতীয়ং চাশ্রম্য স্বপ্নস্থানম । তন্নিহ্ন পৰ্য্যে স্থানে তিষ্ঠন (বৰ্তমানঃ সন্) এতে (উক্তে) উভে স্থানে ইদং (বৰ্তমানং জন্ম) চ পবলোকস্থানং চ *পশুতি ।

অথ (প্রশ্নে—কথং পশুতীত্যর্থঃ), অন্ পুরুষঃ পবলোকস্থানে (পবলোক-নিমিত্তম্) যথাক্রমঃ (আক্রামতি অনেন ইতি আক্রমঃ=আশ্রয়ঃ—বিজ্ঞা কর্ম-পূৰ্ণপ্রজ্ঞায়কঃ, স যাদৃশঃ অস্ত পুরুষস্ত,—যথাক্রমঃ যাদৃশসাধনসম্পন্নঃ) ভবতি, তং (আক্রমং) আক্রম্য (অবলম্ব্য) উভবান্ পাপ্মনঃ (পাপফলানি হুংখানি) জ্ঞানদান্ (পুণ্যফলানি স্থানানি) চ পশুতি । (যথোক্তঃ পুরুষঃ) যন (যস্মিন্ কালে) প্রশপতি (সন্ধ্যা স্থানং প্রাপ্নোতি), [তদা] সর্গাবতং (পাপ্মনস সর্গ কাবণীভূত-ভূতভৌতিক মাত্রাসম্পন্নস্ত) অস্ত লোকস্ত (জাগৰিতাবস্থায়াঃ) মাত্রাং (একদেশং সংস্কাৰং) অপাদায (গৃহীত্বা), স্বয়ং বিহত্য (দেহং বোধবহিতং কৃত্বা), স্বয়ং নির্ভার (বাসনাময়ং স্বপ্নদেহং বিবচ্য) শ্বেন (স্বকীয়েন) ভাসা (গ্রাহ-রূপেণ প্রকাশেন) শ্বেন জ্যোতিষা (তৎপ্রকাশকেন আত্মচেতন্তেন) [প্রজলিতঃ সন্] প্রশপতি (স্বপ্নাবস্থাং প্রতিপশ্বতে) । অত্র (স্বপ্নাবস্থায়াং) অন্ পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশচিৎস্বরূপঃ) ভবতি ॥২৬০॥৯॥

• **মূলানুবাদ ১**—এই যথোক্ত পুরুষের দুইটী মাত্র স্থান (ভোগভূমি) আছে—বর্তমান জন্ম বা ইহলোক ও পরলোক; এতদতিরিক্ত সন্ধ্যা—জাগ্রৎ ও স্বপ্নেব মধ্যবর্তী তৃতীয় একটী স্থান আছে; তাহার নাম—স্বপ্নস্থান । উক্ত পুরুষ সেই সন্ধ্যাস্থানে বর্তমান থাকিয়া ইহলোক (বর্তমান জন্ম) ও পরলোক, এই উভয় স্থান দেখিতে পায় । কিরূপে দেখিতে পায় ? তদন্তরে বলিতেছেন—এই পুরুষ পরলোকেব নিমিত্ত এখানে বেরূপ সাধন (জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি) সঞ্চয় করে, সে সমুদয়কে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ তদনুসারে পাপফল হুংখ ও পুণ্যফল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে । সে যখন স্বপ্নাবস্থা লাভ করে, সে সময়, ভূতভৌতিক বিকারসম্পন্ন এই লোকের অর্থাৎ জাগরিত স্থানের একাংশ সংস্কারমাত্র গ্রহণ করিয়া, নিজেই দেহকে সংস্কারহীন করিয়া, এবং নিজেই বাসনাময় অঙ্গর দেহ ও দৃশ্য রচনা করিয়া, প্রকাশময়

স্বীয় চৈতন্যকে নিজ নিত্য চৈতন্য দ্বারা প্রকাশ করত স্বপ্রাবস্থা অনুভব
করিতে থাকে। এই সময়েই পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া
থাকে ॥ ২৬০ ॥ ৯ ॥

শাক্ষরভাস্যম্ ।—তদ্বৈতত্ব পুরুষত্ব বৈ দেব এব স্থানে ভবতঃ, ন তৃতীয়ং
চতুর্থং বা । কে ত্বে? ইদং চ যৎ প্রতিপন্নং বর্তমানং জগৎ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়-
বেদনাবিশিষ্টং স্থানং প্রত্যক্ষতোহনুভূয়মানম্ ; পরলোক এব স্থানং পরলোক-
স্থানম্, তচ্চ শরীরাদিবিয়োগোত্তরকালানুভাব্যম্ । ননু স্বপ্নোহপি পরলোকঃ,
তথা চ সতি দেবেত্যবধারণমযুক্তম্ ; ন ; কথং তর্হি? সন্ধ্যাং তৎ, ইহলোক-
পরলোকরোহিঃ সন্ধিস্তস্মিন্ ভবং সন্ধ্যাং, যৎ তৃতীয়ং, তৎ স্বপ্নস্থানম্ ; তেন স্থান-
দ্বিধাবধারণম্ ; ন হি গ্রাময়োঃ সন্ধিস্তাবেব গ্রামাবপেক্ষ্য তৃতীয়ত্বং পরিগণনমর্হতি ।
কথং পুনস্তত্ত্ব পরলোকস্থানশাস্তিত্বমবগম্যতে, যদপেক্ষ্য স্বপ্নস্থানং সন্ধ্যাং তদেব?
যতস্তস্মিন্ সন্ধ্যা স্বপ্নস্থানে তিষ্ঠন্ ভবন্ বর্তমানঃ এতে উভে স্থানে পশুতি ।
কে তে উভে? ইদঞ্চ পরলোকস্থানং চ । তস্মাৎ স্তঃ স্বপ্ন-জাগরিতব্যতিরেকে-
ণোভৌ লোকৌ, যৌ ধিয়া সমানঃ সমনুসংস্করতি জন্মমরণসন্তানপ্রবন্ধেন । ১

টীকা । তদ্বৈতত্বাদিকান্ত ব্যাবর্ত্যঃ শঙ্কামাহ—নদ্বিতি । অবস্থারবলোককরণসিদ্ধি
রিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বপ্নেন্দিতি । কথং তর্হি লোকদ্বয়প্রসিদ্ধিরত আহ—তস্মাদিতি । তত্ত্বোত্তর
ত্বেনোত্তরং বাক্যমুখ্যং ব্যাকরোতি—উচ্যত ইতি । স্থানদ্বয়প্রসিদ্ধিত্বোত্তরনার্থে কৈশিকঃ
অবধারণঃ বিরূপোতি—নেতি । বেদনা স্বপ্নদ্বঃখাদিলক্ষণা । আগমস্ত পরলোকসাধকত্বমভি-
প্রোক্তাহ—তচ্চেতি । অবধারণমাক্ষিপতি—নদ্বিতি । তত্ত্ব হানান্তরত্বং দৃশয়তি—নেতি
স্বপ্নস্ত লোকদ্বয়তিরিক্তস্থানত্বাবে কথং তৃতীয়ত্বপ্রসিদ্ধিরিত্যাহ—কথমিতি । তত্ত্ব সন্ধ্যাঃ
স্থানান্তরত্বমিত্যন্তরমাহ—সন্ধ্যাং তদিতি । সন্ধ্যাং ব্যাপাদয়তি—ইহেতি যৎ স্বপ্নস্থানং
তৃতীয়ং মন্তসে, তদ্বিলোকপরলোকয়োঃ সন্ধ্যামিতি সন্ধকঃ । অস্ত সন্ধ্যাহে কলিতমাহ—
তেনেন্দিতি । পূরণপ্রত্যয়শ্রুত্যা স্থানান্তরত্বমেব স্বপ্নস্ত কিং ন শ্রাদ্ধিত্যাশঙ্ক্য প্রথমশ্রুতসন্ধ্যাশঙ্ক-
বিরোধান্ন মৈবমিতি—ন ইতি । পরলোকাভিহে প্রমাণান্তরজিজ্ঞাসয়া পৃচ্ছতি—কথমিতি ।
প্রত্যকঃ প্রমাণমন্তরমাহ—যত ইত্যাদিনা । ১

কথং পুনঃ স্বপ্নে স্থিতঃ সমুভৌ লোকৌ পশুতি—কিমাশ্রয়ঃ কেন বিধিনেন্দিতি ?
উচ্যতে—অথ কথং পশুতীতি ? শৃণু,—যথাক্রমঃ আক্রম্যতানেনেতি আক্রম্য
আশ্রয়োবর্জিত ইত্যর্থঃ, যাদৃশ আক্রমোহস্ত, সোহয়ং যথাক্রমঃ, অয়ং পুরুষঃ
পরলোকস্থানে প্রতিপত্তব্যে নিমিত্তে যথাক্রমো ভবতি, তাদৃশেন পরলোক-
প্রতিপত্তিসাধনেন বিজ্ঞাকর্ষপূর্বপ্রজ্ঞালক্ষণেন যুক্তো ভবতীত্যর্থঃ । তমাক্রমং
পরলোকস্থানায়োন্মুখীভূতং প্রাপ্তাঙ্গুরীভাবমিব বীজং তমাক্রমম্ আক্রম্যাবর্জিত্য-

শ্রিত্য উভয়ান্ পশুতি বহুবচনং ধর্মাধর্মফলানৈকত্বাৎ, উভয়প্রকারানিত্যর্থঃ ।
কান্দ্যন ?—পাপ্মনঃ পাপফলানি, ন তু পুনঃ সৃষ্টাদেব পাপ্মনাং দর্শনং
সম্ভবতি, তস্মাৎ পার্শ্বফলানি দৃষ্টানীত্যর্থঃ । আনন্দাৎ চ ধর্মফলানি সৃষ্টানীত্যে-
তৎ ; তানুভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাৎ চ পশুতি জন্মান্তরদৃষ্টবাসনাময়ান্ ; ধানি চ
প্রতিপদ্য-জন্মবিষয়াণি ক্ষুদ্রধর্মাদধর্মফলানি ধর্মাধর্মপ্রযুক্তো দেবতানুগ্রাহাদা
পশুতি । ২

‘ স্বপ্নপ্রত্যক্ষঃ পরলোকাস্তিহে প্রমাণমিত্যুক্তং, তদেবোত্তরবাক্যেন (৭) ক্ষুটিয়িত্বং পূচ্ছ্যতি—
কল্পমিতি । কথং শকার্থমেব প্রকটয়তি—কিমিত্যাदिना । উত্তরবাক্যমুত্তরতেনোথাপয়তি—
উচ্যত ইতি । তত্রাপশব্দমুক্তপ্রসারিতয়া ব্যাকরোতি—অপেতি । উত্তরভাগমুত্তরত্বেন বাচ্যে—
শ্রুতি । বহুত্বং কিমাত্রয় ইতি, তত্রাহ—যথাক্রম ইতি । বহুত্বং কেন বিধিনেতি, তত্রাহ—
ক্রমক্রমমিতি । পাপ্মনশব্দস্ত যথাক্রমার্থে সম্ভবতি কিমিতি কলবিষয়ঃ, তত্রাহ—ন দ্বিতি ।
সাক্ষাদাংগমাদৃতে প্রত্যক্ষেণেতি যাবৎ । পাপ্মনামেব সাক্ষাদাংগনাসম্ভবতচ্ছকার্থঃ । কথং
পরব্রাহ্মে বয়সি পাপ্মনামানন্দানাং চ স্বপ্নে দর্শনং তত্রাহ—জন্মান্তরেতি । যদ্যপি মধ্যমে
ধর্যসি করণপটবদৈহিকবাসনয়া স্বপ্নো দৃশ্যতে তথাপি কথমস্তিমে বয়সি স্বপ্নদর্শনং, তদাহ—
যানি চেতি । ফলানাং ক্ষুদ্রত্বমত্র লেণতো ভুক্তত্বম্ । যানীতাপজন্মোক্তানীতাপসংখ্যা-
তবৎ । ২

তৎ কথমবগম্যতে . পরলোকস্থানভাবি তৎপাপ্মনসদর্শনং, স্বপ্নে ইতি ;
উচ্যতে—যস্মাদিহ জন্মত্বননুভাব্যমপি পশুতি বহু । ন চ স্বপ্নো নামাপূর্ব্বং
দর্শনম্, পূর্ব্বদৃষ্টস্মৃতির্হি স্বপ্নঃ . প্রায়েণ ; তেন স্বপ্নজাগরিতস্থানব্যতিরেকেণ শু
উভৌ লোকৌ । ৩

ঐহিকবাসনাবশাদৈহিকানাংমেব পাপ্মনামানন্দানাং চ স্বপ্নে দর্শনসম্ভবায় স্বপ্নপ্রত্যক্ষং
পরলোকসাধকম্বিতি শব্দতে—তৎকথমিতি । পরিহরতি—উচ্যত ইতি । যদ্যপি স্বপ্নে
মহুয়াগমিজ্ঞাদিভাবোহননুভূতাহপি ভাতি, তথাপি তদপূর্ব্বমেব দর্শনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি ।
বসুধিরা ভাবিজন্মভাবিনোহপি স্বপ্নে দর্শনাং প্রায়েণেত্যুক্তম্ । ন চ তদপূর্ব্বদর্শনমপি জন্মাগ-
জ্ঞানসুখানপ্রত্যয়বাধাৎ । ন চৈবং স্বপ্নধিরা ভাবিজন্মাসিদ্ধিবাঞ্ছানসমর্থাসীকারাদিতি
ভাবঃ । প্রমাণকল্পমুপসংহরতি—তেনেতি । ৩

যদ আদিত্যাদি-ব্রাহ্মজ্যোতিষাম্ অভাবে অয়ং কার্য্যকরণসম্ভাভঃ পূর্ব্বঃ
যেন ব্যতিস্তুক্তনাশানা জ্যোতিষা ব্যবহরতীত্যুক্তম্, তদেব নাস্তি, যদাদিত্যাদি-
জ্যোতিষাম্ভাবগমনম্ ; যদেদং বিবিক্তং স্বয়ং জ্যোতিরূপলভ্যেত ; যেন
সকদেবায়ং কার্য্যকরণসম্ভাভঃ সংসৃষ্ট এবোপলভ্যেত ; তস্মাদসংসমঃ অসম্ভব বা
যেন বিবিক্তভাবত্বেন জ্যোতিরূপেণাশ্মেতি । অথ কচিবিবিক্তঃ যেন জ্যোতী-

রূপেণোপলভ্যতে বাহ্যদ্ব্যস্তিকভূতভৌতিকসংসর্গশ্চ, ততো যথোক্তং সৰ্বং
ভবিষ্যতীত্যেতদর্থমাহ— । ৪

স যত্রোদ্যাদিবাক্যন্ত বাবহ্রিতেন সন্ধকং বক্তৃং বক্তৃমন্ত্যাক্ষিপতি—যদিভ্যাদিনা । বাহ-
জ্যোতিঃভাবে সত্যং পুরুষঃ কার্যকরণসজ্জাতো যেন সজ্জাতাতিরিক্তেন্নাস্ত্যজ্যোতিঃবা গমনা-
গমনাদি নির্কর্তয়তি তদাস্ত্যজ্যোতিরন্তীতি যদুক্তমিত্যুবাদার্থঃ । নিশিষ্টস্থানাভাবং বক্তৃং
বিশেষণাভাবং তাবদ্বশ্যতি—তদেবেতি । আদিত্যাদিজ্যোতিরভাববিশিষ্টস্থানং যত্রোদ্যাত্তং
তদেব স্থানং নাস্তি বিশেষণাভাবাদিতি শেষঃ । যথোক্তস্থানাভাবে হেতুমাং—যেনেতি ।
সংসৃষ্টো বাহ্যজ্যোতিঃতিরিতি শেষঃ । বাবহারভূমৌ বাহ্যজ্যোতিরভাবাভাবে ফলিতমাহ—
তন্মাদিতি । ৪

স যঃ প্রকৃত আত্মা, যত্র যস্মিন্ কালে প্রস্থপতি প্রকর্ষণে স্বাপমুত্তবতি,
তদা কিমুপাদানঃ কেন বিধিনা স্থপতি—সন্ধ্যা স্থানং প্রতিপত্ত্ব ইতি, উচ্যতে—
অশ্রু দৃষ্টশ্চ লোকশ্চ জাগরিতলক্ষণশ্চ সৰ্বাবতঃ,—সৰ্বমবতীতি সৰ্বাবান্ অয়ং শ্লোকঃ
কার্যকরণসজ্জাতো বিষয়বেদনাসংযুক্তঃ, সৰ্বাবত্তমশ্চ ব্যাখ্যাতমন্ত্রপ্রকরণে
‘অথো অয়ং বা আত্মা’ ইত্যাদিনা, সৰ্বা বা ভূতভৌতিকমাত্রা অশ্রু সংসর্গকারণ-
ভূতা বিদ্যন্ত ইতি সৰ্ববান্, সৰ্ববানেব সৰ্বাবান্, তস্ত সৰ্বাবতো মাত্রামেকদশ-
মবয়বম্ অপাদান্যাপচ্ছিত্তাদায় গৃহীত্বা দৃষ্টজন্মবাসনাবাসিতঃ সন্নিত্যর্থঃ । স্বয়মাস্ত্র-
নৈব বিহত্যা দেহং পাতয়িত্বা নিঃসোধোধমাপাশ্র—জাগরিতে হি আদিত্যাদীনাং
চক্ষুরাদিশ্চ মুগ্রহো দেহব্যবহারার্থঃ । দেহব্যবহারশ্চ আত্মনো ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মফলৌপ-
ভোগপ্রযুক্তঃ, তদ্ব্যধৰ্ম্মফলৌপভোগোপরমণমজিন্, দেহে আত্মকর্মোপরমকৃতম্
ইত্যাত্মাশ্চ বিহন্তেতুচ্যতে । ৫

উত্তরগ্রন্থমুত্তরত্বেনাবতারয়তি—অথোদ্যাদিহি । যথোক্তং সৰ্বব্যতিক্রিতং স্বয়ং জ্যোতিষ্-
মিত্যাদি । আহ স্বয়ং প্রকৃতীতি যাবৎ । উপাদানশব্দঃ পরিগ্রহবিষয়ঃ । কথমশ্রু সৰ্বাবতঃ
তদাহ—সৰ্বাববসিতি । সংসর্গকারণভূতাঃ সাহাধ্যাত্মাদিবিভাগেনেতি শেষঃ । কিমুপাদান
ইত্যন্তোত্তরমুক্তাঃ কেন বিধিনেত্যন্তোত্তরমাহ—স্বয়মিত্যাদিনা । আপাশ্রু অশ্রুপিতীত্যন্তর
সন্ধকঃ । কথং পুনরাহ্ননো দেহবিহন্তং, জাগ্রদুৎকর্ষকফলৌপভোগোপরমণমজিন্ স বিহন্তেত,
তদাহ—জাগরিতে ইত্যাদিনা । নির্দ্বাপবিষয়ঃ দর্শয়তি—বাসনাময়মিতি । বীধা মায়ারী
মায়াময়ং দেহং নির্দ্বিমীতে, তদ্বদিত্যাহ—ময়োময়মিবেতি । কথং পুনরাহ্ননো যথোক্তদেহ-
নির্দ্বাপকর্ষকং কর্মকৃতভোগনির্দ্বাপশ্চেত্যাপশ্যাহ—নির্দ্বাপমপীতি । কেন ভাসেত্যন্তোত্তরং ভাবে
তৃতীয়া । করণে তৃতীয়াং ব্যাবর্তয়তি—সা ইতি । তত্রোতি স্বপ্নোক্তিঃ । স্বপ্নোক্তাভঃ করণ-
বৃত্তেবিষয়ত্বেন প্রকাশমানত্বেনপি স্বতাসো ভবতু করণমিত্যাশ্যাহ—সা তত্রোতি । স্বপ্ন
জ্যোতিষেতি কর্তরি তৃতীয়া । স্বপ্নোক্তাভঃ করণবিষয়ঃ । কোহয়ং প্রদাপো নাস্তি, তদাহ—
স্বপ্নমিতি । বিবিক্তবিশেষণং বিবৃণোতি—বাহেতি । ৫

স্বয়ং নির্ঘায়ঃ নির্ঘাণঃ কৃত্বা বাসনাময়ং স্বপ্নদেহং স্নানাময়মিব, নির্ঘাণমপি তল্লক্ষ্যাপেক্ষয়া স্বয়ংকর্তৃকমুচ্যতে ; স্নেনাশ্রীয়েন ভাসা মাত্রোপাদানলক্ষণেন, ভাসা দীপ্ত্যা প্রকাশেন সৰ্ব্ববাসনাময়কেনাস্তঃকরণবৃত্তিপ্রকাশেনেতার্থঃ ৭ । সা হি তত্র বিষয়ভূত্বা সৰ্ব্ববাসনাময়ী প্রকাশতে ; স তত্র স্বয়ং ভা উচ্যতে ; তেন স্নেন ভাসা বিষয়ভূতেন স্নেন চ জ্যোতিয়া তদ্বিষয়িণা বিবিক্লরূপেণালুপ্তদৃকস্বভাবেন তদ্ব্যাপকং বাসনাময়কং বিষয়ীকূৰ্দ্ধনং প্রস্বপতি । যদেবং বৰ্ত্তনম্, তৎপ্রস্বপিতীত্যা-
চ্যতে । অত্র এতশ্চামবস্থায়ামেতন্নি কালে অয়ং পুরুষ আত্মা স্বয়মেব নিশিত-
জ্যোতির্ভবতি ; বাহ্যদ্ব্যায়িকভূতভৌতিকসংসর্গরহিতং জ্যোতির্ভবতি ৮৬

নবমস্ত লোকস্ত মাত্রোপাদানং কৃতম্, কথং তন্নি সতি অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতীত্যাচ্যতে ? নৈষ দোষঃ ; বিষয়ভূতমেব হি তৎ ; তেনৈব চ অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্দর্শয়িতুং শক্যঃ, ন ত্বত্থা—অসতি বিষয়ে কস্মিংশ্চিৎ স্মৃপ্ত-
কাল ইব । যদা পুনঃ সা ভাঃ বাসনাদ্বিকা বিষয়ভূতৌপলভ্যমানা ভবতি, তদা
অসিঃ কোবাদিব নিষ্কটঃ সৰ্ব্বসংসর্গরহিতং চক্ষুরাদিকার্য্যকরণব্যাবৃত্তস্বরূপম্
অলুপ্তদৃক আত্মজ্যোতিঃ স্নেন রূপেণ অবভাসয়ং গৃহতে । তেন অত্রায়ং পুরুষঃ
স্বয়ং জ্যোতির্ভবতীতি সিদ্ধম্ ॥২৬০॥৯৯

ষপ্পে স্বয়ং জ্যোতিরাত্মৈত্বাত্ত্বাঙ্গিপতি—নবমস্তেতি । বাসনাপরিগ্রহস্ত মনোবৃত্তিরূপস্ত
বিষয়তয়া বিষয়িত্বাভাবাদবিকল্পমাত্মনঃ স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতির্হ্মমিতি সমাধত্তে—নৈষ দোষ ইতি ।
কৃতো বাসনোপাদানস্ত বিষয়বৃত্তিত্যাশঙ্ক্য স্বয়ং জ্যোতির্হ্মকৃতিসামর্থ্যাদিতাহ—তেনেতি ।
মাহাদাক্তস্ত বিষয়ত্বেনেতি যাবৎ । তদেব বাতিরেকমুপেনা(ণ)হ—নত্বিতি । যথা স্মৃপ্তকালে
ব্যক্তস্ত বিষয়তাভাবে স্বয়ং জ্যোতিরাত্মা দর্শয়িতুং ন শক্যতে, তথা স্বপ্নেহপি তদ্ব্যাপ্তস্ত স্বয়ং
জ্যোতির্হ্মকৃত্যা মাত্রোপাদানস্ত বিষয়ত্বং প্রদর্শিতমিতার্থঃ । ভবতু স্বপ্নে বাসনাদানস্ত বিষয়ত্বম্,
তথাপি কথং স্বয়ং জ্যোতিরাত্মা শক্যতে বিবিচ্য দর্শয়িতুমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদা পুনরिति ।
অবভাসয়দবতাস্তঃ বাসনাজ্ঞকমন্তঃকরণমিতি শেখঃ । স্বপ্নাবস্থায়ামাত্মনোবভাসকান্তরাভাবে
ফলিতমাহ—তেনেতি ॥ ২৬০ ॥ ৯৯

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্বোক্ত এই পুরুষের দুইটি মাত্র স্থান আছে ; তৃতীয়
বা চতুর্থ স্থান নাই ; সেই দুইটি স্থান কি কি ? একটি স্থান হইতেছে এই
বর্ত্তমান জন্ম—যাহা শরীর ইন্দ্রিয় বিষয় ও তদনুভবসম্বন্ধিতরূপে প্রত্যক্ষ করা
হইতেছে ; অপরটি পরলোক স্থান, অর্থাৎ পরলোকরূপ স্থান, দেহেন্দ্রিয়াদি
বিয়োগের পর যাহা অনুভব করিতে হইবে । ভাল কথা, স্বপ্ন ও ত একটি
পরলোকস্থান মध्येই গণনীয় ; সুতরাং ‘দুইটি মাত্র স্থান’ এইরূপে অবধারণ করা
সঙ্গত হয় কিরূপে ? না—তাহা স্বতন্ত্র কোন লোক বা স্থান নহে ; তবে কি ?

তাহা (স্বপ্ন) সন্ধ্যা স্থান ; ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্তী যে স্থান ; তাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, সেই স্থানের নাম সন্ধ্যা ; ইহাই তৃতীয় স্থান ; স্মৃত্যায় তাহার নাম সন্ধ্যা । “যে ঐ স্থানে ভূতঃ” বলিয়া শ্রী, জীবস্থানের দ্বিধাবধারণ, তাহা অসঙ্গত হয় নাই ; কেন না, দুই গ্রামের মধ্যবর্তী সন্ধিস্থান কখনই সেই গ্রামদ্বয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় স্থান বলিয়া কখনই পুরিগণিত হয় না । ভাল, যে পরলোক স্থানকে অপেক্ষা করিয়া স্বপ্ন স্থানটা সন্ধ্যা (মধ্যবর্তী) হইতে পারে, সেই পরলোক স্থানের অস্তিত্ব জানা যায় কি উপায়ে ? এবং যে জীব সন্ধিক্ষেত্রে অবস্থান করত এই উভয় স্থান অবলোকন করিয়া থাকে, সেই স্থান দুইটা বা কি কি ? উত্তর—ইহ এবং পরলোকস্থান, অর্থাৎ বর্তমান জন্ম আর পরজন্ম । অতএব স্বপ্ন ও জাগরণ ভিন্নও অপর দুইটা লোক বা স্থান আছে ; পুরুষ বুদ্ধি-সাক্ষ্য লাভ করত জন্ম-মরণপ্রবাহ পরম্পরা ক্রমে সেই উভয়লৌকিক সঞ্চরণ করিয়া থাকে । ১

ভাল কথা, পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় অবস্থান করত কিরূপে উভয় লোক অবলোকন করে ? তখন তাহার আশ্রয়ই বা কি ? এবং দর্শনের প্রণালীই বা কি ? ইঁ, সেখানে কিরূপে দর্শন করে, তাহা বলা হইতেছে শ্রবণ কর ; যাহার সাহায্যে বা যাহাকে ভর করিয়া আক্রমণ (কার্য সাধন) করা যায়, তাহার নাম আক্রম—আশ্রয় ; সেই আক্রমটা যে পুরুষের ঘেরূপ, সেই পুরুষকে ‘বথাক্রম’ বলা হইয়া থাকে । পুরুষ পরলোক পাইবার জন্ত এখানে ‘বথাক্রম’ হয়, অর্থাৎ পরলোক প্রাপ্তির উপায়ভূত বিজ্ঞা, কর্ম ও পূর্বপ্রজ্ঞারূপ যাদৃশ সহায় সম্পন্ন হয়, অঙ্কুরীভাবপ্রাপ্ত বীজের স্থায় সেই আক্রমও যখন পরলোক স্থানের নিমিত্ত উন্মুখ হয়—পুরুষকে পরলোকে লইয়া যাইবার জন্ত সচেষ্ট হয়, তখন সেই আক্রম বা সাধনরীতিতে অবলম্বন করিয়া—ভর করিয়া উভয়লোক (ইহলোক ও পরলোক) নিরীক্ষণ করিতে থাকে । তৎকালে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবিধ বৈচিত্র্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে ; এই জন্ত ‘উভয়’ শব্দে বহুবচন যোগ করা হইয়াছে ; ‘উভয়ান্’ অর্থ—উভয় প্রকার বৃত্তিতে হইবে । সেই উভয় প্রকার কি কি ? না, পাপরাশি অর্থাৎ পাপের ফল সমূহ ; পাপ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ হয় না ; এই জন্ত এখানে ‘পাপ’ অর্থে পাপফল হুঃখ বৃত্তিতে হইবে ; আর বিবিধ আনন্দ, অর্থাৎ পুণ্যের ফল সুখসমূহ ; জন্মান্তরায়ুভূত বাসনাময় অর্থাৎ পূর্বপূর্ব জন্ম-সঞ্চিত সংস্কারাঙ্ক সেই পাপ ও পুণ্যের ফল হুঃখ ও সুখ সমূহ সন্দর্শন করিতে থাকে ; এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের সাহায্যে কিংবা দেবতার অনুগ্রহবলে ভবিষ্যৎজন্মে,

যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মাদ্বৈত ফল অনুভব করিতে হইবে, সে সমস্তও প্রত্যক্ষ করিতে থাকে (১) । ২

তালু-স্বপ্নাবস্থায় যে, পরলোকভাবী পাপ ও অর্নিম্ন সন্দর্শন হইয়া থাকে, ইহা জানা যায় কিসে? তদন্তরে বলা হইতেছে যে, যেহেতু ইহজন্মে বাহ্য অনুব-গোচর হয় নাই বা হইবার নহে, এরূপ বহু বিষয় স্বপ্নসময়ে দর্শন হইয়া থাকে; অর্থাৎ বাহ্য কস্মিনকালেও অনুভূত হয় নাই, এরূপ বস্তুদর্শনকে কেহুই ‘স্বপ্ন’ বলিয়া নির্দেশ করে না। অধিকাংশ স্বপ্নই পূর্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ মাত্র; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা ছাড়া আরও দুইটি লোক (ইহলোক ও পরলোক) নিশ্চয়ই আছে। ৩

পুনশ্চ শঙ্কা হইতেছে যে, দেহেন্দ্রিয়াদি সজ্বাতাত্মক এই পুরুষ আদিত্যাদি বাহ্যজ্যোতির অভাবেও, অতিরিক্ত যে আত্মজ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে বলা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে তাহার সেরূপ অবস্থা একান্ত অসম্ভব, যে অবস্থায় আদিত্যাদি জ্যোতির সম্পূর্ণ অভাব—বিনাশপ্রাপ্তি হয় ও যে অবস্থায় বাহ্যজ্যোতি-বিরহিত স্বয়ং জ্যোতির স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে, এবং এই দেহেন্দ্রিয়সংঘাত বাহ্যের সহিত নিত্যই অবিযুক্তরূপে প্রতীতিগোচর হইতে পারে? অতএব আত্মার যে বিবিক্তস্বভাব জ্যোতিঃস্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অসত্যতুল্য অথবা অসত্যই বটে। যদি কোনও অবস্থায় বাহ্য বা আধ্যাত্মিক তূত-ভৌতিক জ্যোতির সংস্করহিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় জ্যোতিঃস্বরূপ উপলব্ধিগোচর হইতে পারে, তাহা হইলেই পূর্বোক্ত সমস্ত কথা সঙ্গত হইতে পারে; এখন এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—৪

যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে, সেই আত্মা যে সময় উত্তমরূপে স্বপ্ন (নিদ্রা)

(১) জীব যখন বর্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া বাহ্যের উদ্যোগ করে, তখন তাহার পূর্বসঞ্চিত জ্ঞান ও কর্মসংস্কারগুলি ভাবী দেহসমুৎপাদনের নিমিত্ত জাগরিত হয়; বীজ যেমন বৃক্ষ উৎপাদনের পূর্বে অঙ্কুরিত হয়, তেমনি পরলোকনাথন জ্ঞানকর্মও তখন ফলোন্মুখ হয়। বীজের অঙ্কুরাবস্থা যেমন বীজ ও বৃক্ষভাবের সন্ধিস্থল—উহাতে বীজ ও বৃক্ষ উভয়েরই কিঞ্চিৎ ছবি দৈগিতে পাওয়া যায়, জীবের স্বপ্নস্থানীয় প্রায়ণাবস্থাও ঠিক তেমনি ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিক্ষেত্র; সেখানে বর্তমান জন্মের ও ভবিষ্যৎ জন্মের উভয় অবস্থাই প্রতীতিগোচর হইতে থাকে। যেমন জাগরণ ও দ্রষ্টৃপ্তি অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থা তৃতীয়, তেমনি ইহলোক ও পরলোক অপেক্ষা সন্ধ্যা স্থানটী (প্রায়ণাবস্থাটী) তৃতীয়; উভয় স্থানের অংশ লইয়াই সন্ধিস্থান হয়; অতরূপে সন্ধিস্থানটী এই উভয় স্থানেরই অংশ, কিন্তু অতিরিক্ত কিছু নহে।

প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্বপ্নানুভব-গোচর সর্বাংগ লোককে [এখানে ‘সর্বাংগতঃ’
কথার অর্থ এইরূপ—] সর্বপ্রকার ব্যবহারকে রক্ষা করে বলিয়া বিষয়ানুভূতি-
সম্বিত কার্য্যকরণসমষ্টিরূপ ইহলোকই, ‘সর্বাংগ’ ; বর্তমানলোকই যে, ‘সর্বাংগ’
তাহা ইতিপূর্বে অন্নত্রয়প্রকরণে “অংগা অয়ং বা আত্মা” ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত
হইয়াছে । অথবা সর্বদেহের কারণীভূত সর্বপ্রকার ভূতভৌতিক মাত্রা (ইন্দ্রিয়গ্রাহ
শব্দ স্পর্শাদি বিষয়) বিद्यমান থাকে বলিয়া, ইহলোক ইহতেছে—‘সর্বাংগ’ । ‘সর্বাংগ’
শব্দ ইহতেই ‘সর্বাংগ’ পদ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে ; সুতরাং সর্বাংগ লোক অর্গ—
জাগরিতাবস্থা ; তাহার মাত্রা—অবয়ব অর্থাৎ কতিপয় অংশ গ্রহণ করিয়া—বর্ত-
মান জন্মের সংস্কারসম্বিত হইয়া, পুরুষ নিজেই নিজের দেহকে নিপাতিত—
সংজ্ঞাহীন করিয়া—, [অতিপ্রায় এই যে, জাগরণ সময়ে আদিত্যপ্রভৃতি বাহ্য
জ্যোতিঃপদার্থ যে, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের উপকার সাধন করে, দৈহিক স্বপ-
হার সম্পাদনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, সেই দৈহিক ব্যাপারনিচয়ও আবার আত্মার
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলভোগেরই নিমিত্ত ; আত্মীয় সেই কর্ম্মরাশির বিরাম হইলেই, এই
দেহে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখঃখাদি-সন্তোগেরও বিরাম বা নিবৃত্তি হইয়া যায় ; এই
কারণে আত্মাকে এই দেহের বিহস্তা (নিহস্তা) বলা হইতেছে । ৫

পুনশ্চ নিজেই নির্মাণ করিয়া—ঐচ্ছজালিক যেমন মায়ায় দেহ নির্মাণ করে,
তেমনি বাসনায় (পূর্বসংস্কারানুসারে) স্বপ্নদেহ নির্মাণ করিয়া—পুরুষের ঐক্য স্বপ্ন-
দেহ তদীয় পূর্বকর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে ; পুরুষই ঐক্য কর্ম্মের কর্তা ; এইজন্ত স্বপ্ন-
দেহ-নির্মাণে পুরুষের কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে । তাহার পর স্বীয় দীপ্তি দ্বারা বিষয়-
গ্রহণরূপ প্রমাণ দ্বারা—সর্ববিধ বাসনাবিশিষ্ট অন্তঃকরণবৃত্তির প্রকাশন দ্বারা
অন্তঃকরণের বৃত্তিই তখন সর্বপ্রকার বাসনাসহকারে গ্রাহবিশেষরূপে প্রকাশ
পাইতে থাকে ; এই কারণে উহাকে ‘স্বয়ং ভা’ (দীপ্তি স্বরূপ) বলা হইয়াছে ।
বিষয়ানুভব সেই স্বরূপ দীপ্তি এবং তৎপ্রকাশক নির্মাণ বা অবিমিশ্র নিত্য সং-
স্বরূপ জ্যোতিঃপ্রভাবে ঐ বাসনায় প্রকাশকেও প্রকাশ করত পুণ্যানুভব
করিয়া থাকে । পুরুষের যে, এইরূপ বৃত্তি বা অবস্থান, তাহাই তাহার প্রকৃষ্ট
স্বপন বা নিজা বলিয়া কথিত হয় । এই স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ (জীব) নিজেই নির্মল
বা অবিমিশ্র জ্যোতিঃস্বরূপ হয়, অর্থাৎ তখন জ্যোতির্ময় আত্মার সঙ্গিত বাহ্য বা
আধ্যাত্মিক কোনরূপ ভূত ও ভৌতিক জ্যোতির সম্পর্ক থাকে না । ৬

[এবিষয়ে আপত্তি হইতেছে এই যে,] স্বপ্নসময়ে পুরুষ যখন জাগ্রদবস্থায়
বিষয়সমূহই গ্রহণ করে, তখন তৎসম্পর্কসঙ্গে, সে সময় স্বয়ংজ্যোতিঃ হয় কিরূপে ?

[উত্তর—] না—ইহা দোষাবহ হয় না ; কারণ, পুরুষের যে, জাগ্রৎকালীন বিংশগ্রহণ, তাহাও তাহার বিষয় স্বরূপই [প্রকাশ্যই] : প্রকাশের সহিত যে, প্রকাশকের উদ্দেশ্য, ইহা তৎস্বতঃসিদ্ধ ; সুতরাং সেই সময়েই পুরুষকে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপে প্রদর্শন করিতে পারা যায় & নচেৎ স্বপ্নসময়ের ত্রায় কোন [বিষয়—প্রকাশ্য] থাকিলে, তাহার স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বভাব প্রদর্শন করিতে পারা যায় না । (১)

“ পরন্তু সেই বাসনাময়ী দীপ্তিই যখন বিষয়রূপে (আত্মপ্রকাশরূপে) উপলব্ধিগোচর হয়, তখনই চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কশূন্য নিত্য প্রকাশময় কোমল-নিঃসৃত অসির ত্রায়, সেই আত্মজ্যোতিঃও স্বরূপে (সর্বাভাসকরূপে) লোকের প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে ; এই জগৎই এই সময়ে উক্ত পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃ হইয়, ভক্তি যুক্তিযুক্ত হইল ॥২৬০॥১১॥

আভাসভাষ্যম্ ।—নবত্র কথং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ? যেন জাগরিতে ইহ গ্রাহগ্রাহকাদিলক্ষণঃ সর্বো ব্যবহারো দৃশ্যতে, চক্ষুরাণ্যগ্রাহকাদিত্যাচ্চ লোকান্তথৈব দৃশ্যন্তে, যথা জাগরিতে ; তত্র কথং বিশেষাবধারণং ক্রিয়তে—অত্রাণং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃবতীতি ।

উচ্যতে—বৈলক্ষণ্যং স্বপ্নদর্শনশ্চ ; জাগরিতে হি ইন্দ্রিয়বুদ্ধি-মন-আলোকাক্ষিবি্যাপারসন্ধীর্ণমাত্মজ্যোতিঃ ; ইহ তু স্বপ্নে ইন্দ্রিয়াভাবাৎ তদনুগ্রাহকাদিত্যাচ্চ লোকাভাবাচ্চ বিবিভক্তং কেভ্লাং ভবতি, তস্মাদিলক্ষণম্ । ননু তথৈব বিষয়া উপলভ্যন্তে স্বপ্নেহপি, যথা জাগরিতে ; তত্র কথমিন্দ্রিয়াভাববৈলক্ষণ্যমুচ্যতে ? ইতি । শৃণু—

টীকা। যদুক্তং স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিরাস্মেতি, তৎ প্রকারান্তরেণাক্ষিপতি—নহিতি । অবস্থাস্থয়ে বিশেষাভাবকৃতং চোক্তং দৃশ্যতি—উচ্যত ইতি । বৈলক্ষণ্যং স্মৃটয়তি—জাগরিতে হীতি । মনস্ব স্বপ্নে সদপি বিষয়ভার স্বয়ংজ্যোতিঃবিষাভীতি ভাবঃ । উক্তং বৈলক্ষণ্যং প্রতীতিমাত্রিত্যাক্ষিপতি—নহিতি । ন তত্রোক্তাদিবাচ্যং ব্যাকুর্ভবন্ উত্তরমাহ—শৃণ্বতি ।

আভাসভাষ্যানুবাদ ।—এবিষয়ে আপত্তি এই যে, এই পুরুষ স্বপ্ন-

(১) তাৎপৰ্য্য—অতিপ্রায় এই যে, অশুদ্ধ প্রতিফলন ব্যতিরেকে কোন জ্যোতিঃপদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না ; উদাহরণ—বেগন সূর্যালোক ; আকাশে সূর্যরশ্মি বিচ্ছিন্নমানসবেও দেখা যায় না, অথচ কোন স্বচ্ছ পদার্থে পতিত হইবারাত্র, অন্যরাসে তাহা বুদ্ধিতে পারা যায় ; এইরূপে আত্মজ্যোতিরও প্রতিফলনযোগ্য কোন বিষয় না থাকিলে স্পষ্টানুভূতি হইতে পারে না ।

সময়ে স্বয়ং জ্যোতিঃ (অথ জ্যোতির স্পর্শকরহিত) হয় কিরূপে ? যেহেতু জাগরণ সময়ের জ্ঞান, স্বপ্নসময়েও জ্ঞান গ্রাহকাদি সমস্ত ব্যবহারই 'বিজ্ঞমান' থাকে ? জাগরণকালে যেমন চক্ষুঃ প্রভৃতির উপকারকারী আদিত্যাदि জ্যোতিঃ বিজ্ঞমান থাকে, স্বপ্নসময়েও ঠিক তেমনি সমস্ত বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব 'এসময়ে (স্বপ্নসময়ে) এই পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃ হয়', একথা স্থির সিদ্ধান্ত করা হইল কিরূপে ?

• হাঁ, ইহার পরিহার বলা হইতেছে,—জাগরণ অপেক্ষা স্বপ্নদর্শনের যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে ; জাগরণসময়ে আত্মজ্যোতিঃ স্বভাকতই ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন ও বাহ্য আলোকাদি ক্রিয়ার সহিত সঙ্কীর্ণ (সংমিশ্রিত) থাকে ; কিন্তু স্বপ্নসময়ে উক্ত ইন্দ্রিয়াদি কিছুই থাকে না—বিরতব্যাপার হইয়া যায়, এবং আদিত্যাदि বাহ্য আলোকেরও অভাব থাকে ; এই জন্য পুরুষ সে সময় বিবিজ্ঞ হইয়া পড়ে ; সুতরাং স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে । • ভাল কথা, জাগরণ সময়ের যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিষয় রাশি অনুভব করা হইয়া থাকে, স্বপ্নসময়েও যখন সেইরূপই সমস্ত অনুভব করা হয়, তখন (তৎকালে) ইন্দ্রিয়ের অভাব বলা যায় কিরূপে ? সুতরাং বৈলক্ষণ্যও বলা যাইতে পারে না ? [হাঁ, কিরূপে বৈলক্ষণ্য বলা যাইতে পারে, তাহা বলিতেছি,] শ্রবণ কর—

ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্ত্যথ • রথান্
রথযোগান্ পথঃ সৃজতে, ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথা-
নন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে, ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ
স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে, স হি
কর্তা ॥ ২৬১ ॥ ১০ ॥

সরলার্থঃ—স্বপ্নদৃষ্টানাং বৈতথ্যং বক্তুমাহ—ন তত্র ইত্যাদি । • তত্র (স্বপ্নে) রথাঃ (দৃষ্টমানাঃ রথপ্রভৃতয়ঃ) ন, রথযোগাঃ (রথে যুক্তান্তে নিব-
ধ্যন্তে যে তে অশ্বাদয়ঃ) ন, পস্থানশ্চ ন ভবন্তি (সন্তি) ; অথ (পুনঃ) রথান্
রথযোগান্ পথঃ সৃজতে (নির্মাণতি) [স্বপ্নদর্শীতি শেষঃ] ; [তথা] তত্র আনন্দাঃ
(অভীষ্টবস্ত্তদর্শনজ্ঞাতাঃ), মুদঃ (অভীষ্টবস্ত্তলাভজ্ঞাতাঃ), প্রমুদঃ (অভীষ্টবস্ত্তভোগ-
জ্ঞাতাশ্চ) ন ভবন্তি ; অথ আনন্দান্, মুদঃ, প্রমুদঃ সৃজতে [স্বপ্নদর্শীতি শেষঃ] ;
তথা তত্র বেশান্তাঃ (ক্ষুদ্রজলাশয়াঃ), পুষ্করিণ্যঃ, স্রবন্ত্যঃ (নদ্যশ্চ) ন ভবন্তি ;
অথ বেশান্তান্, পুষ্করিণীঃ, স্রবন্তীঃ সৃজতে । [কন্তত্র রথাদিসৃষ্টিকর্তা ? ইত্যাহ—]

হি (নিশ্চয়) সঃ (স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ এব) কৰ্ত্তা (স্বপ্নে রথাদীনাম নিৰ্মাতা ইত্যর্থঃ) ॥২৬১॥১০॥

মূলানুবাদঃ ।—[স্বপ্নসময়ে দৃশ্যমান বস্তুসমূহের কল্পিতই প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] সেই স্বপ্নে রথ নাই, রথে যোজিত অশ্বাদি নাই, এবং গমনোপযোগী পথও নাই ; অথচ রথ, অশ্বাদি ও পথ নিৰ্ম্মাণ করে । এইরূপ, স্বপ্নে আনন্দ মুদ ও প্রমুদ সমূহ নাই, অথচ সে সমুদয় সৃষ্টি করে ; এবং সেই সময় বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদী সমূহ নাই, অথচ সে সমুদয় সৃষ্টি করে [এ সমস্ত সৃষ্টির কৰ্ত্তা কে ? তদন্তরে বলিতেছেন—] সেই স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষই রথাদি সৃষ্টির কৰ্ত্তা, অর্থাৎ ঐ সমস্ত তাহার পূর্বতন সংস্কার-প্রসূত ॥২৬১ ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাস্যম্ ।—ন তত্র বিষয়াঃ স্বপ্নে রথাদিলক্ষণাঃ ; তথা ন রথ-যোগাঃ—রথেষু যুজ্যন্ত ইতি রথযোগাঃ অশ্বাদয়ঃ তত্র ন বিদ্যন্তে ; ন চ পন্থানঃ রথমার্গা ভবন্তি । অথ রথান্ রথযোগান্ পথঞ্চ স্বজতে স্বয়ম্ । কথং পুনঃ স্বজতে রথাদিসাধনানাং ব্রহ্মাদীনামভাবে ? উচ্যতে—ননুক্তম্ “অস্ত্র লোকস্ত সৰ্ব্বাবতো মাত্ৰামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নিৰ্ম্মায়” ইতি । অস্ত্রঃকরণবৃত্তিঃ অস্ত্র লোকস্ত বাসনা মাত্ৰা, তামপাদায়, রথাদিবাসনাক্রপান্তঃকরণবৃত্তিঃ তদুপলব্ধি-নিমিত্তেন কৰ্ম্মণা চোচ্চমানা দৃশ্যেণ ব্যবতিষ্ঠতে ; তদুচ্যতে—“স্বয়ং নিৰ্ম্মায়” ইতি ; তদেবাহ “রথাদীন্ স্বজতে” ইতি ; ন তু তত্র করণং বা, করণানুগ্রাহকানি বা আদিত্যাদিজ্যোতীঃষি, তদবভাস্তা বা রথাদয়ো বিষয়া বিদ্যন্তে ; তদ্বাসনা-মাত্রস্ত কেবলং তদুপলব্ধিকৰ্ম্মনিমিত্তচোদিতোক্তাস্ত্রঃকরণবৃত্ত্যাশ্রয়ং দৃশ্যতে । তদ-যস্ত জ্যোতিষে দৃশ্যতে অলুপ্তদৃশঃ, তদায়জ্যোতিরত্র কেবলম্ অসিরিব কোশা-দ্বিবিভক্তম্ । ১

তথা ন তদ্বানন্দাঃ সুখবিশেষাঃ, মুদঃ হর্ষাঃ পুঞ্জাদিলাভনিমিত্তাঃ, প্রমুদঃ ত-এব প্রকম্পোপেতাঃ ; অথ চানন্দাদীন্ স্বজতে । তথা ন তত্র বেশান্তাঃ পথলাঃ, পুষ্করিণ্যন্তড়াগাঃ, শ্রবন্ত্যঃ নদ্যো ভবন্তি ; অথ বেশান্তাদীন্ স্বজতে বাসনামাত্র-রূপান্ ৷ স্বয়ং স ই কৰ্ত্তা, তদ্বাসনাশ্রয়-চিত্তবৃত্ত্যন্তবনিমিত্তকৰ্ম্ম-হেতুর্হেনেতি অবোচাম তন্ত কৰ্ত্ত্বম্ ; ন তু সাক্ষাদেব তত্র ক্রিয়া সম্ভবতি, সাধনাতাবাৎ ; ন হি কারক্ৰমস্তরেষু ক্রিয়া সম্ভবতি ; ন চ তত্র হস্তপদাদীনী ক্রিয়াকারকানি সম্ভবন্তি ; যত্র তু তানি বিদ্যন্তে জাগরিতে, তত্র আয়জ্যোতিরবভাসিতৈঃ কার্য্য-

করণেঃ রথাদিবাসনাশ্রয়ন্তঃ করণবৃত্তান্তবিনিমিত্তং কৰ্ম নিৰ্ব্বৃত্যন্তে ; তেনোচ্যতে—
স হি কৰ্ত্তেতি ।

তদুক্তম্—‘আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষান্তে পশ্যয়েত্’ কৰ্ম কুর্তে ইতি ; তত্রাপি
ন পরমার্থতঃ স্বতঃ কর্ত্ত্বং চৈতন্যজ্যোতিষঃ অবভাসকত্বব্যতিরেকেণ—যং
চৈতন্যজ্যোতিষা অন্তঃকরণদ্বারেণ অবভাসয়তি কার্যাকরণানি, তদবভাসিতানি
কৰ্মস্ব ব্যাপ্তিস্থে কার্যকুবুণানি ; তত্র কর্ত্ত্বমুপচর্য্যত আত্মনঃ । তদুক্তং ‘ধীরাবৃত্তীব
‘লৌপ্যবৃত্তীব’ ইতি ; তদেবানুদ্যতে—স হি কৰ্ত্তেতি ইহ হেত্বর্থম্ ॥ ২৬১।১০ ॥

টীকা । প্রত্যতিং ঘটয়তি—অপেতি । রথাদিশৃষ্টমাক্ষিপতি—কথং পুনরিতি । বাসনামগ্নী
শৃষ্টিঃ শ্লিষ্টত্বান্তরমাহ—উচ্যত ইতি । তদ্বপলকিনিমিত্তেনেত্যত্র তচ্ছব্দেন বাসনাস্মিক্য মানা-
বৃত্তিরেবোক্তা । উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—নবিত্যাদিনা । তদ্বপলকিন্ৰীসনোপলকিঃ, তত্র যং কৰ্ম-
নিমিত্তং, তেন চোদিতা বোদ্ধৃত্তান্তঃকরণবৃত্তিগ্রাহকবস্থা, তদাশ্রয়ং তদাস্মক্যং তদ্বাসনাশ্রয়ঃ
দৃশ্যত ইতি যোজনং । তথাপি কথমাস্ত্রজ্যোতিঃ স্বপ্নে কেবলং সিধ্যতি, তত্রাহ—তদ্যন্তেতি ।
যথা কৌশাদিসিবিবিক্তো ভবতি, তথা দৃশ্যায় বুদ্ধেৰ্বিবিক্তমাস্ত্রজ্যোতিরিতি কৈবল্যং সাধয়তি—
অসিরিবেতি । ১

তথা রথান্ততাববদিতি যাবৎ । স্থপাশ্চৈব বিশিষ্টন্ত ইতি বিশেষাঃ, স্থপসামান্তানীত্যর্থঃ ।
তপেত্যনন্দান্ততাবে দৃষ্টান্তিতঃ । অন্নীয়ংসি সরংসি পবনশব্দেনোচ্যন্তে । স হি কৰ্ত্তেত্যত্র
হি-শব্দার্থো যস্মাদিত্যুক্তঃ, তস্মাৎ স্বজতীতি শেষঃ । কুতোহস্ত কর্ত্ত্বং সহকার্যভাবাদিত্যা-
শঙ্কাহ—তদ্বাসনোতি । তচ্ছব্দেন বেশান্তাদিগ্রহণম্ । তদীয়বাসনাধারশিত্তপরিণামতেনো-
ক্তবতি যং কৰ্ম, তস্ত স্বজ্যমান-নিদানত্বেনেতি যাবৎ । মুখ্যং কর্ত্ত্বং বারয়তি—নবিতি । তদ্ব্যেতি
স্বপ্নোক্তিঃ । সাধনাভাবেহপি স্বপ্নে জিরা কিং ন শ্রাদিত্যাশঙ্কাহ—ন ইতি । তর্হি স্বপ্নে
কারকাণ্যপি ভবিস্তন্তি, নেতাহ—ন চেতি । তর্হি পূৰ্ব্বোক্তমপি কর্ত্ত্বং কথমিতি চেত্তত্রাহ—
যত্র দ্বিতি । উক্তেহমর্থে বাক্যোপক্রমমুকুলম্—তদুক্তমিতি । উপক্রমে মুখ্যং কর্ত্ত্বমিহ
যৌপচারিকমিতি বিশেষমাশঙ্কাহ—তত্রাপীতি । পরমার্থতশ্চৈতন্যজ্যোতিষো ব্যাপারবহুপাধ্যাব-
ভাসকত্বব্যতিরেকেণ স্বতো ন কর্ত্ত্বং বাক্যোপক্রমেহপি বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ । আত্মনো বাক্যোপ-
ক্রমে কর্ত্ত্বমৌপচারিকমিত্যুপসংহরতি—যদ্বিতি । স হি কৰ্ত্তেত্যৌপচারিকং কর্ত্ত্বমিত্যুচ্যতে
চেৎ, তস্ত ধ্যায়তীবেত্যাদিনোক্তবাৎ পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্কাহ—যদ্বক্তমিতি । অনুবাদে এয়োজন-
মাহ—হেত্বর্থমিতি । স্বপ্নে রথাদিশৃষ্টাবিতি শেষঃ ॥ ২৬১ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—[জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থার পার্থক্য এই যে,]
স্বপ্নে তৎকালীন দর্শনযোগ্য রথাদি বিষয় বিদ্যমান নাই । সেইরূপ রথযোগ—
রথে যে সকলকে সংযোজিত আবদ্ধ করা হয়, সেই রথবাহী অশ্ব প্রভৃতিও সেখানে
নাই ; এবং রথের গমনোপযোগী পথসমূহও নাই ; অথচ সেই সমস্ত রথ, রথযোগ
ও পথসমূহ সৃষ্টি করে । রথাদি-নির্মাণের উপকরণ কাষ্ঠাদির অভাবে সৃষ্টি

করে কিরূপে ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ‘সর্ব-প্রকার উপকরণসম্পন্ন এই জাগরণাবস্থার মাত্রা (সংস্কার) সংগ্রহ করিয়া এক নিজেই শরীরকে একবার নিহত করিয়া ও পুনর্ব্যায় নিশ্চাণ করিয়া’ ইত্যাদি । [অতিপ্রায় এই যে, জাগ্রদবস্থার বাসনাসমূহ লইয়া বাসনাময়ী অন্তঃকরণবৃত্তি নিজেই তদুপলব্ধির (বাসনা উপলব্ধির) কারণীভূত প্রাক্তন কর্মরাশি দ্বারা পরিচালিত হইয়া তৎকালদৃশ্য রথাদিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; ‘স্বয়ং নির্মায়’ ইত্যাদি কথায় ঐ অতিপ্রায়ই প্রকাশ করা হইয়াছে । এখানে রথাদির সৃষ্টিকোষক বাক্যও সেই ভাবেই অভিযুক্ত করিতেছে মাত্র । স্বাভাবিকপক্ষে কিন্তু সেখানে করণ—চক্ষুঃ প্রভৃতি, কিংবা চক্ষুঃপ্রভৃতির অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি তেজ বা তৎ-প্রকাশ্য রথাদি বিষয় কিছুই বিद्यমান থাকে না ; কেবল জ্ঞান-বাসনা বা মানস-সংস্কারই অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া নিজের উপলব্ধিজনক প্রাক্তন কর্মপ্রভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়া দর্শনপথে উপস্থিত হয় ; নিত্য প্রকাশশীল জ্যোতির্ময় আত্মা এখানে কোশ-নিমুক্ত অসির হ্রায় স্বয়ংজ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র । ১

সে সময়ে যেমন রথাদি থাকে না, তেমনি আনন্দ (সুখবিশেষ) মুদু—পুল্লাদি স্ত্রিয় বস্ত্র লাভজনিত প্রীতি এবং প্রমুদু—প্রিয় বস্ত্র লাভে নিরতিশয় সুখ, ইহার কিছুই থাকে না, অথচ সেই আনন্দপ্রভৃতি সমস্তই নির্মাণ করে ; এইরূপ সেখানে বৈশান্ত—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী অর্থাৎ তড়াগ (‘দীঘী’), কিংবা স্রবন্তী—নদীসমূহও নাই ; অথচ বাসনাময় (সংস্কারাত্মক) বৈশান্তপ্রভৃতি সৃষ্টি করে ; যেহেতু তিনিই (আত্মাই) কর্তা । [তাহার কর্তৃত্ব কি প্রকার ?] এ আপত্তির উত্তরে পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, যেহেতু ঐ সমস্ত বাসনার আশ্রয়ভূত অন্তঃকরণে যে, বিবিধ বৃত্তির বিকাশ হয়, জীবের পূর্ব্বকৃত কর্মই তাহার একমাত্র নিমিত্ত ; এই জন্যই তাহার কর্তৃত্ব আরোপিত হয় ; কিন্তু তাহার পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ক্রিয়াসম্পাদনই সম্ভব হয় না ; কারণ, সেখানে ক্রিয়ানিষ্পাদক কোনরূপ সাধনসামগ্রী বর্তমান থাকে না ; সাধনাভাবে কখনও কোনরূপ ক্রিয়া হইতে পারে না । ক্রিয়া-নিষ্পাদক হস্ত-পদাদি কোন সাধনই (কারকই) সেখানে বিद्यমান থাকে না সত্য ; কিন্তু যে জাগরণদশায় ঐ সমস্ত দেহেঙ্গ্রিয়াদি বিद्यমান থাকে, সেই জাগরণদশায় আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা এরূপ কর্ম নিষ্পাদিত হইয়া থাকে যে, ঐ সমস্ত কর্মজ সংস্কারই মনোমধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া স্বপ্নসময়ে তদনুরূপ বৃত্তি সমুৎপাদন করিয়া দেয় ; এই নিমিত্ত ‘স হি কর্তা’ বলিয়া জীবের কর্তৃত্ব অবধারিত করা হইয়াছে । ২ ।

ইতঃপূর্বে পুরুষ আত্মজ্যোতিঃপ্রভাবেই বৃত্তি লাভ করে, কর্ম করে এবং স্বেচ্ছান হইতে ফিরিয়া আইসে ইত্যাদি বাক্যে এ কথাই উক্ত হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেখানেই আত্মা স্বীয় জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা অন্তঃকরণাদিকে সমুদ্ভাসিত করিয়া কর্মে প্রবর্তিত করে বলিয়াই তাহার কর্তৃত্ব নির্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ পারমাণ্বিক কর্তৃত্ব বলা হয় নাই । অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু আত্মজ্যোতিঃ অন্তঃকরণ দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদিকে উদ্ভাসিত করে, এবং দেহেন্দ্রিয়াদি সাধনসমূহ তদুদ্ভাসিত হইয়াই নানাবিধ কর্মে ব্যাপৃত হইয়া থাকে, সেই হেতুই আত্মার কর্তৃত্ব-ব্যবহার হইয়া থাকে । অতঃপ্রতিতেই একথা বলা হইয়াছে, যথা—[আত্মা] যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে ইত্যাদি । আত্মার অকর্তৃত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত এখানে সেই 'ধ্যায়তি' ক্রটিরই অনুবাদ করা হইয়াছে ॥ ২৬১ ॥ ১০ ॥

তদেতে শ্লোকা ভবন্তি,—

স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাক্ষীতি ।

শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরণ্যঃ পুরুষ একহংসঃ ॥

২৬২ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ ।—তৎ (তস্মিন্ যথোক্তে বিষয়ে) এতে (বংশধমাণ্যুঃ) শ্লোকাঃ (সংক্ষিপ্তার্থাঃ মন্ত্রাঃ) ভবন্তি (সন্তি) । [কে তে ? ইত্যাহ—] এক-হংসঃ (এক এব হস্তি—জাগ্রৎস্বপ্নাণ্ডবস্থাভেদান্ গচ্ছতি ইতি একহংসঃ), হিরণ্যঃ (সুবর্ণময় ইব জ্যোতিঃস্বভাবাচ্ছলঃ) পুরুষঃ (জীবঃ) [স্বয়ং] অসুপ্তঃ (অলুপ্তদৃক্স্বরূপ এব সন্) শারীরং (শরীরম্) অভিপ্রহত্য (নিশ্ক্রিয়তাম্ আপাত্য) সুপ্তান্ (বাসনারূপেণ অন্তঃকরণে স্থিতান্—বাহ্যান্ আত্মাশ্রিকান্ চ বিষয়ান্) অভিচাক্ষীতি (আত্মজ্যোতিষা পশ্যতীত্যর্থঃ) । শুক্রং (শুদ্ধং উজ্জ্বলম্ ইন্দ্রিয়বৃত্তিম্) আদায় (গৃহীত্বা) স্থানং (কর্মক্ষেত্রং জাগরণম্) পুনঃ ক্রীতি (আগচ্ছতি) ইত্যর্থঃ ॥ ২৬২ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ।—একহংস—যিনি একাকী জাগ্রৎ স্বপ্নাদি নানাবিধ অবস্থা লাভ করেন, সেই হিরণ্য—সুবর্ণনির্মিত বস্তুর ন্যায় সমুজ্জ্বল পুরুষ (জীব) নিজে অসুপ্ত থাকিয়া—জ্ঞানশক্তিশূন্য না হইয়া, শরীরকে প্রহত করিয়া অর্থাৎ তাহার ক্রিয়াশক্তি বিলুপ্ত করিয়া দিয়া, সুপ্ত—সংস্কারময় বিষয়সমূহ দর্শন করিতে থাকে । আবার সেই

পুরুষ ই ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ গ্রহণ করিয়া পুনর্ববার কর্মক্ষেত্র—জাগরণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬২ ॥ ১১ ॥

শাক্তুর ভাষ্যম্—তদেতে—এতন্নিম্নত্বার্থে এতে শ্লোকীঃ মন্ত্রা ভবন্তি । স্বপ্নেন স্বপ্নভাবেন শারীরং শরীরম্ অভিপ্রহত্য নিশেপ্ততাপাত্ত অমুৎসঃ স্বয়ম্ অনুপ্তদৃগাদিশক্তিঃ স্বাভাব্যাৎ, স্থপ্তান্ বাসনাকারোদ্ভূতান্ অন্তঃ-করণবৃত্ত্যাশ্রয়ান্ বাহ্যাদ্যাত্মিকান্ সর্বানৈব ভাবান্ স্বেন রূপেণ প্রত্যক্ষমিতান্ স্থপ্তান্, অভি-চাক্ষীতি অলুপ্তয়া আয়ুদৃষ্ট্যা পশুতি অবভাসয়তীত্যর্থঃ । শুক্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মদ্বিক্রিয়মাত্ররূপম্, আদায় গৃহীত্বা পুনঃ কর্মণে জাগরিতস্থানম্, ত্রিতি আগচ্ছতি ; হিরণ্ময়ঃ হিরণ্ময় ইব চৈতন্তজ্যোতিঃস্বভাবঃ, পুরুষঃ একহংসঃ এক এব । ইতীত্যেকহংসঃ,—একঃ জাগ্রৎস্বপ্নহলোকপরলোকাদীন্ গচ্ছতী-ত্যেকহংসঃ ॥ ২৬২ ॥ ১১ ॥

টীকা । তদেতে শ্লোকী ভবন্তীত্যেতৎ প্রতীকং গৃহীত্বা ব্যাচষ্টে—তদেত ইতি । উল্লেখ্যঃ ক্ষয়জ্যোতিষ্টাদিঃ । শারীরমিতি স্বার্থে বুদ্ধিঃ । স্বয়মহুগুহে হেতুমাহ—অলুপ্তেতি । ব্যাখ্যায় পদমাদায় ব্যাচষ্টে—স্থপ্তানিত্যাদিনা । উক্তমনুজ পদান্তরমবত্যা ব্যাকরোতি—স্থপ্তানভি-চাক্ষীতীতি ॥ ২৬২ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—‘তদ্ এতে’ ইত্যাদি । এই যে বিষয় বলা হইল, এ বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোক (মন্ত্রসমূহ) আছে—হিরণ্ময় অর্থাৎ সূৰ্ব্বময় বস্তুর আয় উজ্জল—স্বাভাবিক চৈতন্ত জ্যোতিঃসম্পন্ন, একহংস—একাকীই গমন করে বলিয়া—একহংস, অর্থাৎ একই আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ইহলোক ও পরলোকাদি স্থানে গমন করে বলিয়া ‘একহংস’-পদবাচ্য পুরুষ (জীব) স্বপ্রাবস্থা দ্বারা শরীরকে গ্রহণ—নিশেপ্তভাবে পন্ন করিয়া অথচ স্বভাবসিদ্ধ দর্শনশক্তি প্রভৃতি গুণগুলি অবিলুপ্ত থাকায় নিজের স্থপ্ত না হইয়া, স্থপ্ত বিষয়সমূহকে—স্বীয় অন্তঃকরণবৃত্তি আশ্রয় করিয়া বাসনারূপে অভিব্যক্ত, অথচ নিজ নিজ স্বরূপে অনভিব্যক্ত বাহ্য ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বিষয়রাশি অবিলুপ্ত স্বীয় জ্ঞান-শক্তিপ্রভাবে দর্শন করিয়া থাকে, অর্থাৎ সেই সমস্ত বাসনাময় বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে (১) । আবার শুক্র শুদ্ধ (উজ্জল) জ্যোতির্ময় ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচর গ্রহণ করিয়া কর্ম করিবার জন্ত পুনশ্চ জাগ্রৎ অবস্থায় আগমন করিয়া থাকে ॥ ২৬২ ॥ ১১ ॥

(১) , তাঁৎপৰ্য্য—জীব জাগরণ সময়ে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমুদয় বিষয় উপভোগ বা সম্পাদক করে, সে সমুদয়ের মূল সংস্কাররাশি স্বদরণটে থাকিয়া যায়, কিন্তু সে সমুদয়

প্রাণেন রক্ষমবরং কুলায়ং বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা । স
ঈয়তেহমৃতো যত্র কাম্যুৎহিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥২৬৩॥ ১২ ॥

সুস্মার্যার্থঃ ১—অমৃতঃ (‘অমরধর্ম্মা’) একহংসঃ সঃ হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ (জীবঃ)
প্রাণেন (পঞ্চবৃত্তিপ্রাণেন) অবরং (নিকৃষ্টং মলমূত্রাণ্যনেকাণ্ডচিরমীভ্যং অশুদ্ধম্)
কুলায়ং (‘বাসনীড়ং শরীরং’) রক্ষন্ (পরিপালয়ন্), [স্বয়ং] অমৃতঃ (মরণরহিতঃ
—স্বরূপেণ—বিद्यমান—এব) কুলায়াং (শরীরে) বহিঃ (পরিভ্রাম্য, শরীরে
অনাসক্তঃ) অমৃতঃ (স্বয়ং অবিকৃত এব তিষ্ঠন্) যত্র (যত্র যত্র বিষয়ে) কাম্যং
(‘অভিলাষঃ’), [তত্র তত্র] ঈয়তে (গচ্ছতি) ॥২৬৩॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ ১—মরণরহিত একহংস সেই হিরণ্ময় পুরুষ পঞ্চ-
বৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণ দ্বারা, নিকৃষ্ট বাসস্থান শরীরকে রক্ষা করত নিজে
শরীরের বাহিরে বিচরণ করিয়া অর্থাৎ শরীরে অনাসক্তভাবে অবস্থান
করিয়া, যেখানে ইচ্ছা, সেখানে গমন করে ॥ ২৬৩ ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ১—তথা প্রাণেন পঞ্চবৃত্তিনা, রক্ষন্ পরিপালয়ন্, অত্রণা
মৃতপ্রাপ্তিঃ স্থাৎ; অবরং নিকৃষ্টম্ অনেকাণ্ডচিসজ্বাতীহাদত্যন্তবীভৎসম্, কুলায়ং
নীড়ং শরীরম্, স্বয়ং তু বহিঃ তস্মাৎ কুলায়াং, চরিত্বা—যত্নপি শরীরস্থ এব স্বপ্নং
পশুতি, তথাপি তৎসংস্কারভাবাৎ তৎস্থ ইবাঁকাণঃ বহিঃচরিত্বৈত্যাচ্যতে; অমৃতঃ
স্বয়মমরণধর্ম্মা, ঈয়তে গচ্ছতি । যত্র কাম্যম্ যত্র যত্র কাম্যঃ বিষয়েষু উক্তবৃত্তি-
ভবতি, তৎ তৎ কাম্যং বাসনারূপেণোক্তং গচ্ছতি ॥ ২৬৩ ॥ ১২ ॥

টীকা । তথাশব্দঃ স্বপ্নগতবিশেষসমুচ্চয়ার্থঃ । কিমিতি স্বপ্নে প্রাণেন শরীরমাশ্রা পালয়তি,
তত্রাহ—অত্থশেতি । বহিঃচরিত্বৈত্যুক্তং, শরীরস্থস্থ অধোপলভ্যাদিত্যাং কাহ—যত্নপীতি ।
তৎসংস্কারভাবাবহিঃচরিত্বৈত্যাচ্যত ইতি সম্বন্ধঃ । দেহস্তত্ত্বৈব তদসংস্কারে ভূতান্তমাহ—তৎস্থ-
ইতি ॥ ২৬৩ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—সেইরূপ [উক্ত আত্মা] প্রাণনাদি পঞ্চপ্রকার বৃত্তি-
বিশিষ্ট প্রাণ দ্বারা অবর নিকৃষ্ট অর্থাৎ অনেক প্রকার অশুচিদ্রব্যসমন্বয়ে সমুৎপন্ন
বলিয়া অত্যন্ত বীভৎস স্থানার বিষয় কুলায়কে—জীব পক্ষীর বাসস্থান শরীরকে

সংস্কার নিজ নিজ কীর্ঘ্য হইতে বিরত থাকায়, অথবা জাত্রংব্যাপারের জ্ঞান স্পষ্টতঃ উপলব্ধি
না হওয়ার এখানে ‘স্বপ্ন’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ব্রহ্মচৈতন্তরূপী জীবের চৈতন্ত কখনও
বিলুপ্ত হয় না ; এই জন্ত স্বপ্নব্রহ্ম জীবকে ‘অস্বপ্ন’ বলা হইয়াছে ; বিশেষতঃ জীবচৈতন্ত যদি
স্বপ্ন—লুপ্তচৈতন্ত হইত, তাহা হইলে স্বপ্নব্রহ্মই বা দোষিত কে ?

রক্ষা করত, (১) নচেৎ (আত্মা শরীর ত্যাগ করিলে) দেহে মৃত্যুভ্রান্তি উপন্ন হইত, অথচ এনিজে এই শরীরের বাহিরে বিচরণ করিয়া এবং নিজে মৃত্যু রহিত থাকিয়া—যেখানে কামনা অর্থাৎ যে যে বিষয়ে তাহার মনোবৃত্তি বা অভিলাষ উপন্ন হয়, পূর্বসংস্কার স্বরূপে প্রাক্তভূত সেই সেই বিষয়ে গমন করিয়া থাকে। আত্মা যদিও শরীরমধ্যে থাকিয়াই স্বপ্ন দর্শন করে সত্য, তথাপি আকাশ যেকূপ শরীরে থাকিয়াও শবীবে থাকে না—নির্লিপ্ত, সেইরূপ সে সময়ে দেহের সহিত আত্মায় অভিমানাত্মক সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া “বহিষ্ঠাবিত্তা” বলা হইয়াছে ॥ ২৬৩ ॥ ১২ ॥

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহুনি ।
উত্তেব জ্যোতিঃ সহ মোদমানো জক্ষতুতেবাপি ভয়ানি
পশ্যন্ত ॥ ২৬৪ ॥ ১৩ ॥

• **সরলার্থঃ**—দেবঃ (হ্রাতিমান্ জীবঃ) স্বপ্নান্তে (স্বপ্নস্থানে) উচ্চাবচম্ (উচ্চং উৎকৃষ্টং দেবাদিভাবম্, অবচং অপকৃষ্টং পশ্বাদিভাবম্) জয়মানঃ (প্রাপ্নুবন্ সন্) জ্যোতিঃ সহ উত মোদমানঃ (জ্যোতিম্ অমৃতবন্) ইব (ইবশব্দঃ অবাস্তববৃত্তোক্তকঃ), জক্ষৎ উত (অপি—বয়স্তৈরপি সহ হসন্) ইব, তথা ভয়ানি (ভয়ানকানি) অপি পশ্যন্ত [ইব] বহুনি রূপাণি (দৃশ্যানি) কুরুতে (নির্মাণতি) ॥ ২৬৪ ॥ ১৩

• **মূলানুবাদঃ**—স্বতঃ প্রকাশসম্পন্ন জীব স্বপ্নসময়ে উত্তমাদম বিবিধ রূপ ধারণ করত [কখনও] যেন রমণীগণের সহিত আমোদই করিয়া থাকে; [কখনও] যেন [বয়স্কগণের সঙ্গে] হাস্যই করিয়া

(১) তাৎপর্য—শরীরের বীভৎসতা অস্ত্রাশ্রয়পটকধার অভিহিত হইয়াছে। বধা—

“হানাবীজাঙ্গুপট্টভাং নিঃস্তম্ভান্নিধনাদপি।

কায়মাদেশশৌচহাং পতিতা হৃদুচিৎ বিদ্রুঃ”

(পাতঞ্জলদর্শনের বাচস্পতিসিদ্ধান্ত টীকা)

• নিম্নলিখিত কারণে পণ্ডিতগণ এই ছল শরীরকে অশুচি বলিয়া মনে করেন। উপপত্তিস্থান কদর্ঘ্য জরাহু; বীজ—শুক্র শোণিত; উপপট্ট—অহি প্রভৃতি; নিঃস্তম্ভ—মল মূত্রাদি নিঃসরণ; এবং নিধন—মৃত্যু। উক্ত অবস্থা ও বস্তুগুলি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে অপবিত্রতার কারণ; অথচ ছল শরীর কখনই উহাদের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না; এই জন্ত বীভৎস ।

থাকে ; [আবাস কখনও] যেন ভয়ানক ব্যাঘ্রাদিই দর্শন করে ; এইরূপে .
বহুপ্রকার দৃশ্য বস্তু নিষ্কারণ করিয়া থাকে ॥ ২৬৪ ॥ ১৩ ॥

শীঘ্ররভাষাম্—কিঞ্চ স্বপ্নান্তে স্বপ্নস্থানে উচ্চাবচম্ উচ্চং দেবাদি-
ভাবম্, অবচং ত্রিবিধাদিভাব্য ত্রিকুষ্টম্, তদুচ্চাবচম্, জয়মানঃ গম্যমানঃ প্রাপ্তবন্,
কপাণি, দেবঃ স্তোতনবান্, কুরুতে নির্বর্তয়তি—বাসনাকপাণি বহুনি অসংখ্য-
য়ানি । উত্ত অপি, জীতিঃ সহ মোদমান ইব, জক্ষদিব হসন্নিব বয়শ্চৈঃ ; উত্ত
ইব অপি ভয়ানি—বিভেত্যেভ্য ইতি ভয়ানি—সিংহব্যাঘ্রাদীনি . পশু-
শ্লিব ॥২৬৪॥১৩॥

টীকা । স্বপ্নস্থং বিশেষান্তবমাহ—কি° চেতি । উচ্চাবচ° বিষয়ীকৃত্য তেন তেনাস্থনা
শ্বেনৈব স্বপ্নং গম্যমান ইতি যাবৎ ॥ ২৬৪ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—অপি চ, দেব—স্বাভাবিক প্রকাশসম্পন্ন জীব স্বপ্নান্তে
অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে উচ্চাবচ—উচ্চ অর্থ—উৎকৃষ্ট দেবতাদিকপঃ, অবচ অর্থ—নিরুষ্টি—
পশুপক্ষিপ্ৰভৃতি ভাব লাভ করত বাসনাময় (ভাবনাত্মক) বহু অসংখ্য দৃশ্য বস্তু
সম্পাদন করিয়া থাকে । [তাহাই বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—] যেন
বমণীগণের সহিত আমোদই অনুভব কবে, যেন বন্ধুবর্গের সঙ্গে হাস্তই কবে, এবং
যেন বহুবিধ ভর অর্থাৎ যাহাদিগের নিকট হইতে ভয় হয়, সেই সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি
অবলোকন কবে ॥২৬৪॥১৩॥

আরামমস্ত পশুস্তি ন তং পশুতি কশ্চনেতি । তন্মায়তং
বোধয়েদিত্যাহঃ । ছুর্ভিষজ্যৎহাস্মৈ ভবতি, যমেষ ন প্রতি-
পদ্যতে । অথো খল্বাহুর্জাগরিতদেশ এবাস্থৈষ ইতি, যানি হেব
জাগ্রৎ পশুতি, তানি স্তপ্ত ইতি, অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি-
র্ভবতি, স্নেহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উদ্ধং বিমোক্ষায়
ক্ৰহীতি ॥ ২৬৫ ॥ ১৪ ॥

সবলার্থঃ ।—অস্ত (আত্মনঃ) আবাসং (বাসনাসম্পাদিতাং ক্রীড়াং
ব্যাপারমাত্রং) পশুস্তি [সর্বে জনাঃ], কশ্চন (কশ্চিদপি) তং (আত্মনং) ন
পশুতি (আত্মনঃ বিবিভক্তং রূপং ন জানাতীত্যর্থঃ) ইতি । [অত্রার্থে লোক-
প্রসিদ্ধিমাহ—] তং (স্তপ্তং পুরুষং) আরতং (সহসা) ন বোধয়েৎ (জাগরিতং
ন কুর্ধ্যাৎ) ইতি অর্থাৎ (কথংস্তি) [চিকিৎসকাদয়ঃ] । [অত্র দৌষমাহ—]
এষঃ (আত্মা) যৎ (ইন্দ্রিয়দ্বারদেশং) ন প্রতিপদ্যতে (যদি কদাচিৎ স্বপ্নায়

প্রবোধ্যমানঃ আত্মা, ইন্দ্রিয়ানি স্বস্বগোলবৃন্দেঃ ন প্রবেশয়েৎ, বিপর্যায়েন বা প্রবেশয়েৎ, তদা) অন্নে (অস্ত জাগ্রতঃ) ত্রিবিজ্যং (ত্ৰয়ং ভিষক্-কৰ্ম যত্, তৎ) ভবতি হ (প্রসিদ্ধো, হঃখেন চিকিৎসনীয়োহসৌ ভবতীতি ভাবঃ) ।* অথো (অপি) খণ্ডু (প্রসিদ্ধো) আহঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]—অস্ত (স্পৃগ্ত) এষঃ ('বর্ধমানঃ') জাগরিতদেশঃ ঐব (জাগরিতো যো দেশঃ, স এব অস্ত দেশ ইত্যর্থঃ) ;—পুরুষঃ জাগ্রৎ (প্রবুদ্ধঃ সন্) যানি (বস্তুনি) এব হি প্ৰশুতি, স্পৃগ্তঃ (নিদ্রিতঃ সন্) তানি তৎসংস্কারপ্রস্থতানি (বস্তুনি এব) [পশুতি] ; অত্র (স্বপ্নদশায়াম্) অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি ইতি । [এবং প্রবোধ্যমানঃ জনকঃ যান্তবল্ক্য-মাহ—] সঃ (এবং প্রবোধিতঃ) অহং ভগবতে (পূজনীয়ায় তুভ্যং) সহস্রং দুদামি ; অতঃ উক্সং (অতঃপরং) বিমোক্ষায় (মোক্ষোপায়ং) ক্রাহি (কথয়) ইতি ॥২৬৫॥১৪॥

মূলানুবাদ :—সাধারণ লোকে এই আত্মার আবাম অর্থাৎ চেষ্টামাত্রই দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই ইহার স্বরূপ দর্শন করে না । চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, নিদ্রিত ব্যক্তিকে হঠাৎ জাগরিত করিবে না ; কারণ, ঐরূপ হইলে, আত্মা যে যে ইন্দ্রিয়কে যে যে স্থান হইতে আহরণ করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিল, সহসা জাগরণের দরুণ যদি দৈবাৎ সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিজ নিজ স্থানে প্রেরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে শরীরে অপ্রতিক্রিয় রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

লোকে আরও বলিয়া থাকে যে, এই স্পৃগ্ত ব্যক্তির যে, এই স্বপ্নস্থান, ইহা জাগরিতদেশই বটে, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় যে বিষয় যেরূপভাবে দর্শন করিয়াছে, এখন বাসনা প্রভাবে সেই সমস্ত বিষয়ই অনুভব করিতেছে ; এই স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিরূপে প্রকাশ পায় । [এইরূপ উপদেশ লাভে পরিতুষ্ট জনক মহারাজ যান্তবল্ক্যকে বলিলেন—] আপনার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত আমি পূজনীয় আপনাকে সহস্র (সহস্রসংখ্যক গো বা স্বর্ণমুদ্রা) দান করিতেছি ; অতঃপর মোক্ষলাভের উপায় উপদেশ করুন ইতি ॥ ২৬৫ ॥ ১৪ ॥

শাক্তভাষ্যম্ :—আরাধন্য আরাধন্য আক্রীড়াম্, অনেন নির্মিতাং বাসনারূপাম্, অন্ত্যস্তনঃ পশুন্তি সর্বে জনাঃ—গ্রামং নগরং দ্বিগম্ অরাস্তমিত্যাदि

বাসনানির্মিতম্ । আকীড়নরূপম্ । ন তং পশুতি তং ন পশুতি কশ্চন । কষ্টং জ্ঞো
বর্ত্ততে, অত্যন্ত-বিবিক্তং সৃষ্টিগোচরাপন্নমপি—অহো ভাগ্যহীনতা, লোকন্ত ! ১৭
শব্দাদর্শনমপি আত্মানং ন পশুতি, ইতি লোকং প্রত্যক্ষকোশং দর্শয়তি শ্রুতিঃ ।
অত্যন্তবিবিক্তঃ স্বয়ং জ্যোতিরাশ্মা স্বপ্নে ভুবতীত্যভিপ্রায়ঃ । ১

টীকা । আরামং বিবৃণোতি—গ্রামমিত্যাदिना । न तस्मिन्निदमेतत्पर্যमाह—कष्टमिति ।
सृष्टिगोचरापन्नमपि न पशुतीति सवक्तव्यम् । कष्टमिदानीमेतत् प्रपन्नमिति—अहो इति ।
लोकान्तां तां पर्यायपदसंहरति—अतश्चेति । ১

তং নরতং বোধয়েদিতি—প্রসিক্ষিরপি লোকে বিভর্তে—স্বপ্নে আত্ম-
জ্যোতিষো ব্যতিরিক্তে । কার্শো ? তন্মায়াং স্পৃশ্যম্, আয়তং সহসা ভৃশং,
ন বোধয়েৎ—ইতি—এবং কথয়ন্তি চিকিৎসকাদয়ো জনা লোকে । নূনং তে
পশুন্তি—জাগ্রদেহাদ ইন্দ্রিয়দ্বারতোহপসৃত্য কেবলা বহির্কর্ত্ত ইতি, যত আহঃ,
তং নারতং বোধয়েদिति । তত্র চ দোষং পশুন্তি—ভৃশং হ্রস্বো বোধ্যমানঃ
তানীন্দ্রিয়দ্বারানি সহসা প্রতিবোধ্যমানঃ ন প্রতিপশুত ইতি । তদেতদাহ—
দুর্ভিষজ্যং হাশ্মৈ ভবতি—যমেব ন প্রতিপশুতে, যম্ ইন্দ্রিয়দ্বারদেশম্—
যস্মাদ্দেশং শুক্রমাদায়াপসৃতঃ, তমিন্দ্রিয়দেশম্, এষ আত্মা পুনর্ন প্রতিপশুতে,
কদাচিদ্ ব্যত্যাসেনেইন্দ্রিয়মাত্রাঃ প্রবেশয়তি, তত আক্যবাবিধ্যাদিদোষপ্রপ্তৌ
দুর্ভিষজ্যং—দুঃখভিষককর্ম্মতা হাশ্মৈ দেহার ভবতি, হ্রঃখেন চিকিৎসনীমোহজ্যৌ
দেহো ভবতীত্যর্থঃ । তস্মাৎ প্রসিক্ষ্যপি স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতির্দেহমন্ত গম্যতে—স্বপ্নে,
ভূতাত্তিক্রান্তো মৃত্যো রূপাণীতি, তস্মাৎ স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিরাশ্মা । ২

বাক্যান্তরমাদায় তাংপর্যমুক্ত্যাক্ষাপূর্ব্বকমক্ষরাপি—ব্যাকরোতি—তং নেত্যাदिना ।
তেষামন্তিপ্রায়মাহ—নূনমिति । ইন্দ্রিয়াণ্যেব দ্বারান্যন্তেতীন্দ্রিয়দ্বারে জাগ্রদেহস্তমাদিতি
যাবৎ । তথাপি সহসারসৌ বোধ্যতাং, কা হানিরিত্যাক্ষাহ—তত্রোতি । সহস্র বোধ্যমানং
সপ্তমার্থঃ । কিমত্র প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যানস্তরবাক্যমবত্যা বাচষ্টে—তদেতদাহেত্যাदिना ।
পুনরপ্রতিপত্তৌ দোষপ্রসঙ্গং দশয়তি—কদাচিদিতি । ব্যত্যাসপ্রবেশত কাৰ্য্যং দর্শনম্ দুর্ভিষজা-
মিত্যাदि वाचष्टे—तत इति । उक्तां प्रसिद्धिमुपसंहरति—तस्मादिति । ২

অথো অপি খলু অন্ত্রে আহঃ—জাগরিতদেশ এবান্তেষাং, যঃ স্বপ্নঃ ; ন সন্ধ্যাং
জ্ঞানান্তরমিহলোকপরলোকাভ্যাং ব্যতিরিক্তম্ ; কিং তর্হি ? ইহলোক এব জাগ-
রিতদেশঃ । যন্তেবম্, কিঞ্চাতঃ ? শৃণু অতো যন্তবতি—যদা জাগরিতদেশ এবায়ং
স্বপ্নঃ, তদা অসমাদ্বা কার্য্যকরণেভ্যো ন ব্যাবৃত্তেইধিতীভূতঃ, অতো ন স্বপ্নং
জ্যোতিরাশ্মা ইত্যতঃ স্বয়ং জ্যোতির্দেহবানায় অন্ত আহঃ—জাগরিতদেশ এবান্তেষ
ইতি । তত্র চ হেতুমাচক্ষতে—জাগরিতদেশে, যানি হি যস্মাদ্ হন্ত্যাঙ্গীনি পরার্থ-

জাতানি, জাগ্রৎ জাগরিতদেশে পশুতি লৌকিকঃ, তান্তেব স্তপ্তোহপি পশুতীতি ।
‘ তদসং ; ইন্দ্রিয়োপরমাং,—উপরতেষু হীন্দ্রিয়েষু স্বপ্নান্ পশুতি ; তস্মান্নাশ্রিত্ত
জ্যোতিবন্তত্র সন্তবোহস্তিঃ’ তত্ৰুক্তম্—‘ন তত্র যুগ্মা ন যথযোগাঃ’ ইত্যাদি ;
তস্মাদত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবত্যেব । ৩

বৃত্তমন্মত্ত মতান্তরমুপাশ্রয়তি—অগ্নৌ ভূত্বোহ্যাদিনা । ইতিশব্দো যস্যাদর্শে । তদেব
যতান্তরং ষ্টিফারয়তি—নেতাদিনা । উক্তমঙ্গীকৃত্য ফলং পুঙ্খতি—যদ্ব্যবসিতি । অগ্নৌ
জাগরিতদেশে ইতোবাং যদীষ্টমতচ্চ কিং স্তাদিতি প্রশ্নার্থঃ । ফলং প্রতিজ্ঞার প্রকট্যতি—
শ্রুতি । মতান্তরোপপত্তাস্ত স্বমতবিরোধিষমাহ—ইত্যত ইতি । স্বপ্নস্ত জাগ্রদেশস্তঃ দুষয়তি—
তদমদিতি । তস্ত জাগ্রদেশস্তাভাবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । স্বপ্নে বাহ্যজ্যোতিষঃ সন্তবো
নাস্তীত্যত্র প্রমাণমাহ—তদ্বুক্তমিতি । বাহ্যজ্যোতিরভাবোহপি স্বপ্নে বাবহারদর্শনাত্তত্র স্বয়ং-
জ্যোতিষ্টমাক্ষেপ্ত মর্শকামিত্যুপসংহবকি—তস্মাদিতি । ৩

‘ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বাস্তীতি স্বপ্ননিদর্শনে প্রদর্শিতম্, অতিক্রামতি মৃত্যো রূপা-
ণীতি চ’ ; ক্রমেণ সঞ্চরন্তিহলোক-পরলোকাদীন্ ইহলোকপরলোকাদিবাস্তিরক্তঃ,
‘ তথা জাগ্রৎস্বপ্নকুলাভ্যাং বাতিরিক্তঃ, তত্র চ ক্রমসঞ্চারান্ত্রিত্যশ্চেত্যেতৎ
প্রতিপাদিতং যাজ্ঞবল্ক্যেন । অতো বিদ্বানিহ্মক্সার্থং সহস্রং দদামি—ইত্যাহ
জনকৃঃ । সোহহমেবং বোধিতঃ ত্বয়া, ভগবতে তুভ্যাং সহস্রং দদামি ; বিমোক্ষচ
কামপ্রশ্নো ময়াভিপ্রেতঃ, তদুপযোগী অয়ং তাদর্থ্যাং তদেকদেশ এব ; অতস্ত্বাং
নিবোক্ষ্যামি, সমস্তকামপ্রশ্ননির্ণয়শ্রবণেন বিমোক্ষায় অত উৰ্দ্ধং ব্রহ্মীতি, যেন
সংসারাদ্বিপ্রমুচ্যেয়ম্ ত্বংপ্রসাদাৎ । বিমোক্ষপদার্থকদেশনির্ণয়হেতোঃ সহস্র-
দানম্ ॥২৬৫॥১৪

কথং পুনবিদ্বানমুক্তায়াং সহস্রদানবচনমিত্যশঙ্ক্য বৃত্তং কীর্তয়তি—স্বয়ং জ্যোতিরिति ।
মৃত্যো রূপাণ্যতিক্রামতীত্যত্র চ কার্যকরণবাস্তিরিক্তমাহ্মনো দর্শিতম্ ইত্যাহ—অতিক্রামতীতি ।
লৌকিকসঞ্চারবশাদুক্তমর্থমুপবদতি—ক্রমেণেতি । আদিশকন্তুভদেহাদিবিষয়ঃ । স্থানত্ব-
সঞ্চারবশাদুক্তমুপবদতে—তথ্যেতি । ইহলোকপরলোকাভ্যামিবেতি ‘যাবৎ । লোকত্ব-
স্থানত্বং চ ক্রমসঞ্চারপ্রযুক্তমন্তরমাহ—তত্র চেতি । আয়নঃ স্বয়ংজ্যোতিষো দেহাদিবাস্তি-
রিক্তস্ত নিত্যস্ত জাপিতবাদিত্যতঃপরার্থঃ । কামপ্রশ্নস্ত নির্ণাত্ত্বাতিরিক্তকাজ্জবসিতি শব্দাঃ
বারয়তি—বিমোক্ষচেতি । সম্যক্বেদন্তুত্বুরিতি যাবৎ । নহু স এব প্রাপ্তকো নাসৌ
‘ বস্তবেহস্তি, তত্রাহ—তদুপযোগীতি । অয়মিত্যুক্তান্ত্রপ্রত্যয়োক্তিঃ । তাদর্থ্যাং পদার্থজ্ঞানস্ত
বাক্যার্থজ্ঞানৈশব্বাদিতি যাবৎ । পদার্থস্ত বাক্যার্থবহির্ভাবঃ দুষয়তি—তদেকদেশ এবতি ।
কামপ্রশ্নো নাস্ত্যপি নির্ণাত ইত্যত্রোত্তরবাক্যং গমকমিত্যাহ—অত ইতি । কামপ্রশ্নস্তা-
নির্ণাত্ত্বাদিতি যাবৎ । তেনাপেক্ষিতেন হেতুভেদার্থঃ । বিমোক্ষশব্দস্ত সম্যগ্জ্ঞানবিষয়ঃ
‘ হেতুঃ’—যেহেতি । সম্যগ্জ্ঞানপ্রাপ্তৌ গুরুপ্রসাদস্ত আশঙ্ক্যঃ বর্ণয়তি—তৎপ্রসাদাদিতি ।

নম্ বিমোক্ষপদার্থো নিৰ্ণাতোহস্তথা সম্ভবদানন্তাকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাদন্ত আহ—বিমো-
ক্ষতি ॥২৬৫॥১৪৫

• ভাষ্যানুবাদ—এই আত্মার আরাম-স্বার্থে জীবাণুস্ফারসমুৎপন্ন ক্রীড়া-গ্রাম, নগর, স্ত্রী বা ভোজনীয় অন্নপ্রভৃতি রূপ ক্রীড়ন বা বিলাসমাত্র সকল লোকে অবলোকন করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই তাহাকে দর্শন করে না। এই উপলক্ষে শ্রুতি জনসাধারণকে লক্ষ্য কবিয়া খেদ প্রকাশ কবিয়া বলিতেছেন—অহো বড়ই কষ্ট—লোকসমূহ বড়ই ভাগ্যহীন! অত্যন্ত বিবিধ বা নিশ্চল-রূপে দৃষ্টিগোচরে উপস্থিত হইলেও—দর্শনযোগ্য হইলেও আত্মাকে যে, দর্শন করবে না, ইহা ভাগ্যহীনতারই লক্ষণ! অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নসময়ে আত্মা অস্তঃ-কবণাদি হইতে পৃথক্ হইয়া স্বয়ংজ্যোতিঃরূপে প্রকাশিত হয়।

‘তৎ ন আগতং বোধযেৎ—ইত্যাহ’ ইতি। স্বপ্নসময়ে আত্মজ্যোতিঃ পুষ্প-অপব সমস্ত হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে, এবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধিও আছে। সেই লোকপ্রসিদ্ধিটী কি? সংসাবে চিকিৎসক প্রভৃতি অভিজ্ঞ লোকেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, তাহাকে—সুপ্ত পুরুষকে সহসা জাগরিত করিবে না, অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে জাগরিত করিবে। যেহেতু তাহারা এইরূপ বলেন, [সেই হেতু বেশ বুঝা যায় যে,] সুপ্ত পুরুষ জাগ্রদেহ হইতে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গোলকস্থান হইতে সরিয়া বাহিরে থাকে, অর্থাৎ তখন ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারের সহিত তাহার সংস্পর্শ থাকে না; এই কারণেই তাঁহারা বলেন যে, হঠাৎ একে-বারে জাগরিত করিবে না। তাহাতে যে, কি অনিষ্ট হয়, তাহাও তাহারা দেখিতে পান—হঠাৎ একেবারে জাগরিত করিলে সুপ্ত পুরুষ অত সত্তর যগোপ-যুক্তরূপে ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ (ইন্দ্রিয়ের গোলকসমূহ) প্রাপ্ত না হইতে পারে; এই অভিপ্রায়ই ‘ভূতিধজ্যং হাশ্মৈ ভবতি’, ইত্যাদি বাক্যে বিবৃত করা হইতেছে—ইন্দ্রিয়ের যে দ্বারদেশকে, অর্থাৎ স্বপ্নারম্ভসময়ে যে স্থান হইতে ঐন্দ্রিয়িক শক্তি লইয়া সরিয়া পড়ে, কিপ্রত্যাবশতঃ ইন্দ্রিয়েরা যদি সেই প্রবেশপথ প্রাপ্ত না হইতে পারে, অথবা সময়বিশেষে বিপরীতভাবেও (এক ইন্দ্রিয়পথে অপর ইন্দ্রিয়কেও) প্রবেশিত করিতে পারে; তাহার ফলে অন্ধতা ও বধিরতা প্রভৃতি রোগপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়, এবং তখন সেই দেহের চিকিৎসা অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে; অতএব লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারেও স্বপ্নসময়ে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃরূপ প্রতীত হইতেছে। বিশেষতঃ জীব অপ্রাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুসম্বন্ধ বা দেহাভিমান অতি-ক্রম করে; সেই কারণেও আত্মা স্বপ্নে স্বয়ংজ্যোতিঃ হইয়া থাকে। ২

অপর পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন— ইহার (স্পষ্ট পুরুষের) এই যে দেশ ('স্বপ্নাবস্থা'), ইহা জাগরিতদেশই বটে—অর্থাৎ সন্ধ্যা স্বপ্নাবস্থাটা ইহলোক ও পরলোক হইতে আঁতরিষ্ট স্তূতন্ত্র কোন অবস্থা নহে, তবে কি না, ইহা ইহলোকই বটে অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা লইয়াই স্বপ্ন ; [এই জন্ত ইহাকে জাগরিতদেশ বলা হইয়াছে] । ভাল, এইরূপই যদি হয়, তাহাতেই বা কি হয় ? হাঁ, ইহাতে যাহা হয়, শ্রবণ কর—এই স্বপ্ন যদি জাগরিতদেশই হয়, তাহা হইলে এই আত্মা তখনও দেহেন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধরহিত হইতে পারে না, পরন্তু সে সমুদয়ের সহিত মিশ্রিতই থাকিতে পারে ; স্তূতন্ত্র তৎকালেও আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ নহে ; এইরূপে আত্মার স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবস্থ থাওনের নিমিত্ত অপর পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আত্মার যে, এই স্বপ্ন, ইহা জাগরণেরই অন্তর্গত (স্বতন্ত্র অবস্থা নহে) । তাঁহারা একবার অল্পকূলে এইরূপ হেতুও প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, যেহেতু সাধারণ লোকে জাগ্রৎ-অবস্থায় হস্তীপ্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ অবলোকন করে, স্বপ্নসময়েও ঠিক সেই সমস্ত পদার্থই দর্শন করিয়া থাকে, তদতিরিক্ত কেহ কোনও পদার্থ দর্শন করে না । না—একথা উত্তম কথা নহে ; যেহেতু তখন ইন্দ্রিয়গণ বিরতব্যাপার হয় ; ইন্দ্রিয়সমূহ যখন স্বপ্ন কার্য্য হইতে বিরত বা নিবৃত্ত হয়, তখনই লোকে স্বপ্ন দর্শন করে ; কাজেই সে সময় [চক্ষুরাদি] অপর কোনও জ্যোতির সম্বন্ধ থাকা সম্ভব হয় না । 'সেখানে রূপ নাই, রণযোগ নাই' ইত্যাদি বাক্যও একথাই উক্ত হইয়াছে । এই সমস্ত কারণে বলিতে হইবে যে, এ সময় আত্মা নিশ্চয়ই স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হয় । ৩

উক্ত স্বপ্নাবস্থার উদাহরণ দ্বারা স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মার অস্তিত্ব প্রদর্শিত হইল, এবং তৎকালে যে, কর্ম্মময় মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করে, তাহাও প্রদর্শিত হইল । একই আত্মা ক্রমশঃ ইহলোক ও পরলোকে সঞ্চরণ করিলেও ইহলোক ও পরলোক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; অধিকন্তু ক্রমশঃ বিভিন্ন অবস্থায় সঞ্চরণ করে বলিয়া নিত্যও বটে ; এই তত্ত্ব [যাজ্ঞবল্ক্য] জনককে বুঝাইয়া দিলেন । এই কারণে জনক মহারাজ প্রাপ্ত বিজ্ঞার মূল্য স্বরূপ সহস্র সুবর্ণ দানে প্রস্তুত হইয়া বলিলেন—ভগবন্, আপনার নিকট হইতে আমি যথোক্ত প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, পূজনীয় আপনাকে সহস্র দান করিতেছি । মুক্তিই আমার অভিলষিত প্রার্থ ; আপনি বাহা বাহা বলিয়াছেন, সে সমুদয়ও মোক্ষলাভেরই উপযোগী ; স্তূতন্ত্র আমার অভিলষিত প্রার্থেরই একদেশ বা অংশ মাত্র ; অতএব আপনাকে অল্পরোধ করিতেছি যে, আমি বাহাতে সমস্ত কামপ্রার্থ শ্রবণে মোক্ষ লাভ

করিতে পারি, আপন্থর অমুগ্রহে যাহাতে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, অতঃপর সেই মোক্ষতত্ত্বই বলুন। জনক মহারাজ যে, সহস্র দীন করিতেছেন ; [সুবিতে হইবে,] মুক্তিপদার্থেব একাংশ নির্ণয়ই তাহার হেতু, অর্থাৎ কামপ্রাপ্তির একাংশ নিকপণ কবাতুই জনকমহারাজ সহস্রদানে। প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ২৬৫১৪ ॥

আভাসভাষ্যম্—যৎ প্রস্তুতম্ আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষা আন্ত ইতি, তৎ প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপাদিতম্—অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি ইতি স্বপ্নে ১ যত্ত্ব ক্তম্—স্বপ্নো ভূত্বমং লোকস্মিতিক্রামতি মৃত্যো কপাণি—ইতি, তদ্বৈতদাশঙ্ক্যতে—মৃত্যো কপাণ্যেবাতিক্রামতি, ন মৃত্যুম্ ; প্রত্যক্ষং হেতুং—স্বপ্নে কার্য্যকরণ-ব্যাবৃত্ত্যাপি মোদত্ৰাসাদিদর্শনম্ ; তস্মান্ন নং নৈবায়ং মৃত্যুমতিক্রামতি ; কর্ম্মণো, হি মৃত্যোঃ কার্য্যং মোদত্ৰাসাদি দৃশ্যতে । যদি চ মৃত্যুনা বদ্ধ এবায়ং স্বভাবতঃ ততো বিমোক্ষো নোপপত্ততে ; ন হি স্বভাবাৎ কশ্চিদ্ধিমুচ্যতে । অণু স্বভাবো ন ভবতি মৃত্যুঃ, ততস্তস্মান্মোক্ষ উপপত্ততে ; যথাসৌ মৃত্যুবাঈর্যো ধর্ম্মো ন, ভবতি, তথা প্রদর্শনার অত উক্লং বিমোক্ষায় ক্রহীত্যেবং জনকেন পর্যাখ্যুক্তো যাজ্ঞবল্ক্যস্তদ্বিদর্শয়িষয়া প্রববুতে—

টীকা। উত্তরকণ্ডিকামবতাবয়িত্বং বৃত্তং কীৰ্ত্তয়তি—যৎ প্রস্তুতমিতি । আত্মনৈবৈত্যাদিনাঃ বদান্বনঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ ত্রাহণাদৌ প্রস্তুতং, তদত্রায়মিত্যাদিনা প্রত্যক্ষতঃ স্বপ্নে প্রতিপাদিত-মিতি সম্বন্ধঃ । বৃত্তমর্থাস্তবমনু চোত্তমুখাপরতি—যত্ত্ব ক্তমিতি । মৃত্যুং নাতিক্রামতীত্য হেতুমাহ—প্রত্যক্ষং হীতি । ইচ্ছাদ্বেবাদিবাশঙ্কাঃ । তথাপি কুতো মৃত্যুং নাতিক্রামতি, তত্রাহ—তস্মাদিতি । কাযাশ্চ কারণাদশ্চ প্রবৃত্ত্যেবাগাদিতি স্বার্থঃ । উক্তমুপপাদয়তি—কর্ম্মণো হীতি । অতঃ স্বপ্নং গতো মৃত্যুং কর্ম্মণাং নাতিক্রামতীতি শেষঃ । না তর্হি মৃত্যোবতি-ক্রমো ভূৎ, কো দোষঃ, তত্রাহ—যদি চেতি । স্বভাবাদপি মৃত্যোর্ম্মিমুক্তিমাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি । উক্তং হি—

“ন হি স্বভাবো ভাবানাং ব্যাবর্ত্তেতৌকাবদ্ রবেঃ” ইতি ।

কথং তর্হি মোক্ষোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অশেতি । এষা চ শঙ্কা প্রাগেব বাক্সা কৃতেতি দর্শয়ন্তরমুখাপরতি—যথेत্যাদিনা । তদ্বিদর্শয়িষয়েত্যত্র মৃত্যোরতিক্রমং গৃহতে ।

আভাসভাষ্যানুবাদ—ইতঃ পূর্বে “আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষা আন্তে” বলিয়া যেন্ধকার অবতারণা করা হইয়াছিল, স্বপ্নাবস্থা অবলম্বন করিয়া “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি” ইত্যাদি বাক্যে তাহা প্রত্যক্ষের সাহায্যে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; অতঃপর আশঙ্কা হইতেছে যে, ‘জীব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুরূপ কর্ম্মসমূহ অতিক্রম করে’, এই বাক্যে কেবল মৃত্যুর রূপসমূহ অতি-

ক্রমণ করিবার কথাই কথিত হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যু অতিক্রমের কোন কথা বলা হয় নাই । আর প্রত্যক্ষতও দেখা যায় যে, স্বপ্নশমরে জীব দেহেক্রিয়াদির সহিত নিলিপ্ত থাকিলেও, তখন তাহের হর্ষ, বিবাদাদি অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে ; অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, জীব নিশ্চয়ই তখনও অতিক্রম করেন না । এখানে মৃত্যু অর্থ কর্ম ; হর্ষ বিবাদ প্রভৃতি অবস্থাগুলি যে, মৃত্যুরূপ কন্মেরই ফল, তাহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ । আর জীব যদি স্বভাবতই মৃত্যু দ্বারা আবদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তাহার মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না ; মৃত্যু তাহার স্বভাবসিদ্ধ না হইলেই, মোক্ষ সম্ভবপর হয় ; এই জন্ত মৃত্যু যে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম হইতে পারে না, তাহা প্রদর্শনার্থ জনক মহারাজ যাজ্ঞবল্ক্যকে অতঃপর মোক্ষোপদেশের জন্য নিয়োগ করিলে পব, যাজ্ঞবল্ক্য তাহা প্রদর্শন করিবার ইচ্ছায় প্রবৃত্ত হইলেন—

স তা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্না চরিত্বা দৃষ্টে ব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ । পুনঃ প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিযোন্তাদ্রবতি স্বপ্নায়ৈব, স যন্তত্র কিঞ্চিং পশ্যত্যনন্যাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হয়ং পুরুষ ইতি, এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য । সোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ক্রহীতি ॥ ২৬৬ ॥ ১৫ ॥

সরলার্থঃ—ইদানীং জনকভিত্তিমতমোক্ষপ্রদর্শনার্থং যাজ্ঞবল্ক্য আহ—‘স ত্বা এষ’ ইতি । সঃ (স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপেণ প্রদর্শিতঃ) এষঃ (প্রকৃতঃ পুরুষঃ) বৈ (প্রসিদ্ধো) এতস্মিন্ (যথোক্তে) সম্প্রসাদে (স্বপ্নে) রত্না (প্রিয়-সন্দর্শনে) রতিম্ (অনুভূয়) চরিত্বা (অনেকধা বিদ্বত্য) পুণ্যং চ পাপং চ (পুণ্য-পাপকলং সূত্রঃ স্বরূপম্) দৃষ্ট্বা (অনুভূয়) পুনঃ প্রতিষ্ঠায়াং (স্বপ্নাগমনবৈপরীত্য-ক্রমেণ) প্রতিযোনি (যথাস্থানম্) স্বপ্নায় (স্বপ্নস্থানায়) এব আদ্রবতি (সম্যক্ গচ্ছতি) । সঃ (স্বপ্নদর্শী পুরুষঃ) তত্র (স্বপ্নে) যৎ কিঞ্চিং পশ্যতি, তেন (স্বপ্নকৃত-শুভাশুভকর্ম্মফলে) অনন্যাগতঃ (অসঙ্গঃ) ভবতি । [কুতঃ ?] হি (যতঃ) অয়ং পুরুষঃ অসঙ্গঃ (সদা পুণ্যপাপশূন্যঃ) ; ইতি [এবং প্রবোধিতঃ জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব (ত্বয়া যদুক্তম্, তৎ তথৈবেত্যর্থঃ) । সঃ অহং ভগবতে (পূজনীয়ায় তুভ্যাম্) সহস্রং দদামি ; অতঃ উর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ক্রহি ইতি (ব্যাখ্যা পূর্ববৎ) ॥ ২৫৬ ॥ ১৫ ॥

অন্যার্থঃ—সেই এই স্বয়ং জ্যোতিঃ পুরুষ উক্ত সম্প্রসাদ

অবস্থায় (স্বযুগ্মে) প্রিয়জ্ঞানের সহিত রমণ ও পরিস্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল স্বযুগ্মে উপভোগ করিয়া পুনঃ স্বপ্নসন্দর্শনের উদ্দেশ্যে বিলোমক্রমে স্বপ্নানামিত্তিতে প্রতিগমন করে। স্বপ্নদর্শী পুরুষ স্বপ্নে যাহা কিছু দর্শন করে, (স্বপ্ন ত্যাগের সময়) তাহা দ্বারা লিপ্ত হয় না ; কারণ—এই পুরুষ হইতেছে—অসঙ্গ বা নির্লেপ। একথা শুনিয়া জনক বলিলেন—হাঁ, শাস্ত্রবাক্য তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিক সেই রূপই বটে। আমি মহাশয়কে সহস্র প্রদান করিতেছি ; অতঃপর বিমুক্তির কথাই বলুন ॥ ২৬৬ ॥ ১৫ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—স বৈ প্রকৃতঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পুরুষ এষঃ, যঃ স্বপ্নে দর্শিতঃ ; এতন্মিহ সংপ্রসাদে—সম্যক্ প্রসীদত্যমিহ স সম্প্রসাদঃ ; জাগরিতে দেহেন্দ্রিয়ব্যাপারশতসন্নিপাতজং হি হিমা কালুয্যং তেভ্যো বিপ্রযুক্তঃ স্তব্ধঃ প্রসীদতি স্বপ্নে ; ইহ তু স্বযুগ্মে সম্যক্ প্রসীদতীত্যতঃ স্বযুগ্মং সম্প্রসাদ উচ্যতে ; “তীর্ণো হি তদা সর্বান শোকান” ইতি, ‘সলিল একো দ্রষ্টা’ ইতি হি বক্ষ্যতি স্বযুগ্মস্থমাত্মনাম্ । স বৈ এষ এতন্মিহ সম্প্রসাদে ক্রমেণ সম্প্রসন্নঃ সন্ স্বযুগ্মে স্থিতিঃ । কথং সম্প্রসন্নঃ ? স্বপ্নাৎ স্বযুগ্মং প্রবিবিষ্ণুঃ স্বপ্নাবস্থ এব, রত্না রতিমন্তুভ্য মিত্রবন্ধজনদর্শনাদিনা, চরিত্তা বিহিত্য অনেকা চরণফলং শ্রমমূলপলভ্যেত্যর্থঃ ; দৃষ্টেইব ন কৃত্তেত্যর্থঃ, পুণ্যঞ্চ পুণ্যফলং, পাপঞ্চ পাপফলম্ ; ন তু পুণ্যপাপয়োঃ শাক্ষাদর্শনমন্তীত্যবোচাম ; তন্মাত্রা পুণ্যপাপাভ্যামনুবন্ধঃ ; যো হি করোতি পুণ্যপাপে, স তাভ্যামনুবধ্যতে ; ন হি দর্শনমাত্রেন তদনুবন্ধঃ স্ত্যাত্ ; তন্মাত্রা স্বপ্নে তুহা মৃত্যুমতিক্রামত্যেব, ন মৃত্যুরূপাণ্যেব কেবলম্ ; অতো ন মৃত্যোরান্বয়স্বভাব-
হাশঙ্কা । ১

টীকা। বৈশঙ্ক্য প্রসিদ্ধার্থমুপপত্তা সনকার্থমাহ—প্রকৃত ইতি। এষশব্দমন্তু ব্যাক-
রোতি—এষ ইতি। সম্প্রসাদে স্থিতি মৃত্যুমতিক্রামতীতি শেষঃ। স্বযুগ্মত সম্প্রসাদঃ
সাধয়তি—জাগরিত ইত্যাদিনা। তত্র ব্যাক্যশেষমন্তুকুলয়তি—তীর্ণো ইতি। অন্ত সম্প্রসাদঃ
স্বযুগ্মে স্থানং, তথাপি কিমাত্মমিত্যত আহ—স বা ইতি। পূর্বোক্তেন ক্রমেণ সম্প্রসাদে
স্বযুগ্মে স্থিতি সম্প্রসন্নঃ সন্ মৃত্যুমতিক্রামতীত্যর্থঃ। উক্তমর্থমুপপাদয়িতুমাকাঙ্ক্ষামাহ—কুণ্ঠমিতি ।
রহস্যাদি ব্যাকুর্ত্বন্ পরিহরতি—স্বপ্নাদিতি। পুণ্যপাপশব্দয়োর্ব্যাক্তার্থক্যমাহ—ন
স্থিতি। অবোচামোক্তান্ পাপান্ আনন্ধ্যস্ত পশুতীত্যত্রোতি শেষঃ। পুণ্যপাপয়োর্দর্শনম্বেব,
ন করণমিত্যত্র কলিতমাহ—তন্মাদিতি। তৎ ত্রৈলোক্যে তদনুবন্ধঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাত্তিসংস্কারৈব-
মিত্যাহ—যো ইত্যাদিনা। পুণ্যপাপাভ্যামনুবন্ধোহসংস্পর্শে কলিতমাহ—তন্মাদিতি। ১

মৃত্যুশ্চেৎ স্বভাবোহস্ত, স্বপ্নেহপি কুর্য্যাৎ ; ন তু কৰোতি, স্বভাবশ্চেৎ
ক্রিয়ন্তে ত্রাৎ, অনিশ্চৈক্যতৈব ত্রাৎ ; ন তু স্বভাবঃ, স্বপ্নে অভাবাৎ ; অতো
বিমোক্ষোহস্তোপপত্তৌ মৃত্যুঃ পুণ্যপাপাত্ম্যাম্ । নচ জাগরিতে অস্ত স্বভাব
এব,—ন, 'বুদ্ধ্যাহ্যাপাধিকৃতং হি তৎ ; তচ্চ প্রতীপাদিতং সাদৃশ্যং "ধারণতীব
লেনায়তীব" ইতি । উদ্ভাসাদেকান্তেনৈব স্বপ্নে মৃত্যুরূপাতিক্রমণাৎ ন স্বভাবিকত্বা-
শঙ্কা অনিশ্চৈক্যতা বা । ২

মৃত্যুরতিরিক্রমণে কিং স্তাদিত্যাশঙ্কাহ—অতো নেতি । মৃত্যোরস্বভাবমুপপাদয়তি—
মৃত্যুশ্চেদিত । ইষ্টাপত্তিমাশঙ্কাহ—ন স্থিতি । অনন্যাগতবাক্যাদনন্যবাক্যোচ্চৈতর্য্যঃ । মোক্ষ-
শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদপি মৃত্যোরস্বভাবমিত্যাহ—স্বভাবশ্চেদিত । ইতচ্চ মৃত্যুঃ স্বভাবো ন ভবতী-
ত্যাহ—ন স্থিতি । অভাবাদিত্যি ছেদঃ । তস্তাঃ স্বভাবত্বং লক্ষ্যমর্থং কথয়তি—অত ইতি ।
মৃত্যুমেব বাচ্যে—পুণ্যপাপাত্ম্যমিতি স্বপ্নে মৃত্যোঃ স্বভাবত্বাবেহপি প্রাপদবহ্নায়াঃ কত্ব-
মশ্বকঃ স্বভাবঃ, তথা চ নিয়মেন তস্ত মৃত্যোরতিক্রমো ন সিধ্যতীতি শঙ্কত—নস্থিতি ।
উপাধিকৃত্যঃ কত্বত্বস্ত স্বভাবিকত্বত্ববাদাজ্ঞানো মৃত্যোরতিক্রমঃ সম্ভবতীতি পরিহরতি—
শ্চেতি । কথমোপাধিকৃত্যঃ কত্বত্বস্ত সিদ্ধবহুচ্যতে তদাহ—তচ্চেতি । ধারণতীবতো
সাদৃশ্যবাচকাদিবিশ্বকানোপাধিকৃত্যঃ কত্বত্বস্ত প্রাগেব দর্শিতমিত্যর্থঃ । জাগরিতেহপি কত্বত্বস্ত
স্বভাবিকত্বভাবে বলিতমাহ—তস্মাদিত্যি । মৃত্যোঃ স্বভাবিকত্বাশঙ্কাতাবৃত্তং কলমাহ—
অনিশ্চৈক্যতা বেতি । বাশঙ্কো নঞলুক্ণার্থঃ । ২

তত্র 'চরিত্বা' ইতি চরণফলং শ্রমমুপলভ্যেত্যর্থঃ । ততঃ সম্প্রসাদানুভবোত্তর-
কালং পুনঃ প্রতিজ্ঞায়ং যথাজ্ঞায়ং যথাগতম্—নিশ্চিত আবেদনায়ঃ ; অয়নম্ আয়ঃ
নির্গমনম্, পুনঃ পূর্বগমনবৈপরীত্যেন যদাগমনং স প্রতিজ্ঞায়ঃ,—যথাগতং
পুনরাগচ্ছতীত্যর্থঃ । প্রতিষেদানি যথাস্থানম্ ; স্বপ্নস্থানাদি স্বপ্তং প্রতিপন্নঃ সন্
যথাস্থানমেব পুনরাগচ্ছতীতি । প্রতিষেদোক্তবতি স্বপ্নায়ৈব স্বপ্নস্থানায়ৈব । ৩

পুণ্যং চ পাক্ষ্য চেত্যোতদন্তং বাক্যং ব্যাখ্যায় পুনরিত্যাদি বাচ্যে—তদ্ব্রুতং । স্বপ্নাহ্যায়
স্বপ্তিমন্তুভূয়ান্তরকালমিতি যাবৎ । স্থানাৎ স্থানান্তরপ্রাপ্তাবতাসং ব্রুতং পুনঃশব্দঃ ।
প্রতিজ্ঞায়মিত্যন্তাবয়বার্থমুক্তং । বিবক্ষিতমর্থমাহ—পুনরিত্যি । সংপ্রসাদাদুচ্ছমিতি যাবৎ ।
জাগরিতাৎ স্বপ্নং ততঃ স্বপ্তং গচ্ছতীতি পূর্বগমনং, ততো বৈপরীত্যেন স্বপ্তাৎ স্বপ্নং
জাগরিতং বা গচ্ছতীতি যদাগমনং, স প্রতিজ্ঞায়ঃ । তমেব সজ্জপতি—যথোক্তি । যথাস্থানমাত্র-
বৃত্তীত্যোতমিহোক্তি—স্বপ্নস্থানাদিত্যি । উক্তার্থে বাক্যং পাতয়তি—প্রতিষেদনীতি । কিমর্থং
যথাস্থানমগমনং, তদাহ—স্বপ্নায়ৈতি । ৩

নচ স্বপ্নে ন কৰোতি পুণ্যপাপে, তয়োঃ ফলমেব পশ্যতীতি কথমবগম্যতে ?
যথা জাগরিতে, তথা কৰোত্যেব স্বপ্নেহপি, তুল্যত্বাদর্শনশ্চেতি ; অত আহ—স
আত্মা সৎকিঞ্চিৎ তত্র স্বপ্নে পশ্যতি পুণ্যপাপফলম্, অনন্যাগতঃ অননুবন্ধঃ তেন

দৃষ্টেন ভবতি, নৈবানুবন্ধো ভবতি । যদি হি স্বপ্নে কৃতমেষু তেন স্মৃৎ, তেনা-
নুবন্ধোত, স্বপ্নাদুখিতোহপি সমন্বয়ন্ত স্মৃৎ ; ন চ তল্লোকে স্বপ্নকৃতকৰ্ম্মণা
জ্ঞানগততত্ত্বপ্রসিদ্ধিঃ ; ন হি স্বপ্নকৃতেনাগসা জ্ঞানস্বপ্নবিগম্যস্মানি যত্ত্বতে কশ্চিৎ ;
ন চ স্বপ্নদৃশ আগঃ প্রত্যা লোকস্ত, গৃহীতি পরিহবতি বা ; অতোহনন্বয়গত এব
তেন ভবতি ; তস্মাৎ স্বপ্নে কুক্ষ্মণিবোপলভ্যতে ; ন তু ক্ষিণাহস্তি পরমার্থতঃ ।
'উতেব জীভিঃ সহ যোদমানঃ' ইতি শ্লোক উক্তঃ । আগ্যাতারশ্চ স্বপ্নস্ত মহ
ইবশ্বেদেনীচকতে,—হস্তিনোহস্ত যটীকৃতা ধাবন্তীব যয়া দৃষ্টা ইতি ; অতো ন
তস্ত কৰ্ত্তৃকমিতি । ৪

স যদিহাদিবাক্যস্ত ব্যবস্থায়াশঙ্কামাহ—নম্ভিতি । তত্র বাক্যমুত্তরত্বেনাবত্যা-
বাক্যবোতি—অত আহতি । অননুবন্ধ ইত্যন্তার্থঃ ক্ষুটয়তি—নৈবতি । স যদিহাদি-
বাক্যস্তাক্ষরার্থমুক্তা তৎপদ্যমাহ—যদি ইতি । তেনাস্বনেতি বাবৎ । স্বপ্নে কৃত কৰ্ম্ম
পুনন্তেনতুত্বম্ । অননুবন্ধে দোষমাহ—স্বপ্নাদিতি । ইষ্টাপত্তিমাহ—ন চেতি । স্বপ্ন-
কৃতেনশ্চক্ষণা জ্ঞানদ্রব্যস্ত পুরুষস্তাঙ্গগততত্ত্বপ্রসিদ্ধিরিতি বহুচাতে, তন্ন ব্যবহারভূমৌ সপ্ততিপর-
মিতার্থঃ । স্বপ্নদৃষ্টেন জ্ঞানগতস্ত ন সঙ্গতিবিত্যত্র স্বানুভবং দর্শয়তি—ন ইতি । যথোক্তং—
ভবে লোকস্তপি সম্ভাতিং দর্শয়তি—ন চেতি । তত্র কলিতমাহ—অত ইতি । কথং তর্হি
স্বপ্নে কৰ্ত্তৃত্বপ্রতীতিস্তত্রাহ—তস্মাদিতি । স্বপ্নস্তাভাসস্বচ্ছ ন তত্র বস্ত্তৌগন্তি ক্রিয়োত্যা-
উতেবেতি । তদাভাসস্বচ্ছ লোকপ্রসিদ্ধিমমুকুশয়তি—আগ্যাতারশ্চতি । স্বপ্নস্তাভাসস্বচ্ছ
কলিতমাহ—অত ইতি । ৪

কথং পুনরস্তাকৰ্ত্তৃকমিতি,—কার্য্যকরণৈর্মূর্ত্তৈঃ সংশ্লেষো মূর্ত্তস্ত, স তু ক্রিয়া-
হেতুর্দৃষ্টঃ । ন হি অমূর্ত্তঃ কশ্চিৎ ক্রিয়াবান্ দৃশতে ; অমূর্ত্তশ্চাত্মা, অতোহিসঙ্গঃ ;
যস্মাচ্ছ অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ, তস্মাদনন্বয়গতন্তেন স্বপ্নদৃষ্টেন । অত এব ন ক্রিয়া-
কৰ্ত্তৃত্বমস্ত কথঞ্চিদুপপত্ততে ; কার্য্যকরণসংশ্লেষণে হি কৰ্ত্তৃত্বং স্মৃৎ ; স চ সংশ্লেষঃ
সঙ্গোহস্ত নাস্তি ; যতোহসঙ্গো হয়ং পুরুষঃ ; তস্মাদমৃতঃ । এবমেবৈতদ্ব্যাক্তবক্ষ্য-
সোহং ভগবন্তে সহস্রং দদাম্যত উক্তং বিমোক্ষায়ৈব ক্রুহি । মোক্ষ-
পদার্থকদেশস্ত কৰ্ম্মপ্রবিবেকস্ত সমাগদর্শিতত্বাৎ অত উক্তং বিমোক্ষায়ৈব
ক্রুহীতি ॥২৩৬॥১৫॥

অনন্বয়গতবাক্য প্রতিজ্ঞারূপং ব্যাখ্যাসঙ্গবাক্যং হেতুরূপমবতারিত্ত্বমাক্ষমাহ—
কথমিতি । মূর্ত্তস্ত মূর্ত্তান্তরেণ সংযোগে ক্রিয়োপলব্ধাদমূর্ত্তস্ত তদত্যাগাদনন্বয়শ্চামূর্ত্ত-
নাসংযোগাৎ ক্রিয়োপলব্ধিকৰ্ত্তৃত্বপ্রসিদ্ধিরিত্যন্তরং হেতুবাক্যার্থকথনপূর্ব্বকং কথয়তি—কার্য্যকরণৈ-
রিত্যাदिना । আন্বয়োহসঙ্গত্বেনাকৰ্ত্তৃত্বমুক্তং সমর্থয়তে—অত এবতি । অতঃপরার্থং
বিশদয়তি—কাব্যোতি । ক্রিয়ারবস্থাভাবে জ্ঞানরণাদিরাহিত্যঃ কেটাহং কল্কতীতান্ত—তস্মা-
দिति । কৰ্ম্মপ্রবিবেকমুক্তমঙ্গীকরোতি—এবমিতি । তৎপ্রবিবেকাস্বজ্ঞানে দার্দ্র্যং ক্ষুণ্ণয়তি—

সোহমিতি । নৈরাকাক্ষাং ব্যবর্তয়তি—অত ইতি । কথং তর্হি, সহস্রদানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
মোক্ষুতি । কামপ্রবেশকবিষয়নিয়োগমভিপ্রেত্য, পুনরনুক্রামতি—অত উক্তমিতি ॥২৬৮১৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ধূমে প্রদর্শিত সেই যে, এই স্বপ্ন-জ্যোতিঃ পুরুষ, সেই পুরুষ এই সম্প্রসাদে—পূর্ব্ব যথানে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা লাভ করে, জ্ঞানার নাম সম্প্রসাদ ; অভিপ্রায় এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় দৈহিক ও ঐন্দ্রিয়িক বহুবিধ ব্যাপারসম্পর্ক থাকার পক্ষে মলিনতা উপস্থিত হয়, স্বপ্নাবস্থায় দেহেন্দ্রিয় সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যায় ; পুরুষ তখন সেই মালিন্য পরিত্যাগ করিয়া অল্পমাত্র প্রসন্নতা লাভ করে ; কিন্তু এই সুষুপ্তি সময়ে পুরুষ সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা লাভ করে ; এই জন্ত সুষুপ্তি অবস্থাকে ‘সম্প্রসাদ’ বলা হইয়া থাকে । পরেও ‘তখন (সুষুপ্তি সময়ে) জগৎগত সমস্ত দ্রুপ হইতে উত্তীর্ণ হয়’, ‘সবিলাস একই আত্মা দর্শন করিয়া থাকে’, ইত্যাদি স্থলে সুষুপ্তি আত্মাব একরূপ রূপ প্রদর্শন করিবেন । সেই এই পুরুষ কিরূপে ক্রমশঃ সম্প্রসন্নতা লাভ করে, [ততস্তরে বলিতেছেন,] ‘সুষুপ্তিদশায় প্রবেশার্থী জীব প্রথমতঃ স্বপ্নাবস্থায়ই রমণ করিয়া, বন্ধ ও স্বজন সন্দর্শন প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্তি অল্পভব করে ; পরে বিচরণ করিয়া অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার বিচরণের ফলে বহুবিধ শ্রম বা ক্লেশ উপলব্ধি করিয়া, পুণ্য ও পাপের ফল মাত্র সন্দর্শন করে ; কিন্তু তখন কোন প্রকার পুণ্য বা পাপ কার্য্য অনুষ্ঠান করে না ; সেই জন্য পুণ্য ও পাপে লিপ্তও হয় না ; কারণ, যে লোক পুণ্য বা পাপ অনুষ্ঠান করে, সেই লোকই পুণ্য বা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু কেবল দর্শনের দ্বারা কেহই পুণ্য ও পাপে নিবদ্ধ হয় না । পুণ্য পাপের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করা সম্ভব হয় না বলিয়া, এখানে পুণ্য ও পাপ-শব্দে পুণ্য ও পাপের ফল মাত্র বুঝিতে হইবে । অতএব স্বপ্নসময়ে যে, কেবল মৃত্যুর রূপমাত্রই অতিক্রম করে, তাহা নহে, পরন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও অতিক্রম করে । ১

এই কারণে, মৃত্যুকে আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াও আশঙ্কা কর্তব্য চলে না ; কেন না, মৃত্যু যদি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে স্বপ্নেও তাহা বিদ্যমান থাকিত ; অথচ তাহা কখনও বিদ্যমান থাকে না । পক্ষান্তরে, মৃত্যুরূপিণী ক্রিয়া ইহার স্বভাব হইলে, কস্মিন্ কালেও তাহা হইতে আত্মার মুক্তি সম্ভব হইত না ; অতএব উহা আত্মার স্বভাব নহে ; এই জন্তই পুণ্য ও পাপ হইতে আত্মার বিমোক্ষ উপপন্ন হয় । ভাল, [স্বপ্নাবস্থায় না হউক,] জাগ্রদবস্থায় ত উহা নিশ্চয়ই আত্মার স্বভাব হইতে পারে ; না—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, জাগ্রদবস্থায় যে, কর্ম্মময় মৃত্যুর সম্বন্ধ হয়, বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বন্ধই তাহার

কারণ ; “ধ্যায়ভাব” ইত্যাদি বাক্যেই তাহার সাদৃশ্যমূলকত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে । অতএব স্বপ্নসময়ে সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুরূপী কৰ্মের সূক্ষ্ম, অতিক্রম করি, বলিয়া মৃত্যুকে আত্মার স্বাভাবিক বলিয়া সম্ভাবনা করাও চলে না এবং ত্রি-বন্ধন মুক্তিরও অসম্ভাবনা হয় না । ২ .

সেখানে (স্বপ্নস্থানে) বিচরণ করিয়া শ্রমফল ক্রান্তি অনুভব করিয়া, তাহার পূর্ব সম্প্রসাদ অনুভবের পর, পুনর্বার প্রতিজ্ঞায়ে অর্থাৎ বেকপে স্মৃতিতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার বিপরীত ক্রমে—পূর্বগমনের বিপরীত ক্রমে গমনকে ‘প্রতিজ্ঞা’ বলে ; সেই নিয়মে পুনর্বার আগমন করে । ‘প্রতিমোনি’ অর্থাৎ যথাস্থানে ; প্রথমে স্বপ্নস্থান হইতে স্মৃতি দশা প্রাপ্ত হয় ; স্মৃতি দশা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার সেই স্বপ্নস্থানেই উদ্ভেগেই যথানিয়মে প্রতিগমন করিয়া থাকে । ৩

এখন আপত্তি হইতেছে এই যে, জীব যে, স্বপ্নসময়ে পুণ্য বা পাপ করেনা ; কেবল পুণ্য ও পাপের ফল মাত্র ভোগ করিয়া থাকে, ইহা কিপ্রকারে জানা যায় ? জাগরণাবস্থায় যেমন কর্ম্মানুষ্ঠান করে, স্বপ্নসময়েও ঠিক তেমন কর্ম্ম করিয়া থাকে ; কারণ, দর্শন-কার্য্যটা উভয় স্থলেই তুল্য, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । এতদ্বারা বলিতেছেন—সেই স্বপ্নদর্শী আত্মা, সে সময়ে—স্বপ্নসময়ে পুণ্য ও পাপ-ফল যাহা কিছু দর্শন করে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুণ্য ও পাপে অসম্পৃষ্ট থাকে, অর্থাৎ সে নিশ্চয়ই সেই পুণ্য-পাপে লিপ্ত হয় না । জীব যদি স্বপ্নসময়ে সত্য সত্যই পুণ্য বা পাপ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে স্বকৃত পুণ্য ও পাপে সম্পৃষ্ট হইত, এবং স্বপ্ন হইতে উত্থানের পরও ঐ পুণ্য ও পাপ তাহার অনুসরণ করিত ; কিন্তু জগতে স্বপ্নকৃত কর্ম্ম যে, কাহারো অনুসরণ করে, ইহা কোথাও প্রসিদ্ধ নাই ; এবং স্বপ্নকৃত অপরাধে কেহই আপনাকে অপরাধী বলিয়া মনে করে না ; অতএব স্বপ্নকৃত কর্ম্ম কাহারো অনুগমন করে না ; এই জন্তই বলিতে হইবে যে, স্বপ্নে বাস্তবিক পক্ষে কোন ক্রিয়া সম্বন্ধ থাকে না, তথাপি, যেন করিতেছে বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র । ‘পূর্বেও যেন জীগণের সহিত আমোদ করিতেছে’ এইরূপ একটী শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য) উক্ত হইয়াছে । আর যাহারা স্বপ্নরহস্য বলেন, তাহারাও [স্বপ্নদৃষ্টের অসত্যতা জ্ঞাপনার্থ] ‘ইব’ শব্দের সহযোগে স্বপ্নের কথা বলিয়া থাকেন, ‘আমি আজ স্বপ্নে দেখিয়াছি—হস্তিসমূহ যেন দলবদ্ধ হইয়া ধাবিত হইতেছে’ এই জন্তই স্বপ্নদর্শী আত্মার কণ্ঠ্য নাই । ৩

কেন যে, আত্মার কণ্ঠ্য নাই, [তাহা বলিতেছেন,] সাধারণতঃ মূর্ত্ত বা পরি-চ্ছিন্ন দেহেজ্বিরের সঙ্গে অপর মূর্ত্ত পদার্থেরই সংশ্লেষ বা সম্বন্ধ হইয়া থাকে ;

সেই সম্বন্ধই ক্রিয়া-নিষ্পত্তির হেতুরূপে ভগতে দৃষ্ট হইয়াছে; প্রকান্তরে কোন অমৃত পদার্থে কোনরূপ ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। আলোচ্য আত্মা-পদার্থটীও অমৃত অপরিচ্ছিন্ন বা নিরবয়ব স্তরাং অসঙ্গ। যেহেতু এই পুরুষ অসঙ্গ; সেই হেতুই স্বপ্নকৃত পুণ্য বা পাপ তাহার অনুসরণ করে না; তজ্জন্মই কোন প্রকারে ইহার কর্তৃত্বও উপপন্ন হয় না; কেন না, দেহেক্রিয়াদির সহিত সংশ্লেষ বা সম্পর্ক বশতই কর্তৃত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে; সেই সংশ্লেষরূপ যন্ত ইহার (পুরুষের) নাই। পুরুষ বেহেতু অসঙ্গ, সেই হেতুই অমৃত (কর্মময় মৃত্যু রহিত) (১)। [ইহা শ্রবণ করিয়া জনক বসিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে; আপন্যুর উপদেশপ্রাপ্ত আমি আপনাকে সহস্র প্রদান করিতেছি; অতঃপরও মুক্তিসাধনেরই উপদেশ করুন। আত্মা যে, কর্মসংশ্পর্শশূন্য, ইহা হইতেছে মুক্তিপদার্থের একাংশ মাত্র; তাহা যখন বর্ণাধিকারে প্রদর্শিত হইল, তখন অতঃপর সাক্ষাৎ মুক্তিরই উপদেশ করুন ইতি ॥২৬৬॥১৫॥

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে রজা চরিষ্য দৃষ্টৌ ব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিষ্ঠায়ং প্রতিযোন্তাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব। স যন্তত্র কিঞ্চিং পশ্চাত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেব মেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য। সোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ক্রহীতি ॥২৬৭॥ ১৬ ॥

সরলার্থঃ—অকর্তৃত্বে হেতুর্যুক্তম্ অসঙ্গত্বমেব দ্রষ্টব্যতুমাং—“স বৈ” ইত্যাদি। সঃ (উক্তলক্ষণঃ) এষঃ (প্রকৃতঃ) পুরুষঃ (দেহাচ্ছভিমাত্রী জীবঃ) বৈ এতস্মিন্ (প্রকৃতে) স্বপ্নে রজা (রমণং কৃতা), চরিষ্য, পুণ্যং চ পাপং চ দৃষ্টৌ এব পুনঃ বুদ্ধান্তায় এব প্রতিষ্ঠায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি। সঃ (স্বপ্নদর্শী পুরুষঃ) তত্র (স্বপ্নে) যৎ কিঞ্চিং পশ্চতি, তেন অনন্বাগতঃ ভবতি; [কৃতঃ ?] হি (যতঃ) অয়ং পুরুষঃ অসঙ্গঃ ইতি। [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ অহং ভগবতে সহস্রং দদামি; অতঃ উর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ক্রহি ইতি, [ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] ॥২৬৭॥১৬॥

(১) ভ্রাতৃপরিণাম—নহি অর্থ সংযোগ বটে, কিন্তু সাধারণ সংযোগ নহে; পরন্তু দেহের সংযোগের ফলে সংযুক্ত বস্তুর কোনরূপ স্বাধীনতার উপর হয়, সেইরূপ সংযোগ। যেমন পদ্মপত্র জলে থাকিয়াও আর্দ্র হয় না বলিয়া, তাহাকে অসঙ্গ বলা হয়, তেমন পুরুষও বিকৃত হয় না বলিয়া অসঙ্গ।

মূলানুবাদঃ—সেই এই পুরুষ উক্ত স্বপ্রাবস্থায় রমণ ও
পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল স্বখদুঃখ অনুভব করিয়া
বুদ্ধান্তের জন্ম—জাগ্রদস্থি। লাভের নিমিত্ত পুনরায় নিজ নিজ স্থানে
প্রত্যাগমন করে। পুরুষ স্বপ্নসময়ে যাহা কিছু দর্শন করে, তাহা
তাহার অনুসরণ করে না, অর্থাৎ পুরুষ স্বপ্নকৃত পুণ্য-পাপে লিপ্ত হয়
না; কারণ, এই পুরুষ স্বভাবতঃ অসঙ্গ বা নির্লেপ। একথা শুনিয়া
জনক বলিলেন—ইহা এইরূপই বটে; আমি ইহার বিনিময়ে পূজনীয়
আপনাকে সহস্র প্রদান করিতেছি; আপনি ইহার পর মুক্তির কথাই
বলুন ॥ ২৬৭ ॥ ১৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্—তত্র “অসঙ্গো হুয়ং পুরুষঃ” ইত্যঙ্গতা অকর্তৃত্বং হেতু-
রুক্তঃ। উক্তঞ্চ পূর্বম্—কর্ম্মবশাৎ স দ্বৈরতে যত্র কামমিতি; কামশ্চ সঙ্গঃ;
অতোহসিক্তো হেতুরুক্তঃ—“অসঙ্গো হুয়ং পুরুষঃ” ইতি। নন্তেতদস্মি; কথং
তর্হি? অসঙ্গ এবোত্যেতচ্ছ্যত্যে—স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে, স বৈ এষ পুরুষঃ
সম্প্রসাদাৎ প্রত্যাগতঃ স্বপ্নে রজা চরিত্বা যথাকামং দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপক্ষেতি সূর্বং
পূর্ববৎ। বুদ্ধান্তায়ৈব জাগরিতস্থানায়। তস্মাদসঙ্গ এবায়ং পুরুষঃ; যদি স্বপ্নে
সঙ্গবান্ শ্রাৎ কামী, ততস্তৎসঙ্গজৈর্দোষৈর্বুদ্ধান্তায় প্রত্যাগতো লিপ্যেত ॥২৬৭॥১৬॥

টীকা। উত্তরকণ্ডিকাযাব্যর্থ্যাং শঙ্কামাহ—তত্রোক্তি। পূর্বকণ্ডিকা সপ্তমার্থঃ। ভবত্ব-
কর্তৃত্বহেতুরসঙ্গত্বং, কিং তাবতেত্যশঙ্ক্যাহ—উক্তং চেতি। পূর্বং য়োকোপস্তাসদশায়ামিতি
বাবৎ। কর্ম্মবশাৎ স্বপ্নহেতুর্কর্ম্মসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। আত্মনঃ স্বপ্নে কামকর্ম্মসম্বন্ধেইপি কিমিতি
নাসঙ্গত্বং, তত্রাহ—কামশ্চেতি। হেইসিক্তিং পরিহরতি—ন দ্বিতি। ‘ন চেক্ষেতোরসিক্তত্বং,
তর্হি কথং তৎসিক্তিরিতি পৃচ্ছতি—কথমিতি। হেতুসমর্থনার্থমুত্তরগ্রন্থমুপাংগমতি—অসঙ্গ ইতি।
প্রতিযোচ্ছাদ্যবতীত্যেতদন্তং সঙ্গমিত্ত্বাঙ্কম্। স্বপ্নে কর্তৃত্বাভাবশ্চক্ষ্যার্থঃ। উক্তমঙ্গং ব্যতিরেক-
মুখেন” বিগদয়তি—বদীতি। সঙ্গবানিভ্যস্তা ব্যাধানং—কামীতি। তৎসঙ্গজৈস্তত্র স্বপ্নে
বিষয়বিশেষেষু কামাখ্যাসঙ্গবশাদ্ব্যপন্নৈরপরাধৈরিত্যর্থঃ, ন তু লিপ্যতে, প্রায়শ্চিত্ত-
বিধানস্তাপি স্বপ্নহৃতিভ্যস্তাশঙ্কানিবর্ষণার্থাৎ বস্তুবৃত্তান্তুসারিত্বাভাবাদিতি শেষঃ। ২৬৭। ১৬।

ভাষ্যানুবাদঃ—ইতঃ পূর্বো কথিত হইয়াছে যে, আত্মার অকর্তৃত্বের
প্রতি, তাহার অসঙ্গত্বই হেতু অর্থাৎ যে হেতু পুরুষ অসঙ্গ—নির্লেপ, সেই হেতুই
তাহার কর্তৃত্ব হইতে পারে না। পূর্বোও একথা উক্ত হইয়াছে যে, প্রাক্তন
কর্ম্মানুসারে, যে বিষয়ে কামনা (ইচ্ছা) হয়, পুরুষ সেই বিষয়েই গমন করে।
কাম অর্থ ই সঙ্গ, সুতরাং [অকর্তৃত্বের প্রতি যে, অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ,] এই-

হেতু প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ । [তদন্তরে বলিতেছেন—] না—হেতুর অসিদ্ধত্ব দোষ ঘটে না ; কেন ঘটে না ? যে হেতু শ্রুতি তাহার অসঙ্গত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন—“স বা এষঃ” ইত্যাদি । সেই এই পুরুষ, যিনি স্রষ্টি অবস্থা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন ; স্বপ্নাবস্থায় ইচ্ছানুসারে রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপ দর্শন করিয়া—ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব শ্রুতির মত । বুদ্ধান্তের (জাগরিতস্থানের) উদ্দেশ্যে [প্রতিগমন করে,] ; অতএব অনন্যাগত প্রভৃতি কথার অবধারিত হইতেছে যে, পুরুষ নিশ্চয়ই অসঙ্গ ; কেননা, পুরুষ যদি স্বপ্নাবস্থায় সম্ভবান—কামনাবিশিষ্টই হইত, তাহা হইলে জাগরিতাবস্থায় প্রত্যাগমনের পবেও নিশ্চয়ই স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের সম্ভবজনিত পাপ-পুণ্য দ্বারা অবশ্যই লিপ্ত হইত ; তাহা যখন হয় না, তখন পুরুষ নিশ্চয়ই অসঙ্গ ; অতএব অকর্তৃত্বের প্রতি প্রযুক্ত অসঙ্গত্ব-হেতুটি কোনমতেই অসিদ্ধ হইতেছে না ॥২৬৭॥১৬॥

আভাস-ভাষ্যম্ ।—যথাসৌ স্বপ্নে অসঙ্গত্বাৎ স্বপ্নপ্রসঙ্গজৈর্দোষৈর্জাগরিতে প্রত্যাগতো ন লিপ্যতে, এবং জাগরিতসঙ্গজৈরপি দোষৈর্ন লিপ্যতে । এব বুদ্ধান্তে । তদেতদ্ব্যচ্যতে,—

আভাসভাষ্যানুবাদ ।—এই পুরুষ অসঙ্গত্বনিবন্ধন জাগ্রদবস্থায় প্রত্যাগত হইয়া যেমন স্বপ্নকালীন ব্যবহারজনিত কোন দোষে লিপ্ত হয় না, তেমনি জাগ্রদবস্থায়ও অবস্থাকৃত কোন দোষে লিপ্ত হয় না ; এখন সেই কথাই বলা হইতেছে—

স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্না চরিত্বা দৃষ্টে ব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিযোগাদ্রবতি স্বপ্নান্তায়ৈব ॥ ২৬৮ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ ।—সঃ এষঃ (পুরুষঃ) বৈ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে (জাগ্রদবস্থায়) রত্না চরিত্বা পুণ্যং চ পাপং চ দৃষ্ট্বা এব স্বপ্নান্তায় এব পুনঃ প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিযোগি জাদ্রবতি । (অন্তঃসর্গঃ পূর্ববৎ) ॥২৬৮॥১৭॥

মূলানুবাদ ।—এই সেই পুরুষ বুদ্ধান্তে—জাগ্রদবস্থায় রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার স্বপ্নান্তের (স্বপ্নাবস্থার) উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠায়া ও প্রতিযোগিতে ধাবিত হয় ॥ ২৬৮ ॥ ১৭ ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ ।—ন বৈ এষ এতস্মিন বুদ্ধান্তে জাগরিতে রজা চরিত্তে-
ত্যাদি পূৰ্ব্ববৎ । যৎতত্র বুদ্ধান্তে কিঞ্চিং পশুতি, অনন্যগতঃ তেন ভ্রূতি,
অসঙ্গঃ হি অয়ং পুরুষ ইতি । নহু দৃষ্টেবেতি, কথমবধাৰ্য্যতে? কৰোতি চ
তত্র পুণ্যপাপে, তৎফলঞ্চ পশুতি; ন, কারকাভাসকল্পেন কৰ্ত্ত্বোপপত্তেঃ ।
“আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষ্য আস্তে” ইত্যাদিনা আত্মজ্যোতিষানভাসিতঃ কার্য্যকরণ-
সজ্জাতো ব্যবহরতি, তেনাশু কৰ্ত্ত্বমুপচৰ্য্যতে, ন স্বতঃ কৰ্ত্ত্বম্ । ‘তথ্যচোক্তম্
‘‘ধনযুতীব লেলায়তীব’’ ইতি বুদ্ধাত্মপাধিকৃতমেব, ন স্বতঃ; ইহ তু পরমার্থা-
পেক্ষয়া উপাধিনিরপেক্ষমুচ্যতে—দৃষ্টেব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ, ন কুত্বেতি; তেন ন
পূৰ্ব্বাপরব্যাবাহিকা । যস্মান্নিকৃপাধিকঃ পরমার্থতো ন কৰোতি, ন লিপ্যতে
ক্রিয়াফলেন । তথা চ ব্যাসেন ভগবতোক্তম্,—

“অনাদিত্মানি গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।

শরীরস্থেহপি কৌন্তেয় ন কৰোতি ন লিপ্যতে” ॥ ইতি । ১

টীকা । উক্তমর্থং দৃষ্টান্তীকৃতা জাগরিতেহপি নির্লেপমাত্মনো দৰ্শয়তি—যথৈত্যাদিনা ।
‘তত্র প্রমাণমাহ—তদুত্থিতি । জাগ্রদবস্থানামুক্তমকৰ্ত্ত্বমাক্রিপতি—নশ্রিতি । তত্র কল্পিতং
কৰ্ত্ত্বমিত্যন্তরমাহ—নেত্যাদিনা । তদেব বিবরণোতি—আত্মনৈবেতি । স্বতঃকৰ্ত্ত্বং বাচ্যোপ-
ক্রমঃ সংবাদয়তি—তথা চেতি । বাক্যার্থং সংগৃহীতি—বুদ্ধাদীতি । কৰ্ত্ত্বমিতি শেষঃ ।
নহোপাধিকং কৰ্ত্ত্বং পূৰ্ব্বমুক্তমিদানীং তন্নিরাকরণে পূৰ্ব্বাপরবিবোধঃ স্তাদিত্যাহ—ইহ ত্বিতি ।
উপাধিনিরপেক্ষঃ কৰ্ত্ত্বভাব ইতি শেষঃ । তেনেতুক্তং হেতুং স্মৃচয়তি—যস্মাদিতি । আত্মনো
লেপাভাবে ভগবত্বাকমপি প্রমাণমিত্যাহ—তথা চেতি । ১

তথা সহস্রদানন্তু কামপ্রবিবেকশু দৰ্শিতত্বাৎ, তথা “স বা এষ এতস্মিন স্বপ্নে”
“স বা এষ এতস্মিন বুদ্ধান্তে” ইত্যেতাভ্যাং কণ্ডিকাভ্যামসঙ্গতৈব প্রতিপাদিতা ।
যস্মাদ বুদ্ধান্তে কুতেন স্বপ্নান্তং গতঃ সম্প্রসন্নোহসম্বন্ধো ভবতি স্তৈশ্চান্দিকার্য্যাদৰ্শনাৎ,
তস্মাৎ ত্রিষপি স্থানেষু স্বতোহসঙ্গ এবায়ম্; অতোহমৃতঃ স্থানত্রয়শ্চবিলক্ষণঃ । ২

প্রতিযোগাদ্রবতি স্বপ্নান্তায়ৈব সম্প্রসাদায়েত্যর্থঃ । দৰ্শনবৃত্তেঃ স্বপ্নশু স্বপ্ন-
শব্দেনাভিধানদৰ্শনাৎ, অন্তশব্দেন চ বিশেষণোপপত্তেঃ; “এতস্মা অন্তায় ধাবতি”
ইতি চ স্মৃশুৎ দৰ্শয়িষ্যতি । যদি পুনরেষমুচ্যতে, স্বপ্নান্তে রজা চরিত্তা ‘এতা-
বুভাবস্তাবমুসঞ্চরতি—স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ’ ইতি দৰ্শনাৎ ‘স্বপ্নান্তায়ৈব’ ইত্যত্রাপি
দৰ্শনবৃত্তিরেব স্বপ্ন উচ্যতে ইতি, তথাপি ন কিঞ্চিং দৃশ্যতি; অসঙ্গতা হি
সিদ্ধাধিবিবিতা সিধ্যাত্যেব; যস্মাজ্জাগরিতে দৃষ্টেব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ রজা চরিত্তা চ
স্বপ্নান্তমাগতঃ ন জাগরিতদোষণামুগতো ভবতি ॥২৬৯॥১৭॥

অবস্থাভয়েহ্যস্যসঙ্গমনবাস্তবঃ চান্ননঃ সিদ্ধঃ, চেৎ, কিমাক্ষপদার্থস্ত নিৰ্ণাতত্বাৎ জনকস্ত নৈরাক্ষ্যমিত্যশঙ্ক্যাহ—তথেন্টি । যথা মোক্ষকদেশস্ত কৰ্মবিবেকস্ত দৰ্শিতত্বাৎ পূৰ্ব্বত্ব সঙ্গতদানমুক্তঃ, তপুঃপ্রাপ্তিতদেবদেশস্ত কামবিবেকস্ত দৰ্শিতত্বাৎ, তদানং, ন তু কামপ্রপ্ত নিৰ্ণাতত্বাদিত্যর্থাঃ । দ্বিতীয়তৃতীয়কর্মে কথোস্তাৎপর্থাৎ সংগৃহীতি—তথেন্টি। যথা, প্রথম-কণ্ডিকয়া কৰ্মবিবেকঃ প্রতিপাদিতস্তথেন্টি যাবৎ । ২ ঙ্কিকৃত্যিত্যর্থঃ সঙ্ক্ষিপ্যোপাসংহরতি - যস্মাদিতি । অবস্থাভয়েহ্যস্যসঙ্গঃ কিং সিধ্যতি, তদাহ—অত ইহি । প্রতীকমাদায় স্বপ্নান্ত-শকার্ণবাহী—প্রতিষোনীতি । কথং পুনস্তস্ত হুগুণ্ডবিষয়তমত আহ—দর্শনবৃত্তিরিতি । দর্শনং বাসনাময়ং, তস্ত বৃত্তিৰ্মিশ্রিতী বাৎপত্যা স্বপ্নে দর্শনবৃত্তিস্তস্ত স্বপ্নশব্দেনৈব সিদ্ধবাদস্বপ্নক-বৈষয়্যন্তান্তান্তে লয়ে। যস্মিন্নিতি বাৎপত্যা স্বপ্নান্তশব্দেন হুগুণ্ডগ্রহে সতি অন্তশব্দেন স্বপ্নস্ত বাবৃত্ত্যাপপত্তেরত্র হুগুণ্ডানমেব স্বপ্নান্তশব্দিতমিত্যর্থঃ । তত্রৈব বাক্যেষামুপাধ্যমাহ—এতস্মা ইতি । স্বপ্নান্তশব্দস্ত স্বপ্নে প্রয়োগদর্শনাদিহাপি তন্ত্বেব তেন গ্রহণমিতি পক্ষান্তর-মুখ্যাপ্যাক্করোতি—যদীত্যাদিনা । সিদ্ধাবয়িষিতার্থসিদ্ধৌ হেতুমাং—যস্মাদিতি ॥২৬৯॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই এই পুরুষ এই বুদ্ধান্তে—জাগ্রদবস্থায় রমণ ও পবিত্রমণ করিয়া ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের স্থায় । সেই পুরুষ এই জাগ্রদবস্থায় বাহ্য কিছু দর্শন করে, তাহা দ্বারা অনুবদ্ধ হয় না ; কারণ, এই পুরুষ অসঙ্গ । ভাল, ‘পুরুষ কেবল দর্শন করিয়াই’ এইরূপ অবধারণ করা হইতেছে কিরূপে ? বস্ত্তই ত পুণ্য ও পাপ অর্জন করে, এবং তাহার ফল সুখ দুঃখও ভোগ করিয়া থাকে । না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ ? যেহেতু চক্ষুঃপ্রভৃতি কারকনিচয়ের প্রকাশকত্ব নিবন্ধনই অকর্ত্তা পুরুষের কর্ত্ত্ব উপপন্ন হইতে পারে ; অভিপ্রায় এই যে, ‘আত্মজ্যোতির প্রভাবেই ব্যবহার করিয়া থাকে’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি আত্মজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়াই সমস্ত ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া থাকে ; এই কারণেই আত্মাতে কর্ত্ত্ব ধর্ম আরোপিত হয়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পুরুষের কর্ত্ত্ব নাই ; ঐ কর্ত্ত্ব তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে । ‘দ্যায়তীব লেনায়তীব’ ইত্যাদি শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধাদি উপাধি-জনিতই আত্মার কর্ত্ত্ব, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে । এখানে উপাধিকৃত ঔপচারিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ পারমার্থিক অবস্থা মাত্র লইয়াই বলা হইতেছে যে, পুণ্য ও পাপ শুধু দর্শন করিয়া, কিন্তু অনুষ্ঠান করিয়া নহে ; সূত্রাৎ পূর্বাপর বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকিতেছে না । কেন না, উপাধিসম্পর্ক-রহিত পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কিছুই করে না ; করে না বলিয়াই জিহ্বাক্ষেপে লিপ্ত হয় না । স্বয়ং ভগবান্ ঐ এইরূপই বলিয়াছেন—‘হে কুস্তিনন্দন, সর্ববিকার-রহিত এই পরমাত্মা যেহেতু অনাদি ও

নিপুণ, সেই হেতু ক্রিয়াসাধন শরীরের মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও কৰ্ম করে না, এবং কৰ্মফলে লিপ্ত হয় না, ইতি, ১

• পূর্বে, কৰ্মবিবেক-প্রদর্শনে যেমন ‘সহস্রদান’ উক্ত হইয়াছে, তেমনি এখানেও মোক্ষকদেহ কামবিবেক অর্থাৎ আত্মা যে, কোনপ্রকার কামনা বা তৎকালে লিপ্ত নহে, তাহা প্রদর্শিত হওয়ার সহস্র দান করা হইতেছে; [কিন্তু এখনও জনকের অভিলষিত মোক্ষতত্ত্ব নির্ণীত হয় নাই]। পূর্বোক্ত “স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে” ও “স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে” ইত্যাদি প্রতিদ্বয়ে আত্মার অসঙ্গত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেহেতু স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাগত আত্মা বুদ্ধান্তে (জাগ্রদবস্থায়) অন্তর্ভুক্ত কৰ্ম বা ভাবনা দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না; প্রকৃত চৌর্যাদি কার্যের অন্তর্ধান তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না; সেই হেতুই এই পুরুষ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয়েই অসঙ্গ; অসঙ্গত্ব নিবন্ধনই অমৃত; অমৃত অর্থ—উক্ত স্থানত্রয়ের বাহ্য ধর্ম বা অবস্থা, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। ২

স্বপ্নান্তের—সংপ্রসাদের উদ্দেশ্যে পূর্ববৎ প্রতিষেধনক্রমে ধাবিত হয়; পূর্বে, সাক্ষাৎ স্বপ্নশব্দেও দর্শনাত্মক স্বপ্ন অভিহিত হওয়ার এখানে ‘স্বপ্নান্ত’ শব্দে সুষুপ্তি অবস্থাই বুঝিতে হইবে; সেই জন্য ‘অন্ত’ (স্বপ্নান্ত) শব্দ দ্বারা বিশেষিত করাও অসঙ্গত হইতেছে; ইহার পরেও, ‘এই অন্তের অভিমুখে ধাবিত হইয়া’ প্রতিপত্তে এই অন্ত-শব্দেই সুষুপ্তির স্পষ্টত: উল্লেখ করা হইবে। আর যদি এইরূপ ব্যাখ্যা করি যে, ‘স্বপ্নান্তে অর্থাৎ স্বপ্নে রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া’ এবং ‘স্বপ্নান্ত (স্বপ্ন) ও বুদ্ধান্ত, এই উভয় অন্তে—অর্থাৎ অবস্থাদ্বয়ে যথাক্রমে সঞ্চরণ করে’। এই দুই স্থানে স্বপ্ন অর্থে ‘অন্ত’ শব্দের প্রয়োগ দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, ‘স্বপ্নান্তায় এষ’ এই স্থলেও দর্শনাত্মক স্বপ্নাবস্থারই উল্লেখ করা হইয়াছে। হাঁ, এরূপ ব্যাখ্যা করিলেও কিছুমাত্র দোষ হইতেছে না; কারণ, আমাদের সিদ্ধান্তবিশিষ্ট (বীজ সাধন বা প্রমাণ করিতে অভিপ্রেত), সেই অসঙ্গত্ব স্বভাবসিদ্ধই হইতেছে; যে হেতু জাগ্রদবস্থায় কেবল পুণ্য ও পাপের ফল দর্শন করিয়া অর্থাৎ ভোগ করিয়া রমণ ও পরিভ্রমণের পর স্বপ্নান্তে উপস্থিত হইয়া জাগ্রৎ-অবস্থার দোষে বা গুণে লিপ্ত হয় না; [সেই হেতু পুরুষের অসঙ্গত্বসিদ্ধির কোনও বাধা ঘটিতেছে না] ১১৬৯১৭৥

আভাসভাষ্যম্—এবময়ং পুরুষ আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ কার্য্যকরণ-বিলক্ষণস্তৎপ্রযোজকাত্মাং কাম-কর্মভ্যাং বিলক্ষণঃ, যস্মাদসঙ্গে হুমঃ পুরুষঃ, অসঙ্গত্বাদিত্যমর্থঃ “স বা এষ এতস্মিন্ সপ্তসাদে” ইত্যাদ্যভিত্তিস্থিতিঃ কণ্ঠ-

‘কাভিঃ প্রতিপাদিতঃ । ‘অত্রাসঙ্গতৈবাত্মনঃ কৃতঃ? যস্মাৎ জাগরিতাৎ স্বপ্নঃ, স্বপ্নচ্চ সম্প্রসাদঃ, সম্প্রসাদাচ্চ পুনঃ স্বপ্নঃ ক্রমেণ বুদ্ধান্তং জাগরিতম্, বুদ্ধান্তচ্চ পুনঃ স্বপ্নান্তমিত্যেবমসঙ্গতঃ স্থানত্রয়স্তু ব্যতিরেকঃ সাধিতঃ । পূৰ্ব্বমপুত্র পত্নস্তোহস্মর্থঃ—“স্বপ্নো ভূত্বৈমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি” ইতি ৭০ তৎ বিস্তরেণ প্রতিপাত্ত কেবলং দৃষ্টান্তমাত্রমবশিষ্টং তদক্ষ্যামীত্যারভ্যতে ।—

• **আভাসভাষ্যানুবাদ** ।—এইরূপে ‘স বৈ এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে’ ইত্যাদি তিনটি প্রতিপাদ্য এই বিষয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, এই পুরুষ-পদবাচ্য আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার, এবং অসঙ্গ; অসঙ্গ বলিয়াই দেহেন্দ্রিয়াদি-নিষ্পাত্ত কাম-কর্ম হইতেও বিলক্ষণ; তন্মধ্যে আত্মার অসঙ্গত্বখণ্ডিত প্রমাণ করা যায় কির্সে ? [তদন্তরে বলিতেছেন,] যে হেতু জাগরণ হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সংপ্রসাদ (স্বপ্তি), সম্প্রসাদ হইতে পুনর্বার স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে বুদ্ধান্ত (জাগরণ), এবং জাগরণ হইতে আবার অপর স্বপ্ন, এইরূপে ক্রমিক সঞ্চরণ প্রদর্শন দ্বারা স্থানত্রয় হইতে আত্মার ব্যতিরেক বা অসঙ্গত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে । তৎপূর্বেও এই বিষয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে; যথা ‘স্বপ্নাবস্থা লাভ করিয়া মৃত্যুস্বরূপ-ইহলোক অতিক্রম করে’ ইত্যাদি । সেখানেই ইহা বিস্তারিত-রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে; কেবল তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত মাত্র প্রদর্শন করিতে বাঞ্ছা রহিয়াছে; এখন তাহাই বলিতে হইবে; এই জন্ত পরবর্তী শ্রুতি আরম্ভ হইতেছে—

তদ্ যথা মহামৎস্ত উভে কূলে অনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চ-পরঞ্চ, এবমেবাযং পুরুষ এতাবুভাবস্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ ॥ ২৭০ ॥ ১৮ ॥

• **সরলার্থঃ** ।—[আত্মনঃ অসঙ্গত্বং দৃষ্টান্তবলেন সমর্থয়িতুমাহ—“তদ্ যথা” ইতি ।] তৎ (তত্র আত্মনঃ অসঙ্গত্ববিষয়ে) [অয়ং দৃষ্টান্তঃ—] যথা মহামৎস্তঃ (মহান্ বলবন্তরঃ মৎস্তঃ) উভে কূলে (তীরে)—পূর্ব্বং চ অপরং চ (কূলং) অনুসঞ্চরতি (ক্রমেণ পরিভ্রমতি), এবম্ এব (মহামৎস্তবদ্ এব) অয়ং পুরুষঃ এতৌ উভৌ অস্তৌ—[কো তৌ ?] স্বপ্নান্তং (জাগরণম্) চ, বুদ্ধান্তং (স্বপ্নং) চ অনুসঞ্চরতি (ক্রমেণ গচ্ছতি ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭০ ॥ ১৮ ॥

• **মূল্যানুবাদ** ।—কথিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন বৃহৎ মৎস্ত নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় তীরে যথাক্রমে সঞ্চরণ (গমনাগমন)

করিয়া থাকে, ঠিক তেমনই এই পুরুষও স্বপ্রাপ্ত (জাগ্রদবস্থা) ও বুদ্ধান্ত (সুপািবস্থা), এই উভয় অন্তে (অবস্থায়) যথাক্রমে সঞ্চরণ করিয়া থাকে ॥ ২৭০ ॥ ১৮ ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ :—তৎ তত্র এতন্নিম্ন যথাপ্রদর্শিতে অর্থে দৃষ্টান্তোহয়-মুপাদীয়তে,—যথা লোকে মহামংস্তঃ—মহামংস্তাঙ্গো মংস্তশ্চ নাদেবেশ জ্ঞাতস্য জাহার্য ইত্যর্থঃ, স্রোতশ্চ বিষ্টভবতি স্বচ্ছন্দচানী, উভে কলে নদ্যাঃ পূর্ব্বোক্তাপর্ব্বক অনুরূপেণ সঞ্চবতি; সঞ্চরন্নপি কূলদ্বয়ং তদুপাবত্তিনৌদকস্রোতোবেগেন ন পবনীকীকৃতি; এবমেবারং পুরুষ এতাবুভৌ অস্তৌ অনুসঞ্চবতি, কো তৌ?—স্বপ্রাপ্তঞ্চ বুদ্ধান্তং চ । দৃষ্টান্তপ্রদর্শনফলং তু মৃত্যুকপঃ কার্য্যকরণসজ্জাতঃ সহ তৎপ্রযোজকাত্যাং কাম-কর্ম্মভ্যাং অনান্নদ্বর্ষ্যঃ, অয়ঞ্চাত্মা তস্মাদিলক্ষণঃ—ইতি বিস্তরতো ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৭০ ॥ ১৮ ॥

টীকা । কণ্ডিকাক্রমেণ সিদ্ধমর্থমুদঘটতি—এবমিতি । আত্মনঃ স্থানত্রয়সঞ্চারাদিসিদ্ধোত্ত-সঙ্গহেতুবিতি শব্দে—তত্রোতি । প্রতিজ্ঞাহেত্বাহেতুনির্ধারণং সপ্তমার্থঃ । সপ্তমোক্ত্যনু-গামৈলক্ষণং তু দুবনিবস্তমিতোবশকার্য্যঃ । এব চোদিতং তেতুসমর্থনার্থং মহামংস্তবাক্যমিতি সঙ্গামভিপ্রেত্য সংগতাপ্তবমাত—পূর্ব্বমপীতি । যথাপ্রদর্শিতোহর্থোঃসঙ্গং কার্য্যকরণ-বিনিময়ং চ । জাহার্য্যমপ্রকম্প্যতম্ । স্বচ্ছন্দচানী প্রবটয়তি—সঞ্চরন্নপীতি । ১৭ পুনর্দ্বি-দাষ্টান্তিকৈ লভাতে, তদাহ—দৃষ্টান্তোতি ॥ ২৭০ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—এখানে যে বিষয়ের উল্লেখ করা হইল, তদ্বিষয়ে এই একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি,—জগতে মহামংস্ত—বৃহৎ মংস্ত অর্থাৎ যে মংস্ত নদীর স্রোতোবেগে চালিত হয় না, বরং নিজে স্রোতোবেগকে স্থগিত কবিত্তে সমর্থ, এমন স্বচ্ছন্দগতিশীল মংস্ত যেরূপ নদীর উভয় কূলে—পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীবে ক্রমশঃ গমনাগমন কবে, উভয় তীরে সঞ্চরণ কবিলেও যেমন নদীগর্ভস্থ স্রোতো-বেগের শব্দীভূত হয় না, ঠিক এইরূপ উক্ত পুরুষও এই উভয় অন্তে যথাক্রমে সঞ্চ-রণ করিয়া থাকে । সেই দুইটি অন্ত কি কি? না, স্বপ্রাপ্ত ও বুদ্ধান্ত অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থা । উক্ত দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের ফল এই যে, পূর্ব্বোক্ত দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতরূপ মৃত্যু এবং দেহেন্দ্রিয়দিগ প্রবর্তক কাম ও কর্ম্ম, এ সমস্তই অনান্নদ্বর্ষ্য—আত্মার দ্বর্ষ্য নহে; এই আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার । পূর্ব্বোক্ত ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৭০ ॥ ১৮ ॥

আভাসভাষ্যম্ :—অত্র চ স্থানত্রয়াবসঞ্চারণে স্বয়ংজ্যোতিষ আত্মনঃ কার্য্যকরণসজ্জাতব্যতিরিক্তস্য কামকর্ম্মভ্যাং বিবিক্ততা উক্তা; স্বতো নান্নং

সংসারধর্মবান্, উপাধিনির্মিতমেবাস্ত সংসারিত্ত্বমবিজ্ঞাধ্যারোপিতমিতোষ সমুদ-
য়ার্থ উক্তঃ । তত্র চ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-স্ববৃশ্তস্থাননিঃ স্রষ্টাণাং বিপ্রকীর্ত্তরূপ উক্তঃ, ন
পুঞ্জীকৃত্যেতৎকৃতং দর্শিতঃ—যস্মাৎ জাগ্রিতে সমস্তঃ সত্যত্বাৎ সকার্য্যকরণসম্ভবান উপল-
ক্ষ্যতেহবিজ্ঞয়া ; স্বপ্নে তু কামসংযুক্তো মূঢ়্যরূপবিনিমুক্ত উপলভ্যতে ; স্ববৃশ্ত
পুনর্বুদ্ধান্তমুগতো বুদ্ধান্তাচ্চ স্ববৃশ্তে সম্প্রসন্নোহসন্না ভবতীতি অসঙ্গতাপি
দৃশ্যতে । একবাক্যতয়া তু উপসংহ্রিয়মাণং ফলং নিত্যমুক্তবুদ্ধশুদ্ধবৃত্তাবতা
অস্ত ন এতৎ পুঞ্জীকৃত্য প্রদর্শিতেনি তৎ প্রদর্শনায় কণ্ডিকা আরভ্যতে ।

স্ববৃশ্তে হেবংরূপতাস্ত বক্ষ্যমাণা—“তত্র অশ্রুতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপাভগ্ন
রূপম্” ইতি । যস্মাদেবংরূপং বিলক্ষণং স্ববৃশ্তং প্রবিবিক্তিমিতি, তৎ কথ-

মিত্যাহ—দৃষ্টান্তেনীশ্বার্থস্ত প্রকটীভাবো ভবতীতি । তত্র দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে,—

• আভাসভাষ্য-টীকা । শ্রেনবাক্যমবতারয়িতুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—অত্র চেতি । পূর্ব্বসম্বন্ধঃ
সমুদ্যমার্থঃ । দেহদ্বয়েন সপ্রযোজকেন বস্তুতোঃসম্বন্ধে ফলিতমাহ—স্বত ইতি । কথং তর্হি
• তত্র সংসারিত্ত্বধারিত্যশ্বাহ—উপাধীতি । উপাধিকস্তাপি বস্তুত্বমাক্ষাহ—অবিচ্ছেদিত ।
• বৃত্তমন্তোত্তরগ্রন্থমবতারয়ন্ ভূমিকামাহ—তত্রৈতি । স্থানদ্বয়লক্ষ্যদ্বয়েন বিপ্রকীর্ত্তিঃ বিল্লিষ্টং
রূপমস্তেত্যাহা তথা । পুঞ্জীকৃত্য বিবক্ষিতং সর্বং বিশেষণমাদায়েতি যাবৎ । একত্রৈ-
বাক্যোক্ত্যঃ । তত্র হেতুঃ বদন্ জাগ্রদাকোন বিবক্ষিতাত্মোক্তিরিত্যাহ—যস্মাদিহ ।
• সমস্তবাদেদুশ্চয়মানরূপস্ত মিথ্যাত্বং স্বচয়তি—অবিজ্ঞয়েতি । স্বপ্রবাক্যে বিবক্ষিতম্ ভূমিকা-
শব্দাহ—স্বপ্নে স্থিতি । তর্হি স্ববৃশ্তবাক্যে কস্মিন্মিত্যাহ—স্ববৃশ্তে পুনর্বিবক্ষিতং । তত্রাপ্য-
বিজ্ঞানিহ্মোকো ন প্রতিভাতীতি কথং ; এবং পাতনিকং কৃত্বা শেখাকামাদন্তে—এক-
বাক্যতয়েতি । পূর্ব্ববাক্যানামিতি শেষঃ । কৃত্ব তর্হি যথোক্তং—পুঞ্জীকৃত্য প্রদর্শ্যতে,
তত্রাহ—স্ববৃশ্তে ইতি । তত্রাত্ত্বমিত্যবিজ্ঞারহিত্যমুচ্যতে । সা চ স্ববৃশ্তে স্বরূপেণ সত্যপি
নাভিযুক্তা ভাতীতি দৃষ্টবান্ । যস্মাৎ স্ববৃশ্তে যথোক্তমাক্ষরূপং বক্ষ্যতে, তস্মাদিহ যাবৎ ।
এবংরূপমিত্যেতদেব প্রকটয়তি—বিলক্ষণমিতি । কার্য্যকরণবিনিমুক্তং কামকর্ম্মবিজ্ঞারহিত-
মিত্যর্থঃ । স্থানদ্বয়ং হিহ কথং স্ববৃশ্তং প্রবেষ্টুমিচ্ছতীতি পৃচ্ছতি—তৎ কথমিতি । যস্মাদে-
দুঃখানুভবাৎ তত্কাগেন স্ববৃশ্তং প্রাপ্নোতীত্যাহ—আহেতি । অথোত্তরা ঋতিঃ স্থানান্তর-
প্রাপ্তিমভিধিত্বাং, তথাপি কিং দৃষ্টান্তবচনেনোক্ত্যাহ—দৃষ্টান্তেনৈতি । অন্ত্যর্থস্ত স্ববৃশ্তি-
প্রাপ্তিরূপস্তেত্যেতৎ । স এবার্থস্তত্রৈতি সমুদ্যমার্থঃ ।

আভাসভাষ্যানুবাদ ।—পূর্ব্ব ঋতিতে, জাগ্রৎ স্বপ্নপ্রভৃতি অবস্থা-
ত্রয়ে আত্মীয় গমনাগমন প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, অবস্থাত্রয়েই
আত্মা স্বরূপজ্যোতিঃস্বরূপ এবং দেহেক্রিয়সমষ্টি হইতে স্বতন্ত্র ও কাম-কর্ম্ম দ্বারা
অসংস্পৃষ্ট । আত্মার সংসার-ধর্ম্মটা স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক ; উপাধি-সম্বন্ধই
তাহার সংসার-গমনের কারণ ; অবিজ্ঞাই তাহার উপাধি ; অবিজ্ঞা দ্বারা

তাহাতে সংসার-ধর্ম আরোপিত হয় ; এই সমুদয় বিষয় অভিহিত হইয়াছে ।
 বিশেষতঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখপূর্ব্বক
 আত্মার স্বরূপ ও পৃথক্ পৃথক্ ভাগে উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু এক স্থানে একত্রিত
 করিয়া প্রদর্শিত হয় নাই ; কেননা, জাগ্রদবস্থায় অবিজ্ঞাপ্রভাবেই আত্মার সঙ্গ,
 মৃত্যু ও দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির সহিত সঙ্গ সত্য বলিয়াই যেন প্রতীতি হয় ;
 • সুষুপ্তি অবস্থায় আবার সঙ্গরহিত সম্যক্ প্রসঙ্গতাও দৃষ্ট হয় ; এই জন্ত তাহার
 অসঙ্গতও দেখা যায় ; কিন্তু ঐ সমস্ত বাক্যের একবাক্যতা বা একই অর্থে তাৎ-
 পর্য্যাবধারণের সঙ্কলিত ফলস্বরূপ যে, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব, তাহা
 একত্র সঙ্কলন করিয়া প্রদর্শন করা হয় নাই ; তৎপ্রদর্শনের অতিপ্রায়েই এই
 কণ্ডিকা (শ্রুতি) আরম্ভ হইতেছে ।

ইহাই যে, আত্মার স্বাভাবিক রূপ, তাহা—‘ইহাই তাহার অপহতপাশু ও
 অভয় অচিন্ত্য স্বরূপ’ ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত হইবে । আত্মা যে, এবং বিধ
 বৈলক্ষণ্যপূর্ণ সুষুপ্তিকালীন রূপে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা কিরূপে
 সম্ভবপর হয়, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে ; এই জন্ত, তৎপ্রদর্শনার্থ
 দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—

তদ্ যথাস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা অপর্যো বা বিপরিপত্য
 শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সংলয়াইব প্রিয়তে, এবমেবাযং পুরুষ-
 এতস্মা অন্তায় ধাবতি, যত্র অপ্তো ন কঞ্চন কামং কাম্যতে,
 ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ॥ ২৭১ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ ।—তৎ (তত্র—যথোক্তে অর্থে) [অযং দৃষ্টান্তঃ প্রদর্শ্যতে—]
 যথা শ্যেনঃ (পক্ষিবিশেষঃ) বা, অপর্যো (যঃ কশ্চিৎ পক্ষী) বা, অগ্নিন্ (ভৌতিক্)
 আকাশে বিপরিপত্য (বিরুদ্ধতা) শ্রান্তঃ (শ্রমযুক্তঃ সন্) পক্ষৌ সংহত্য (পক্ষ-বিস্তারং
 কৃৎবা) সংলয়ায় (সংলীয়তে অগ্নিন্ ইতি সংলয়ঃ—আশ্রয়নীড়ং, তন্মৈ) প্রিয়তে
 (স্বয়মেব ধার্য্যতে) ; এবম্ এব (শ্যেনাদিবদ্ এব) অযং পুরুষঃ এতন্মৈ অন্তায়
 (সুষুপ্তিস্থানায়) ধাবতি ; যত্র (যস্মিন্ অন্তে) অপ্তঃ সন্ কঞ্চন (কমপি)
 কামং ন কাম্যতে (প্রার্থয়তে), কঞ্চন স্বপ্নং ন পশ্যতি । [জীবঃ জাগ্রৎ-
 স্বপ্নয়োঃ যথাকামং বিরুদ্ধতা শ্রান্তঃ সন্, তচ্ছ্রমাপনোদনার সুষুপ্তিস্থানং প্রবেশপ্রতীতি
 ভাবঃ] ॥ ২৭১ ॥ ১৯ ॥

“মূলানুবাদঃ”—[পূর্বোক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে,] শ্বেনু কিংবা সাধারণ পক্ষী যেমন আকাশমণ্ডলে পবিভ্রমণ করত পরিশ্রান্ত হইয়া পক্ষদ্বয় প্রসারিত করত স্নায় আশ্রয়-নীড়াভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হয়, ঠিক তেমনি এই পুরুষও এই স্মৃতি (স্বপ্নস্থানে) প্রবেশের জন্য ধাবিত হয়—যেখানে [গমন করিয়া] কোন ভোগ্য বিষয় কামনা করে না, এবং কোনরূপ স্বপ্নও দর্শন করে না ॥ ২৭১ ॥ ১৯ ॥

“শাক্তরভাস্যাম্”—তৎ যথা—অগ্নিরাকাশে ভৌতিকে, শ্বেনো বা, সুপর্ণো বা, সুপর্ণধ্বনে কিংবা শ্বেন উচ্যতে, যথা আকাশে অগ্নি বিদীত্যা বিপবিপণ্ড্য শ্রান্তঃ নানাপবিপতনলক্ষণেন কক্ষণা পরিধিন্নঃ, স তত্যা পক্ষো সঙ্গম্য সঙ্গস্যার্থ্য পক্ষো, সম্যক্ লীয়তেহগ্নিরিতি সংলয়ঃ নীড়ঃ, নীড়ায়ৈব জিয়র্তে, স্বান্ননৈব ধার্য্যতে স্বরমেব । যথা অয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবমেব অয়ং পুরুষঃ এতস্মা এতস্মৈ অন্তায় ধাবতি । অন্তশব্দবাচ্যস্ত বিশেষণং—যত্র যগ্নিরন্তে সুপ্তঃ ন কক্ষন ন কক্ষিদপি কামং কাময়তে, তথা ন কক্ষন স্বপ্নং পশুতি ।

‘ন কক্ষন কামম্’ ইতি স্বপ্নবৃদ্ধান্তযোরবিশেষণ সর্বকঃ কামঃ প্রতিষিধ্যতে, ‘কক্ষন’ ইত্যবিশেষিতাভিধানাং; তথা ‘ন কক্ষন স্বপ্নম্’ ইতি—জাগরিতেহপি যদদর্শনম্, তদপি স্বপ্নং মনুতে শ্রুতিঃ; অত আহ—ন কক্ষন স্বপ্নং পশুতীতি । তথা চ শ্রুতান্তরম্—“তস্ত ত্রয় আবাসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ” ইতি । যথা দৃষ্টান্তে পক্ষিণঃ পরিপতনজ-শ্রমাপনুত্তয়ে স্বনীড়োপসর্পণম্, এবং জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ কার্য্যকরণসংযোগজ-ক্রিয়াফলৈঃ সংযুজ্যমানস্ত, পক্ষিণঃ পরিপতনজ ইব শ্রমো ভবতি; তচ্ছ্রমাপনুত্তয়ে স্বান্ননো নীড়মারতনং সর্বসংসারধর্ম্মবিলক্ষণং সর্বক্রিয়াকারকফলাসংশ্লিষ্টং স্বমাজ্ঞানং প্রবিশতি ॥ ২৭১ ॥ ১৯ ॥

টীকা। পরমাত্মাকাশং ব্যবর্ত্তয়িতুং ভৌতিকবিশেষণম্ । মহাকাশো মন্দবেগঃ শ্বেনঃ, সুপর্ণস্ত বেগবানন্নবিগ্ধ ইতি ভেদঃ । ধাবণে সৌকর্য্যং বক্তৃঃ স্বরমেবেত্যুক্তম্, স্বপ্নজাগরিতয়ো-রবাসনমন্তমজ্ঞাতং ব্রহ্ম । তথা ন কক্ষন স্বপ্নমিতি স্বপ্নজাগরিতয়োর্বিশেষণ সর্বকঃ দর্শনং নিষিদ্ধত ইতি শেষঃ । স্বপ্নবিশেষণং স্বপ্নদর্শননিষেধেহপি কুতো জাগ্রদদর্শনং নিষিধ্যতে, তত্রাহ—জাগরিতেহপি । কথমরমভিপ্রায়ঃ শ্রুতেরবগত ইত্যালস্য বিশেষণসামর্থ্যাদিত্যাহ—অত আহেতি । জাগরিতস্তাপি স্বপ্নে শ্রুতান্তরং সম্বাদয়তি—তথা চেতি । দৃষ্টান্তদৃষ্টান্তি-করোজ্জিবিদিক্তমংশং দর্শয়তি—যথোক্তাদিনা । সংযুজ্যমানস্ত ক্লেব্রতন্তেতি শেষঃ । সর্বসংসা-ব-ধর্ম্মবিলক্ষণমিতি বিশেষণং ব্যাচরে—সর্বেরতি ॥ ২৭১ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—[পূর্বোক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] যেমন এই আকাশ-
মণ্ডলে শ্বেন কিশা সূপর্ণ,—সূপর্ণ শব্দে দ্রুতগামী শ্বেনপক্ষী বুঝায় (১),
তাহারা যেমন এই আকাশে বিহার করিয়া—ইত্যন্তঃ পরিভ্রমণ করত পরিশ্রান্ত
হইয়া—নানাভাবে উদ্ভরন করিয়া কাতর হয়, এবং কাতর হইয়া, পক্ষদ্বয়
প্রসারিত করত—যেখানে সম্যকরূপে (সৰ্বদা) অবস্থিতি করে, সেই নিজ
নিবাসনীরূপে উদ্দেশ্যে নিজেই নিজকে ধারণ করে অর্থাৎ নিজ নীড়াভিমুখে
বাইতে প্রস্তুত হয় । দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক সেইরূপই এই পুরুষ সেই (পূর্বোক্ত)
অস্ত্রে (সূক্ষ্মস্ত্রির দিকে) ধাবিত হয় । ‘অস্ত্র’ শব্দে বাহ্যিকে বুঝাইয়াছে, তাহাই
বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—যে অস্ত্রে (সূক্ষ্মস্ত্রি অবস্থায়) সূপ্ত হইয়া, জীব
কোনও বিষয়ে কামনাও করে না, এবং কোন প্রকার স্বপ্নও দেখে না ।

কোন প্রকার কাম্য বিষয় কামনা করে না, এ কথায় সাধারণতঃ স্বপ্ন ও
জাগরণ উভয় অবস্থাগত কামনাই নিষিদ্ধ হইতেছে ; কারণ, ‘শ্রুতিতে ‘কংচন’
বলিয়া সাধারণভাবে উল্লেখ রহিয়াছে । এইরূপ ‘ন কংচন স্বপ্নঃ’ এই বাক্য
হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জাগ্রৎকালেও যে, বিষয়দর্শন, শ্রুতি তাহাও স্বপ্ন
বলিয়াই মনে করেন ; এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ‘কোনপ্রকার স্বপ্নই
দেখে না’ । ইহার অমুকূলে অত্র শ্রুতিও রহিয়াছে—‘তাহার (জীবের) তিনটি
বাসস্থান (অবস্থা), এবং তিনপ্রকার স্বপ্ন’ ইতি । দৃষ্টান্তস্থলে যেমন পক্ষীর
ইত্যন্তঃ পরিভ্রমণজনিত শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত নিজ নীড়াভিমুখে গমন হয়,
তেমনি জীবেরও দেহেক্রিয়াদির সহিত সংযোগজনিত নানাবিধ ক্রিয়াকলের
সহিত সম্বন্ধবশতঃ পক্ষীর মতই পরিশ্রম হইয়া থাকে, সেই পরিশ্রম নিবৃত্তির
নিমিত্ত আপনার আশ্রয়স্থান সর্বপ্রকার সংসারসম্বন্ধশূন্য এবং সর্বপ্রকার ক্রিয়া
কারণ ও ফলসম্বৃত্ত ক্রেশসম্বন্ধরহিত স্বীয় আত্মার [স্বরূপাবস্থায়] প্রবেশ
করে ২৭১৥১৯ ৷

আভাসভাষ্যম্ ।—যদি অস্ত্রায়ং স্বভাবঃ—সর্বসংসারধর্মশূন্যতা, পরো-
পাধিনিমিত্তকাস্ত্র সংসারধর্মিত্বম্ ; যন্নিমিত্তকাস্ত্র পরোপাবিকৃতং সংসারধর্মিত্বং,
স চাভিভা ; তস্তা অবিভায়াঃ কিং স্বাভাবিকত্বম্ ? আহোষ্টিং কামকর্ষাদিবিদা-
গন্তকত্বম্ ? যদি চাগন্তকত্বং, ততো বিমোক্ষ উপপত্ততে ; তত্শাশচগন্তকত্বে কা

(১) তাৎপর্য—আনন্দসিগিরি শ্বেন ও সূপর্ণ শব্দের এইরূপ অর্থভেদে বলিয়াছেন যে,
বৃহৎকায় অথচ বৃহৎগামী পক্ষীর নাম শ্বেন, আর ক্ষুদ্রকায় দ্রুতগামী পক্ষীর নাম—সূপর্ণ ।

উপপত্তিঃ, কথং না নাঋধর্মোহবিদ্যেতি—সর্বানুধাবীজভূতায়্য অবিদ্যায়ঃ সত-
ত্বানুধাবণার্থং পরা কণ্ডিকা আরভাতে—

আভাসভাষ্যটীকা । শ্বেদবাস্তেনাস্বনঃ সৌম্যপ্তং রূপমুক্তিহীনানী নাড়ীখণ্ডস্ত সন্ধ্যাং বস্ত্র-
চোদয়তি—শব্দভেতি । পরঃ সন্ন্যাসাদিবৃদ্ধাদিঃ । অসঙ্গততঃ স্বভো বুদ্ধাদিসম্বন্ধাসম্ভবশ্চেত্যাহ
—যন্নিমিত্তং চেতি । সিদ্ধান্তাভিপ্রায়মনুজ পূর্ববাদী বিকল্পয়তি—তত্ত্বা ইতি । আগন্তকস্ব-
স্বভাবিকত্বম্ । আত্মে মোক্ষমুপপত্তিঃ বিবাক্কাহ—যদি চেতি । অস্ত তর্হি, দ্বিতীয়ঃ,
মোক্ষোপপত্তেরিত্যাগ্কাহ—তত্ত্বাচেতি । মা ভূদবিদ্যাজ্ঞসম্ভাবীকৃত্যস্ত ত্বাদ্ভাস্ত্বভাবাদি-
তাহ—কথং ভবতি । তত্রোক্তরস্বেনান্তরগ্রন্থমুখ্যোপয়তি—সর্বানুধোতি ।

আভাসভাষ্যানুবাদ ।—এই পুরুষের যদি এইরূপই স্বভাব হয় যে,
কোন প্রকার সংসারধর্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, এবং তাহার যে, সংসারধর্মের
সহিত সম্বন্ধ, অপরাপর উপাধি-সম্বন্ধই তাহার কারণ হয় । বাহার দরুণ তাহার
পরোপাধিকৃত সংসারধর্ম উপস্থিত হয়, সেই মূল কারণটি হইতেছে অবিদ্যা । এখন
জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই অবিদ্যা কি ইহার স্বাভাবিক ধর্ম ? অথবা কাম-কর্ম প্রভৃতির
জ্ঞান আগন্তক ? (অস্বাভাবিক ?) । যদি আগন্তক হয়, তাহা হইলেই পুরুষের
বিমুক্তি সম্ভবপর হয় ; কিন্তু সেই অবিদ্যা যে আগন্তক, তাহার যুক্তি কি ? পক্ষান্তরে
উহা জ্ঞানের স্বাভাবিক ধর্মই বা না হয় কেন ? এই আশঙ্কায় সর্বপ্রকার অনর্থের
বীজভূত অবিদ্যার ঘণাংশ স্বরূপ নীরূপণার্থ পরবর্তী শ্রুতি আরম্ভ হইতেছে ।—

তা বা অশ্রুতাহিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা
ভিন্নস্তাবতাগিন্মা তিষ্ঠন্তি ; শুক্লশ্চ নীলশ্চ পিঙ্গলশ্চ হরিতশ্চ
লোহিতশ্চ পূর্ণাঃ । অথ যষ্ট্রৈনং স্তম্ভীব জিনস্তীব হস্তীব
বিচ্ছায়য়তি গর্ভমিব পততি । যদেব জাগ্রদ্রয়ং পশ্যতি,
তদত্রাবিণ্ডয়া মন্যতেহথ যত্র দেব ইব রাজ্জেবাহমেবেদং
সর্বোহস্মীতি মন্যতে, সোহশ্চ পরমো লোকঃ ॥ ২৭২ ॥ ২০ ॥

সন্ন্যাসার্থঃ ।—অস্ত (হস্তমস্তকাদিসম্পন্নপুরুষস্ত) তাঃ (লোকপ্রসিদ্ধাঃ) এতাঃ
হিতাঃ নাম (হিতা-নাম্ প্রসিদ্ধাঃ) নাড্যঃ—কেশঃ সহস্রধা (সহস্রভাগেন
ভিন্নঃ সন্) যথা (যাবৎপরিমাণঃ—অতি সূক্ষ্মঃ ভবতি), [তথা] শুক্লশ্চ, নীলশ্চ,
পিঙ্গলশ্চ, হরিতশ্চ, লোহিতশ্চ পূর্ণাঃ (তত্ত্বধর্ণ-রসসমম্বিতাঃ) তিষ্ঠন্তি (বর্তন্তে) ।
[স্বপ্নসুময়ে চ বাসনাবিশিষ্টং সূক্ষ্ম শরীরং তত্র বর্ততে] । (অথ এবঞ্চ সতি)
যত্র (স্বপ্নসময়ে) এনং (স্বপ্নবশিনং) স্তম্ভিব ইব, জিনন্তি ইব (বশীকুরুন্তি ইব)

[শত্রবঃ], [তথা] হস্তী বিচ্ছারয়তি বিজ্ঞাবয়তি ইব, [স্বর্ণং চ] গজং (জীর্ণকূপাদিকং) শততি ইব [ইতি মন্ত্ৰতে। কিং বহ্নী,] যৎ এব জাগ্রদ্ভয়ং (জাগরিতাবস্থায়ঃ শব্দেব ভ্রমণকং কিঞ্চিৎ) পশ্যতি, অত্র অবিজ্ঞা তঃ [প্রত্যক্ষমিব] মন্ত্ৰতে,—অথ যত্র দৈব ইব, রাজা ইব, অহম্ এব ইদং (চৈতন্যং), [তস্মাৎ] সৰ্বঃ (সৰ্বাত্মকঃ) অস্মি ইতি মন্ত্ৰতে, সঃ (সৰ্বাত্ম্যতাবঃ) অশ্ব (আত্মনঃ) পরমঃ (প্রকৃতঃ) লোকঃ (দর্শনম্) ॥২৭২॥২০॥

•মূলানুবাদঃ—এই পুরুষের হিতা নামে প্রসিদ্ধ এই সুমন্ত নাড়ী আছে। একটি কেশকে সহস্রভাগে বিভক্ত করিলে যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, উহাদের পরিমাণও সেইরূপই সূক্ষ্ম; উহারা শুক্ল, পীত, নীল, পিঙ্গল ও হরিতবর্ণবিশিষ্ট রসযুক্ত। এইরূপে যে অবস্থায় (স্বপ্নাবস্থায়) [শত্রুগণ] ইহাকে যেন হতই করিতেছে, যেন বশীভূতই করিতেছে, হস্তীই যেন তাড়া করিতেছে; অথবা নিজে যেন গর্ভে পড়িতেছে। ফল কথা, জাগ্রৎসময়ে যে সমুদয় ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে, অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি বশতঃ তখন সে সমুদয়কে বর্তমান বলিয়াই যেন অভিমানে করিয়া থাকে। এইরূপ, যে সময়ে, আমি যেন দেবতা, যেন রাজা, অধিক কি, চিন্ময় আমিই সৰ্বাত্মক, এইরূপ মনে করে; (বুঝিতে হইবে,) তাহাই (সেই সৰ্বাত্ম্যতাবই) এই স্বপ্নদর্শী আত্মার যথার্থ রূপ ॥ ২৭২ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—তাঃ বৈ, অশ্ব শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণশ্চ পুরুষশ্চ এতাঃ হিতা নাম নাভাঃ, বথা কেশঃ সহস্রা ভিন্নঃ, তাবতা তাবৎপরিমাণেনাণিমা অণু-শ্চেন তিষ্ঠন্তি; তান্চ শুক্লশ্চ রসশ্চ নীলশ্চ পিঙ্গলশ্চ হরিতশ্চ লোহিতশ্চ পূর্ণাঃ, এতৈঃ শুক্লাদিভী রসবিশেষৈঃ পূর্ণা ইত্যর্থঃ। এতে চ রসানাং বর্ণবিশেষাঃ বাত-পিত্তশ্লেষ্মণামিত্তরেতরসংযোগ-বৈষম্যবিশেষাদ্বিচিত্রা বহবশ্চ ভবন্তি। ১

টীকা। তাঃ পরমপুঙ্খং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—যথেষ্টি। কথমগ্নরসশ্চ বর্ণবিশেষপ্রাপ্তি-রিত্যাশঙ্ক্যাহ—বাততি। ভুক্তান্তরস্ত পরিণামবিশেষো বাতবাহুল্যে নীলো ভবতি, পিত্তাধিক্যে পিঙ্গলো জায়তে, শ্লেষ্মাতিশয়ে শুক্লো ভবতি, পিত্তাশ্লেষ্মে হরিতঃ, সামো চ ধাতুনাং লোহিতঃ, ইতি তেবাং মিশ্রঃ স্নায়োগবৈষম্যাৎ তৎসাম্যাত্ত বিচিত্রা বহবশ্চান্তরস ভবন্তি, তৎস্বাপ্তানাং নাড়ীনামপি তাদৃশো বর্ণো জীয়তে।

“অরুণাঃ শিরা বাতবহা নীলাঃ পিত্তবহাঃ শিরাঃ।

অস্থগ্ বহাস্ত রোহিণ্যো গোৰ্ঘাঃ শ্লেষ্মবহাঃ শিরাঃ।”

ইতি মৌশ্রুতে দর্শনাদিত্যর্থঃ। ১

তাস্মৈ এবংবিধাশ্চ নাদীষু বালাগ্রসহস্রভেদপরিমাণাশ্চ শুক্লাদিরসপূর্ণাশ্চ সকল-
দেহক্কাপি নীষু সপ্তদশকং লিঙ্গং বর্ততে ; তদাশ্রিতাঃ সৰ্বা বাসনা উচ্চাচসংসারঃ
ধৰ্ম্মানুভবজনিতাঃ ; তৎ লিঙ্গং বাসনাদেশরং সূক্ষ্মত্বাৎ বিচ্ছিন্নং ক্ষণিকমণিকল্পকং নাদী-
গতরসোপাধি-সংসর্গবশাৎ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম-প্রেরিতোদ্ধৃত্তিবিশেষং জ্বরিত-হস্ত্যাৰ্থাকীৰ্ণ-
বিশেষৈঃ বাসনাদিভিঃ প্রত্যবভাসতে । অথৈবং সতি, যত্র যস্মিন্ কালে কেচন
শত্রবঃ অশ্রেণা তস্মিন্না মামাগতা ঘন্তীতি মৃষেব বাসুনানিমিত্তঃ প্রত্যয়োহ-
বিজ্ঞাতো জায়তে, তদেতচ্চ্যতে—এনং স্বপ্নদৃশং ঘন্তীবেতি । তথা জিনস্তীব
বলং কুর্কস্তীব ; ন কেচন ঘন্তি, নাপি বশীকুর্কস্তি, কেবলং তু অবিজ্ঞাবাসনোদ্ভব-
নিমিত্তং জাস্তিমাত্রম্ ; তথা হস্তীবৈনং বিচ্ছায়য়তি বিচ্ছাদয়তি বিদ্রাবয়তি ধাবয়-
তীব্যেত্যর্থঃ ; গৰ্ভমিব পততি—গৰ্ভং জীৰ্ণকূপাদিকমিব পতন্তমাত্মানমুপলক্ষয়তি ;
তাদৃশী হস্ত মৃষা বাসনা উদ্ভবতি অত্যন্তনিকৃষ্টা অধৰ্ম্মোদ্ভাসিতান্তঃ-করণবৃত্তাশ্রয়া,
দুঃখরূপত্বাৎ । কিং বহুনা, যদেব জাগ্রৎ ভয়ং পশুতি—হস্তাদিলক্ষণম্, তদেব
ভয়রূপম্ অত্রাস্মিন্ স্বপ্নে বিনৈব হস্তাদিরূপং ভয়ম্ অবিজ্ঞাবাসনয়া মৃষেবোদ্ধৃত্তয়া
মথ্যতে । ২

নদীষরূপং নিরূপা তত্র জাগরিতে লিঙ্গশরীরগুণমস্ত দর্শয়তি—তাস্মিতি । এবংবিধা-
স্থিত্যশ্রেণী বিবরণং সূক্ষ্মাশ্রিত্যাদি । পঞ্চ ভূতানি দশেক্সিরাণি প্রাণোহন্তঃকরণমিতি সপ্তদশকম্ ।
জাগরিতে লিঙ্গশরীরস্ত স্থিতিমুক্তা স্বাপ্নাঃ তৎস্থিতিমাহ—তল্লিঙ্গমিতি । বিবক্ষিতাং স্বপ্ন-
স্থিতিমুক্তা ঐশ্বাক্ষরাণি যোজয়তি—অপ্ৰেতাদিনা । স্বপ্নে ধৰ্ম্মাদিনিমিত্তবশান্ মিথ্যৈব লিঙ্গং
নানাকারবৈভাসতে, তৎ মিথ্যাজ্ঞানং লিঙ্গানুগতম্ভাবিজ্ঞাকার্য্যত্বাৎ অবিচ্ছেদিত স্থিতে
সতীত্যপদার্থমাহ—এবং সতীতি । তস্মিন্ কালে স্বপ্নদর্শনং বিজ্ঞেয়মিতি শেষঃ । ঐব-
শদার্থমাহ—নেত্যাদিনা । উক্তোদাহরণেন সমুচ্চিত্যোদাহরণান্তরমাহ—তথ্যেতি । গৰ্ভাদি-
পতনপ্রতীতো হেতুমাহ—তাদৃশী হীতি । তাদৃশং বিশদয়তি—অত্যন্তেতি । যথোক্তবাসনা-
প্রভবতঃ কথং গৰ্ভপতনাদেবগতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দুঃখ্যেতি । ২

অথ পুনর্যত্রাবিজ্ঞা অপকৃষ্টমাণা, বিজ্ঞা চোৎকৃষ্টমাণা—কিংবিষয়া কিংকরুণা
চেতুচ্যতে—অথ পুনর্যত্র যস্মিন্ কালে দেব ইব স্বরং ভবতি, দেবতাবিষয়া বিজ্ঞা
যদোদ্ধৃতা জাগরিতকালে, তদা উদ্ধৃত্তয়া বাসনয়া দেবমিবাত্মানং মথ্যতে, স্বপ্নে-
হপি তচ্চ্যতে—দেব ইব, রাজেব রাজ্যেহোহভিষিক্তঃ, স্বপ্নেহপি রাজাহমিতি
মথ্যতে রাজ্ঞাসনাবাসিতঃ । এবমত্যন্তপ্রক্ষীয়মাণা অবিজ্ঞা, উদ্ধৃতা চ বিজ্ঞা
সৰ্ব্বাক্ষরিকম্ভা যদা, তদা স্বপ্নেহপি তদ্বাবভাবিতঃ অহমেবেদং সৰ্ব্বমস্মীতি মথ্যতে ।
স বঃ সৰ্ব্বাশ্রিতভূতঃ, সোহস্তাস্থানঃ পরমো লোকঃ পরম আশ্রিতাবঃ স্বাভাবিকঃ ।
স্বপ্নে সৰ্ব্বাশ্রিতবাদৰ্ব্বাক্ বালাগ্রমাত্রমপ্যাত্মেন দৃশ্যতে—নাহমস্মীতি, তদবস্থা

অবিজ্ঞা ; তন্ন অবিজ্ঞয়া যে প্রত্যুপস্থাপিতা অনায়াতবো লোকাঃ, তে অপরমাঃ
স্বাবরাস্তাঃ ; তন্ সংব্যবহারবিস্ময়ান্ লোকান্ অপেক্ষ্য অয়ং সর্কীয়ভাবঃ সমুৎপা-
ন্নস্তরোহবাহঃ, সোহস্তা পরমা লোকঃ । ৩.

এতদেবতাদিশ্রুতেরর্থমাহ—কিং বহনেনিতি । ভয়মিতীশ্রু ভয়রূপমিতি ব্যাখ্যানম্ । ভয়ং
রূপাতে যেন তৎকারণং তথা । ইত্যাদি নীন্তি চেৎ, কথং স্বপ্নে ভাতীত্যাশঙ্কাহ—অবিজ্ঞেতি ।
অথ যত্র দেব ইবেত্যাশঙ্ক্যংপর্য়মাহ—অথেতি । তত্র তথ্যঃ ফলমুচ্যত, ইতি শেষঃ ।
তাৎপৰ্য্যোক্তম্ অথ শকার্যমুক্তাং বিজ্ঞায়া বিষয়রূপে প্রশ্নপূর্বকং বদন্ যত্নেত্যাশঙ্ক্যমাহ—কিং
বিষয়েতি । ইবশব্দপ্রয়োগাৎ স্বপ্ন এবোক্ত ইতি শঙ্কাঃ বারয়তি—দেবতেনিতি । ত্রিভুত্যা-
প্তান্তিকতা । অভিযুক্তো রাজ্যহো জাগ্রদবস্থায়ামিতি শেষঃ । অহমেবেদমিত্যাশঙ্ক্যবতারয়তি—
এবমিতি । যথা বিজ্ঞায়ামপকৃষ্যমাণায়াং কার্যামুক্তাং, তদ্বদিতার্থঃ । যদেতি জাগরিতোক্তিঃ ।
ইদং চৈতন্তমহমেব চিন্মাত্রং, ন তু মদতিরেকেণান্তি, তন্মাদহংসর্কঃ পূর্ণোহস্মীতি জানাতীত্যর্থঃ ।
সর্কীয়ভাবস্ত পরমত্বমুপপাদয়তি—যদিত্যাদিনা । তত্র তেনাকারেণাবিজ্ঞাবস্থিতেত্যাহ—
ভদবহেতি । তন্ত্যঃ কার্যমাহ—তথেনিতি । সমস্তত্বং পূর্ণত্বম্ । অনন্তরত্বমেকরসত্বম্ ।
অবাহিত্বম্ প্রত্যক্তম্ । যোহয়ং যথোক্তো লোকঃ, সোহস্তাশ্বনো লোকান্ পূর্বোক্তানপেক্ষ
পরম ইতি সৎকঃ । ৩

তন্মাদপকৃষ্যমাণায়ামবিজ্ঞায়াং বিজ্ঞায়াঞ্চ কাষ্ঠাং গতায়াং সর্কীয়ভাবো মোক্ষঃ ;
যথা স্বয়ংজ্যোতিষ্কং স্বপ্নে প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে, তদ্বৎ বিজ্ঞাফলম্ উপলভ্যত-
ইত্যর্থঃ । তথা অবিজ্ঞায়ামপূর্ণাকৃষ্যমাণায়াং তিরোধীয়মানারাক্ষং বিজ্ঞায়ামবিজ্ঞায়াঃ
ফলং প্রত্যক্ষত এব উপলভ্যতে—‘অথ যত্রৈনং ঘৃস্তীব জিনস্তীব’ ইতি । তে এতে
বিজ্ঞাবিজ্ঞাকার্যে—সর্কীয়ভাবঃ পরিচ্ছিন্নাত্মভাবশ্চ ; বিজ্ঞয়া শুদ্ধয়া সর্কীয়
ভবতি, অবিজ্ঞয়া চাসর্কো ভবতি, অতঃ কুতশ্চৎ প্রবিভক্তো ভবতি, যতঃ
প্রবিভক্তো ভবতি, তেন বিরুদ্ধ্যতে ; বিরুদ্ধত্বাৎ ইহাতে জীয়েতে বিচ্ছাশ্বতে চ ;
অসর্ক্যবিষয়ত্বে চ ভিন্নত্বাদেতদ্ ভবতি, সমস্তস্ত সন্ কুতো ভিগ্নতে, যেন বিরুদ্ধোত ;
বিরোধাতাবাৎ কেন ইহতে, জীয়েতে, বিচ্ছাশ্বতে চ । ৪

বাক্যার্থমুপসংহরতি—তন্মাদিতি । মোক্ষো বিজ্ঞাফলমিত্যুক্তরত্ব সৎকঃ । তন্ত প্রত্যক্ষত
দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেনিতি । বিজ্ঞাফলবদবিজ্ঞাকলমপি স্বপ্নে প্রত্যক্ষমিত্যুক্তমুপবদতি—
তথেনিতি । বিজ্ঞাফলমবিজ্ঞাফলং চেত্যুক্তমুপসংহরতি—তে এতে ইতি । উক্তং ফলময়ং
বিভজ্যেৎ—বিজ্ঞয়েতি । অসর্কো ভবতীত্যেতৎ প্রকটয়তি—অশ্রুত ইতি । প্রুতিভাগক্ষ-
মাহ—যত ইতি । বিরোধফলং কথয়তি—বিরুদ্ধত্বাদিতি । অবিজ্ঞাকার্যে নিগময়তি—
অসর্কেনিতি । অবিজ্ঞায়াশ্চৎ পরিচ্ছিন্নফলত্বং, তদা তন্ত ভিন্নত্বাদেব যথোক্তং বিরোধাদি
দুর্কারমিত্যর্থঃ । বিজ্ঞাফলং নিগময়তি—সমস্তমিতি । ৪

অত ইদমবিজ্ঞায়াঃ সতত্বমুক্তং ভবতি—সর্কীয়ভাবং সন্তমসর্কীয়ভবেন গ্রাহয়তি

আত্মনোহুত্বস্তরমুবিজ্ঞানং প্রত্যাপন্যাপদ্যত, আত্মানমসৰ্গমাপাদয়তি ; ততস্ত-
দ্বিয়ঃ কামো ভবতি ; যতো ভিত্তে কামস্তঃ, ক্রিয়ামুপাদত্তে, ততঃ ফলম্—
তদেতচ্ছ্রুতম্, বক্ষ্যমাণং চ, “যত্র হি দ্বৈতম্ভিব ভবতি, তদিতর ইতরং
পশুতি” ইত্যাদি। ইদমবিজ্ঞায়াঃ সতত্বং সহ কার্যেণ প্রদর্শিতম্ ; বিজ্ঞায়াশ্চ
কার্য্যং সৰ্গাত্ম্যভাবঃ প্রদর্শিতঃ—অবিজ্ঞায়া বিপর্য্যয়েণ । সা চাবিজ্ঞা ন
আত্মনঃ স্বাভাবিকো ধর্ম্মঃ—বস্মাৎ বিজ্ঞায়াম্ উৎকৃষ্টমাণায়াম্ স্বল্পমপটীয়-
মানা সতী, কাষ্ঠাং গত্যাং বিজ্ঞায়াং পরিনিষ্ঠিতে সৰ্গাত্ম্যভাবে সৰ্গাত্ম্যনা
নিবর্ততে—রজ্জ্বামিব সর্পজ্ঞানং রজ্জ্বনিশ্চয়ে । তচ্ছ্রুতম্—“যত্র হস্ত সৰ্গমাত্মৈ-
বাত্ত্বং কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদি । তস্মান্নাত্মধর্ম্মোহবিজ্ঞা ; ন হি স্বাভাবিক-
ছ্রোচ্ছিত্তিঃ কদাচিদপ্যুপপত্ততে সবিতুরিবোক্ষ্যপ্রকাশয়োঃ । তস্মাত্তস্ত মোক্ষ-
উপপত্ততে ॥২৭২॥২০॥

নববিজ্ঞায়াঃ সতত্বং নিরূপয়িতুমারম্ভং, ন চ তদত্য়পি দর্শিতং, তথা চ কিং কৃতং স্তাদত
ল্যহ—অত ইতি । কার্য্যবশাদিতি যাবৎ । ইদংশকার্য্যমেব ক্ষুটয়তি—সৰ্গাত্ম্যনামিতি ।
গ্রাহকত্বমেব বানজি—আত্মন ইতি । বস্তুস্তরোপস্থিতফলমাহ—তত ইতি । কামস্ত কার্য্য-
মাহ—যত ইতি । ক্রিয়াতঃ ফলং লভতে, তন্তোগকালে চ রাগাদিনা ক্রিয়ামাদধাতীত্যবিচ্ছিন্নঃ
সংসারস্তদ্যাবন্ন সমাগ্ জ্ঞানং, তাবৎ মিথ্যাজ্ঞাননিদানমবিজ্ঞা দুর্কারেত্যাহ—তত ইতি ।
ভেদদূর্শননিদানমবিজ্ঞেতা বিজ্ঞাত্বাৎ বৃত্তিমিত্যাহ—তদেতদিতি । তত্রৈব বাক্যশেষমমুকুলয়তি—
বক্ষ্যমাণং চেতি । অবিজ্ঞাত্মনঃ স্বভাবো ন বেতি বিচারে কিং নির্ণীতং ভবতীত্যশঙ্ক্য বৃত্তং
কীর্তয়তি—ইদমিতি । অবিজ্ঞায়াঃ পারচ্ছিন্নফলত্বমস্তু, ততো বৈপরীত্যেন বিজ্ঞায়াঃ কার্য্যমুকুতং,
স চ সৰ্গাত্ম্যভাবো দর্শিত ইতি ইতি যোজন্য । সম্প্রতি নির্ণীতমর্থং দর্শয়তি—সা চেতি ।
জ্ঞানে সত্যবিজ্ঞানিবৃত্তিরিত্যত্র বাক্যশেষঃ প্রমুণয়তি—তচ্চেতি । অবিজ্ঞা নাশ্বনঃ স্বভাবো
নিবর্ত্যত্বাদ্ রজ্জ্বসর্পবদিত্যাহ—তস্মাদিতি । নিবর্ত্যত্বং প্যাত্ম্যস্বভাবত্বং কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
নহীতি । অবিজ্ঞায়াঃ স্বাভাবিকত্বাভাবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি ॥ ২৭২ ॥ ২০ ॥

‘ভাস্মান্নবাদ ।—‘তা বৈ’ ইত্যাদি । হস্তমস্তকাদিসম্পন্ন এই পুরুষের
‘হিতা’ নামে প্রসিদ্ধ এই সমস্ত নাড়ী আছে । সহস্রভাগে বিভক্ত কেশ যে
পরিমাণ সূক্ষ্ম, উহারাও ঠিক সেই পরিমাণেই অণু বা সূক্ষ্ম ; সেগুলি আবার শুক্র,
লীল, পিঙ্গল, হরিত ও লোহিতবর্ণ রসে পরিপূর্ণ অর্থাৎ শুক্রাদি বিশেষ বিশেষ
রসে পরিপূর্ণ । রসগত এই সমস্ত বিভাগও আবার বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মার পরস্পর
সংযোগবৈচিত্র্যানিবন্ধন বিচিত্র ও বহুপ্রকার হইয়া থাকে । ১

ঋৎবিধ—কেশাগ্রের সহস্রভাগের সমপরিমাণ সূক্ষ্ম ও শুক্রাদি রসপূর্ণ দেহ-
ক্যাপী উক্ত নাড়ীসমূহের অভ্যন্তরে সপ্তদশ অবয়বসম্পন্ন লিঙ্গশরীর অবস্থান

করে (১) ; উত্তমাদম সংসারধর্মের অনুভূতি-প্রসূত যতপ্রকার বাসনা বা সংস্কার আছে, সে সমুদয় বাসনা উক্ত লিঙ্গশরীরে আশ্রয় করিয়া থাকে । বাসনারশিরে আশ্রয়ভূত উক্ত লিঙ্গশরীরও আবায় সূক্ষ্মতা নিবন্ধন স্ফটিক মণির ত্যায় নিম্নলিখিত ; কিন্তু আশ্রয়ভূত নাড়ী-নিহিত বস্তুক উপাধির সম্বন্ধবশতঃ ধর্ম ও অধর্মের প্রেবণায় তাহাতে বিভিন্নাকার রুত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে ; তন্নিবন্ধন সেই লিঙ্গ শরীরই স্ত্রী, রথ, হস্তী প্রভৃতি নানাপ্রকার বাসনাযোগে প্রতিভাত হইয়া থাকে । এই প্রকার অবস্থায়, যে সময় কোন শত্রুদল কিংবা তন্ত্রগণ আসিয়া আমাকে মারিতেছে—পূর্বসংস্কারানুসারে কেবল অবিজ্ঞানক এইরূপ যে, মিথ্যা প্রতীতি হইয়া থাকে, এখন তাহাই কথিত হইতেছে—এই স্বপ্নদর্শীকে যেন বধই করিতেছে, এবং বশীভূতই করিতেছে ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কেহই বধ করিতেছে না, কিন্তু বশীভূতও করিতেছে না ; পরন্তু অবিজ্ঞা সংস্কার অতিব্যক্ত হওয়ায় ঐরূপ ভ্রান্তি জন্মে মাত্র । এইরূপ, হস্তীই যেন ইহাকে বিদ্রাবিত করিতেছে ; এবং আপনাকে যেন গর্ভে—জীর্ণ কুপ প্রভৃতিতে পতনোন্মুখ বলিয়া মনে করিতেছে ; কেন না ; সে সময়ে তাহার অত্যন্ত নিকট ঐরূপ মিথ্যা বাসনাই প্রাচুর্য্যত হইয়া থাকে ; ঐরূপ বাসনা অতিশয় দুঃখকর ; ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ সমস্ত বাসনার আশ্রয়-ভূত অন্তঃকরণ তখন অদর্শ দ্বারা অভিভূত থাকে । অধিক কি, জাগরণ দশায় হস্তি প্রভৃতি যে কিছু ভয়ানক বস্তু দর্শন করিয়া থাকে, এই স্বপ্নসময়ে সেই সমুদয় ভয়ানক প্রাণী বিদ্যমান না থাকিলেও, প্রাচুর্য্যত অবিজ্ঞা বাসনাবলে কেবলই মিথ্যানুক সেই সমুদয় ভয়াবহ প্রাণীর দর্শন করিতে থাকে । ২

আবার যে সময়ে অবিজ্ঞা চর্যলঙ্ঘন, আর বিজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞান প্রবল হয়,—সেই বিজ্ঞার বিষয় ও স্বরূপ কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—যে সময়ে, নিজে যেন দেবতাই হয়, [অভিপ্রায় এই যে,] জাগ্রদবস্থায় যখন দেবতাবিবরণ বিজ্ঞা উদ্ভূত হয়, তখন সেই প্রাচুর্য্যত বাসনা প্রভাবে স্বপ্নেও আপনাকে যেন দেবতা বলিয়াই মনে করে ; সেই কথাই বলা হইতেছে,—যেন দেবতাই ; যেন রাজাই, রাজা

(১) তাৎপৰ্য্য—লিঙ্গ শরীরের সপ্তদশ অবয়ব এইরূপ—

“পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিশেন্দ্রিয়সমষ্টিতম্ ।

শরীরং সপ্তদশভিঃ হৃদ্রং তৎ লিঙ্গমুচ্যতে ॥” (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বে নির্মিত ‘হৃদ্রং শরীরং’ নাম লিঙ্গশরীর । মূল দেহের অভ্যন্তরে এই হৃদ্রং শরীর থাকে ; ইহাই আত্মার আশ্রয় ও ভোগসাধন ।

অর্থ রাজ্যে স্থিত অর্থাৎ রাজ্যে অভিধিক্ত ; জাগ্রদবস্থায় রাজ্য-ভাবে ভাবিত থাকার স্বপ্নেও যে 'আমি রাজা' এইরূপ মনে করিয়া থাকে । এইরূপ যে সময় অবিজ্ঞা অত্যন্ত ক্ষীণমাণ হইয়া আর সর্কীয়বিষয়ক বিজ্ঞা প্রাচুর্য্য হইয়া, সে সময় তদন্ত-চিন্তা থাকার স্বপ্নদর্শী মনে করে, যে, 'আমিই সর্কীয়ক' । সেই 'সে, সর্কীয়ভাবে, তাহাই' আত্মার পরম লোক অর্থাৎ স্বাভাবিক আত্মভাবে ; এই সর্কীয়ভাবে লাভের পূর্বে যে, অতি স্বল্পমাত্রাও ভেদদর্শন—'আমি ব্রহ্ম নহে' ইত্যাকার জ্ঞান, সেই অবস্থাই অবিজ্ঞা ; সেই অবিজ্ঞার প্রভাবে যে সমস্ত অনীজ্ঞা-ভাবময় লোক উপস্থাপিত হয়, ব্রহ্মাদি হাবের পর্য্যন্ত সে সমুদয় লোকই (দৃশ্যই) অপরম বা অস্বাভাবিক । লোকবাবহারসিদ্ধ সে সমুদয় লোককে অপেক্ষা করিয়া এই যথোক্ত সর্কীয়ভাবেই পূর্ণ ও বাহ্যাস্তরভাবে রহিত, এবং তাহাই আত্মার পরম স্বভাবসিদ্ধ লোক (অবস্থা) । ৩

অতএব অবিজ্ঞা যে সময় হীনবল হয়, এবং বিজ্ঞা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, সে সময় পবিজ্ঞাফল—সর্কীয়ভাবে রূপ মোক্ষ নিশ্চয়ই তাহার স্বপ্নদশায় স্বয়ংজ্যোতির্ভাবে প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধিগোচর হইতে থাকে, আর বিজ্ঞা অন্তর্হিত হইতে থাকে, সে সময় অবিজ্ঞার ফলও প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধিগোচর হইতে থাকে ; যেমন—'ইহাকে, যেন ৫৫ই করিতেছে, যেন ইহাকে বশীভূতই করিতেছে' ইত্যাদি । এই সর্কীয়ভাবে আর পরিচ্ছিন্নাভাব, এ দুইটা হইতেছে—বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার দুই প্রকার কার্য্য ; তদ্বাচ্যে বিজ্ঞা-প্রভাবে হয়—সর্কীয়, আর অবিজ্ঞা প্রভাবে হয়—অসর্কীয় অর্থাৎ অপর যে কোন পদার্থ হইতেই পৃথগ্ভূত হয় । যে পদার্থ হইতে বিভক্ত বা পৃথগ্ভূত হয়, তাহার সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয় ; বিরুদ্ধ বলিয়াই অপরের দ্বারা হত হয়, বশীকৃত হয় এবং বিদ্রাবিত হয় । যে সময় অসর্কীয় হয়, সে সময়ে ভিন্নত্ব নিবন্ধনই ঐ সমস্ত ঘটনা থাকে ; কিন্তু যখন সর্কীয়ভাবে পন্ন হয়, তখন কোন পদার্থ হইতেই ভিন্নত্ব থাকে না, তাহার সহিত তাহার বিরোধ ঘটিতে পারে ; বিরোধ না থাকিলে কে বধ করিবে, কে বশীভূত করিবে, কে-ই বা বিদ্রাবিত করিবে ?

ইহা হইতে অবিজ্ঞার প্রকৃত তত্ত্ব এইরূপ বলা হইতেছে যে, অবিদ্যা সর্কীয়ক আত্মাকেও অসর্কীয়করূপে বুঝাইয়া দেয়, আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তু বিদ্যমান না থাকিলেও সমুদ্রে উপস্থাপিত করে, এবং আত্মাকে অসর্কীয়ভাবে ভাবিত করে ; তাহার পর সেই বিষয়ে কামনা উপস্থিত করে ; কামনাতে অপর পদার্থ হইতে আপনার ভিন্নতা উপলব্ধি করে ; কামনার পর ক্রিয়া করিতে থাকে ; ক্রিয়া

হইতে ফলভোগ হয়, ইহাই এখানে বলা হইল, এবং পরেও বলা হইবে—‘যখন বৈতের জ্ঞান হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করিয়া থাকে’ ইত্যাদি । অবিদ্যার এইপ্রকার প্রকৃত তত্ত্ব ও তাহার কার্য্য প্রদর্শিত হইল; এবং তাহারই বিপরীতভাবে বিদ্যার কার্য্য সর্বাঙ্গভাবেও বর্ণিত হইল । অবিদ্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এবং বিদ্যার চরমোৎকর্ষসহযোগে সর্বাঙ্গভাবে সুব্যবস্থিত হইলে, রজ্জুসর্প স্থলে রজ্জুছায়ে যেমন সর্প নিবৃত্ত হইয়া যায়, তেমনি অবিদ্যাও আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে ; [কিন্তু অবিদ্যা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে, কখনই তাহা নিবৃত্ত হইত না] । একথা অত্রও কথিত হইয়াছে—‘যে সময় ইহার (মুমুক্শুর) সমস্ত জগৎ আত্মস্বরূপই হইয়া যায়, সে সময় কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে’ ইত্যাদি । অতএব অবিদ্যা কখনই আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না ; কেন না, বস্তুসঙ্গে স্বভাবের কখনও উচ্ছেদ হইতে পারে না ; যেমন সূর্য্যের উষ্ণতা ও প্রকাশ ধর্ম্ম সূর্য্যের সমকালস্থায়ী, ইহাও তেমনি ; এই কারণেই সেই অবিদ্যা হইতে আত্মার মোক্ষ উপপন্ন হয় ॥২৭২॥২০॥

তদ্বা অশ্বেতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাভয়রূপম্ । তদ্বথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্, এবমেবাযং পুরুষঃ প্রোজেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্ । তদ্বা অশ্বেতদাপ্তকামাত্মকাকামমকামরূপম্ শোকাস্তরম্ ॥ ২৭৩ ॥ ২১ ॥

সরলার্থঃ ।—[অতঃপরঃ সূক্ষ্মবাস্তবঃ ক্রিয়াকারকাদি-স্বকৃষ্ণজং সর্বাঙ্গ-ভাবে প্রদর্শয়িতুমপক্রমতে ‘তদ্বা’ ইত্যাদিনা ।] অশ্ব (প্রকৃতস্ত অশ্বানঃ) তৎ (প্রসিদ্ধং) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) অতিচ্ছন্দাঃ (অতিচ্ছন্দং কামাতীতং) অপহতপাপম্, অভয়ং রূপম্ । [কিং তৎ ? ইত্যাহ—] তৎ (অভিমতং রূপং) যথা (যৎ) প্রিয়য়া (প্রীতিভাজা) স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তঃ (আলিঙ্গিতঃ পুরুষঃ) বাহুং কিঞ্চন (কিমপি) ন বেদ (ন জানাতি), তথা আস্তরং (দেহান্তর্গতমপি কিঞ্চন) ন [বেদ] ; এবম্ এব অয়ং পুরুষঃ (আত্মা) প্রোজেন (পরমাত্মনা) সম্পরিষক্তঃ বাহুং কিঞ্চন ন বেদ, আস্তরং [চ ন বেদ] । অশ্ব (আশ্বানঃ) তৎ এতৎ (বথোক্তপ্রকারং রূপম্) আপ্তকামং (স্বাভ্যতিরিক্ত কাম্য-ভাবে পূর্ণকামমিত্যর্থঃ), আত্মকামং (আত্মনি এবং—নবজ্ঞাত বস্ত্তানি কামঃ যস্মিন্ রূপে, তৎ তথা), [অত এব বস্তুতঃ] অকামং (কাম্যবিষয়াভা-

বাৎ কামনাশূন্য) ; শোকোত্তরং (শোকচ্ছিন্ন—শোকরহিতমিতি ভাবঃ) রূপম্ (স্বকাম) ॥২৭৩২॥

অভ্যাস্তরভাষ্যম্ ১—এই 'আত্মার ইহাই' (সৌমুগ্ধ রূপই)

অতিচ্ছন্দা অর্থাৎ সর্বপ্রকার কামনাশূন্য, নিষ্কাম এবং ভ্রমবিরহিত রূপ । প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সর্বতোভাবে আলিঙ্গিত হইয়া, পুরুষ যেমন বাহ বা অভ্যাস্তর কোন বিষয় জানিতে পারে না, 'তন্ময় হইয়া যায়' ; ঠিক সেইরূপই এই পুরুষও প্রাপ্ত পরমাত্মার সহিত সংমিলিত হইয়া বাহ বা অভ্যাস্তর কোন বিষয় জানিতে পারে না । ইহাই এই পুরুষের সেই প্রসিদ্ধ আপ্তকাম (পূর্ণকাম), আত্মকাম অর্থাৎ আত্মাই তাহার একমাত্র কাম্য পদার্থ ; সুতরাং বাহ ও অভ্যাস্তর বিষয়বিষয়ে চিন্তা না থাকায়, ইহাই শোকরহিত রূপ ॥ ২৭৩ ॥ ২১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ১—ইদানীং যোহসৌ সর্বাঙ্গ্যভাবো মোক্ষো বিদ্যাফল-
ক্রিয়াকারকফলশূন্যম্, স প্রত্যক্ষতো নির্দিষ্টতে ; যত্রবিদ্যাকামকর্মাণি ন সন্তি,
তদেতৎ প্রস্তুতম্ ; যত্র স্পষ্টো ন কখন কামং কাময়তে, ন কখন স্বপ্নং পশুতীতি ।
তদেতর্থা অস্ত্র রূপম্, যঃ সর্বাঙ্গ্যভাবঃ ; সোহস্ত্র পবনো লোক ইত্যুক্তঃ । তদতি-
চ্ছন্দা অতিচ্ছন্দমিত্যর্থঃ, কপপবত্বাৎ ; ছন্দঃ কামঃ, অতিগতঃ ছন্দো যস্মাৎ কপাৎ,
তদতিচ্ছন্দঃ কপম্ । অতোহসৌ সান্তঃ ছন্দঃশব্দঃ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবাচী ; অয়ন্ত
কামবচনঃ ; অতঃ স্বরাস্ত্র এব ; তথাপি অতিচ্ছন্দা ইতি পাঠঃ স্বাধ্যায়ধর্ম্মো
দ্রষ্টব্যঃ ; অস্তি চ লোকে কামবচনপ্রযুক্তচ্ছন্দঃশব্দঃ—স্বচ্ছন্দঃ পবচ্ছন্দ ইত্যাদৌ,
অতোহতিচ্ছন্দমিত্যেবমুপনয়ং কামবর্জিতমেতদ্রূপমিত্যশ্বিন্নর্থো । ১

টীকা । তথা অস্ত্রৈতদিত্যনন্তরবাক্যাতাপধামাহ—ইদানীমিতি । বিভ্রাবিভ্রায়োন্তৎ-
ফলরোশ্চ প্রদশনানন্তরমিতি যাবৎ । মোক্ষমেব বিশিনষ্টি—যত্রৈতি । পদ্বয়স্তায়ং দর্শয়ন্
বিবক্ষিতমর্থমাহ—তদেতমিতি । যত্রৈত্যন্তশব্দিতং ব্রহ্মোচ্যতে । বাখ্যাতং পদবচনশূন্য
বৈশক্যত্ব এনিক্কার্থং নথানো রূপশব্দেন যষ্ঠাঃ সম্বন্ধং দর্শয়তি—তদ্বিতি । অতিচ্ছন্দমিতি
প্রয়োগে হেতুমাহ—রূপপবত্বাদিতি । কথমতিচ্ছন্দমিত্যাস্মরূপঃ বিবক্ষ্যতে, তত্রাহ—ছন্দ
ইতি । ছন্দঃশব্দস্ত গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিষয়স্ত কথং কামবিষয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অতোহসাবিতি ।
গায়ত্র্যাদিবিশেষণং তাত্ত্ব্যং ছন্দঃ(শব্দ)শব্দস্ত কামবিষয়ত্বমতঃশকার্থঃ । ব্রহ্মাস্মরূপঃ কামবর্জিত-
মিত্যেতদ্ব্যক্ত্য বিবক্ষিতং, কিমিতি তর্হি দৈর্ঘ্যং প্রযজ্যতে, তত্রাহ—তদ্বাপীতি । স্বাধ্যায়ধর্ম্মত্বং
হাস্যমর্থম্ । ইত্যববহারমন্তরেণ কামবাচিৎ ছন্দঃ(শব্দ)শব্দস্ত কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্তি চেতি ।
তদ্ব্য কামবচনং সতি সিদ্ধং তদ্রূপমন্তু তস্তার্থমুপসংহরতি—অত ইতি । ১

तथा अपहृतपाप्मा, पाप्मशब्देन धर्माधर्मावुच्यते, “पाप्मभिः संसृज्यते, पाप्मनो विजहाति इत्युक्त्याः; अपहृतपाप्मा धर्माधर्मवर्जितमित्येतत् । किञ्च, अत्रियं—भयं हि नाम अविद्याकार्याम्, “अविद्याया भयं मृत्युते” इति ह्युक्तम्; तत्कार्यद्वारेण कारणप्रतिरोधोऽयम्, अत्रयं रूपमिति अविद्यावर्जितमित्येतत् । यदेतद्विद्याफलं सर्वाश्रयाः, तदेतद् अतिरिक्तापहृतपाप्माभयं रूपं—सर्वसंसारधर्मवर्जितम्; अतोऽत्रयं रूपमेतत् । इदञ्च पूर्वमेवोपपन्नम् अतीतानन्तराक्षेपसमाप्नोति, “अत्रयं वै जनकः प्राप्नोहि” इत्यागमः; इह तू तर्कतः प्रपञ्चितम्, दर्शितागमार्थप्रत्ययदाट्याय । २

तथा कामवर्जितत्वमित्येतत् । नम्राधर्मवर्जितत्वमेव प्रतीयते, न धर्मवर्जितत्वं, पाप्मशब्दार्थमात्रवचनत्वादत आह—पाप्मशब्देनेति । उपक्रमानुसारेण, पाप्मशब्दोऽयं विषयश्च विशेषणमनुज विवक्षितमर्थं कथयति—अपहतेति । तर्हि कार्यामेवाश्रया निषिध्यते, नेत्याह—तत्कार्येति । तन्नादर्थे तच्छब्दः । वाक्यार्थसंगतिरिति—यदेतदिति । कूर्तराक्षणास्तृतीयं रूपमुक्तमित्याह—इदं चेति । आगमवशां तत्रोक्तं चेत्, किमित्यत्र पुनरुच्यते, तत्राह—इह इति । विशेषतः चेदाश्रयानुपपत्तिरित्यादिसुक्तः । आगमसिद्धे किं तर्कोपस्थानेनेत्याशङ्क्याह—दर्शितेति । २

अगमाद्या श्रयं चैतच्छ्रज्योतिःश्रयाः सर्वं सैन चैतच्छ्रज्योतिर्वाभावश्चरति—स यं तत्र किञ्चिदपशुति, रमते, चरति, जानाति चेत्तुक्तम्; श्रितश्रुतं श्रयतः नित्यं श्रयं चैतच्छ्रज्योतिर्मात्रम् । स यद्याद्या अत्राविनष्टैश्चैतच्छ्रयः सैनैव रूपेण वर्तते; कस्मादयम् अहमस्मीत्याश्रयं वा बहिर्वा इमानि भूतानीति जाग्रदवस्थायां न जानातीति ? अत्रोच्यते, शृणु—अत्राजानहेतुम्; एकत्वमेवाजानहेतुः; तं कथमिति उच्यते—दृष्टान्तेन हि प्रतीतिरिव विवक्षितोऽर्थ इत्याह—तं तत्र वथा लोके, प्रियया ईष्टया स्त्रिया सम्परिषक्तः सम्यक् परिषक्तः, कामयन्त्या कामुकः सन्, न बाह्यमात्रं किञ्चन किञ्चिदपि वेद—मत्रोऽहमस्मीति, न च आन्तरम्—अयमहमस्मीति सूची द्वयं चेति; अपरिषक्तस्तु तया प्रविभक्तो जानाति सर्वमेव बाह्यमात्रान्तरं; परिषक्तोऽन्तरकालं तु एकमात्रं पश्यन् जानाति । ३

श्रीवाक्यं सङ्गतिः शब्दः वृत्तमनुवदति—अस्मिन् । अनयागतवाक्ये चान्ननुचेतनमनुवदति—स वदति । आश्रयः सदा चैतच्छ्रज्योतिर्दृष्टं श्रयं न केवलमुक्त्यादागमादेव सिद्धं, किञ्च पूर्वोक्तानुमानात् श्रुतिमिताह—श्रुतं चेति । वृत्तमनु सङ्गः वत्कामानुवदति—स वदति । अत्रेति श्रुतिरुक्तं । चैतच्छ्रयतावद्वैव श्रुते विशेषजानाताः साङ्गति—उच्यते इति । श्रुत्युक्तिः सप्तमार्थः । अजानं विशेषजानाताः । कोऽसावजानहेतुश्चाह—

একত্বমিতি । জীবন্তপরেণান্না যদেকত্বং, তৎকথং হৃদয়ে বিশেষজ্ঞানভাবো কারণং, তন্মিন্
সত্যমি চৈতন্ত্যভাবানিবৃত্তিরিতি শব্দে—তৎ কথমিতি । তত্র হৃদয়াকামুত্তরহোনাথাপয়তি—
উচ্যত ইতি । তত্র “দৃষ্টান্তভাষ্যমাচষ্টে—দৃষ্টান্তেনেতি” একত্বকৃতো বিশেষজ্ঞানভাবো
বিবক্ষিতোহর্থঃ পরিষদপ্রযুক্তস্থানবিশেষাদজ্ঞানং কিমিতি কল্প্যতে, স্বাভাবিকমেব তৎ কিং
ন স্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপরিষদভাবিতি । তর্হি পরিষদব্রহ্মোহপি স্বভাববিপরিলোপসম্ভবাদ্বিধে-
বিজ্ঞানং স্বাদিতি চেদ্রৈত্যাহ—পরিষদেতি । স্ত্রীপুংসলক্ষণয়োঃ স্যামিষং পরিষদস্তদুত্তরকালং
সম্ভোগফলপ্রাপ্তিরেকত্বাপত্তিস্তদ্বশাদিশেষজ্ঞানমিতিার্থঃ । ৩

এবমেব—যথা দৃষ্টান্তঃ, অয়ং পুরুষঃ ক্ষেত্রজঃ ভূতমাত্রাসংসর্গতঃ সৈক্যবিশিষ্টাবৎ
প্রতিভক্তঃ, জ্ঞানদো চন্দ্রাদি-প্রতিবিশ্ববৎ কার্য্যকরণ ইহ প্রতিষ্ঠঃ, সৌহৃদ্যং পুরুষঃ,
প্ৰোক্তেন পরমার্থেন স্বাভাবিকেন স্বেনাত্মনা পরেণ জ্যোতিষা সম্পরিষদঃ সম্যক
পরিষদ একীভূতঃ নিরন্তরঃ সর্গদ্বা, ন বাহ্যং কিঞ্চন বস্তুন্তরম্, নাপি আন্তরম্
আত্মনি—অরমহমস্মি স্থখী দুঃখী বেতি বেদ । ৪

দাষ্টান্তিকং বাক্যরোতি—এবমেবেতি । ভূতমাত্রাঃ শরীরেন্দ্রিয়লক্ষণান্তাভিশ্চিদান-
স্তাদাত্মাধাশাং তৎ প্রতিবিশ্বে ভাগস্তুতো বিস্তৃতবস্ত্রাতীত্য দৃষ্টান্তমাহ—সৈক্যেবেতি । তন্ত
দেহাদৌ প্রবেশং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—জ্ঞানাদাবিতি । উপসর্গবললক্ষণং কথয়তি—একীভূত
ইতি । তাদাত্মাং বাবর্ত্তয়িতুং নিরন্তরং ইতুক্তম্ । পরমাত্মভেদপ্রযুক্তমনবচ্ছিন্নমাহ—
সর্গদ্বৈতি । এষ স্ত্রীবাচ্যলক্ষণাণি বাণ্যায় গোত্বেপরিহারঃ প্রকটয়তি—তত্রৈতি । প্রত্যাগা-
নোতি বাবৎ । ইহেতি স্মৃতিপুস্তকচ্যতে । যথা পরিষদয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োরেকত্বং পুংসো বিশেষ-
বিজ্ঞানভাবো কারণং, তথা পরেণান্না হৃদয়ে জীবন্তেকত্বং বিবেষবিজ্ঞানভাবো তন্ত তত্র
কারণমুদ্বৈতিার্থঃ । ৪

তত্র চৈতন্ত্যজ্যোতিঃস্বভাবত্বে কস্মাদিহ ন জানাতীতি যদপ্রাক্ষীঃ, তত্রায়ং হেতু-
শ্রয়োক্তঃ—একত্বম্; যথা স্ত্রীপুংসয়োঃ সম্পরিষদয়োঃ । তত্রার্থাৎ নানাং বিশেষ-
বিজ্ঞানহেতুরিত্যুক্তং ভবতি । নানাং চ কারণম্—আত্মনো বস্তুন্তরম্ প্রত্যুপ-
স্থাপিকা অবিচ্ছেদ্যকৃতম্ । তত্র চ অবিচ্ছায়া যদা প্রবিবিক্তো ভবতি, তদা সর্কে-
শৈকত্বমেবাস্ত ভবতি ; ততশ্চ জ্ঞান-জ্ঞেয়াদিকারকবিভাগে অসতি কুতো বিশেষ-
বিজ্ঞানপ্রাদির্ভাবঃ কামো বা সম্ভবতি—স্বাভাবিকো স্বরূপস্থ আত্মজ্যোতিষি । ৫

স্ত্রীবাক্যে শ্রোতমর্থমভিধায়ার্বিকমর্থমাহ—তত্রৈতি । কিং পুনরানাহে কারণমিতি,
তদাহ—নানাং চেতি । উক্তম্ “অথ যোহস্ম্য” ইত্যাদাবিত্যর্থঃ । কিমেতাবতা হৃদয়ে
বিশেষবিজ্ঞানভাবস্তায়াতং, তত্রাহ—তত্রৈতি । বিশেষবিজ্ঞানে নানাং, তত্র চাবিস্তা
কারণমিতি শব্দে সত্যিতি বাবৎ । যদা তদেতি হৃদয়কিঞ্চিক্রিয়া । প্রবিবিক্তং কার্য্য-
কারণাক্রিয়াবিভবিত্বম্ । সর্কেণ পূর্ণেন পরমাত্মনা সহেত্যাঃ । বিজ্ঞানাত্মা বচ্যোগতে ।
একত্বকৃতমাহ—ততশ্চেতি । ৫

যস্মাদেবং সূর্যৈককর্মমেষাশ্চ রূপম্ ; অতন্তদৈ অস্ত্রায়নঃ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবশ্চ
এতদ্ রূপম্ আপ্তকামম্ ; যস্মাৎ সমস্তমেতৎ, তস্মাদাপ্তাঃ কামা অগ্নিন্ রূপে,
তদিদমপ্তকামং ; যস্মাৎ হি অগ্নয়েন প্রবিভক্তঃ কামঃ, তদনাপ্তকামং ভবতি ;
যথা জাগরিতাবস্থায়াং দেবদত্তাজি রূপম্ ; ন হি তৎ তথা কৃতশ্চিৎ প্রবিভজ্যতে ;
অতন্তদাপ্তকামং ভবতি ॥ ৬

উক্তনৃপীজীবাপ্তকামবাক্যজ্ঞাতাব্য বাচ্যে—যস্মাদিতি । আপ্তকামঃ সমর্থয়েত—যস্মাৎ
সমস্তমিতি । তদেব ব্যতিরেকমুপেন(ণ) বিশদয়তি—যস্মাৎ হীতাদিনা ॥ ৬

কিমগ্ন্যাদিবস্তুস্তরান প্রবিভজ্যতে ? আহোশ্বিং আশ্বৈব তদবস্তুম্ ? অত
আহ—নাশ্চ অস্ত্রায়নঃ । কথম্ ? যত আশ্বকামম্, আশ্বৈব কামা যস্মিন্ রূপে,
যেহত্র প্রবিভক্তা ইবাগ্নয়েন কাম্যমানাঃ, যথা জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ তে অস্ত্রায়নঃ
অগ্নয়প্রত্যুপস্থাপকহেতোরবিচ্ছিন্না অভাবাৎ আশ্বকামম্ ; তত এবাকামম্
এতদ্রূপম্, কাম্যবিষয়াভাবাৎ ; শোকাস্তরং শোকচ্ছিন্নং শোকশূন্যমিত্যেতৎ,
শোকমধ্যমিতি বা, সর্বাণ্যাপ্যশোকমেতদ্রূপং শোকবর্জিতমিতিত্বার্থঃ ॥ ২৭৩ ॥ ২১শা

বিশেষণাস্তরমাকাজ্ঞাপূর্বকমাদায় ব্যাচ্যে—কিমগ্ন্যাদিত্যাদিনা । হৃৎপ্তরমস্ত্রায়নঃ
সকাশাদগ্নয়েন প্রবিভক্তা ইব কাম্যমানাঃ, হৃৎপ্তবাস্ত্রৈব কাম্যপ্তাদ্যাদ্যকাম্যমাস্ত্ররূপমিত্যেতৎ
দৃষ্টান্তেনাহ—যথেনি । অবস্থাবদে খণ্ডায়নঃ সকাশাদগ্নয়েন প্রবিভক্তা ইব কামাঃ, কাম্যস্ত-
ইতি কামাঃ । ন চৈবং হৃৎপ্তবাস্ত্রায়নাস্তে ভিচ্ছন্তে, কিন্তু হৃৎপ্তবাস্ত্রৈব কামাঃ, ইত্যাস্ত্র-
কামং তদ্রূপমিতিত্বার্থঃ । তস্ত্রায়নবেতাত্ত্ব হেতুমাহ—অন্তয়েতি । যদপি হৃৎপ্তবাস্ত্রা বিচ্ছতে,
তথাপি ন সাভিবাস্ত্রাস্ত্রায়নর্থপরিহারোপপত্তিরিতিত্বার্থঃ । কাম্যনামাস্ত্রায়নরূপং প্রতিক্ষেপ্তং
তৃতীয়ঃ বিশেষণম্ । শোকমধ্যং শোকাস্তরং প্রত্যুপস্থাপিতমিতি বাবৎ । তর্হি শোকবৎ প্রাপ্তং,
নেতাহ—সর্বথেনি । পক্ষদ্বয়েহপি শোকশূন্যমাস্ত্ররূপম্ । ন হি শোকো যেনাস্ত্রবাস্ত্রস্ত
শোকবৎ, শোকাস্ত্রায়নসত্তাক্ষুর্ভেদাস্ত্রায়নৈকোভাবাদিতিত্বার্থঃ ॥ ২৭৩ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ইতঃ পূর্বে তদ্বিচ্ছার ফলস্বরূপ—সর্বপ্রকার ক্রিয়া,
কারক ও ফলসম্বন্ধশূন্য এই যে, সর্বাশ্বভাব মোক্ষের কথা বলা হইয়াছে, এজন
এমনভাবে তাহার প্রত্যক্ষ নির্দেশ করিতেছেন, যেখানে অবিচ্ছা, কাম ও
কর্মের কোনই সম্পর্ক নাই । ‘তৎ এতৎ’ অর্থ—প্রস্তুত (পূর্বোক্ত)—‘যেখানে
সুপ্ত হইয়া কোন প্রকার কামনা করে না, কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না’
ইত্যাদি । যে সর্বাশ্বভাব রূপটি “সোহস্ত্র পরমো লোকঃ” বলিয়া পূর্বে উক্ত হই-
য়াছে, তাহাই ইহার রূপ । অতিতে যদিও ‘অতিচ্ছন্দাঃ’ শব্দ আছে সত্য,
তথাপি এখানে যখন উহা রূপের বিশেষণ, তখন উহাকে ‘অতিচ্ছন্দাঃ’ [ক্রী-
লিঙ্গ] বুঝিতে হইবে । ছন্দ অর্থ কামনা, যে রূপ হইতে ছন্দ চলিয়া গিয়াছে,

অর্থাৎ যাহাতে কোন প্রকার কামনা নাই, তাহা অতিচ্ছন্দ রূপ । গায়ত্রীপ্রভৃতি ছন্দোবোধক আরো একটি সকারান্ত ‘ছন্দঃ’ শব্দ আছে ; কামনাবাচক এই অকারান্ত ‘ছন্দ’ শব্দটি নিশ্চয়ই তাহা হইতে স্বতন্ত্র ; যে, ‘অতিচ্ছন্দা’ পাঠ করা হইয়াছে, ইহা বেদের ধর্ম, অর্থাৎ লৌকিক শব্দ হইতে, কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করাই যেন বেদের স্বভাব । লোকব্যবহারেও কামনা অর্থে ‘ছন্দ’ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে ; যেমন—‘স্বচ্ছন্দ, পরচ্ছন্দ’ ইত্যাদি । অতএব কামনারহিত অর্থে—‘অতিচ্ছন্দা’ শব্দকে ‘অতিচ্ছন্দঃ’ রূপে অবশ্যই পরিবর্তিত করিতে হইবে । ১

সেইরূপ, ঐরূপটি অপহতপাপ্মও বটে ; পাপ্ম-শব্দে ধর্মাদ্বৈত বুঝায় ; যেহেতু অত্নত্রয়, ‘পাপের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, সর্বপাপ্ম পরিত্যাগ করে’ এইরূপ উক্তি রহিয়াছে ; সেই হেতু এখানেও ‘অপহতপাপ্ম’ শব্দে ধর্মাদ্বৈতবিবর্জিত অর্থই বোধ্য হইবে । অপিচ, ঐ রূপটি অভয় ; অবিদ্যা হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয় ; এই জন্ত অত্নত্রয় উক্ত আছে যে, ‘অবিদ্যাবশতঃ মনে ভয়ং হইয়া থাকে’ ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অবিদ্যাজনিত ভয়ের নিষেধ দ্বারা, তৎকারণীভূত অবিদ্যারই নিষেধ করা হইয়াছে ; সুতরাং ‘অভয় রূপ’ অর্থ—অবিদ্যাবিবর্জিত রূপ । বিদ্যার ফলস্বরূপ এই যে সর্বাশ্মভাব, ইহাই অতিচ্ছন্দ অপহতপাপ্ম ও অভয় রূপ ; যেহেতু এই রূপটি সর্ববিধ সংসার-ধর্মবিবর্জিত, সেই হেতুই অভয় । ইতঃ পূর্বে অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণের শেষে ‘হে জনক, তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ’ এই আগম-বাক্যানুসারে পূর্বেই এই অভয় রূপটি প্রদর্শিত হইয়াছে ; এখানে আবার সেই আগমোক্ত অর্থই দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্ত তর্কসহযোগে বর্ণিত হইয়াছে । ২

কথিত আত্মা নিজেই স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যজ্যোতিঃসম্পন্ন ; স্বীয় চৈতন্যজ্যোতির প্রভাবে অপর সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করিয়া থাকে । পূর্বেও বলা হইয়াছে, ‘সেই আত্মা সেখানে যাহা কিছু দর্শন করে, রমণ করে, সঞ্চরণ করে, কিংবা অনুভব করে’ ইত্যাদি ; আর নিত্য চৈতন্য-জ্যোতিই যে, আত্মার প্রকৃত রূপ, ইহা তর্কের সাহায্যেও পূর্বেই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । সেই আত্মা যদি এই সূক্ষ্মস্থিতি অবস্থায়ও অবিনষ্টরূপেই বর্তমান থাকে, তাহা হইলে এই সূক্ষ্ম আত্মা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান, এসময়েও আপনাকে এবং বাহ্য ভূতবর্গকে জানিতে পারে না কেন ? হুঁ, অজ্ঞানের কারণ বলিতেছি ; শ্রবণ কর ; এখানে একত্বই উক্ত অজ্ঞানত্বের প্রধান হেতু ; ইহা যে, কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহাও বলিতেছি । দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলে, বিবক্ষিত (বলিবার অভিপ্রায়) বিষয়টি প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত

হয় ; [এই জন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা, বলিতেছেন—] কথিত, বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, জগতে কামাতুর পুরুষ যেমন মনোরমী কামুকী স্ত্রী, সহিত সন্ম্যাক্রূপে আলিঙ্গিত হইয়া বহির্জগতের কোনও পদার্থ জানে না ; তাহা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং আপনাতত্ত্বের কোন বিষয়ও—‘আমি স্ত্রী নী হুঃখী’ ইত্যাকারে জানে না ; অথচ তাদৃশ স্ত্রীকর্তৃক অনালিঙ্গিত সময়ে পরস্পর বিভাগাবস্থায় বাহ ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারে, কিন্তু আলিঙ্গনের সময় উভয়ের একত্ব বা অবিভক্ত্যাবস্থাতে বলিয়াই তখন জানিতে পারে না । ৩

তেমনই—অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তেরই মত, এই পুরুষ—দেহস্বামী জীব, ভূত-মাত্রা (পৃথিব্যাदि ভূতের পরিণাম) দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ সৈন্ধবখণ্ডের স্থায় সম্পূর্ণ পৃথক থাকিয়াও, জলে প্রতিফলিত চন্দ্রবিষয়ের স্থায় এই দেহমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ; সেই এই পুরুষ অর্থাৎ দেহস্বামী জীব, প্রাজের সহিত অর্থাৎ নিজের স্বভাবসিদ্ধ পারমাণ্বিক রূপ জ্যোতিষ্ময় পরমাণ্বার সহিত সম্মিলিত—অব্যবধানে একীভূত হয় ; সুতরাং তখন সর্বাঙ্গভাবাপন্ন হইয়া, বাহু অপর কোনও বস্তু, কিংবা আন্তর অর্থাৎ আত্মাতে—‘আমি স্ত্রী হুঃখী’ ইত্যাদি ভাব উপলব্ধি করে না । ৪

আত্মার চৈতন্ত্যজ্যোতিঃ স্বভাবসিদ্ধ হইলে, স্মৃষ্টি-সময়ে কি কারণে সে কিছুই জানিতে পারে না ? তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, একত্বই তাহার (জ্ঞানাত্মকের) কারণ,—যেমন সমালিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষের হইয়া থাকে, ইহাও তেমনই । ইহা দ্বারা নানাত্মক ভেদবুদ্ধিই যে, বিশেষ বিজ্ঞানের (পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যবুদ্ধির) একমাত্র নিদান, একথাও ভদ্রীক্ৰমে বলাই হইয়াছে । অবিজ্ঞান যে, সেই নানাত্মের—আত্মাতে ভেদবুদ্ধি উপস্থিতির একমাত্র হেতু, সেই কথাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে আত্মা যখন অবিজ্ঞা হইতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত বা নির্মুক্ত হয়, তখনই সর্ব বস্তুর সহিত তাহার একত্ব সম্পন্ন হয় ; তাহারই ফলে তৎকালে জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি বিভাগ বিলুপ্ত হইয়া যায় ; সুতরাং তদবস্থায় বিশেষ বিজ্ঞানের উদ্ভব কোথা হইতে হইবে ? এবং স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপগত আত্মচৈতন্ত্যে কামেরই বা সম্ভাবনা কোথায় । ৫

যেহেতু এইপ্রকার সর্বৈকত্বই ইহার প্রকৃত রূপ, সেই হেতু স্মৃৎজ্যোতিঃ-স্বভাব এই আত্মার উক্ত রূপটি আপ্তকাম,—যেহেতু ইহা সর্বাঙ্গিক, সেই হেতুই সমস্ত কাম্য বিষয় এই রূপের মধ্যেই নিহিত আছে ; সুতরাং ইহা আপ্তকাম ।

যাহার নিকট কাৰ্য্য বিষয় পৃথক্ভাবে অবস্থিত থাকে, সে-ই অনাপ্তকাম হইয়া থাকে ; যেমন জাগ্রৎকালীন দেবদত্তাদির স্বরূপ, অর্থাৎ দেবদত্তাদিনামক ব্যক্তি অনাপ্তকাম ; কিন্তু এই সুষুপ্ত আত্মার রূপটি অজ্ঞা কোনও পদার্থ হইতে বিভক্ত নহে ; কাজেই তাহা তখন আপ্তকাম (১) ৷ ৫

[এখানে জিজ্ঞাস্ত এই যে,] অপর পদার্থ হইতে বিভক্ত বা পৃথক্ না হওয়া কি আত্মার স্বতঃসিদ্ধ ? অথবা আত্মার সর্বাঙ্গকভাবিত ? তদন্তরে, বলিতে-ছেন—এই আত্মার অতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই । কেন নাই ? যেহেতু এই 'আত্মা' 'আত্মকাম' অর্থাৎ আত্মাই বাহ্যিক কাম বা কাম্য, তাদৃশ আত্মকামই তাৎসব স্বরূপ । অতএব জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, কামনার বিষয়ীভূত বিষয়গুলি যেন অজ্ঞ বা পৃথক্ পদার্থ রূপে বিভক্ত থাকে ; কিন্তু এখানে ভেদ-সমুৎপাদনের কারণীভূত অবিজ্ঞা বিজ্ঞমান না থাকায় এই রূপটি আত্মকাম হয় ; এই কারণেই ইহা অকাম ; কেন না, সে সময়ে কামনার যোগ্য কোন বিষয়ই থাকে না । তাহার পর, ঐ রূপটি শোকাস্তব শোকের ছিদ্র—অবকাশ অর্থাৎ হ্রঃখ-শূন্য ; অথবা 'শোকাস্তব' অর্থ শোকের মধ্য, অর্থাৎ উহার অগ্রে ও পশ্চাতে শোক-সম্বন্ধ আছে, কেবল মধ্যবর্তী এই স্থানেই শোক-সম্বন্ধ নাই ; স্তরায় উভয় মতেই উক্ত রূপটি যে অশোক—শোকবর্জিত, তাহা সিদ্ধ হইতেছে ॥২৭৭॥২১ ॥

অত্র পিতাহপিতা ভবতি মাতাহমাতা, লোকা অলোকাঃ, দেবাহাদেবাহাঃ, বেদাহাবৈদাহাঃ । অত্র স্তেনোহস্তেনো ভবতি, ক্রণহাহক্রণহা, চাণালোহচাণালঃ, পৌঙ্কসোহপৌঙ্কসঃ, শ্রমণোহশ্রমণস্তাপসোহতাপসোহনন্বাগতঃ পুণ্যেনানন্বাগতঃ পাপেন, তীর্ণো হি তদা সর্বাঙ্গোকান্ হৃদয়শ্চ ভবতি ॥২৭৪॥২২॥

সরলার্থঃ ।—অত্র (অগ্নি সপ্তসাদে) পিতা (জনকঃ) অপিতা (পিতৃ-সম্বন্ধশূন্যঃ) ভবতি ; তথা মাতা অমাতা (মাতৃসম্বন্ধরহিতা ভবতি) ; [এবং

(১) তাৎপর্য্য—কামনামাত্রই ভেদসাপেক্ষ ; ভেদবুদ্ধিই কামনা জন্মায় ; ভেদজ্ঞান যাহার দ্বত প্রবল, তাহার কামনাও তত অধিক । কামী পুরুষ অপর বস্তুই কামনা করিয়া থাকে ; যাহার সেই ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া এক্ষে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহার আর কাম্য কিছু থাকে না, আপনাকে কেহ কখনও কামনা করে না ; তাই ঐতি বলিতেছেন—স্বপ্তি সময়ে জীব যখন সর্বাঙ্গক পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়, তেতিবিজ্ঞান অজ্ঞহিত হইয়া যায়, তখন তাহার আর কিছুই কাম্য বিষয় থাকে না ।

সর্বত্র] । লোকাঃ (কৰ্ম্মলভাঃ স্বর্গাদয়ঃ) অলোকাঃ, দেবীঃ (কৰ্ম্মারাধ্যাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ) অদেবাঃ, বেদাঃ (কৰ্ম্মবিধায়িকাঃ ঋগাদয়ঃ) অবেদাঃ [ভবন্তি] । অন্ন (স্বশৃণো) স্তেনঃ (চৌর্য্যাকৰ্ম্মা ব্রাহ্মণস্বৰ্ণহৰ্ত্তা বা) অস্তেনঃ ভবতি ; তথা ভ্রূণহা (গৰ্ভোপ-
বাতকঃ) অক্রূণহা, চাণ্ডালঃ (কুরকৰ্ম্মা) অচাণ্ডালঃ, পৌন্ডসঃ (শূদ্ৰেণ ক্ষত্রিয়া-
য়ামুৎপাদিতঃ জাতিবিশেষঃ) অপৌন্ডসঃ ; শ্রমণঃ (পরিব্রাজকঃ) অশ্রমণঃ ;
তাপসঃ (বানপ্রস্থঃ) অতাপসঃ [ভবতি] ; [কিং বহ্নীনা,) পুণ্যেন অনন্যগতং
(অন্যদৃষ্টং), পাপেন চ অনন্যগতং [তৎকৰ্ম্মম্] । তদা হি (নিশ্চয়ে), হৃদয়ন্ত
সর্বান শোকান্ (হঃখানি)-তীর্ণঃ (উত্তীর্ণঃ) ভবতি ॥২৭৪॥২২॥

মূলানুবাদঃ :—এই সৃষ্টি সময়ে পিতা অপিতা হন, অর্থাৎ
পিতার পিতৃ হ থাকে না ; মাতার মাতৃ হ থাকে না ; স্বর্গাদি লোকে রুদ্রে
লোক হ (কাম্য হ) থাকে না, কৰ্ম্মারাধ্য দেবতার দেব হ থাকে না, এবং
তদ্ব্যবহিক বেদেরও বেদ হ (বিধায়ক হ) থাকে না । এখানে স্তেন
(চৌর্য্যকারী কিংবা ব্রাহ্মণের স্বৰ্ণচোর) অস্তেন হয়, ভ্রূণহত্যাকারী
অক্রূণহা, চাণ্ডাল অচাণ্ডাল, পৌন্ডস (নীচজ্যতিবিশেষ) অপৌন্ডস,
শ্রমণ (পরিব্রাজক) অশ্রমণ এবং তাপস (বানপ্রস্থ) অতাপস হয় ।
তখন পুণ্য দ্বারা অসম্বন্ধ এবং পাপদ্বারাও অসংস্পৃষ্ট ; তখন নিশ্চয়ই
হৃদয়ের সর্ববিধ শোক অতিক্রম করে অর্থাৎ দুঃখবিমুক্ত হয় ॥২৭৪॥২২॥

শাক্তরভাষ্যম্ :—প্রকৃতঃ স্বয়ংজ্যোতিরাহ্মা অবিজ্ঞাকামকৰ্ম্মবিনিমুক্ত
ইত্যুক্তম্ । অসঙ্গত্বাদান্নন আগন্তকত্বাচ্চ তেবাং, তত্রৈবমাশঙ্কা জায়তে ; চৈতন্ত-
স্বভাবে সত্যপি একীভাবান্ জানাতি—জ্ঞীপুংসয়োরিব সম্পরিষক্ত-স্মারিত্যু-
ক্তম্ । তত্র প্রাসঙ্গিকমেতদুক্তম্, কামকৰ্ম্মাদিবং স্বয়ংজ্যোতির্ইমপি অজ্ঞানো
ন স্বভাবঃ, যস্মাৎ সম্প্রসাদে নোপলভ্যতে, ইত্যশঙ্ক্যাং প্রাপ্ত্যাং তন্নিরাকরণায়
জ্ঞী-পুংসয়োর্দৃষ্টান্তোপাদানেন বিজ্ঞমানশ্চৈব স্বয়ংজ্যোতির্ইন্তু স্বশৃণেৎগ্রহণমেকী-
ভাবাক্তেতোঃ, ন তু কামকৰ্ম্মাদিবদাগন্তকম্, ইত্যেতৎ প্রাসঙ্গিকমভিধায়, যৎ
প্রকৃতং তদেবানুপ্রবর্তয়তি । অত্র চৈতৎ প্রকৃতম্—অবিজ্ঞাকামকৰ্ম্মবিনিমুক্ত-
মেতদ্রূপম্, যৎ স্বশৃণু আত্মনো গৃহতে প্রত্যক্ষত ইতি । তদেতদ যথাভূতমেবা-
তিহিতং সর্বসম্বন্ধাতীতমেতদ্রূপমিতি । ১

টীকা । অত্র পিতৃভ্যাদিবাক্যবতারয়িতুং বৃত্তমনুপ্রবর্তি—প্রকৃত ইতি । অবিজ্ঞাদি-
নির্দোকে হেতুস্বরূপ—অসঙ্গত্বাদিতি । যন্তপি নাগন্তকত্বমবিজ্ঞানং বৃত্তং, তথাপি তিব্যক্ত

সানর্থহেতুরাগস্তকীতি দৃষ্টবাম্ । শ্রীবাংনিরস্তাং পক্ষামনুবদতি—তত্রৈতি । কামাদিবিমোক্ষে
দর্শিতে সতীহি যাবৎ । স্বভাবস্তাপায়ো ন সম্ভবতীত্যভিপ্রোক্তো হেতুমাহ—যস্মাদিহি ।
দৃষ্টেত্তিরয়েন শ্রীবাংকামবুদ্ধার্থা তৎতাৎপৰ্য্যং পূৰ্ণকীৰ্ত্তনমুকীৰ্ত্তয়তি—নয়মিতি । বৃত্তমন্তোত্তর-
গ্রন্থমুখাপন্নমি—ইত্যেতদ্বিতি । স্বয়ংজ্যোতিষ্টে স্ত ৷ স্বাভাবিকত্বমেতচ্ছদার্থঃ । ঐন্দ্রিয়িকং
কামাদেরাগস্তকজ্যোতিঃপ্রসঙ্গাদাগতমিতি যাবৎ । প্রকৃতমবলম্বয়তি—অত্রাচেতি । অতিচ্ছন্দাঙ্গি-
বাক্যং সপ্তমার্থঃ । প্রত্যক্ষতঃ স্বরূপচৈতন্ত্যবশাৎ যথোক্তান্নরূপস্ত হৃদয়ে গৃহমাণত্বমুখিতস্ত
পরামর্শাদবধেয়ম্ । কামাদিসম্বন্ধবদানন্তদ্রহিতমপি রূপং কৃত্তিতমেবেত্যাহ—তদেত-
দ্বিতি । প্রকৃতমর্থমজ্যোত্তরবাক্যসপ্তমার্থমাহ—এতস্মিন্নিতি । জনকোহপ্যত্রাপিতা ভবতীতি
সম্বন্ধঃ । পিতাহপ্যত্রাপিতা ভবতীতু্যপাদয়তি—তস্ত চেত্যাদিনা । যথাস্মিন্ কালে পিতা
পুলস্ত্রাপিতা ভবতি, তদ্বদিত্যাহ—তথ্যেতি । নাস্ত্যর্থস্ত প্রতিপাদকঃ শব্দোহস্তীত্যাহ—
সামর্থ্যাদিতি । তদেব সামর্থ্যং দর্শয়তি—উক্তয়োয়িতি । হৃদয়ে কৰ্ম্মাতিক্রমে প্রমাণমাহ—
অপহতেতি । পুনরুক্তিদেবশব্দাবনুবাদার্থঃ । ১

যস্মাদত্রৈতস্মিন্ হৃদয়স্থানে অতিচ্ছন্দাপহতপাপ্ৰভাভরমেতদ্রূপম্, তস্মাদত্র পিতা
জনকঃ, তস্মৈ চ জনয়িতৃভ্যাং যৎ পিতৃভ্যং পুলং প্রতি, তৎ কৰ্ম্মনিমিত্তম্ ; তেন চ
কৰ্ম্মণা অয়মসম্বন্ধোহস্মিন্ কালে ; তস্মাৎ পিতা পুলসম্বন্ধনিমিত্তাৎ কৰ্ম্মণো বিনিমূ-
ক্তভ্যাং পিতাপি অপিতা ভবতি । তথা পুলোহপি পিতুরপুলো ভবতীতি সামর্থ্যা-
দসম্যতে ; উভয়োহি সম্বন্ধনিমিত্তং কৰ্ম্ম, তদয়মতিক্রান্তো বর্ততে ; অপহতপা-
পোহুতি হ্যুক্তম্ । তথা মাতা অমাতা, লোকাঃ কৰ্ম্মণা জেতকাঃ জিতাশ্চ ;
তৎকৰ্ম্ম-সম্বন্ধাভাবাৎ লোকা অলোকাঃ । তথা দেবাঃ কৰ্ম্মাঙ্গভূতাঃ, তৎকৰ্ম্ম-
সম্বন্ধীভ্যস্মাৎ দেবা অদেবাঃ ; তথা বেদাঃ সাধ্যসাধনসম্বন্ধাভিধায়কাঃ ব্রাহ্মণলক্ষণা
মন্ত্রলক্ষণাশ্চ অভিধায়কত্বেন কৰ্ম্মাঙ্গভূতাঃ অধীতা অধ্যোতব্যাশ্চ কৰ্ম্মনিমিত্তমেব
সম্বধ্যন্তে পুরুষেণ । তৎকৰ্ম্মাতিক্রমণাদেতস্মিন্ কালে বেদা অপ্যবেদাঃ সম্পত্তন্তে । ২

বাক্যান্তরমায়ং ব্যাচষ্টে—তথ্যেত্যাদিনা । সাধ্যসাধনসম্বন্ধাভিধায়কা ব্রাহ্মণলক্ষণা ইতি
শেষঃ । অভিধায়কত্বেন প্রমাণত্বেন প্রমেয়ত্বেন চেত্যর্থঃ । ২

ন কেবলং শুভকৰ্ম্মসম্বন্ধাতীতঃ, কিং তর্হি ? অশুভৈরপ্যত্যন্তঘোরৈঃ কৰ্ম্ম-
ভিন্নসম্বন্ধ এধায়ং বর্ততে ইত্যেতমর্থমাহ,—অত্র স্তেনঃ ব্রাহ্মণস্ববর্ণহর্তা, ক্রণ্ণা সহ-
পাঠাদবগম্যতে ; স তেন ঘোরেন কৰ্ম্মণা এতস্মিন্ কালে বিনিমূক্তো ভবতি,
যেনায়ং কৰ্ম্মণা মহাপাতকী স্তেন উচ্যতে । তথা ক্রণ্ণা অক্রণ্ণা, তথা চাণ্ডালঃ ;
ন কেবলং প্রত্যাংপন্নেনৈব কৰ্ম্মণা বিনিমূক্তঃ, কিং তর্হি ? সহজেনাপি অত্যন্ত-
নিবৃত্তজাতিপ্রাপকেণাপি বিনিমূক্ত এবায়ম্ । চাণ্ডালো নাম শূদ্রেণ ব্রাহ্মণ্যা-
মুৎপন্নঃ, চণ্ডালঃ এব চাণ্ডালঃ ; স জাতিনিমিত্তেন কৰ্ম্মণাসম্বন্ধত্বাদ্ অচাণ্ডালো

ভবতি । পৌকসঃ, পুরুস এব পৌকসঃ—শূদ্রেণৈব ক্ষত্রিয়ারামুঃপন্নঃ, তথা সোহ-
পন্নপুরুসো ভবতি । তথা আশ্রমলক্ষণৈঃ চ কৰ্ম্মভিরসম্বন্ধো ভবতীত্যাচ্যতৈ—শ্রমণঃ
পরিব্রাটু যৎকৰ্ম্মনিমিত্তো ভ্রূতি স তেন বিনিমুক্ত্বাদশ্রমণঃ । তথা তাপসো
বানশ্রমঃ অতাপসঃ । সৰ্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাদীনামুপলক্ষণার্থমুত্তরোগ্রহণম্ । ৩

অত্র স্তেনোহস্তেনো ভবতীত্যাদেস্তাৎপর্ঘ্যমাহ—ন কেবলমিতি । স্তেনশব্দোহত্র চৌরমাত্রে
ভাতি, কথং বিশেষণমিতি শঙ্ক্যাহ—ক্রণয়েতি । ক্রণহা চ বরিষ্ঠত্রফহস্তোচ্যতে । অতদেব ঘোরঃ
কৰ্ম্ম বিশিনুষ্ট—ঘেনেতি । মহৎপাতকমশ্বেতি ব্যুৎপত্তা মহাপাতকী স্তেনঃ । স্তেনাদিবাচ্যে
চাণ্ডালাদিবাক্যন্ত গতার্থকমশঙ্ক্যাহ—নেত্যাदिना । প্রত্যাংপন্নমন্তকম্ ।

“ব্রাহ্মণাং ক্ষত্রিয়াং সূতো বৈশ্বাধৈদেহকন্তথা ।

গৃহাজ্জাতস্ত চাণ্ডালঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিকৃতঃ ।”

ইতি স্মৃতিমাত্রিত্যহ—চাণ্ডালো নামেতি ।

“জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্য ভবতি পুকসঃ ।”

ইতি স্মৃতে: শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো নিষাদঃ, স চ জাত্য গৃহঃ, তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ারাং জাতঃ
পুকসো ভবতীতি ব্যাখ্যানমুপেত্যাহ—শূদ্রেণৈবেতি । শ্রমণাদিবাক্যন্ত তাৎপর্ঘ্যমাহ—তথেষ্ট
তথা চাণ্ডালবদিত্যিহাবৎ । পরিব্রাটু-তাপসমরোরৈব গ্রহণাৎ তৎকৰ্ম্মাযোগেহপি নৌবৃণ্ডন্ত
বর্ণাশ্রমান্তরকৰ্ম্মযোগং শঙ্কিত্যহ—সৰ্ব্বেষামিতি । আদিশব্দেন বরৌবস্থাদি গৃহতে । ৩

কিং বহুনা, অনন্যগতং—ন অন্যগতমনন্যগতমসম্বন্ধমিত্যেতৎ । পুণ্যেন
শাস্ত্রবিহিতেন কৰ্ম্মণা ; তথা পাপেন বিহিতাকরণ-প্রতিষিদ্ধক্রিয়ালক্ষণেন ; রূপ-
পরদ্বারপুংসকলিঙ্গম্ ; অভয়ং রূপমিতি হনুবর্ত্ততে । কিং পুনরসম্বন্ধে কারণ-
মিতি তন্ধেতুরুচ্যতে—তীর্ণঃ অতিক্রান্তঃ, হি যস্মাদ্বেবংরূপঃ, তদা তস্মিন্শকলৌ
সৰ্বান শোকান্, শোকাঃ কামা ইষ্টবিষয়প্রার্থনাঃ ; তে হি তদ্বিষয়বিয়োগে শোক-
ত্বমাপদ্যন্তে ; ইষ্টং হি বিষয়মপ্রাপ্তং বিযুক্তং চোদ্দিষ্ট চিস্তয়ানন্তদগুণান্ সন্তপ্যতে
পুরুষঃ ; অতঃশোকো রতিঃ কাম ইতি পর্যায়াঃ । যস্মাৎ সৰ্ব্বকামাতীতো
হত্মারং “ন কঞ্চন কামং কাময়তে” “অতিচ্ছন্দা” ইতি ছাত্তম্ ; তৎপ্রক্রিয়াপতিভো
হয়ং শৌকশব্দঃ কামবচন এব ভবিতুমর্হতি । কামশচ কৰ্ম্মহেতুঃ ; বক্ষ্যতি হি—
“স যথাকামো ভবতি তৎকৃত্ত্বভবতি ; যৎকৃত্ত্বভবতি, তৎ কৰ্ম্ম কুরুতে” ইতি ;
অতঃ সৰ্ব্বকামাতিতীর্ণবাদ যুক্তমুক্তম্ ‘অনন্যগতং পুণ্যেন’ ইত্যাদি । ৪

নৌবৃণ্ডে পুরুষে প্রকৃতে কথমনন্যগতমিতি নপুংসকপ্রয়োগঃ, তত্রাহ—রূপপরদ্বারমিতি ।
তৎপরদ্বৈ হেতুমনুষঙ্গঃ লক্ষয়তি—অভয়মিতি । হেতুবাক্যনাকাজ্ঞাপূর্বকমুখ্যাপ্য ব্যাচষ্টে—কিং
পুনরিত্যাदिना । যস্মাদতিচ্ছন্দাদিবাচ্যোক্তব্ধভাবোহয়মাস্মাৎ স্বপ্তিকালে ব্রহ্মদয়নিষ্ঠান্
সৰ্বান শোকানতিক্রামতি, তস্মাদেতদ্বাক্তরূপং পুণ্যাপাভ্যামনন্যগতং মুক্তমিত্যর্থঃ । শোক-
শব্দস্ত কামবিষয়ত্বং সাধয়তি—ইষ্টেতি । কথং তত্তাঃ শোকত্বাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইষ্টং ইতি ।

তেষাং পৰ্য্যায়ভেদেপি প্রকৃতে কিমায়াত, তদাহ—ব্ৰহ্মাদিতি । অত্রৈতি হৃষিকচ্যতে । অতঃ
সৰ্বকামাতিতীৰ্হাদিত্যন্তরত্ৰ সৰ্বকঃ । ন কেবলং শৌকশকন্ত কামবিষয়ত্বমপগমেব, কিন্তু
পরিবেষবপি সিদ্ধির্হীতাহ—ন ককনেতি । শৌকশকন্ত কামবিষয়ভেদেপি তদাত্মমাত্ৰাং কথং
কামাত্ময়ঃ সাদ্ধিত্যাশঙ্ক্যাহ—কাস্ত্যদতি । তত্র বাক্যার্থস্য প্রমাণয়তি—ব্রহ্ম্যতি ইতি ।
কামন্ত কৰ্ম্মহেতুভেদে সিদ্ধে ফলিতমাহ—অত ইতি । ৪০ “ “ “ “ “

হৃদয়শু—হৃদয়মতি পুণ্ডরীকাকাবো মাংসপিণ্ডঃ, তৎসমস্তঃকবণং বুদ্ধিঃ হৃদয়-
মিত্যুচ্যতে, তাংস্থ্যাং, মঞ্চক্ৰোশনবৎ । হৃদয়শু বুদ্ধের্শোকাঃ, বুদ্ধিসংশ্রবা হি
তে, “কামঃসঙ্কল্পো বিচিকিৎসেত্যাদি সৰ্গঃ মন এব” ইত্যুক্তত্বাৎ । বক্ষ্যতি চ—
“কামা বেহশু হৃদি শ্রিতাঃ” ইতি ; আত্মসংশ্রবদ্রাস্ত্যপনোদায় হীদং বচনম্—
“হৃদি শ্রিতাঃ”, “হৃদয়শু শোকাঃ” ইতি চ । হৃদয়-কবণ-সম্বন্ধাতিতশ্চায়মগ্নিন্
কালে অতিব্রহ্মজিত্যুতো কপালীতি হ্যুক্তম্ । হৃদয়কবণ-সম্বন্ধাতিতত্বাৎ তৎসংশ্র-
কামসম্বন্ধাতিতো ভবতীতি যুক্তত্বং বচনন । ৫

“ হৃদয়স্ত শোকানিতক্রামতীত্যত্র হৃদয়শকার্যমাহ—হৃদয়মীতি । মাংসপিণ্ডবিশেষবিষয়-
স্বয়মগদঃ কথং বুদ্ধিমাহেত্যাশঙ্ক্যাহ—তাৎপর্যাদিতি । যথা মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি মঞ্চক্রোশনমুচ্য-
মানং মঞ্চস্থানং পুংসামুপচারাদিহ, তথা হৃদয়স্থবাদ বুদ্ধিকপচারণাদ বুদ্ধি হৃদয়শব্দো দশয়তীত্যর্থঃ ।
হৃদয়শকার্যমুক্ত্বা তত্র সম্বন্ধ দশযতি—হৃদয়শ্চেতি । তানতিক্রান্তো ভবতীতি শেষঃ ।
আত্মাক্রান্তে ন বুদ্ধিমাশ্রয়ন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—বুদ্ধীতি । কথং তর্হি কেচিদাত্মাশ্রয়ত্বং তেষাং
বদন্তীত্যাশঙ্ক্য আত্ত্বিবাণাদিত্যাহ—আত্মেনি । ভবতু কামানঃ হৃদয়প্রিতক্শং তথাপি তৎসম্বন্ধ-
দ্বাবা তদাশ্রয়ত্বসম্ভাব্যং কথমাত্মা হৃদুপ্তে কামানতিবর্ততে, তত্রাহ—হৃদযেতি । তৎসম্বন্ধাতীতহে
শ্রুতিসিদ্ধে কলিতমাহ—হৃদয়করণেতি । ৫

যে তু বাদিনঃ—হৃদি শ্রিতাঃ কামা বাসনাশ্চ হৃদয়সম্বন্ধিনমাত্মানমুপস্থত্ব
উপলিঙ্গ্যন্তি, হৃদয়বিয়োগেহপি চ আত্মভ্রাবতিষ্ঠন্তে, পুট্টৈলল্ব ইব পুষ্পাদিগন্ধ
ইত্যাক্ষতে; তুেথাং “কামঃ সঙ্কল্পঃ”, “হৃদয়ে হেব রূপাণি”, “হৃদয়স্ত শোকাঃ”
ইত্যাদীনাং বচনানামানর্থক্যমেব। হৃদয়করণোৎপাদ্যত্বাদিতি চেৎ; ন, হৃদি
শ্রিতাঃ ইতি বিশেষণাৎ; ন হি হৃদয়স্ত করণমাত্রেষু “হৃদি শ্রিতাঃ” ইতি বচনং
সমঞ্জসম্, “হৃদয়ে হেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি” ইতি চ। আত্মবিশুদ্ধেচ্চ বিবক্ষি-
তত্বাৎ হৃচ্ছরণবচনং ষণ্মার্থমেব যুক্তম্; “ধায়তীব লোয়াতীব” ইতি চ শ্রুতের-
ত্বার্থাসম্ভবাৎ। ৬

জৰ্জ্জপক্ৰমস্থানপৰমিত—যে ভিত্তি। সত্যোব হৃদয়ে উন্নীতানাং কামাদীনামানুশ্রুপম্বেণো
ন তন্নিস্বাকীভা। শকাহ—হৃদয়বিরোগেণ হীতি। তন্মতে ঐতিবিরোধমাহ—তেনামিতি। হৃদয়েন
করণেনোপাস্তব্দাদান্বিকারণামপি কামাদীনাম্ হৃদয়সম্বন্ধসম্ভাবান্বৰ্ণকাম্ ঐতীনামিতি
শকতে—হৃদয়েতি। ন কামাদিসম্বন্ধমাত্রং হৃদয়ত ঐত্যর্থঃ, কিমাত্রাশ্রয়িত্বং, তচ্চ করণত্বে ন

শ্রাং । ন হি চক্ষুরাত্মাশ্রয়ঃ, রূপাদিভ্যোনং দৃষ্টমিতি পরিহরতি—ন হৃদীতি । ১৮। চকারাদ্ বচনং
ন সমস্তসমিতি সম্বন্ধাতে । ১৯। প্রদীপায়ন্তং বটজ্ঞানমিতি বদন্তঃ । করণায়ত্তমষ্টাশ্রিতং কামাদীনি
'তস্ত তদাশ্রয়বচনমৌপচারিকমিতি' শব্দাৎ—আত্ম-বিশুদ্ধীকৃতি । ই চন্দেদং যথার্থমেবেত্যাহ—
খ্যায়তীবেতি । অন্তার্থাসম্ভবাদ্ বুদ্ধাশ্রয়বচনশ্চেতি শেষঃ । ৬

“কামা যেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ” ইতি বিশেষণাদাত্মাশ্রয়া অপি সম্ভীতি চেৎ ; ন,
অনাশ্রিতাপেক্ষাৎ ; না ত্র্যাশ্রয়াত্তরমপেক্ষ্য ‘যে হৃদি’ ইতি বিশেষণম্, কিন্তু হি ?
যে দৃষ্টানাশ্রিতাঃ কামাঃ, তানপেক্ষ্য বিশেষণম্ । যে তু, অপ্রকটা ভ্রমিষ্ঠাঃ, ভূতাঃ
প্রতিপক্ষতো নিবৃত্তাঃ, তে নৈব হৃদি শ্রিতাঃ ; সম্ভাব্যস্তে চ তে ; অতো যন্তঃ
তানপেক্ষ্য বিশেষণম্—যে প্রকটা বর্তমানাদিবিষয়ে, তে সৰ্ব্বে, প্রমুচ্যন্তে,
ইতি । ৭

দক্ষিণেনাক্ষা পঞ্চতীতুক্তে বামেন ন পঞ্চতীতিবৎ, প্রমুচ্যন্তে হৃদি শ্রিতা ইতি বিদ্যমান-
মাশ্রিতাশব্দতে—কামা য ইতি । প্রকারান্তরেণ বিশেষণশ্রুত্ববৎ দর্শয়তি—নৈত্যাদিনা ।
অত্রোক্তি প্রকৃতশ্রুত্বাঃ । আশ্রয়াত্তরং বুদ্ধাতিরিক্তমাত্মাখ্যম্ । বুদ্ধানাশ্রিতাঃ কামা এব ন সম্ভব-
্যদপেক্ষ্য হৃদয়াশ্রয়বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যে স্থিতি । প্রতিপক্ষতো বিষয়দোষদর্শনাদিতি
যাবৎ । কামানাং বর্তমানত্বনিয়মাত্মবাদ্ ভূতভবিষ্যতামপি সম্ভবৈ কলিতমাহ—অত ইতি । ৭

তথাপি বিশেষণানর্থক্যমিতি চেৎ ; ন, তেষু যজ্ঞাধিক্যাত, হেয়ার্থত্বাৎ, ইত-
রথা অশ্রুতমনিষ্টকং কল্লিতং শ্রাং—আত্মাশ্রয়ত্বং কামানাম্ । “ন কঞ্চন কৃত্বমং
কাময়তে” ইতি প্রাপ্তপ্রতিবেদাদাত্মাশ্রয়ত্বং কামানাং শ্রুতমেবেতি চেৎ ; ন, “সবীঃ
স্বপ্নো ভূত্বা” ইতি পরনিমিত্তত্বাৎ কামাশ্রয়ত্বপ্রাপ্তেঃ ; অসঙ্গবচনাচ্চ ; ন হি কামা-
শ্রয়ত্বে অসঙ্গবচনমুপপদ্যতে ; সঙ্গচ্চ কাম ইত্যবোচাম । “আত্মকামঃ” ইতি শ্রুতে-
রাশ্রয়বিষয়োহস্ত কামো ভবতীতি চেৎ ; ন, ব্যতিরিক্তকামাভাবার্থত্বাৎ তৎশঃ । ৮

হৃদয়ানাশ্রিতভূত-ভবিষ্যৎকামসম্ভবেহপি সৰ্ব্বকামনিবৃত্তেঃ বিবক্ষিতত্বাৎ কর্তমানবিশেষণ-
মনর্থকমিতি শব্দতে—তথাপীতি । অতীতানাগতকামাভাবঃ সম্ভবতি স্বতঃসিদ্ধঃ, ন
তদ্বিবর্ত্তো যত্নোপেক্ষ্যতে, শুদ্ধাত্মদিদৃশুণা তু মুদৃশুণা বর্তমানকামনিরাসে যজ্ঞাধিক্যাদিধেয়মিতি
জাপরিত্ত্বং বর্তমানগ্রহণমিতি পরিহরতি—ন ত্রেহিতি । যদি যথোক্তং ব্যাখ্যানমুদাত্মাত্মা-
শ্রয়ত্বমেব কামানামাশ্রয়তে, তদা অশ্রুতং মোক্ষাসম্ভবেনানিষ্টং চ কল্লিতং শ্রাদিত্যাহ—
ইতরথেনি । অশ্রুতমসিদ্ধমিতি শব্দতে—ন কঞ্চনেনি । অর্থদাত্মাশ্রয়ত্বং শ্রুতমেব,
কামানামিত্যেতৎ দৃষত্বমিতি—নৈত্যাদিনা । নিবেদো হি প্রাপ্তিমপেক্ষতে, ন বাস্তবং কামানাম্
ধৰ্ম্মত্বং, প্রাপ্তিস্ত জ্ঞাত্যপি সম্ভবতি । তন্মাদাত্মনো বস্ততো ন কামাত্মাশ্রয়বসিতার্থঃ ।
ইতচ্চাত্মনো ন কামাত্মাশ্রয়বসিত্যাহ—প্রসঙ্গেনি । নবসঙ্গবচনমাত্মনঃ সঙ্গাতাবৎ সাধনশ্রুত
কামিষে ন বিকথ্যতে, তদাহ—সঙ্গশ্চেতি । কামচ্চ সঙ্গতত্বোহসিদ্ধো হেতুযত্রোক্তি শেষঃ ।
ব্যাক্তান্তরমাশ্রিতাত্মনি কামাশ্রয়ত্বং শব্দিত্বা দৃষয়তি—আত্মেনৈত্যাদিনা । ৮

বৈশেষিকাদিতত্ত্বজ্ঞাপনপন্থায়াঃ “কামাত্মপ্রযুক্তিমিতি চেৎ ; ন, “হৃদি
“প্রিতাঃ” ইত্যাদিক্ষেপকপ্রতিবিরোধাদনপেক্ষাস্তা, বৈশেষিকাদি-তত্ত্বোপপত্তয়ঃ ;
প্রতিবিরোধে “জ্ঞানভাসভেদে” সঙ্গমাৎ । স্বয়ংজ্যোতিষ্টিব-ধনাচ্চ ; কামাদীনাম্ স্বপ্নে
কেবল-দৃশ্যমাত্রবিষয়ত্বাৎ স্বয়ংজ্যোতিষ্টিং সিদ্ধং স্থিতঞ্চ বাধ্যত—আত্মসমবাতিদে
দৃশ্যরূপপত্তয়ঃ, চক্ষুর্গতবিশেষ্যবৎ ; দ্রষ্টৃর্হি দৃশ্যমর্থাস্তরভূতম্, ইতি দ্রষ্টুঃ স্বয়ং-
জ্যোতিষ্টিং সিদ্ধম্, তদ্বাধিতং স্তাৎ, যদি কামাত্মপ্রযুক্তিং পরিকল্পোত । ৯

ইচ্ছাদয়ঃ কচিদাশ্রিত্য শৃণ্বাদ্ রূপাদিবদিতানুমানাৎ পরিশেষাৎ কামাত্মপ্রযুক্তিমাত্মনঃ
সংস্রুতীতি শব্দতে—বৈশেষিকাদীতি । প্রত্যবষ্টেজেন নিরাচষ্টে—নেত্যাদিনা । স্বয়ংজ্যোতিষ্টি-
ব-ধনাচ্চ ন্যায়প্রযুক্তঃ কামাদীনামিতি শেষঃ । তদেব বিবৃণোতি—কামাদীনামিতি । স্থিতং
চক্ষুরানুমানাদিত্যাশ্রয়ঃ যদ্ব যত্র সমবেতং, তৎ তেন ন দৃশ্যতে, যথা চক্ষুর্গতং কাৰ্য্যং তেনৈব
চক্ষুর্ন ন দৃশ্যতে, তথা কামাদীনামাত্মসমবায়িত্বে দৃশ্যত্বং ন স্তাৎ, দৃশ্যত্ববলে নৈব স্বয়ংজ্যোতিষ্টিং
মাধিতং, তথা চ তত্রাধে পূর্বোক্তমনুমানমপি বাধ্যতে তার্থঃ । কথং কামাদীনামাত্মদৃশ্যত্ব-
মশ্রিত্য স্বপ্নে স্বয়ংজ্যোতিষ্টিস্তোপদিষ্টত্বং, তত্রাহ—দ্রষ্টুরিতি । তথাপি তেষামাত্মপ্রযুক্তে
কানুপপত্তিস্তত্রাহ—তদ্বাধিতমিতি । ৯

“ সর্বশাস্ত্রার্থপ্রতিবেদাচ্চ—পরশ্রৌকদেশকল্পনায়ং কামাত্মপ্রযুক্তে চ সর্ব-
শাস্ত্রার্থজ্ঞাতং কুপ্যোত । এতচ্চ বিস্তরেণ চতুর্থোহবোচাম । মহতা হি প্রসংগেন
কামপ্রযুক্তকল্পনাঃ প্রতিবেদ্যব্যঃ, আত্মনঃ পরৈকৈকত্ব-শাস্ত্রার্থসিদ্ধয়ে ; তৎকল্প-
নায়ং পুনঃ ক্রিয়মাণায়ং শাস্ত্রার্থ এব বাধিতং স্তাৎ । যথা ইচ্ছাদীনামাত্মদৃশ্যত্বং
কল্পয়ন্তো বৈশেষিক। নৈয়ায়িকাস্চোপনিষচ্ছাস্ত্রার্থেন ন সঙ্গচ্ছন্তে, তথা ইয়মপি
কল্পনা উপনিষচ্ছাস্ত্রার্থবাধনান্নাদরণীয়া ॥ ২৭৪ ॥ ২২ ॥

যৎ তু পরমাত্মৈকদেশং জীবমশ্রিত্য তদাশ্রিতং কামাদীতি, তত্রাহ—সর্বশাস্ত্রেতি ।
“তদেব স্মৃটয়তি—পরশ্রুতি । শাস্ত্রার্থজ্ঞাতং নিরবয়বপ্রত্যগেকত্বাদি, তত্ত্ব কথং কোপঃ
স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতচ্চতি । চতুর্থো চেৎ ভর্তৃপ্রপঞ্চমতং নিরন্তং, তর্হি পুনর্নিয়াকরণ-
মকিঞ্চিকরম্, ইত্যশঙ্ক্যাহ—মহতেতি । পরেণ সহ প্রত্যগাত্মনো যদেকত্বং, তত্ত্ব শাস্ত্রার্থস্ত
সিদ্ধার্থমিতি বাবৎ । অংশাদিকল্পনায়ামপি শাস্ত্রার্থসিদ্ধিমাশঙ্ক্যাহ—তৎ কল্পনায়ামিতি ।
ভর্তৃপ্রপঞ্চকল্পনায়ং হেয়ত্বমুপসংহরতি—যথেনেত্যাদিনা ॥ ২৭৪ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—যে আত্মার প্রসঙ্গ চলিতেছে, সেই আত্মা যে, স্বয়ং-
জ্যোতিঃস্বভাব এবং অবিভা-কাম-কর্মবিরহিত, একথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ;
সে সম্বন্ধে এই যুক্তি বলা হইয়াছে যে, আত্মা স্বভাবতঃ অঙ্গ, অবিভা ও
কাম-কর্মাদি ধর্মগুলি তাহার আর্গন্তক বা অস্বাভাবিক । সে কথার উপর এখন
আশঙ্কা হইতেছে এই যে, প্রথমে বলা হইয়াছে,—আত্মা চৈতন্যস্বরূপ হইলেও

[স্রষ্টৃপ্তি সময়ে] পরস্পর সমালিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষের ত্রায় একীভাব প্রাপ্ত হওয়ার কিছুই জানিতে পারে না ; সেই প্রসঙ্গে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কাম-কর্মাদি বীর্ণ-ভুলি যেমন আত্মার স্বভাব নহে, তেমনি স্বয়ংজ্যোতিষ্ক বা স্বপ্রকাশিত আত্মার স্বভাব ইহতে পারে না ; যেহেতু স্রষ্টৃপ্তি সময়ে উহার সত্তাব দেখিতে পাওয়া যায় না ; এই আশঙ্কার নিরাসার্থ সমালিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক সমাধান করিয়াছেন যে, স্রষ্টৃপ্তি-সময়েও আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব বিद्यমানই থাকে, কেবল একীভাব নিবন্ধন তাহার প্রতীতি হয় না মাত্র ; কিন্তু কাম-কর্মাঙ্গির ত্রায় উহা কখনই আগন্তুক (অস্বাভাবিক) নহে ; এই প্রাসঙ্গিক কথা শেষ করিয়া, বাহ্য প্রকৃত (প্রস্তাবিত) বিষয়, এখন তাহারই অনুসরণ করিতেছেন । এখানে ইহাই প্রকৃত বা বর্ণনীয় বিষয় যে, আত্মার সেই রূপটি সত্যসত্যই অবিচ্ছিন্ন ও কাম-কর্মাঙ্গিবিবিশ্লীকৃত, যে রূপটি স্রষ্টৃপ্তিসময়ে প্রত্যক্ষ করা হয় ; আর আত্মার যে রূপটিকে সর্ব পদার্থের সহিত সম্বন্ধাতীত বলা হইয়াছে, তাহাও যথার্থ স্বরূপই বলা হইয়াছে । ১

যেহেতু এই স্রষ্টৃপ্তিসময়ে উক্ত অতিচ্ছন্দ অপহতপাপ্য ও অভয় (সর্বভয়রহিত) রূপটি পরিনিষ্কর হয়, সেইহেতুই এই সময়ে পিতা—জনক অর্থাৎ পুত্রের প্রতি যে পিতৃ সন্ধ, পুত্রোৎপাদনরূপ কর্মই তাহার নিমিত্ত ; স্রষ্টৃপ্তি সময়ে সেই ক্রিয়ার সহিত সন্ধ থাকে না ; থাকে না বলিয়াই তখন পিতাও পুত্র সন্ধের কারণীভূত জনক হইতে বিযুক্ত হন ; এই কারণে তখন পিতাও অ-পিতা হন । একথা হইতে ইহাও বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পিতার ত্রায় পুত্রও তখন পিতার অ-পুত্র হয় অর্থাৎ তাহারও পুত্র সন্ধ তখন রহিত হইয়া যায় ; কেন না, পিতা ও পুত্র উভয়ের সন্ধই কর্মঘটিত ; ‘অপহতপাপ্য’ উক্তি হইতে পাওয়া যায় যে, সে সন্ধ তখন তিরোহিত হইয়া যায় ; [স্তবরাং তখন পিতার প্রতি পুত্রের পুত্রত্বও থাকিতে পারে না] । এইরূপ মাতাও অ-মাতা হন, অর্থাৎ পুত্রের প্রতি মাতার মাতৃত্ব তখন রহিত হইয়া যায় ; এইপ্রকার, কর্ম দ্বারা স্বর্গাদি যে সমস্ত লোক জর করা হইয়াছে বা হইবে, সে সমুদয় কর্মের সহিতও সন্ধ বিধ্বস্ত হওয়ায়, তখন ঐ সমস্ত স্বর্গাদি লোকও অ-লোক হয় ; যে সমস্ত দেবতা কর্মের অঙ্গস্বরূপ, কর্মের সহিত সন্ধ ধ্বংস হওয়ায়, সেই সমস্ত দেবতাও তখন দেবতা থাকেন না ; এবং সাধ্য-সাধনসন্ধ প্রতিপাদক সমস্ত বেদ অর্থাৎ অমুক কর্ম দ্বারা অমুক ফল লাভ করা যায়, ইহা প্রতিপাদন করাই বাহাদের উদ্দেশ্য, সেই সমুদয় ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র—কর্মোঙ্গ-সংবদ্ধ এই উভয়-

প্রকার বেদই কর্মসম্পাদনার্থ লোকের অধীত ও অধ্যোক্তব্য হইয়া থাকে ; তখন সেই কর্মসম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই কারণে সে সমস্ত বেদসমূহও অবেদে পরিণত হয় । ২

পূর্ব তখন যে, কেবল শুভকর্মের সম্বন্ধই অতিক্রম করে, তাহা নহে, পশুভূ অত্যন্ত ভয়াবহ অশুভ কর্মের সম্বন্ধ হইতেও তখন বিনিমুক্ত হইয়া থাকে । অতঃপর সেই কথাই বলা হইতেছে—এ সময়ে স্তেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণের স্তবর্ণাপহারী—যাহার দক্ষ মহাপাতকী, 'স্তেন' বলিয়া কথিত হয়, সেই চৌর্যজনিত পাপ হইতেও বিমুক্ত হয় । এখানে মহাপাতকী জগহতাকারীর সহিত এক সঙ্গে পঠিত হইয়াছে, বলিয়া 'স্তেন' শব্দে ব্রাহ্মণের স্তবর্ণাপহারী বুঝিতে হইবে (১) । এইরূপ, এখানে জগহতাকারীও অজগহা হয় । কেবল যে, ইহজন্মকৃত কর্ম হইতেই বিমুক্ত হয়, তাহা নহে ; পরন্তু অত্যন্ত নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মের কারণীভূত স্বাভাবিক কর্ম হইতেও নিমুক্ত হইয়া থাকে । [ইহা জ্ঞাপনের জন্ত বলিতেছেন—] এখানে চাণ্ডালও চাণ্ডাল থাকে না ; শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান চণ্ডালনামে প্রসিদ্ধ ; চণ্ডাল ও চাণ্ডাল একইার্থ । সেসময় চাণ্ডাল-জন্মপ্রাপক কর্মদ্বারা অসম্বদ্ধ হওয়ায়, সেই চাণ্ডালও চাণ্ডাল থাকে না । এইরূপ পৌকস—পুকস অর্থ শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়গর্ভে জাত সন্তান ; সেই পুকসও তখন অ-পুকস হয় । এইরূপ আশ্রমসম্বন্ধ যে সমুদয় কর্ম আছে, সে সমুদয় কর্মের সহিতও যে, তখন তাহার অসম্বদ্ধতাবশটে, তাহা বলিতেছেন—তখন শ্রমণও অশ্রমণ হয় । শ্রমণ অর্থ পরিব্রাজক ; যে কর্মদ্বারা শ্রমণ হয়, সেই কর্মসম্বন্ধরহিত হওয়ায় তখন সেই শ্রমণও অ-শ্রমণ হয় । এইরূপ তাপস—বানপ্রস্থও অতাপস হয় । যত রকম বর্ণাশ্রমাদি-বিভাগ আছে, তৎ সমস্তেরই অভাব বুঝাইবার নিমিত্ত এখানে শ্রমণ ও তাপসের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে ।

অধিক কি, তখন শাস্ত্রবিহিত পুণ্য কর্ম এবং বিহিতের অকরণ ও নিষিদ্ধের আচরণজনিত যে পাপ হয়, সে পাপেও লিপ্ত হয় না । এখানে 'অনর্থাগতম্' কথাটি 'রূপের' বিশেষণ ; এইজন্ত ক্রীবলিঙ্গ হইয়াছে ; কারণ, এখানেও পুরোক্ত

(১) তাৎপর্য—জগহতাকারী মাত্রই মহাপাতকী নহে ; পরন্তু ব্রাহ্মণ জগহতাকারীই মহাপাতকীমধ্যে পরিগণিত হয় ; অতএব 'জগহা' শব্দেও এখানে ব্রহ্মহতাকারী বুঝিতে হইবে । মনু বলিয়াছেন—

“ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুরুত্বনাগমঃ ।

মহান্তি পাতকাত্মাহন্তংসংসর্গচ্চ পঞ্চমঃ ॥”

ভাস্কর এই অভিপ্রায়ে 'স্তেন' শব্দের ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন ।

‘অভিন্নং রূপম্’ কথারই অনুবৃত্তি হইয়াছে। কেন যে পাণাদির সহিত সম্বন্ধ থাকে না, এখন তাহার কারণ নির্দেশ করিতেছেন—যেহেতু ‘স্বযুগ্ম’ পুরুষ সেই সময়ে হৃদয়গত সমস্ত শোক অতিক্রম করে, অর্থাৎ শোকবিমুক্ত হয়। এখানে শোক অর্থ—কামনা; অভিলষিত বিষয়বিষয়ে প্রার্থনাক (কামনাই)। সেই বিষয়ের বিরোধে শোকে পরিণত হইয়া থাকে; কেন না, প্রার্থিত বিষয়টি যদি লাভ করা না যায়, কিংবা লাভের পর বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই বিষয়ের উদ্দেশ্যে চিন্তাকুল হইয়া লোকে সন্তাপ অনুভব করিয়া থাকে; এইজন্যই শোক, রক্তি ও কাম, এই তিনটি সমানার্থক শব্দ। পূর্বেও কথিত হইয়াছে যে, পুরুষ এসময় কোন বিষয়ে কামনা করে না, এবং ‘অতিচ্ছন্দা’ হয়; সেই প্রস্তাবান্তর্গত এই ‘শোক’ শব্দও কামনাবোধক হওয়াই উচিত। কামনাই কণ্ঠের হেতু অর্থাৎ কণ্ঠ্য প্রবৃত্তির কারণ; পরেও বলিবেন—‘সেই পুরুষ যেকণ কামনাসম্পন্ন হয়, সেই রূপই সঙ্কল্প করিয়া থাকে, সেই কণ্ঠেরই অনুষ্ঠান কবে’ ইতি। যেহেতু পুরুষ এ সময়ে সমস্ত কামনার অতীত হয়, সেইহেতু—সর্বপ্রকার কামনা উত্তীর্ণ হওয়ায় ‘অনন্যগতং পুণেন’ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। ৪

‘হৃদয়শ্চ’ ইতি; হৃদয় অর্থ—পদ্মাকার মাংসপিণ্ড; অন্তঃকরণ বুদ্ধি সেই হৃদয়-পদ্মের মধ্যে অবস্থান করে; এই জন্ত—মঞ্চস্থ লোকে শব্দ করিলে, যেমন ‘মঞ্চ’ শব্দ করিতেছে’ বলা হইয়া থাকে, ‘তেমনি জ্বংপদ্ম-মধ্যগতঃ বুদ্ধিকেও হৃদয় বলা হইয়া থাকে। ‘কাম, সংকল্প ও সংশয় ইত্যাদি সমস্তই মনের ধর্ম’ এই প্রতিবাক্য হইতেও জানা যায় যে, হৃদয়ের যে সমস্ত শোক, সে সমস্ত বুদ্ধিরই ধর্ম। ইহার পরেও বলিবেন—‘ইহার হৃদয়াশ্রিত যে সমস্ত কাম’ ইতি। শোক আত্মাশ্রিত—আত্মার ধর্ম, এইরূপ ভ্রম হইতে পারে, সেই ভ্রম নিরাসের জন্ত এখানে ‘হৃদি শ্রিতাঃ’ ও ‘হৃদয়শ্চ শোকাঃ’ বলা হইয়াছে। পূর্বোক্ত ‘মৃত্যুর রূপসমূহ অতিক্রম করে’ এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, স্বযুগ্ম সময়ে পুরুষ জ্ঞান-সাধন হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হয়; জ্ঞান-সাধন সেই হৃদয়ের সম্বন্ধ অতিক্রম করার হৃদয়াশ্রিত কাম-সম্বন্ধও যে, অতিক্রম করে, একথা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। ৫

কিন্তু, যে সমস্ত বাদী বলিয়া থাকেন—হৃদয়াশ্রিত কামনা ও বংশনাসমূহ বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত আত্মায় বাইয়া সম্মিলিত হয়; পুটপাক তৈলে যেমন পুস্তের অভাবেও পুস্তগন্ধ থাকিয়া যায়, তেমনি হৃদয়ের ধ্বংস হইলেও তৎসংস্পৃষ্ট আত্মায় বুদ্ধির ধর্ম কামনা ও তাহার সংস্কাররাশি বিজ্ঞমান থাকে। তাহাদের

মতে ‘কাম সঙ্গ [ইত্যাদি যনের ধর্ম]’, ‘রূপসমূহ হৃদয়েই থাকে এবং ‘হৃদয়ের শোক’ ইত্যাদি ঐতিবাক্যগুলিরও নিশ্চয়ই আনর্থক্য হইয়া পড়ে । যদি বল, হৃদয়ের সাহায়ে উৎপন্ন হরবলিয়া [কামাদিকে হৃদয়ের ধর্ম বলা হইয়াছে] ; না—সে কথাত বলিতে পারি না ; কেন না, ‘হৃদয় শ্রিতাঃ’ ঐতিহ্যে ঐ কথাত আরও স্পষ্ট করিয়া বলা আছে । হৃদয় যদি ‘কাঙ্ক্ষাদির আশ্রয় না হইয়া কেবল করণই অর্থাৎ কামাদি উৎপত্তির কেবলই ধার মাত্র হইত, তাহা হইলে, ‘হৃদি শ্রিতাঃ’ (হৃদয়ে অবস্থিত), এবং ‘হৃদয়েই সমস্ত রূপ বিদ্যমান থাক’ এসমস্ত কথা সঙ্গত হইত না ; ঞ্জাস্তরে, এখানে আত্মশুদ্ধি প্রতিপাদন করাই যখন ঐতির অভিপ্রেত, তখন কামাদিকে হৃদয়গত বলিয়া প্রতিপাদন করাই যুক্তিযুক্ত হয় ; কারণ, ‘যেন ধ্যানই করিতেছে, যেন স্পন্দনই করিতেছে’ এই স্পষ্টার্থক ঐতির অত্র প্রকার অর্থ করা কখনই সম্ভবপর হয় না । ৬

তাঁর কথা, এখানে ‘হৃদয়াশ্রিত যে সমুদয় কাম’ এইরূপ বিশেষোক্তি হইতে বেশ বুঝাইতেছে যে, আত্মাশ্রিতও কতকগুলি কামনা আছে ? না, ‘সে রূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ, এখানে অত্র কোনও আশ্রয়কে লক্ষ্য করিয়া উক্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে ; [অভিপ্রায় এই যে,] যে সমুদয় কামনা হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয় নাই, ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে, এবং যে সমুদয় কামনা প্রাদুর্ভূত হইবার পর, প্রতিকূল ভাবনার দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, সে সমুদয় বাসনাও নিশ্চয়ই এক সময়ে হৃদয়াশ্রিত ছিল ; এই কারণে এখনও সেগুলির হৃদয়ে সম্ভাবনা হইতে পারে, ‘সেই সমুদয় সম্ভাবিত কামনাকে অপেক্ষা করিয়া—যে সমস্ত কামনা হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া বিষয়বিশেষে বর্তমান আছে, ‘সেই সমুদয় কামনা হইতে বিমুক্ত হয়’ এইরূপ বিশেষ বচন যুক্তিযুক্ত হইয়াছে । ৭০

‘যদি বল, তথাপি বিশেষণের—‘হৃদয়ের শোক’ এইরূপ বিশেষোক্তির ত কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না ? না—সে কথাত বলিতে পারি না ; কারণ, প্রথমতঃ ঐ সমস্ত কামনার পরিত্যাগে যত্নাধিক্য প্রদর্শন করা ইহার একটি প্রয়োজন ; দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রে ঐরূপ উপদেশ না থাকিলে, একটা অনিষ্টকর কল্পনাও হইতে পারিত—কামনাসমূহকে আত্মার ধর্ম বলিয়াও কেহ কেহ মনে করিতে পারিত ; অথচ তাহা ঐতির অভিপ্রেত নহে ; ঐরূপ বিশেষ বচনে তাহা আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে । বলিতে পারি যে, ‘ন কামঃ কাম্যং কামরতে’ (কোন কাম্য বিয়ই কামনা করে না,) এই বাক্যে আত্মাতে কামনার নিবেদ

থাকায়, কামনাসমূহের আত্মাশ্রিতত্ব ত শ্রুতই হইয়াছে; [স্মৃতরাং অশ্রুত বলি-
তেছ কিরূপে ?] না—এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না; ‘সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বা’
(বুদ্ধির সুবোধে স্বপ্নাবস্থায় লভ করিয়া,) এই বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে,
আত্মার যে কামাশ্রয়ত্ব, বুদ্ধি-সম্বন্ধই তাহার একমাত্র কারণ। বিশেষতঃ অল্পত
আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে; আত্মা যদি যথার্থই কামনার
আশ্রয় হইত, তাহা হইলে আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদন করা কখনই যুক্তি-
যুক্ত হইত না; কেন না, সঙ্গ আর কাম যে, একই পদার্থ, এ কথা আমরা পূর্বেই
বলিয়াছি। যদি বল, ‘আত্মকামঃ’ শ্রুতি হইতে আত্মার স্ববিষয়ে কামনার সম্ভাব
পীওয়া গিয়াছে; না—তাহাও পাওয়া যায় নাই; নিজের অতিরিক্ত বিষয়ে
কামনা নিবেদন করাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ, কিন্তু আত্ম-বিষয়ে কামনার
সম্ভাব প্রতিপাদন করা উহার অর্থ নহে। ৮

যদি বল, বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্রে ত আত্মাকেই কামাদি ধর্মের আশ্রয়
বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে; না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ,
“হৃদি শ্রিতাঃ” ইত্যাদি স্পষ্টার্থক শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া বৈশেষিকাদি শাস্ত্রোক্ত
ঐ সমস্ত যুক্তি উপেক্ষণীয়; কারণ, শ্রুতিবিরুদ্ধ যুক্তিকে অসঙ্গযুক্তি বলিয়া
স্বীকার করা হইয়া থাকে (১)। বিশেষতঃ শ্রুতির ‘স্বয়ংজ্যোতিষ্ক’ বচনও এরূপ
যুক্তির অনাদরণীয়তার পক্ষে অপর কারণ, অর্থাৎ এরূপ যুক্তিকে যদি প্রমাণ
বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, শ্রুতি স্বপ্নাবস্থার আত্মাকে যে, স্বয়ং-
জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং কামাদি ধর্মগুলিকেও যে,
কেবল চৈতন্যমাত্রাবলম্বী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সে কথারও ব্যাঘাত হইয়া
পড়ে, কারণ, কামাদি যদি আত্মসমবেত—আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম; হ, তাহা,
হইলে, সেই কামাদিকে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রাবলম্বী বলিয়া নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত
হইতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়গত বিষয় গুণ ইহার দৃষ্টান্ত। দৃশ্যমাত্রই দৃষ্টা

(১) তাৎপর্য—মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, ‘নিরপেক্ষা রবঃ শ্রুতিঃ’ অর্থাৎ
শ্রুতিবাক্য নিজের প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য অপর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করে না; সুতরাং
উহা স্বতঃ প্রমাণ। আর যুক্তি যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, অগ্রে তাহার পরীক্ষা করা আবশ্যিক
হয়—উহা সত্য কি না; সুতরাং কোন যুক্তিই স্বতঃ প্রমাণ নহে; কাজেই স্বতঃ প্রমাণ
শ্রুতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত যুক্তি মাত্রই দুর্বল, দুর্বল ত কখনই প্রবলের বাধা ঘটাইতে পারে
না। বিশেষতঃ এরূপ যুক্তির ভ্রম প্রদর্শন করাও অসম্ভব নহে; অতএব উহা ঠিক যুক্তি নহে—
যুক্ত্যভাস—দেখিতে যুক্তির মত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা যুক্তি নহে।

হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ ; এই যুক্তি দ্বারা স্বপ্নসময়ে দ্রষ্টার (আত্মার) স্বয়ংজ্যোতিঃ-
স্বরূপত্ব সমর্থন করা হইয়াছে ; আত্মাকে কামাদি ধর্মের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার
করিলে প্রতিবর্ণের সমস্ত কথা বাধিত হইয়া পড়ে । ৯

সমস্ত শাস্ত্রার্থের সহিত বিরোধ সম্ভাবনাও এখানে অপর যুক্তি—আত্মাকে
পরমাত্মার একদেশ ও কামাদির আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিলে, অসঙ্গতাদি
বোধক সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ বাধিত হইবার সম্ভাবনা হয় ; একথা আমরা ইতঃ-
পূর্বেই বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিয়াছি ; এখন বিশেষ যত্নসহকারে আত্মার
কামাদি-ধর্ম-সম্বন্ধ প্রতিবেদন করা আবশ্যক হইয়াছে ; কারণ, তাহা না হইলে জীব
যে, পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হয় না ; অধিকন্তু আত্মাকে পরমাত্মার
একদেশ ও কামাদি ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিলে, শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ ই
বাধিত হইবার সম্ভাব হয় । নৈরাসিক ও বৈশেষিকগণ যেমন, ইচ্ছা যত্ন প্রভৃতি
ধর্মগুলিকে আত্মার ধর্ম বলিয়া কল্পনা করায় উপনিষৎ-শাস্ত্রের মুখ্যার্থের সহিত
একমত হন না, তেমনি তর্কপ্রপঞ্চের এই কল্পনাও উপনিষৎ শাস্ত্রের অভিপ্রেত
অর্থের বাধা ঘটায় বলিয়া কখনই আদরণীয় হইতে পারে না । (১) ॥২৭৪॥২২

আভাসভাষ্যম্ ।—স্বীপুংসয়োরিবৈকত্বাৎ ন পশুতীত্যুক্তম্ ; স্বয়ং-
জ্যোতিরিত্তি চ । স্বয়ংজ্যোতিঃ নাম চৈতন্যস্বভাবতা ; যদি হি অদ্বৈতত্বা-
দিত্যং চৈতন্যস্বভাব আত্মা, স কথমেকত্বেহপি হি স্বভাবং জ্ঞাত্বাৎ—ন জানীয়াৎ ?
অথ ন জহাতি ; কথমিহ স্মৃণুণ্ডে ন পশুতি ? বিপ্রতিবিদ্ধমেতৎ—চৈতন্যম্ আত্ম-
স্বভাবঃ, ন জানাতি চেতি । ন বিপ্রতিবিদ্ধম্, উভয়মপোতদুপপদ্যত এব ।
কথম্ ?—

আভাস ভাষ্যানুবাদ ।—পূর্ব প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, সমা-
লিঙ্গিত স্বী-পুরুষের আত্মা একত্র ঘটে বলিয়াই, জীব কিছুমাত্র জানিতে পারে না,
এবং সে সময় আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশিত থাকে । স্বয়ংজ্যোতিঃ অর্থ—
চৈতন্যস্বভাবত্ব । এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, চৈতন্যই যদি আত্মার স্বভাব হয়,
তাহা হইলে, পরমাত্মার সহিত একত্ব হইলেই বা, সে নিজের স্বভাব পরিত্যাগ

(১) তাৎপর্য—জ্ঞান ও বৈশেষিকমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্পূর্ণ পৃথক । পরমাত্মারও
কতকগুলি গুণ আছে, এবং জীবাত্মারও কতকগুলি গুণ আছে ; তাহার নির্দেশ এইরূপ—

“বুদ্ধাদি বটকং সংখ্যাदिपक्षकं ভাবনা তথা । ধর্মাদর্মো গুণা এতে আত্মনঃ স্যাত্তুর্দশ ॥”
অর্থাৎ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা, বেদ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পার্থক্য, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনা
নামক সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম—এই চতুর্দশটি গুণ আত্মার ধর্ম ।

করিবে কিরূপে ? এবং সে সময়ে কিছু জানিতেই বা পারে না কেন ? যদি নিশ্চয়ই স্বভাব ত্যাগ না করে, তাহা হইলে সৃষ্টি সময়ে দেখিতে পায় না কেন ? অতএব চৈতন্য আত্মার স্বভাব অথচ সে সময়ে অজ্ঞা কিছুই জানিতে পারে না, একথা যুক্তিবিহীন । না—ইহা বিবাক হয় না, এই উভয় কথাই উপপন্ন হয় ; কিরূপে ? [শ্রুতি তাহা বলিতেছেন—] ।

যুদৈতন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি, নহি দ্রষ্টৃদৃষ্টে-
বিপরিলোপো বিদ্বতেহবিনাশিত্বাৎ । ন তু তদ্বিতীয়মস্তি
ততোহন্যদ্বিতত্ত্বং যৎ পশ্যেৎ ॥২৭৫॥২৩॥

সরলার্থঃ ।—তৎ (তত্র সৃষ্টি) যৎ বৈ ন পশ্যতি (ন জানাতি)
[আত্মা], [বস্তুতঃ] তৎ পশ্যন্ বৈ (জানন্—এব) ন পশ্যতি ; [কৃতঃ ?] অবি-
নাশিত্বাৎ (ধ্বংসরহিতত্বাৎ হেতোঃ) ; দ্রষ্টৃঃ (পুরুষত্ব) দৃষ্টেঃ (জানন্ত) বিপরি-
লোপঃ (সম্যক্ অভাবঃ) নহি (নৈব) বিদ্বতে (নিত্যস্ত আত্মজ্যোতিষঃ কদাচিৎ
দপি অভাবো ন ভবতীত্যশয়ঃ) । [তর্হি কথং ন পশ্যতি, তত্রাহ—] তু (কিন্তু)
তৎ (তদা সৃষ্টি) ততঃ (সৃষ্টিয়াং পুরুষাৎ) বিভক্তং (পৃথগ্ ভূতং) জ্ঞানং
দ্বিতীয়ং ন অস্তি, যৎ পশ্যেৎ (জানীয়াৎ) ; [তদানীং দর্শনীয়-বৈতাত্ত্ব্যং ন
পশ্যতীতি ভাবঃ] ॥২৭৫॥২৩॥

মূলানুবাদঃ ।—সৃষ্টি সময়ে জীব য়ে দর্শন করে না, [বুঝিতে
হইবে,] দেখিয়াও দেখে না ; দ্রষ্টার (জীবের) দৃষ্টি বা জ্ঞানস্বভাব
অবিনাশী অর্থাৎ ধ্বংসরহিত ; সূত্রাৎ কখনও তাহার সম্পূর্ণ অভাব
হয় না ; পরন্তু, যাহা দর্শন করিবে, এরূপ অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন
বস্তু থাকে না । [অতএব সে সময়ে দর্শন-ব্যবহার থাকে না বলিয়াই
যে, তাহার চৈতন্যস্বভাব বিলুপ্ত হয়, তাহা মনে করিতে পারা যায়
না] ॥ ২৭৫ ॥ ২৩ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ।—যদৈ সৃষ্টি তৎ ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তৎ তত্র পশ্যেব
ন পশ্যতি, যৎ তত্র সৃষ্টি ন পশ্যতীতি জানীবে, তন্ন তথা গৃহীয়াঃ । কস্মাৎ ?
পশ্যন্ বৈ ভবতি তত্র । ১

টীকা । যদৈ তৎ ন পশ্যতীত্যাদেঃ শব্দকং বক্তৃং বৃত্তং কীর্তয়তি—জীবাংসমোদিতম্ ।
চকারাহুক্তং স্বয়ংজ্যোতিষ্টমিতি সম্বাদ্যতে । কিমিদং স্বয়ংজ্যোতিষ্টমিতি, তদ্বাহ—স্বয়ং-
জ্যোতিষ্টং নামেতি । এবং বৃত্তমন্তোক্তবাক্যাবর্ত্ত্যাং শব্দামহ—বদীত্যাদিনা । স্বভাব-

তাৎপৰ্য্যমেবাভিনয়তি—ন জানীয়াদিতি । তৎপ্রত্যাহাভাবে হৃষুপ্তে বিশেষবিজ্ঞানরাহিত্যমশুভ্র-
মিত্যাহ—অপেতাাদিনা । আত্মা চিজপোংপি হৃষুপ্তে বিশেষঃ ন জানাতি চেৎ, কিং
দ্রষ্টব্যতীতাশঙ্কাহ—‘বিপ্রতিবিদ্ধমিতি । পরিহরতি—নেতি । উভয়ং চৈতন্ত্বমভাবৎ বিশেষ-
বিজ্ঞানরাহিত্যং চেত্যর্থঃ । উভয়স্বীকারে শব্দিতং বিপ্রতিবেদমাংকাঙ্কপূৰ্ণকং প্রত্যাহমিরা-
করোতি—কথমিত্যাদিন । যস্মৈ তদিত্যাদিবাক্যং চৌদিতার্থ্যমুবাদন্তং পরিহারন্ত পঠন্
ইত্যাদিবাক্যমিতি বিভজ্যতে—যঃ তত্রোতি । ১

নৈবেৎ ন পশুতীতি হৃষুপ্তে জানীমঃ, যতো ন চক্ষুর্মা মনো বা দর্শনে করুণং
ব্যাপ্তমস্তি ; ব্যাপ্তত্বেন্ন হি দর্শনশ্রবণাদিষু পশুতীতি ব্যবহারো ভবতি, শৃণো-
তীতি বা । ন চ ব্যাপ্তানি করণানি পশ্যামঃ ; তস্মান্ন পশুতোব্যয়ম্ । ন হি ;
ক্লিস্তিহি ? শৃণোন্নৈব ভবতি ; কথন্ ? ন তি যস্মাৎ দ্রষ্টুঃ দৃষ্টিকর্তুঃ, বা দৃষ্টিঃ, তত্শা
‘দৃষ্টের্বিপরিণোপঃ বিনাশঃ, স ন বিজ্ঞতে ; যথা অগ্নেরৌক্যং যাবদগ্নিতাবি, তথা
অয়ং চাত্মা দ্রষ্টা অবিনাশী, অতঃ অবিনাশিত্বাদাত্মনো দৃষ্টিরপি অবিনাশিনী,
‘যাবদদ্রষ্টৃতাবিনী হি সা । ২

৩ ন ইত্যাদিবাক্যানিরস্তামাশঙ্কামাহ—নম্বিতি । চক্ষুরাদিব্যাপারাবেহপি হৃষুপ্তে দর্শনাদি
কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্যাপ্তত্বেন্নিতি । অস্ত তর্হি তত্রাপি করণব্যাপারঃ, নেতাহ—ন
চেতি । অয়মিতি হৃষুপ্তপুরুষোক্তিঃ । ন পশুতোবেতি নিয়মঃ নিষেধতি—ন হীতি । তত্র
হেতুং বক্তুং প্রপূৰ্ণকং প্রতিজ্ঞাং প্রস্তোতি—কিং তহীতি । তত্রাকাঙ্ক্ষাপূৰ্ণকং হেতুবাক্য-
মুখ্যপা বাচ্যে—কথমিত্যাদিন । অবিনাশিত্বাদিত্যেতদ্বাক্যকূৰ্ণং দৃষ্টের্বিনাশাভাবং পঠয়তি—
যথেন্নিত্যাদিনা । ২

ননু বিপ্রতিবিদ্ধমিদমভিধীয়তে—দ্রষ্টুঃ সা দৃষ্টিঃ, ন বিপরিণুপাতে ইতি চ ;
দৃষ্টিশ্চ দ্রষ্টা ক্রিয়তে ; দৃষ্টিকর্তৃত্বাদ্ধি দ্রষ্টেতুচ্যতে ; ক্রিয়মাণা চ দ্রষ্টা দৃষ্টির্ন বিপ-
রিণুপ্যত ইতি চ অশক্যং বক্তুম্ । ননু ন বিপরিণুপাতে ইতি বচনাদবিনাশিনী
শ্রাৎ, ন, বচনস্ত জ্ঞাপকত্বাৎ ; ন হি শ্রায়প্রাপ্তো বিনাশঃ কৃতকস্ত বচনশতেনাপি
বাররিভূৎ শকাতে, বচনস্ত যথা প্রাপ্তার্থজ্ঞাপকত্বাৎ । ৩

দ্রষ্টৃদৃষ্টির্ন নশুতীত্যত্র বিরোধঃ চোদয়তি—নম্বিতি । বিপ্রতিবেদমেব সাধয়তি—
দৃষ্টিশ্চেতি । কার্যাত্মাপি বচনাদবিনাশঃ স্তাদিতি শব্দতে—নম্বিতি । তস্মাকারকত্বান্নৈবমিতি
‘পরিহরতি—ন বচনশ্চেতি । তদেব শৃটয়তি—ন হীতি । যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি ব্যাপ্তাস্থ-
গৃহীতানুমানবিরোধাদ্ বচো ন কার্যানিত্যবোধকমিত্যর্থঃ । ৩

নৈব দোষঃ, আদিত্যাদিপ্রকাশকত্বং দর্শনোপপত্তেঃ ; যথা আদিত্যাদয়ো
নিত্যপ্রকৃশিষ্যত্বাৎ এব সম্বতঃ স্বাক্ষরবিকেন্ন নিত্যেনৈব প্রকাশেন প্রকাশয়ন্তি ;
ন হি অপ্ৰকাশাত্মানঃ সম্বতঃ প্রকাশং কূৰ্ণন্তঃ প্রকাশয়ন্তীতুচ্যন্তে ; কিং তর্হি ?

স্বভাবেনৈব নিত্যেন প্রকাশেন । তথান্মপি আত্মা অবিপরিণুপ্তস্বভাবয়া দৃষ্টা
নিত্যায়া দ্রষ্টেত্যাচতে । গোণং তর্হি দৃষ্টম্ ? ন, এবমেব মুখ্যবোপপত্তেঃ ; যদি
হি অত্থাপ্যাত্মনো দৃষ্টং দৃষ্টম্ তদাত্ম দৃষ্টং পৌণ্ড্রম্ ; ন তু আত্মনোহন্তো
দর্শনপ্রকারোহস্তি ; তদেবমেব মুখ্যং দৃষ্টম্বুপপত্ততে, নাত্থা—যথা আদিত্যা
দীনাং প্রকাশয়িত্বং নিত্যেনৈব স্বাভাবিকেনাক্রিয়মাণেন প্রকাশেন, তদেব চ
প্রকাশয়িত্বং মুখ্যং, প্রকাশয়িত্বান্তরানুপপত্তেঃ । তস্মান দ্রষ্টুর্দৃষ্টিবিপরিলোপ্যত-
ইতি ন বিপ্রতিষেধগন্ধোহপ্যস্তি । ৪

কুটস্থদৃষ্টেরবাত্ত দৃষ্টশব্দার্থো ন দৃষ্টিকর্তা, তৎ ন বিপ্রতিষেধোহস্তীতি সিদ্ধান্তম্ভি—নৈব
দোষ ইতি । আদিত্যাদিপ্রকাশকত্ববদিত্যুক্তং দৃষ্টান্তং ব্যাচষ্টে—তথেনিতি । দৃষ্টান্তেহপি
বিপ্রতিপন্নং প্রত্যাহ—ন স্মৃতি । দর্শনোপপত্তিরিত্যুক্তং দার্শনিকং বিভজতে—তথেনিতি ।
আত্মনো নিত্যদৃষ্টে দোষমাশঙ্কতে—গৌণমিতি । গৌণম্ মুখ্যাপেক্ষাৎ, মুখ্যম্ চান্ত
দৃষ্টং স্বভাবানৈবমিহান্তরমাহ—নেতাদিনা । তামেবোপপত্তিমুপদর্শয়তি—যদি হীত্যাদিনা ।
অন্তথা কুটস্থদৃষ্টমন্তরেণৈতি যাবৎ । দর্শনপ্রকারান্তরং ক্রিয়াম্বম্ । তস্মাৎ নিষ্ক্রিয়ত্ব-
স্বতিবিরোধাদিতি শেষঃ । দৃষ্টান্তরানুপপত্তৌ ফলিতমাহ—তদেবমেবেতি । নিত্যদৃষ্টে-
নৈবেত্যর্থঃ । উক্তেহর্থো দৃষ্টান্তমাহ—যথেনিতি । তথাত্মনোহপি দৃষ্টং নিত্যেনৈব
স্বাভাবিকেন চৈতন্ত্যজ্যোতিষা সিধ্যতি, তদেব চ দৃষ্টং মুখ্যং দৃষ্টান্তরানুপপত্তিরিতি শেষঃ ।
আত্মনো নিত্যদৃষ্টপ্ভাবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । ৪

নমু অনিত্যক্রিয়াকর্তৃবিষয় এব তুচ্চপ্রত্যয়ান্তস্ত শব্দস্ত প্রয়োগো দৃষ্টঃ—যথা
ছেতা তেতা গন্তেতি, তথা দ্রষ্টেত্যাঙ্গীতি চেৎ ? ন, প্রকাশয়িতেতি দৃষ্টম্ ।
ভবতু প্রকাশকেষু, অত্থা অসম্ভবাৎ, ন হ্যাত্মনীতি চেৎ ? ন, দৃষ্টাবিপরিণোপ-
পত্তেঃ । পশুামীত্যমুভবদর্শনাৎ নেতি চেৎ ? ন, করণব্যাপারবিশেষাপেক্ষাৎ ;
উদ্ধৃত-চক্ষুশাঞ্চ স্বপ্নে আত্মদৃষ্টেরবিপরিণোপদর্শনাৎ ; তস্মাদবিপরিণুপ্তস্বভাবৈবা-
ত্মনো দৃষ্টিঃ ; অতন্তয়া অবিপরিণুপ্তয়া দৃষ্টা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবয়া পশুন্নৈব
ভবতি—স্বযুপ্তে । ৫

তুজন্তং দৃষ্টশব্দমিত্রিত্য শঙ্কতে—নস্মিতি । অত্রাপানিত্যক্রিয়াকর্তৃবিষয়ত্বজন্ত-শব্দপ্রয়োগ-
ইতি শেষঃ । তুজন্তশব্দপ্রয়োগত্যানিত্যক্রিয়াকর্তৃবিষয়ত্বং ব্যাচিয়ারয়ন্তরমাহ—নেতি । বৈষম্য-
মাশঙ্কতে—ভবতি । আদিত্যাদিষু স্বাভাবিকপ্রকাশেন প্রকাশয়িত্বমন্ত, কাদাচিংকপ্রকাশেন
প্রকাশয়িত্বম্ তৎসম্ভবাৎ, ন হ্যাত্মনি নিত্যা দৃষ্টিস্তি, তস্মানাত্মাবাৎ । তথ, চ কাদাচিং-
কদৃষ্টোব তস্মাৎ দ্রষ্টেত্যর্থঃ । প্রতীচশিদ্ধরূপত্বস্ত্র্যোতহাৎ কর্তৃৎ বিনা প্রকাশয়িত্বমবিশিষ্ট-
মিত্যন্তরমাহ—ন স্মৃতি । কুটস্থদৃষ্টীক্সেত্বাৎ প্রত্যক্ষবিরোধঃ শঙ্কতে—পশুামীতি ।
বিবিরোধঃসম্ভবন্তস্ত কুটস্থদৃষ্টমমুগ্ধাতি, চক্ষুরাদিব্যাপার-ভাবাত্মাবাপেক্ষয়া পশুামী ন পশুামীতি

ধর্মোবাস্তবান্যাকিকত্বাদিত্যন্তবাহ—ন করণেতি । আত্মদৃষ্টেনি ত্যাহে হেতুস্তবাহ—উক্তং তেতি ।
আত্মদৃষ্টেনি ত্যাহুপসংহবতি—তস্মাদিতি । তন্নিহ্নোক্তিকলমাহ—অত ইতি । ৫

কথং তহিন পশুতীতি ? উচ্যতে, —ন তু তদন্তি ; কিং তং ? দ্বিতীয়ং বিষয়-
ভূতম্ ; কিং বিশিষ্টম ? ততঃ 'দ্রষ্টুঃ অগ্ৰং অগ্ৰেণ' বিভক্তং, যৎ পশ্যেৎ যচ্-
পলভেত । যচ্চি তদিশেষদর্শনকাবণমন্তঃকরণং চক্ষুঃ কপং চ, তদবিদ্যায়া অগ্ৰেণ
প্রত্যুপস্থাপিতমাসীৎ, তদ্ এতস্মিন কালে একীভূতম্, আত্মনঃ পরেণ পবি-
ষদীং ; দ্রষ্টৃহি পবিচ্ছিন্নস্ত বিশেষদর্শনায কবণমগ্ৰেণ ব্যবতিষ্ঠতে, অবদ্ব্যস্মেন
'সর্কীয়ানা সম্পবিশ্কৃতঃ—স্মেন পবেণ প্রাজ্ঞেনাশ্বনা 'প্রিয়য়েব পুরুষঃ ;' তেন ন
পূপক্লেণ ব্যবস্থিতানি কবণানি বিষযাশ্চ । তদভাবাদিশেষদর্শনং নাস্তি, কবণা
'দৈক্যত, হি' তং, ন আত্মকৃতম্, 'আত্মকৃতমিবা প্রত্যবভাসতে । তস্মাত্তৎ-কৃতের-
'দাক্ষিঃ আত্মনো দৃষ্টিঃ পবিলুপ্যত ইতি ॥ ২৭৫ ॥ ২৩ ॥

বাক্যাস্তরমাকার্ষ্যপূর্বকমুখ্যাপ বাচ্যে—কথমিত্যাদিনা । দ্বিতীয়াদিপদানাং পৌনরু-
ক্ত্যাকার্ষ্যভেদং দর্শয়তি—যচ্চীত্যাাদিনা । সাভাসমন্তঃকরণং যৎ পশ্যেদিতি বিশেষদর্শনকারণ-
'প্রমাতৃ, দ্বিতীয়ং তস্মাদন্তচক্ষুবাদি প্রমাণং, কপাদি চ প্রমেযং বিভক্তং, তৎ সর্বং জাগ্রৎস্বপ্নযো-
বিজ্ঞাপ্রতিপন্নং স্বযুপ্তিকালে 'কাবণমাত্রতা' গতমভিব্যক্তং নাস্তীত্যর্থঃ । স্বযুপ্তে দ্বিতীয়-
প্রমাতৃরূপং নাস্তীত্যেতদ্রূপপাদয়তি—আত্মন ইতি । প্রমাতৃরূপং পৃথগ্নাস্তীতি শেষঃ ।
তথাপি 'করণব্যাপাবকৃতং, বিষয়দর্শনমাত্মনঃ স্মাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রষ্টুন্মিতি । স্বযুপ্তস্তাপি
পবিচ্ছিন্নব্রহ্মশঙ্ক্যাহ—যৎ ইতি । তস্ত পবেণৈকীভাবফলমাহ—তেনেতি । বিষয়েল্লিয়া-
ভাবুকতং ফলমাহ—তদভাবাদিতি, ১৫ কিমিতি বিষয়াভাবাবিশেষদর্শনং নিষিধ্যতে, সম্ভবে-
তস্তাস্তবোধীনাং কিং ন স্মাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—করণাদীতি । নববহ্নায়ৈ বিশেষদর্শনমাত্মকৃতং
প্রতিভাতি, তস্ত প্রধানবাদত আহ—আত্মকৃতমিবেতি । নহিত্যাদেস্তাৎপর্ধ্যমুপসংহরতি—
তস্মাদিতি । প্রমাতৃকরণবিষয়কৃতত্বাদিশেষদৃষ্টেস্তেযাং চ স্বযুপ্তাবভাবাৎ তৎকার্য্যায় বিশেষ-
দৃষ্টেরপি তত্রাত্বাদিতি যাবৎ । তৎকৃত্য জাগবাদাবাত্মকৃতত্বেন ভ্রান্তিপ্রতিপন্নবিশেষদর্শনা-
ভাবপ্রযুক্তেত্যর্থঃ ॥ ২৭৫ ॥ ২৩ ॥

ভাস্তানুবাদ ।—স্বযুপ্তি সময়ে পুরুষ যে, দেখে না ; [বুঝিতে হইবে],
সে সময়ে* দেখিয়াই দেখে না । অভিপ্রায় এই যে, আত্মা স্বযুপ্তিসময়ে যে,
দেখে না বলিয়া মনে করিতেছে, তাহা সেকপ বুঝিও না ; কারণ ? যেহেতু আত্মা
সে সময়েও দ্রষ্টাই থাকে । ১ ।

ভাল, যেহেতু স্বযুপ্তি সময়ে দর্শনসাধন চক্ষুঃ কিংবা মনের কোনও ব্যাপাব
থাকে না, সেই হেতুই আমরা বুঝিতেছি যে, স্বযুপ্তিকালে নিশ্চয়ই দর্শন কবে
না ; কেন না, চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়নিচয় ব্যাপাবশীল (কার্য্যকারী) হইলেই

‘দর্শন করিতেছে বা শ্রবণ করিতেছে’, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে ; অথচ সে সময়ে যখন কোন ইন্দ্রিয়েরই কোনরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব এই সুষুপ্ত পুরুষ নিশ্চয়ই দর্শন করে না, বলিতে হইবে ; না—তাহা নহে ; তবে কি না, নিশ্চয়ই দর্শন করে ? কিরূপে ? যেহেতু দ্রষ্টার—দর্শন-কর্ত্তার যে দৃষ্টি, তাহার বিপরিলোপ—বিনাশ কখনও সম্ভব হয় না । অগ্নির উষ্ণতা যেমন অগ্নির সমকালস্থায়ী, তেমনি এই আত্মার দ্রষ্টৃত্বও অবিনাশী ; অতএব—আত্মা অবিনাশী • বক্ষ্মাই তাহার দৃষ্টি বা প্রকাশশক্তিও অবিনাশিনী—তাহার সমকালস্থায়িনী । ২ ।

তাল, ইহা ত বড়ই বিরুদ্ধ কথা হইতেছে যে, সেই দৃষ্টিটি দ্রষ্টার ধর্ম, অথচ তাহার বিনাশ হয় না ; (১) একথা সম্ভব হয় কিরূপে ? দেখিতে পাওয়া যায়, দ্রষ্টা নিজেই তাহার দৃষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে ; দৃষ্টির (জ্ঞানের) কর্ত্তী বলিয়াই তাহাকে দ্রষ্টা বলা হয় । দ্রষ্টা দৃষ্টি সমুৎপাদন করে, অথচ সেই উপপন্ন দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না, একথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না । যদি মনে কর, ‘বিলুপ্ত হয় না’ বলাতেই সেই দৃষ্টির অবিনাশিত্ব সমর্থিত হইতেছে ; না—সে কথাও বলিতে পার না ; কেন না, বাক্য ত কারক নহে, জ্ঞাপক মাত্র, অর্থাৎ যে বস্তু যে প্রকার, তাহা জানাইয়া দেওয়াই বাক্যের কার্য ; কিন্তু কোন প্রকার গুণ সমুৎপাদনে তাহার সামর্থ্য নাই । উপপন্ন বস্তুর যে, বিনাশ, তাহা যুক্তিসিদ্ধ ; শব্দবচনেও তাহার অন্তথা করিতে পারা যায় না ; কারণ, শুধু যথাবৎ বস্তুমাত্র-জ্ঞাপনেই বাক্যের সামর্থ্য । ৩

না, এ দোষ হয় না ; আদিত্য প্রভৃতি প্রকাশমান পদার্থের সম্বন্ধে বেরূপ প্রকাশকত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে, তদনুসারে এখানেও আত্মার প্রকাশকত্ব ধর্ম উপপন্ন হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, প্রকাশমান আদিত্যপ্রভৃতি পদার্থসমূহ

(১) তাৎপর্য—আপত্তি হইয়াছিল—দ্রষ্টা বলিলেই দৃষ্টির কর্ত্তাকে—দৃষ্টির উৎপাদককে বুঝায় ; দৃষ্টিসমুৎপাদনে যাহার কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহাকে কেহ কখনও দ্রষ্টা বলিতে পারে না । অতএব আত্মার দৃষ্টি যদি স্বতঃসিদ্ধ নিত্য হয়, তাহা হইলে তাহার উৎপাদন বা বিনাশ সম্ভব হইতে পারে না ; উৎপাদন সম্ভব না হইলেই, আত্মাকে দৃষ্টির (বস্তু প্রকাশনের) কর্ত্তাও বলিতে পারা যায় না । তদন্তরে ভাস্কর্য্যকার বলিতেছেন যে, না—এ আপত্তি সমীচীন হইতেছে না ; দেখ, সূর্য্য স্বভাবতই স্বপ্রকাশ ; প্রকাশহীন সূর্য্য কেহ কখনও দেখে নাই ; অথচ সকলেই সূর্য্যকে প্রকাশক—প্রকাশের কর্ত্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । সেখানে যেমন প্রকাশ্য বস্তুর সংযোগে—প্রকাশ ও প্রকাশক হয়, তেমনি এখানেও দৃষ্টিবরূপ আত্মাকেই দ্রষ্টা বলা হয় । “যথা প্রকাশ্যসংযোগাৎ প্রকাশোহপি প্রকাশকঃ ।” ইত্যাদি (পঞ্চদশী) ।

যেমন স্বভাবসিদ্ধ নিত্যপ্রকাশসম্পন্ন হইয়াও স্বীয় প্রকাশ দ্বারা অপরকে প্রকাশিত করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহারা যে, প্রথমে প্রকাশ-বিহীন থাকিয়া পরে প্রকাশশক্তি লাভ করিত অপূরকে প্রকাশিত করে, একথা কেহই বলিবে না ; পরন্তু স্বভাবসিদ্ধ স্বীয় প্রকাশ দ্বারাই তাহারা প্রকাশকত্ব-ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

তেননিস্বভাবতঃ বিনাশহীন নিত্য-সিদ্ধ স্বীয় দৃষ্টিশক্তি দ্বারাই আত্মার দ্রষ্টৃত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে । ভাল, তাহা হইলে, তাহার দ্রষ্টৃত্ব বা দর্শনশক্তি তা'গৌণ হইতে পারে ? না, পারে না, যেহেতু এইরূপেই দর্শনের মুখ্যার্থত্ব উপপন্ন হয় ; কারণ, আত্মার যদি অগ্রপ্রকার দর্শন কোথাও দৃষ্ট হইত, তাহা হইলেই এই দর্শনের গৌণত্ব সম্ভাবনা করা যাইত ; কিন্তু আত্মার অগ্রপ্রকার দর্শন ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব উক্তপ্রকার দর্শনই আত্মার মুখ্য দর্শন ; অগ্রপ্রকার নহে ;—যেমন স্বভাবসিদ্ধ নিত্য প্রকাশ দ্বারা আদিত্য-প্রভৃতির প্রকাশময়ত্ব, এবং তাহাই যেমন তাহাদের প্রকাশকত্ব ; কারণ, অগ্র-প্রকার প্রকাশকত্ব তাহাদের পক্ষে সম্ভবপরই হয় না ; ইহাও তেমনই, অতএব 'দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না' এ কথায় বিরোধের গন্ধমাত্রও নাই । ৪

অল, যদি বল, অনিত্য ক্রিয়ার কর্তৃত্ব-অর্থই তূচ্চপ্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন—ছেত্তা (ছেদনের কর্তা), ভেত্তা (ভেদন ক্রিয়ার কর্তা), গন্তা (গমন ক্রিয়ার কর্তা) ইত্যাদি ; তেমনি [তূচ্চপ্রত্যয়ান্ত] 'দ্রষ্টা'শব্দের প্রয়োগেও অনিত্য দৃষ্টির কর্তৃত্ব অর্থই গ্রহণ করা উচিত ? না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, [স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশসম্পন্ন আদিত্যপ্রভৃতিতেও] 'প্রকাশয়িতা' (প্রকাশনের কর্তা), এই জাতীয় শব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । যদি বল, প্রকাশক অর্থে ঐরূপ প্রয়োগ হয় হউক ; কারণ, সেখানে অগ্রপ্রকার প্রয়োগের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আত্মাতে ত সেরূপ প্রয়োগের কারণ দেখা যায় না । না, সে কথাও বলি যায় না ; যেহেতু শ্রুতিতে আত্মদৃষ্টির বিলোপাত্মকত্ব প্রকট হইতেছে । যদি বল, 'আমি দর্শন করিতেছি, আবার দর্শন করিতেছি না,' ইত্যাদি অন্তর্ভব অনুসারে বলিতে হইবে যে, দৃষ্টির অবিনশ্বরত্ব কথাটি সত্য নহে ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, দর্শনসাধন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারগত বৈলক্ষণ্যই ঐরূপ দর্শন ও অদর্শনের প্রযোজ্য ; যেহেতু, তাহাদের চকু উৎপাটিত হইয়াছে, স্বপ্নসময়ে তাহাদেরও আত্মদৃষ্টির অবিপরিণোপ বা বিস্তমানতা দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার দৃষ্টি বা জ্ঞানশক্তি স্বভাবতই অবিপরিণোপ ; এইজন্য

স্বষ্টি সময়েও স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব আত্মা সেই অবিলুপ্ত দৃষ্টি দ্বারা নিশ্চয়ই দর্শন করিতে থাকে । ৫

তবে, সে সময়ে দর্শন করে না কেন ? হুঁ তাহার কারণ বলিতেছি—সেখানে ত স্বেদরূপ কোন বস্তু নাই । স্বেদরূপ বস্তু কি ? দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ দৃষ্টির বিষয়ীভূত—যাহা দর্শন করিতে পারা যায় । সেই বিষয়ীভূত বস্তুটি কিরূপ ? যাহা দ্রষ্টার জ্ঞাত, অর্থাৎ দ্রষ্টার অতিরিক্ত পৃথক বস্তু,—যাহা দর্শন করিবে বা দৃশ্য । বিশেষ বিশেষ দর্শনের কারণীভূত যে, অন্তঃকরণ, চক্ষু ও রূপ প্রভৃতি বিষয়, পূর্বে অবস্থাবশতঃ সে সমুদয় পৃথকরূপে প্রত্যাপস্থাপিত ছিল ; এসময়ে (স্বষ্টিকালে) সে সমুদয় একীভূত হইয়া গিয়াছে ; কারণ, আত্মা তখন পরমাঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে । দ্রষ্টা যখন পরিচ্ছিন্নের মত হয়, তখনই তাহার দর্শনের জন্ত অন্তঃকরণপ্রভৃতি করণবর্গের পৃথকভাবে থাকা আবশ্যক হয় ; এ সময়ে সেই দ্রষ্টা সর্বতোভাবে স্বরূপের সহিত—সম্যকরূপে আলিঙ্গিত—প্রিয় পত্নীর সহিত পুরুষ যেমন আলিঙ্গিত হয়, তেমনি ভাবে স্বরূপ প্রাপ্ত পরমাঙ্গার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া থাকে ; সেই কারণে তখন ইন্দ্রিয়সমূহ এবং দৃশ্য বিষয়সমূহও আর পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকে না ; যেই ইন্দ্রিয় ও বিষয় পৃথক না থাকায় তখন বিশেষ বিশেষ জ্ঞানও হয় না । যাহা কিছু বিশেষ জ্ঞান, চক্ষুঃপ্রভৃতি করণই তাহার কারণ ; আত্মা তাহার কারণ নহে ; কেবল অজ্ঞানবশতঃ আত্মরূপ বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র ; অতএব, আত্মার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় বলিয়া যে, মনে হয়, তাহা কেবল অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি মাত্র, (উহা বাস্তবিক সত্য নহে) ॥২৭৫॥২৩॥

যদৈ তন্ন জিঘ্রতি জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি, ন হি ব্রাতুব্রাতে-
বিপরিলোপে। বিঘতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বিতীয়মস্তি তত্শ্চৈ-
ন্যদ্বিতক্ং যজ্জিঘ্রেৎ ॥২৭৬॥২৪॥

সরলার্থঃ ।—তৎ (তদা) যৎ বৈ ন জিঘ্রতি (গন্ধং ন গৃহ্মতি), [বস্তুতঃ] জিঘ্রন্ বৈ (এব) তৎ ন জিঘ্রতি ; [বতঃ], ব্রাতুঃ (গন্ধগ্রহীতুঃ আত্মনঃ) ব্রাতেঃ (গন্ধগ্রহণত) বিপরিলোপঃ ন হি (নৈব) বিঘতে ; [কুতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ (বিনাশরহিতত্বাৎ তত্ত্ব) । [তর্হি কুতঃ তত্ত্বাহুপলব্ধিঃ ? তদাহ] ততঃ (তদ্বাদ্ ব্রাতুঃ) বিতক্ং (পৃথকভূত) অগ্ন্যং দ্বিতীয়ং তু (পুনঃ) তৎ (বস্তু) ন অস্তি, যজ্জিঘ্রেৎ । [বিষয়াভাবাদেব গ্রহণাভাবঃ প্রতীয়তে, ন তু স্বরূপাসক্তয়া ইতি ভাবঃ] ॥২৭৬॥২৪॥

মূলানুবাদ ১—পুরুষ সৃষ্টি সময়ে যে, আশ্রাণ করে না, প্রকৃত পক্ষে আশ্রাণ করিয়াও তাহা করে না ; কেন না, আশ্রাণকর্তা পুরুষের আশ্রয়শক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না ; কারণ, উহা অবিনাশী বা নিত্য । তখন পুরুষ হইতে পৃথগ্ভূত অন্য দ্বিতীয় কিছু থাকে না, যাঁহা আশ্রাণ করিবে ; [এই কারণে তখন আশ্রাণ প্রতীতি হয় না] ॥২৭৬॥২৪॥

যদৈ তন্ন রসয়তে, রসয়ন্ বৈ তন্ন রসয়তে, ন হি রসয়িতুং রস-
যুক্তো বিপরিণীলোপো বিঘতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বিতীয়মস্তি
ততোহন্যদ্বিত্যং যদ্ রসয়েৎ ॥২৭৭॥২৫॥

সরলার্থঃ ১—তৎ (তদা) যৎ বৈ ন রসয়তে (রসগ্রহণং ন করোতি) ;
[যন্তৃত্ত্বং] তৎ (তদা) রসয়ন্ বৈ ন রসয়তে ; [যতঃ] রসয়িতুঃ (পুরুষস্ত) রস-
য়তেঃ (রসগ্রহণস্ত) বিপরিণীলোপঃ নহি বিঘতে ; [কুতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ ।
৬৭ (তদা) ততঃ বিতন্তং অন্তং দ্বিতীয়ং নাস্তি, যৎ রসয়েৎ ॥২৭৭॥২৫॥

মূলানুবাদ ২—সে সময়ে পুরুষ যে, রস আশ্বাদন করে না, [বুঝিতে হইবে], তখন আশ্বাদন করিয়াও আশ্বাদন করে না ; কেন না, অবিনাশী বলিয়াই রসগ্রহীতা পুরুষের রসআশ্বাদন কখনও বিলুপ্ত হয় না ; কিন্তু সে সময়ে তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় অন্য কোনও বস্তু থাকে না, যাঁহা আশ্বাদন করিবে ; [এইজন্য তাহার রস গ্রহণ হয় না] ॥ ২৭৭ ॥ ২৫ ॥

যদৈ তন্ন বদতি, বদন্ বৈ তন্ন বদতি, ন হি বক্তুর্বক্তো বিপরি-
ণীলোপো বিঘতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততোহন্যদ্বি-
তন্তং বদদেৎ ॥২৭৮॥২৬॥

সরলার্থঃ ১—তৎ (তদা) যৎ বৈ ন বদতি, [বস্ততঃ] বদন্ বৈ তৎ ন
বদতি ; [যতঃ], বক্তুঃ বক্তেঃ (বচনস্ত) বিপরিণীলোপঃ ন হি বিঘতে ;
[কুতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ । ততঃ (বক্তুঃ পুরুষাৎ) বিতন্তং দ্বিতীয়ং অন্তং ন
অস্তি, যৎ বদেৎ (বাক্যেন প্রকাশয়েৎ) ॥ ২৭৭ ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ ৩—সৃষ্টি সময়ে পুরুষ যে, কিছু বলে না ;
প্রকৃতপক্ষে, সে ক্রমে বলিয়াও বলে না । অবিনাশী বলিয়াই বস্ত

পুরুষের বচনশক্তি বিলুপ্ত হয় না ; কিন্তু সে সময়ে তাহা হইতে বিভক্ত দ্বিতীয় অণ্ড কোন বস্তু থাকে না, —যাহা বলিতে পারে ; [এই কারণে তখন বলি না] ॥ ২৭৮ ॥ ২৬ ॥

যদৈ তন্ন শৃণোতি শৃণু বৈ তন্ন শৃণোতি, ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেবিপরিলোপো বিগতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততোহন্যদ্বিভক্তং যচ্ছৃণুয়াৎ ॥ ২৭৯ ॥ ২৭ ॥

সরলার্থঃ—তৎ (তদা) যৎ ন শৃণোতি ; [বস্তুতস্ত] তৎ শৃণু বৈ ন শৃণোতি ; [যতঃ] শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ (শ্রবণস্ত) বিপরিলোপঃ ন হি বিগতে ; [কুতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ ; তু (পুনঃ) তৎ (তদা) ততঃ বিভক্তং দ্বিতীয়ং অণ্ডং নাস্তি, যৎ শৃণুয়াৎ ॥ ২৭৯ ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদঃ—পুরুষ তখন যে, শ্রবণ করে না, প্রকৃতপক্ষে, সে শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করে না ; কারণ, তাহার শ্রবণশক্তি অবিনাশী ; তখন তাহা হইতে বিভক্ত অপর দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকে না, যাহা শ্রবণ করিতে পারে ; [এইজন্য তখন শ্রবণ করে না] ॥ ২৭৯ ॥ ২৭ ॥

যদৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে, ন হি মনস্তর্জ্জ্বেবিপরিলোপো বিগতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততোহন্যদ্বিভক্তং যন্মদ্বীত ॥ ২৮০ ॥ ২৮ ॥

সরলার্থঃ—তৎ (তদা) যৎ বৈ ন মনুতে ; মন্বানঃ বৈ তৎ ন মনুতে ; [যতঃ] মন্বঃ (মননকর্তৃঃ) মতেঃ (মননস্ত) বিপরিলোপঃ ন হি বিগতে ; অবিনাশিত্বাৎ । তৎ (তদা) ততঃ বিভক্তং দ্বিতীয়ং অণ্ডং নাস্তি, যৎ মদ্বীত (মননং কুর্যাৎ) ॥ ২৮০ ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদঃ—সে সময়ে পুরুষ যে, মনন করে না ; বাস্তবিক পক্ষে তখন সে মননশীল থাকিয়াও মনন করে না ; কারণ, মননকারী পুরুষের মননশক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না ; যেহেতু উহা অকিনাশী ; কিন্তু সেখানে তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় অণ্ড কোনও বস্তু থাকে না, যাহা মনন করিতে পারে ; [এইজন্য তখন তাহার মনন প্রকাশ পায় না] ॥ ২৮০ ॥ ২৮ ॥

যদৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, ন হি স্পৃষ্টুঃ
স্পৃষ্টেবিপরিলোপো বিগ্ধতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বিতীয়মস্তি
ততোহন্যদ্বিভক্তং, যৎ স্পৃশেৎ ॥২৮১॥২৯॥

সরলার্থঃ—তৎ (তদা) যৎ বৈ ন স্পৃশতি, [বস্তুতঃ] স্পৃশন্ বৈ তৎ ন
স্পৃশতি; [যতঃ], স্পৃষ্টুঃ (স্পর্শকর্তৃঃ পুরুষস্ত) স্পৃষ্টেঃ বিপরিলোপঃ ন হি
বিগ্ধতে; [কৃতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ । তৎ (তদা) ততঃ বিভক্তং অগ্ৰং দ্বিতীয়ং
তু ন অস্তি, যৎ স্পৃশেৎ ॥২৮১॥২৯॥

মূলানুবাদঃ—স্বষ্টি সময়ে পুরুষ যে, কিছু স্পর্শ করে
না, বস্তুতঃ তখনও স্পর্শশক্তিসম্পন্ন থাকিয়াই স্পর্শ করে না; কারণ,
স্পর্শকর্তা পুরুষের স্পর্শশক্তি অবিনশ্বর; সুতরাং কখনও তাহার স্পর্শ-
শক্তির বিলোপ সম্ভবপর হয় না; তবে সে সময়ে তাহার অতিরিক্ত
দ্বিতীয় অপর কোন বস্তু থাকে না, যাহা স্পর্শ করিতে পারে; [কাজেই
তখন স্পর্শব্যবহার হয় না] ॥ ২৮১ ॥ ২৯ ॥

যদৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি, ন হি
বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেবিপরিলোপো বিগ্ধতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বি-
তীয়মস্তি ততোহন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ ॥২৮২॥৩০॥

সরলার্থঃ—তৎ (তদা) যৎ বৈ ন বিজানাতি, বিজানন্ বৈ তৎ ন বিজা-
নাতি, [যতঃ], বিজ্ঞাতুঃ (পুরুষস্ত) বিজ্ঞাতেঃ (জ্ঞানস্ত) বিপরিলোপঃ ন হি
বিগ্ধতে; [কৃতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ । তৎ (তত্র) তু (পুনঃ) ততঃ বিভক্তং
অগ্ৰং দ্বিতীয়ং ন অস্তি, যৎ বিজানীয়াৎ; [বিজ্ঞেয়াভাবং বিজ্ঞানাভাব ইত্যভি-
প্রায়ঃ] ॥২৮২॥৩০॥

মূলানুবাদঃ—সে সময়ে পুরুষ যে, বিশেষ জ্ঞান লাভ করে
না, অর্থাৎ জানে না, বাস্তবিকপক্ষে তখনও সে বিজ্ঞাতা থাকিয়াই জানে
না; কারণ, বিজ্ঞাতার বিশেষ জ্ঞানের কখনও বিলোপ হয় না; যেহেতু
উহা অবিনাশী। তবে কিনা, সে সময়ে, তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় এমন
কোনও বস্তু থাকে না, যাহা বিশেষরূপে জানিতে পারে; [সুতরাং
জ্ঞাতব্য বিষয়াভাবেই তাহার বিজ্ঞানাভাব মনে হয় মাত্র] ॥ ২৮১ ॥ ৩০ ॥

শাকরভাষ্যম্—সমানমন্তঃ—যদৈ তন্ন জিহ্বতি, যদৈ তন্ন সসরভে, যদৈ তন্ন বদতি, যদৈ তন্ন শূনোতি, যদৈ তন্ন মুহুতে, যদৈ তন্ন স্পৃশীতি, যদৈ তন্ন বিজান্যতীতি । মননবিজ্ঞানরোদ্ধ্যাদিসহকারিহুপি সতি চক্ষুরাদিনিরপেক্ষা, ভূতবিষয়দ্বৈতানবিষয়ব্যাপারো বিত্ততে ইতি পূণগ্ গ্রহণম্ । ১

টীকা । যদু বৈ তন্নঃ পশুতীত্যাদাবৃত্তস্তায়মন্তরবাকোহতিদিশতি—সমানমন্তদ্বিত্তি । মনোরূপোঃ সাধারণকরণত্বং পূণগ্ব্যাপারাব্যাপারো কথং পূণগ্নির্দেশঃ শ্রুতিত্যাশঙ্কাহ—মননেতি । ১১

কিং পুনর্দৃষ্টাদীনাং অগ্নেরোক্য-প্রকাশন-জলনাদিবৎ ধর্মভেদঃ ? আহোস্থিৎ অভিন্নশ্চৈব ধর্মশ্চ পরোপাধিনিমিত্তং ধর্মাত্ত্বমিতি । অত্র কেচিদৃ ব্যাচক্ষতে—আত্মবস্তনঃ স্বত এবৈকত্বং নানাত্বং চ,—যথা গোঃ গোদ্রব্যতরৈকত্বং, সান্নাদীনাং ধর্মীণাং পরম্পরতো ভেদঃ ; যথা স্থলেষু একত্বং নানাত্বং চ, তথা নিববয়বেষ-মূর্ববস্ত্বষু একত্বং নানাত্বং চানুময়ম্ ; সর্বত্রব্যভিচারদর্শনাৎ আত্মনোহপি তদ-দেব দৃষ্টাদীনাং পরম্পরং নানাত্বম্ আত্মনা চৈকত্বমিতি । ২

বাক্যানি ব্যাখ্যায় স্বসিদ্ধান্তক্ষুটীকরণার্থং বিচারয়তি—কিং পুনরিতি । ধর্মভেদো ধর্মীণাং সত্যং মিথো ধর্মিণশ্চ ভেদোহস্তুতি যাবৎ । ধর্মশ্চ দৃষ্টাদিপদার্থস্তেতার্থঃ । পরোপাধিনিমিত্তং চক্ষুরাদ্যপাধিকৃতমিত্যেতৎ । ধর্মাত্ত্বং ধর্মত্বং ধর্মিণো মিথোহত্বং চেত্যর্থঃ । ভূত্প্রপঞ্চমতন পূর্বপক্ষং গৃহীতি—অত্রোতি । গবাদীনাং সাবয়বত্বাদ্ রূপভেদসম্ভবাদে কেন রূপেণাভিন্নত্বং রূপান্তরেণ ভিন্নত্বমিত্যুভয়থাহুপি নিববয়বেষাদিষু কথমনেকসম্বন্ধিচ্ছিত্রিত্যাশঙ্কাহ—যথা স্থলেহিতি । একরূপে বস্ত্বনো দৃষ্টান্তাদৃষ্টো নানারূপে গবাদিদৃষ্টান্তদর্শনাৎ তদেবানুময়ম্ । বিমতং ভিন্নাভিন্নং, বস্ত্বত্বাদ্, গবাদিবদিত্যর্থঃ । যতপি গগনাদিষু ভিন্নাভিন্নত্বমুস্মীয়তে, তথাপি কথমাত্মনি তদাত্মানমিত্যাশঙ্ক্য বস্ত্বত্বশ্চ নানারূপেণাব্যভিচারাদাত্মত্বপি যথোক্তমুমানং নিরত্বশ্চপ্রসরমিত্যাহ—সর্বত্রোতি । যথোক্তাত্মানানুগ্রহাদ্ যদৈ তদিত্যাদেভিন্নাভিন্নে বস্ত্বনি তাৎপর্যমিতি ভাবঃ । ২

ন, অস্তপরত্বাৎ,—ন হি দৃষ্টাদিধর্মভেদপ্রদর্শনপরমিদং বাক্যং 'নদৈ তৎ' ইত্যাদি ; কিং তর্হি, যদি চৈতন্তাত্ত্বজ্যোতিঃ, কথং ন জানাতি সুষ্প্রে, নুনমতো ন চৈতন্তাত্ত্বজ্যোতিরিত্যেবমাশঙ্কাপ্রাপ্তৌ তন্নিকারণায়ৈতন্নরকম্—'যদৈ তৎ' ইত্যাদি । যদন্ত জাগ্রৎস্বপ্নরোচ্চক্ষুরাদ্যনেকোপাধিধারা চৈতন্তাত্ত্বজ্যোতিঃ-স্বভাব্যমপলক্ষিতং দৃষ্টাত্ত্বভিধেয়ব্যবহারাপন্নম্, সুষ্প্রে উপাধিভেদব্যাপ্যনিবৃত্তৌ অনুভূতাত্মানত্বাৎ অনুপলক্ষ্যমাণস্বভাবমপি উপাধিভেদেন ভিন্নমিব—যথাপ্রাপ্তানু-বাদেনৈব বিদ্যমানত্বমুচ্যতে । তত্র দৃষ্টাদিধর্মভেদকল্পনা বিবক্তিতার্থানভিহৃত্য ;

সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞানৈকবসঘনপ্রতিবোধ্যচ্চ, “বিজ্ঞানমামদং”, “সত্যং জ্ঞানং”, “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ইত্যাদিপ্রতিভাশ্চ । শব্দপ্রবৃত্তে—লৌকিকী চ শব্দপ্রবৃত্তিঃ—
‘চক্ষুশ্চ কপং বিজ্ঞানান্তি, শ্রেত্রেণ শব্দং বিজ্ঞানান্তি, বর্গনেনান্নস্ত বসং যিত্বানান্তি’
ইতি চ সর্বত্রৈব চ দৃষ্টাদিশব্দাভিধেয়ানাং, বিজ্ঞানশব্দবাচ্যতামেব দর্শয়তি, শব্দ
প্রবৃত্তিচ্চ প্রমাণম্ । ৩

‘তর্কপ্রপঞ্চোক্তং’ বাক্যতাৎপৰ্য্যং নিবাকবোতি—নেত্যাঙ্গিনা । চৈতন্ত্যাবিনাশে বাক্য-
তাৎপৰ্য্যঃ ক্ষেপ, কথং তর্হি দৃষ্টাদিভেদবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদন্তেতি । তদ্বি হৃৎপ্রাণহৃদায়-
মুণাধেবন্তঃকবণস্ত চক্ষুর্দাদিভেদাধীনপরিণামবাপারনিবৃত্তৌ সত্যামুপাধিভেদস্তানুভূতাস্তমানত্বাৎ
তেন ভিন্নমিবানুপলক্ষ্যমাণস্বভাবং যদ্যপি, তথাপি চক্ষুর্দ্বাবেণ জায়মানায়াং বুদ্ধিবৃত্তৌ বাজ্ঞ-
‘চৈতন্ত্য’ দৃষ্টে ভ্রাণদ্বারেণ জাতায়াং তন্ত্য-‘দ্যক্ত’ ভ্রাতিরিতি উপাধিভেদাৎ প্রাপ্তভেদানুবাদেন
‘চৈতন্ত্যাবিনাশিহে’ বাক্যতাৎপৰ্য্যমি’ত্যর্থঃ । উক্তে বাক্যতাৎপৰ্য্যো হিতে ফলিতমাহ—
‘তদেতি । ইত্যন্ত দৃষ্টাদিভেদকল্পনা ন স্নিগ্ধতাহ—সৈন্ধবোতি । তদেব স্পষ্টয়তি—বিজ্ঞান-
মিতি । “ন দৃষ্টাদিভেদকল্পনেনতি শেষঃ । যথা ঘটাকাশো মহাকাশ ইত্যেকশব্দবিষয়ত্বাহুপাধি-
‘ভেদেহপ্যাকাশস্তৈকভূমিষ্ট’, তথৈকশব্দপ্রবৃত্তেবেবত্বং ‘চতোহপি স্বীকর্তব্যং’, তৎ কুতো
দৃষ্টাদিভেদসিদ্ধিরিত্যাহ—শব্দপ্রবৃত্তেচ্চেতি । তামেব বিবৃণোতি—লৌকিকী চেতি । ৩

‘দৃষ্টান্তোপপত্তেচ্চ—যথা হি লোকে স্বচ্ছস্বাভাব্যাক্তঃ স্ফটিকঃ, তন্নিমিত্তমেব
কেবলং হবিত্র নীল-লোহিতাদ্যুপাধিভেদসংযোগাৎ তদাকাবস্থং ভজতে, ন চ
স্বচ্ছস্বাভাব্যব্যতিত্বকেণ হবিত্রনীললোহিতাদিলক্ষণা ধর্মভেদাঃ স্ফটিকস্ত কল্প-
মিতু, শক্যন্তে, তথা - চক্ষুর্দ্বাহুপাধিভেদ সংযোগাৎ প্রজ্ঞানঘনস্বভাবস্তৈবান্ন-
জ্যোতিষো দৃষ্টাদিশক্তিভেদ উপলক্ষ্যতে, প্রজ্ঞানঘনস্ত স্বচ্ছস্বাভাব্যাৎ স্ফটিক-
স্বচ্ছস্বাভাব্যবৎ । স্বয়ংজ্যোতিষ্কাচ্চ—যথা চাদিত্যজ্যোতিঃ অবভাস্তভেদৈঃ
সংযজ্যমানং হবিত্রনীলপীতলোহিতাদিভেদৈরবিভাজ্যং তদাকারভাসং ভবতি,
তথা চ ক্লৃৎস্র জগৎ অবভাসবৎ চক্ষুর্দাদীনি চ তদাকারং ভবতি । তথা চোক্তম্—
“আয়ান্নৈবাব-জ্যোতিষান্তে” ইত্যাদি । ৪

যৎ তু সিদ্ধান্তে দৃষ্টান্তো নাস্তীতি, তত্রাহ—দৃষ্টান্তেতি । কিমেকরূপত্বং বস্তনো দৃষ্টান্তো
নাস্তি, কিং বা মিথ্যাভে তন্মানাকপত্বন্তেতি বক্তব্যম্ । নাট্যঃ । নানাকপবস্তবাদিভিবেপ্যেকেক-
কপত্বানবস্থাপরিহার্ধমনানাকপত্বাদীকবাদশ্রম্যাকং দৃষ্টান্তসিদ্ধেক্ষত্বহেতোশ্চ তত্রৈবানেকান্তি-
কত্বাৎ’ তন্মাদেকরূপমেব বস্ত স্বীকর্তব্যমিতি ভাবঃ । দ্বিতীয়ঃ দূষরতি—যথা হীতি । তন্নিমিত্ত-
মেবেত্যত্র তচ্ছবন স্বচ্ছস্বাভাব্যং পরামুত্ততে । স্ফটিকে হরিতাদিধর্মাদাং স্বাভাবিকত্বং কি-
ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । তস্ত হি স্বচ্ছস্বাভাব্যং, তদ্বশেন হরিতাদ্যুপাধিভেদসম্বন্ধ-
ব্যতিরেককশেহি বাবৎ । একস্ত নানাকপত্বং মিথোত্যত্র দৃষ্টান্তমুক্ত্য দাষ্টীান্তিকমাহ—তদেতি ।
আয়ান্ন মিথ্যানানানির্ভাস উপহিতত্বাৎ স্ফটিকবদিত্যর্থঃ । কিকাক্সা মিথ্যানানান্যধারঃ স্বচ্ছত্বাৎ

সংপ্রতিপন্নবদিত্যাহ—প্রজ্ঞানেনি । কিকায়্য কল্পিতনানাভাধারো জ্যোতিষ্টাদাদিত্যাঙ্গি-
জ্যোতির্কবদিত্যাহ—স্বয়মিতি । আদিত্যাদ্বারকল্পিতোহপি ভেদোহন্তীতাশঙ্ক্য বিবক্ষিতে
নুতনমাহ—যুগ্মা চেতাদিনা । অব্যভাগ্য বস্তুতো বিভাগ্যযোগ্যমিতি যাত্নং । চক্ষুরাদীন
চাবতালবদিতি সম্বন্ধঃ । আত্মনঃ সর্গাবতাসকত্বং বাকোপক্ৰমঃ প্রমাণরতি—তথাচেতি ॥ ৪

ন চ নিরবয়বেষনেকান্তাতা শক্যতে কল্পয়িতুং, দৃষ্টান্তান্নান্যং । যদপি আকা-
শস্ত সর্বগতত্বাদিধর্মভেদঃ পরিকল্প্যতে, পরমাশাদীনাক্ষ গন্ধরসাত্ত্বনেকগুণবস্তুম্,
তদপি নিরূপ্যমাণং পরোপাধিনিমিত্তমেব ভবতি । আকাশস্ত তাবৎ সর্বগতত্বং
নাম ন স্বতো ধর্মোহস্তুি ; সর্বোপাধিসংশ্রয়াদ্ধি সর্বত্র স্মেন রূপেণ সত্ত্বমপেক্ষ্য
সর্বগতত্বব্যবহারঃ ; ন ত্বাকাশঃ কচিদগতো বা, অগতো বা স্বতঃ ; গমনং হি
নাম দেশান্তরস্থত্ব দেশান্তরেণ সংযোগকারণম্ । সা চ ক্রিয়া নৈবা বিশেষে সম্ভবতি ;
এবং ধর্মভেদো নৈব সম্ভব্যাকাশে ॥ ৫

যৎ তু নিরবয়বেষপি নানারূপত্বমুন্মেষমিতি, তত্রাহ—ন চেতি । আকাশাদীনাক্ষ দৃষ্টান্ত-
মাশঙ্ক্য নিরাচষ্টে—যদপীত্যাদিনা । কথমাকাশস্ত!নেকধর্মবস্তুমোপাধিকমিত্যাশঙ্ক্য তস্ত
সর্বগতত্বং তাবদোপাধিকমিতি সাধয়তি—আকাশস্তেতি । কথং তর্হি সর্বগতত্বব্যবহারঃ,
তত্রাহ—সর্বোপাধীতি । নত্বাকাশস্ত সর্বত্র গমনমপেক্ষ্য সর্বত্রত্বং কিমিতি ন ব্যবহ্রিয়তে,
তত্রাহ—ন ব্রিতি । আকাশে গমনাযোগং বক্তুং তৎস্বরূপমাহ—গমনং হীতি । ননু কুতশ্চি-
ভাগে সংযোগে চ কেনচিদ্দেশেণ তৎকারণীভূতা ক্রিয়াপি জ্ঞেয়াদাবিকাশে ভবিষ্যতি,
নেতাহ—সা চেতি । সাবয়বে হি জ্ঞেয়াদো ক্রিয়া দৃশ্যতে, আকাশে ত্বিবেশং নিরবয়বং,
কুতস্তত্র ক্রিয়ের্থ্যঃ । তথাপি ধর্মাস্তরাণ্যাকাশে ভবিষ্যন্তীত্যাহ তেষামপি ক্রিয়াপূর্বকণা-
মুক্তস্তায়কবলীকৃতত্বমাহ—এবমিতি । তেদাভেদাভ্যাং দুর্কচত্বাচ্চ তত্র ধর্মধর্মভাবো ন
সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৫

তথা পরমাশাদাবপি ; পরমাণুর্নাম পৃথিব্যা গন্ধঘনান্নাঃ পরমঃ স্ফোহবয়বো
গন্ধাত্মক এব ; ন তস্ত পুনর্গন্ধবস্তুং নাম শক্যতে কল্পয়িতুং । ৬ তথ তৈশ্চ
রসাদিমন্তং শ্রাদিত্তি চেৎ ; ন, তত্রাপি অবাদিসংসর্গনিমিত্তত্বাৎ । তস্মান্ন নিরবয়ব-
স্তানেকধর্মবস্তুে দৃষ্টান্তোহস্তুি । এতেন দৃশ্যাদিশক্তিভেদান্নাং পৃথক্ চক্ষুরূপাদি-
ভেদেন পরিণামভেদকল্পনা পরমাণুনি প্রত্যাশ্রিতা ॥ ২৭৬—২৮২ ॥ ৩০ ॥

আকাশে দর্শিতস্তায়মন্ত্রাপি সকারয়তি—তথেতি । পার্থিবত্বং পরমাণোরেকং রূপং
গন্ধবস্তুং চাপরমিত্যনেকরূপত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পরমাণুর্নামেতি । ন হি পার্থিবত্বাতিরেকি
গন্ধবস্তুং প্রামাণিকমিতি ভাবঃ । বৈশেষিকপরিভাষামাত্রিত্যাশঙ্কয়তি—অথেতি । পার্থিবে
পরমাণো রসাদিমন্তমোনোপাধিকং ন ভবতি, জলাদিসংসর্গকৃতত্বাৎ, তথা চ নিরূপাত্মিকভেদেনেদ-
মুদাহরণমিতি পরিহরতি—ন তত্রাপীতি । উক্তস্তায়স্ত দিগাদাবপি সম্বৎ মৃদ্বোপসংহরতি—
তস্মাদিতি । সত্ত্বি পরমিমাণুনি দৃশ্যাদিশক্তিভেদাভেদাৎ মথো দৃশ্যশক্তিচক্ষুরাত্মনা রূপাঙ্গনা চ

পৃথগ্বেব পরিণমতে, ত্র্যতীশস্তিষ্ঠি ত্রাণাস্থনা পক্ষাঙ্কুরা চেত্যনেন ক্রমেণ পরস্মিন্ পরিণামকল্পনা
ভূত্বগ্রপকৈধা কৃতা, সাপি পরস্তৈকরূপযোগপাদনেন নিরন্তেতাং—এতেনেপি ॥২৭৬—২৮২॥
২৪—৩০ ।

ভাষ্যানুবাদ ।—তখন যে, আশ্রাণ করে না ; তখন যে, রসাস্বাদন করে না ; তখন যে, কথা বলে না ; তখন যে, শ্রবণ করে না ; তখন যে, মনন করে না ; তখন যে, স্পর্শানুভব করে না ; তখন যে, বিজ্ঞান লাভ করে না ; ইত্যাদি বাক্যের অপরাপর অংশের ব্যাখ্যা পূর্বশ্রুতির ব্যাখ্যার অনুরূপ । মনের কার্য্য মনন ও বুদ্ধির ধর্ম্য বিজ্ঞান ; যদিও এই উভয়ই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসাপেক্ষ হউক, তথাপি অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়াও দ্বিহারা কার্য্য করিতে পারে ; এই কারণে উহাদের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে । ১

এখন জিজ্ঞাস্ত হইতেছে এই যে, একই অগ্নির যেমন উষ্ণতা, প্রকাশ ও প্রজ্বলন প্রভৃতি ধর্ম্যগুলি স্বতই ভিন্ন ভিন্ন, পুরুষের উক্ত দর্শন-শ্রবণপ্রভৃতিও কি সেইরূপই স্বভাবভিন্ন ধর্ম্য ? অথবা অপর কোনও উপাধির সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন এইরূপ ধর্ম্যভেদ ঘটয়া থাকে ? এতদ্বত্তরে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—আত্মার একত্ব ও নানাত্ব-উভয়ই স্বভাবসিদ্ধ ; যেমন গো-দ্রব্যরূপে সমস্ত গো এক, আবার সামাগলকহুলাদি ধর্ম্যগুলি দ্বারা সকলেই পরস্পর পৃথক্ । স্থূল পদার্থে বেরূপ একত্ব ও নানাত্ব দুইই থাকে, সূক্ষ্ম নিরবয়ব বস্তুতেও তেমনি স্বভাবসিদ্ধ একত্ব ও নানাত্বের অনুমান করা যাইতে পারে ; এ নিয়মের কোথাও ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না বলিয়া, স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থের গ্রাম আত্মার সম্বন্ধেও দর্শনাদি ধর্ম্যগুলি পরস্পর বিভিন্ন, এবং আত্মারূপে অভিন্ন, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । ২

না, এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য, অস্তরূপ । দৃষ্টি প্রভৃতি ধর্ম্যের প্রভেদ প্রদর্শনে যে, উক্ত “যদৈ তৎ” ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য, তাহা নহে ; তবে কি না, আত্মা যদি চৈতন্যজ্যোতিঃ-স্বভাব হয়, তবে স্ফুষ্টি সময়েও সে দর্শন করে না কেন ? অতএব নিশ্চয়ই আত্মা চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ নহে ; এইরূপ আশঙ্কা সম্ভাবনা করিয়া তত্ত্বিরাসার্থ “যদৈ তৎ” ইত্যাদি বাক্য আরক্ক হইয়াছে । জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় আত্মার স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যজ্যোতিঃ চক্ষুঃপ্রভৃতি নানাবিধ উপাধির সহযোগে প্রতীতিগোচর হইয়া দর্শন-শ্রবণাদি ব্যবহার লাভ করিয়া

থাকে ; সুস্থিসময়ে উক্ত চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বিরত হইয়া যায় ; কাজেই তখন চৈতন্যজ্যোতিঃ প্রকাশ পায় না ; কিন্তু তদবস্থায় চৈতন্য স্বভাবটি প্রতিভাসমান না হইলেও, তাহা যে, বিদ্যমান থাকে, ইহাই এখানে প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে ; সুতরাং এ কথাটি ঐ অংশের অনুবাদ মাত্র ; অতএব, এখানে যে, দর্শনাদি ধর্মের ভেদ কল্পনা করা, তাহা কেবল শ্রুতির অর্থ বুঝিতে না পারার ফল । বিশেষতঃ ঐরূপ ধর্মভেদ কল্পনাটা 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' 'সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ', 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ', ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ, এবং সৈদ্ধবধের দ্বারা ব্রহ্মের বিজ্ঞানৈক্যরূপত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিবিরুদ্ধও বটে । প্রসিদ্ধ শব্দব্যবহারও এ পক্ষে অমূল্য,—'চক্ষু দ্বারা রূপ জানে', 'শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ জানে', এবং 'রসনা দ্বারা রস অনুভব করে' ইত্যাদি লৌকিক শব্দব্যবহারও সর্বত্রই দৃষ্টি প্রভৃতি শব্দবোধ্য অর্থসমূহকে বিজ্ঞান শব্দবাচ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে । ৩

এ পক্ষে দৃষ্টান্তও সুসঙ্গত হয়,—জগতে স্বভাবস্বচ্ছ ফটিক যেরূপ কেবল স্বচ্ছতা গুণেই শোভিত ; অথচ নীল ও লোহিতাদি বিভিন্ন উপাধির সহিত সংযোগ বশতঃ সেই সেই বর্ণ ভজনা করে সত্য ; কিন্তু তাহা হইলেও স্বভাবগুণ ফটিকের যেরূপ স্বাভাবিক স্বচ্ছতাভিন্ন হরিত-নীল-লোহিতাদিরূপ ধর্মভেদ কল্পনা করিতে পারা যায় না, সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানধর্ম আত্মজ্যোতির সম্বন্ধেও চক্ষুঃপ্রভৃতি বিভিন্ন উপাধির সম্বন্ধবশতই দর্শন-শ্রবণাদি শক্তিভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে মাত্র ; কারণ, ফটিকের স্বাভাবিক স্বচ্ছতার দ্বারা, প্রজ্ঞানধর্ম আত্মারও স্বচ্ছতাই স্বভাবসিদ্ধ ; [সুতরাং কখনও তাহার পরিবর্তন সম্ভব হয় না] । আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবত্বও ইহার অপর কারণ ; আদিজ্যোতি যেরূপ হরিত, পীত, নীল ও লোহিতাদি রূপভেদে অবিভাজ্য অর্থাৎ বিভাগযোগ্য না হইয়াও, সম্বন্ধ বশতঃ যেন সেই সেই আকারেই উপরঞ্জিত হয়, সেইরূপ আত্মজ্যোতিও সমস্ত জগৎ ও চক্ষুঃপ্রভৃতি জ্ঞানসাধনকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া তাহাদের আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; 'এই পুরুষ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই বিষয় প্রকাশ করত বিদ্যমান আছে', এই শ্রুতিতেও, 'ঐরূপ' অভিপ্রায়ই উক্ত হইয়াছে । ৪

বিশেষতঃ নিরাকার পদার্থে কখনও অনেকবিধ আকার কল্পনা করিতে পারা যায় না ; কারণ, ঐরূপ কোন দৃষ্টান্ত নাই । নিরন্তর 'জ্ঞানপ্রকাশে' যে, সর্বগত প্রভৃতি ধর্মের পরিকল্পনা করা হয়, এবং নিরংশ পরমাণু

প্রভৃতির যে, গন্ধবস্তাদি বহুবিধ গুণ কল্পনা করা হয়, বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অণুতাপূর উপাধির সহিত সম্বন্ধই তাহার প্রধান কারণ ; কেন না, আকাশের সর্বব্যাপিত্ব বলিয়া কোনও স্বাভাবিক ধর্ম নাই, কিন্তু সর্ব প্রকার উপাধির সহিত সম্বন্ধ বশতঃ অর্থাৎ জগতের অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় সর্বত্রই তাহার সত্তা বা অস্তিত্ব অনুভবগোচর হইয়া থাকে ; এই কারণে তাহার সর্বব্যাপিত্ব ব্যবহার হয় মাত্র ; কিন্তু আকাশ স্বরূপতঃ কেবলমাত্র বায়ু ও না, কিম্বা কোথা হইতে আইসেও না । গমন হইতেছে এক-স্থানস্থ বস্তুর অপর স্থানে সম্বন্ধের প্রযোজক ; সেই গমনরূপ ক্রিয়াটি নির্বিশেষে অর্থাৎ যাহার পক্ষে কখনও স্থান ত্যাগ বা স্থানান্তর-প্রাপ্তি হয় না, সেই আকাশে কখনও সম্ভবপর হয় না, এবং অপরাপর ধর্মগত প্রভেদও তাহাতে থাকিতে পারে না । পরমাণু প্রভৃতির অবস্থাও এইরূপ । পরমাণু অর্থ—গন্ধময়ী পৃথিবীর পরম সূক্ষ্ম অবয়ব ; তাহাও গন্ধাত্মকই বটে । সূত্রেরাং গন্ধাত্মক পরমাণুর আবার গন্ধবত্তা (গন্ধযোগ) কখনই কল্পনা করা যাইতে পারে না । যদি বল যে, [গন্ধাত্মক পার্থিব পরমাণুর গন্ধবত্তা বরণ না হয়, না হউক, কিন্তু] তাহাতে রসাদি ধর্ম থাকিতে বাধা কি ? না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, তাহাতে যে, রসাদি-গুণযোগ বা রসাদি-ধর্মসম্বন্ধ, জল প্রভৃতি অপর পদার্থের সম্বন্ধই তাহার কারণ ; [উহা তাহার স্বাভাবিক নহে] । অতএব নিরবয়ব পদার্থের যে, অনেক প্রকার ধর্মসম্বন্ধ আছে বা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোনও দৃষ্টান্ত নাই । ইহা দ্বারা, পরমাণুগত দর্শনাদি শক্তির যে, চক্ষুঃ ও রূপাদিতেদে পৃথক্ পৃথক্ পরিণামভেদ কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল (১) ॥ ২৭৬—২৮২ ॥ ২৪—৩০ ॥

যত্র বায়ুদিব স্মাৎ তত্রাত্মোহন্যৎ পশ্যেদন্যোহন্যজিজ্ঞে-

(১) ভক্তপ্রপঞ্চ নামক একজন ব্যাখ্যাতা বলিয়াছিলেন—পরমান্বাতে দর্শন অবগাদিরূপ নানাবিধ জ্ঞানের শক্তি সন্নিবিষ্ট আছে ; সেই সমুদয় শক্তিই বিভিন্নাকার বস্তুরূপে পরিণত হইয়া থাকে । যেমন পরমান্বার দৃকশক্তি (দর্শনশক্তি) চক্ষুঃ ও চক্ষুগ্রাহ্য রূপাকারে পরিণত হইয়া থাকে ; এবং জ্ঞাপ্রাপ্তি জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপে ও গন্ধরূপে পৃথগভাবে পরিণত হইয়া থাকে ; এইরূপ অবগাদিরও পৃথক্ পৃথক্ পরিণাম কল্পিত হইয়া থাকে ; কিন্তু আচার্য্য শব্দের সেরূপ পরিণামভেদ স্বীকার করেন না ; তিনি দর্শনাত্মিক ভাবগতিকে পরমান্বার স্বরূপ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, কেননা বাহ্য পদার্থের সম্বন্ধবশতঃ তাহার বিভেদ প্রতীতি হয় মাত্র ; কিন্তু স্বরূপতঃ ধর্ম বা গুণগত কোন প্রভেদ আত্মাতে নাই ।

দন্যোহন্যদ্রসয়েদন্যোহন্যদ্বন্দ্বেন্যোহন্যচ্ছৃণুদ্যাদম্যোহন্যাম্মবীতা-
ন্যোহন্যৎ স্পৃশেদন্যোহন্যদ্বিজানীয়াৎ ॥ ২৮-৩১ ॥ ৩১ ॥

• সৰ্বলার্থঃ ।—[ইদানীম্ আত্মনো বিশেষদর্শনে নিদানমাহ—‘যত্র বৈ’
ইত্যাদিনা ।] যত্র (অবস্থাদীং জাগরণে স্বপ্নে চ) অত্র ইব (আত্মনঃ পৃথগ্-
ভূতম্ ইব বস্তুরং) ঐতৎ (অবিদ্যা প্রতাপস্থাপিতং ভবেৎ), তত্র (স্বপ্ন-
জাগরণয়োঃ) অত্রঃ (বিবর্ত্য ভিন্নমিব আত্মানং মন্যমানঃ) অত্রং (বস্তু) পশ্চেৎ
(উপলভেত) ; তথা, অত্রঃ অত্রং জিহ্বেৎ ; অত্রঃ অত্রং রসয়েৎ ; অত্রঃ অত্রং
বদেৎ ; অত্রঃ অত্রং শৃণুয়াৎ ; অত্র অত্রং মনীত ; অত্রঃ অত্রং স্পৃশেৎ ; অত্রঃ অত্রং
বিজানীয়াৎ । [ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] ॥ ২৮-৩১ ॥

মূলানুবাদঃ ।—সর্ববাস্তবাবাপন্ন আত্মার বিশেষ দর্শন যে, কেন
হয়, এখন তাহা বলা হইতেছে । যে সময় অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থায়
অন্তের মত হয়, অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ আত্মাতিরিক্ত অপর বস্তুই যেন উদ্ভ-
স্থাপিত হয়, এইজন্য তখন অণ্ডে অণ্ড বিষয় দর্শন করে ; অণ্ডে অণ্ড বিষয়
আজ্ঞা করে ; অণ্ডে অণ্ড বিষয় আশ্বাদন করে ; অণ্ডে অণ্ড বিষয় বঁলে ;
অণ্ডে অণ্ড বিষয় শ্রবণ করে ; অণ্ডে অণ্ড বিষয় মনন করে ; অণ্ডে অণ্ড
বিষয় স্পর্শ করে ; এবং অণ্ডে অণ্ড বিষয় বিশেষ ভাবে জানে ॥ ২৮-৩১ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।—জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্বৈ যৎ বিজানীয়াৎ, তৎ দ্বিতীয়ঃ
প্রবিভক্তম্ অত্বেন নাস্তীত্যুক্তম্ ; অতঃ স্বপ্নপ্তে ন বিজানীতি বিশেষম্ । নহু
যদি অস্ত্রায়মেব স্বভাবঃ, কিংনিমিত্তমন্ত্র বিশেষবিজ্ঞানং স্বভাবপরিত্যাগেন ?
অথ বিশেষবিজ্ঞানমেব স্বভাবঃ, কস্মাদেব বিশেষং ন বিজানীতীতি ? উচ্যতে,
শৃণু—যত্র যস্মিন্ জাগরিতে স্বপ্নে বা অণ্ডদিবাত্মনো বস্তুস্তরমিব অবিদ্যায়া
প্রতাপস্থাপিতং ভবতি, তত্র তস্মাদবিদ্যাপ্রতাপস্থাপিতাং অত্রঃ অত্রমিবাশ্বানং
মন্যমানঃ অসত্যাত্মনঃ প্রবিভক্তে বস্তুস্তরে, অসতি চাত্মনি ততঃ প্রবিভক্তে, অন্যঃ
অন্যঃ পশ্চেৎ উপলভেত । তচ্চ দর্শিতং স্বপ্নে প্রত্যক্ষতঃ “—ব্রহ্মীব জিনস্তীব”
ইতি । তথা অণ্ডোহণ্ডং জিহ্বেৎ রসয়েদ্ বদেৎ, শৃণুয়াৎ, মনীত-স্পৃশেদ্বিজা-
নীয়াদिति ॥ ২৮ ॥ ৩১ ॥

টীকা । ঔপাধিক্যে দৃষ্টাদিভেদো ন ক্ৰান্তবোহস্তীত্বাপাণ্ড বৃত্তমহুজবন্তি—জাগ্রদिति
যত্রেত্বাস্তরকাব্যাবর্ত্তমামলকাং দর্শয়তি—নথিতি । কিমন্ত্র বিশেষবিজ্ঞানবাহিত্যং স্বরূপম
কিং বা বিশেষবিজ্ঞানববৎ । আত্মে জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃসুপপত্তিঃ । দ্বিতীয়ে স্বপ্নপ্তেরসিক্রি়ি

ভাবঃ । অতীচক্ষিদ্ধাজ্যোতিষো বিশেষবিজ্ঞানহিত্যমেব স্বরূপঃ, তথাপি বাবিজ্ঞাকল্পিত-
বিশেষবিজ্ঞানবস্তুমাত্রিত্যাবস্থাধরঃ সিধ্যতীত্যন্তরবাক্যবলম্ব্যোক্তরূপাহ—উচ্যত ইত্যাদিনা ।
তদেত্যাবিদ্ধাঃ দর্শনমিত্যর্থঃ ॥ ২৮৩ ॥ ৩১

ভাষ্যানুবাদ :—জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ত্রায় স্বষ্টি অবস্থায়ও যাহা
জানিতে পারা যায়, এমন আত্মব্যতিরিক্ত কোনও দ্বিতীয় বস্তু স্বষ্টি সময়ে থাকে
না; এই কারণেই স্বষ্টি সময়ে পুরুষ কোনও বিষয়, জানিতে পারেনা; এ
কথা ইতঃপূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ইহাই (বিশেষ বিজ্ঞানভাবই) যদি ইহার স্বভাব
হয়, তাহা হইলে, [জাগ্রৎ ও স্বপ্নে] বিশেষ জ্ঞান হয় কি কারণে? আর যদি
বিশেষ বিজ্ঞানই ইহার স্বভাবসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই বা [স্বষ্টি সময়ে]
বিজ্ঞান থাকে না কেন? [যে কারণে এইরূপ হয়,] তাহা বলা হইতেছে;
শ্রবণ করে; যে সময়ে—জাগরণে কিংবা স্বপ্নে যেন অস্ত্রের মতই হয়, অর্থাৎ আত্মা
হইতে স্বতন্ত্র বস্তুই যেন অবিজ্ঞা দ্বারা উপস্থাপিত হয়, সেই উভয় অবস্থায়, পুরুষ
অবিজ্ঞা-প্রত্যুপস্থাপিত বস্তু হইতে অগ্র অর্থাৎ আত্মা হইতে বিভক্ত অগ্র বস্তু না
পাকিলেও আপনাকে অস্ত্রের ত্রায় পৃথক বস্তু মনে করিয়া, এবং অবিজ্ঞা-প্রত্যু-
পস্থাপিত বিষয় হইতে আত্মা পৃথক না হইলেও, তখন ভ্রান্তিবশতঃ অস্ত্রে অগ্র বস্তু
দর্শন করে, উপলব্ধি করে; ইহা ইতঃপূর্বে স্বপ্নাবস্থায় ‘যেন হতই করে, যেন বশী-
ভূতই করে’ ইত্যাদি বাক্যেও প্রদর্শিত হইয়াছে । এইরূপ, অপরে অপরকে
আত্মাণ করে, আত্মাদান করে, বলে, শ্রবণ করে, মনন করে, স্পর্শ করে, এবং অনু-
ভব করে ॥ ২৮৩ ॥ ৩১ ॥

সলিল, একো দ্রষ্টাদ্বৈতো ভবত্যেব ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড্ভিতি
হৈনমনুশাসাস যাজ্ঞবল্ক্যঃ । এযাস্ত পরমা গতিরেযাস্ত পরমা
সম্পদেযোহস্ত পরমো লোক এযোহস্ত পরম আনন্দঃ, এতস্তৈ-
বানন্দস্থান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ২৮৪ ॥ ৩২ ॥

সরলার্থঃ :—[তদানীম্ অবিজ্ঞায়াঃ প্রশান্তত্বেন আত্মনঃ সম্প্রসাদমূপ-
সংহরন আত্ম—“সলিলঃ” ইত্যাদি ।] [অপি চ, তদানীং স পুরুষঃ] সলিলঃ (জল-
মিব স্বচ্ছঃ), একঃ (দ্বিতীয়রহিতঃ), দ্রষ্টা (আত্মজ্যোতিঃস্বভাবঃ) অদ্বৈতঃ
(দ্রষ্টব্যাত্মবাস্তবদেহহীনঃ) ভবতি । হে সম্রাট্ (জনক), এষঃ (সম্প্রসাদঃ)
ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মৈব লোকঃ—ব্রহ্মলোকঃ, সর্বোপাধিপরিতিয়াগাৎ স্বরূপমাপন্নঃ

ইত্যর্থঃ) ; অস্ত্ৰ (অস্থানঃ) এষা পরমা গতিঃ (উত্তম্য প্রাপ্তিঃ) , অস্ত্ৰ এষা
পরমা সম্পদ (উত্তম্য বিভূতিঃ) , অস্ত্ৰ এষঃ পরমঃ লোকঃ (সর্বোত্তমং স্থানং) ,
অস্ত্ৰ এষঃ শ্রীমঃ (নিরতিশয়ঃ) আনন্দঃ ; অস্ত্ৰানি তুস্তানি (অবিভাগ্য পৃথক্‌ত্বেন
স্থিত্যঃ প্রাণিনঃ) এতুস্ত আনন্দস্ত্ৰ এব, মাত্রাং (কলাং অংশং) উপজীবন্তি
(ভজন্তে) , ইতি হ এনং (জনকং) যাজ্ঞবল্ক্যঃ অমুশশাস (উপদিষ্টবান্)
॥ ২৮৪ ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ ১.—পুনশ্চ সম্প্রসাদকালীন আত্মার স্বরূপ উপ-
সংহার করিয়া বলিতেছেন—‘সলিলঃ’ ইত্যাদি । [সংপ্রসাদ সময়ে] পুরুষ
জলের ন্যায় সূক্ষ্ম (নির্মূল) হয়, এবং এক অদ্বিতীয় দ্রব্যস্বরূপে
প্রকটিত হয় ।

হে সম্রাট জনক, ইহাই আত্মার ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মরূপা আশ্রয়,
ইহাই ইহার পরমা গতি (গন্তব্য স্থান), ইহাই ইহার পরম সম্পদ, ইহাই
ইহার সর্বোত্তম লোক, এবং ইহাই ইহার সর্বোত্তম আনন্দ । অবিভাবশতঃ
বিভিন্নাকারে প্রকটিত প্রাণিগণ এই পরমানন্দেরই তংশমাত্র উপভোগ
করিয়া থাকে । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সম্রাট জনককে এই প্রকার উপদেশ
দিয়াছিলেন ॥ ২৮৪ ॥ ৩২ ॥

শাক্তরভাস্যাম্ ১.—যত্র পুনঃ সা অবিভা, স্বযুগ্মে বস্তুস্তরপ্রাপ্ত্যপিক্কা
শাস্তা, তেনান্যত্বেনাবিভা প্রবিভক্তস্ত বস্তুনোহভাবাৎ তৎ কেন কং পশ্বেৎ জিহ্বেৎ
বিজানীয়াৎ বদেহা ; অতঃ স্বেনৈব হি প্রাজ্ঞেনাশ্রনা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবেন
সম্প্রদিক্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ, আপ্তকামঃ, আত্মকামঃ, সলিলবৎ স্বচ্ছীভূতঃ—সলিল
ইব সলিলঃ, একঃ, দ্বিতীয়শ্চাভাবাৎ ; অবিভাগ্য হি দ্বিতীয়ঃ প্রবিভজ্যতে ; সা চ
শাস্তা অত্র, অতঃ একঃ ; দ্রষ্টা দৃষ্টেরবিপরিলুপ্তত্বাৎ আত্মজ্যোতিঃস্বভাবায়াঃ ;
অদ্বৈতে দ্রষ্টব্যস্ত দ্বিতীয়শ্চাভাবাৎ । এতদমৃতম্ অভয়ম্ ; এষ ব্রহ্মলোকঃ, ব্রহ্মৈব
লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ ; পর এবায়মস্মিন্ কালে ব্যাবৃত্তকার্য্যকরণোপাধিভেদঃ স্বে
আত্মজ্যোতিষি—শাস্ত-সর্বসম্বন্ধো বর্ততে, হে সম্রাট, ইতি, হ এবং হ, এনং
জনকম্ অমুশশাস অমুশিষ্টবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ইতি শ্রুতিবচনমেতৎ । ১ ।

টীকা । পূর্বোক্তবস্তু পুনঃসংহারার্থং সলিলবাক্যমুখ্যপদ্ধতি—যত্র ইত্যাদিনা । তেনাবিভায়াঃ
শাস্তত্বেনেতি ধাবৎ । বস্তুনোহভাবাৎ তত্রৈতি শেষঃ । স্বযুগ্মে বিশেষবিজ্ঞানাভাবপ্রযুক্তং
কলমাহ—অত ইতি । পূর্বোক্তবস্তুার্থজ্ঞোক্তং জ্যোতিষিত্বং হি-শব্দঃ । ‘সম্প্রদিক্তকলং

সমস্তসমপরিচ্ছিন্নং, ৩ তৎকালং সম্প্রসন্নম্ । ১ অসম্প্রসাদো হি পরিচ্ছিন্নাভিমানকৃতঃ । সম্প্রসন্নমে হেইত্তরমাহ—আপ্তকাম ইতি । তদেব সম্প্রসন্নং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—সলিলবদিত্তি । উক্তার্থে বা কার্যকারণি যোজয়তি—সলিল ইবেতি । দ্বিতীয়স্তাভাবং স্বপ্তে ব্যক্তিকুরোতি—অবিচ্ছিন্নমিতি । অত্রষ্টা ত্রৈটি ৭ই ছেদঃ । একোহৈবৈত ইত্যাত্মসত্ত্বাৎপর্যায়িনঃ, তত্র পরম-পুরুষার্থং দর্শয়ন্ কূটস্থমাহ—এতদ্বিতি । কিমিতি মণ্ডীসমাহমূপেক্ষা কৰ্ম্মধারণো গৃহীতে, তত্রাহ—পরু এবেতি । অগ্নিদ কালে স্বপ্তাবস্থায়ামিত্যেতৎ । ১

কথং বা অল্পশাস ?—এবা অল্প বিজ্ঞানময়স্ত পরমা গতিঃ, বাস্তব অল্পা দেহ-প্রস্থানকর্ণা ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যস্তাঃ, অবিভাকল্পিতাঃ তা গতরঃ অতোহপরমাঃ, অবিভা-বিষয়ত্বাৎ ; ইয়ন্ত দেবতাদিগতীনাং কৰ্ম্মবিভ্রাসাধ্যানাং পরমা উত্তমা—মঃ সমস্তাশ্চভবঃ, যত্র নাশ্চ পশুতি, নাশ্চ শৃণোতি, নাশ্চ বিজানাতি । এইষেব চ পরমা সম্পন্ন—সৰ্ব্বাশাং সম্পদং বিভূতীনাং ইয়ং পরমা, স্বাভাবিকত্বাদত্যাঃ ; কৃতকা হি অত্যাঃ সম্পদঃ । তথা এবোহস্ত পরমো লোকঃ ; যে অল্পে কৰ্ম্মফলাশ্রয়া লোকাঃ, তে অশাং অপরমাঃ, অয়ন্ত ন কেনচন কৰ্ম্মণা যীয়তে, স্বাভাবিকত্বাৎ । এবোহস্ত পরমো লোকঃ । তথা এবোহস্ত পরম আনন্দঃ ; যানি অত্যানি বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ-জ্ঞানিতানি আনন্দজ্ঞাতানি, তাত্ত্বপেক্ষা এবোহস্ত পরম আনন্দঃ, নিত্যত্বাৎ ; “যো বৈ ভূমা তং স্বপম্” ইতি শ্রুত্যস্তরাৎ ; যত্র অল্পং পশুতি অল্প-দ্বিজানাতি, তদগ্নিঃ মর্ত্যমমুখাং স্বপম্ ; ইদং তু তদ্বিপরীতম্ ; অতএব এবোহস্ত পরম আনন্দঃ । ২ ।

পরমং সাধয়তি—যাতি । প্রস্তুতং সমস্তাশ্চভাবং বিশেষবিজ্ঞানরাহিত্যেন বিশিনষ্ট—যত্রেতি । সৰ্ব্বাশ্চভাবাশ্চ লোকস্ত পরমমুপপাদয়তি—যেহস্ত ইতি । যীয়তে পরিচ্ছিন্নতে সাধ্যত ইতি যাবৎ । সৌম্যস্ত সৰ্ব্বাশ্চভাবস্ত পরমানন্দঃ বিশদয়তি—যানীতি । আত্মনোহ-নবজ্ঞানানন্দে, ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ সংবাদয়তি—যো বৈ ভূমেতি । ২

এতন্ত্ৰৈবানন্দস্ত মাত্রাং কলাম্ অবিভ্রাপ্রতাপস্থাপিতাং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ-কাল-বিভাবাম্ অত্যানি ভূতানি উপজীবন্তি । কানি তানি ? তত এবানন্দাং অবিভ্রায়া প্রবিভজ্যমানস্বরূপাণি, অত্বেহেন তানি ব্রহ্মণঃ পরিকল্প্যমানানি অত্যানি সন্তি উপজীবন্তি ভূতানি, বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্কদ্বারেণ বিভাব্যমানাম্ ॥ ২৮৪ ॥ ৩২ ॥

নমু বৈষয়িকমেকং ৫মমাস্ত্ররূপং চাপরমিতি স্বপ্তেদাকীকারাদপসিদ্ধান্তঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্য মুখ্যমুখ্যভেদে দুদুপপত্তের্মৈবমিত্যাহ—যত্রেত্যাদিনা । কিঞ্চ বস্তুতো নান্তোবাশঙ্ক্যবাস্তবিত্তং বৈষয়িকং স্বপমিত্যাহ—এতন্ত্ৰৈতি । ব্রহ্মাতিরিক্তচেতনাতাবে কাম্যপজীবকানি স্তাদিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কানীত্যাদিনা । বিভাব্যমানানন্দস্ত মাত্রামিতি পূর্বে—সবন্ধঃ ॥ ২৮৪ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—যে অবস্থার—স্বপ্তি সময়ে, বস্তুভেদ-প্রদর্শিকা সেই

অবিজ্ঞা দ্বারা উপস্থাপিত বস্তুভেদ না থাকায়, কে কিসের দ্বারা ক্রাহাকে দেখিবে, আশ্রয় করিবে, অথবা চিন্তা করিবে? অতএব সে সময়ে নিজের ঐকৃত স্বরূপ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব প্রাক্ত গল্পমাত্রার সহিত সম্মিলিত হইয়া এইরূপে প্রকটিত হয়, —ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ত্যাগ করত সন্তান, আপ্তকাম, আশ্রয়কাম, জলের ত্যাগ স্বচ্ছস্বভাব হয়। এখানে ‘সলিল’ অর্থ—সলিলের মত; দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় এক; কারণ, অবিজ্ঞাই দ্বিতীয় বস্তুবিষয়ক ভ্রম উৎপাদন করে; স্মৃতিসময়ে সেই অবিজ্ঞা নির্বাপ্য হইয়া পড়ে; কাজেই তখন এক; দ্রষ্টা—আয়ুজ্যোতিঃস্বরূপ দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না, এইজন্ত দ্রষ্টা; এবং দর্শন-যোগ্য দ্বিতীয় কোনও পদার্থ থাকে না বলিয়াই তখন অবৈতরূপে প্রকাশ পায়। ইহা অমৃত ও অভয়; ইহা ব্রহ্মলোক; ব্রহ্মলোক অর্থ—ব্রহ্মস্বরূপ লোক; এই স্মৃতিসময়ে পুরুষ দেহে-জিয়াদি উপাধিভেদ হইতে বিনিমুক্ত হইয়া এবং সর্ববিধ সম্বন্ধশূন্য হইয়া পরমা-অস্বরূপ স্বীয় আয়ুজ্যোতিরূপে অবস্থান করে; এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনককে ‘সম্রাট’ বলিয়া সম্বোধনপূর্বক অনুশাসন বা উপদেশ দিয়াছিলেন।

কি প্রকার অনুশাসন করিয়াছিলেন? না, এই বিজ্ঞানময় জীবের ইহাই পরমা গতি; ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্যন্ত শরীর-গ্রহণাত্মক অপর যে সমস্ত গতি, সে সমুদয় গতি অবিজ্ঞা-কল্পিত; সূতরাং পরম বা উৎকৃষ্ট নহে; কারণ, ঐ সমস্ত গতি অবিজ্ঞাধিকারে স্থিত; কিন্তু যাহা সর্বাস্বভাবময়, যাহাতে কোন বিষয়ের দর্শন শ্রবণ ও চিন্তা থাকে না, তাহা উপাসনা ও কর্মলভ্য দেবতাদিরূপ গতি অপেক্ষা পরম (উত্তম)। ইহাই পরমা সম্পদ, অর্থাৎ যতপ্রকার সম্পদ বা ঐশ্বর্য আছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বোত্তম; কারণ, এই সম্পদ হইতেছে স্বাভাবিক—স্বতঃসিদ্ধ; অপর সমস্ত সম্পদই কৃতক অর্থাৎ ক্রিয়াসাধ্য (অনিত্য)। এইরূপ, ইহাই আত্মার পরম লোক; অপর যে সমুদয় লোক (ভোগস্থান) কর্মফলে লাভ করা যায়, সে সমুদয় লোক এতদপেক্ষা অপরম বা নিকৃষ্ট; কিন্তু এই অবস্থাটি কোন কর্ম দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে; পরন্তু ইহা পুরুষের স্বাভাবিক; এই জন্ত ইহা আত্মার পরম লোক। এইরূপ উক্ত অবস্থাই ইহার পরম আনন্দ; বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধজনিত অপর যে সমস্ত অনিত্য আনন্দ, সে সমুদয়ের অপেক্ষা ইহাই আত্মার পরম আনন্দ; কারণ, ইহা নিত্য; অপর ঋতিতে আছে—‘যাহা ভূমি বা মহৎ, তাহাই সুখ’; পক্ষান্তরে, যেখানে অজ্ঞ বস্তু দৃষ্ট হয়, অজ্ঞ বস্তু বিজ্ঞাত হয়, তাহা অন্ন—মর্ত্য (ক্ষয়শীল) অমৃত্যু স্মৃতি; উক্ত স্মৃতি তাহার বিপরীত; এই কারণেই ইহা আত্মার পরম আনন্দ। ২।

উপরে যে আনন্দের কথা বলা হইল, এই আনন্দকেই কলা—মাত্রা অর্থাৎ অংশমাত্র—যাহা অবিচ্ছিন্ন দ্বারা উপস্থাপিত হইয়া বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকালে অনুভবগোচর হইয়া থাকে, সেই আনন্দমাত্রাকে অপবিত্র পূত্ৰবর্গ ভোগ করিয়া থাকে । সেই সুদয় ভূত কাহারো ? না, যাহারা অবিচ্ছিন্ন দ্বারা সেই আনন্দ ইহঁতেই বিভক্ত বা পৃথক হইয়া রহিয়াছে ; ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবাপন্নবৎ সেই সমস্ত প্রাণী বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্ক বশতঃ অভিযুক্ত আনন্দের অংশমাত্র [ভোগ করিয়া থাকে] ॥২৮৪॥৩২॥

স যো মনুষ্যাণাং রাক্ষঃ স্মৃদ্ধো ভবত্যান্যেযামধিপতিঃ সর্বৈশ্চানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ, স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ, অথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানাং মানন্দঃ, অথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানাং মানন্দাঃ, স একো গন্ধর্বলোক আনন্দঃ, অথ যে শতং গন্ধর্বলোক আনন্দাঃ, স একঃ কশ্মদেবানাং মানন্দঃ,—যে কশ্মগা দেবত্বভিসম্পন্নন্তে ; অথ যে শতং কশ্মদেবানাং মানন্দাঃ স এক আজানদেবানাং মানন্দঃ, যশ্চ শ্রোত্রিয়োহব্রজিনোহকামহতঃ, অথ যে শতমাজানদেবানাং মানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োহব্রজিনোহকামহতঃ, অথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োহব্রজিনোহকামহতঃ, অথৈষ এব পরম আনন্দঃ, এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড্ভিহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । সোহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ক্রহীত্যত্র হ যাজ্ঞবল্ক্যো বিভয়াঞ্চকার—মেধাবী রাজা সর্বৈভ্যো মাহন্তেভ্য উদরৌৎসীদিতি ॥ ২৮৫ ॥ ৩৩ ॥

সরলার্থঃ ।—[পূর্বোক্তস্ত পরমানন্দস্ত স্বরূপমুপদর্শয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ— 'স যঃ ইতি ।] মনুষ্যাণাং মধ্যে সঃ যঃ (যঃ কশিৎ) রাক্ষঃ (অসিদ্ধঃ সকলাবয়ব-সম্পন্নঃ) স্মৃদ্ধঃ (ঐশ্বর্যবান্) অন্তেষাং (সজাতীয়ানাং) অধিপতিঃ (প্রভুঃ) সর্বৈঃ মনুষ্যকৈঃ (মনুষ্যোচিতৈঃ) ভোগৈঃ (ভোগ্যপদার্থৈঃ) সম্পন্নতমঃ (অতিশয়েন সম্পন্নঃ) ভবতি, মনুষ্যাণাং সঃ পরম আনন্দঃ ; অথ (অনন্তরং)

মনুষ্যাণাং যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ জিতলোকানাং পিতৃণাম্ এক আনন্দঃ ; অথ জিতলোকানাং পিতৃণাং যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ গন্ধর্বলোকে এক আনন্দঃ ; অথ গন্ধর্বলোকে যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ কৰ্ম্মদেবানাং—যে কৰ্ম্মণা (যজ্ঞাদি) দেবতাম্ অভিসম্পৃশ্যন্তে, [তেষাম্] এক আনন্দঃ ; অথ কৰ্ম্মদেবানাং যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ আজানদেবানাং—যশ্চ অব্জিনঃ (নিম্পাপঃ) অকামহতঃ (নিকামঃ) শ্রোত্রিঃ (বেদবিৎ), [তস্মৈ চ] এক আনন্দঃ ; অথ আজানদেবানাং যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ প্রজাপতিলোকে এক আনন্দঃ ; যঃ চ অব্জিনঃ, অকামহতঃ শ্রোত্রিঃ, [তস্মৈ চ একঃ আনন্দঃ] । অথ প্রজাপতিলোকে যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ ব্রহ্মলোকে এক আনন্দঃ ; যঃ চ অব্জিনঃ অকামহতঃ শ্রোত্রিঃ, [তস্মৈ চেতি পূৰ্ব্ববৎ] । অথ (অনন্তরং) যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—হে সন্ন্যাসী, এষ এব পরমঃ আনন্দঃ, এষ ব্রহ্মলোকঃ—ইতি । [এতৎ শ্রুত্বা জনক আহ—] সঃ (ভবত্য এবং প্রবোধিতঃ) অহং ভগবতে গবাং সহস্রং দদামি ; অত উৰ্দ্ধং (অতঃপরং) বিমোক্ষায় এব ব্রহ্মি—ইতি ।

অত্র (পুনঃপ্রার্থনায়াম্) যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিভয়াঙ্ককার (ভীতঃ বভূব) । [ভয়-কারণমাহ—] মেধাবী (ধারণক্ষমবুদ্ধিসম্পন্নঃ) রাজা (জনকঃ) সর্বেভ্যঃ অস্তেভ্যঃ (প্রশ্ন-নির্ণয়েভ্যঃ চরমতত্ত্বনির্ণয়ার্থমিতি যাবৎ) মা (মাং) উদরেন্দ্রীঃ (উপরোধং কৃতবান্), [মদীয়ং সর্বং বিজ্ঞানং জ্ঞাতুমিচ্ছতীতি ভয়ং আতং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চেতি ভাবঃ] ॥২৮৫॥৩৩॥

মূলানুবাদঃ—মনুষ্যগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি সুস্থ সর্বাবয়ব-সম্পন্ন, সমৃদ্ধিশালী, সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং সর্বপ্রকারে মনুষ্যোচিত ভোগোপকরণসম্বিত ও লোকাধিপতি হয় ; তাহার যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্যগণের পক্ষে পরম আনন্দ ; মনুষ্যগণের যে একশত আনন্দ, তাহা আবার জিতলোক (শ্রাদ্ধাদি কৰ্ম্ম দ্বারা যাহারা পিতৃলোক লাভ করিয়াছেন, সেই) পিতৃগণের পক্ষে এক আনন্দ ; জিতলোক পিতৃগণের যে একশত আনন্দ, তাহা আবার গন্ধর্ব-লোকের পক্ষে একটা মাত্র আনন্দ ; আবার সেই গন্ধর্বলোকের যে শত আনন্দ, কৰ্ম্মদেবগণের—যাহারা শুভ কৰ্ম্ম দ্বারা দেবতা লাভ করিয়াছেন, তাহাদের একটা আনন্দ ; কৰ্ম্মদেবগণের যে শত-গুণিত আনন্দ, তাহাই আবার আজান দেবগণের (যাহারা প্রথমেই দেবতা হইয়া জন্মিয়াছেন, তাহাদের) এবং নিম্পাপ ও নিকাম

শ্রোত্রিয়ের (বেদজ্ঞের) পক্ষে একটীমাত্র আনন্দ; আবার আজ্ঞান দেবগণের
যাহা একশত আনন্দ, তাহাই প্রজাপতিলোকে একটীমাত্র আনন্দের তুল্য,
এবং যাহারা নিষ্পাপ ও নিক্রাম শ্রোত্রিয়, তাহাদের পক্ষেও সেইরূপ;
প্রজাপতিলোকের যে শত আনন্দ, তাহা অমবাক্য ব্রহ্মলোকে এবং নিষ্পাপ
নিক্রাম শ্রোত্রিয়ের নিকট একটী মাত্র আনন্দের তুল্য । অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য
বলিলেন—হে সম্রাট, ইহাই পরম আনন্দ, “ইহাই ব্রহ্মলোক ।
[অনন্তর জনক মহারাজ বলিলেন—] আমি মহাশয়কে সহস্র গো দান
করিতেছি; আপনি অতঃপর মোক্ষোপায়ই উপদেশ করুন । একথায়
যাজ্ঞবল্ক্য ভীত হইয়া-ছিলেন; কারণ, মেধাবী রাজা আমাকে সর্বপাপেক্ষা
শেষ শিক্কাশ্রু বলিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন । [রাজা আমার সমস্ত
বিজ্ঞান জ্ঞানিবার চেষ্টা করিতেছেন—এই মনে করিয়া তিনি ভীত হইয়া-
ছিলেন; কিন্তু নিজের জ্ঞান-দুর্বলতার জন্ত নহে] ॥ ২৮৫ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীক্ষর-ভাষ্যম্ :—যন্ত পরমানন্দস্ত মাত্রা অবয়বাঃ ব্রহ্মাদিত্তিৰ্ভূতশূ-
পর্যন্তৈৰ্ভূতৈরুপজীব্যন্তে, তদানন্দমাত্রাদ্বারেণ মাত্রিণঃ পরমানন্দমধিজিগময়ি-
ষন্নাহ—সৈকবলবণকলৈশ্চিব লবণশৈলম্ । স যঃ কশ্চিৎ মনুষ্যাণাং মধ্যে রাঙ্কঃ—
সংসিদ্ধোহবিকলঃ সমগ্রাবয়ব ইত্যর্থঃ, সমৃদ্ধঃ উপভোগোপকরণসম্পন্নঃ ভবতি;
ক্ষিণ অশ্বেষাং সমানজাতীয়ানাম্ অধিপতিঃ স্বতন্ত্রঃ পতিঃ, ন মাণ্ডলিকঃ;
সৈকৈঃ সমন্তৈঃ মানুষ্যকৈরिति দিব্যভোগোপকরণনিবৃত্ত্যর্থম্—মনুষ্যাণামেব যানি
ভোগোপকরণানি, তৈঃ সম্পন্নানামপ্যতিশয়েন সম্পন্নঃ সম্পন্নতমঃ, স মনুষ্যাণাং
পরম আনন্দঃ । ১১

টীকা । স যো মনুষ্যাণামিথাবিবাকাতাৎপর্যমাহ—যন্তেতি । যন্ত সৈকবলবণবৈঃ
সৈকবচলং লোকো বোধয়তি, তথা ভূতানন্দস্ত মাত্রা নাম অবয়বাস্তৎপ্রদর্শনদ্বারেণাবয়বিনঃ
পরমানন্দমধিজিগময়িতুমিচ্ছন্নস্তো গ্রন্থঃ প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ । তাৎপর্যমুক্তাক্ষরাণি ব্যাচ্যে—স যঃ
কুশ্চিদিত্যাदिना । রাঙ্কঃ অবিকলঃ চেৎ, সমৃদ্ধয়েন পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সমশ্রেতি ।
উদেব সঙ্কল্পমণীত্যাশঙ্ক্য ব্যাকরোতি—উপভোগেতি । অন্তর্কর্ষিঃসম্পত্তিভেদাদপুনরুক্তিরिति
ভাবঃ । ন কেবলমুক্তমেব তন্ত বিশেষণ, কিন্তু বিশেষণান্তরং চাত্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি ।
বিশেষণ-তাৎপর্যমাহ—দ্যোতি । তদনিবর্তনে, যন্ত বক্ষ্যমাণগন্ধর্বাদিষতর্ভাবঃ সাদৃতি
ভাবঃ । অতিশয়েন সম্পন্ন ইতি শেষঃ । ২

তত্র আনন্দানন্দিনোরভেদনির্দেশাৎ ন অর্থান্তরভূতত্বমিত্যেতৎ; পরমানন্দ-

শ্রৈবেয়ং বিষয়বিষয়াকারেণ মাত্রা প্রসিদ্ধেতি হি উক্তম্—‘যত্র বা স্তম্ভদিব স্তম্ভাং’ ইত্যাদিবাক্যেন ; তন্মাত্রা যুক্তোহয়ং—‘পরম আনন্দঃ’ ইত্যভেদনির্দেশঃ । যুধিষ্ঠিরাদিতুল্যো রাজা স্তম্ভোদাহরণম্ । দৃষ্টং মনুষ্যানন্দম্ আদিং কৃষ্ণা শত-
শতোত্তরোত্তরক্রমেণৌষ্মীয় পঞ্চমানন্দঃ—যত্র ভেদো নিবর্ত্ততে, তমধিগময়তি ।
অত্রায়মানন্দঃ শতশতোত্তরোত্তরক্রমেণ বর্দ্ধমানঃ যত্র বৃদ্ধিকাষ্ঠামনুভবতি—যত্র
গণিতভেদো নিবর্ত্ততে, ‘অনুদর্শন-শ্রবণ-মননাতাবৎ ; তং পরমানন্দং কিবক্ষ-
ন্লাহ—অথ বে মনুষ্যাণাম্ এতদ্রকারাঃ শতমানন্দভেদাঃ, স একঃ পিতৃণাম্,
স্তবাং বিশেষণং—জিতলোকানামিতি । শ্রাদ্ধাদিকৰ্ম্মভিঃ পিতৃন্ তোষয়িত্বা;
তেন কৰ্ম্মণা জিতো লোকো-যেষাম্, তে জিতলোকাঃ পিতরঃ, তেষাং পিতৃণাং
জিতলোকানাং মনুষ্যানন্দশতশতীকৃতপরিমাণঃ এক আনন্দো ভবতি, সোহস্মি
শতশতীকৃতো গন্ধৰ্বলোক এক আনন্দো ভবতি । স চ শতশতীকৃতঃ কৰ্ম্মদেবানাম্
এক আনন্দঃ ; অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতকৰ্ম্মণা বে দেবস্বং প্রাপ্নুবন্তি, তে কৰ্ম্ম-
দেবাঃ । ২

অভেদনির্দেশস্তাভিপ্রায়মাহ—তত্রৈতি । প্রকৃতং বাক্যং লপ্তমর্থঃ । আয়নঃ সকাশাদ-
নন্দন্তেতি শেষঃ । ঔপচারিকভ্রমভেদনির্দেশস্ত ভবিষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ—পরমানন্দন্তেতি
তশ্চৈব বিষয়ঃ বিষয়ভ্রমিতি হিতে ফলিতমাহ—তন্মাদিতি । যথোক্তা মনুষ্যো ন-দৃষ্ট-
পঞ্চমবহরতীতাংশকাহ—যুধিষ্ঠিরাদীতি । অথ যে এতং মনুষ্যাণামিত্যাদেশত্যাংগর্ভমাহ—
দৃষ্টমিতি । শতশতশতোত্তরোত্তরানন্দস্তোৎকর্ষপ্রদশনক্রমেণ পরমানন্দমুদীয় তমধিগময়ত্যুত্তরে-
গ্রহেণেনি সৰ্ব্বকঃ । পরমানন্দমেব বিশিনষ্টি—যত্রৈতি । ভেদঃ সংগাভাবহারঃ । উক্তমে-
প্রপঞ্চয়তি—যত্রৈত্যাদিনা । পরমানন্দে বৃদ্ধিকাষ্ঠায়াং হেতুমাহ—অন্তেতি । যত্চ
যন্তেত্যাদিনোক্তমেতৎ, তথাগীহাক্ষরবাখ্যানাবসরে তদেব বিবৃতমিত্যবিরোধঃ । তত্তদানন্দ
প্রদর্শনানন্তর্য্যং তত্র তত্রাংশলার্থঃ, তৎতদ্বাক্যোপক্রমো বা । এবংপ্রকারঃ সমৃদ্ধত্বাদি
পিতৃণামানন্দ ইতি সৰ্ব্বকঃ । শ্রাদ্ধাদিকৰ্ম্মভিত্তিত্যাশঙ্কেন পিতৃপিতৃভ্যজাদি গৃহতে । ২ •

তথৈব আজানদেবানাম্ এক আনন্দঃ ; আ জানত এব উৎপত্তিত এব যে
দেবাঃ, তে আজানদেবাঃ ; যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ অধীতবেদঃ অবুজিনঃ—বুজিনং পাপং,
তদ্রহিতঃ যথোক্তকারীত্যাঃ, অকামহতঃ বীতভৃৎ, আজানদেবেভ্যোহর্ষাক্
বাবস্তো বিষয়াঃ, তেষু, তস্ত চ এবংভূতজ্ঞানদেবৈঃ সমান আনন্দ ইত্যুত্তদম্বা-
কৃষ্ণতে চ-শঙ্ক্যং । তচ্ছতশতীকৃতপরিমাণঃ প্রজাপতিলোকে এক আনন্দো
বিরাটশরীরে ; তথা তদ্বিজ্ঞানবান্ শ্রোত্রিয়ঃ অধীতবেদশ্চ অবুজিন ইত্যাদি
পূর্ববৎ । তচ্ছতশতীকৃতপরিমাণঃ এক আনন্দো ব্রহ্মলোকে হিরণ্যগর্ভাঙ্গনি ;
যশ্চেত্যাশ্রয় পূর্ববদেব । ৩

কে তে কর্ণদেব নাম, তত্রাহ—অগ্নিহোত্রাদীতি । যথা গন্ধর্বানন্দঃ শতগুণীকৃতঃ কর্ণদেবানামেক জ্ঞানন্দমুখ্য। কর্ণদেবানন্দঃ শতগুণীকৃতঃ সন্নানন্দেবানামেক আনন্দো ভবতীত্যাহ—ইথেবেতি । কুয় য়ীতত্ত্বম্, তত্রাহ—অগ্নিহোত্রাদেবেভ্য ইতি । শ্রোত্রিয়াদিবািক্য প্রকৃতামভ্যস্তিনাশক্যাহ—তত্ত্ব চেতি । এবাহতত্ত্ব বিশেষণত্রয়বিশিষ্টেতি যাবৎ । প্রজাপতিলোকশব্দস্ত ব্রহ্মলোকশব্দার্থভেদমাহ—বিধাতি । যথা বিরাদাশ্রয়জ্ঞানদেবানন্দঃ শতগুণীকৃতঃ সনেক আনন্দো ভবতি । তথা বিরাদাশ্রয়পাসিতা শ্রোত্রিয়াদি বিশেষণে বিরাজা তুলানন্দঃ তাদিত্যাহ—তথেতি । তচ্ছ শতগুণীকৃত্যেতি তচ্ছকৌ বিরাদানন্দবিষয়ঃ । শ্রোত্রিয়াদি বিশেষণবানপি হিরণ্যগর্ভোপাসকস্বেন তুলানন্দো ভবতীত্যাহ—যচেতি । ৩

অতঃপরং গণিতনিবৃত্তিঃ ; এষ পরম আনন্দ ইত্যুক্তঃ, যন্ত চ পরমানন্দস্ত ব্রহ্মলোকোচ্ছিন্নন্দা মাত্রাঃ—উদধেরিব বিক্রমঃ ; এবং শতগুণোত্তরোত্তরবৃদ্ধ্যপেতা আনন্দাঃ যুত একতাং বাস্তি, যন্ত শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষঃ, অথ এন এব সম্প্রসাদলক্ষণঃ । পরম আনন্দঃ ; তত্র হি নাগ্ন্যং পশুতি, নাগ্ন্যং শৃণোতি, অতো ভূমা ; ভূমহাদমৃতঃ ; ইতরে তদ্বিপরীতা আনন্দাঃ । অত্র চ শ্রোত্রিয়স্বাবুজিনস্বৈ তুল্যো ; অকামহতস্বতো বিশেষ আনন্দশতগুণবুদ্ধিহেতুঃ । ৪

হিরণ্যগর্ভানন্দাত্তগুরিষ্টাদপি ব্রহ্মানন্দে গণিতভেদে প্রাকরণিকে প্রাপ্তে, প্রত্যাহ—অন্তঃ পরমিত্তি । এষোত্তমঃ পরম আনন্দ ইত্যুপক্রমা ক্রিমিত্যানন্দান্তরমুপদর্শিতমিত্যাণক্যাহ—এষ ইতি । তথাপি দৌর্যুতঃ সর্কাস্বহমুপেক্ষিতমিত্তি চেমেত্যাহ—যন্ত চেতি । প্রকৃতস্ত ব্রহ্মানন্দস্তাপরিচ্ছিন্নমাহ—তত্র ইতি । অনবচ্ছিন্নমহলমাহ—ভূমহাদিত্তি । ব্রহ্মানন্দাতিতরে পরিচ্ছিন্না মর্ত্যাস্তেত্যাহ—ইতর ইতি । অথ যত্রাণ্যং পশুতীত্যাদিভ্রুতেরিত্তি ভাবঃ । শ্রোত্রিয়াদিপদানি ব্যাখ্যায় তাৎপর্যং দর্শয়তি—অত্র চেতি । মধ্যে বিশেষণে ব্রিহতি যাবৎ । তুল্যে সর্বপরিধায়িত্তি শেষঃ । বিশেষণান্তরে বিশেষমাহ—অকামহতস্বতি । ৪

অত্রৈতানি সাধনানি শ্রোত্রিয়স্বাবুজিনস্বাকামহতস্বানি তত্ত্ব তত্ত্বানন্দস্ত প্রাপ্তাবর্থাদভিহিতানি, যথা কৰ্ম্মানি অগ্নিহোত্রাদীনি দেবানাং দেবতাপ্রাপ্তৌ । তত্র চ শ্রোত্রিয়স্বাবুজিনস্বলক্ষণে কৰ্ম্মণী অধরভূমিষপি সমানে, ইতি নোত্তরানন্দপ্রাপ্তিসাধনে অভ্যুপেয়েতে ; অকামহতস্বং তু বৈরাগ্য-তারতম্যোপপত্তে-রুত্তরোত্তরভূম্যানন্দপ্রাপ্তিসাধনমিত্যবগম্যতে । স এষ পরম আনন্দঃ বিতৃষ্ণ-শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষাধিগতঃ । তথা চ বেদব্যাসঃ—

“যচ্চ কামসুখং লোকে যুচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্ ।

• তৃষ্ণাক্ষয়মুপৈতে নারহতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥” ইতি ।

এষ ব্রহ্মলোকঃ, তে সম্রাতিতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । সোহহমেবম্ অনুশিষ্টঃ

ভগবতে তুভ্যং সহস্রং দদামি গবাম্ । অত উক্লং বিমোক্ষায়ৈব কুহীতি ব্যাখ্যাত-
মেতৎ । ৫

যথেষ্টং বিভাগমুপপাদাৎ—সিদ্ধমর্থমাহ—অত্রৈতন্নিশ্চিত । যশ্চেতাদিবাধ্যাক্ষং সপ্তমার্থঃ ।
তত্—তত্ত্বানন্দোক্তি । দৈবপ্রাপ্ততাদিনির্দেশঃ । অর্থাৎসিদ্ধিহিতত্বে দৃষ্টান্তমাহ—যথেনি ।
যে কল্পণা দেবতামিত্যাশ্রয়িত্যর্থাদিবানন্দাপ্তো যথা কল্পণি সাধনানুষ্ঠানি, তথা
যশ্চেতাদিশ্রুতিসামর্থ্যাদেতানুপিত্য শ্রোত্রিয়হাদীনি তত্ত্বদানন্দপ্রাপ্তো সাধনানি বিবক্ষিতা-
নীত্যর্থঃ ।

নমু ব্রহ্মণামবিপেষশ্রুতৌ কথং শ্রোত্রিয়হাবুজিনহয়োঃ সর্বত্র তুল্যত্বং, ন হি তে পূর্বভূমি-
ভূতে ; তথা চাকামহতত্ত্ববদানন্দোৎকর্ষে তরোরপি তেভুতেতি, তত্রাহ—তত্র চৈত-
নির্দারণার্থা সপ্তমী । ন হি শ্রোত্রিয়হাদিশৃঙ্খলঃ সার্বভৌমাদিমুখমভুতবিত্তমুৎসহতে । তথা চ
সর্বত্র শ্রোত্রিয়হাদেস্তল্যাৎ ন তদানন্দাতিরেকপ্রাপ্তাবসাধারণঃ সাধনমিত্যর্থঃ । যদু-
মানন্দতত্ত্ববুদ্ধিহেতুরকামহতত্ত্বকতো বিশেষ ইতি, তদুপপাদয়তি—অকামহতত্ত্বঃ—ইতি ।
পূর্বপূর্বভূমিষু বৈরাগ্যমুত্তরোত্তরভূমানন্দপ্রাপ্তিসাধনম্, বৈরাগ্যতঃ তরতমভাবেন পুরমকাতোপ-
পত্তেন্নিরতিশয়ন্ত তত্ত্ব পরমানন্দপ্রাপ্তিসাধনতত্ত্ববদিত্যর্থঃ । যশ্চেতাদিবাধ্যাক্ষত্বং তাৎপ-
র্যমুক্তা প্রকৃতে পরমানন্দে বিষদভুতবঃ প্রমাণয়তি—স এষ ইতি । নিরতিশয়সকামহতত্ত্বঃ
পরমানন্দপ্রাপ্তিহেতুরিত্যত্র প্রমাণমাহ—তথা চেতি । প্রকৃতং প্রত্যগভূতং পরমানন্দমেব
ইতি পরামৃশতি । ৫

অত্র হ—বিমোক্ষায়ৈতান্মিন্ বাক্যে যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিভ্রাঙ্ক্য। তীতবান্ । যাজ্ঞ-
বল্ক্যস্ত ভরকারণমাহ ক্রতিঃ—ন যাজ্ঞবল্ক্যো বহুত্বসামর্থ্যাভাবাতীতবান্,
অজ্ঞানাবা ; কিন্তুহি ? মেধাবী রাজা সর্বোভাঃ—মা মাম্ অন্তেভাঃ প্রস্নিনির্ণয়-
সানেভ্য উদরোৎসীং আবরণোং অবরোধং কৃতবানিত্যর্থঃ ; যদ্বৎ ময়া নির্ণীতঃ
প্রস্নরূপং বিমোক্ষার্থম্, তদ্বৎ একদেশেইনৈব কামপ্রস্নন্ত গৃহীত্বা পুনঃ পুনর্মাং
পর্যায়ুযুক্ত এব, মেধাবিত্বাৎ ইত্যেতত্ত্বরকারণম্,—সর্বং মদীয়ং বিজ্ঞানং কাম-
প্রস্নব্যাঞ্জেনোপাদিসংসীতি ॥২৮৫॥৩৩॥

ঐতির্থেমেধাবীত্যাচ্চা ; তাং ব্যাচষ্টে—নেতাদিনা । তথাপি কিং তত্ত্বরকারণং, তদাহ—
মদ্বদিত্তি । মেধাবিত্বাৎ প্রজ্ঞাতিশয়শালিত্বাদিত্তি যাবৎ । তদেব ভয়রকারণং, প্রকটয়তি—
সর্বমিতি ॥ ২৮৫ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যপর্যন্ত জীবগণের
পরমানন্দের মাত্রাসকল (অংশসমূহ) ভোগ করিতেছে, সেই অনন্দের মাত্রা
দ্বারা তাহার মাত্রী অর্থাৎ মাত্রার মূলভূত পরমানন্দের স্বরূপটী—সৈক্যবলবর্ণের
খণ্ডসমূহ দ্বারা যেমন লবণাচলের স্বরূপাবগতি করান হয়, তেমনিভাবে অবগত
করাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—মনুষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম অর্থাৎ

অবিকল্প—পরিপূর্ণাঙ্গঃ এবং সমৃদ্ধ—ভোগবিলাসের বিবিধ উপকরণসম্পন্ন, অধিকন্তু সমানত্বাতীত অত্যাশ্রয় ব্যক্তিগণের অধিপতি অর্থাৎ স্বাধীন প্রভু, কিন্তু, মণ্ডলেশ্বর (খণ্ডভূমির ঈশ্বর) নহে, এবং মনুষ্য-জন্ম সর্বপ্রকার ভোগসম্পন্নতম অর্থাৎ যে সমুদয় ভোগোপকরণ কেবল মনুষ্যগণেরই প্রাপ্তিস্বার্থে, সেই সমুদয় ভোগ-সামগ্রী শালী অত্যাশ্রয় মনুষ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভোগসামগ্রীপূর্ণ। সেই আনন্দই মনুষ্যের পরম আনন্দ। এখানে ‘মানুষ্যকৈঃ’ এই বিশেষণ দ্বারা দৈব ভোগের নিবৃত্তি করা হইয়াছে। ১

[সেই মনুষ্যগণের মধ্যে যাহা পরম আনন্দ অর্থাৎ যিনি পরমানন্দশালী] এই বাক্যে যে, আনন্দ ও আনন্দীকে অভিন্নরূপে অর্থাৎ আনন্দবান্ ব্যক্তিকেই আনন্দরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে; ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, উভয়ই এক—কেহই ভিন্ন পদার্থ নহে। পবমানন্দেব এই মাত্রাই (অংশই) যে, বিষয় ও বিষয়িভাবে (গ্রাহ-গ্রাহকরূপে) বিভূত হইয়াছে, একথা ‘যখন তিন্নেরই মত হয়’ ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইয়াছে। অতএব ‘পরম আনন্দঃ’ বলিয়া আনন্দ ও আনন্দবানের অভেদ নির্দেশ করা উপযুক্তই হইয়াছে। ঋষিঋষিাদি নৃপতিগণ ইহার উদাহরণ। এক্ষণে সর্বাঙ্গে মনুষ্যের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর শতশতক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরমানন্দের অনুমান করিবার পর, যেখানে আনন্দের বিভাগ নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই পরম আনন্দ অনুভবগোচর করাইতেছেন। উক্ত আনন্দই পর-পর শতশতক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, যেখানে বৃদ্ধির চরম সীমা প্রাপ্ত হয়, যেখানে দর্শন শ্রবণ ও মননের অভাব নিবন্ধন গণিতের ক্রিয়া—গণনাও নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই পরমানন্দের স্বরূপ নিরূপণের অভিপ্রায়ে অতঃপর বলিতেছেন—মনুষ্যগণের যে, এইরূপ শতশতগুণিত আনন্দ, জিতলোক পিতৃগণের পক্ষে তাহা একটীমাত্র আনন্দ। জিতলোক অর্থ,—যাহারা শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধাদি কৰ্ম দ্বারা পিতৃগণকে পাক্তিত্ব করিয়া, সেই লোক জন্ম করিয়াছেন; সেই পিতৃগণের নিকট মনুষ্যগণের শতশতগুণিত আনন্দও এক আনন্দ হয়; সেই শতশতগুণিত আনন্দও আবার গন্ধর্ব্বলোকে এক আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয়, এবং গন্ধর্ব্বলোকে যাহা শতশতগুণিত আনন্দ, তাহাও কৰ্ম্মদেবগণের, এক আনন্দ। কৰ্ম্মদেব কাহারা? যাহারা অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম দ্বারা দেবতা লাভ করিয়াছেন। ২

পূর্ব্বের প্রান্ত কৰ্ম্মদেবগণের শতশতগুণিত আনন্দও আবার অজান দেবগণের এক আনন্দ। ‘আজান’ অর্থ—যাহারা জান হইতে অর্থাৎ উৎপত্তিকাল হইতেই

দেবতা, ফলকথা—যাহারা দেবতারূপে জন্মলাভ করিয়াছেন। আজান দেব এবং যিনি শ্রোত্রিয়—অধীতবেদ (১) ও অবুজিন—বুজিন অর্থ পাপ, তদ্বিক্রীণ এবং অকামহত অর্থাৎ নিস্পৃহ—আজ্ঞান দেবগণের অধস্তন যত প্রকার বিষয় আছে, সে সমুদয় বিষয়ে অভিশেষশূন্য; এবহুত সাধুর আনন্দ ও আজানদেবের আনন্দ সমান বা একরূপ। “যশ্চ” এই “চ” হইতে বুঝা যায় যে, তাহাদের শতগুণিত আনন্দও প্রজাপতিলোকে অর্থাৎ বিরীটশরীরে এক আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয়। এখানেও ‘যশ্চ’ ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ববৎ। পুনশ্চ ইহার শতগুণিত আনন্দ আবার হিরণ্যগর্তীত্বক ব্রহ্মলোকে একটী আনন্দরূপে গৃহীত হয়। এখানেও ‘যশ্চ’ ইত্যাদির অর্থ পূর্ববৎ। ৩

ইতঃপর গণিত সংখ্যানিবৃত্তি—সে আনন্দের আর কোনরূপ সংখ্যা বা পরিমাণ নাই। পূর্বে পরম আনন্দ বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, সমুদ্রের জলবিন্দুর স্রোত ব্রহ্মলোকাদিগত আনন্দ তাহার মাত্রা অর্থাৎ কণামাত্র। এই ভাবে উত্তরোত্তর শতগুণক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আনন্দরাশি যেখানে যাইয়া একত্র প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এক হইয়া যায়, এবং যাহা শ্রোত্রিয়গণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাই সম্প্রদাদরূপ পরম আনন্দ; তাহাতে অণু কিছু দর্শন হয় না, অণু কিছু শ্রবণ করী যায় না; ততএব, তাহা ভূমা মহান্; ভূমা বলিয়াই অমৃত অর্থাৎ অবিনশ্বর; ভূমার্ভিন্ন সমস্ত আনন্দই তদ্বিপরীত অর্থাৎ বিনাশীল। পূর্বোক্ত বিশেষণত্রয়ের মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও “অবুজিনত্ব” বিশেষণদ্বয় তুল্যার্থক, কিন্তু অকামহতত্বরূপ বিশেষণটাই (ধর্মটী) শতগুণ আনন্দের বৃদ্ধিহেতু। ৪

অগ্নিহোত্রাদি কর্মসকল যেমন দেবত্বপ্রাপ্তির সাধন, এই স্থানেও উক্ত শ্রোত্রিয়ত্ব, অবুজিনত্ব ও অকামহতত্বই পূর্বোক্ত সেই সেই আনন্দবিশেষ-প্রাপ্তির সাধনরূপে অভিহিত হইয়াছে; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবুজিনত্ব-রূপী ধর্মদ্বয় সর্বাবস্থায়ই সমান; এইজন্ত উহাদিগকে আর পরবর্তী আনন্দলাভের সাধন বা উপায় বলিয়া স্বীকাব করা হয় না; কিন্তু বৈরাগ্যের উৎকর্ষাপকর্ষের কারণ বিধায়, কেবল অকামহতত্ব ধর্মটাই উত্তরাবস্থায়ও আনন্দ প্রাপ্তির সাধন

(১) তাৎপর্য—শ্রোত্রিয় অর্থ—কেবল বেদবিদ নহে, পরন্তু তাহার লক্ষণ এইরূপ—“একাং শাখাং সকল্যাং বা বড়্ভিরঙ্গৈরধীতা বা। যদ্বৈকস্মিন্নিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নান্দ ধর্মবিৎ।” ইতি।

অর্থাৎ যিনি একটি বেদাঙ্গের সহিত, অন্ততঃ কল্পদ্বয়ের সহিত একটা বেদুপাখ্য অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত যদ্বৈকস্মিন্নিরতো থাকেন, তাদৃশ ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ‘শ্রোত্রিয়’ বলে।

বা উপায়, ইহাই উক্ত কণায় বুঝা যাইতেছে । বেদব্যাঙ্গও এইরূপ বলিয়াছেন,—
 ‘জগত্ত যাহা কাম-সুখ অর্থাৎ কামোপভোগজনিত সুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ, আর
 যাহা স্বর্গীয় মহৎ সুখ, এই উভয়-সুখই তৃষ্ণা-ক্ষয়জনিত, সুখের অর্থাৎ কৈরাগ্য-
 সুখের ঘোড়শ ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে’ । অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,
 হে সম্রাট, ইহাই সেই ব্রহ্মলোক । তখন সম্রাট বলিলেন, এই প্রকারে অনু-
 শাশন প্রাপ্ত আমি পূজনীয় আপনাকে সহস্র গো দান করিতেছি; অতঃপর
 বিমোক্ষার্থই বলুন ; এ সব কথা বিস্তারিতরূপে পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ৫
 এখানে “বিমোক্ষার্থ” এই বাক্য শ্রবণে যাজ্ঞবল্ক্য ভীত হইলেন । শ্রুতি
 নিজেই যাজ্ঞবল্ক্যের ভয়ের কারণ বলিয়া দিতেছেন,—যাজ্ঞবল্ক্য যে, বলিবার
 ক্ষমত্যাভাবে ভীত হইয়াছিলেন, কিংবা জ্ঞান-দুর্বলতা বশতঃ ভীত হইয়াছিলেন,
 তাহা নহে; তবে কি না, বিচক্ষণ রাজা সমস্ত প্রশ্ন নির্ণয়ের অস্ত্র বা অবসানের
 জন্ত অর্থাৎ চরম সিদ্ধান্ত বলিবার জন্ত আমাকে আবদ্ধ বা অনুবদ্ধ করিতেছেন ;
 ইহাই ভয়ের কারণ । তাৎপর্য্য এই যে, আমি বিমোক্ষার্থ যে যে প্রশ্নোত্তর
 নির্ণয় করিয়া বলিয়াছি, রাজা তৎসমস্তই মোক্ষপ্রশ্নের একদেশরূপে গ্রহণ করিয়া
 পুনঃ পুনঃ আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন, এবং আমার সমস্ত বিজ্ঞান পূর্বোক্ত
 কাম-প্রশ্নচ্ছলে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন ॥ ২৮৫ ॥ ৩৩ ॥

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নাস্তে রত্না চরিত্বা দৃষ্টে ব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ
 পুনঃ প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিযোম্যাদ্রবতি বুদ্ধাস্তায়ৈব ॥ ৮৬ ॥ ৩৪ ॥

সরলার্থঃ ১—সঃ বৈ এষঃ (আত্মা) এতস্মিন্ স্বপ্নাস্তে (স্বপ্নে) রত্না
 চরিত্বা, পুণ্যং (পুণ্যকলং সুখং) চ, পাপং (পাপকলং দুঃখং) চ, দৃষ্টী এব (ন তু
 কৃত্বা), পুনঃ প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিযোমি বুদ্ধাস্তায় (জাগ্রদবস্থায়ৈ) এব আদ্রবতি
 [পূর্বোক্তব্যাখ্যানমেতৎ] ॥ ২৮৬ ॥ ৩৪ ॥

মুদ্রাস্তান্দঃ ১—সেই এই আত্মা এই স্বপ্নাবস্থায় রমণ ও
 পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল—সুখ ও দুঃখ কেবল
 দর্শন করিয়া পুনর্ববার জাগ্রদবস্থায় জগত্ স্বপ্নের বিপরীতক্রমে যথাস্থানে
 ধাবিত হয় ॥ ২৮৬ ॥ ৩৮ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—অত্র বিজ্ঞানময়ঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মা স্বপ্নে প্রদর্শিতঃ,
 স্বপ্নাস্তবুদ্ধাস্তসংস্কারেণ কার্য্যকরণব্যতিরিক্ততা কাম-কর্ম্মপ্রবিলোকন অনন্ততয়া
 মহামৎসুদৃষ্টাস্তেন প্রদর্শিতঃ । পুনশ্চ অবিজ্ঞানকার্য্যং স্বপ্ন এব দৃষ্টীবেত্যাदिना

প্রদর্শিতম্ ; অর্থাৎ বিজ্ঞান্যঃ সত্যং • নির্দারিতম্—অতঃপর্যায়োপগমরূপত্বম্
অনাস্বপ্নম্ভবঃ । তথা বিজ্ঞান্যঃ কার্য্যং প্রদর্শিতং—সর্বস্বাত্মকঃ স্বপ্নে এব
প্রত্যক্ষত্বঃ সর্বোহস্মিতি বৃত্তিতে, সোহস্মি পরম্য লোকঃ—ইতি ১। তত্র চ
সর্বস্বাত্মকঃ স্বভাক্বেহত্ব, এবম্ অবিজ্ঞান্যকামকর্ম্মাদি-সর্বসংসারধর্ম্মসম্বন্ধাতীতং
রূপমন্ত সাক্ষ্যং স্বপ্নে বৃত্তত ইত্যেতদ্বিজ্ঞাপিতম্ । স্বপ্নজ্যোতিরান্মা এব, পরম
আনন্দঃ, এব বিজ্ঞান্য বিধয়ঃ, স এব পরম্য সংপ্রসাদঃ, স্বপ্নে চ পরা কাটা,
ইত্যেতৎ—এবমন্তেন গ্রহেন ব্যাখ্যাতম্ । ১ ।

টীকা । স বা এব এতন্নিরিত্যাহ্যন্তরগ্রন্থত্ব সন্ধকং বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—অত্রৈতি ।
অত্রায়ং পুরুষঃ স্বপ্নজ্যোতির্ভবতীতি বাক্যং সপ্তমার্থঃ । বৃত্তমর্থাস্তরমুদ্রবতি—স্বপ্নান্তেতি ।
কার্য্যকরণব্যতিরিক্তত্বং প্রদর্শিতমিতি সন্ধকঃ । উক্তমর্থাস্তরমাহ—কামেতি । অথ যত্রৈব
ব্রহ্মীবেত্যাদাবুক্তমনুভাবতে—পুনশ্চেতি । কিং তৎকার্য্যপ্রদর্শননামর্থ্যাদিরিক্তমবিজ্ঞান্য
সত্যং, তদাহ—অতঃপরেতি । অনাস্বপ্নম্ভবমাস্মিন চৈতন্যবদন্যতাবিকৃতম্ । অবিজ্ঞান্য-
বিজ্ঞান্যকার্য্যং চ স্বপ্নে সর্বাস্বভাবলক্ষণং প্রত্যক্ষত এব প্রদর্শিতমিত্যাহ—তথৈতি । স্বপ্নেহপি
স্বপ্নবদেতদর্শিতমিত্যাহ—এবমিতি । সাক্ষ্যং স্বরূপচৈতন্যবশাদিত্যেতৎ । অন্তর্গতমন্ত স্ব-
পরামর্শো ন স্মাদিতি ভাবঃ । উক্তং বিজ্ঞান্যকার্য্যং নিগময়তি—এষ ইতি । তমেব বিজ্ঞান্যবিধয়ঃ
বিশদয়তি—স এব ইতি । বৃত্তানুবাদমুপদংহরতি—ইত্যেতদ্বিতি । এবমন্তেন গ্রহেন ব্রহ্ম-
লোকান্তবাক্যেনেতি বাবৎ । সোহস্মিত্যাদেস্তাংপর্যায়বদতি—অত্রৈতি । যতো রাজ্যেৎ
মন্তে, অতন্তত্ত্ব সহস্রদানে বৃত্তা প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ । অত উক্তমিত্যাদেস্তিপ্রায়মনুদ্রবতি—তে
চেতি । যদ্যপি যথোক্তলক্ষণে মোক্ষ-বন্ধনে প্রাগেবোপদিষ্ট, তথাপি পূর্বোক্তং সর্বং দৃষ্টান্ত-
ভূতমেব ত্যায়রতি, যতো রাজা ভ্রামতি, অতো মোক্ষবন্ধনে দাষ্টান্তিকভূতে বক্তব্যে রাজ-
বন্ধোনেতি মন্তমানন্তঃ প্রেরয়তীত্যর্থঃ । ১

তচ্চৈতৎ সর্বং বিমোক্ষপদার্থন্ত দৃষ্টান্তভূতং বন্ধনন্ত চ ; তে চ এতে মোক্ষ-
বন্ধনে সহেতুকে সপ্রপঞ্চে নিদিষ্টে বিজ্ঞান্যবিজ্ঞান্যকার্য্যে, তৎ সর্বং দৃষ্টান্ত-ভূতমেব,
ইতি তদদৃষ্টান্তিকস্বভাবো মোক্ষ-বন্ধনে সহেতুকে কামপ্রার্থভূতে ভ্রয়া বক্তব্যে,
ইতি পুনঃ পর্যায়মুদ্রুক্তে জনকঃ—অত উক্তং বিমোক্ষায়ৈব ক্রহীতি । ২ ।

বন্ধমোক্ষকোর্য্যোক্তব্যেণ প্রাপ্তয়োপি প্রথমং বন্ধো বর্ণ্যত ইতি বক্তুং দৃষ্টান্তং স্মারয়তি—
তত্রৈতি । দৃষ্টান্তমন্ত দাষ্টান্তিকন্ত বন্ধন্ত স্মৃতিত্বং দর্শয়তি—যথা চেত্যাদিনা । উভৌ
লোকাবিত্যত্র প্রথমমেবংশ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ । বৃত্তমন্তানন্তরপ্রকরণমুপায়তি—তদ্বিহেতি । অজ্ঞঃ
সংসারী সপ্তমার্থঃ । সনিমিত্তঃ কামাদিনা নিমিত্তেন সহিতমিত্যেতৎ । ২

তত্র মহামন্তব্যং স্বপ্নবুদ্ধান্তাবসঙ্গঃ সঙ্করশ্লোক আত্মা স্বপ্নজ্যোতিরিত্যুক্তম্ ।
যথা চাসৌ কার্য্যকরানি মূর্ত্যুরূপানি পরিত্যজ্যনুপাদদানচ মহামন্তব্যং
স্বপ্নবুদ্ধান্তাবসঙ্গরতি, তথা জায়মানো ব্রহ্মমাণশ্চ তৈরেব মূর্ত্যুরূপৈঃ সংযজ্যতে

বিযুক্ত্যতে, চ, উভৌ লোকাবমুসঞ্চরতীতি - সঞ্চরণং স্বপ্নবুদ্ধাস্তান্নসঞ্চারত্ব
দাষ্টান্তিকত্বেন সৃঢ়িতম্; তদ্বিহ বিত্তরেণ সনিমিত্তং সঞ্চরণং বর্ণয়িতব্যমিতি
তদর্থোহস্মদ্রমন্তঃ । তত্র চ বুদ্ধান্তাং স্বপ্নান্তমুসম্যক্তান্নপ্রবেশিতঃ; তস্মাৎ
সম্প্রসাদস্থানং মোক্ষদৃষ্টান্তভূতম্; ততঃ প্রচ্যাক্য বুদ্ধান্তে সংসারব্যবহারঃ প্রদর্শয়ি-
তব্য ইতি, তেনাস্ত সঙ্করঃ । স বৈ বুদ্ধান্তাং স্বপ্নান্তক্রমেণ সম্প্রসন্ন এষঃ, এতস্মিন
সম্প্রসাদে স্থিত্য ততঃ পুনরীষৎ প্রচ্যাতঃ স্বপ্নান্তে ঐত্বা চরিত্তেত্যাদি পূর্ববৎ
—বুদ্ধান্তায়ৈবাত্রবতি ॥ ২৮৬ ॥ ৩৪ ॥

প্রকরণান্তমুক্তা । সমনস্তরবাক্যস্ত বাবহিতেন সম্বন্ধমাহ—তত্র চেতি । স বা এষ এতস্মিন
বুদ্ধান্তে রত্বতাপক্রম্য স্বপ্নান্তায়ৈবতি বাক্যং সপ্তম্যা পরামৃগ্যতে । স্বপ্নান্তশব্দস্ত স্বপ্ন-
বিষয়বাবৃত্তার্থঃ বিশিনষ্টি—সংপ্রসাদেতি । কথং পুনঃ সম্প্রসন্নস্ত সংসারোপবর্ণনমিত্যা-
শঙ্ক্য—তত ইতি । প্রাণ্ডস্তঃ সপ্তম্যার্থো বাবহিতো গ্রন্থস্তেনেতি পরামৃগ্যতে । সমনস্তরগ্রন্থঃ
যষ্ঠোচ্যতে । বাক্যস্ত বাবহিতেন সম্বন্ধমুক্তা তদক্ষরাণি যোজয়তি—স বৈ বুদ্ধান্তাদিতি ।
স্বপ্নান্তে রত্বা চরিত্তেত্যাদি বুদ্ধান্তায়ৈবাত্রবতীতোতদন্তং পূর্ববদিত যোজন ॥ ২৮৬ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—[পূর্বশ্রুতিতে] বিজ্ঞানময় আত্মার স্বপ্নাবস্থায় স্বয়ং
জ্যোতিঃস্বভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় গমনা-গমন
ক্রমে কার্য্যকর (দেহেন্দ্রিয়াদি) হইতে বিভিন্নতা এবং মহামৎস্তের দৃষ্টান্ত
দ্বারা আত্মার অসঙ্কত ও (নিষ্পাপত্বও) প্রদর্শিত হইয়াছে । পুনশ্চ স্বপ্নেই “স্বস্তীব”
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সর্বপ্রকার বিত্তা ও অবিত্তাকার্য্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহা
দ্বারাই অবিত্তার বাহা তত্ত্ব—অতর্ক্যসাধ্যারোপণ, (অর্থাৎ বাহাতে বাহা নাই,
তাহাতে তাহার আরোপণ করা এবং অনাঅদর্শত্ব, তাহা ও নির্দ্বারিত হইয়াছে ।
এইরূপ, বিত্তার কার্য্য যে সর্কীয়ভাব, তাহাও স্বপ্নাবস্থাতেই ‘সর্বোহহমস্মি’ অর্থাৎ
আমিই সর্কীয়ক—এইরূপ সাংক্য অনুভবানুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে; এই
সর্কীয়ভাবই ইহার পরম লোক । উক্ত সর্কীয়ভাবই আত্মার অবিত্তা কামনা ও
কর্ম্মপ্রভৃতি সর্ববিধ সাংসারিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধরহিত স্বাভাবিক রূপ, এবং সুবৃষ্টি
সময়ে ইহার প্রত্যক্ষোপলব্ধি হইয়া থাকে, একথাও বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত
হইয়াছে । তাহার পর এইপর্য্যন্ত গ্রন্থে, স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা, ইহাই
পরম আশ্রিত, ইহা বিত্তার বিষয়, ইহাই সেই সম্প্রসাদ এবং ইহাই সূত্বের পরা
কাষ্ঠা, এ সমস্ত বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে । ১ ।

পূর্ব শ্রুতিতে ঐ যে সমস্ত বিষয় কথিত হইয়াছে, [সুবৃষ্টিতে হইবে যে,] সে
সমস্ত হইতেছে—বর্ণনীয় মোক্ষ ও বন্ধ পদার্থের দৃষ্টান্ত বা উদাহরণস্বরূপ । সেই

মোক্ষ ও বন্ধন উভয়ই বিদ্যা ও অবিদ্যার ফলস্বরূপ, অর্থাৎ বিদ্যার ফল—মোক্ষ, আর অবিদ্যার ফল—বন্ধন । এই মোক্ষ ও বন্ধন এবং তাহার হেতুভূত বিদ্যা ও অবিদ্যা বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে ; প্রকৃত পক্ষে অপরাপর শিষ্য সমূহ এই মোক্ষ ও বন্ধনই দৃষ্টান্ত মাত্র ; এই কারণে তাহার দার্ষ্টান্তিক-স্থলবর্তী [বাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহাকে দার্ষ্টান্তিক বলে ।] কামপ্রণের বিষয়ীভূত সেই মোক্ষ ও বন্ধন এবং তাহার হেতুভূত তোমাকে অবশ্য বলিতে হইবে ; এই জন্ত জনক মহারাজ বাজ্রবাক্যকে প্রকৃত মোক্ষ-তত্ত্ব বলিবার জন্ত বারংবার অনুরোধ করিতেছেন । ২ ।

তন্মধ্যে পূর্বে কথিত হইয়াছে, মহামৎস্তের ঋণ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ একই আত্মা অসঙ্গভাবে স্বপ্ন ও জাগরণে সঞ্চরণ করিয়া থাকে । সেখানে এই আত্মা মহামৎস্তের ঋণ মৃত্যুস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়সংঘাতকে একবার ত্যাগ করিয়া আবার গ্রহণ করত যেমন স্বপ্ন ও জাগরণে সঞ্চরণ করিয়া থাকে, তেমনি জন্ম-মরণ গময়েও মৃত্যুরূপ সেই দেহেন্দ্রিয়ার সহিতই সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে । এইরূপে কথিত উভয় লোকে সঞ্চরণই যে, স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থার ক্রমসঞ্চারের দার্ষ্টান্তিক, তাহার সূচনা করা হইয়াছে । এখন সেই সঞ্চরণ ও তাহার কারণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে হইবে ; এই জন্ত পরবর্তী শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে । প্রথমতঃ আত্মার জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থায় প্রবেশ দেখান হইয়াছে ; সেই স্বপ্নাবস্থা হইতে আবার মোক্ষের দৃষ্টান্ত—মোক্ষের অনুরূপ সম্প্রদানাদামক সুষুপ্তি অবস্থাও প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই সুষুপ্তি অবস্থার পর এখন জাগ্রৎকালীন সংসারব্যবহার প্রদর্শন করা আবশ্যক ; এইরূপ সম্বন্ধ লইয়া পরবর্তী শ্রুতি আরম্ভ হইয়াছে । সেই এই আত্মা জাগ্রদবস্থা হইতে ক্রমে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; সেই সুষুপ্তি অবস্থায় অবস্থান করত, সেই অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ স্থলিত হইয়া, পুনরায় স্বপ্নাবস্থায় রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া, পূর্ববৎ পুনশ্চ জাগ্রদবস্থার দিকে ধাবিত হয় ॥২৮৬॥৩৪॥

তদ্যথানঃ স্তসমাহিতমুৎসজ্জদ্ যায়াদেবমেবায়ং শারীর আত্মা
প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্বরূঢ় উৎসজ্জন্ যাতি, যত্রৈতদুচ্ছোচ্ছাসী
ভবতি ॥ ২৮৭ ॥ ৩৫ ॥

সরসার্থঃ ।—[জীবন্ত স্বপ্নাৎ জাগরণপ্রাপ্তিত্বায়েন দেহাৎ দেহান্তরগ্ৰাস্তি-
প্রকারমাহ—‘তদ্যথা’ ইত্যাদিনা ।] অনঃ (শকটং) স্তসমাহিতং (ভ্রম্যসম্ভার-

পূর্ণং সৎ) যথা উৎসর্জ্যং (শব্দং কুর্যং) যায়াং (গচ্ছেৎ) ; এবম্ এব অয়ং (বর্ণ-
নীকঃ) শারীরঃ (শরীরাত্মিনী) আত্মা . ৫ জীবঃ) প্রোক্তেন (পরমাত্মনা)
অস্বাক্রুতঃ (অধিষ্ঠিতঃ সন্ ৬ উৎসর্জ্যং (মূৰ্দ্ধচ্ছেদবর্ণাং হৃৎখবেদনয়া ক্যুতরশব্দং
কুর্যন, অথবা . বিজ্ঞানদেহং পরিত্যজন্) য়াতি । যত্র (যুগ্মিন্ সময়ে) 'এতৎ
(ইথং) উক্কোচ্ছাসী ভবতি (উচ্চৈঃ উক্কপাসবান্ আসন্নমৃত্যুঃ ভবতি
'ইত্যর্থঃ) ॥ ২৮৭ ॥ ৩১ ॥

মূক্তানুবাদঃ :—[জীব 'যেমন স্বপ্ন হইতে পুনর্ব্বার 'জাগরণে'
যায়, তেমনি এক দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইতেছে—]
নানাবিধদ্রব্যসম্ভারপূর্ণ শকটং যেরূপ শব্দ করিতে করিতে চলিতে থাকে,
ঠিক এইরূপই এক-শরীরাত্মিনী জীবাত্মাও, যখন উক্কপাস উপস্থিত হয়,
তখন প্রোক্তসংস্কৃতক পরমাত্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) হইয়া,
মূৰ্দ্ধান্তিক শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যায় ; (অথবা উৎসর্জ্যং য়াতি—
এই দেহ ত্যাগ করিয়া যায়) ॥ ২৮৭ ॥ ৩৫ ॥

• **শাক্ষরভাষ্যম্** :—ইত আরভ্যাস্ত সংসারো বর্ণ্যতে,—যথা অয়মাত্মা
স্বপ্নাস্তাদ্ বুদ্ধাস্তমাগতঃ, এবময়ম্ অস্মাং দেহাং দেহান্তরং প্রতিপৎসতে, ইত্যাহ
অত্র দৃষ্টান্তম্—৩৭ তত্র যথা লোকে, অনঃ শকটং, স্তমমাহিতং স্তম্ভু ভৃশং বা
সুমাহিতং ভাণ্ডোপস্করণেণ উলুখলমুসলশূর্ণপিঠাদিনা অন্তাভেন চ সম্পন্নং
সম্ভারেণাক্রান্তমিত্যর্থঃ ; তথা ভারাক্রান্তং সৎ উৎসর্জ্যং শব্দং কুর্যং যথা যায়াং
গচ্ছেৎ শাকটিকেনাধিষ্ঠিতং সৎ ; এবম্বেব যথা উক্কো দৃষ্টান্তঃ, অয়ং শারীরঃ
শরীরে ভবঃ ; কোহসৌ ? আত্মা লিঙ্গোপাধিঃ, যঃ স্বপ্নবুদ্ধান্তাবিব জন্মমরণাত্যাং
পাপ্মসংসর্গবিয়োগলক্ষণাত্ম্যম্ ইহলোক-পরলোকে অমুস্করতি, যস্ত উৎক্রমণম্
অমু প্রোণাহ্যাক্রমণম্, সঃ প্রোক্তেন পরোহাত্মনা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবেন অস্বাক্রুতঃ
অধিষ্ঠিতঃ অবভাসমানঃ, তথা চোক্তম্—“আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষান্তে পল্যয়তে”
ইতি, উৎসর্জ্যং য়াতি । ১

টীকা । তদ্বশেতাদেঃ ইতি হু কাময়মান ইত্যস্ত সন্দর্ভস্ত তাৎপর্যং তদ্বিহেতাত্রোক্ত-
সমুদয়তি—ইত আরভ্যেতি । তদ্বশেতাস্মাৎক্যাদিতোক্তং । দৃষ্টান্তবাক্যমুপাং ব্যাকরোতি—
যশেতাদিনা । ইত্যত্র দৃষ্টান্তবাহেতি বোজন । ভাণ্ডোপস্করণেণ ভাণ্ডগ্রমুণেণ গৃহোপস্করণে-
নৈতি বাৰ্যং । তদেবোপস্করণং বিশিনষ্টী-উলুখলেতি । পিঠরং পাকার্থং স্থলং ভাণ্ডম্ ।
অবয়ং বর্ণ্যমিহ যথাশব্দোহনুযতে । লিঙ্গবিশিষ্টমাত্মনঃ বিশিনষ্টী-যঃ যথেষ্ট । জন্মমরণে
বিশদয়তি—পাপ্ময়তি । কার্যকরণানি পাপ্ময়নেনোচ্যন্তে । শারীরস্ত প্রাধান্যং জ্যোতস্বতি—

যন্তেতি । উৎসর্জন্ যাতিতি চেৎ, তদাকীকৃতমাস্থনো গমনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রৈতি ।
লিঙ্গোপাধেয়াস্বনো গমনপ্রতীতিরিত্যর্থকরণশ্রুতিং প্রমাণয়তি—তথা চেতি । উৎসর্জন্
যাতিতিক্রমতমুখ্যার্থবাচ্যমাস্থনো নন্ততো গমনং কিংবা আদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ধ্যায়তীবতি
চেতি । উপাধিকমাস্থনো গমনমিত্যত্র লিঙ্গান্তরমাহ—অত এবোতি । কথমেতাবতা
নিরূপাধেয়াস্বনো গমনং নেত্বাচেৎ, তত্রাহ—অত্বেতি । ১

তত্র চৈতজ্ঞাস্থ্যজ্যোতিষা ভাস্ত্রে লিঙ্গে প্রাণ-প্রধানে গচ্ছতি সতি, তদ্র-
পাম্মিরপ্যাত্মা গচ্ছতীব ; তথা চ শ্রুত্যন্তরং—“কস্মিন্নহম্” ইত্যাদি, “ধ্যায়তীব”
ইতি চ, অত এবোক্তম্,—প্রাজ্ঞেনাস্থনাঘাক্রূত ইতি ; অত্থথা প্রাজ্ঞেনেকীকৃতঃ
শকটবৎ কথমুৎসর্জন্ যাতি । তেন লিঙ্গোপাধিরাত্মা উৎসর্জন্ মৰ্ম্মস্থ নিকৃত্য-
মানেষু হঃখবেদনয়া আর্ন্তঃ শব্দং কুর্সন্, যাতি গচ্ছতি । তৎ কস্মিন্ কালে,
ইত্যাচ্যতে,—

বত্রেতত্ত্ববতি, এতদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ; উক্কোচ্ছাসী বত্রোচ্ছোচ্ছাসিসিদ্ধমন্ত
ভবতীতির্থঃ । দৃশ্যমানস্তাপানুবদনং বৈরাগ্যহেতোঃ—ঈদৃশঃ কষ্টঃ খবয়ং সংসারঃ,
যেনোৎক্রান্তিকালে মৰ্ম্মস্থংকৃত্যমানেষু স্থতিলোপঃ, হঃখবেদনার্ন্তস্ত পুরুষার্থ-
সাধনপ্রতিপত্তৌ চাসামর্থ্যং পরবশীকৃতচিন্তস্ত ; তস্মাৎ বাবদিয়মদহা নাগমিষ্যতি,
তাবদেব পুরুষার্থসাধনকর্তব্যতায়াম্ অগ্রমন্তো ভবেৎ—ইত্যাহ কৰ্ম্মণ্যাৎ
শ্রুতিঃ ॥২৮৭॥৩৫॥

প্রমাণকলং নিগময়তি—তেনেতি । তৎ কস্মিন্নিত্যত্র তচ্ছব্দেনার্ন্তস্ত শব্দবিশেষকরণপূর্বকং
গমনং গৃহ্যতে । এতদুচ্ছোচ্ছাসিসিদ্ধমন্ত যথা শ্রাৎ, তথাবহা যস্মিন্ কালে ভবতি, তস্মিন্ কালে
তদগমনমিত্যুপপাদয়তি—উচ্যত ইত্যাদিনা । কিমিতি প্রত্যকমর্থং শ্রুতিরনুবদতি, তত্রাহ—
দৃশ্যমানস্তেতি । কথং সংসারস্বরূপানুবাদমাভ্রোণ বৈরাগ্যসিদ্ধিস্তত্রাহ—ঈদৃশ ইতি । ঈদৃশম্বেব
বিশদয়তি—যেনেত্যাদিনা । অনুবাদশ্রুতেরতিপ্রায়মুপসংহরতি—তস্মাদিতি ॥ ২৮ ॥ ৩৫ ॥

ভাস্ত্রানুবাদঃ—এই শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবের সংসারক্রম
বর্ণিত হইতেছে । এই জীবাত্মা স্বপ্নাবস্থা হইতে যেরূপ জাগ্রদবস্থায় উপস্থিত হয়,
(লোকান্তরগমনের ক্রমও) ঠিক সেইরূপ, সেই আত্মা যে, এক দেহ হইতে
অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্বিবয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—জগতে অনস্—
শকট যেমন স্রুসমাহিত—উত্তমরূপে অথবা অতিশয়রূপে সমাহিত হইয়া,
অর্থাৎ বিবিধ ভাঁও ও ভাণ্ডসংস্কারক উদ্বল, মুসল, কুলা ও পাক্ষাত্ত প্রভৃতি
এবং বায়ুসামগ্রীতে পূর্ণ হইয়া—দ্রব্যভারে আক্রান্ত এবং শকটচালক দ্বারা
পরিচালিত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে গমন করিয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ
অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তের মত, এই শারীর—শরীরাত্মানী—, এই শারীর—কে

আত্মা—লিঙ্গশরীরোপহিত, যিনি পুণ্যপাপহেতু দেহেন্দ্রিয়ের সঙ্ঘিত সংযোগ-
নিয়োগাত্মক জন্ম-মরণক্রমে স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থার জ্ঞান ইহলোকে ও
পরলোকে সঞ্চর্ষণ (গমনাগমন) করিয়া থাকে, এবং বাস্তব দেহত্যাগের সঙ্গে-
সঙ্গে প্রাণাদিও উৎক্রমণ করিয়া থাকে; সেই আত্মা, স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব প্রাক্ত
পরমাত্মাকর্তৃক অস্বাক্ষরিত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া, কাতর শব্দ
করিতে করিতে চলিয়া যায়। [আত্মা যে, পরমাত্মজ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত
হয়, [অগ্নিও] এ কথা উক্ত আছে;—যথা ‘এই জীবাত্মা আত্মজ্যোতির
সাহায্যেই সৃষ্টি লাভ করে, এবং যাতারাত করে’ ইতি । ১

[তন্মধ্যে বিশেষ এই যে,] চৈতন্যজ্যোতিঃ-প্রকাশ প্রাণপ্রধান (প্রাণ
স্বাধীনে প্রধাম, সেই) লিঙ্গ শরীরই দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহাতে লিঙ্গদেহো-
পাখিক আত্মাও বহু বহির্গমন করিতেছে বলিয়া মনে হয়, [কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে
আত্মার কোথাও গমন বা আগমন নাই (১) ; এ বিষয়ে অল্প শ্রুতিও আছে—
‘যথা’ কে উৎক্রমণ করিলে আমি উৎক্রমণ করিব ? ’ এবং ‘যেন ধানই করিতেছে’
ইত্যাদি । এই জ্ঞানই এখানে প্রাক্ত পরমাত্মার অধিনায়কতার কথা বলা হইয়াছে ;
তাহা না হইলে, প্রাক্ত আত্মার সহিত একীভূত হইলে, শব্দটের জ্ঞান শব্দ করিতে
করিতে চলিয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় কিরূপে ? এই কারণে বলিতে হইবে
যে,] লিঙ্গশরীরোপাধিবৃত্ত আত্মা—[প্রাণ সময়ে] মর্শ্বগ্রস্তিসমূহ যখন ছিন্ন
হইতে থাকে, তখন সেই ত্যাগাত্মক কাতর হইয়া শব্দ করত দেহ হইতে
বহির্গত হয় । কোন সময়ে বহির্গত হয়, তাহা বলা হইতেছে—

যে সময়ে এইরূপ হয় ; শ্রুতির ‘এতৎ’ পদটী ‘ভবতি’ ক্রিয়ার বিশেষণ ।
উল্লেখ্যাত্মা অর্থ—অধিক পরিমাণে উজ্জ্বলমান হইয়া, অর্থাৎ যে সময়ে ইহার
মৃত্যুকালীন উজ্জ্বল হইতে থাকে, [সেই সময়ে] । যদিও এ ঘটনা সাধা-
রণের প্রত্যক্ষদৃষ্ট, তথাপি লোকের হৃদয়ে বৈরাগ্য-সমুৎপাদনের নিমিত্ত তাহারই
অমুবাদ করা হইয়াছে ; [প্রমাণসিদ্ধ বিষয়ের উল্লেখকে ‘অমুবাদ’ কহে] ।
অভিপ্রায় এই যে, এই সংসার এমনই কষ্টকর যে, দেহত্যাগের সময়ে, মর্শ্বগ্রস্তি-

(১) তাৎপর্য—পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ
পদার্থের সমবায়ে লিঙ্গশরীর নির্মিত হয় ; ইহাই আত্মার উপাধি । এই লিঙ্গশরীরে থাকিয়াই
আত্মা বাহ্য কিছু ভোগ করিয়া থাকে । মৃত্যুকালে এই লিঙ্গ শরীরই দেহ হইতে বহির্গত
হইয়া অক্ষর হুল্লদেহে প্রবেশ করে; এই কারণে তদুপহিত আত্মারও গমনাগমন করিত
হইয়া থাকে ; রূচৎ সর্বব্যাপী নিঃসঙ্গ আত্মার পক্ষে ভোগ বা গমনাগমন কিছুই সম্ভব হয় না ।

সমূহ যখন ছিন্ন হইতে থাকে, তখন তাহার [কৰ্তব্যাকৰ্তব্য বিস্ময়ে,] অরশক্তি
বিলুপ্ত হইয়া যায় ; উৎস-যাতনার কাতর হইয়াও—চিহ্ন নিজের বসে না পারিয়া,
তখন সে নিজের হিতসাধনের চেষ্টাতেও সক্ষম হয় না ; অতএব, যতক্ষণ এই
ভীষণ অবস্থা না আইসে, সেই সময়ের মধ্যেই আপনার প্রকৃত হিতসাধনানুষ্ঠানে
অগ্রমত্ত—মনোযোগী হইবে ; শ্রুতি দয়া করিয়া এই উপদেশ করিতে-
ছেন ॥২৮৭॥৩৫॥

স যত্রায়মগিমানঃ স্বেতি জরয়া বোপতপতা বাণিমানঃ
নিগচ্ছতি, তদ্ যথাত্র্য বোদ্রশ্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাং প্রমুচ্যতে,
এবমেবাযং পুরুষ এভ্যোহপ্সেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ, প্রতিজ্ঞায়াং
প্রতিবোন্তাদ্রবতি প্রাণায়ৈব ॥ ২৮৮ ॥ ৩৬ ॥

সরলার্থঃ :—[অথ কস্মিন্ কালে কিংনিমিত্তম্ উক্কোচ্ছাসী ভবতীতি
তদাহ—“স যত্র” ইতি ।] সং (পূর্বোক্তঃ) অরঃ (আত্মা) যত্র (যস্মিন্ কালে)
অগিমানঃ (কাৰ্শ্যঃ) স্বেতি (সম্যক্ প্রাপ্নোতি ; কিংনিমিত্তম্, তদাহ—]
জরয়া (বান্ধকেন) বা, উপতপতা (কষ্টদায়কেন রোগাদিনা) বা অগিমানঃ
নিগচ্ছতি (মিশেষেণ নিশ্চয়েন বা প্রাপ্নোতি) ; [তদা উক্কোচ্ছাসী ভবতীতি
ভাবঃ] । তৎ (তদা), আত্মং বা, উদ্রশ্বরং বা, পিপ্পলং বা [ফলং, এতৎ ত্রয়ং
ফলান্তরাণামপি উপলক্ষণম্ ।] যথা বন্ধাং (বস্ত্রাং) প্রমুচ্যতে (গলিতং ভেদতি) ;
এবম্ এন অরং (আসন্নমুত্থাঃ) পুরুষঃ, এভ্যঃ অপ্সেভ্যঃ (চক্ষুঃপ্রভৃতি-দেহাবয়বভ্যঃ)
সংপ্রমুচ্য (নির্গত্য) পুনঃ প্রাণায় এব (প্রাণাদিসাধন-গ্রহণার্থমেব) প্রতিজ্ঞায়াং
(যথাগতং—পূৰ্ণগমনবৎ) প্রতিবোনি (জ্ঞানকৰ্ম্মানুসারেণ বিভিন্নমুৎপত্তিস্থানং)
আদ্রবতি (গচ্ছতি) ; [তদা দেহান্তরপ্রাপ্তার্থং উপাত্তদেহাৎ নির্গচ্ছতীত্যো-
শয়ঃ] ॥২৮৮॥৩৬॥

মূলানুবাদ :—[কোন সময়ে কি কারণে বা পুরুষের উক্কোচ্ছাস
উপস্থিত হয়, তাহা বলিতেছেন—] সেই এই পুরুষ যে সময়ে কৃশতা-
প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জরা কিংবা সস্তাপকর রোগাদি দ্বারা শুকশরীর হয়, সেই
সময়—আত্মফল, কিংবা উদ্রশ্বর (যজ্ঞডুমুর ফল), অথবা অগ্ন্য-ফল যেমন
পকাবস্থায় বস্তু হইতে বিচ্যূত হয়, ঠিক তেমনই এই মুমূৰ্শ পুরুষ এই সমস্ত
দেহাবয়ব হইতে বিমুক্ত হইয়া, পুনর্ব্বার প্রাণাদি সাধন-সমূহ পাইবার

নিমিত্ত প্রতিজ্ঞায় অর্থাৎ ইহার পূর্বেও যেক্রমে গমন করিয়াছিল, ঠিক সেইক্রমেই (নিজ, নিজ কক্ষায়ুযায়ী) উৎপত্তি-স্থানের উদ্দেশ্যে, 'ধাবিত ইযা ২২৮৮ ॥ ৩৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—তদন্তোদ্ধোচ্ছাসিত্বং কস্মিন্ কালে, কিংনিমিত্তং, কথং, কিমর্থং বা শ্রাৎ, ইত্যোক্তব্যে—সোহয়ং প্রাকৃতঃ শিবঃপাণাদিমান্ পিণ্ডঃ, যত্র যস্মিন্ কালে, অবম্, অগ্নিমানম্ অণোর্ভাবম্ অণুত্বং কাশ্যামিত্যর্থঃ, ত্রেবি নিগচ্ছতি । কিংনিমিত্তম্ ? জরয়া বা স্বয়মেব কালপক্ষফলবৎ জীর্ণঃ কাশ্যং গচ্ছতি ; উপতপতীতি উপতপন্ জরাদিরোগঃ, তেনোপতপতা বা ; উপতপ্যামানৌ হি রোগেণ বিষমায়িতরা অন্নং ভুক্তং ন জরয়তি ; ততোহন্নরসেনানুপচীযমানঃ পিণ্ডঃ কাশ্যামাপত্ততে ; তদ্রূপে—উপতপতা বেতি, অগ্নিমানং নিগচ্ছতি । যদা অর্ভাস্তকাশ্যং প্রতিপন্নো জরাদিনিমিত্তৈঃ, তদা উদ্ধোচ্ছাসী ভবতি ; যদোদ্ধোচ্ছাসী, তদা ভূশাহিতসম্ভার-শকটবৎ উৎসর্জ্যন্ যতি । জরাভিভবঃ, 'রোগাদিপীড়নম্, কাশ্যাপত্তিচ্চ শরীরবতোহবশ্চম্ভাবিন এতেহনর্থী ইতি বৈরাগ্যারেদ-মুচ্যতে । ১

টীকা । প্রথচ্চতুঃস্বয়মুদ্র তদ্রূপত্বেন স যত্রেত্যাদি 'বাক্যাদাব ব্যাকবোহি—তদন্তো-
তাদিনা । প্রাপ্তপূর্ব্বকং কাণিনিমিত্তং স্বাভাবিকমাগন্তকং চেতি দর্শয়তি—কিং নিমিত্ত-
মিতাদিনা । কথং জরাদিনা কাশ্যাপ্তিবিভাষক্যাহ—উপতপ্যামানো হীতি । যদোদ্ধো-
চ্ছাসিত্বং কাশ্যাপ্তিঃ নিগদ্যতি—অগ্নিমানমিতি । কস্মিন্ কালে তদুদ্ধোচ্ছাসিত্ব-
মন্তেতি প্রশস্তোত্তরমুক্ত্য বিধয়া সিদ্ধমিত্যাহ—যদেতি । অবশিষ্টপ্রশস্তোত্তরমাহ—
যদোদ্ধোচ্ছাসীতি । তত্র হি কাশ্যনিমিত্তং সংভূতশকটবরানশকটকরণং স্বরূপং শরীরবিমোক্ষণং
• ৫ প্রয়োজনমিত্যর্থঃ । স যত্রেত্যাদিবাক্যাদর্থসিদ্ধমর্থমাহ—জরেতি । ১

যদা অসৌ উৎসর্জ্যন্ যতি, তদা কথং শরীরং বিষৃষ্টতীতি দৃষ্টান্ত উচ্যতে—
তৎ তত্র, যথা আত্মং বা ফলম্, উদ্বহরং বা ফলম্, পিপ্পলং বা ফলম্, বিধ-
মানেকদৃষ্টান্তোপাদানং মরণশ্রানিয়তনিমিত্তত্ব্যাপনার্থম্, অনিয়তানি হি
মরণশ্র নিমিত্তানি অসংখ্যানি চ । এতদপি বৈরাগ্যার্থমেব—বসাদন-
• অনেকমরণনিমিত্তবান্, তন্মাত্রং সর্বদা মৃত্যোরাপ্যে বর্ততে ইতি । বন্ধনাং—
ষধ্যতে যেন বৃন্তেন সহ, স বন্ধনকারণো রসঃ, যস্মিন্ বা ষধ্যতে ইতি বৃত্ত
সেবোচ্যতে বন্ধনম্ ; তন্মাত্রং রসাদ্ বৃত্তাৎ বা বন্ধনাং প্রমুচ্যতে বাতাঙ্কনেক-
নিমিত্তম্ ; এবমেব অয়ং পুরুষঃ লিঙ্গায়া লিঙ্গোপাধিঃ এত্বেয়াংলভ্যঃ চক্ষুরাদি-
দেহাবয়বেভ্যঃ—সম্প্রমুচ্য সম্যক্ নির্লেপেন প্রমুচ্য—ন স্বয়ং-গমনকাল ইব

প্রাণেন রক্ষনঃ কিং তর্হি? সহ বায়ুনা উপসংহৃত্য, পুনঃ প্রতিষ্ঠায়াম্;—‘পুনঃ’
শব্দাৎ পূর্বমপ্যায়ং দেহাদেহান্তরমসংকৃত্য গত্যবান্—যথা স্বপ্নবুদ্ধান্তো পুনঃ পুনর্গচ্ছতি,
তথা, পুনঃ প্রতিষ্ঠায়াম্ প্রতিগমনং যথাগত্যকিত্ত্বার্থঃ, প্রতিযোনি যোনিং যোনিং,
প্রতি কর্মক্ষতাদিরূপাং আদ্রুতি, কিমর্থম্? প্রাণায়ৈব প্রাণব্যাহারৈবেত্যর্থঃ;
সপ্রাণ এব হি গচ্ছতি, ততঃ প্রাণায়ৈবেতি বিশেষণমর্থকম্; প্রাণব্যাহারে হি
গমনং দেহাদেহান্তরং প্রতি; তেন হ্যস্ত কর্মফলভোগার্থসিদ্ধিঃ, ন প্রাণ-
সন্তান্ধাত্রেণ। তস্মাত্তাদর্থার্থং যুক্তং বিশেষণম্—প্রাণব্যাহারেতি ॥ ২৮৮ ॥ ৩৬ ॥

তদ্ব্যবস্থাদিবাচ্যং অগ্ন্যপূর্বকমাদায় বাচ্যে—যদেতাদিনা। ফলং বন্ধনং প্রমুচ্যত ইতি
সম্বন্ধঃ। কিমিতি বিষয়ানেকদৃষ্টান্তোপাদানমেকেনাপি বিবক্ষিতসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিষমিতি।
কথং মরণস্তানিয়তান্তনেকানি নিমিত্তানি সম্ভবন্তীত্যশঙ্ক্যাহ—অনিয়তানীতি,
অথ মরণস্তানেকানি নিমিত্তবস্তুসংকীর্ণতঃ কৃত্রোপযুক্ত্যেত, তত্রাহ—এতদপীতি। তদর্থক-
মেব সমর্থয়তে—যস্মাদিতি। ইত্যগ্রমন্তৈর্ভবিতব্যমিতি শেষঃ। বৃত্তেহ সহ ফলং যেন রসেন
সম্বধ্যতে, স রসো বন্ধনকারণভূতো বন্ধনং, বৃত্তমেব বা বন্ধনং, যস্মিন ফলং বধ্যতে রসেনেতি
ব্যুৎপত্তেঃ, তস্মাৎ বন্ধনাদনেকনিমিত্তবশাৎ পূর্বোক্তস্ত ফলস্ত ভবতি অমোক্ষণমিত্যহি—
বন্ধনাদিত্যাদিনা। লিঙ্গমায়োপাধিরন্তেতি তদ্বিশিষ্টঃ শারীরবৃত্তধোচ্যতে। সংপ্রমুচ্যাদ্রবতীতি
সম্বন্ধঃ।

সমিত্তাপসর্গস্ত তাত্পর্যমাহ—নেতাদিনা। যদি স্বপ্নাবস্থায়ামিহ মরণাবস্থায়াম্ প্রাণেন
দেহং রক্ষাদ্রবতীতি নাদ্রিয়তে, কেন প্রকারেণ তর্হি তদা দেহান্তরং প্রতি গমনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
কিং তর্হীতি। বায়ুনা প্রাণেন সহ করণজাতমুপসংহৃত্যাদ্রবতীতি পূর্ববৎ সম্বন্ধঃ। পুনঃ
প্রতিষ্ঠায়ামিতি প্রতীকমাদায় পুনঃশব্দস্ত তাত্পর্যমাহ—পুনরিত্যাদিনা। তথা পুনরাব্রবতীতি
সম্বন্ধঃ। যথা পূর্বমিহ দেহং প্রাপ্তবান্, পুনরপি তথৈব দেহান্তরং গচ্ছতীত্যাহ—প্রতিষ্ঠায়-
মিতি। দেহান্তরগমনে কারণমাহ—কস্মেতি। আদিশব্দেন পূর্বপ্রজ্ঞা গৃহ্যতে। প্রাণব্যাহার
প্রাণানাং বিশেষাভিব্যক্তিলভ্যেতি যাবৎ। প্রাণায়ৈতি শ্রুতিঃ কিমর্থমিৎং ব্যাখ্যায়তে,
তত্রাহ—সপ্রাণ ইতি। ‘এতচ্চ তদন্তরপ্রতিপত্তাধিকরণে নির্দ্ধারিতম্। প্রাণায়ৈতি বিশেষণ-
স্তানর্থক্যাদযুক্তং প্রাণব্যাহারেতি বিশেষণমিত্যাহ—প্রাণেতি। যন্ত প্রাণঃ সহ বর্ততে চেৎ,
তাবতৈব ভোগসিদ্ধিরলং প্রাণব্যাহরেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—তেন ইতি। অন্তথা স্তব্ধপ্তিমুর্ছনোরপি
ভোগপ্রসক্তেরিত্যর্থঃ। তাদর্থার্থং প্রাণস্ত ভোগশেষবিসিদ্ধার্থমিতি যাবৎ ॥ ২৮৮ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ—এই পুরুষের যে, ঐরূপ উল্লাস হয়, তাহা কোন সময়ে
কি কারণে, কি প্রকারে এবং কি উদ্দেশ্যেইবা হয়, এখন তাহা কথিত হইতেছে।
—ইহুপদাদি বিশিষ্ট সেই পুরুষ অর্থাৎ দেহপিণ্ড, যে সময় অগ্নি—অগ্ন্যব-
স্থা অর্থাৎ ক্রমশঃ প্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ প্রাপ্তির কারণ কি? [তদন্তরে বসিত হইলে—]
জরা দ্বারা—কালপক ফলের দ্বারা নিজেই জীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ লাভ করে, অথবা

উপতপঃ—সন্তাপকর অরুদি রোগদ্বারাও ঐরূপ হইতে পারে; কারণ, রোগজনিত সন্তাপগ্রস্ত ব্যক্তির অগ্নিবৈষম্য ঘটে; অগ্নিমান্দ্য, নিবন্ধন তখন আর ভুক্ত অন্ন জোঁ হইতে পারে না; তাহার ফলে শরীর অন্নরসে পরিপুষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ কুশতা প্রাপ্ত হয়; এই অভিপ্রায় প্রকাশের জন্তু বলা হইতেছে—‘উপতপতা বা’ ইতি। বান্ধক্যাদি নিমিত্ত বশতঃ যখন অত্যন্ত কুশতা প্রাপ্ত হয়, তখনই পুরুষের উদ্ধাশ হয়; যখন উদ্ধাশ হয়, তখন অতি ক্লান্তাক্রান্ত শব্দটির আয় আর্জন্য করিতে করিতে গমন করে। যাহার শরীর আছে, তাহার পক্ষেই বান্ধক্যের আক্রমণ, রোগজনিত যাতনা ও কুশতাপ্রাপ্তি, এ সমুদয় অনর্থ অবশ্য-স্তাবী; ইহা জানিলে লোকের মনে সহজেই বৈরাগ্য বা অনাসক্তির ভাব আসিতে পারে; এই কারণে এখানে এ সমুদয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। ১

এই পুরুষ, যে সময়ে শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যায়, সে সময়ে কিরূপে শরীর পরিত্যাগ করে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে।—সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, অম্রফল, কিংবা উজ্জ্বর ফল, অথবা পিঙ্গল ফল (অম্বথ ফল) যেরূপ বন্ধন হইতে—বন্ধন অর্থ—আম্রাদি ফল বাহা দ্বারা বৃন্তের (বোটার) সহিত বাধা থাকে, তাহা অর্থাৎ বন্ধনদানন রস, অথবা ফল বাহাতে আবদ্ধ থাকে, সেই বৃন্ত ‘বন্ধন’ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত ফল যেমন বায়ুবেগপ্রভৃতি নানাকারণে—বন্ধন-শব্দবাচ্য রস ধা. বৃন্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে, তেমনি, এই পুরুষও অর্থাৎ লিঙ্গশরীরোপহিত আত্মাও এই সমস্ত অঙ্গ হইতে—চক্ষুঃপ্রভৃতি দেহাবয়ব হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষভাবে—কিন্তু সুস্থিতে প্রবেশের সময় বেক্রপ প্রাণ থাকিয়া যায়, সেরূপ নহে, পরন্তু প্রাণবায়ুর সহিত সমস্ত করণবর্গ সংগ্রহ করিয়া—সঙ্গে লইয়া পুনর্বার প্রতিজ্ঞায়—এখানে ‘পুনঃ’ শব্দ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষ স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থার প্রবেশের আয়, ইত্যপূর্বেও অনেক বার এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়াছে : এখনও আবার ‘প্রতিজ্ঞায়’ অর্থাৎ পূর্বগতির অনুরূপভাবে, প্রতিবোধিত অর্থাৎ স্থায়ী কর্ম ও জ্ঞানানুসারে বেক্রপ যোনিতে জন্মলাভ সম্ভব হয়, সেইরূপ যোনিতে গমন করে।

কিসের জন্ত ? না, প্রাণের জন্ত অর্থাৎ—প্রাণসমূহের বিশেষরূপে অভিব্যক্তি লাভের জন্ত [গমন করে]। পুরুষত প্রাণ কালে প্রাণসহকারেই গমন করিয়া থাকে; জন্তরায় ‘প্রাণায় এব’ এই বিশেষবোক্তি নিরর্থক হইয়া পড়ে; অতএব বলিতে হইবে যে, এখানে প্রাণ অর্থ—প্রাণসমূহের বিশেষভাবে অভিব্যক্তি। সেই উদ্দেশ্যেই পুরুষ এক দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরে গমন করে; এবং তাহা

দ্বারাই পুরুষের কর্মফল-ভোগরূপ স্বার্থ স্থাসিক হয়, “কিছু কেবল প্রাণমাত্র
বিজ্ঞমান থাকিলেই হয় না ;” অতএব এইপ্রকার অভিশ্রুতি, সিদ্ধির জিহ্না,
‘প্রাণবৃক্ষায়’ এইরূপ বিশেষোক্তি করা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে ।

উপরে প্রতিবেদিত, আর, উক্তরূপে পিপ্পল, এই বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে,
তাহার উদ্দেশ্য—মরণের অনিয়ত-নিমিত্ত অর্থাৎ সকলের পক্ষে যে, একই প্রকার
মৃত্যুকারণ সঙ্গতি হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই—ইহা জ্ঞাপন করা ; কেন
না, মরণের কারণ অনিশ্চিত এবং অসংখ্য ; ইহাও বৈরাগ্যোৎপাদনার্থই বলা
হইয়াছে । যেহেতু মরণের নিমিত্ত বহুপ্রকার, সেইহেতু মনে রাখা উচিত যে,
আমরা সর্বদাই মৃত্যুর মুখে প্রতি রক্ষিয়াছি ; [এইরূপ চিন্তার ফলে লোকের
মনে সহজেই বৈরাগ্য আসিতে পারে] ॥ ২৮ ॥ ৩৬ ॥

আভাসভাষ্যম্ ।—তত্র অশ্রুদং শরীরং পরিত্যজ্য গচ্ছতৌ ন জ্ঞাত্য
দেহান্তরস্তোপাদানে সামর্থ্যমস্তি, দেহেক্সিরবিরোগাৎ ; ন চাত্তেহস্ত ভূতাত্মানীয়াঃ,
গৃহমিব রাজ্ঞে, শরীরান্তরং কৃদ্ধা প্রতীক্ষমাণা বিজ্ঞন্তে ; অথৈবং সতি কথং
শরীরান্তরোপাদানমিতি ?

উচ্যতে ।—সর্বং হস্ত জগৎ স্বকর্মফলোপভোগসাধনদ্বায়োপাত্তম্ ; স্বকর্ম-
ফলোপভোগ্য চারং প্রবৃত্তৌ দেহাৎ দেহান্তরং প্রতিপিংস্তুঃ ; তন্মাৎ সর্বমিব
জগৎ স্বকর্মপ্রাপ্তং তৎকর্মফলোপভোগবোধ্যং সাধনং কৃদ্ধা প্রতীক্ষত এব, “কৃতং
লোকং পুরুষোহভিজায়তে” ইতি ক্রতেঃ, যথা স্বপ্নাজাগরিতঃ প্রতিপিংসেৎ ।
তং কথমিতি লোকপ্রসিক্তো দৃষ্টান্ত উচ্যতে—

আভাসভাষ্য-টীকা । তদ্যথা রাজানমিতাদিবাক্যাব্যবর্ত্যামাশঙ্ক্যমাহ—তত্রৈতি ।
মূর্ধাবস্থা সপ্তমার্থঃ । অথাত্ত স্বয়মসামর্থ্যেহপি শরীরান্তরকর্তারোহন্তে ভবিষ্যতি, তথা রাজো
তৃত্য গৃহনিষ্ঠাতারঃ, তত্রাহ—ন চেতি । স্বয়মসামর্থ্যমন্তেবাঃ চাসম্মতি স্থিতে কলিতমাহ—
অপেতি । তদ্বধ্বুতাদিবাক্যস্ত তাৎপৰ্য্যং দর্শয়ন্তুরমাহ—উচ্যত ইতি । ভবজন্তু স্বকর্ম-
ফলোপভোগে সাধনবাসিক্যার্থং সর্বং জগদ্রূপাত্তং, তথাপি দেহাদেহান্তরং প্রতিপিংসমানস্ত
কিমায়তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বকমেতি । স্বকর্মণেতাত্ত স্বকর্মঃ তৎকর্মফলোপভোগবোধ্যমিত্যত্র
তচ্ছব্দশ্চ প্রকৃতভোকৃবিষয়ো । তত্র প্রমাণমাহ—কৃতমিতি । পুরুষো হি ত্যক্তবর্তমানদেহো
ভূতপঞ্চাদিনা নিশ্চিতমেব দেহান্তরমভিবাণা জায়ত ইতি ক্রতের্থঃ । উক্তমেবার্থঃ দৃষ্টান্তেন
স্পষ্টয়তি—বর্ণেতি । স্বপ্নজানাজাগরিতস্থানং প্রতিপত্তুমিচ্ছতঃ শরীরং পূর্বমেব কৃতং নাপূর্বং
ক্রিতে, তথা দেহাদেহান্তরং প্রতিপিংসমানস্ত পুঙ্কভূতাদিনা কৃতমেব দেহান্তরমিত্যর্থঃ ।

আভাসভাষ্যানুবাদ ।—কথিত বিষয়ে জিজ্ঞাস্ত এই যে, পুরুষ যে
সময়ে বর্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সে সময়ে তাহার অপর দেহ গ্রহণ

কপ্তিবীর সামর্থ্য একে নশ ; কারণ, তখন তাহার দেহেজ্জিহ্বাদির সহিত সযত্ন
বিশুদ্ধ হইয়া যায় ; অথচ রাজার ভূত্যাগণ যেমন [রাজার গন্তব্য স্থানে অগ্রে
যাইয়া] রাজার জন্ত গৃহনির্ম্মাণপূর্ব্বক রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে,
তেমন এই পুরুষের ভূত্যাগণীর এমন অপর ক্ষেত্র নাই, যাঁহারা পুরুষের জন্ত
দেহান্তর নিৰ্ম্মাণপূর্ব্বক পুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিবে ; এমত অবস্থায়
পরলোকগামী পুরুষের দেহান্তর গ্রহণ করা কিরূপে সম্ভব হয় ?

হাঁ, ইহার উত্তর বল। বাইতেছে—এই সমস্ত জগৎ পুরুষের স্বীয় কৰ্ম্মফল
ভোগের সাক্ষরূপে প্রাপ্ত ; সেই পুরুষ স্বীয় কৰ্ম্মফল উপভোগের নিমিত্তই এক
দেহ হইতে দেহান্তরে বাইতে ইচ্ছুক হয় ; সুতরাং সমস্ত জগৎই তখন তাহার
কৰ্ম্মদ্বারা পরিচালিত হইয়া, তদীয় কৰ্ম্মফল ভোগের উপযুক্ত সাধন (শরীরাদি)
নিৰ্ম্মাণপূর্ব্বক নিশ্চয়ই প্রতীক্ষা করিতে থাকে । শ্রুতিও একথা বলিয়াছেন—
‘পুরুষ স্বকৃত লোকেই জন্মলাভ করে’ ইতি । উদাহরণ—যেমন স্বপ্নাবস্থায় হইতে
জাগ্রদবস্থায় প্রবেশের ইচ্ছুক পুরুষের জন্ত [ভোগ্য নিৰ্ম্মিত হইয়া থাকে, ইহাও
তেমন] (১) । তাহা যে, কিপ্রকারে হয়, তদ্বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত
প্রদর্শিত হইতেছে—

‘তদ্যথা রাজানমায়ান্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূত-গ্রামণ্যোহনৈঃ
পানৈরাবসথৈঃ প্রতিকল্পন্তেহযমাত্যয়মাগচ্ছতীত্যেবং
বিদং সৰ্ব্বাণি ভূতানি প্রতিকল্পন্ত ইদং ব্রহ্মায়াতীদমাগচ্ছ-
তীতি ॥ ২৮৯ ॥ ৩৭ ॥

সরলার্থঃ :—তৎ (তত্র বিবরে) [অয়ং দৃষ্টান্তঃ—] যথা উগ্রাঃ (ক্রুর-
কৰ্ম্মাণঃ, চণ্ডীলা বা) প্রত্যেনসঃ (তস্করাদিদমনকাঃ), সূত-গ্রামণ্যঃ (সূতাঃ
সংকরজাতয়ঃ, গ্রামণ্যঃ গ্রামনায়কাঃ চ) রাজানং আয়াস্তং (আগচ্ছন্তং ভ্রষ্টং)
—‘অয়ম্ (রাজা) আয়াতি—অয়ম্ আগচ্ছতি’ ইতি (এবং কৃত্বা) অনৈঃ পানৈঃ

(১) তাৎপর্য্য—জীবগণ যখন জাগ্রদবস্থা হইতে অগত হইয়া স্বপ্ন ও মূৰ্ছা অবস্থায়
প্রবেশ করে, তখন তাহার বহির্জগতের সহিত কোনরূপ সযত্ন থাকে না ; আবার
স্বপ্ন অবস্থায় হইতে জাগ্রদবস্থায় উপস্থিত হইয়া ভোগ করা আবশ্যক হয়, তখন
তাহার ভোগ্য বস্তু বোণার কে ? না, জগৎ ; তাহার স্বীয় কৰ্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্বয়ং
জগৎই তাহার উপযুক্ত ভোগ্য সামগ্রী সমূহে আনয়ন করিয়া থাকে । এইরূপ—মৃত্যুর পবেও
জগৎই জীবের কৰ্ম্মদ্বারা ভোগ্য বিষয় সম্পাদন করিয়া থাকে ।

আবসর্গে: ('ভবনৈঃ') চ প্রতিকল্পস্তে (প্রতীক্শ্বে) ; 'এবং হ (যথোক্তরং
এব) এবংবিদং (যথোক্ততত্ত্বদর্শিনং)—ইদং ব্রহ্ম অস্মাতি, ইদং (ব্রহ্ম) আগ-
আগচ্ছতি' ইতি [কৃষ্ণা] সর্বাণি ভূতানি ॥ প্রতিকল্পস্তে—(প্রতীক্শ্বে
ইত্যর্থঃ) ॥২৮৯॥৩৭॥

অম্লানুবাদঃ :—কথিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, রাজা আসিতে-
ছেন জানিয়া মাত্র, দুষ্টদমনকারী উগ্রজাতি, সূত (অশ্বসারথ্যকারী সংকর-
জাতি) ও গ্রামাধ্যক্ষগণ যেরূপ 'এই রাজা আসিতেছেন—এই রাজা
আসিতেছেন' বলিয়া তাহার জন্ম নানাপ্রকার অম্লপানীয় ও বাসভবন
প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে, ঠিক সেইরূপ এই ব্রহ্ম
আসিতেছেন—এই ব্রহ্ম আসিতেছেন' মনে করিয়া সমস্ত ভূতবর্গ
দেহবিমুক্ত সেই জ্ঞানীর জন্ম প্রতীক্ষা করিতে থাকে ॥ ২৮৯ ॥ ৩৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ :—তৎ তত্র, যথা রাজানং রাজ্যাভিষিক্তমাস্মাক্ষঃ,
স্বরাষ্ট্রে, উগ্রাঃ জাতিবিশেষাঃ কুরকর্মাণো বা, প্রত্যেনসঃ—প্রতি প্রতি এনসি
পাপকর্মাণি নিয়ুক্তাঃ প্রত্যেনসঃ তত্ত্ববাদি-দণ্ডনাদৌ নিযুক্তাঃ, সূতশ্চ গ্রামণ্যশ্চ
সূত-গ্রামণ্যঃ, সূতাঃ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষাঃ, গ্রামণ্যঃ গ্রামন্যেতাঃ, পূর্বম্বেব
রাজ্য আগমনং বুদ্ধ্বা অন্নৈর্ভোজ্যভক্ষ্যাদিপ্রকারৈঃ, পাতনৈঃ মদিরাভিঃ, আবসর্গশ্চ
প্রাসাদাদিভিঃ প্রতিকল্পস্তে নিম্নৈবেব প্রতীক্শ্বে—অয়ং রাজা আস্মাতি
অয়মাগচ্ছতীত্যেবং বদন্তঃ । যথা অয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবং হ এবংবিদং কর্মফলশ্চ
বেদিতারং সংসারিণমিত্যর্থঃ । কর্মফলং হি প্রস্তুতম্, তৎ এবংশকেন পরামৃশতে ;
সর্বাণি ভূতানি শরীবকর্তৃণি, করণানুগ্রহীতৃণি চ আদিত্যাदीনি, তৎকর্মপ্রযু-
ক্তানি ক্রুরৈবেব কর্মফলোপভোগসাধনৈঃ প্রতীক্শ্বে—ইদং ব্রহ্ম ভোক্তা
কর্তৃ, চান্মাকস্মাতি, তথা ইদমাগচ্ছতীতি, এবমেব চ কৃষ্ণা প্রতীক্শ্বে-
ইত্যর্থঃ ॥২৮৯॥৩৭॥

টীকা । সর্বেষাং ভূতানাং দেহান্তরং কৃষ্ণা সংসারিণি পরলোকে অস্তিতে প্রতীক্ষণং কেন
প্রকারেণৈতি প্রশ্নপূর্বকং দৃষ্টান্তবাক্যমুপাখ্য ব্যাচক্ষে—তৎ তত্রৈত্যাदिना । তত্র পাপকর্মাণি
নিযুক্তম্বেব বান্ধি—তত্ত্ববাদীতি । আদিপদেনাশ্বেহপি নিগ্রাহ্য গৃহ্যন্তে । দণ্ডনাদিত্যাदि-
শকৌ হিংসাপ্রভেদসংগ্রহার্থঃ । 'ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়াং সূতঃ' ইতি স্মৃতিমাত্রিত্যাহ সূতশ্চগ্রামণ্য-
বর্ণসঙ্করেতি । ভোজ্যভক্ষ্যাদিপ্রকারৈবিত্যাदिशङ्कन লেখ্যচোক্তয়োঃ সংগ্রহঃ । মদিরাভি-
বিত্যাदिपदेन क्षीरादि गृह्यते । প্রাসাদাদিভিঃপ্রতীক্শ্বে গৌপ্যরহস্যার্থঃ ।
বিদ্যমায়ে প্রতীয়মানে ক্রিমিত কর্মফলশ্চ বেদিতারমিতি বিশেষোপাদানবিত্যাशङ्क-
—

কৰ্মফলং হীতি । তৎকৰ্মপ্রযুক্তানীত্যত্র তৎশব্দঃ সংসাবিবিষয়ঃ । সংসাবিধো বস্তুতো
বক্ষ্যমিহ তস্মৈ ব্রহ্মশব্দঃ । অভ্যাসস্তৃত্বাদ্যর্থঃ ॥ ২৮৯ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—যথোক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এইকণ্ঠে,—রাজ্যাভিযুক্ত রাজা
‘স্বীয় রাজ্যমধ্যে বাইতেছেন [জানিতে পানিষা,] প্রত্যেনস্—যাহারা প্রতি-
ন্যস্ত পাপকার্য্যে নিরত, সেই তৎকর প্রভৃতির দণ্ডবিধানে নিযুক্ত উগ্রগণ অর্থাৎ
উগ্রনামক আতিবিশেষ, অথবা যাহারা অত্যন্ত ক্রুরকৰ্ম্মী, তাহারা এবং সূত ও
গ্রামদীপগণ, সূত অর্থ—বর্ণসঙ্কর একপ্রকার জাতি, আর গ্রামদীপ অর্থ—গ্রামের
নেতা ; তাহারা যেমন রাজ্যে আগমনবার্তা জানিতে পারিয়া অগ্রেই ভোজ্য
‘ভক্ষাদি নানা প্রকাব অন্ন, মদিবা প্রভৃতি বিবিধ পানীয় এবং আবসথ—প্রাসাদ
(রাজভবন) প্রভৃতি পূৰ্ণ-সম্পাদিত ভোগ্য পদার্থ দ্বারা ‘এই রাজা আসিতেছেন,
এই রাজা আসিতেছেন’ বলিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে ।

উক্ত ‘দৃষ্টান্তটী’ যে প্রকার, ঠিক সেই প্রকার এবং বিদকে—কৰ্মফলাভিজ্ঞ
সংসারীকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ভূতগণ অর্থাৎ শরীর-নিৰ্ম্মাতৃগণ ও ইঞ্জিয়াধিপতি
স্বর্ঘ্যপ্রভৃতি দেবতাগণ, তাহারই কৰ্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূৰ্ণসম্পাদিত কৰ্ম-
ফলের উপভোগসাধনসমূহ লইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে—‘আমাদের ভোক্তা ও
কর্ত্তা এই ব্রহ্ম আসিতেছেন—এই আসিতেছেন’ এইরূপ করিয়াই অপেক্ষা
করিতে থাকেন । এখানে কৰ্মফলেরই প্রস্তাব রহিয়াছে ; এই জন্ত ‘এবং বিদং’
কথার ‘এবং’ শব্দে সেই কৰ্মফলই গ্রহণ করা হইয়াছে ॥ ২৮৯ ॥ ৩৭ ॥

‘তদ্বথা রাজানং প্রযিয়াসন্তমুগ্ৰাঃ প্রত্যেনসঃ সূত-গ্রামণ্যো-
হভিসমায়ন্ত্যেবমেবেমমাত্মানমন্তুকালে সৰ্কে প্রাণা অভিসমায়ন্তি
‘যত্রৈতদূক্কোচ্ছ্বাসী ভবতি ॥ ২৯০ ॥ ৩৮ ॥

ইতি চতুর্থাদ্যায়ে তৃতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ :—[ইদানীং তৎসংগামিনঃ প্রদর্শয়িতুমাহ—‘তদ্বথা’
ইত্যাদি ।] তৎ (তত্র গমনে) [অগ্নং দৃষ্টান্তঃ—] প্রত্যেনসঃ উগ্রাঃ, সূত-
গ্রামণ্যঃ যথা—রাজানং প্রযিয়াসন্তঃ (প্রস্থাতুকামং) [জাত্বা স্বয়মেব] অভি-
সমায়ন্তি (একীভূতাঃ তম্ভবন্তস্তে), এবম্ এব (উক্তদৃষ্টান্তবদ্ ‘এব) অন্তকালে
(মরণসময়ে) যত্র (যস্মিন্ সময়ে) এতৎ (এবং যথা শ্রুতং, তথা) [এষঃ আত্মা]
উক্কোচ্ছ্বাসী ভবতি, [তদা] সৰ্কে প্রাণাঃ (করণবর্গাঃ) ইমং (দেহান্তরজিগমিষুং)
আত্মানম্ অভিসমায়ন্তি (মিলিতাঃ সন্তঃ অনুগচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ২৯০ ॥ ৩৮ ॥

মূলানুবাদে :—দুর্দমনকারী উগ্রজাতি কিংবা সূত ও গ্রামীগণ যখন, রাজা যাইতেছেন জানিয়া তাহার অনুগমন করিয়া থাকে, সেইকালে, আত্মা দেহ হইতে হির্গমনের উপক্রম করিবামাত্র মমন্ত প্রাণ—চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গ সেই আত্মার অনুগমন করিয়া থাকে ॥ ২৯০ ॥ ৩৮ ॥

ইতি চতুর্থোধ্যায়ে তৃতীয়ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—তমেবং জিগমিষুং কে সহ গচ্ছন্তি ; য়ে বা গচ্ছন্তি, তে কিং তৎক্রিয়া-প্রণাঃ ? আহোস্থিৎ তৎকর্মবশাৎ স্বয়মেব গচ্ছন্তি—পরলোক-শরীরকর্তৃণি চ ভূতানীতি । অত্রোচ্যতে দৃষ্টান্তঃ—তদযথা রাজানং প্রযিযাসন্তঃ, প্রকর্ষণে যাতুমিচ্ছন্তম্, উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ স্তগ্রামণ্যাঃ তং যথা অভিসমায়ন্তি অভিমুখেন সমায়ন্তি একীভাবেন তমভিমুখা আয়ন্তি অনাজ্ঞপ্তা এব রাজা, কেবলং তজ্জিগমিযাভিজ্ঞাঃ, এবমেব ইমমায়ানং ভোক্তারমন্তকালে মরণকালে সর্বৈ প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ অভিসমায়ন্তি—যত্রৈতদুচ্ছ্বাসী ভবতীতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৯০ ॥ ৩৮ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যে চতুর্থোধ্যায়স্ত তৃতীয় জ্যোতির্ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

টীকা । তদযথা রাজানং প্রযিযাসন্তমিত্যাদিবাংব্যাবর্ত্তঃ চোদমুখাপন্নতি—তদেবমিতি । বাগাদয়ন্তমুগচ্ছন্তীত্যশঙ্ক্যাহ—যে বেতি । তৎক্রিয়াপ্রণাস্তস্ত পত্নীর্বাগাদিবাংপারেণ প্রেরিতাঃ সমাহুতা ইতি যাবৎ । যানি চ ভূতানি পরলোকশূন্যিতঃ শরীরং কুর্ন্তি, যানি বা করণানুগ্রহীত্যাতিত্যানীনি, তেষপি যথোক্তপ্রশ্নপ্রবৃত্তিঃ দর্শয়তি—পরলোকেতি । শাক্ষঃ, পরলোকার্হঃ প্রস্তুতস্ত বাগাদিবাংপারাভাবাদাহ্বানানুপপত্তেঃ । ন দ্বিতীয়ঃ, ভোক্তৃকর্মণাপি, বাগাদিষচেতনেষু স্বয়ংপ্রবৃত্তেরনুপপত্তেরিতি—চোদয়িতুরভিমানঃ । উত্তরবাক্যেণোত্তরমাহ—অত্রৈতাদিনি । মরণকালমেব বিশিনষ্টি—যত্রৈতি । অচেতনানামপি রণাদীনাং চেতন-প্রেরিতানাং প্রবৃত্তির্দর্শন্যং বাগাদীনামপি ভোক্তৃকর্মবশাৎ তদাহুতত্বমন্তরেণ প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২৯০ ॥ ৩৮ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্রাষ্টটীকায়াং চতুর্থোধ্যায়স্ত তৃতীয় জ্যোতির্ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—সেই আত্মা যে সময়ে এইপ্রকারে পরলোকে প্রস্থান করিতে অভিলাষী হয়, সে সময়ে কাহারো তাহার সহিত গমন করে ? এবুৎ যাহারা তাহার সঙ্গে গমন করে, তাহার কি সেই পুরুষের প্রাক্তন কর্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া গমন করে, অথবা তাহারই কর্মানুসারে উহার এবং তাহার পারলৌকিক শরীরনির্ধাতা ভূতগণ স্বয়ংই তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে ? এতদ্বত্তরে দৃষ্টান্ত বলা হইতেছে—

রাজা অস্ত্র যাইতে ইচ্ছুক হইলে পর, প্রত্যেনন্ উগ্রজাতি, এবং সূত ও গ্রাম্যনেতৃবৃন্দ যেমন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে, অর্থাৎ রাজার আদেশ ব্যতিরেকেও কেবল তাঁহার গমনবার্তা অবগত হইয়াই যেমন সকলে একযোগে রাজার অভিমুখে অনুগমন করিয়া থাকে, ঠিক তেমনি অন্তর্কালে—যত্নসময়ে—যখন ইহার উদ্বিগ্নাশ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ আত্মার ভোগোপকরক বাক্-প্রভৃতি এই ভোক্তা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। “উল্লোচ্ছাসী ভবতি” ইত্যাদি কথা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥২৯॥৩৮॥

২. ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যমুবাদ ॥৪॥৩৯॥

: চতুর্থঃ ভ্রাক্ষণম্ ১ :

‘আভাসভাষ্যম্’ ১—কত্রায়মায়া । সংসারোপবর্ণনং প্রস্তুতম্ ।
তত্রায়ং পুরুষ এভোহ্ভেভ্যঃ সম্প্রযুচ্যেত্যুক্তম্ । তৎসম্প্রমোক্ষণং কৃশ্মিন্ কালে
কথং বেতি সবিস্তরং সংক্ষরণং বর্ণয়িতব্যমিত্যারভ্যতে—

‘আভাসভাষ্যানুবাদ’ ১—‘স যত্রায়মায়া’ ইত্যাদি । সম্প্রতি সংসার-
বৃত্ত্যার বর্ণনা চলিতেছে ; তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ‘এই পুরুষ এই সমস্ত অঙ্গ-
হইতে বিমুক্ত হইয়া’ ইত্যাদি । সেই যে, পুরুষের-দেহ-বিমোচন, তাহা কোন
সময়ে এবং কি প্রকারে হইয়া থাকে, এখন কিত্ততভাবে সেই বিষয়-বর্ণনা করিতে
হইবে, এই উদ্দেশ্যে পরবর্তী প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে—

‘স’ যত্রায়মায়াবল্যং ত্র্যেত্য সন্মোহমিব ত্র্যেত্যর্থেনমেতে
প্রাণা অভিসমায়ন্তি, স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়-
মেবাস্ববক্রামতি ; স দত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাণ্ডপর্যাবৰ্ত্ততে-
স্থারূপজ্ঞো ভবতি ॥ ২৯১ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ১—সঃ (লোকান্তরজিগমিষুঃ) অয়ম্ আত্মা যত্র (মরণকালে)
অবল্যং (অবলভ্যং দুৰ্দ্ধলভ্যং ত্র্যেত্য (নিশ্চয়েন প্রাপ্য) সন্মোহং (সন্মূর্ত্তাং),
ইব ত্র্যেতি (নিঃশেষেণ প্রাপ্নোতি) । [অত্র ইব-শব্দপ্রয়োগঃ সন্মোহস্ত বাস্তবতাং
নিরস্ততি] । অথ (অনন্তরং) এতে প্রাণাঃ (চক্ষুঃপ্রভৃতিরঃ) ইমম্ আত্মানং
অভিসমায়ন্তি (অভিগচ্ছন্তি) । সঃ (আত্মা) এতাঃ (প্রকৃতাঃ) তেজোমাত্রাঃ
(তৈজসানি করণানি) সমভ্যাদদানঃ (সম্যক্ নিলেপেন গৃহ্ণন—সমাহরণ)
হৃদয়ম্ এব অস্ববক্রামতি (হৃদয়মাত্রে অভিব্যক্তবিজ্ঞানঃ ভবতি) । [তত্র
বিশেষমাহ—] যত্র (যস্মিন্ কালে) স এষ চাক্ষুষঃ (চক্ষুরনুগ্রাহকঃ) পুরুষঃ
(আদিত্যরূপঃ) পরাক্ (পূৰ্ব্ব বৈপরীত্যেন) পর্যাবৰ্ত্ততে (নিবৰ্ত্ততে), অথ
(অতঃপরং) অরূপজ্ঞঃ ভবতি, [চক্ষুরনুগ্রাহকস্তাদিত্যপুরুষস্ত নিবৰ্ত্ততে তস্ত
রূপজ্ঞানমপি নিবৰ্ত্ততে ইতি ভাবঃ] ॥ ২৯১ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ ১—লোকান্তরে প্রস্থানোত্তর এই পুরুষ যে সময়ে
(মৃত্যুকালে) বহুদীন হইয়া, সন্মোহ বা বিমূর্ত্তাবহি যেন প্রাপ্ত হয়,

তখন চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণবর্গ এই আত্মার অভিমুখে গমন করে ; তখন সেই আত্মা এই সমস্ত তৈজস ইন্দ্রিয়বর্গকে সমাহরণ করিয়া স্বপ্নপিণ্ডে অবস্থান করে । যখন এই চক্ষুঃ, পুরুষ, অর্থাৎ চক্ষুর অধিদেবতা সূর্য্য সন্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন এই পুরুষ আর শ্বেতপীতাদি রূপ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ তখন তাহার রূপ দেখিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ২৯১ ॥ ১ ॥

শাক্তভাষ্যম্—স যত্র । সোহয়মাশ্মা প্রস্তুতঃ, যত্র যস্মিন্ কালে, অবল্যম্ অবলভাবম্, নি এত্যা গতা—যৎ দেহস্ত দৌর্বল্যম্, তদাশ্মন এব দৌর্বল্যমিত্যুপা-
চর্য্যতে—‘অবল্যং নোত্য’ ইতি । ন হসৌ স্বতঃ অমূর্ত্তবাদবলভাবং গচ্ছতি ;
তথা সম্মোহমিব—সংমূঢ়তা সম্মোহঃ বিবেকাভাবঃ, সংমূঢ়তামিব—শ্রোতি
নিগচ্ছতি ; ন চান্ত স্বতঃ সম্মোহঃ অসম্মোহো বা অস্তি, নিত্যচৈতন্ত্যজ্যোতিঃ-
স্বভাবস্তাৎ ; তেন ইবশব্দঃ—সম্মোহমিব শ্রোতীতি । উৎক্রান্তিকালে হি কর-
ণোপসংহারনিমিত্তো ব্যাকুলীভাব আশ্মন ইব লক্ষ্যতে লৌকিকৈঃ । তথা চ
বক্তারো ভবন্তি—সংমূঢ়ঃ সংমূঢ়োহয়মিতি । অথবা উভয়ত্র ইবশব্দপ্রয়োগো
যোজ্যঃ—অবল্যমিব শ্রোতা, সম্মোহমিব শ্রোতীতি, উভয়স্ত পরোপাধিনিমিত্তত্বা-
বিশেষাৎ, সমানকর্ত্তৃকনির্দেশাচ্চ । ১

টীকা । ব্রাহ্মণান্তরমুদাপতি—স যদ্রেতি । তস্ত সঘঙ্কং বক্তুমুক্তং কীর্ত্তয়তি—সংসারেতি ।
ব্রহ্মাণোপযোগিত্বেনোক্তমর্থান্তরমুদ্রবতি—তদ্রেতি । সংসারপ্রকরণং সপ্তমার্থঃ । সম্প্রত্য-
ব্রাহ্মণপূর্ব্বকমুত্তরব্রাহ্মণমাদান্তে—তৎসংপ্রমোক্ষমিতি । এবং ব্রাহ্মণমবত্যা তদব্ধরাণি
ব্যাকরোতি—সোহয়মিত্যাদিনা । গতা সংমোহমিব শ্রোতীত্বান্তরত্র সঘঙ্কঃ । কথমাশ্মনো
‘দৌর্বল্যং, তদাহ—বদেহশ্রোতি । কিমিত্যুপচারঃ, মুখ্যমেবাস্মনো দৌর্বল্যং কিং ন শ্রাদিত্যা-
শঙ্কাহ—ন হীতি । যথায়মবলভাবং নিগচ্ছতি, তথা সংমোহঃ সংমূঢ়তামিব প্রতিপদ্যতে ।
বিবেকাভাবো হি সংমোহঃ । তথা চ সংমূঢ়তামিব নিগচ্ছতীতি যুক্তমিত্যাহ—তুথতি ।
ইব-শব্দার্থমাহ—ন চেতি । কথং পুনরাশ্মনঃ সমারোপিতোহপি সংমোহঃ শ্রান্তিত্যচৈতন্ত্য-
জ্যোতিষ্টাদিত্যাশঙ্কাহ—উৎক্রান্তীতি । ব্যাকুলীভাবো লিঙ্গশ্রোতি শেষঃ । তত্র লৌকিকী-
বার্জামনুকূলয়তি—তথোতি । ১

অথ অস্মিন্ কালে এতে প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ এনমাশ্মানম্ অভিসমায়ন্তি ; তদাশ্ম
শরীরস্তাশ্মনঃ অজ্ঞেভ্যঃ সম্প্রমোক্ষণম্ । কথং পুনঃ সম্প্রমোক্ষণম্, কেন বা প্রকারেণ
আশ্মানমভিসমায়ন্তীতি ? উচ্যতে—স আত্মা এতাত্তেজোমাত্রাঃ তেজসো
মাত্রান্তেজোমাত্রাঃ তেজোহবয়বাঃ, রূপাদিপ্রকাশকত্বাৎ চক্ষুরাদীনি করণানীত্যর্থঃ,

তা এতাঃ সমভ্যাদদানঃ সম্যক্ নিৰ্ভেপেন অভ্যাদদানঃ আভিমুখেন আদদানঃ সংহরমাণঃ, তৎস্বপ্নাপেক্ষয়া বিবিশেষণং ‘সম’ ইতি, ন তু স্বপ্নে নিৰ্ভেপেন সমাগাঙ্ঘ্রামম্ ; অস্তি তু আত্মানশ্চাত্মম্, “গৃহীতা বাক্ গৃহীতং চক্ষুঃ” অশ্চ লোকশ্চ সৰ্ববিতো মাত্ৰামগ্নাদায় শুক্রমাদায় ইত্যাদিবাক্যোভাঃ । ২ ।

যথাঋতমিবশব্দঃ গৃহীত্বা বাক্যং ব্যাখ্যায় পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি । ইবশব্দপ্রয়োগস্তো-
ভয়ত্র যোজনামেবাভিনয়তি—অবল্যমিতি । উভয়ত্র তদ্ব্যোজনে হেতুমাহ—উভয়স্তেতি ।
তুল্যশ্রুতায়ৈনাবল্যাসংমোহমোরেককৰ্ত্তৃকত্বনির্দেশাদপ্যুভয়ত্রৈবকারো দ্রষ্টব্য ইতীহ—
সমানেন্দি । অথেষাং বাক্যমিবত্যাং ব্যাকৰ্ণন কল্পি ন কালে তৎসংপ্রমাণমিত্যন্তোত্তর-
মাহ—অথেষাং বাক্যমিতি । কথং বেদান্তং প্রথমমুত্তরং প্রস্তোতি—কথমিতি । অস্তোত্তর-
মেনোত্তরবাক্যমাদায় ব্যাকরোতি—উচ্যত ইত্যাদিহ । রূপাদিপ্রকাশনশক্তিমৎসবপ্রধান-
ভূতকার্য্যভাং তেজোমাত্রাশ্চক্ষুরাদীনীতৃত্বং, সংপ্রতি সমভ্যাদদান ইত্যন্তার্থমাহ—তা এতা
ইতি । সংহরমাণো হৃদয়মম্ববক্রামতীত্যম্ববঃ । তৎ সমিতি বিশেষণং স্বপ্নাপেক্ষয়েতি পুঙ্খম্ ।
কথং স্বপ্নাপেক্ষয়া বিশেষণং, তদাহ—ন ভিত্তি । আদানমাত্রমপি স্বপ্নে নাস্তীতি কৃতস্তদ-
ব্যাবৃত্তার্থং বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্তীতি । ২

হৃদয়মেব পুণ্ডরীকাকাশম্ অম্ববক্রামতি অবাগচ্ছতি, হৃদয়ে অভিব্যক্ত-
বিজ্ঞানো ভবতীত্যর্থঃ—বুদ্ধাদিবিবিক্ষেপোপসংহারে সতি । ন হি তস্ত স্বতশ্চলনং
বিবিক্ষেপোপসংহারাদিবিক্রিয়া বা, “ধৃসরতীব লোহারতীব” ইত্যুক্তম্ববঃ ; বুদ্ধাদি-
পাধিদ্ধাতৈব হি সৰ্ববিক্রিয়া অধ্যারোপ্যতে তস্মিন্ । কদা পুনস্তত্ত্ব তেজোমাত্রা-
ভ্যাদানমিতি ? উচ্যতে—সঃ যত্র এষঃ, চক্ষুষি ভুবঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ আদিত্যাংশঃ
ভোক্তুঃ কৰ্ম্মণা প্রযুক্তঃ যাবদেহধারণম্, তাবৎ চক্ষুবোহমুগ্রহং কৰ্ম্মণ বৰ্ত্ততে ;
মরণকালে তু অশ্চ চক্ষুরমুগ্রহং পরিত্যজতি, স্বম্ আদিত্যাগ্নানং প্রতি-
পদ্যতে । ৩ ।

স এতান্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদান ইত্যেতদ্ব্যখ্যায় হৃদয়মেবেত্যাদি ব্যাচষ্টে—হৃদয়-
মিত্যাদিনা । সবিজ্ঞানো ভবতীতি ব্যাক্যশেষমাত্রিত্যাং ব্যাক্যার্থমাহ—হৃদয়ে ইতি । কথমজ্ঞানো
নিক্রিয়স্ত তেজোমাত্রাদানকৰ্ত্তৃত্বমোপচারিকমিত্যর্থঃ । তাই তদ্বিক্ষেপোপসংহৃত্বৎ তদাদান-
কৰ্ত্তৃত্বমপি মুখ্যমেব ভবিষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ—ন হীতি । আদিশব্দেন ক্রিয়াবিশেষঃ সৰ্ব্বো গৃহ্যতে ।
কথং তাই প্রতীচি কৰ্ত্তৃত্বাদিঅথেষাশঙ্ক্যাহ—বুদ্ধাদীতি । স যত্রৈত্যাদি ব্যাক্যমাকাঙ্ক্ষা-
পূৰ্ব্বকমবত্যাং ব্যাকরোতি—কদা পুনরিত্যাদিনা । তস্ত পূৰ্ব্বশব্দাত্তোক্তৃত্বং প্রাপ্তে
বিশিনষ্টি—আদিত্যাংশ ইতি । তস্ত চাক্ষুষত্বং সাধয়তি—ভোক্তুরিত্যাদিনা । যাবদেহধারণ-
মিতি কূতো বিশেষণং, তদাহ—মরণকালে ভিত্তি । আদিত্যাংশস্ত চক্ষুরমুগ্রহমবৰ্ত্ততে স্বাতন্ত্র্যং
বারয়তি—সমিতি । ৩

তদেভজ্জন্ম,—“যত্রাস্ত পুরুষস্ত মৃতশ্চাশ্মিৎ বাগপোতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষু-

রাদিত্যম্ ইত্যাদি ; পুনর্দেহগ্রহণকালে সংশয়িষ্ঠ্যন্তি ; তথা স্বপ্নাতঃ প্রবৃত্ত্যন্তঃ ।
কুর্দেতদাহ—চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, যত্র যস্মিন কালে, পরাঙ্ পৰ্য্যাবৰ্ত্ততে—পরি সমস্তাৎ
পর্যাব্যাবৰ্ত্ততে ইতি ; অথ অত্রাস্মিন কালে, অরূপম্ভ্যো ভবতি মুমূহুঃ—‘রূপং ন
জানাতি ; তদংয়ম্ আত্মা চক্ষুরাদিতেদেহম্ভ্যোঃ সমভ্যাদদানো ভবতি
স্বপ্নকাল ইব ॥ ২০১ ॥ ১ ॥

মূৰ্ণবাবস্থায়ঃ চক্ষুরাণ্যমুগ্রাহকদেবতাংশানামুধিদেবতাস্থানোপলংহারে প্রত্যন্তয়ে স্বেবাদয়তি
—তদেতদতিষ্ঠা । তর্হি দেহান্তরে বাগাদিরাহিতাঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুনরিতি । সংশয়িষ্ঠ্যন্তি
অগার্যন্তত্ত্বতোথাধিতা যথাস্থানমিতি শেষঃ । মুমূহোরিব স্বপ্নাতঃ সর্বাণি করণানি
লিঙ্গাঙ্মনোপসংক্রিয়ন্তে, প্রবৃত্ত্যমানস্ত চোৎপিংসোরিব তানি যথাস্থানং প্রাহর্ভবন্তীতাহ—
ক্লেপেতি । উক্তৈর্ধর্ষে বাক্য পাতয়তি—তদেতদাহতি । পরাঙ্ পৰ্য্যাবৰ্ত্তত ইতি রূপবৈমুখ্যং
চক্ষুষস্ত বিবক্তিতমিতি শেষঃ ॥ ২০১ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—যে আত্মার প্রস্তাব চলিয়াছে, সেই আত্মা যে সময়ে
—অবলভ্য (দুর্বলতা) প্রাপ্ত হইয়া যেন সম্মোহই—বিবেক-জ্ঞানের অভাবই
অর্থাৎ সম্যক্ মুক্ততাই যেন প্রাপ্ত হয় । এখানে ‘অবল্যং ত্বেত্য’ কথায় দেহের
দুর্বলতাই আত্মার দুর্বলতা বলিয়া আরোপ করা হইতেছে ; কারণ, আত্মা যখন
অমুক্ত, তখন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক দুর্বলতা কখনই সম্ভব হয় না । স্বভাবতঃ
নিজ চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ এই আত্মার সম্বন্ধে স্বরূপতঃ কখনই সম্মোহ বা
অসম্মোহ কিছুই সম্ভবপর হয় না ; এই জন্তই ‘ইব’ শব্দ—‘সম্মোহম্ ইব’ প্রযুক্ত
হইয়াছে—দেহত্যাগের সময়ে চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গ সমাহৃত হয় ; তন্নিবন্ধন
সাধারণলোকে আত্মারই যেন ব্যাকুলতা মনে করিয়া থাকে ; বক্তারাও সেইরূপই
বলিয়া থাকে যে, ‘এই ব্যক্তি সম্মুচ সম্মুচ (মোহপ্রাপ্ত)’ । অথবা ‘সম্মোহম্ ইব’
এই ‘ইব’ শব্দটার উভয় স্থলেই যোজনা করিতে হইবে—‘অবল্যম্ ইব ন্যোত্য’
(অবলভ্যই যেন প্রাপ্ত হইয়া) এবং ‘সম্মোহম্ ইব ন্যোতি (যেন সম্মোহই প্রাপ্ত
হয়) ; কেন না, অবল্য ও সম্মোহ—উভয়ই অপরাপর উপাধি-সম্বন্ধের ফল এবং
‘ন্যোত্য’ ও ‘ত্বেতি’ এই উভয়ের একই কর্ত্তা নির্দিষ্ট হইয়াছে । ১ ।

অতঃপর এই সমস্ত প্রাণ (বাক্ প্রভৃতি), প্রায়োগোন্মুখ এই আত্মার অভিমুখে
ধারিত হয় ; সেই সময়েই এই দেহাবয়বসমূহ হইতে জীবাত্মার বহির্গমন হয় ।
কিন্তু দেহত্যাগ হয়, এবং কিপ্রকারেইবা প্রাণসমূহ আত্মাভিমুখী হয়, এখানে
তাহা কথিত হইতেছে ।—এই আত্মা এই সমুদয় তেজোমাত্রা—তেজের মাত্রা
অর্থাৎ তেজের অংশ চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গ, রূপাদি বিষয় প্রকাশ করে বলিয়া

[চক্ষুঃ প্রভৃতির তৈজসম্ব প্রমাণিত হয়] (১) ; এই সকল তেজোমাত্রা স্বয়ংক-
-নিলেপভাবে আদানকরিত অর্থাৎ উপসংস্কৃত করত—স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষা বিশেষতঃ
স্থচনাবুজ্ঞ এখানে 'সম্' (সম্ অভ্যাদদানঃ) বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে ; কেন
না, 'তখন বাগিন্দ্রিয় গৃহীত ইহ চক্ষুঃ গৃহীত (নির্দোষপার কৃত) হয় ; এখানকার
সমস্ত অবয়ব বিচ্ছিন্ন করিরা এবং শুক্ৰ (তেজোমাত্রা) লইয়া' ইত্যাদি বাক্য
হইতে জানা যায় যে, স্বপ্ন সময়েও ইন্দ্রিয়সমূহ সমাহৃত হয় 'সত্য', কিন্তু
নির্দোষভাবে হয় না ; এইজন্ত এখানে 'সম্' বিশেষণের প্রয়োগ করা
আবশ্যক হইয়াছে । ২ ।

['হৃদয়ম্ এব অববক্রাগতি'] হৃদয়ে—জংগম্যাকাশে আগমন করে, অর্থাৎ
বুদ্ধিপ্রতিজ্ঞানিত বিক্ষেপ বা চাক্ষু্য নিবৃত্ত হইলে পর, তখন একমাত্র হৃদয়
তাহার বিজ্ঞান পরিস্ফুট হয় । 'ধ্যায়তীব' ইত্যাদি প্রতিবাক্য হইতে জানা যায়
যে, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ চলন (গমনাগমন) কিংবা বিক্ষেপ ও তন্নিবৃত্তির
নাই ; কেবল বুদ্ধিপ্রতি উপাধিসম্বন্ধ বশতই তাহাতে ঐ সমস্ত বিকার আক্ৰ-
-পিত হয় মাত্র । আত্মা কোন সময়ে উক্ত তেজোমাত্রা গ্রহণ করে, এখন তাহা
কথিত হইতেছে—যে সময়ে সেই এই চাক্ষু্য পুরুষ—চক্ষুর কার্য্যে সহায়ত্ব
আদিত্যাংশ—ভোক্তা জীবের প্রাক্তন কর্ম্মবারা প্রেরিত হইয়া, ততকাল দেহধারণ
আবশ্যক হয়, ততকাল চক্ষুর প্রতি অল্পগ্রহ-প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বমান থাকে, কিন্তু
মৃত্যুসময় উপস্থিত হইলে, এই চক্ষুর অনুগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া স্থায়
আদিত্যভাব প্রাপ্ত হয়, [সেই সময়ে] । ৩ ।

এই কথা অতঃপূর্ব্ব উক্ত হইয়াছে—'সেই সময়ে এই মৃত পুরুষের বাগিন্দ্রিয়
অগ্নিকে, প্রাণ বায়ুকে এবং চক্ষুঃ আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি । জীব-সুন্দার
যখন নূতন দেহ গ্রহণ করে, তখন এই চাক্ষু্য পুরুষই আবার সেই দেহকে আশ্রয়
করিলে ; স্বপ্ন এক প্রবোধকালেও এইরূপই ব্যবস্থা, অর্থাৎ স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গণের
বৃত্তি লয় হয়, প্রবোধসময়ে আবার প্রাজ্জ্বল্য হয় । সেই কথাই এখানে

(১) তাৎপর্য্য—আত্মার ভোগসাধন করণবর্গের মধ্যে পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়
পঞ্চভূতের রাজস ভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; এইজন্ত উহারা ক্রিয়াপ্রধান । এইরূপ চক্ষুঃ
প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ পঞ্চভূতের সত্ত্বভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; এইজন্ত উহারা তৈজস ;
এবং উহাদের কার্য্য হইতেছে রূপাদি বিষয়কে প্রকাশ করা । এইজন্ত এখানে ভাস্কর
'রূপাদিপ্রকাশকহাং' এই হেতুর উপস্থাপন করিয়াছেন । সত্ত্বভূতের পরিণাম বলিয়াই চক্ষুঃ
যেত পীতাদি রূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় ।

বলিত্বেছন—চান্দু পুরুষ যে সময়ে পরাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ সর্কতোভাবে ব্যাপারহীন হয় ; সেই সময়ে ভোজ্য পুরুষ অরূপজ্ঞ হয়, অর্থাৎ তখন তাঁহার আব রূপ বিষয়ে জ্ঞান থাকে না ; কারণ, মুমূর্ষু ব্যক্তি ত কোনপ্রকার রূপ অনুভব করিতে পারে না । এই আত্মা স্বপ্নসংসারের জায় এ সময়েও চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের তেজোমাত্রা গ্রহণ করিয়া থাকে । ২৯১ ॥ ১ ॥

একীভবতি ন পশ্যতীত্যাহুরেকীভবতি ন জিহ্বতীত্যাহুরেকীভবতি ন রসয়ত ইত্যাহুরেকীভবতি ন বদতীত্যাহুরেকীভবতি ন শৃণোতীত্যাহুরেকীভবতি ন মনুত ইত্যাহুরেকীভবতি ন স্পৃশতীত্যাহুরেকীভবতি ন বিজানতীত্যাহুঃ, তস্মৈ তস্মৈ হৈতস্মৈ হৃদয়স্মৈ প্রোতোতে, তেন প্রোতোতেনৈষ আত্মা নিষ্কামতি । চক্ষুঃশ্রোত্রং বা স্পর্শং বা ঘ্রোভো বা শরীরদেশেভ্যঃ, তমুৎক্রামন্তঃ প্রাণোহনুৎক্রামতি, প্রাণমনুৎক্রামন্তঃসর্কে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি, সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবানুবক্রামতি । তং বিদ্যাকর্মণী সমস্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ ॥ ২৯২ ॥ ২ ॥

সরলাখঃ ।—[অত্র 'লোকসংবাদম্ অনুকূলয়িতুমাহ—'একীভবতি' ইত্যাদি ।] [অথ মুমূর্ষোঃ] একীভবতি ন পশ্যতি (চক্ষুরিঞ্জিয়ং লিপ্তদেহেনাভিন্নং জাতম্), অতঃ দর্শনব্যাপারং ন করোতি) ইতি আহঃ (কথয়ন্তি) [লৌকিকাঃ] ; [তথা শ্রাণং] একীভবতি, [অতঃ] ন জিহ্বতি ইতি আহঃ ; [রসনৈঞ্জিয়ম্] একীভবতি, [অতঃ] ন রসয়তে (রসাস্বাদং ন করোতি) ইতি আহঃ ; [বাগিঞ্জিয়ং] একীভবতি, ন বদতীতি আহঃ, [শ্রবণৈঞ্জিয়ং] একীভবতি ন শৃণোতি ইতি আহঃ ; [মনঃ] একীভবতি, ন মনুতে ইতি আহঃ ; [ষ্টিগিঞ্জিয়ং] একীভবতি, ইতি ন স্পৃশতি ইতি আহঃ ; [বুদ্ধিঃ] একীভবতি, ন বিজানাতি ইতি আহঃ । [তদানীং] তস্মৈ তস্মৈ (সর্কেঞ্জিয়াশ্রয়স্মৈ) হৃদয়স্মৈ অগ্রং (আত্ম-নির্গমনদ্বারম্) প্রোতোতে (আত্মজ্যোতিষা প্রকাশতে) ; এষঃ (প্রকৃতঃ মুমূর্ষুঃ) আত্মা তেন প্রোতোতেন (প্রকাশমানহৃদয়াগ্রেণ) নিষ্কামতি (বহির্নিগচ্ছতি) ।

[অথ বহির্গমনে দ্বারভেদনানাহ—] চক্ষুঃ (আদিত্যলোকপ্রাপ্তার্থং চক্ষুঃ) বা, শ্রুঃ (ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তয়ে ব্রহ্মরজ্জ্বাং) বা, [জ্ঞান-কর্মাদিবিভেদেন] অন্তেভ্যঃ শরীরদেশেভ্যঃ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেভ্যঃ) উৎক্রামন্তঃ (বহির্নিগচ্ছন্তঃ) তং

(আত্মানং) অহু (লক্ষ্যীকৃত্য) প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাকৃত্য) উৎক্রামন্তঃ অহু, সর্বো প্রাণাঃ (বাগিদয়ঃ) উৎক্রামন্তি।

[তদাপি আত্মা] সর্বিজ্ঞানঃ (বাসনাময়-বিশেষজ্ঞান সম্পন্নঃ) তথা সর্বিজ্ঞানঃ (বিজ্ঞানযুক্তঃ যতঃ আত্মা, তথা) এব অব্যাক্রামন্তি (অব্যাক্রামন্তি)। [তদা] বিদ্যা-কর্মণী (বিদ্যা—উপাসনা, কর্ম চ বিদিতপ্রতি-
বিদ্যামুষ্ঠানম্, তে) তং (স্বারলোকপ্রস্থিতং) সমবারোহণং (সংক্রমণং) পূর্বপ্রজ্ঞা চ (প্রাক্তনকর্মফলানুভবজনিতা বাসনা চ)।

মূলানুবাদঃ—[এ বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধি পদদর্শন করিতেছেন—] এবংবিধ মুমুর্ষুকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বাহ্যিক থাকে না, [এখন ইহার] চক্ষুরিন্দ্রিয় হৃদয়ে যাইয়া একীভূত হইতেছে, অতএব দর্শন করিতেছে না ; শ্রবণেন্দ্রিয় একীভূত হইতেছে, অতএব শ্রবণ করিতেছে না ; জিহ্বা একীভূত হইতেছে, অতএব ভাষা করিতে পারিতেছে না ; বাগিন্দ্রিয় একীভূত হইতেছে ; অতএব কথা বলিতেছে না ; শ্রবণেন্দ্রিয় একীভূত হইতেছে ; অতএব শব্দ শ্রবণ করিতেছে না, মনঃ একীভূত হইতেছে ; অতএব চিন্তা করিতেছে না, ইগিন্দ্রিয় একীভূত হইতেছে ; অতএব স্পর্শানুভব করিতেছে না ; বুদ্ধি একীভূত হইতেছে ; অতএব বিশেষ বিজ্ঞান লাভ করিতেছে না ।

সে সময়ে সেই এই হৃদয়ের অগ্রভাগ অর্থাৎ আত্মা যে পথে নির্গত হইবে, সেই নাড়ীদ্বার আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হয় ; সেই হৃদয়প্রাপ্ত আত্মা নির্গত হয় । [ভবিষ্যৎ ফলানুসারে বহির্গমনের পথ অনেকপ্রকার হইতে পারে, এখন তাহা বলিতেছেন—] সূর্যালোকে যাইতে হইলে চক্ষুঃপথে, ব্রহ্মালোকে যাইতে হইলে, ব্রহ্মরন্ধ্রপথে, [অগ্ন্যাগ্ন স্থানে যাইতে হইলে,] অগ্ন্যাগ্ন শরীরাবয়ব দ্বারা নিষ্কাশিত হয় । আত্মা উৎক্রমণ করিবার সময়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণ উৎক্রমণ করিতে থাকে ; প্রাণ উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অপূর সীমন্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়বর্গ উৎক্রমণ করিতে থাকে । [উৎক্রমণ কালেও] আত্মা বিজ্ঞানসম্পন্নই (জ্ঞানবাসনায়ুক্তই) থাকে, এবং সেই বিজ্ঞান সহকারেই পরলোকে প্রস্থান করে । তখন তাহার ঐহিক উপাসনাও

কৰ্ম এবং প্রাপ্তিনং জ্ঞানসংস্কারও সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতে থাকি ॥ ২৯২ ॥ ২ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্ ।—ঐকীভবনি করণজাতং যেন লিঙ্গাঙ্গনা, তদৈনং পার্শ্বস্থা আহঃ পশ্চাৎতীতি ; তথা ব্রাহ্মদেবতান্নিবৃত্তৌ ব্রাহ্মমেকীভবতি লিঙ্গাঙ্গনা, তদা ন জিহ্বতীত্যাহঃ । সমানমন্তঃ । জিহ্বারাং সোমো বরুণো বা দেবতা, তন্নিবৃত্তাপেক্ষরা ন রসয়তে ইত্যাহঃ । তথা ন বদন্তি ন শৃণোক্তি ন মনুতে ন স্পৃশতি ন বিজানাতীত্যাহঃ । তদা উপলক্ষ্যতে দেবতানিবৃত্তিঃ, করণমাঞ্চ হৃদয়ে ঐকীভাবঃ । তত্র হৃদয়ে উপসংস্কৃতেষু করণেষু যোহন্তর্য্যাপারঃ, সু-
কথ্যতে,—তত্ত্ব ই এতত্ত্ব প্রকৃতত্ত্ব হৃদয়স্ত হৃদয়চ্ছিত্ত্যন্ত্যেত্যং, অগ্রং নাড়ীমুখং নির্গমনদ্বারাং প্রত্যোত্ততে, স্বপ্নকালে ইব স্নেন ভাসা তেজোমাত্রাদানকৃতেন, যেনৈব জ্যোতিষ্য আত্মনৈব চ ; তেনাঙ্গজ্যোতিষ্য প্রত্যোত্তেন হৃদয়াগ্রেণ, এব আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ লিঙ্গোপাধিঃ নির্গচ্ছতি নিষ্ক্রামতি । তথা আগম্বর্ণে,—“কস্মিন বহীষংক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাশ্রামীতি, স প্রাণ-
মসৃজত” ইতি । ১

টীকা । তর্হি ভৌক্তোপসংস্কৃতং চক্ষুরত্যন্তাভাবীভূতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—একীতি । উক্তং যৎ লেহকপ্রদিক্শিঃ দর্শয়তি—তদেতি । চক্ষুর্বিদর্শিতং স্মারং ব্রাহ্মহতিদিশতি—তথ্যেতি । যথা চক্ষুর্দেবতারা নিবৃত্তৌ লিঙ্গাঙ্গনা চক্ষুরেকীভবতি, তথা ব্রাহ্মদেবতাংশস্ত ব্রাহ্মগুহ্যনিবৃত্তি-
দ্বারোপাধিশিবেবতায়ৈকো লিঙ্গাঙ্গনা ব্রাহ্মমেকীভবতীত্যর্থঃ । তন্নিবৃত্তাপেক্ষরা বরুণাদিদেবতারা জিহ্বারামুগ্ৰহনিবৃত্তৌ জিহ্বারা লিঙ্গাঙ্গনৈক্যবাপেক্ষয়ত্যাঃ । তত্ত্বদক্ষুগ্রাহকদেবতাংশস্ত তত্র তত্রানুগ্রহনিবৃত্ত্যা তত্ত্বদংশিদেবতাপ্রাপ্তৌ তত্ত্বৎকরণস্ত লিঙ্গাঙ্গনৈক্য ভবতীত্যভি-
প্রোক্ত্যাহ—তথ্যেতি । মরণদশায়াং রূপাদির্দর্শনরাহিত্যমর্থদ্বয়সাধকমিত্যাহ—তদেতি । তত্ত্ব হৈতত্ত্বত্যাদি বাক্যগুণাদন্তে—তত্র্যেতি । মুমূর্ধাবস্থা সপ্তমার্থঃ । কেনাং প্রত্যোত্তো ভবতীত্য-
পেক্ষারামাহ—স্বপ্নেতি । যথা স্বপ্নকালে স্নেন ভাসা । যেন জ্যোতিষ্য প্রস্পিতিতি ব্যাখ্যাতম্, তথাপ্যপি তেজোমাত্রায়াং যদাদানং, তৎকৃতেন বাসনারূপেণ প্রাপ্তকর্দীববয়-বুদ্ধিবুদ্ধিরূপেণ স্নেন ভাসা যেন চাক্ষনা চৈতন্ত-জ্যোতিষ্য হৃদয়াগ্রপ্রত্যোত্তনমিত্যাঃ । তস্তার্থক্রিয়াং দর্শয়তি—
তেনেতি । কিমিতি লিঙ্গব্রাহ্মনো নির্গমনং প্রতিজ্ঞায়তে, তত্রাহ—তথ্যেতি । ১

তত্র চ আত্মচৈতন্ত্যজ্যোতিঃ সর্বদাভিব্যক্ততরম্, তদুপাধিবারা হাঙ্গনি জন্ম-
মরণগমনাগমনাদি-সর্ববিক্রিয়ালক্ষণঃ সংব্যবহারঃ, তদাঙ্গকং হি দ্বাদশবিধং করণম্
বুদ্ধাদি, তৎ সূত্রম্, তৎ জীবনম্, সোহন্তরাঙ্গা জগতন্তুস্বয়ং । তেন প্রত্যোত্তেন
হৃদয়াগ্রপ্রকাশেন নিষ্ক্রমমাণঃ কেন মার্গেণ নিষ্ক্রামতীত্যাচ্যতে—চক্ষুস্তো বা
আদিত্যলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তং, জ্ঞানং কৰ্ম বা যদি স্তাৎ ; মুমূর্ধো বা, ব্রহ্মলোক-

. চতুর্থোহঙ্কারঃ—চতুর্থঃ ব্রাহ্মণম্ .

প্রাপ্তিনিমিত্তং চেৎ ; অত্বেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ শরীর-
যথাক্রম্ । তৎ বিজ্ঞানান্নান্নমৎক্রমস্তং পরলোকাং প্রস্থিত-
উদ্ভূতাকৃতমিত্যর্থঃ । ২ .

যদি মরণকালে তেজস্বীভাবানং, ন তর্হি সদা সিন্ধোপাধিরাৎ-
সৈশুমা লিঙ্গমুচ্যেত, সর্বদেহিত লিঙ্গনভাদশোভিতঃ । আত্মোপাধিভূতে নিম্নে-
শঙ্কান্নান্নি কূটস্থে সংবাহারদশমিত্যাহ—তদুপাধীতি । চক্ষুঃপ্রাপ্তি-
প্রদায়কং সীতি । একাদশবিধং করণমিত্যুপগমাৎ কৃতো দ্বাদশবি-
বুদ্ধাদীতি । বায়ুর্গো ভূম তৎ সূত্রম্ ইত্যাদি প্রতিরপি যথোক্তে-
তৎ সূত্রমিতি । জগতো জীবনমপি তত্র মানমিত্যাহ—তজ্জীবনমিতি ।
ইতি প্রতিরপি যথোক্তং লিঙ্গং সাধয়তীতিহ—সোহন্তরাশ্বেতি ।
প্রকাশেন মরণকালে হৃদয়াৎ নিষ্ক্রমণে মাগং প্রাণপূর্বকমুত্তর-
ত্যাদিনা । চক্ষুঃপ্রাপ্তি বিকল্পে নিমিত্তং সূচয়তি—আদিতোতি
হেতুমা—ব্রহ্মলোকোতি । তৎপ্রাপ্তিনিমিত্তং চেৎ জ্ঞানং কৰ্ম্ম বা
দেহাবয়বীন্তরেভ্যো নিষ্ক্রমণে নিয়ামকমাহ—যথেনি । কথং পরলোকাং
প্রাণগমনাবিনবাহ বিজ্ঞানান্নগমনস্তেত্যাশঙ্কাহ—পরলোকায়েতি । ২

প্রাণঃ সর্বাধিকারিস্থানীয়ঃ রাজ্ঞ ইব অনুক্রমতি ; তৎপ্রাণ-
বাগাদয়ঃ সর্বৈ প্রাণা অনুক্রমন্তি । যথা প্রধানাচ্চিচ্যাম্যেত-
সার্থবদগমনকি বিবক্ষিতম্ । তদা এব অথবা সবিজ্ঞানো
বিশেষবিজ্ঞানবান্ ভবতি কৰ্ম্মবশাৎ, ন স্বতন্ত্রঃ । স্বাতন্ত্র্য-
সর্বঃ কৃতকৃত্যঃ শ্রাৎ ; নৈব তু তল্লভ্যাতে ; অতএবাহ—
ভাবিতঃ” ইতি । কৰ্ম্মণা তু উদ্ভাব্যমানেন অন্তঃকরণবৃত্তি-
বিশেষবিজ্ঞানেন সর্বৈ লোক এতদগ্নি-কালে সবিজ্ঞানো ভ-
গন্তব্যম্ অববক্রামতি অনুগচ্ছতি, বিশেষবিজ্ঞানোহাসিতমে-
তৎকালে স্বাতন্ত্র্যার্থং বোগধর্ম্মানুসেবনম্, পরিসংখ্যানাত্মাশ্চ, বিশিষ্টপুণ্যো-
পচয়শ্চ শ্রদ্ধাধীনৈঃ পরলোকাধিতিরপ্রমত্তৈঃ কর্তব্য ইতি । সর্বশাস্ত্রাণাং যত্নতো
বিধেয়োহর্থঃ—চুচরিতাচ্চোপরমণম্ । ৩

নহু জীবন্ত প্রাণাদি-তাদাত্মো সতি কথমশুশ্কেন ক্রমো বিবক্ষ্যতে, তত্রাহ—যথা
প্রধানেনিতি । প্রধানমনতিক্রমা হীয়মধ্যাখ্যানেচ্ছা । তথা চ জীবদেঃ প্রাণাত্মাভিপ্রায়েণা-
শকপ্রয়োগো ন ক্রমাভিপ্রায়েণ, দেশকালভেদাভাদিত্যর্থঃ । সার্থে সমূহে, বাস্তব-
গমনং দৃষ্টতে, ন তথা প্রাণাদিধিতি বাতিরেকঃ । যদন্তং হৃদয়াৎপ্রাচ্যোতনং, তৎ সবিজ্ঞান-
ক্রিয়া একটরতি—তদ্রুতি । কৰ্ম্মবশাদিতি বিশেষণং সাধয়তি—নেতি । বিপক্ষে—দোষমাহ—
স্বাতন্ত্র্যোপেনিতি । ইষ্টাপত্তিমাশঙ্কাহ—নৈবেতি । মুমূর্ষোরবাতন্তো মানমাহ—অত এবেতি ।

কৰ্ম্মশাস্ত্রং সবিজ্ঞানবিশ্বমসংহৃতি—কৰ্ম্মণেতি । অন্তঃকরণস্তঃ বৃত্তিবিশেষো ভাবিদেহ-
বিষয়স্তদুচ্চিৎ তজ্জ্ঞানং যদ্বাসন্যন্তঃ বিশেষবিজ্ঞানং, তেনো যাবৎ বিষয়ান্তঃ সবিজ্ঞানস্ব-
নতজ্ঞানং কৰ্ম্মণা—বিজ্ঞানমেবেতি । গুণবাস্ত সবিজ্ঞানত্বং বিজ্ঞানানুযায়িত্বাশক্তা যিনিহি—
বিশেষেতি । ত্রীগেবোক্তান্তেঃ সবিজ্ঞানং যদ্বাদ্যন্তঃপৰ্য্যায়—তন্মাদিত্যি । পূৰ্ব্ব-
কৰ্ম্মানুসারিত্বং তচ্ছব্যাৰ্থঃ । শোগশ্চিৎতত্ত্বনিবোধঃ তত্ত্বাধীনা যমনিয়মপ্রভৃতিভ্যঃ, তেষামনু-
সেবনং পুনঃ পুনরাবৰ্ত্তনম্ । পবিসাণানাত্যগো যোগানুষ্ঠানম্ । কণ্ঠা ইতি প্রকৃতশ্রে-
ত্বেবেদেব ইতি স্মৃ । ৩

নৈহি তৎকালে শক্যং কিঞ্চিৎ সম্পাদয়িতুম্, কৰ্ম্মণা নীৰ্যমানীত্বা স্বাতন্ত্র্যা-
ভাবীং ; “পূৰ্ণো বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি, পাপং পাপেন” ইত্যুক্তম্ । এতচ্চ
হি “অনথাস্তাপশমোপায়বিধানায় সৰ্ব্বশাখোপনিষদঃ প্রোক্তাঃ, ন হি তদ্বিহিতো-
পায়ান্তসেবনং মুক্তিং আত্যন্তিকোহন্তঃস্বৰ্থশ্রোপশমোপাযোহস্তি । তন্মাদিত্বেবো-
পনিষদ্বিহিতোপায়ে যতপৰৈৰ্ভবিতব্যমিত্যেব প্রকবণার্থঃ । ৪

কক পূৰ্ণোপচয়কর্তব্যতাপেহর্থে সৰ্ব্বমেব বিধিকাণ্ডং পৰ্য্যবসিতমিত্যাহ—সৰ্ব্বশাখাশা-
মিত্যি । সৰ্পাদাগামিহুচ্যবিতাহুপবমণং কৰ্ত্তব্যমিত্যিন্নার্থে নিষেধানন্তমপি পৰ্য্যবসিত-
মিত্যাহ—উচ্চরিতাচ্ছেতি । নহুৎকৰ্ম্ম যথেষ্টচেষ্টা কৰ্ম্মাভবণকালে সৰ্ব্বমেতৎ সুপাদয়িষ্যতে,
নেত্যাহ—ন হীতি । কৰ্ম্মণা নীৰ্যমানসে মানমাহ—পুণ্য ইতি । তর্হি পূৰ্ণোপচয়াদেব যথোক্ত-
মর্থনিবৃত্ত্যর্থং তদ্বজ্ঞানমিত্যাহ—এতচ্চেতি । উপশমোপায়ন্তত্বজ্ঞানং, তচ্চ বিধান-
প্রকাশনং তদর্থমিতি যাবৎ । দেবতাদানাদিনার্থে নিবর্ত্তিষ্যতে, কিং তদ্বজ্ঞানেনেত্যাহ—
ন হীতি । তদ্বিহিতেতি তচ্ছব্যাৰ্থঃ সৰ্ব্বশাখোপনিষদো গৃহ্যন্তে । বিধান্তবেণানর্থ-
ক্ষুণ্ণাসিদ্ধৌ কলিতমাহ—তন্মাদিত্যি । জাপিত সবিজ্ঞানবাকোনেতি শেষঃ । ৪

শকটবৎ সন্ততসম্ভার উৎসর্জন যাতীত্যুক্তম্ ; কিং পুনস্তথ পবলোকায়
প্রযুক্ত পথ্যদনং শাকটিকসম্ভারস্থানীয়ম্, গজা বা পবলোকং যদুচ্চৈ, শবীরাণা-
নন্তলং চ যৎ, তৎ কিম্—ইত্যুচ্যতে—তং পবলোকায় গচ্ছন্তম্ আশ্বানং বিজ্ঞা-
কৰ্ম্মণী—বিজ্ঞা চ কৰ্ম্ম চ বিজ্ঞাকৰ্ম্মণী ; বিজ্ঞা সৰ্ব্বপ্রকারা—বিহিতা, প্রতিনিজ্ঞা চ,
অবিহিতা, অপ্রতিনিজ্ঞা চ । তথা কৰ্ম্ম—বিহিতম্, প্রতিনিজ্ঞক, অবিহিতম্,
অপ্রতিনিজ্ঞক, সম্ভারভেতে সমাক্ অম্ভারভেতে অম্ভারভেতে অনুগচ্ছতঃ ; পূৰ্ব্ব-
প্রজ্ঞা চ—পূৰ্ব্বানুভূতবিষয়া প্রজ্ঞা পূৰ্ব্বপ্রজ্ঞা অতীতকৰ্ম্মফলানুভববাসনেত্যর্থঃ । ৫

বৃত্তমন্তঃ প্রপূৰ্ব্বকমন্তবাক্যমবত্যা বাচ্যে—শকটবদিত্যাদিনা । বিহিতা বিজ্ঞা
যানান্তিকা । প্রতিনিজ্ঞা নগ্নবীৰ্ণনাদিরূপা । অবিহিতা যটাদিবিষয়া । অপ্রতিনিজ্ঞা পথি
পতিভূতাদিবিষয়া । বিহিতং কৰ্ম্ম যোগাদি । পতিনিজ্ঞং ব্রহ্মহননাদি । অবিহিতং গমনাদি ।
অপ্রতিনিজ্ঞং প্রতাপকৃৎকিপাদি । ৫

শা চ বাসন্য অপরূপকর্ম্মরম্ভে কর্ম্মবিপাকে চান্ধং ভবতি ; তেন অসাবপি

অধারভতে; ন হি অগ্না বাসনান্ন বিনা কৰ্ম কৰ্ত্তব্যং কৰ্মকৰ্ত্তব্যং ন হি অগ্নিঃ
নহি অনভ্যস্তে বিষয়েণৈব শিল্পিক্রিয়াণাং ভবতি। ইন্দ্রিয়ানাম্ ইহাভ্যাসঃ অন্তরেণ কোশলম্ উপপদ্যতে। ইন্দ্রিয়-
কাঞ্চিৎ ক্রিয়ান্ন চিত্রকৰ্ম্মাদিলক্ষণান্ন বিনৈব ইহাভ্যাসঃ। ইহাভ্যাসঃ কোশ-
লম্; কাস্ত্ৰচিদভ্যাসৌ কার্যযুক্তাষপি অকৌশলং সৌভাগ্যম্। তথা ইহাভ্যাস-
ভৌগেয়ং সূতাবত এব কোষাঞ্চিং কোশলাকৌশলে ভৌগেয়ং। ইহাভ্যাস-
বিভাগঃ ত্রয়োবিধঃ ভাগসাধনঃ প্রসিদ্ধেয়দ্বারস্তেহপি ক্রিয়ান্ন ইহাভ্যাসঃ। ইহাভ্যাস-
চেতি। অপূৰ্ণকৰ্ম্মারম্ভাদবিস্রং পূৰ্ণবাসনেতাজ্জ হেতুমাৎ। ন হ্যসি। ইহাভ্যাস-
পাদয়তি—ন হীতাদিনা। ইন্দ্রিয়ানাং বিষয়েষু কৌশলমমুদ্যানং প্রসিদ্ধং। তচ্চ কৰ্ম্মেণৈব
হেতুঃ। ন চান্তরেণাভ্যাসমিচ্ছিয়াণাং বিষয়েষু কৌশলং সম্ভবতি। ইহাভ্যাসানাং ত্রয়োবিধ-
মিত্যর্থঃ। তথাপি কথং পূৰ্ণবাসনা কৰ্ম্মামুষ্ঠানাদিবৃদ্ধিমিচ্ছিয়াণাম্—পূৰ্ণকৰ্ম্মভবতি। ইহা-
লোকানুভবং প্রমাণয়তি—দৃগ্মতে চেতি। চিত্রকৰ্ম্মাদীতাদিশিল্পেন স্বাসাদনিম্মাণিগুণ-
পূৰ্ণবাসনোদ্ভবকৃতং কার্যমুক্তা। তদভাবকৃতং কার্যমাহ—কাস্ত্ৰচিদতি। রক্ষা-
যাবৎ। তত্রৈবোদাহরণসৌলভ্যমাহ—তথ্যেতি। ৬

তচ্চৈতৎ সৰ্বং পূৰ্ণপ্রজ্ঞোস্তবানুভবনিমিত্তম্, তেন পূৰ্ণপ্রজ্ঞা বিনা কৰ্ম্ম-
ফলোপভোগে বা ন কশ্চিৎ প্রযুক্তিরূপপদ্ধতে, তদ্ব্যবহৃতং তদ্ব্য-
সম্ভারস্থানীয়ং পরলোকপথাদনং বিভা-কৰ্ম্ম-পূৰ্ণপ্রজ্ঞাপ্রায়ম্। ইহাভ্যাস-
প্রজ্ঞা চ দেহান্তরপ্রতিপত্ত্যপভোগসাধনম্, তদ্ব্যবহৃত্যকৰ্ম্মাদি ভবতেনৈব সমাচর্যেৎ।
যথা ইষ্টদেহসংভোগোপভোগৌ স্মাতামিতি প্রকীরণাৎ ২২২২২২

তত্র হেতুস্তরমাশঙ্কা পরিহরতি—তচ্চৈতি। কৰ্ম্মামুষ্ঠানাদৌ পূৰ্ণপ্রজ্ঞা-
সংহরতি—তেনেতি। সম্ভারস্তবচনার্থং নিদীয়তি—তদ্ব্যবহৃত্যক-
ৰ্ম্মাদিতি ২২২ ২২।

ভাষ্যানুবাদঃ—[মৃত্যু সময়ে] করণসমূহ (ইন্দ্রিয়নিচয়) স্বীয় লিঙ্গ-
দেহের সাঁইত সঞ্চিত হয়; তখন পার্শ্বস্থ লোকেরা ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া
থাকে—‘এখন দেখিতে পাইতেছে না’। এইরূপ ভ্রাণেন্দ্রিয়ও লিঙ্গদেহে মিলিত
হয়; তখন বলিয়া থাকে যে, ‘আভ্রাণ করিতেছে না’। অভ্রাণ কথার অর্থও
এতদমূরূপ। জিহ্বার দেবতা হইতেছেন চক্ষু অথবা বরুণ; তাহার নিবৃত্তি হইলে
লোকে বলিয়া থাকে যে, ‘রসাস্বাদ করিতেছে না’। সেই সময়েই ইন্দ্রিয়াধি-
ষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহের নিবৃত্তি ও প্রাণপ্রভৃতি করণসমূহের হৃদয়মধ্যে একীভাব
বুঝিতে পারা যায়। চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গ হৃদয়মধ্যে সমাহৃত হইলে, পর-
ভাস্তরে যে সমস্ত ব্যাপার হইতে থাকে, তাহা বলা হইতেছে—তখন সেই এই

দ্বৈতবাদীরা কল্পনা করিতেন যে বাস্তব জগৎ—নাড়ীমুখ অর্থাৎ যে
 উচ্চতম নাড়ীসমূহ চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়াছে, তাহা নির্গমনের পর্বস্বরূপ
 নাড়ীমুখ—স্বপ্ন সময়ে বেকপ হৃদয়শক্তি সমাহরণের ফলে আত্মজ্যোতিঃ
 প্রকাশিত হয়, সেইকপ স্বীয় আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হয় লক্ষ্য
 বস্তু—আধিবক্ত বিজ্ঞানময় আত্মা সেই প্রদীপ্ত হৃদয়গ্রন্থ দ্বারা দেহ হইতে নিজা
 হৃদয় আত্মরূপ উপনিষদেও এককপ কথা আছে, [—প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল—]
 তুমি তুমি কবি বলে অর্থাৎ দেহত্যাগ কবিলে, আমি উৎক্রমণ করি, এবং চক্ষু
 দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব, [এই ব্যবস্থাব জ্ঞাত] তিনি
 কবিলে' ইতি । ১

সেই সময়ধোই আত্মচৈতন্য জ্যোতিঃ সর্বসময়ে সমধিক অভিব্যক্ত থাকে,
 এবং সেই হৃদয়প্রধান সূক্ষ্মশরীরকপ উপাধি সহিত সঙ্গ বশতই আত্মার জন্ম,
 প্রকাশ ও আগমন প্রভৃতি বিকাব্যক সর্বপ্রকাব সা সাধিক ব্যবহার হইয়া
 থাকে। বুদ্ধিপ্রতি দ্বাদশপ্রকাব বর্ণন বা ভোগসাধনও তদাত্মক (ঐ লিঙ্গদেহ-
 ময়) (১), এবং তাহাই ছত্র (সর্বপ্রাণিতে অনুস্থিত), তাহাই জীবন, এবং
 তাহাই স্থাবর-জঙ্গমাঙ্গক জগতের অন্তর্ভুক্ত। আত্মা সেই হৃদয়গ্রন্থ-প্রকাব
 সাহায্যে নিজা হইবার সময় যেরূপে পথে নির্গত হয়, এখন তাহা বলা হই
 তেছে—আদিত্যলোক-প্রাপ্তি উপযুক্ত জ্ঞান বা কর্ম যদি কাহারও থাকে,
 তাহা হইলে, সে চক্রে হইতে (ঐ চক্রে পথে নিশ্চল হইবে), অথবা যদি কাহারও
 ব্রহ্মলোক লাভের উপযুক্ত সাধন বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, মুখস্থান হইতে
 অর্থাৎ ব্রহ্মবজ্রপথে নিজা হইবে, অথবা মূর্খের জ্ঞান ও কর্মানুসারে অপবাপর
 দেহাবয়ব-পথেও [নিজা হইবে]। সেই বিজ্ঞানাত্মা জীব যখন উৎক্রমণ কবে,—
 পবলোকে উদ্দেশ্যে প্রস্থান কবে, অর্থাৎ পবলোকে যাইবার নিমিত্ত যখন তাহার
 অভিলাষ প্রকাশ পায়, তখন, বাজকীয় প্রধান পুরুষের দ্বারা, দৈহিক প্রাণও
 তাহার সঙ্গে সঙ্গে উৎক্রমণ কবে, এবং সেই প্রাণ উৎক্রমণ করিবার সময়ে, বাক-
 প্রভৃতি সমস্ত প্রাণই তাহার সঙ্গে সঙ্গে উৎক্রমণ করিয়া থাকে । ২

এখানে যাহা বলা হইল, প্রধানের অনুগমন বা অনুসরণপদ্ধতি জ্ঞাপন
 করাই তাহার উদ্দেশ্য, কিন্তু ললবঙ্গ ব্যক্তির বেকপ ক্রমশঃ পব পব গমন করিয়া

তাহার—বুদ্ধি, মন ও চক্রে প্রভৃতি পক্ষ জ্ঞানেজ্ঞি, এবং বাক প্রভৃতি পক্ষ কর্মে-
 দ্বারা প্রকাশ করণ অর্থাৎ আত্মার ভোগসাধন ঐ লিঙ্গদেহ মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে ।

